শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আদিলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং ॥১॥

শ্রীশ্রীগৌরগোপালায় নমঃ। গ্রন্থারম্ভে প্রথমং তাবৎ সর্ব্বশুভায়, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশায়, সর্ব্বাভীষ্টপূর্ণায় বস্তুনির্দ্দেশাশীর্ব্বাদনমস্কাররূপং বন্দে গুরূনিত্যাদিশ্লোকদ্বয়ং গ্রন্থকৃন্মঙ্গলমাচরন্নিতি মাচরন্ তচ্চ নামাঙ্কনমস্কাররূপমঙ্গলমাচরতি বন্দে গুরূনিতি। নিজদীক্ষাগুরোঃ প্রসিদ্ধত্বাৎ নামনির্দ্দেশো ন কৃতঃ তত্র শ্রীকৃষ্ণ এব গুরুরূপ ইতি প্রমাণয়িষ্যতি শ্রীভগবদ্বাক্যেন "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াদিতি" গুরূনিতি বহুবচনেন শিক্ষাগুরুশ্চোক্তঃ স চ দ্বিবিধঃ অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠশ্চ, অন্তর্যামিনং প্রমাণয়িষ্যতি "নৈবোপযন্তীতি" "শিক্ষাগুরুঞ্চ ভগবানিতি" দ্বিতীয়ং প্রমাণয়িষ্যতি "ততো দুঃসঙ্গমিতি" * "সতাং প্রসঙ্গাদিতি" তত্র সাধনাম্ বাহুল্যাদ্বহবঃ শিক্ষাগুরবঃ ভবন্তি অতস্তেষাং নামান্যাহ শ্রীরূপ ইত্যাদি। ঈশভক্তাঃ শ্রীবাসাদয়স্তান্, ঈশাবতারাঃ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যাদয়স্তান্, ঈশপ্রকাশাঃ শ্রীমন্নিত্যানন্দাদয়স্তান্, ঈশশক্তয়ঃ শ্রীগদাধরাদয়স্তান্, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ সংজ্ঞা যস্য স এব ঈশস্তমহং বন্দে ইতি সর্ব্বত্র যোজ্যং ইতি সামান্যং ॥১॥

গুরূন্, ঈশভক্তান্, ঈশাবতারকান্, তৎপ্রকাশান্, তচ্ছক্তীঃ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং ঈশং বন্দে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

---

* বিদ্যারত্ন বোধ হয়, অনবধানবশতই টীকায় "ততো দুঃসঙ্গং" এই প্রমাণস্থানে "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং" লিখিয়াছেন, "সাধবো হৃদয়ং" এ প্রমাণটী ভক্তবিষয়ে, শিক্ষাগুরুবিষয়ে নহে; ইহা তৎস্থানে দৃষ্টি করিবেন।

দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, ঈশ্বরের ভক্ত শ্রীবাসাদি, ঈশ্বরের অবতার শ্রীঅদ্বৈতাদি, ঈশ্বরের প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দাদি, ঈশ্বরের শক্তি শ্রীগদাধরাদি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক ঈশ্বর, ইহাদিগকে বন্দনা করি ॥১॥

গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ,
বস্তু নির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ, নমস্কার।
আদি দুই শ্লোকে ইষ্টদেব নমস্কার।
সামান্য বিশেষরূপে দুইত প্রকার। আং। প্রং। পং।

এ প্রমাণে প্রথমশ্লোকে ইষ্টদেবের সামান্যনমস্কাররূপমঙ্গলাচরণ করিয়াছেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় এই শ্লোকে গুরুশব্দে মন্ত্রগুরু, ভজনগুরু ও শিক্ষাগুরু, এই তিন প্রকার গুরু টীকায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে। গুরুশব্দে মন্ত্রগুরু আর শিক্ষাগুরু এই দুই গুরুরই প্রমাণ আছে, ভজনগুরুর কোন প্রমাণ না থাকায় উক্ত শিক্ষাগুরুরই অন্তর্গত ভজনগুরু ভক্তিসন্দর্ভেও বলিয়াছেন। এবং গ্রন্থকারও গুরুশব্দে মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরু সপ্রমাণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যথা—

তত্রৈব ২০৫ অঙ্কে অথ শ্রবণগুরু ভজন শিক্ষাগুরোঃ প্রাচিকমেকত্বং।

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ। আং। প্রং। পং।

এবং "কৃষ্ণ গুরুদ্বয় ভক্ত" ইহাতে দুই গুরুই বলিয়াছেন।

অতএব গুরুশব্দে দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু, ইহার অতিরিক্ত ভজনগুরু একটী পৃথক্ গুরু নাই।

বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ শ্লোকোক্ত ঈশভক্তের পরেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঈশশব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে; গ্রন্থকারমতে উহা সঙ্গত হয় না। গ্রন্থকার গুর্ব্বাদিকে আবরণস্বরূপ করিয়া সর্ব্বশেষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঈশ্বরকে বন্দনা করিয়াছেন; যথা—

সাবরণে প্রভুকে করি নমস্কার। আং। প্রং। পং।

ঈশ শব্দের ব্যাখ্যা মধ্যস্থানে করিলে গুর্ব্বাদি সকল তাঁহার আবরণ হয় না, সুতরাং গ্রন্থকারমতে উহা সঙ্গত হইল না।

আরও বলিয়াছেন যে উত্তমজাতি হীনজাতির নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবে না, তাহা নহে; শ্রীহরিভক্তি বিলাসে প্রথম ঐরূপ বিধি দিয়া শেষে বৈষ্ণব-গুরু করিতেই বিধি দিয়াছেন; যথা—"মহাকুলপ্রসূতোপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।

সহস্রশাখাধ্যায়ীচ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ" ইতি। তৎস্থানে দৃষ্টি করিবেন, এবং অদ্যাপিও দেখা যাইতেছে যে, কায়স্থ শূদ্রজাতি শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুরমহাশয়ের মন্ত্রশিষ্যবংশীয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ বেতিলা ও বিখ্যাত মণিপুর প্রভৃতি স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমতে জাতির উৎকৃষ্টতা নিকৃষ্টতা নাই, গুরুযোগ্য ব্যক্তিই দীক্ষাগুরু হইবেন, অতএব উক্ত ব্যাখ্যা শ্রীচৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণবের পক্ষে নহে।

এখন প্রকৃত অনুসরণ করি। "গুরু কৃষ্ণরূপ হয়েন শাস্ত্রপ্রমাণে। শিক্ষাগুরুকেত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ" ॥ আং।প্রং।পং। এ প্রমাণে কৃষ্ণের সহিত দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর পৃথকত্ব না থাকায় ভক্তাদির যেমন কৃষ্ণের সহিত এক একটি সম্বন্ধ বলিয়াছেন অর্থাৎ কৃষ্ণের ভক্ত কৃষ্ণের অবতার, তদ্রূপ সম্বন্ধ গুরুদ্বয়ের নির্ণীত হয় নাই, অতএব কৃষ্ণস্বরূপই দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু; কিরূপে গুরু কৃষ্ণস্বরূপ হয়েন তাহা পয়ার ব্যাখ্যায় বিশদ হইবে। এই হেতু তত্ত্ব বর্ণনা মধ্যে গুরুদ্বয়ের তত্ত্ব প্রতিপাদক শ্লোক আর পৃথক করেন নাই।

বিঘ্নবিনাশের জন্যেই গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিবার আবশ্যকমতে গুরু কিম্বা ভক্ত ইত্যাদি এক জনার বন্দনাতেইত বিঘ্নবিনাশ হইত, এবং পৃথক মঙ্গলাচরণেরই বা প্রয়োজন কি আছে, গ্রন্থপ্রতিপাদ্যবস্তুশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্মরণাদি করিলেই সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশ হইবে, সুতরাং গুর্ব্বাদি সকলকে বন্দনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তাহা সত্য কিন্তু কেবল বিঘ্নবিনাশের জন্যেই যে গুর্ব্বাদিসকলকে বন্দনা করিয়াছেন, তাহা নহে; গ্রন্থপ্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই গুর্ব্বাদিরূপে বিলাস করেন, এই তত্ত্বটী প্রকাশ করিবার জন্যই গুর্ব্বাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করিয়াছেন; যথা—

কৃষ্ণ গুরুদ্বয় ভক্ত অবতার প্রকাশ।
শক্তি এই ছয়রূপে করেন বিলাস ॥আং। প্রং। পং ॥

অতএব এ শ্লোকে এক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেই বন্দনা করিয়াছেন।

এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুই জন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥ আং। সং। পং।

ইত্যাদি প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই সকলকার নমস্য এবং পরতত্ত্ব ইহাতে অগ্রে তাঁহাকে প্রণাম না করিয়া সর্ব্বশেষে প্রণাম করিবার কারণ এই যে—

সাবরণে মহাপ্রভুকে করি নমস্কার।
ভক্ত সহিত হয় তাহার আবরণ।" আং। প্রং। পং।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ, চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥২॥

সহ একদা প্রথমমিলনাৎ সহাবস্থিত্যা প্রকাশমানৌ নতু সহজাতৌ, উভয়োর্জন্মকালস্য ভেদাৎ ইতি চং।

শেষমাহ বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেতি। গৌড়োদয়ে গৌড় এব উদয় উদয়াচল স্তস্মিন্ সহ একদা উদিতৌ উদয়ং প্রাপ্তৌ, কিম্ভূতৌ পুষ্পবন্তৌ এক-যোক্ত্যা পুষ্পবন্তৌ দিবা [illegible] নিশাকরাবিত্যত্র ন গৌণীবৃত্তিঃ কোটিচন্দ্রসূর্য্যসম-প্রভা ইতিদর্শনাৎ অতএব চিত্রৌ আশ্চর্য্যৌ, পুনঃ কিম্ভূতৌ শং কল্যাণং দত্তো

এ প্রমাণে ভক্ত প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবরণ প্রযুক্ত তাঁহাকে সর্ব্বশেষে বন্দনা করিয়াছেন। গুরু কৃষ্ণ একহেতু ভক্ত প্রভৃতিকে আবরণ বলিয়াছেন।

"যৈছে বলদেব পরব্যোম নারায়ণ" আং প্রং পং এ প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের বিলাসমূর্ত্তি শ্রীবলরামনিত্যানন্দ, কিন্তু গ্রন্থকার নিজমন্ত্রগুরুপ্রযুক্ত তাঁহাকে চৈতন্যের প্রকাশ বলিয়াছেন। যথা চং "গুরুত্বেনৈব প্রকাশত্বং নতু বাস্তবত্বেন ইতি" অর্থাৎ গ্রন্থকারের গুরুত্বহেতু নিত্যানন্দকে চৈতন্যের প্রকাশ বলিয়াছেন কিন্তু বাস্তবিক তিনি প্রকাশ নহেন, তাৎপর্য্য এই যে কৃষ্ণ হইতে গুরুর পৃথক্ত্ব না থাকায় কৃষ্ণের প্রকাশ গুরু, অতএব গ্রন্থকার নিজ গুরু নিত্যানন্দকে প্রকাশ বলিয়াছেন।

এখানে এই স্থির হইল যে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য পরতত্ত্ব নন্দনন্দনশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, গুর্ব্বাদি সকল তাঁহার বিলাস, ভক্ত প্রভৃতি তাঁহার আবরণ। উপ-ক্রমেই এই তত্ত্ব স্থাপন করিয়া ইষ্টদেব কৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু উপক্রমাদি দ্বারাই জানিতে পারা যায়; যথা—

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলং।
অর্থবাদোপপত্তি চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নির্ণয়ে ॥

অস্য [illegible]। উপক্রম আরম্ভ, উপসংহার সমাপ্তি, অভ্যাস বারম্বার কথন, অপূর্ব্বতা অন্য প্রমাণের অবিষয়, ফল প্রয়োজন, অর্থবাদ প্রশংসা, উপপত্তি শাস্ত্রসঙ্গতযুক্তি, এই ছয়টি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নিশ্চয়ের কারণ

অতএব উপক্রমেই দেখাইলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু, ইহাতে তাঁহারই বর্ণনা হইবে, অপরাপর বর্ণনা তাঁহারই অন্তর্গতরূপে বর্ণিত হইবে ॥১॥

শৌ শন্দৌ, পুনঃ কিম্ভূতৌ তমোনুদৌ সুখগুনে অর্থাৎ অজ্ঞানতমো নাশকৌ তাবহং বন্দে ইতি ॥২॥

গৌড়োদয়ে সহোদিতৌ, পুষ্পবন্তৌ, চিত্রৌ, শন্দৌ, তমোনুদৌ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ বন্দে। ইত্যন্বয়ঃ ॥২॥

গৌড়দেশান্তর্গতনবদ্বীপরূপউদয়পর্ব্বতে এককালে উদিত আশ্চর্য্যসূর্য্যচন্দ্রতুল্য, পরম মঙ্গলদাতা ও অজ্ঞানান্ধকারনাশক, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দকে বন্দনা করি ॥২॥

দ্বিতীয় শ্লোকেত করি বিশেষ বন্দন। আং। প্রং। পং।

এ প্রমাণে এ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিশেষরূপে বন্দনা করিয়াছেন এখানে উক্ত পয়ার প্রমাণে কেবল চৈতন্যবন্দনারই প্রতিজ্ঞা করিয়া চৈতন্য নিত্যানন্দ দুই জনকে বন্দনা করিবার তাৎপর্য্য এই যে—

"দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ ॥ আং। প্রং। পং।

অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধৌত ॥" শ্রীচৈতন্যমঙ্গল সূত্রখণ্ড

এ প্রমাণে গৌরনিতাই ভিন্ন নহে, এই কথাটী প্রকাশ করিবার জন্য, অথবা নিজ গুরু নিত্যানন্দের চৈতন্যসহিত অভিন্নতাপ্রযুক্ত একই দুই ইহা জানাইবার জন্যে দুইকে বন্দনা করিয়াছেন, ফলতঃ এক চৈতন্যেরই বন্দনা হইয়াছে। "নদীয়া উদয়গিরি" আং। প্রং। পং। প্রমাণে নবদ্বীপরূপ উদয়পর্ব্বতে সূর্য্যচন্দ্রতুল্য গৌরনিতাই এককালে উদয় হইয়াছেন, অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দের বহুতীর্থভ্রমণের পর শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলন অবধি একস্থানে (নবদ্বীপে) অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা দুইজনে প্রকাশ হইয়াছেন কিন্তু এক সময়ে জন্ম নহে, যেহেতু উভয়ের জন্মসময় এক নহে।

চৈতন্যনিত্যানন্দের প্রকৃতজন্মনিবারণের জন্য বলিয়াছেন, তাঁহারা সূর্য্যচন্দ্রতুল্য উদয় হইয়াছেন অর্থাৎ প্রাকৃত সূর্য্যচন্দ্র যেমন যথাসময়ে প্রতিদিন একরূপে উদয় হয়, সেইটী তাহার নিত্যরূপ তাহার জন্মনাশ নাই, তদ্রূপ চৈতন্য নিত্যানন্দ ব্রহ্মার একদিনে একবার যেরূপে প্রকাশ হয়েন, সেইরূপই তাঁহার নিত্যরূপ উহার জন্ম মৃত্যু নাই। সূর্য্যচন্দ্র যথাসময়ে অস্তমিত হইয়া পরদিবস যথাসময়ে উদিত হয়, চৈতন্যনিত্যানন্দও যথাসময়ে অপ্রকট হইয়া আবার ব্রহ্মার পরদিনে প্রকট হয়েন ; যথা—

সন্ধ্যার একদিনে তিঁহো একবার ——।

এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।

অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদিয়ায়॥ আং। তৃং। পং।

যাহার সহিত উপমা দেওয়া হয় তাহারই আধিক্য প্রকাশ পায়; সুতরাং, গৌর নিতাই হইতে প্রাকৃত চন্দ্রসূর্য্য যে অধিক হইল তাহা নহে; যেহেতু প্রাকৃতসূর্য্যচন্দ্র হইতে চৈতন্যনিত্যানন্দ কোটিগুণ অধিক তেজোময়; যথা—

কোটি সূর্য্যচন্দ্র জিনি দুঁহার নিজধাম। আং। প্রং। পং।

অতএব উহার অর্থ এইরূপ করিতে হইবে সূর্য্যচন্দ্র যাহার তুল্য, সূর্য্য-চন্দ্রের তুল্য এরূপ সমাস হইবে না। সূর্য্যচন্দ্র বলিবার আরও একটী তাৎপর্য্য আছে এই যে—

কলাবপি তথাশৃণু।——॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগের গণন।

শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ পীত ক্রমে চারি বর্ণ। পীত—গৌরবর্ণ। মং। বিং। পং।

কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার। আং। তৃং। পং।

প্রতিযুগে করেন কৃষ্ণ যুগাবতার। মং। যং। পং।

ইত্যাদি প্রমাণে প্রতিকলিতেই যুগাবতার চৈতন্যের অবতার হয়, কিন্তু—

"যুগ মন্বন্তরে করি নানা অবতার।" আং। পং। পং।

এ প্রমাণে অন্যান্য কলিযুগাবতারচৈতন্য ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর অংশাবতার-প্রযুক্ত পূর্ণপ্রকাশ নহেন।

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। ইতি শ্রীমদ্ভাগবত।

নচৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ। আং। প্রং। পং।

পূর্ণভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।——।

অষ্টাবিংশ চতুর্যুগ দ্বাপরের শেষে।——॥

এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।

অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদিয়ায়॥ আং। তৃং। পং।

ইত্যাদি প্রমাণহেতু বর্ত্তমানবৈবস্বতাষ্টবিংশকলিযুগে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ-সূর্য্যচন্দ্র পূর্ণরূপে প্রকট হইয়াছেন।

উদয় পর্ব্বতে একসময়ে সূর্য্য চন্দ্রের উদয় কখন হয় না, কিন্তু চৈতন্যনিত্যা-নন্দসূর্য্যচন্দ্র নবদ্বীপরূপ উদয় পর্ব্বতে এককালে উদয় হইয়াছেন অতএব আশ্চর্য্য প্রকাশ হইয়াছে। আর একটী আশ্চর্য্য এই যে, প্রাকৃত সূর্য্যচন্দ্র

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা,
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং,
নচৈতন্যাৎকৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥৩॥

গহ্বরমধ্যবদ্ধমূলান্ধকার নষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু অপ্রাকৃত সূর্য্যচন্দ্র চৈতন্য-নিত্যানন্দ জীবের হৃদয়গহ্বরমধ্য বদ্ধমূলাজ্ঞানান্ধকার নষ্ট করেন। ইহাতে ইহাও প্রকাশ পাইল যে সূর্য্যচন্দ্র উপমা দিলেও চৈতন্য নিত্যানন্দেরই উহা হইতে আধিক্য থাকিল।

সূর্য্যচন্দ্র উদয় হইয়া যেমন অন্ধকার নষ্ট করে এবং বস্তু সকল প্রকাশ করিয়া দেন, চৈতন্যনিত্যানন্দও তদ্রূপ হৃদয়স্থ অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট করিয়া পরমমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ বস্তু প্রকাশ করিয়া দেন, অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারদ্বারা জীবের নিত্য কৃষ্ণদাসভাব আবৃত থাকায় তদ্বিষয়ক নিত্য প্রেমও আবৃত আছে, চৈতন্যনিত্যানন্দ সেই অন্ধকার নষ্ট করিয়া নিত্যসিদ্ধপ্রেম হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া দেন। যথা—

জীবের স্বরূপ হয় নিত্যকৃষ্ণদাস। মং। বিং। পং।
নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়। মং। দ্বাবিং। পং।

সম্পূর্ণ আলোকের প্রকাশ না হইলে বস্তুও যেমন সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না, তদ্রূপ পূর্ণপুরুষ চৈতন্যনিত্যানন্দ প্রকট না হইলে পূর্ণপ্রেম অর্থাৎ ব্রজপ্রেম কাহারও হৃদয়ে প্রকাশ হইত না।

কৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দ সূর্য্যচন্দ্রতুল্য, তাহাতে কে সূর্য্যতুল্য কে চন্দ্রতুল্য ইহার মীমাংশা এই যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ দিবাকর নিশাকর (সূর্য্য চন্দ্র) তুল্য, এইরূপ ক্রম যদি অবলম্বন করা হয় তাহা হইলে কৃষ্ণচৈতন্য সূর্য্যতুল্য নিত্যানন্দ চন্দ্রতুল্য, কিম্বা জ্যোতিষশাস্ত্রমতে তেজমণ্ডলসূর্য্য জলীয়মণ্ডলে প্রতিফলিত হইলে চন্দ্ররূপে প্রকাশ হয়, এখানে চৈতন্যের প্রকাশমূর্ত্তি নিত্যানন্দ, অতএব কৃষ্ণচৈতন্য সূর্য্যতুল্য নিত্যানন্দ চন্দ্রতুল্য। অথবা অজ্ঞানান্ধকার নাশ প্রেমদান ইত্যাদি বিষয়ে সমান কার্য্যকারিতা এবং উভয়ে অভিন্নতাপ্রযুক্ত উভয়েই সূর্য্যচন্দ্র অর্থাৎ কৃষ্ণচৈতন্য সূর্য্যতুল্য এবং নিত্যানন্দ চন্দ্রতুল্য বা কৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রতুল্য নিতানন্দ সূর্য্যতুল্য ইতি ॥২॥

পুরুষঃ কারণোদকশায়ী ইতি যোগশাস্ত্রো বদন্তি, অংশঃ ঐশ্বর্য্যরূপঃ, ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণঃ স ভগবান্, অয়ং কৃষ্ণচৈতন্যঃ স্বয়ং ভগবান্ ইত্যর্থঃ॥ ইতি চং।

বস্তুনির্দ্দেশমাহ যদদ্বৈতমিতি। উপনিষদি বেদে ঔপনিষদা বেদবাদিনো যৎ অদ্বৈতং ব্রহ্ম বদন্তি দ্বিধায়িতং জ্ঞানং নাস্তি যত্র ব্রহ্মণি তৎ অস্য কৃষ্ণচৈতন্যস্য তনুভা কান্তিসমূহঃ। যোগশাস্ত্রে-যোগিনো যঃ পুরুষঃ আত্মনো জীবস্যান্তর্যামীতি বদন্তি সোঽস্য ভগবতঃ অংশবিভবঃ অংশবিভূতিরিত্যর্থঃ। ইহতত্ত্ববিচারে সাত্ত্বতবাদিনঃ ষড়ৈশ্বর্য্যৈরূপলক্ষিতো যো ভগবান্ পূর্ণোভবতি স স্বয়মিতি বদন্তি। ষড়ৈশ্বর্য্যং যথা—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা।"

অস্যার্থঃ। ঐশ্বর্য্যং সর্ব্ববশীকারিত্বং, সমগ্রস্যেতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ, বীর্য্যং মণিমন্ত্রাদেরিব প্রভাবঃ, যশোবাঙ্মনঃ শরীরাণাং সাদ্গুণ্যখ্যাতিঃ, শ্রীঃ সর্ব্বপ্রকারা সম্পৎ, জ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞত্বং, বৈরাগ্যং প্রপঞ্চবস্তুনাশক্তিঃ, ইঙ্গনা সংজ্ঞা। অতঃ কৃষ্ণচৈতন্যাৎ পরতত্ত্বং পরং ভিন্নং ন, ততশ্চ ইহজগতি স এব কৃষ্ণচৈতন্যঃ পরতত্ত্বং নান্যৎ পরতত্ত্বমিত্যর্থঃ॥৩॥

উপনিষদি যৎ অদ্বৈতং ব্রহ্ম তদপি অস্য তনুভা, আত্মান্তর্যামী যঃ পুরুষ ইতি সোঽস্য অংশবিভবঃ, ইহ যঃ ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণঃ স ভগবান্, অয়ং স্বয়ং, ইহ জগতি চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ পরং পরতত্ত্বং ন। ইত্যন্বয়ঃ॥৩॥

এই তত্ত্ববিচারবিষয়ে যাহাকে বেদে অদ্বয় ব্রহ্ম বলে তিনি এই কৃষ্ণচৈতন্যের দেহের কান্তি, যিনি সমস্ত জীবের অন্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মা তিনি এই কৃষ্ণচৈতন্যের অংশবিভূতি, যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নারায়ণ তিনি ভগবান্ অর্থাৎ কৃষ্ণচৈতন্যের বিলাস, এই কৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্, অতএব এই জগতে কৃষ্ণচৈতন্য হইতে ভিন্ন আর পরতত্ত্ব নাই॥৩॥

তৃতীয় শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ। আং। প্রং। পং।

এ প্রমাণে এই শ্লোকে ত্রিবিধ মঙ্গলাচরণ মধ্যে বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে সামান্য ও বিশেষরূপে এক চৈতন্যকে বন্দনা করিয়া তত্ত্ববর্ণনা (গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু) এক্ষণে করিতেছেন, অর্থাৎ গ্রন্থমধ্যে বহুবিধ বিষয় বর্ণিত হয়, কিন্তু ঐ সকল বিষয় কাহাকে অবলম্বন করিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং এ গ্রন্থের অধিনায়কই বা কে তাহার তত্ত্বই বা কি ইত্যাদি

বিষয়ে পাঠকের মন অত্যন্ত ব্যাকুল থাকা প্রযুক্ত বিজ্ঞ গ্রন্থকার প্রথমেই বস্তু-তত্ত্ব বর্ণনা করিয়া থাকেন।

তাহাতে সর্ব্বতত্ত্বাশ্রয় পরমতত্ত্ববস্তুই বর্ণনার উদ্দেশ্যপ্রযুক্ত এক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যই এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তুরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, যেহেতু তাহা হইতে ভিন্ন আর শ্রেষ্ঠতর বস্তু কোথাও নাই। অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব কৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গ-কান্তি, সমস্ত জীবান্তর্যামী পরমাত্মতত্ত্ব কৃষ্ণচৈতন্যের অংশ বিভূতি, ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ নারায়ণ কৃষ্ণচৈতন্যের বিলাস, ইহারা কৃষ্ণচৈতন্য হইতে ভিন্ন একটী তত্ত্ব নহে, একারণ পৃথকরূপে ইহারা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই এ গ্রন্থে বস্তুরূপে বর্ণিত হইয়াছেন তিনিই ইহার অধিনায়ক, ইহাকেই অবলম্বন করিয়া অন্যান্য সমস্ত বর্ণনা হইবে।

ব্রহ্ম প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্ত্যাদি প্রযুক্ত তিনি আশ্রয় তত্ত্ববস্তু এবং ব্রহ্মাদি আশ্রিত তত্ত্ববস্তু, অতএব আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বিশেষ করিয়া বলিবার জন্য আশ্রিত ব্রহ্ম তত্ত্বাদিরও বর্ণনা হইবে এবং তিনি সর্ব্বাশ্রয় ইহা জানাইবার জন্য অবতারাদি, শক্তি, ভক্ত, মায়া ও জীব ইত্যাদি আশ্রিত তত্ত্বসকলেরও বর্ণনা করিয়াছেন।

এ গ্রন্থশ্রবণে জ্ঞানী প্রভৃতি এক কৃষ্ণচৈতন্যকেই সর্ব্বাশ্রয় পরমতত্ত্ববস্তু জানিয়া ব্রহ্মাদি আশ্রিত তত্ত্বের প্রতি অভিলাষ ত্যাগ করিবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের দাস হইয়া ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবেন। অজ্ঞ জীবসকল কৃষ্ণদাসরূপ নিজতত্ত্ব জানিয়া ভক্তিদ্বারা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবেন। অতএব এ গ্রন্থের সম্বন্ধ কৃষ্ণচৈতন্য, অভিধেয় তাহার সাধন ভক্তি, প্রয়োজন পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম।

এই তত্ত্ব বিচারে বিদ্যারত্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সাত্বতবাদিগণ যাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলিয়া থাকেন তিনিই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এবং বন্দ্যোপাধ্যায় টীকায় বলিয়াছেন "ষড়্‌ভিরৈশ্বর্য্যৈর্বিশিষ্টঃ যো পূর্ণোভগবানিতি বদন্তি সাত্বতাঃ স স্বয়ং শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ এব" অর্থাৎ যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ তিনিই স্বয়ং এই চৈতন্যকৃষ্ণ।

এরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে না; যেহেতু কৃষ্ণচৈতন্য হইতেই ভগবানের প্রকাশ, ভগবান্ হইতে কৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশ নহে যথা;—

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" ইতি শ্রীমদ্ভাগবত। প্রং। তৃং। অং।

শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণো ধর্ম্মঃ সাধ্যতে নতু ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণত্বমিত্যায়াতং

ততঃ কৃষ্ণস্যৈব ভাবত্বলক্ষণ ধর্ম্মত্বে সিদ্ধে মূলত্বমেব সিদ্ধ্যতি নতু ততঃ প্রাদুর্ভূতত্বং এতদেব ব্যনক্তি স্বয়মিতি তত্রচ স্বয়মেব ভগবান্ নতু ভগবত্তঃ প্রাদুর্ভূততয়া নতুবা ভগবত্তাধ্যাসেনেত্যর্থঃ। ইতি ক্রমস

তাৎপর্য্য এই শ্রীকৃষ্ণেরই ভগবত্তা, ভগবানের কৃষ্ণত্ব নহে; সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা হইলে তিনিই মূল ভগবান্ ইহা সিদ্ধ হইল, ভগবান্ হইতে শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত নহেন, যেহেতু তিনি স্বয়ং অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ইতি।

শ্রীকৃষ্ণ হইতেই ভগবান্, ভগবান্ হইতে শ্রীকৃষ্ণ নহেন, এ বিষয়ে গ্রন্থকার স্বয়ংই বিচার করিয়াছেন; তাহা গ্রন্থের আদির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দৃষ্টি করিবেন, এখানে তাহার দিক্‌দর্শনমাত্র করাইতেছি, যথা;—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণপরতত্ত্ব।——॥
প্রকাশ বিশেষে তিঁহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান॥ আং দ্বিং পং।

এ প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব, তিনি প্রকাশবিশেষে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিনটী নাম ধারণ করেন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভগবানের প্রাদুর্ভাব তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে যে বাক্যে স্তব করিয়াছিলেন তাহার অর্থ দ্বারা গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বলিতেছেন যথা;—

"সেই তিনের অংশী পরব্যোমনারায়ণ।———॥
তিঁহো তোমার বিলাস, তুমি মূল কারণ।
তাতে ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোমনারায়ণ।
কৃষ্ণের বিলাস এই তত্ত্ব নিরূপণ॥আং দ্বিং পং।

কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী এই তিন জনার অংশী যে পরব্যোমনাথ নারায়ণ, তিনি তোমার (কৃষ্ণের) বিলাস, অতএব তুমি (কৃষ্ণ) মূলকারণ অর্থাৎ কারণাব্ধিশায়ী প্রভৃতির কারণ যে নারায়ণ তাহারও কারণ শ্রীকৃষ্ণ; অতএব ব্রহ্মার বাক্যে এই সিদ্ধান্ত হইল পরব্যোমনাথ ভগবান্ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। ইত্যাদি প্রমাণে বিদ্যারত্নাদির ব্যাখ্যা কুব্যাখ্যা হইয়াছে। গ্রন্থকার আরও বলিয়াছেন যথা;—

"ব্রহ্ম আত্মা ভগবান কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর॥
কৃষ্ণের ভগবত্ত্ব ইহা হইল সাধ্য।
স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হইল বাধ্য॥আং দ্বিং পং।

ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিনরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করেন, এ অর্থ না জানিয়া মূর্খ লোক অন্য প্রকার অর্থ করে, অর্থাৎ ভগবানই কৃষ্ণরূপে বিলাস করেন এ অর্থ মূর্খলোক করিয়া থাকে, অতএব শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ ইহা সিদ্ধ হইল, স্বয়ং ভগবানই শ্রীকৃষ্ণ ইহা বাধা হইল (রহিত হইল) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ কিন্তু ভগবান হইতে শ্রীকৃষ্ণ নহেন। এবং স্বয়ং ভগবান শব্দের অর্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতেই ভগবান্ ইহা স্থাপন করিয়াছেন যথা ;—

"যার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান শব্দে তাহাতেই সত্তা॥আং।দ্বিং।পং।

মূল ধনী হইতে যে ব্যক্তি ধনী হইয়াছে তাহাকে যেমন মূলধনী বলেনা, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা হইতে নারায়ণের ভগবত্তা প্রযুক্ত ভগবান্ নারায়ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলা যাইতে পারে না, অতএব শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ।

যদি বলেন ভগবান্ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অবতার এ অর্থ না করিয়া ভগবানই শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকট হইয়াছেন এই অর্থ করিব, ইহাও হইতে পারে না, গ্রন্থকার স্বয়ং ঐ মত উঠাইয়া খণ্ডন করিয়াছেন যথা ;—

পরব্যোম নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্।
তিঁহো আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার॥আং।দ্বিং।পং।

এই বাক্যের খণ্ডন করিয়াছেন যথা ;—

শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ।আং।দ্বিং।পং।

ইত্যাদি আদির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দৃষ্টি করিয়া লইবেন। উক্ত শ্লোকের প্রকৃত অন্বয় বোধ না থাকায় অনেকেই ঐরূপ অর্থ (ভগবানই শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকট হইয়াছেন) করিয়া থাকেন ; অতএব উহার এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে "যঃ ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণঃ স ভগবান, অয়ং (চৈতন্যকৃষ্ণঃ) স্বয়ং অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান"। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একই বস্তু, এই হেতু উক্ত সকল প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক হইলেও শ্রীচৈতন্য বিষয়কেও জানিবে, ইহার সিদ্ধান্ত আদির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে করিয়াছেন এবং সেই স্থানে তাহা ব্যক্ত হইবে। এখানে কৃষ্ণচৈতন্য না বলিয়া চৈতন্যকৃষ্ণ বলিবার তাৎপর্য্য কি, এবিষয়ে চক্রবর্ত্তী উপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যথা ;—"তয়োঃ স্বান্তরত্বমীষদপি নাশঙ্কনীয়মিতিভাবঃ"। অর্থাৎ কৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ববিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদের আশঙ্কাও নাই ইতি। ইহা সর্ব্ব সম্মত, অথবা স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দুই নাম দুই লীলা

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥৪॥

উন্নতোজ্জ্বলরসাং উন্নতঃ প্রধানত্বেনস্বীকৃত উজ্জ্বলরসো যত্র তাং স্ফুরতু প্রকাশীভূয় তিষ্ঠতু। ইতি চং।

আশীর্ব্বাদমাহ অনর্পিতেতি। শচীনন্দনো হরি র্ব্বোযুস্মাকং হৃদয়কন্দরে সদা সর্ব্বস্মিন্ কালে স্ফুরত্বিত্যন্বয়ঃ, কিম্ভূতঃ করুণয়া কৃপয়া কলৌ অবতীর্ণঃ, কিং কর্ত্তুং, স্বভক্তিশ্রিয়ং নিজপ্রেমসম্পদ্রূপাং সমর্পয়িতুং সম্যগর্পিতুং, কিম্ভূতাং উন্নতো বর্দ্ধিতো মুখ্যঃ উজ্জ্বলঃ শৃঙ্গাররসো যত্র, পুনঃকিম্ভূতাং চিরাৎ চিরকালং ব্যাপ্য প্রাগনর্পিতাং। পুনঃ কীদৃশঃ পুরটঃ স্বর্ণস্তস্মাদতিসুন্দরো দ্যুতিসমূহস্তেন সন্দীপিতঃ প্রকাশিতো যঃ, পক্ষে সিংহোপি লক্ষ্যতে শচীনন্দন ইত্যত্র মাতৃনাম নির্দ্দেশেন বাৎসল্যাতিশয় স্তস্য পরমকারুণিকত্বং ব্যক্তীকৃতং যতঃ করুণয়াবতীর্ণ ইত্যুক্তং ॥৪॥

চিরাৎ অনর্পিতচরীং উন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং সমর্পয়িতুং কলৌ করুণয়া অবতীর্ণঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ শচীনন্দনঃ হরিঃ বঃ হৃদয়-কন্দরে সদা স্ফুরতু। ইত্যন্বয়ঃ ॥৪॥

(ব্রজলীলা ও গৌরলীলা) ইত্যাদি হেতু কোথাও চৈতন্যকৃষ্ণ, কোথাও বা কৃষ্ণচৈতন্য নামে এক শ্রীকৃষ্ণই কথিত হয়েন।

গ্রন্থকারমতে গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বস্তুতত্ত্বের স্থির সিদ্ধান্ত হইল এই, স্বয়ং ভগবান নন্দগোপ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভগবানের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রাদুর্ভূত নহেন; অতএব পরতত্ত্ব এবং ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবানেরও আশ্রয়, সুতরাং সর্ব্বাশ্রয় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই এ গ্রন্থে বস্তুরূপে বর্ণিত হইয়াছেন ইতি ॥৩॥

চিরকালাবধি পূর্ব্বে যাহা প্রদান করেন নাই সেই সর্ব্বপ্রধান মধুর রস-বিশিষ্ট নিজ ভক্তিসম্পত্তি প্রদান করিবার জন্য কলিযুগে দয়া করিয়া প্রকট হইয়াছেন, এবং সুবর্ণ অপেক্ষাও প্রকাশিত সুন্দর কান্তি সেই শচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের হৃদয়গহ্বরে প্রকাশ হইয়া সর্ব্বদা বাস করুন ॥৪॥

চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ।আঃ।প্রঃ।পঃ।

এ প্রমাণে এ শ্লোকে জগতের প্রতি আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। আশীর্ব্বাদের কারণ এই যে পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমই এ গ্রন্থের প্রয়োজন; কিন্তু প্রেমদাতার অনুগ্রহ ব্যতীত সেই প্রেম কাহারও প্রাপ্তি হইবে না; এ কারণ জগতের প্রতি প্রেমদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগ্রহসূচক আশীর্ব্বাদ করিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন।

গ্রন্থকার স্বয়ং শ্লোক রচনা দ্বারা আশীর্ব্বাদ না করিয়া শ্রীরূপগোস্বামীকৃত বিদগ্ধমাধবের শ্লোক দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিবার কারণ কি, এই অভিপ্রায়ে বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, ভক্তির সঞ্চারিভাব দৈন্যের অধীন হইয়া এবং অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বর্ণকে আশীর্ব্বাদ করা অনুচিত বোধ করায় যেন শ্রীযুক্ত রূপগোস্বামীই আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, এই অভিপ্রায়ে তৎকৃত শ্লোক দ্বারা জগতের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন ইতি।

ইহা হইতে পারে না; যে হেতু "যেন শ্রীযুক্ত" এই "যেন" শব্দে বাস্তবিক শ্রীরূপের আশীর্ব্বাদ নহে, এই অর্থই বোধ হওয়াতে উক্ত প্রশ্নের কোন উত্তর হইল না, যাহা হউক উঁহার মতে দৈন্যাভাববিশিষ্ট উৎকৃষ্ট জাত্যভিমানী ব্যক্তিই জগতে আশীর্ব্বাদ করিবার অধিকারী, তাহা হইলে শ্রীরূপ যখন শ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে ভক্ত সকলকে ঐ শ্লোক শ্রবণ করান, তখন তাঁহার দৈন্য ছিল না এবং উৎকৃষ্ট জাত্যভিমানও ছিল, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে, কিন্তু তাঁহাতে তাহা ছিল না, শ্রীরূপপাদ স্বয়ংই ঐ শ্লোকের পরে দৈন্য করিয়া বলিয়াছেন, যথা;—

"প্রকৃতি লঘুরূপাৎ ইতি। আমি অতি ক্ষুদ্ররূপ॥ বিদগ্ধমাধব।

এবং রামকেলিগ্রামে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট বলিয়াছেন যথা;—

উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি কহে করযোড় করি॥———॥
নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ।
জগাই মাধাই হইতে কোটী কোটী গুণ।
অধম পতিত পাপী আমি দুইজন॥মধ্য৽প্র৽প৽।

ইত্যাদি প্রমাণে শ্রীরূপপাদ সদৈন্য নীচাভিমানেই ইষ্টদেবের বর্ণনা পূর্ব্বক জগতে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। দৈন্যাদি থাকিলে যে আশীর্ব্বাদ করিতে পারে না তাহা নহে, এক শব্দই ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় বশতঃ নানা স্থানে ব্যবহৃত হয়, যেমন এক পতিশব্দ রাজা, প্রভু, ভর্ত্তা, ইত্যাদি নানাবিষয়ে ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ আশীর্ব্বাদ সূচক শব্দ ও ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে

ব্যবহার করিয়া থাকে, লোকেও তাহা দেখা যায় যে, স্ত্রী কখ শূদ্রকে বলেন ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আর এক কথা ;—

চতুর্থ শ্লোকেত করি জগতে আশীর্ব্বাদ।আং।প্রং।পং।

এই প্রমাণে "করি" শব্দে আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি এ অর্থে গ্রন্থকারেরই আশীর্ব্বাদ হইল : শ্রীরূপের আশীর্ব্বাদ হইলে এখানে "করি" না বলিয়া আশীর্ব্বাদ "করেন" ইহা বলিতেন, তাহা যখন বলেন নাই সুতরাং গ্রন্থকার স্বয়ংই জগতে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

এবং "পুরীষের কীট হইতে মুঞিত লঘিষ্ঠ॥আং।প্রং।পং। বিষ্ঠার ক্রিমি হইতেও আমি নীচ ইত্যাদি দৈন্যবশতঃ বলিয়াছেন, যে ;—

সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য প্রসাদ॥আং।প্রং।পং।

গ্রন্থকার বলিতেছেন আমি জগৎকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি,—তাহা নহে,—সকল স্থানে (সকল জীবে) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রসন্নতা মাগি (যাচঞা করি) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সকলকে অনুগ্রহ করুন, তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করি। এখানে শ্রীরূপের আশীর্ব্বাদ হইলে গ্রন্থকার কেন উক্ত পয়ার করিবেন। অতএব ঐ শ্লোকের দ্বারা গ্রন্থকার স্বয়ংই আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। তবে শ্রীরূপের শ্লোক দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিবার অভিপ্রায় এই যে ;—

"ভক্তগণে দিল এই ভেট।মং।দ্বিং।পং।

এই প্রমাণে সকল বিষয়েই ভক্তদিগকে সন্তোষ করাই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত ; তন্মধ্যে জগতের প্রতি কিরূপ আশীর্ব্বাদ করিলে ভক্তগণ সন্তুষ্ট হইবেন, এ বিচারে, পূর্ব্বে শ্রীরূপের যে আশীর্ব্বাদে ভক্তগণ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন, আমার তাহাই করা কর্ত্তব্য, এই আশয়ে পৃথক শ্লোক না করিয়া শিক্ষাগুরু শ্রীরূপের শ্লোক দ্বারায় আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ঐ শ্লোক শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যথা ;—

"সবভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া।
কৃতার্থ করাইলা সবে শ্লোক শুনাইয়া॥আং।প্রং।পং

অথবা "সেই শ্লোকে কহি বাহ্যাবতার কারণ"।আং।প্রং।পং। এ প্রমাণে উক্ত চতুর্থ শ্লোকে জগতে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যাবতারের বাহ্যকারণও বলিয়াছেন, ঐ বাহ্যকারণ শ্রীরূপগোস্বামীর বাক্যেই জানিয়াছেন, ইহা জানাইবার জন্য গ্রন্থকার শ্রীরূপের শ্লোকটী অবিকল উদ্ধার করিয়াছেন।

যথা ;—

"স্বরূপ গোসাঞির মত রূপরঘুনাথ জানে যত,
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ। অং।৮।পং।

এবং এই শ্লোকেই দুই কার্য্য হইল শ্রীচৈতন্যাবতারের বাহ্যকারণ বলা হইল এবং জগতে আশীর্ব্বাদ করা হইল; এইজন্য গ্রন্থকার আর পৃথক শ্লোক রচনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন নাই। এবং গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যাবতারের অন্তরঙ্গ কারণ অর্থাৎ মুখ্যকারণ শ্রীস্বরূপগোস্বামীর কড়চা হইতে জানিয়াছেন। একারণ "রাধাকৃষ্ণ" ও "শ্রীরাধায়াঃ" এই দুই শ্লোক শ্রীস্বরূপের কড়চা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছেন, এই কথা অনেকেই বলেন এবং বিদ্যারত্নও বলিয়াছেন।

বিদ্যারত্ন একটি ভাব প্রকাশ করিয়াছেন "শচীনন্দনরূপসিংহ তোমাদের হৃদয় কন্দরে উদিত হইয়া তত্রস্থ কামক্রোধাদিরূপ হস্তীবৃন্দকে নষ্ট করুন" ইতি। তাহা নহে, গ্রন্থকার বলেন অজ্ঞানরূপ হস্তীকে নষ্ট করুন যথা ;—

কল্মষদ্বিরদ নাশ যাহার হুঙ্কারে।
ভক্তির বিরোধি কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতমঃ॥আং।তৃং।পং।

এখানে "কল্মষ" শব্দে অজ্ঞান, তাহা হইলে অজ্ঞানকেই হস্তী বলা হইল। বন্দ্যোপাধ্যায় টীকায় একটি ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই "সিংহ যেমন নিজ কান্তিদ্বারা গহ্বরের অন্ধকার নষ্ট করিয়া নিজ সন্তানদিগকে পালন করে, এবং তাহার বিপক্ষ শৃগালদিগকে দূরীভূত করে" ইতি। ইহাতে আমার বক্তব্য এই সিংহেররূপে গহ্বরের অন্ধকার নষ্ট হয় কি না তাহা বলিতে পারি না এবং শিয়াল তাড়ানটা সিংহের বড় দুর্ব্বলতা প্রকাশক।

বিদ্যারত্ন "অনর্পিতচরীং" ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "কোন অবতার কর্তৃক যাহা অর্পিত হয় নাই" ইতি। এ অর্থে বোধ হয় যেন অন্য অবতারের এ প্রেম ছিল তাহারা অর্পণ করেন নাই; কিন্তু তাহাদের যখন এ প্রেম নাই তখন অর্পণ করেন নাই ইহা বলিতে কেন হইবে; অতএব "কোন অবতার কর্তৃক" এ ব্যাখ্যা হইতে পারে না; এবং উহার ব্যাখ্যা গ্রন্থকারও অন্য প্রকার করিয়াছেন যথা ;—

চিরকাল নাহি করি প্রেম ভক্তিদান।আং।তৃং।পং।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিতেছেন আমি চিরকাল প্রেমভক্তি দান করি নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় টীকা করিয়াছেন, "প্রাক্ অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপরেষু" ইতি। তাৎপর্য্য, সত্যাদিযুগে যাহা অর্পিত হয় নাই; ইহাও বিদ্যারত্ন তুল্য। প্রকৃত অর্থ এই, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যাহা অর্পিত হয় নাই।

শ্লোকের তাৎপর্য্য এই, শ্রীচৈতন্যরূপ সিংহ তোমাদের হৃদয়রূপ পর্ব্বত-গহ্বরে উদয় হইয়া সর্ব্বদা বাস করুন অর্থাৎ সিংহ যেমন গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ হস্তীকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তোমাদের হৃদয়ে উদয় হইয়া তত্রস্থ কল্মষকে অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ হস্তীকে বিনাশ করুন এবং তথায় বাস করুন। শ্রীচৈতন্যসিংহ হৃদয়গহ্বরে উদয় হইলেই অজ্ঞানরূপ হস্তী আপনিই বিনষ্ট হইবে, সামান্য সিংহের মত তাহাকে বিনাশ করিতে হইবে না, যেহেতু সুবর্ণ অপেক্ষাও তাঁহার সুন্দর কান্তি, অর্থাৎ নিজ কান্তি দ্বারাই অজ্ঞানহস্তীকে বিনষ্ট করেন, অতএব শ্রীচৈতন্য অপূর্ব্ব সিংহ, এই সিংহ তোমাদের হৃদয়কন্দরে উদয় হইয়া বাস করুন।

কেবল অজ্ঞান হস্তীকে বিনাশ করিয়া যে নিবৃত্ত হয়েন, তাহা নহে, মাতৃসমস্নেহে দয়া করিয়া প্রতিপালন করেন। এই অভিপ্রায়ে মাতৃনাম উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন। শচীনন্দন অর্থাৎ মাতার ন্যায় অত্যন্ত স্নেহ প্রযুক্ত তিনি বড় দয়ালু, যে দয়া বশতঃ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মাতা যেমন স্নেহ বশতঃ দয়া করিয়া অনন্যগতি শিশু সন্তানদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ-প্রিয় নিজ ভোগ্য এবং অপূর্ব্ব মধুর বস্তু প্রদান করেন, তদ্রূপ শ্রীশচীনন্দন-শ্রীকৃষ্ণ জীবের অনন্যগতি দেখিয়া পূর্ব্বে চিরকাল অপ্রদত্ত নিজপ্রিয় নিজ-ভোগ্য এবং শ্রেষ্ঠ মধুররসবিরাজিত নিজভক্তিরূপ সম্পত্তি সাধারণকে দিবার জন্য দয়া করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্লোকোক্ত "অনর্পিতচরীং" ইত্যাদি কয়েকটি শব্দের বিশেষ স্পষ্টার্থ ব্যাখ্যা মধ্যে করিতে হইলে সাধারণ লোকের প্রবেশ করিতে কষ্ট বোধ হইবে, একারণ পুনরায় উঁহাদের ব্যাখ্যা করিতে হইল।

"অনর্পিতচরীং" ব্যাকরণে পূর্ব্বকাল অর্থ বুঝিতে ধাতুর পর চর প্রত্যয় হয়, তাহার স্ত্রীলিঙ্গে ঐ চর চরী হয়, তাহাতে অনর্পিতের পর চরী প্রত্যয় হইয়া অনর্পিতচরী এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে, ইহার অর্থ এই, পূর্ব্বে যাহা অর্পিত হয় নাই অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য পূর্ব্বে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপে যাহা অর্পণ করেন নাই। "স্বভক্তিশ্রিয়ং" বাক্যের বিশেষণ "অনর্পিতচরীং"; অর্থ এই, যে ভক্তি সম্পত্তি পূর্ব্বে অর্পিত হয় নাই, এবং এ বিশেষণের সার্থকতা এই, অপূর্ব্ব দুর্লভতা।

"স্বভক্তিশ্রিয়ং" ইহার অর্থ এই, নিজের প্রতি ভক্তের ভক্তিরূপ সম্পত্তি অর্থাৎ নিজের প্রতি (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) ব্রজপরিকর ভক্তদিগের শুদ্ধ প্রেমভক্তি-রূপ সম্পত্তি, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে; কিন্তু নিজের (শ্রীকৃষ্ণের) ভক্তি-

সম্পত্তি এরূপ অর্থ হইবে না, যেহেতু ভক্তির বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে ভক্তেরই ভক্তি হয়, অতএব ভক্তির আশ্রয় হইলেন ভক্ত, এবং সেই ভক্তির বিষয় হইলেন শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং ভক্তেরই ভক্তি; শ্রীকৃষ্ণের আর নিজ-ভক্তি হইতে পারিল না; ভক্তি নিজের হইলে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আর লোকে হইতে হইত না; সেই রূপেই (শ্রীকৃষ্ণরূপে) তাহা দান করিতে পারিতেন, নিজের না হওয়াতেই দান করিতে পারেন নাই; একারণ শ্রীকৃষ্ণ প্রেম দিবার জন্য ব্রজপরিকর ভক্তদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কোনজনের নিজপ্রকৃতি যে প্রেমভাব তাহা গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের অপর নাম শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অর্থ এই, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের ভক্তিভাব গ্রহণ করিয়া স্বয়ং যখন ভক্তরূপ হইলেন, তখন সেই ভক্তি নিজের হওয়াতেই সকলকে তাহা প্রদান করিয়াছেন। অতএব স্বভক্তি বলিতে নিজবিষয়ক ভক্তি। স্ব শব্দে স্বীয়জনের, বলিলে অসঙ্গত হয় না।

স্বভক্তি বলিতে ঐশ্বর্য্যাদিমিশ্রিত ভক্তিও হইতে পারে, ইহা হইলে ব্রজ-পরিকরের শুদ্ধ প্রেমভক্তি এরূপ বিশেষ অর্থের উপলব্ধি কিরূপে হইতে পারে, এ সংশয় নিবারণ করিবার জন্য উক্ত "স্বভক্তি শ্রিয়ং" বাক্যের একটী বিশেষণ দিয়াছেন।

"উন্নতোজ্জ্বলরসাং" উন্নত বলিতে উচ্চ; কাহা হইতে উচ্চ ইহার কোন বিশেষ বাক্য না থাকায় সর্ব্বোচ্চ বলিতে হইবে, উজ্জ্বল বলিতে নির্ম্মল, * এবং শৃঙ্গাররস, রস বলিতে আস্বাদ, ইহাতে প্রথম অর্থ এই, সর্ব্বোচ্চ নির্ম্মল আস্বাদ বিশিষ্ট যে ভক্তি সম্পত্তি; ইহা হইলে অন্য ভক্তিতে ঐশ্বর্য্যাদি মিশ্রিত থাকায় তাহা সর্ব্বোচ্চ নির্ম্মল আস্বাদ বিশিষ্ট হইল না, ব্রজপরিকরদিগের ভক্তিতে ঐশ্বর্য্যাদির লেশমাত্রও না থাকায় তাহা সর্ব্বোচ্চ নির্ম্মল আস্বাদ বিশিষ্ট হইল, অতএব স্বভক্তি বলিতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদিগেরই ভক্তি বুঝাইল। এ বিশেষণের সার্থকতা এই অন্যান্য মিশ্রিত ভক্তিকে নিবারণ করা।

দ্বিতীয়ার্থ—সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গাররসের আস্বাদ আছে যাহাতে, অর্থ হইল শ্রীচৈতন্য দাস্যাদি যে চতুর্ব্বিধ ভক্তি প্রদান করিয়াছেন তন্মধ্যে শৃঙ্গাররসাস্বাদ-ভক্তিই সর্ব্বোচ্চ অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য প্রদত্ত চতুর্ব্বিধ ভক্তির মধ্যে মধুররস ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি যে কেবল মধুর ভক্তিই প্রদান করিয়াছেন তাহা নহে; দাস্যাদি চতুর্ব্বিধ ভক্তিই প্রদান করিয়াছেন। যথা;—

* যাহাতে অন্য কোন বস্তুই মিশ্রিত না থাকে তাহাকে নির্ম্মল বলে।

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তি রস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং ॥৫॥

অবতারপ্রয়োজনমাহ দ্বাভ্যাং রাধাকৃষ্ণেত্যাদি। কৃষ্ণএব স্বরূপং নরা... স্বরূপং নৌমি স্তৌমীত্যন্বয়ঃ, কীদৃশং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং ভা... ভাবদ্যুতী রাধায়াঃ ভাবদ্যুতী রাধাভাবদ্যুতী তাভ্যাং সুবলিতং সু... ভূতং অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরাঙ্গমিতি যাবৎ। শ্রীরাধায়াঃ স্বরূপমাহ শ্রীকৃ... য়োঃ বিকৃতি বিকাররূপা অতোহ্লাদিনী শক্তিঃ অস্মাদ্ধেতোরেকাত্মা... ভুবি পৃথিব্যাং পুরা অনাদিকালং দেহভেদং গতৌ প্রাপ্তৌ, অ... তয়োর্দ্বয়ং তদ্দ্বয়ং ঐক্যং আপ্তং চৈতন্যাখ্যং সৎ প্রকটং প্রকটি... ॥৫॥

...প্রণয়বিকৃতিঃ এব হ্লাদিনী শক্তিঃ অস্মাৎ তৌ * একাত্মানৌ অপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ অধুনা তদ্দ্বয়ং ঐক্যং আপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলি... চৈতন্যাখ্যং প্রকটং কৃষ্ণস্বরূপং নৌমি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৫॥

"চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন" ।আ৽তৃ৽প৽।

এ প্রমাণে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্ব্বিধ ভক্তিই যথাযো... চতুর্ব্বিধ লোক সকলকে প্রদান করিয়াছেন, এ অর্থে এ বিশেষণের সার্থক... এই দাস্যাদি চারি প্রকার ভাবের ভক্ত মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর ভাবের ভক্ত ভাব... শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা জানাইবার জন্য যেন "পুরটসুন্দরদ্যুতি... কদম্বসন্দীপিতঃ" সুবর্ণ অপেক্ষাও সুন্দর কান্তি সমূহ প্রকাশ করিয়াছে... অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যাহার ভাবগ্রহণ করিয়াছেন তাহারই বর্ণ ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মধুর ভাব গ্রহণ করিয়া জগতে দাস্যাদিভাব কেমন করি... প্র... করিয়াছেন এ সন্দেহ হইতে পারে না। যেহেতু দাস্যাদি ভাব মধু... ভাবের অন্তর্গত থাকায় তাহাও প্রদান করিয়াছেন।

এবং "সেই শ্লোকে কহি বাহ্যাবতার কারণ" এ প্রমাণে এ শ্লো...

* "স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত" আ৽চ৽প৽।

এ প্রমাণে অনেকেই বলেন এই পঞ্চ ও ষষ্ঠ শ্লোক দুইটী শ্রীস্বরূপে... কড়চা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই কড়চাতে এ শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লো... শ্রীরাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন বর্ণনা হইয়াছে অতএব তৌ শব্দে পূর্ব্বোক্ত রাধাকৃ... বুঝাইল।

শ্রীচৈতন্যাবতারের বাহ্যকারণ ও (আনুসঙ্গিক কারণ) বলিয়াছেন অর্থাৎ তৃতীয় শ্লোকোক্ত পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে যে অবতার হইয়াছেন, তাহার বাহ্য কারণও বলিয়াছেন, পর দুই শ্লোকে তাহার অন্তরঙ্গ কারণ বলিয়াছেন। ইতি ॥৪॥

দুগ্ধের ক্ষীর যেমন দুগ্ধেরই সারস্বরূপ, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমস্বরূপা রাধিকা কৃষ্ণের আনন্দদায়িনী শক্তি, এই হেতু অর্থাৎ শক্তি শক্তিমানে অভেদহেতু তাঁহারা এক দেহ হইয়াও অনাদি কাল হইতে পৃথিবীতে (বৃন্দাবনে) পৃথক দেহকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে কলিযুগে সেই দুই একত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধাভাব-কান্তিযুক্ত শ্রীচৈতন্যনামে প্রকট হইয়াছেন যে কৃষ্ণস্বরূপ, তাহাকে আমি স্তব করি ॥৫॥

"পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল প্রয়োজন।" আং৪প্রং৫পং

এ প্রমাণে এ শ্লোকে শ্রীচৈতন্য অবতারের মূল প্রয়োজন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়ার নিজ প্রয়োজন কি, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। চতুর্থ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে জগতে প্রেমভক্তি প্রদান করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; কিন্তু;—

"সত্য এই হেতু কিন্তু এহ বহিরঙ্গ।" আং৪৮পং

এ প্রমাণে প্রেমদান প্রয়োজনটী বহিরঙ্গ (আনুসঙ্গিক) প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের তাহা নিজ প্রয়োজন নহে; একারণ উক্ত পঞ্চম শ্লোকে তাঁহার নিজ প্রয়োজন বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীরাধাপ্রেমাদি অনুভব করাই শ্রীচৈতন্যাবতারের নিজ প্রয়োজন, এই সিদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবকান্তিযুক্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু ভিন্ন ব্যক্তি শ্রীরাধার ভাবকান্তি কেমন করিয়া গ্রহণ করিবেন, এই সন্দেহ নিবারণ করিবার জন্য অগ্রেই বলিতেছেন, অভিন্নতা প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই এ শ্লোকে প্রতিপন্ন করিলেন, এ কারণ এই পঞ্চম শ্লোকটী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাভাবকান্তি গ্রহণ প্রতিপাদক, পরশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাভাবকান্তি গ্রহণ হেতু প্রতিপাদক, অতএব এই দুই শ্লোকে এক করিয়া মূল প্রয়োজন বলিয়াছেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন "ইদানীং বস্তু নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ মাহ" ইহার তাৎপর্য্য এই এক্ষণ পঞ্চম শ্লোকে বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন ইতি। এ কথা বোধ হয় তিনি ভ্রমবশতঃই বলিয়া থাকিবেন, যেহেতু গ্রন্থকার

বলিয়াছেন, যথা ;—

তৃতীয় শ্লোকে ত করি বস্তুর নির্দ্দেশ।
পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল প্র জন। আং।প্রং।পং।

এ প্রমাণে উক্ত পঞ্চম শ্লোক বস্তু নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচর প্রতিপাদক নহে শ্রীচৈতন্যাব ার মূ (নিজ) প্রয়োজন প্রতিপাদক। মূল প্রয়োজন বর্ণনার অন্তর্গত বস্তু নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ হইয়াছে, ইহা বলিতে পারা যায়, যেহেতু চৌদ্দ শ্লোকেই মঙ্গলাচরণ করিয় ছেন।

উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলিয়াছেন, "নন্থ কিং রাধিকা তত্র সাযুজ্যমাপ্তা নহি নহি" তাৎপর্য্য, রাধিকা কি কৃষ্ণে মিলিতা হইয়াছেন তাহা নহে ইতি, এরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে না যেহেতু তাহাতে কোন প্রমাণ নাই, বরং রাধাসহ মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন ইহারই প্রমাণ দেখিতে পাইতেছি ; যথা—

"সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দুঁহে হৈল এক ঠাঞি॥" আং।চং।পং।

সেই দুই অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ এক হইয়া কলিযুগে শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন। এবং শ্রীরামানন্দ রায়কে শ্রীমহাপ্রভু যে নিজরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন তাহা শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিতরূপই ; যথা—

"তবে হাসি প্রভু তারে দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব মিলি একরূপ *॥" মং।অং।পং।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ের মিলিত যে একটী রূপ সেইটীই শ্রীচৈতন্য প্রভুর নিজস্বরূপ ; ইহাই শ্রীরামানন্দ রায় দর্শন করিয়াছেন। আর এক কথা শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়াই যদি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা হইলে রামানন্দ রায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত চৈতন্যরূপের দর্শন কেমন করিয়া পাইয়াছেন। এবং রাধার ভাবকান্তি গ্রহণ করাতেই কৃষ্ণ যদি চৈতন্যরূপ হই ছেন, তাহা হইলে "তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং" অর্থাৎ সেই রাধাকৃষ্ণদ্বয় একত্বকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই বাক্যটীর কি গতি হইবে? সুতরাং রাধাকৃষ্ণ মিলিতরূপই শ্রীচৈতন্যরূপ। এবং ইহাও উপলব্ধি হই রাধাভাব-

*"শৃঙ্গাররসরাজময় মূর্ত্তি ধর।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী। মং।অং।পং।

এ প্রমাণে শৃঙ্গাররসরাজ বলিতে শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবরূপা বলিতে শ্রীরাধিকা।

কান্তি কেমন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার উত্তর হইল এই, শক্তি শক্তিমানের এক দেহ হেতু রাধাসহ মিলিত হওয়াতেই কৃষ্ণের রাধাভাবকান্তি গ্রহণ হইয়াছে।

এখানে যদি বলেন, রাধাসহ মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইলে রাধিকার পৃথকত্ব না থাকায় ব্রজলীলার নিত্যতা এবং রাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রভৃতি কিছুই থাকে না, অতএব রাধাকান্তি গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন। ইহাতে জিজ্ঞাসা করি এই, রাধিকার পৃথকত্ব না থাকায় যদি নিত্যব্রজলীলা প্রভৃতি কিছুই থাকে না, তবে শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের পৃথকত্ব না থাকায় তাঁহার নিত্য-ব্রজলীলা প্রভৃতি কিরূপে হইতেছে, ইহার উত্তরে যদি বলেন অচিন্ত্যশক্তি-প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ এককালেই শ্রীচৈতন্যরূপে এবং শ্রীকৃষ্ণরূপে লীলা করিতেছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ যে শক্তি দ্বারা এককালেই উক্ত দুইরূপে লীলা করিতেছেন স্বয়ং সে শক্তিস্বরূপিনী শ্রীরাধিকা কি দুইরূপে থাকিতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাসহ মিলিত হইয়া চৈতন্যরূপে প্রকট হইলেও পৃথকরূপে রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা প্রভৃতি নিত্যই আছে। উক্ত সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রন্থকার স্বয়ংই করিয়াছেন, যথা ;—

"সেই কৃষ্ণ সেই গোপী পরম বিরোধ।" আঃ।সপ্তদঃ।পঃ।

"স নন্দনন্দনঃ শ্যামরূপকৃষ্ণ[illegible], সা প্রসিদ্ধা গোপী শ্রীরাধাপি শ্রীচৈতন্যোঽতোবিরোধঃ" ইতি চং। তাৎপর্য্য, কৃষ্ণ ও চৈতন্য রাধা ও চৈতন্য অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ দুইজনে এক হইয়া শ্রীচৈতন্যরূপ হইয়াছেন, এই হেতু বিরোধ হইল। অর্থাৎ দুই দেহ এক দেহ হওয়াতেই বিরোধ হইয়াছে এ কারণ ইহার মীমাংসা করিতেছেন, যথা ;—

অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ ॥ আঃ।সপ্তদঃ।পঃ।

রাধাকৃষ্ণ দুই দেহ এক হওয়াতেই বিরোধ হইয়াছিল, গ্রন্থকার অচিন্ত্য শক্তি বলিয়া তাহার সমাধান করিলেন এ প্রযুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিতরূপই শ্রীচৈতন্যরূপ।

ভিন্ন ভিন্ন দেহ মিলিত হইয়া কি প্রকারে এক দেহ হইতে পারে ইহাতে বলিতেছেন, "একাত্মানৌ" অর্থাৎ শক্তি শক্তিমান্ অভেদহেতু পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণ উভয়ের এক দেহ ছিল এক্ষণও সেই উভয়ে এক হইয়াছেন। এখানে আরও একটী অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে এই, সিদ্ধান্ত হইল রাধাকৃষ্ণ মিলিতরূপই

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশো বা নয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভা
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥৬॥

উভয়রূপত্বেপি রাধা ভাবেন স্ববি... ...াদনেন কৃষ্ণস্যৈবৈতদবতারে প্রাধান্যাদিয়মুক্তিঃ যেন প্রণয়মহিম্না অনয়াস্বাদ্যো মদীয়ো মধুরিমা বা কীদৃশ। ইত্যন্বয়ঃ * ॥ চং ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রী...কৃষ্ণচৈতন্যস্য বাঞ্ছাত্রয়েণ অবতার মূল প্রয়োজনমাহ শ্রীরাধায়া ইত্যাদি। শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়স্য মহিমা মাহাত্ম্যং বা কীদৃশঃ। অনয়া রাধয়া মদীয়োহদ্ভুতমধুরিমা আশ্চর্য্যমাধুর্য্যাতিশয়ো যেন প্রেম্না কীদৃশো বাস্বাদ্যঃ।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা বা কীদৃশঃ, অনয়া (রাধয়া) এব মদীয়ঃ অদ্ভুতমধুরিমা যেন (প্রেম্না) কীদৃশো বাস্বাদ্যঃ, মদনুভবতঃ অস্যাঃ (রাধায়াঃ)

চৈতন্যরূপ, তাহা হইলে পূর্ব্বকালে রাধাকৃষ্ণ যখন এক দেহ ছিলেন তখনও এই চৈতন্যরূপ ছিল, যেহেতু শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিতরূপই চৈতন্যরূপ, তাহা হইলে উক্ত প্রমাণ এবং যুক্তিদ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত হইল এই, শক্তির সহিত ভিন্নাভিন্ন-প্রযুক্ত স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন এক শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই দুইরূপে প্রকাশ পায়েন, আহ্লাদিনী শক্তি রাধিকার সহিত অভিন্ন দেহ হইয়া সেই স্বরূপই চৈতন্য-রূপে প্রকাশ পায়েন, আর রাধিকার সহিত ভিন্ন দেহ হইয়া সেই স্বরূপই নন্দনন্দন গোপরূপে প্রকাশ পায়েন।

উক্ত সিদ্ধান্তে এ শ্লোকের অর্থ হইল এই, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমস্বরূপিনী শ্রীরাধিকা আনন্দদায়িনী শক্তি, এই হেতু পূর্ব্বে শ্রীনবধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ে একদেহ শ্রীচৈতন্যরূপে ছিলেন, আবার অনাদিকাল শ্রীবৃন্দাবনে সেই একদেহ শ্রীচৈতন্যরূপ পৃথক পৃথক দেহকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ এই দুইরূপ হইয়াছিলেন পুনরায় এই বর্ত্তমান কলিযুগে সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ এক দেহ হইয়া শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন, সেই রাধাভাবকান্তিযুক্ত চৈতন্য নামে

* রাধাকৃষ্ণ উভয় মিলিত চৈতন্যরূপে উভয়েরই উক্তি হইবে কিন্তু এখানে তাহা না হইয়া কেবল কৃষ্ণেরই উক্তি হইয়াছে ইহার কারণ এই, রাধাভাব দ্বারা নিজবিষয়ক প্রেমাদি আস্বাদন করাতে এ অবতারে কৃষ্ণেরই প্রাধান্য, একারণ এ উক্তি তাঁহারই হইয়াছে, অর্থাৎ প্রেমাদি আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণেরই কর্তৃত্ব থাকায় তাঁহারই প্রাধান্য, এই হেতু এ উক্তি তাঁহারই হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত সকল স্থানেই হইবে।

…স্বভাবাৎ অস্যাঃ রাধায়াঃ সৌখ্যং কীদৃশমেতি লোভাৎ তস্যাঃ ভাবাঢ্যঃ সন্ শচীগর্ভসমুদ্রে হরীন্দুঃ কৃষ্ণচন্দ্রঃ সমজনি প্রাদুর্ভূবেত্যর্থঃ ॥৬॥

সৌখ্যং বা কীদৃশং, ইতি লোভাৎ তদ্ভাবাঢ্যঃ (রাধাভাবযুক্তঃ) সন্ হরী…
শচীগর্ভসিন্ধৌ সমজনি … ইত্যন্বয়ঃ ॥৬॥

কৃষ্ণস্বরূপকে আমি স্তব করি ইতি ॥৫॥

শ্রীরাধার প্রেমমহিমা বা কিরূপ, রাধাকর্তৃক আমার অদ্ভুত মাধুর্য্য যে প্রেম দ্বারা কিরূপ আস্বাদ্য অর্থাৎ আমার অদ্ভুত মাধুর্য্যকে যে প্রেম দ্বারা রাধিকা কিরূপ আস্বাদন করেন, আমার অনুভবে অর্থাৎ আমাকে অনুভব করিয়া রাধিকার সুখই বা কিরূপ, এই তিন বিষয়ে লোভহেতু সেই রাধার ভাবযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীশচী† গর্ভসমুদ্রে প্রাদুর্ভাব হইয়াছেন ইতি ॥৬॥

পঞ্চষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল প্রয়োজন। আং।প্রং।পং।

এ প্রমাণে এ শ্লোকে শ্রীচৈতন্যাবতারের মূল প্রয়োজন বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন, তাহাতে কেনই তিনি রাধাভাব গ্রহণ করিলেন ইহার হেতু কি, এই প্রশ্নাভিপ্রায়ে এ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের রাধাভাব গ্রহণ করিবার হেতু অর্থাৎ মূল প্রয়োজন বর্ণনা করিয়াছেন।

"যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ।" আং।চং।পং।

এ প্রমাণে যাহার জন্য অবতার হয়েন তাহাকেই মূল কারণ, মূল প্রয়োজন কিম্বা নিজ প্রয়োজন বলে।

উক্ত মূল কারণ তিন প্রকার, প্রথম নিজবিষয়ে শ্রীরাধার প্রেম, দ্বিতীয় রাধাভোগ্য নিজরূপমাধুর্য্য, তৃতীয় নিজানুভবে রাধিকার সুখ, এই তিনটীই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাভাব গ্রহণের হেতু, অর্থাৎ শ্রীরাধারই ঐ তিনটিকে অনুভব করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন।

"এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনে আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥" আং।চং।পং।

এ প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন ইহা সপ্রমাণ হইল, তাহাতে কোন একটী ভক্তভাব গ্রহণ করিলেই নিজ প্রয়োজন (প্রেমাদির

† পূর্ব্বে বৃন্দাবনে কৃষ্ণমাতা যশোদার এক্ষণে চৈতন্যমাতা শচী নাম হইয়াছে, এবং অদিতি, কৌশল্যা, পৃশ্নি ও দেবকী ইহারা উক্ত শচীতে প্রবিষ্ট আছেন

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ব্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥৭॥

সঙ্কর্ষণঃ পরব্যোমনাথস্য দ্বিতীয় ব্যূহঃ কারণতোয়শায়ী মহাবিষ্ণুঃ গর্ব্ভোদশায়ী ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামীতি॥চং॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দতত্ত্বমাহ পঞ্চভিঃ, সঙ্কর্ষণ ইতি পরব্যোম্নি ব্যূহস্থিত মহাসঙ্কর্ষণঃ, কারণতোয়শায়ী প্রথম পুরুষাবতারঃ মহাবিষ্ণুঃ, গর্ব্ভোদশায়ী সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ, পয়োব্ধিশায়ী ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুঃ, শেষঃ অনন্তঃ, এতে যস্য

অনুভব) সিদ্ধ হইত, কিন্তু বিশেষ করিয়া রাধাভাব গ্রহণের তাৎপর্য্য এই, যদি ভক্তভাবাঙ্গীকার ব্যতীত নিজ প্রেমাদির অনুভব হইতে পারিবে না তবে সর্ব্বপ্রধান ভক্তের ভাব গ্রহণ করিলে সর্ব্বপ্রধানরূপে প্রেমাদির অনুভব হইবে, এ কারণ সর্ব্বভক্তপ্রধানা শ্রীরাধার ভাবই শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিয়াছেন, যথা;—

"তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি।
সেই গোপীগণমধ্যে উত্তমা রাধিকা।
সেই রাধার ভাব লইয়া চৈতন্যাবতার।" আং।চং।পং।

ইত্যাদি প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভক্তপ্রধানা শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" ইত্যাদি প্রমাণে যুগাবতার চৈতন্যের প্রতি কলিতেই অবতার হয়, তদ্দৃষ্টে এ কলিতেও তাহারই অবতার হইয়াছে এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য বলিয়াছেন, শচীগর্ব্ভরূপ সমুদ্রে কৃষ্ণরূপ পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়াছেন, অর্থাৎ অন্যান্য কলিতে যে চৈতন্যাবতার হয় তিনি অংশাবতার, বর্ত্তমান কলিযুগাবতার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অতএব পূর্ণাবতার, যথা;—

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হইতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥ আং।তৃং।পং।
নবদ্বীপ শচীগর্ব্ভ শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হইল কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু॥ আং।চং।পং।

এখানে স্থির হইল এই, বৈবস্বতাষ্টবিংশকলিযুগে পূর্ণপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রেমাদি অনুভব করিবার জন্য শ্রীরাধাসহমিলিতদেহ শ্রীরাধাভাবযুক্ত প্রেমদাতা শ্রীশচীনন্দন শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন ইতি॥খ॥

অংশকলাঃ, স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ অয়ং মূল সঙ্কর্ষণঃ শ্রীবলদেবঃ মম শরণং অস্ত ॥৭॥

সঙ্কর্ষণঃ, কারণতোয়শায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী শেষঃ এতে যস্য অংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ মম শরণং অস্তু। [illegible] ॥৭॥

সঙ্কর্ষণ, মহাবিষ্ণু, গর্ভোদশায়ী (ব্রহ্মার অন্তর্যামী), বিষ্ণু ও অনন্ত, ইঁহারা যাহার অংশ কলা* সেই নিত্যানন্দ বলরাম আমার রক্ষক হউন অর্থাৎ আমাকে রক্ষা করুন ॥৭॥

আর পঞ্চ শ্লোকে কহি নিত্যানন্দ তত্ত্ব।আং।প্রং।পং।

পঞ্চ শ্লোকে কহি নিত্যানন্দতত্ত্ব সীমা।আং।পং।পং।

এ প্রসঙ্গে উক্ত সপ্তম শ্লোক হইতে একাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে—

"সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যা করি চারি শ্লোকে।" আং।পং।পং।

এই প্রমাণে সপ্তম শ্লোকে নিত্যানন্দতত্ত্ব যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারই ব্যাখ্যা অপর চারি শ্লোকে (অর্থাৎ অষ্টম হইতে একাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত) করিয়াছেন।

পূর্ব্বে "বন্দে গুরূন" শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ অর্থাৎ বিলাস (গ্রন্থকারের নিজ মন্ত্রগুরুপ্রমুক্ত শ্রীনিত্যানন্দকে শ্রীচৈতন্যের সহিত অভিন্ন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন) শ্রীনিত্যানন্দকে বন্দনা করিয়াছেন, এক্ষণ উক্ত শ্লোকে তাঁহার তত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন।

স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরামই শ্রীনিত্যানন্দ, অতএব যেমন কৃষ্ণতত্ত্বই চৈতন্যতত্ত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণ ও চৈতন্য একই বস্তু; তদ্রূপ বলরামতত্ত্বই নিত্যানন্দতত্ত্ব অর্থাৎ বলরাম আর নিত্যানন্দ একই বস্তু, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যেমন শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন. শ্রীবলরামও তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দরূপে প্রকট হইয়াছেন অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরামই শ্রীনিত্যানন্দরূপে প্রকট হইয়াছেন, এইটীই শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব; যথা—

"সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥———॥

---

* কলা শব্দে অংশের অংশ

সেই বলরাম সঙ্গী শ্রীনিত্যানন্দ। আং।পং।পং।

সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।

সেই বলরাম সঙ্গী শ্রীনিত্যানন্দ॥" আং।পং।পং।

"শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ।" আং।পং।পং।

এ প্রমাণে শ্রীবলরাম মূল সঙ্কর্ষণ নামেও অ[illegible]হিত হয়েন, তিনি বহু প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা সম্পাদন করিবার জন্য অংশকলা সঙ্কর্ষণাদিরূপে প্রকাশ হইয়াছেন। তম্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সাহায্যরূপ সেবাকার্য্য এবং সম্পাদন করেন; এবং সঙ্কর্ষণা[illegible] চারিরূপে প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টিবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা প্রতিপালনরূপ সেবাকার্য্য সম্পাদন করেন। অনন্তরূপে অনন্তসেবা সম্পাদন করেন*; যথা—

আপনি করেন কৃষ্ণের লীলার সহায়।

সৃষ্টিলীলা কার্য্য করে ধরি চারি কায়।

সৃষ্ট্যাদিক সেবা তার আজ্ঞার পালন †।

শেষরূপে করেন কৃষ্ণের বিবিধ সেবন। আং।পং।পং।

এখানে বিদ্যারত্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন কলা শব্দে ষোড়শ ভাগের একভাগ অর্থাৎ ১১ শ্লোকের অনুবাদে বলিয়াছেন "কলাস্বরূপ অর্থাৎ ষোড়শ ভাগের একভাগ" এরূপ অর্থ করিবার অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে;—

"অংশের অংশ যেই কলা তার নাম।" আং।পং।পং।

এই প্রমাণে চারিভাগের একভাগকে অংশ বলে, এই অংশের আবার চারিভাগের যে একভাগ সেইটীই ষোড়শ ভাগের একভাগ হইল, অতএব কলা শব্দে ষোড়শভাগের একভাগ। এরূপ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না, যেহেতু—

"যাহাকেত কলা কহি তেঁহো মহাবিষ্ণু।"

এ প্রমাণে মহাবিষ্ণুই বলরামের কলা হইল এবং উহাতেই ষোড়শ ভাগার্থ কলা শব্দের শেষ হইল, ইহা হইলে ঐ মহাবিষ্ণুরই অংশ কলা গর্ভোদকশায়ী প্রভৃতিকে বলদেবের কি বলিব? কিছুই বলিতে পারা যায় না, সুতরাং [illegible] অর্থ টী সঙ্গত হইল না।

---

* সঙ্কর্ষণাদির তত্ত্ব কি, এবং কাহার কি সেবা তাহা পরপর শ্লোকে ব্যক্ত হইবে।

† সৃষ্ট্যাদি কার্য্য শ্রীকৃষ্ণসেবা কিরূপে হইল তাহাতে বলিতেছেন যে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনই তাহার সেবা। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞায় ইহারা সৃষ্টি করেন সেই আজ্ঞা প্রতিপালনই তাঁহার সেবা।

মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে,
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং,
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥৮॥

ব্যাপি সকলব্যাপনশীলে বৈকুণ্ঠধাম্নি, শ্রীচতুর্ব্ব্যূহমধ্যে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ ইতিচতুর্ব্ব্যূহমধ্যে ইতি। চং ॥

মায়াতীতে ইতি বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্ব্যূহমধ্যে সঙ্কর্ষণাখ্যং যস্যরূপং তমহং প্রপদ্যে প্রপন্নোঽস্মি ॥৮॥

যস্য মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্ব্যূহমধ্যে সঙ্কর্ষণাখ্যং রূপং উদ্ভাতি তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে। ইত্যন্বয়ঃ ॥৮॥

কলা শব্দের অর্থ এই যে;—

"অংশের অংশ যেই কলা তার নাম।" অ[illegible]

এই প্রমাণে অংশের অংশ মাত্রকেই কলা বলে, তাহাতে যে যতই অংশ হউক না কেন, অংশাংশের অর্থেই কলা শব্দরূঢ়ি, ষোড়শ ভাগার্থ নহে। অতএবই পর্ব্বে দশাঙ্গী সঙ্কর্ষণের কলা হইলেও বলরামেরই কলা হইল, অথবা বলরাম সর্ব্বাশ্রয় মূল সঙ্কর্ষণ এই হেতু মহাবিষ্ণু প্রভৃতি সকলেই তাঁহার অংশ কলা।

"বন্দে গুরূন" শ্লোকে অবতার শ্রীঅদ্বৈতের পরে প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দের বন্দনা করিয়াছেন; এখানে অদ্বৈততত্ত্ব অগ্রে না বলিয়া নিত্যানন্দতত্ত্ব বলিবার অভিপ্রায় এই যে, উক্ত শ্লোকে অদ্বৈতাদিকে আবরণরূপে বন্দনা করিয়াছেন এখানে তাঁহাদের তত্ত্ব বলিতেছেন, তাহাতে অদ্বৈতাদিতত্ত্বের আশ্রয়তত্ত্ব নিত্যানন্দতত্ত্ব*, সুতরাং নিত্যানন্দতত্ত্বই অগ্রে বর্ণিত হইয়াছে। সঙ্কর্ষণাদিও যাঁহার অংশকলা যিনি শ্রীকৃষ্ণ লীলার স্বয়ং সাহায্যকারী আমি সেই নিত্যানন্দ বলরামের শরণাগত ইতি ॥৭॥

মায়াপারে সর্ব্বব্যাপক (অতি বৃহৎ) বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্য্যযুক্ত বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্ব্যূহমধ্যে যাহার সঙ্কর্ষণ নামক একটি রূপ প্রকাশ পাইতেছে, সেই নিত্যানন্দ বলরামের আমি শরণাগত ॥৮॥

* অর্থাৎ বলরামের অংশ সঙ্কর্ষণ, ইঁহার অংশ মহাবিষ্ণু, ইঁহার দ্বিতীয়রূপ অদ্বৈত, এপ্রযুক্ত তাঁহার আশ্রয় নিত্যানন্দ।

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ,
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশ শ্রীপুমানাদিদেবস্তং,
শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥৯॥

অজাণ্ডসংঘস্য ব্রহ্মাণ্ডসমূহস্য আশ্রয়োঽঙ্গং যস্য, আদিদেবঃ দেবানামাদিঃ কারণার্ণব শায়ীতি। চং ॥

মায়াভর্ত্তেতি সঙ্কর্ষণাদয়ং প্রথমপুরুষাবতারঃ সমষ্টিজীবান্তর্যামী সাক্ষাৎ-তুল্য ইত্যর্থঃ সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষতুল্যয়োরিতিবিশ্বকোশাৎ ॥৯॥

মায়াভর্ত্তা অজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ আদিদেবঃ শ্রীপুমান্ যস্য সাক্ষাৎ একাংশঃ কারণাম্ভোধিমধ্যে শেতে তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে। ইত্যন্বয়ঃ ॥৯॥

এই শ্লোকে সপ্তম শ্লোকোক্ত সঙ্কর্ষণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রীবলরাম গোলোকাদি প্রকাশের জন্য সঙ্কর্ষণরূপে প্রকাশ হয়েন, এই সঙ্কর্ষণ বলরামের একটী রূপ অর্থাৎ অংশ; এবং মহাসঙ্কর্ষণ নামেও কথিত হয়েন, ইঁহার কার্য্য অপ্রাকৃত গোলোকাদিকে প্রকাশ করা, অর্থাৎ যদ্রূপ যদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ হয়, সঙ্কর্ষণও তদ্রূপ তদ্রূপ গোলোকাদি প্রকাশ করেন, যথা;—

তুরীয় বিশুদ্ধ সত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম।
তেঁহো যার অংশ সেই নিত্যানন্দরাম ॥
মহাসঙ্কর্ষণ সব জীবের আশ্রয়।
শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদিধাম।
সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব নিত্য। আঃপঃ৫পঃ।
যদ্যপি অসংখ্য নিত্য ... বিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥ মঃবিঃপঃ।

গোলোকাদি প্রকাশবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা প্রতিপালনরূপ সেবাই ইহার কার্য্য।

যে শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের গোলোকাদি প্রকাশরূপ সেবা করিবার জন্য নিজাংশ সঙ্কর্ষণরূপে প্রকাশ হয়েন, আমি তাঁহার শরণাগত ইতি ॥৮॥

মায়ার প্রতি কেবল ঈক্ষণকর্ত্তা ব্রহ্মাণ্ডসমূহের আশ্রয়স্বরূপ আদিদেব প্রথম পুরুষাবতার অর্থাৎ মহাবিষ্ণু নামে যাহার প্রধান একটা অংশ কারণ-সমুদ্রে শয়ন করিয়া আছেন, সেই শ্রীনিত্যানন্দরামের আমি শরণাগত ॥৯॥

এই শ্লোকে সপ্তম শ্লোকোক্ত কারণতোয়শায়ীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহা-

সকল ব্রহ্মাণ্ড সমূহ সৃষ্টি করিবার জন্য যে অংশে কারণসমুদ্রে শয়ন করেন সেই অংশের নাম কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, অতএব তিনি মহাসঙ্কর্ষণের অংশ, কারণসমুদ্রে শয়ন করেন বলিয়া তাঁহাকে কারণতোয়শায়ী বলে। সেই মহাবিষ্ণু মায়ার প্রতি দৃষ্টিমাত্র প্রদান করিয়া মহত্তত্ত্বাদি দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং সেই ব্রহ্মাণ্ড সকল নিজদেহে ধারণ করেন।

কারণতোয়শায়ী, মহাসঙ্কর্ষণের অংশ, প্রথম পুরুষাবতার, মৎস্যকূর্ম্মাদি-লীলাবতারের কারণ, অর্থাৎ ঐ সকল অবতার ইহা হইতেই হয়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী এবং মহাবিষ্ণু নামে অভিহিত ও মহত্তত্ত্বাদি দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা, যথা ;—

সেইত কারণার্ণবে মহাসঙ্কর্ষণ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন॥
আদ্য অবতার মহাপুরুষ ভগবান।
মৎস্য কূর্ম্মাদ্যবতারের তিঁহো অবতরী। আং৷পং৷পং৷
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম।
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ইঁহো অন্তর্যামী।
এতো মহৎস্রষ্টাপুরুষ মহাবিষ্ণু নাম। মং৷বিং৷পং।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা প্রতিপালনরূপ সেবাই তাঁহার কার্য্য। উপরে উক্ত হইয়াছে মহাবিষ্ণু প্রথম পুরুষাবতার। অবতারের লক্ষণ এই, পরব্যোমস্থ ঈশ্বর মূর্ত্তি যাহা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন তাহাকেই অবতার বলে, যথা ;—

"সৃষ্টিহেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চাবতারে।
সেই ঈশ্বর মূর্ত্তি অবতার নাম ধরে। মং৷বিং৷পং৷

মহাসঙ্কর্ষণের অংশ মহাবিষ্ণু, এ প্রযুক্ত এবং "যাহাকেত কলা কহি তেঁহো মহাবিষ্ণু" এই প্রমাণ হেতু মহাবিষ্ণু বলরামের কলা হয়েন, কিন্তু তাঁহাকে কলা না বলিয়া অংশ বলিবার অভিপ্রায় এই "তাঁর নিজরূপ এক মহাসঙ্কর্ষণ" এই প্রমাণে বলরাম ও মহাসঙ্কর্ষণ এই দুইকে এক করিয়া মহাবিষ্ণুকে অংশ বলিয়াছেন। ইহার পর দুই শ্লোকেও এইরূপ অভিপ্রায় জানিতে হইবে, নচেৎ একটী করিয়া অংশ শব্দের অভাব হইবে।

যে শ্রীনিত্যানন্দ বলরাম শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিরূপ সেবা করিবার জন্য,

যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী,
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালং।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতু,
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥১০॥

লোকসংঘাতনালং আশ্রয়স্থানং সূতিকাধাম জন্মস্থানং। ইতি চং ॥
যস্যাংশাংশ ইতি অয়ং দ্বিতীয়পুরুষাবতারঃ হিরণ্যগর্ভান্তর্যামী ॥১০॥

শ্রীল গর্ভোদশায়ী যস্য অংশাংশঃ লোকসংঘাতনালং যন্নাভ্যব্জং লোকস্রষ্টুঃ ধাতুঃ সূতিকাধাম তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১০॥

অংশাংশ* মহাবিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি তাঁহার শরণাগত ইতি ॥৯॥

লোক সকলের আশ্রয়স্বরূপ মৃণালবিশিষ্ট যাহার নাভিপদ্ম, লোকসৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার জন্মগৃহস্বরূপ, সেই গর্ভোদশায়ী যাহার অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দরামের আমি শরণাগত ॥১০॥

এই শ্লোকে সপ্তমশ্লোকোক্ত গর্ভোদশায়ীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সঙ্কর্ষণ বলরামের অংশ যে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, তাঁহার অংশ গর্ভোদশায়ী। অর্থাৎ মহাবিষ্ণু জগৎরূপ অণ্ড সৃষ্টি করিয়া লোকসৃষ্টি করিবার জন্য তাহার ভিতর যে অংশে প্রবেশ করেন, সেই অংশের নাম গর্ভোদশায়ী; অতএব ইনি কারণার্ণবশায়ীর অংশ; (গর্ভ শব্দে ভিতর, উদ শব্দে জল, তাহাতে শয়ন করেন বলিয়া গর্ভোদশায়ী) উঁহার নাভি হইতে যে এক পদ্ম উঠে তাহাতে ব্রহ্মার জন্ম হয়; এবং সেই পদ্মই ব্রহ্মার বাসস্থান হয়, তাহাকে ব্রহ্মলোক বলে, আর ঐ পদ্মের মৃণাল তপ আদি অপরাপর লোকের বাসস্থান হয়।

এই গর্ভোদশায়ী হিরণ্যগর্ভান্তর্যামী (ব্রহ্মার অন্তর্যামী) সহস্রশীর্ষা পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষাবতার, ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েন, এবং তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন গুণাবতারের কারণ, অর্থাৎ গর্ভোদশায়ী হইতেই তিন গুণাবতারের কারণ, অর্থাৎ গর্ভোদশায়ী হইতেই তিন গুণাবতার হয়েন, যথা—

সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হঞা।——॥
হেন নারায়ণ যার অংশের অংশ। আ, ৫পং।

* সঙ্কর্ষণকে পৃথক করিয়া একটী অংশ শব্দ অধিক দেওয়া হইল, পর দুই শ্লোকেও এইরূপ হইবে।

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং,
পোষ্টাবিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত,
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥১১॥

যস্যাংশাংশাংশঃ অয়ং তৃতীয়ঃ পুরুষাবতারঃ ব্যষ্টিজীবান্তর্যামী।
ক্ষৌণী ভর্ত্তেতি অয়ং ভূভৃৎ সঙ্কর্ষণঃ ক্ষৌণীভর্ত্তা অনন্তঃ॥১১॥

যস্যাংশাংশাংশঃ অখিলানাং পরাত্মা পোষ্টা দুগ্ধাব্ধিশায়ী বিষ্ণুর্ভাতি।
ক্ষৌণীভর্ত্তা সোঽনন্তোঽপি যৎকলা তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে। ইত্যন্বয়ঃ॥১১॥

"হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী।
সহস্রশীর্ষাদি করি বেদে যারে গায়ী॥ মং।বিং।পং।
তেঁহো ব্রহ্মা হৈয়া সৃষ্টি করিল সৃজন।
এইত দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর ইত্যাদি। আং।পং।পং।
তাঁর নাভিপদ্ম হইতে উঠিল একপদ্ম।" ইত্যাদি। আং।পং।পং।

এ প্রমাণে অণ্ডমধ্যে চৌদ্দ ভুবন সৃষ্টিবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা প্রতিপালন-রূপ সেবাই তাঁহার কার্য্য।

যে শ্রীনিত্যানন্দবলরাম, শ্রীকৃষ্ণের চৌদ্দভুবন সৃষ্ট্যাদিরূপ সেবা করিবার জন্য অংশাংশাংশ সহস্রশীর্ষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি তাঁহার শরণাগত হইি॥১০॥

যাহার অংশাংশের অংশ, সমস্ত জীবের অন্তর্যামী জগৎপালনকর্ত্তা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু প্রকাশ পাইতেছেন। এবং পৃথিবী ধারণকর্ত্তা অনন্ত যাহার কলা সেই শ্রীনিত্যানন্দরামের আমি শরণাগত॥১১॥

এই শ্লোকে সপ্তম শ্লোকোক্ত পয়োব্ধিশায়ীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বলরামের অংশ সঙ্কর্ষণ, এই সঙ্কর্ষণের অংশ মহাবিষ্ণু, এই মহাবিষ্ণুর অংশ গর্ভোদশায়ী, ইহার অংশ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু।

অর্থাৎ গর্ভোদশায়ী নিজনাভিজাতপদ্মে এবং তাহার মৃণালে চৌদ্দ ভুবন নির্ম্মাণ করিয়া তত্রস্থ জীব সকলকে প্রতিপালন করিবার জন্য মৃণালগত ধরণী-মধ্যস্থ ক্ষীরোদসমুদ্রের শ্বেতদ্বীপে যে অংশে বাস করেন, সেই অংশের নাম ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু; অতএব ইনি গর্ভোদশায়ীর অংশ (ক্ষীরোদ সমুদ্রে শয়ন করেন বলিয়া ক্ষীরোদশায়ী)।

এই ক্ষীরোদশায়ী জগতের পালনকর্ত্তা প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতারের কারণ তৃতীয় পুরুষাবতার এবং বিষ্ণু নামে অভিহিত, যথা ;—

বিষ্ণুরূপ হইয়া করে জগত পালন।
জগৎপালক তিঁহ জগতের স্বামী।
সকল জীবের তিঁহ হয় অন্তর্যামী॥
যুগমন্বন্তরে করি নানা অবতার। আঃ।পঃ।পং।
তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু গুণ অবতার॥ মং।বিং।পং।

জগৎপালন বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপ্রতিপালনরূপ সেবাই ইহার কার্য্য।

যে শ্রীনিত্যানন্দরাম শ্রীকৃষ্ণের জগৎপ্রতিপালনরূপ সেবা করিবার জন্য অংশাংশাংশাংশ বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই শ্রীনিত্যানন্দরামের আমি শরণাগত ইতি।

উক্ত শ্লোকের প্রথমার্দ্ধভাগে পয়োব্ধিশায়ীর ব্যাখ্যা করিয়া অপরার্দ্ধ শ্লোকে সপ্তম শ্লোকোক্ত শেষ অর্থাৎ অনন্তদেবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বিষ্ণুর আবেশ অবতার অনন্তদেব, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ সেবার জন্য বিষ্ণু অনন্তদেবে আবিষ্ট হয়েন, অতএব অনন্তদেব বিষ্ণুর আবেশ অবতার ও বলরামের কলা। ইহার কার্য্য পৃথিবীধারণ এবং শ্রীকৃষ্ণের ছত্রপাদুকাদিরূপে বহুবিধ সেবা সম্পাদন, যথা ;—

সেই বিষ্ণু শেষরূপে ধরয়ে ধরণী।
ছত্রপাদুকা শয্যোপধান বসন। ইত্যাদি।
সেইত অনন্ত যার কহি এক কলা। আঃ।পঃ।পং।

"যাহাকেত কলা কহি তেঁহ মহাবিষ্ণু" আঃ।পঃ।পং। এ প্রমাণে বলরামের কলা মহাবিষ্ণু সুতরাং গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ীও তাঁহার কলা, কিন্তু ইহাদিগকে কলা না বলিয়া এক অনন্তকেই কলা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে ;—

"অংশের অংশ যেই কলা তার নাম"। আঃ।পঃ।পং।

কলার এই লক্ষণ করাতেই মহাবিষ্ণু প্রভৃতিকে অংশাংশ বলিলেও বলিতে হইবে, কিন্তু ইহারা স্বরূপত অংশাংশ, অনন্তদেব স্বরূপত ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর আবেশ, যথা ;—

সেই বিষ্ণু শেষরূপে ধরয়ে ধরণী। আঃ।পঃ।পং।
বৈকুণ্ঠে শেষ ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এই মুখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাহি অন্ত॥ মং।বিং।পং।

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥১২॥

শ্রীঅদ্বৈততত্ত্বমাহ মহাবিষ্ণুরিতি শ্লোকাং। যঃ মায়য়া অদোবিশ্বং সৃজতি তস্য অবতার এব অয়ং ঈশ্বরঃ অদ্বৈতাচার্য্যঃ ॥১২॥

জগৎকর্ত্তা যঃ মহাবিষ্ণুঃ মায়য়া অদঃ সৃজতি তস্য এব অবতারঃ ঈশ্বরোহয়ং অদ্বৈতাচার্য্যঃ ইত্যন্বয়ঃ ॥১২॥

ইত্যাদি প্রমাণে বিষ্ণুর আবেশ অবতার অনন্তদেব, এ কারণ ইহাকে কলা বলিয়াছেন। এবং বন্দ্যোপাধ্যায়ও ইহাই বলেন যথা—স যস্য কলা আবেশাবতারত্বাৎ অর্থাৎ আবেশ হেতু অনন্তদেব বলরামের কলা।

অনন্তদেব পৃথিবী ধারণবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা প্রতিপালন সেবা এবং ছত্রপাদুকাদিরূপে সাক্ষাৎ সেবা সম্পাদন করেন।

যে শ্রীনিত্যানন্দবলরাম শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীধারণরূপ সেবা এবং ছত্রপাদুকাদিরূপে সাক্ষাৎ সেবা করিবার জন্য কলা অনন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার আমি শরণাগত।

শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব স্থির হইল এই, যিনি শ্রীকৃষ্ণের বিহারের দেহস্বরূপ মহাসঙ্কর্ষণ এবং মহাবিষ্ণু, সহস্রশীর্ষাপুরুষ ও বিষ্ণু এই তিন পুরুষাবতার এবং এই তিনের অবতার যে মৎস্যাদি লীলাবতার, ব্রহ্মাদি গুণাবতার, শুক্ল ইত্যাদি যুগাবতার, মনু আদি মন্বন্তরাবতার ও অনন্ত আদি আবেশ অবতার ইহাদের সকলের যিনি কারণ, অর্থাৎ সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে ইহাঁরা যাঁহার অবতার, সেই শ্রীবলরামই শ্রীচৈতন্য সঙ্গে শ্রীনবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাই শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব ইতি ॥১১॥

জগৎকর্ত্তা যে মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, তাঁহারই অবতার ঈশ্বর এই অদ্বৈতাচার্য্য ॥১২॥

এই দুই শ্লোকে অদ্বৈতের তত্ত্বাখ্যান। আং।প্রং।পং।

এ প্রমাণে এ শ্লোকে "বন্দেগুরূন্" শ্লোকোক্ত ঈশাবতার শ্রীঅদ্বৈতের তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। অদ্বৈতের তত্ত্ব এই যে, প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুর তিন মূর্ত্তি, প্রথম নিমিত্ত মায়ার অধিষ্ঠান স্বয়ং মহাবিষ্ণু, দ্বিতীয় উপাদান মায়ার অধিষ্ঠান অদ্বৈত, তৃতীয় এক এক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী। অর্থাৎ শ্রীভাগবতে, ২ স্কন্ধে, ৯ অধ্যায়ে, ৩৩ শ্লোকে ক্রমসন্দর্ভকার বলিয়াছেন "নিমিত্তাংশো জীবমায়া উপাদানাংশো গুণমায়া ইতি"। এ প্রমাণে নিমিত্ত-মায়া বলিতে জীবমায়া এবং উপাদান মায়া বলিতে গুণমায়া, ইহা হইলে

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতা দাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশন্তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে* ॥১৩॥

হরিণাসহ অদ্বৈতাদদ্বৈতোঽদ্বৈতং, ভক্তিশংসনাৎ কথনাদ্ধেতোঃ আচার্য্যং তং আচার্য্যং অহং আশ্রয়ে ॥১৩॥

হরিণা অদ্বৈতাৎ অদ্বৈতং ভক্তিশংসনাৎ আচার্য্যং, ভক্তাবতারং ঈশং তং অদ্বৈতাচার্য্যং আশ্রয়ে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১৩॥

জীবমায়ার প্রতি যিনি কেবল দৃষ্টি প্রদান করেন, তিনি স্বয়ং মহাবিষ্ণু, আর তিনি যেরূপে গুণমায়ার অধিষ্ঠান হইয়া জগদ্রূপ অণ্ড নির্ম্মাণ করেন, সেই রূপটী অদ্বৈত। ইহাতে উপলব্ধি হইল "স ঐক্ষত, স ইমান্ লোকান সৃজত," অর্থাৎ তিনি (ঈশ্বর) দেখিয়াছিলেন, তিনি এই লোক সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে মহাপ্রলয়ে যে সকল জীব স্বীয় স্বীয় প্রারব্ধের (শরীরারম্ভক অদৃষ্টের) সহিত মহাবিষ্ণুতে প্রবিষ্ট থাকে, পুনঃ সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই সকল জীবের প্রারব্ধের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করেন এবং যাহার যেরূপ প্রারব্ধ তাহাকে তদ্রূপ ভোগ করাইবার জন্য পুনরায় সৃষ্টি করেন, তাহাতে জীবের প্রারব্ধের প্রতি যিনি কেবল দৃষ্টি প্রদান করেন, তিনি স্বয়ং মহাবিষ্ণু, আর উক্ত মহাবিষ্ণু উক্ত জীব সকলের প্রারব্ধ ভোগের জন্য গুণমায়াদ্বারা যেরূপে সৃষ্টি করেন, সেই রূপটী অদ্বৈত, এবং উক্ত মহাবিষ্ণু উক্ত অদ্বৈত নির্ম্মিত অণ্ডমধ্যে যেরূপে প্রবেশ করেন সেই রূপটী সেই ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু (ব্রহ্মার অন্তর্যামী গর্ব্ভোদশায়ী †), অতএব মহাবিষ্ণুর দ্বিতীয়রূপ অদ্বৈত, এই নামের কারণ পর শ্লোকে ব্যক্ত হইবে। উপরোক্ত বিষয়ে প্রমাণ, যথা:—

> আপনি পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত কারণ।———॥
> নিমিত্তাংশে করে তেঁহ মায়ায় ঈক্ষণ।
> উপাদান অদ্বৈত করে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন।
> আর মূর্ত্তি একা এক ব্রহ্মাণ্ডের ভর্তা।

ইহাতে অদ্বৈততত্ত্ব এই স্থির হইল যে, মূল সঙ্কর্ষণ নিত্যানন্দ বলরামের অংশ মহাসঙ্কর্ষণ ইহার অংশ মহাবিষ্ণু, ইহার একটী রূপ অদ্বৈত, ইহাই শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব ইতি॥১২॥

* অদ্বৈতাচার্য্য পূর্ব্বে ব্রহ্মের আবরণরূপে সদাশিব ছিলেন এবং একটী গোপালরূপেও ছিলেন; কিন্তু ইহার নাম কি তাহা দীপিকায় বলে নাই।

† ইহাকে কেহ কেহ অদ্বৈতের একটী রূপ করিয়া বলেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং ॥১৪॥

পঞ্চতত্ত্বং পঞ্চতত্ত্বাত্মকমিতি। পঞ্চতত্ত্বাত্মকং পঞ্চতত্ত্বস্বরূপং কৃষ্ণং নমামি, ভক্তরূপ স্বরূপকং শ্রীমচ্চৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্রং, ভক্তাবতারং শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রং,

হরির সহিত অভেদহেতু যিনি অদ্বৈত, ভক্তাবতাররূপে লোক সকলকে ভক্তি উপদেশ করা হেতু যিনি আচার্য্য এবং ঈশ্বর, সেই অদ্বৈতাচার্য্যকে আমি আশ্রয় করি ॥১৩॥

আর দুই শ্লোকে অদ্বৈতের তত্ত্বাখ্যান ॥ আংপ্রেংপং।

এ প্রমাণে ঐ শ্লোকেও অদ্বৈততত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে অদ্বৈত নামের কারণও বলিয়াছেন।

মহাবিষ্ণুর মহাংশ এ প্রযুক্ত তাহার সহিত অভিন্নহেতু ঐ অংশের নাম অদ্বৈত অর্থাৎ মহাবিষ্ণু যে অংশে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, সেই অংশের নাম অদ্বৈত। তিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়া লোক সকলকে কৃষ্ণভক্তি উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া তাহার নাম আচার্য্য হইয়াছে, ঐ দুই নাম মিলিয়া তাঁহার নাম অদ্বৈতাচার্য্য। ইনি ঈশ্বর হইয়াও ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, একারণ ভক্তাবতার বলিয়াছেন, ইহার কার্য্য এই যে, পূর্ব্বে অদ্বৈতরূপে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, একালে আচার্য্যরূপে ভক্তি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। পূর্ব্বনাম অদ্বৈত একণে নাম আচার্য্য এই দুই নাম মিলিয়া অদ্বৈতাচার্য্য নাম হইয়াছে; যথা—

মহাবিষ্ণুর মহাঅংশ অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরের অভেদ তাতে অদ্বৈত পূর্ণনাম।
ভক্তি উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য।
অতএব নাম তার হইল আচার্য্য ॥
দুই নাম মিলনে হইল অদ্বৈত আচার্য্য।
আপনাকে কহি তার দাস অভিমান ॥ অংংবংপং।

মহাবিষ্ণুর মহাঅংশ অতএব সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা যে শ্রীঅদ্বৈত জগতে কৃষ্ণভক্তি উপদেশ প্রদান করিবার জন্য ভক্তাবতার ও আচার্য্যরূপে শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি তাঁহাকে আশ্রয় করি ইতি ॥১৩॥

ভক্তাখ্যং শ্রীশ্রীবাসাদীন্, ভক্তশক্তিকং শ্রীগদাধরাদীন্, কৃষ্ণং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রং ইতি পঞ্চতত্ত্বং বাবৎ ॥১৪॥

ভক্তরূপস্বরূপং, ভক্তাবতারং, ভক্তাখ্যং, ভক্তশক্তিকং, পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং নমামি। ইত্যন্বয়ঃ ॥১৪॥

ভক্তরূপ স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্য, * ভক্তস্বরূপ নিত্যানন্দ, ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য্য, ভক্তাখ্য (ভক্ত নামক) শ্রীবাসাদি, ভক্তশক্তিক শ্রীগদাধর, এই পঞ্চতত্ত্বস্বরূপ কৃষ্ণকে অর্থাৎ কৃষ্ণচৈতন্যকে নমস্কার করি ॥১৪॥

আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥ আং।প্রং।পং।

এ প্রমাণে এ শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পঞ্চতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার তাৎপর্য্য এই, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের যে পাঁচটী তত্ত্ব শ্রীচৈতন্যেরও সেই পাঁচতত্ত্ব ইহা জানাইবার জন্য এই শ্লোক বর্ণিত হইয়াছে।

বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ;—প্রথম শ্লোকে ছয় তত্ত্ব বলিয়া এই শ্লোকে পঞ্চতত্ত্ব বলিবার তাৎপর্য্য এই, মন্ত্রদাতা গুরু ভগবৎ প্রকাশে এবং শিক্ষাগুরু ভক্তের অন্তর্ভাবিত করিয়া পঞ্চতত্ত্বরূপে নিরূপণ করিলেন, ইতি। এ ব্যাখ্যা হইতে পারে না ; যেহেতু তাহার কোন প্রমাণ নাই এবং উহাতে ত্রিদোষ পাইয়াছে; প্রথম দোষ এই, প্রথম শ্লোকে যে ছয়টী তত্ত্বই বলিয়াছেন তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণ গুর্ব্বাদি ছয়রূপে বিলাস করেন ইহাই বলিয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণেরই তত্ত্ব বলা হইয়াছে এবং কৃষ্ণ গুর্ব্বাদির তত্ত্বস্বরূপ ইহাও বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়, মন্ত্রদাতা গুরুকে যদি ভগবৎ-প্রকাশের অন্তর্ভাবিত করিয়াছেন তবে প্রকাশাংশ তাঁহাতে অন্তর্ভাবিত না করেন কেন। তৃতীয়, শিক্ষাগুরু ভক্তের অন্তর্ভাবিত হইলে "শিক্ষাগুরুকেত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ" এ প্রমাণের আবশ্যক থাকে না। শিক্ষাগুরু দুই প্রকার, ভক্তশ্রেষ্ঠ আর অন্তর্যামী, ইহাতে ভক্তশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু ভক্তের অন্তর্ভাবিত যদিও হইতে পারেন, কিন্তু অন্তর্যামী গুরু ভক্তের অন্তর্ভাবিত হইতে পারে না, যেহেতু তিনি ভগবদ্রূপ। আর এক কথা, গ্রন্থকারের মন্ত্রগুরু শ্রীনিত্যানন্দ সাক্ষাৎ পৃথক রহিয়াছেন তিনি ভগবৎ-প্রকাশের অন্তর্ভূত কিরূপে হইলেন, অর্থাৎ অন্তর্ভূত নহেন। আরও যাহা

---

* এই অর্থ টী দীপিকার মতে করিতে হইয়াছে নচেৎ ভক্তরূপাদি শব্দে কৃষ্ণচৈতন্যাদি বুঝায় না, উক্ত মত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার মধ্যে দেখাইবে।

বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই, রোমন্থকারী* পশুর মতন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য-রূপে ব্রজলীলা আস্বাদন করিয়াছেন ইতি। ইহাও এ শ্লোকে অভিপ্রায় নহে, তাহা না বুঝিয়া উক্ত ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই শ্লোকের অভিপ্রায় উপরে পঞ্চতত্ত্বব্যাখ্যা করিবার তাৎপর্য্যে যাহা উক্ত হইয়াছে, এখানে তাহারই কিছু বিস্তার হইবে, তাহা এই শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার বিলাস, অবতার, ভক্ত ও শক্তি এই তত্ত্ব অবতীর্ণ হয়েন, ইহা হইলে বর্ত্তমান কলিযুগে সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য-রূপে অবতীর্ণ হওয়াতে উক্ত পঞ্চতত্ত্বই অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তাহারা সকলই ভক্তভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার ঐ শ্লোক আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহাতে প্রমাণ এই শ্লোক এবং ইহার ব্যাখ্যা অর্থাৎ ভক্তরূপ কৃষ্ণচৈতন্য, ভক্তস্বরূপ নিত্যানন্দ ইত্যাদি ব্যাখ্যা শ্রীপাদস্বরূপ-গোস্বামী করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, গ্রন্থকার তাহা হইতে এ শ্লোক অবিকল উদ্ধার করিয়াছেন। উক্ত দীপিকার শ্লোক সকল তৎস্থানে দৃষ্টি করিবেন, এখানে কেবল উক্ত অভি-প্রায় প্রকাশের জন্য তাহার কিয়দংশ দেখাইতেছি যথা—

যদ্বৎপুরাকৃষ্ণচন্দ্রঃ পঞ্চতত্ত্বাত্মকোঽপি সন্।
যাতঃ প্রকটতাং তদ্বদ্গৌরঃ প্রকটতামিয়াৎ ॥৬॥
অভিন্নেনযুতং তত্ত্বং পঞ্চতত্ত্বমিহোচ্যতে।
অন্যথা তদসম্বন্ধাত্তত্ত্বং স্যাচ্চতুষ্টয়ং ॥৭॥

অর্থাৎ পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যেমন পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রকট হইয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ সেইরূপ পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রকট হইয়াছেন। কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন যে তত্ত্ব তাহাকে পঞ্চতত্ত্ব বলে, অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এক তত্ত্ব আর চারিটী তত্ত্ব এইরূপে পঞ্চতত্ত্ব বলিতে হইবে, নচেৎ চারিটী তত্ত্ব হয় (কৃষ্ণকে ভিন্ন করিলে চারি তত্ত্ব হয়)। ইহার পর উক্ত "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং" শ্লোক বলিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন। যথা—

ভক্তরূপো গৌরচন্দ্রো যতোঽসৌ নন্দনন্দনঃ।
ভক্তস্বরূপো নিত্যানন্দো ব্রজে যঃ শ্রীহলায়ুধঃ ॥

---

* উদ্গীর্ণ চর্ব্বণ অর্থাৎ গো প্রভৃতি কতকগুলিন পশু প্রথমতঃ তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া উদর হইতে পুনরায় মুখে আনিয়া যে চর্ব্বণ করে তাহাকে রোমন্থ বলে

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্ব-পদাম্ভোজৌ, রাধামদনমোহনৌ ॥১৫॥

জয়তামিতি। শ্রীরাধামদনমোহনৌ জয়তাং সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তেতাং কথম্ভূতৌ সুরতৌ কৃপালু। কৃপালু সুরতৌ সমাবিত্যমরঃ। পঙ্গোঃ স্থানান্তরগমনেঽশক্তস্য প্রেমেণ অনন্য শরণস্য মম মন্দমতে র্মন্দপ্রজ্ঞস্য জ্ঞানাদিসাধনে প্রবৃত্তিরহিতস্য অর্থাৎ একান্তস্য গতী গম্যতে ইতি গতিঃ ফলং তথাভূতৌ অন্যৎ স্পষ্টং ॥১৫॥

পঙ্গোঃ মন্দমতেঃ মম গতী মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ সুরতৌ রাধামদনমোহনৌ জয়তাং। ইত্যন্বয়ঃ ॥১৫॥

ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ।
ভক্তাখ্যাঃ শ্রীনিবাসাদ্যাঃ যতস্তে ভক্তরূপিণঃ॥
ভক্তশক্তির্দ্বিজাগ্রণ্যঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ ॥১১॥

এ সকল শ্লোকের অর্থ স্পষ্টই আছে।

"পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে। আং।সং।পং।

ইত্যাদি প্রমাণে স্থিরসিদ্ধান্ত হইল এই, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে যে পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এ অবতারেও (চৈতন্যাবতারে) সেই পঞ্চতত্ত্ব ভক্তরূপাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাই এ শ্লোকের অভিপ্রায়।

যদি কেহ বলেন এখানে গুরুতত্ত্ব বর্ণনা না করেন কেন, তাহার উত্তর এই, যেমন পিতা বলিতে কোন ব্যক্তি জগতে নাই, যে যাহাকে উৎপাদন করে সেই তাহার পিতা, তদ্রূপ গুরু বলিতে কোন ব্যক্তি কোথাও নাই, যিনি যখন যাহাকে মন্ত্রাদি প্রদান করেন, তিনি তখন হইতে তাহার গুরু হইলেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েন না। এ কারণ উক্ত অবতার তত্ত্বমধ্যে তাঁহার (গুরুর) বর্ণনা করেন নাই, ইতি ॥১৪॥

স্থানান্তরগমনে অসমর্থ এবং বুদ্ধিবিহীন মদ্ব্যক্তির এক গতি এবং যাঁহাদের চরণপদ্ম আমার সকল ধনস্বরূপ সেই পরম দয়াল রাধামদনমোহনের জয় হউক অর্থাৎ নমস্কার করি ॥১৫॥

গ্রন্থকার দৈন্য করিয়া বলিতেছেন, স্বল্পবুদ্ধিপ্রযুক্ত বেদাদি কোন শাস্ত্রে আমার প্রবেশ না থাকায় এ গ্রন্থ রচনায়ে আমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই অর্থাৎ আমি নিজ বুদ্ধিতে এ গ্রন্থ রচনা করি নাই, তবে "এই গ্রন্থ লেখান মোরে মদনমোহন" এ প্রমাণে শ্রীরাধামদনমোহন আমাকে লেখাইতেছেন অত-

দিব্যদ্বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ,
শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ,
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥১৬॥
শ্রীমান্রাসরসারম্ভী বংশীবট-তটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপী, র্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥১৭॥

দিব্যেতি। দিব্যকান্তৌ অর্থাৎ পরমশোভাময়ে বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমাধঃমূলে রত্নময়মন্দিরং তন্মধ্যে রত্নসিংহাসনোপরি শ্রীরাধাগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ প্রিয়সখীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥১৬॥

শ্রীমানিতি। শ্রীমান্ ভগবান্ সর্ব্বার্থ-পরিপূর্ণঃ রাসরসারম্ভী রাসপ্রবর্ত্তকঃ, বংশীবট তটস্থিতঃ মূলদেশে স্থিতঃ বেণুস্বনৈ র্বেণুধ্বনিভি র্গোপীঃ গোপসুন্দরীঃ তদ্দর্শনভাববতীঃ কর্ষন্ সন্ গোপীনাথঃ নোঽস্মাকং শ্রিয়ে কুশলায় অস্তু ভবতু ॥১৭॥

দিব্যদ্বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ-শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ শ্রীমদ্রাধা শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ স্মরামি। ইত্যন্বয়ঃ ॥১৬॥

বংশীবট-তটস্থিতঃ বেণুস্বনৈঃ গোপীঃ কর্ষন্ রাসরসারম্ভী শ্রীমান্ গোপীনাথঃ নঃ শ্রিয়ে অস্তু। ইত্যন্বয়ঃ ॥১৭॥

সব এ গ্রন্থ তাঁহারই কর্তৃত্ব, তিনি আমাকে লেখাইবার জন্য তাঁহার চরণপঙ্কজ ধন প্রদান করিয়া এ বিষয়ে সর্ব্বোৎকর্ষতা আবিষ্কার করুন, ইতি ভাব ॥১৫॥

পরম শোভাময় বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষমূলে রত্নময়-গৃহমধ্যে রত্নসিংহাসনোপরি বিরাজিত এবং প্রিয়সখীসকলসেবিত শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীমান্গোবিন্দদেবকে স্মরণ করি ॥১৬॥

বংশীবটতটস্থিত এবং বংশীধ্বনি দ্বারা গোপীদিগের আকর্ষণকারী রাসরস-প্রবর্ত্তক ও সর্ব্বার্থ-পরিপূর্ণ শ্রীগোপীনাথ আমাদের পরমানন্দের জন্য হউন অর্থাৎ আমাদের মঙ্গল করুন ॥১৭॥

এই তিনটী শ্লোক বলিবার তাৎপর্য্য এই, প্রথম শ্লোকে জানাইলেন এ গ্রন্থ প্রণয়নে নিজের কর্তৃত্ব নাই, দ্বিতীয়তে নিজ উপাস্যের স্মরণ করিয়াছেন, তৃতীয়তে পরমানন্দ প্রার্থনা অর্থাৎ শ্রীরাধামদনমোহনানুগ্রহ-প্রকাশিত

এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাথ।
এ তিনের চরণ বন্দো তিন মোর নাথ ॥১॥

'এই' শব্দেন মদনমোহন-গোবিন্দ-গোপীনাথাঃ এতেত্রয়ঃ, অত্র মদনমোহন শব্দেন মদনগোপালোঽপি জ্ঞাতব্যঃ ইতি ॥ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আস্বাদন এবং শ্রীরাধাগোবিন্দদেবের স্মরণ, ইহা করিলে তাঁহার রাসরস প্রাপ্ত হইয়া জীব পরমানন্দ লাভ করিবে। অথবা উক্ত তিন ঠাকুর গৌড়িয়ার প্রযুক্ত গৌড়ীয়া গ্রন্থকার উক্ত তিনকেই বন্দনা করিয়াছেন, ইহাতে তিন ঠাকুরকে বন্দনা করেন কেন তাহারও উত্তর হইল, পয়ারে ইহা কিছু বিস্তার হইবে। সিদ্ধান্ত এই, উক্ত তিনটী শ্লোক মঙ্গলাচরণ নহে যেহেতু পরে বলিবেন "এই চৌদ্দ শ্লোকে কহি মঙ্গলাচরণ" এ প্রমাণে চৌদ্দ শ্লোকেই মঙ্গলাচরণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ইতি ॥১৭॥

অস্যার্থ পয়ারোক্ত "এই" শব্দ দ্বারা মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ এই তিন ঠাকুর জানিবে, এখানে মদনমোহন এই শব্দ দ্বারা মদনগোপালকেও জানিবে অর্থাৎ মদনমোহনকেই কোন স্থানে মদনগোপাল বলিয়াছেন এবং গ্রন্থকারের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তির নাম মদনগোপাল। "এই" শব্দে পূর্ব্বোক্ত বস্তু বা বৃত্তান্ত বুঝায়, এ প্রযুক্ত তিন ঠাকুর বলিতে পয়ারস্থ "এই" শব্দ দ্বারা শ্রীমদ্রাধা-মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ এই পূর্ব্বোক্ত তিন ঠাকুর বুঝাইল। উক্ত শ্লোক ও পয়ারের মধ্যে "জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ" এ পয়ার থাকিলে এই শব্দ দ্বারা উক্ত তিন ঠাকুর বুঝাইত না, একারণ মদীয় প্রভৃতি অনেক পুস্তকে উক্ত "জয় জয়" পয়ারের উল্লেখ নাই।

তিন ঠাকুরের বন্দনার কারণ এই, তিনটী ঠাকুরই গ্রন্থকারের প্রভু অর্থাৎ সেব্য, একারণ তিনকেই বন্দনা করিয়াছেন, তিনটীই যে সেব্য তাহার হেতু এই উক্ত তিন ঠাকুর অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ীর সেবা গ্রহণ না করিয়া শ্রীচৈতন্যমতাবলম্বী গৌড়দেশীয় মাধ্ব সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের সেবা গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীবৃন্দাবনে ইহা প্রসিদ্ধই রহিয়াছে। সেবা গ্রহণ করিয়া গৌড়ীয়াকে আপনার অধীন করিয়াছেন অর্থাৎ সেবক করিয়াছেন, এ প্রযুক্ত গৌড়ীয় সেবকের উক্ত তিন ঠাকুরই সেব্য হইয়াছেন। পয়ারের অর্থ হইল এই, তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে আপনার সেবক করিয়াছেন, আমি গৌড়ীয় সুতরাং আমার উক্ত তিন ঠাকুরই প্রভু, অতএব ঐ তিনেরই চরণ বন্দনা করি। ইহাতে উপলব্ধি হইল এই, উক্ত তিন শ্লোকে মঙ্গলাচরণ না করিয়া সেব্য হেতুই তিন

গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ
গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্মরণ ॥২॥
এ তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ ॥
সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
বস্তু নির্দ্দেশ আশীর্ব্বাদ নমস্কার ॥৪॥
আদি দুই শ্লোকে ইষ্টদেবে নমস্কার।
সামান্য বিশেষরূপে দুইত প্রকার ॥৫॥

ঠাকুরকে কেবল বন্দনা করিয়াছেন, যেহেতু এই পয়ারের পরপয়ারে বলিতেছেন, "গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ" ইহা হইলে ঐ তিন আর মঙ্গলাচরণ মধ্যে হইল না এবং পরে বলিবেন "এই চৌদ্দ শ্লোকে কহি মঙ্গলাচরণ" এ প্রমাণে প্রথমাদি চৌদ্দ শ্লোকেই মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, এ তিন শ্লোকে তাহা করেন নাই ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, একারণ তৎসম্বন্ধে অপর আর কোন পয়ার নাই।

অনাদিষ্ট লেখকের ছন্দ আদি কোন অনুরোধ না থাকায় উক্ত পয়ারে এবং অপরাপর স্থানে অধিক অক্ষর হইয়াছে, কোনস্থানে অল্পাক্ষরও আছে ॥১॥

প্রথম শ্লোকে গুর্ব্বাদি ছয়কে বন্দনা করিয়া এখানে তিনকে স্মরণ করিয়াছেন কেন? ইহার উত্তর এই, এখানে প্রথম শ্লোকের অর্থ করেন নাই, প্রথমাদি চৌদ্দ শ্লোকে যে মঙ্গলাচরণ করিবেন তাহার লক্ষণ অগ্রে বলিতেছেন, অর্থাৎ মঙ্গলাচরণ কাহাকে বলে, তাহাই জানাইতেছেন এই, গুরু বৈষ্ণব ভগবান এই তিনের মধ্যে একেরই হউক বা তিনেরই হউক যে স্মরণ করা হয় তাহাকেই মঙ্গলাচরণ বলে, ইহাই তাহার লক্ষণ এইটা অগ্রে স্থির করিলেন, অর্থ হইল এই গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিতেছি, তাহার লক্ষণ কি এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন "গুরু" ইত্যাদি ॥২॥

মঙ্গলাচরণের প্রয়োজন কি? ইহাতে বলিতেছেন "এ তিনের" ইতি ॥৩॥

উক্ত মঙ্গলাচরণের প্রকার ভেদ বলিতেছেন, বস্তুনির্দ্দেশ (বস্তুর উল্লেখ) আশীর্ব্বাদ ও নমস্কার এই তিন প্রকার মঙ্গলাচরণ, তন্মধ্যে যে যাহা করে, গ্রন্থকার উক্ত তিন প্রকার মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন ইতি ॥৪॥

উক্ত ত্রিবিধ মঙ্গলাচরণ মধ্যে কোন্ শ্লোকে কোন্ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন তাহা বলিতেছেন, "বন্দে গুরূন্" ও "বন্দে শ্রীকৃষ্ণ" ইত্যাদি দুই শ্লোকে ইষ্ট

তৃতীয় শ্লোকেত করি বস্তুর নির্দ্দেশ।
যাহা হইতে জানি পরতত্ত্বের উদ্দেশ ॥৬॥
চতুর্থ শ্লোকেত করি জগতে আশীর্ব্বাদ।
সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য প্রসাদ ॥৭॥

দেবের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের বন্দনা (নমস্কার) রূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছি। যদি কেহ বলেন প্রথম শ্লোকে গুর্ব্বাদি ছয় তত্ত্বের বন্দনা করাতে কেবল ইষ্টদেবের বন্দনা কিরূপে হইল? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন "সামান্য" ইতি। প্রথম শ্লোকে এক ইষ্টদেবেরই নমস্কার করা হইয়াছে কিন্তু সামান্যরূপে তাহার লক্ষণ এই "যৎ প্রতিযোগি বিষয়মভিব্যাপ্যাপরবিষয়মভিব্যাপ্নোতি তৎ সামান্যং" তাৎপর্য্য এই, স্বয়ং পৃথক থাকিয়া যে অন্যেতেও থাকে তাহাকেই সামান্য বলে, এ লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বরূপে থাকিয়া গুর্ব্বাদিরূপেই আছেন, এজন্য ইষ্টদেবেরই বন্দনা সামান্যরূপে হইয়াছে অর্থাৎ ইষ্টদেবের বন্দনা করিয়াছেন এবং তাঁহারই এক একটী রূপ গুর্ব্বাদিগকেও বন্দনা করিয়াছেন। একারণ প্রথম শ্লোকে এক ইষ্টদেবেরই বন্দনা হইয়াছে। এবং "এই ছয় শ্লোকে কৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব" এ প্রমাণেও ছয় শ্লোকের অন্তর্গত প্রথম শ্লোকে চৈতন্যেরই বন্দনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্লোকে ইষ্টদেবের বিশেষ বন্দনা করিয়াছেন, তাহার লক্ষণ এই "যঃ স্ববিষয়মভিব্যাপ্য তদিতরং নব্যাপ্নোতি স বিশেষঃ"। তাৎপর্য্য এই, স্বয়ং রূপকেই বিশেষ বলে, ইঁহাতে কেবল স্বয়ং ইষ্টদেবের বন্দনা করাতেই বিশেষ হইয়াছে, যদি বলেন তাঁহার সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দের বন্দনা করাতে বিশেষ হইল কিরূপে? ইহার উত্তর এই, শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ অভিন্নপ্রভুকেই বিশেষ হইয়াছে, এ সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে শ্লোক ব্যাখ্যায় হইয়াছে ইতি ॥৫॥

"যদদ্বৈতং" এই তৃতীয় শ্লোকে বস্তুর উল্লেখ করিয়াছি অর্থাৎ বস্তু নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছি। ঘট পটাদি ভেদে অনেক প্রকার বস্তু থাকায় এখানে কোন বস্তুর উল্লেখ হইয়াছে। ইহাতে বলিতেছেন "যাহা হইতে" ইত্যাদি, যে বস্তুনির্দ্দেশ হইতে পরতত্ত্বের উদ্দেশ জানিয়াছি। নির্দ্দেশ ও উদ্দেশ শব্দে বর্ণনার তাৎপর্য্য এই, ঘট পটাদি বস্তুর বর্ণনা না করিয়া পরতত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছি ইতি ॥৬॥

"অনর্পিতচরীং" এই চতুর্থ শ্লোকে আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছি। কি আশীর্ব্বাদ করিতেছে? তাহাতে বলিতেছেন "সর্ব্বত্র" ইতি। মাগিয়ে—প্রার্থনা

সেই শ্লোকে কহি বাহ্য অবতার কারণ।
পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল প্রয়োজন ॥৮॥
এই ছয় শ্লোকে কৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব।
আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব ॥৯॥

কবির আশীর্ব্বাদ—অনুগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সকলকে অনুগ্রহ করুন ইহা প্রার্থনা করি। আমি আশীর্ব্বাদ করিবার যোগ্য নহি, জগতের প্রতি শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহ প্রার্থনা করি ইতিভাব। ইহার পর অপর একাদশ শ্লোকে যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে এই তিন প্রকার মঙ্গলাচরণ মধ্যে কোন একটী তাহার অন্তর্গত আছে তাহা বিবেচনা করিয়া লইবেন, যেহেতু চৌদ্দ শ্লোকে মঙ্গলাচরণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ॥৭॥

সেই শ্লোকে—চতুর্থ শ্লোকে, শ্রীচৈতন্যাবতারের বাহ্য কারণও বলিয়াছেন, অর্থাৎ জগতে আশীর্ব্বাদ ও বাহ্যাবতারকারণ এই দুই বলিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক কারণের অর্থ করিয়াছেন 'যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন' ইতি, তাহা নহে "যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হইতে" আং। তৃং। পং। এ প্রমাণে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন (শ্রীহরিনাম প্রবর্ত্তন) অংশাবতারের কারণ। "আমা বিহি অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে" আং। তৃং। এ প্রমাণে ব্রজপ্রেমদান স্বয়ং শ্রীচৈতন্যাবতারের কারণ, কিন্তু প্রেমদান বাহ্য কারণ অর্থাৎ আনুষঙ্গিক কারণ, নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির সঙ্গে অপর যাহা নিষ্পন্ন হয় তাহাকে আনুষঙ্গিক বলে, শ্রীরাধাপ্রেমাদির আস্বাদন শ্রীচৈতন্যের নিজ প্রয়োজন, সেই সঙ্গে জগতে প্রেমদান হইয়াছে, অতএব তাহা বাহ্য কারণ।

ঠিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন পঞ্চম শ্লোকে রাধিকার তত্ত্বনির্দ্দেশ ইতি, ইহা তাঁহারই মতে অসঙ্গত হইয়াছে, যেহেতু পূর্ব্বে এ শ্লোকের আভাষে বলিয়াছেন "বস্তুনির্দ্দেশমাহ" অর্থাৎ এ শ্লোকে (পঞ্চম শ্লোকে) বস্তুনির্দ্দেশ করিতেছেন। আবার এখানে বলিতেছেন ঐ শ্লোকে রাধিকার তত্ত্বনির্দ্দেশ, সুতরাং উহা অসঙ্গত হইয়াছে। উহার অর্থ এই পঞ্চম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাকান্তি গ্রহণ বলিয়া এই শ্লোকে তাহারই হেতু বলিয়াছেন, ইহাতে দুই শ্লোকেই মূল প্রয়োজন বর্ণিত হইয়াছে ॥৮॥

প্রথমাদি ছয় শ্লোকে গুর্ব্বাদির বর্ণনা হইলেও তাঁহারা চৈতন্যতত্ত্বের অন্তর্গত এ প্রযুক্ত তাঁহারই তত্ত্ব কহিয়াছেন, অথবা কেবল যে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন তাহা নহে, চৈতন্যের তত্ত্বও বলিয়াছেন। "সঙ্কর্ষণ কারণ তোয়শায়ী"

আর দুই শ্লোকে কহি অদ্বৈত তত্ত্বাখ্যান।
আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥১০॥
এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ।
তাহি মধ্যে কহি সব বস্তু নিরূপণ ॥১১॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবে করি নমস্কার।
এই সব শ্লোকের করি অর্থ বিচার ॥১২॥
সকল বৈষ্ণব শুন করি একমন।
চৈতন্যকৃষ্ণের শাস্ত্রমত নিরূপণ ॥১৩॥

চৈতন্যকৃষ্ণস্য শাস্ত্রমতেন নিরূপণ মিত্যর্থঃ ॥১৩॥

ইত্যাদি পাঁচ শ্লোকে ॥৯॥

"মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা" এবং "অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎ" এই দুই শ্লোকে। "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং" এই এক শ্লোকে ॥১০॥

চৌদ্দ শ্লোকে ত্রিবিধ মঙ্গলাচরণ হইয়াছে তাহাতে "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা" এবং "মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা" ইত্যাদি শ্লোকে মঙ্গলাচরণবোধক কোন শব্দ না থাকায় বলিতেছেন "তাহি মধ্যে"—তাঁহার মধ্যে বস্তু নিরূপণ করিয়াছি, অতএব তাহাতে বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ হইয়াছে ইতিভাব। "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" "অপারং কস্যাপি" "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা" ইত্যাদি তিনটী শ্লোক মঙ্গলাচরণ মধ্যে পরিগণিত না হওয়াতেই চৌদ্দ শ্লোক বলিয়াছেন, ইহার কারণ উক্ত তিন শ্লোক ব্যাখ্যায় বলিয়াছি তথায় দৃষ্ট করিবেন ॥১১॥

বৈষ্ণব সকলকে শ্রবণোন্মুখ করিবার জন্য অথবা শ্রবণ করাইতে নিজের দৈন্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়াছেন। সেই সব শ্লোকের—চৌদ্দ শ্লোকের, অর্থবিচার—অর্থ এবং তাহার বিচার বা অর্থের সহিত বিচার ॥১২॥

কাহার মতে অর্থ বিচার হইবে এবং তাহাতে কি নিরূপণ হইবে, ইহার উত্তরে বৈষ্ণব সকলকে শ্রবণোন্মুখ করিয়া বলিতেছেন, "চৈতন্য কৃষ্ণের" ইতি। এখানে বিদ্যারত্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শাস্ত্রের মত নিরূপণ করিতেছি" ইতি। তাহা নহে। যেহেতু মহাপ্রভুর শাস্ত্র বলিতে কোন পৃথক শাস্ত্র নাই। উহার প্রকৃত অর্থ এই "চৈতন্যই কৃষ্ণ" এই মতটী শাস্ত্রমত দ্বারা হইবে। কল্পিত মত ইহাতে কিছুমাত্র নাই, ইতিভাব ॥১৩॥

কৃষ্ণ গুরুদ্বয় ভক্ত অবতার প্রকাশ।
শক্তি এই ছয়রূপে করেন বিলাস* ॥১৪॥
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ ॥১৫॥

তথাহি গ্রন্থকারস্য ;—

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং ইতি ॥†

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তা সবার আগে করি চরণবন্দন ॥১৬॥

টীকা। মন্ত্র-শিক্ষাগুরু রূপেণ গুরুদ্বয়ং ॥১৪॥
গুরুনিত্যস্যার্থমাহ "মন্ত্রগুরু" ইতি ॥১৬॥

পূর্ব্বে ১২ পয়ারে বলিয়াছেন চৌদ্দ শ্লোকের অর্থবিচার করিতেছি, তন্মধ্যে প্রথম শ্লোকের অর্থবিচার করিবার পূর্ব্বে তাহার অভিপ্রায় দুই পয়ারে প্রকাশ করিতেছেন "কৃষ্ণ" ইতি। দীক্ষা ও শিক্ষাভেদে গুরু দুই প্রকার। গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি এই ছয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করেন, অতএব এই ছয় তত্ত্বেরও চরণ বন্দনা করি, অর্থাৎ প্রথম শ্লোকে কৃষ্ণের চরণ বন্দনা করিয়াছি এবং গুর্ব্বাদি যে যে রূপে তিনি বিলাস করেন তাঁহাদিগেরও চরণ বন্দনা করিয়াছি, অতএব প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের চরণবন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ সামান্যরূপে করিয়াছি, সামান্যের লক্ষণ ৫ পয়ারে উক্ত হইয়াছে, তবে কিনা গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান এই তিনের মধ্যে একের স্মরণেই মঙ্গলাচরণ হইলেও গুর্ব্বাদি ছয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করেন বলিয়া ঐ সকলেরই বন্দনা করিয়াছি, ইত্যভিপ্রায় ॥১৪॥১৫॥

শ্লোকোক্ত গুরূন্ শব্দের অর্থ করিতেছেন। ১২ পয়ারে বলিয়াছেন সেই সব শ্লোকের অর্থ ও বিচার করিতেছি, তন্মধ্যে প্রথমতঃ প্রথম শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। "মন্ত্র" ইতি। শ্লোকে "গুরূন্" এই বহুবচন প্রযুক্ত বলিতে-

---

* "কৃষ্ণ গুরুশক্তি ভক্ত অবতার প্রকাশ" ইহা বিদ্যারত্ন পুস্তক পাঠ, ইহা সঙ্গত নহে, যেহেতু শ্লোকের ক্রমে এবং গ্রন্থকারের অর্থ ক্রমে উহার মিলন হয় না।

† ইহার অর্থ ১ শ্লোকে দৃষ্ট করিবেন।

শ্রীরূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥১৭॥
এই ছয় গুরু শিক্ষা গুরু যে আমার।
ইহা সভার পদে আগে করি নমস্কার ॥১৮॥

শিক্ষাগুরু-নামান্যাহ শ্রীরূপ ইতি। শ্রীনিত্যানন্দস্য নিজগুরুত্বেন প্রসিদ্ধ ত্বাৎ নামোল্লেখো ন কৃতঃ ইতি ॥১৭॥

এতে ষট্ গুরু শিক্ষায়াং তত্ত্বশিক্ষায়ামিতি যাবৎ মমগুরবঃ ইতি ॥১৮॥

ছেন মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরু, উক্ত শিক্ষাগুরুর অনেকত্ব প্রযুক্ত শিক্ষাগুরু বলিয়াছেন। তা সবার—তাহা সকলকার। আগে—অগ্রে, অর্থাৎ সেই সকল গুরুর চরণবন্দনা অগ্রে করিতেছি। শ্লোকে গুরু প্রভৃতি অনেকের বন্দনা থাকিলেও গুরুবন্দনা অগ্রে করিয়াছি এই অভিপ্রায়ে আগে বলিয়াছেন ॥১৮॥

কে কে শিক্ষাগুরু ইহা জানাইবার জন্য তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতেছেন "শ্রীরূপ" ইত্যাদি। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীসনাতনগোস্বামীর কনিষ্ঠভ্রাতা হইলেও অগ্রে বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া উক্ত শ্রীরূপের নাম অগ্রে করিয়াছেন। ভট্টরঘুনাথ—রঘুনাথ ভট্ট। দাসরঘুনাথ—রঘুনাথ দাস। ইহাদের পূর্বনাম শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীরূপ মঞ্জরী, শ্রীসনাতন গোস্বামী রতিমঞ্জরী ইহারই আর একটি নাম লবঙ্গমঞ্জরী, উক্ত সনাতনে চতুসনকের সনাতন প্রবিষ্ট আছেন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট শ্রীরাসমঞ্জরী, শ্রীগোপাল ভট্ট, অনঙ্গমঞ্জরী, অথবা পূর্ণমঞ্জরী, শ্রীরঘুনাথ দাস রসমঞ্জরী, ইহাকে রতিমঞ্জরী ও ভানুমতীও বলে, শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীবিলাসমঞ্জরী।

উহাদের মধ্যে যদি কেহ সাক্ষাৎ শিক্ষাগুরু না হয়েন তথাচ তাঁহার মত গ্রহণ করাতেই তিনি শিক্ষাগুরু হইয়াছেন। শ্লোকোক্ত "তৎপ্রকাশাংশ" ইহার অর্থে নিজ মন্ত্রগুরু শ্রীনিত্যানন্দের নামোল্লেখ হইবে, একারণ এস্থানে আর তাহার উল্লেখ করিলেন না। অথবা গ্রন্থকারের নিজ গুরু শ্রীনিত্যানন্দ ইহা প্রসিদ্ধ আছে, একারণ তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই অথবা শাস্ত্রানুসারে গুরুর নামোল্লেখ করিতে নিষেধ থাকায় তাহা করেন নাই ॥১৭॥

এখানে বিদ্যারত্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন "শ্রীরূপ গোস্বামী গ্রন্থকারের মন্ত্রগুরু" ইতি। তাহা নহে। যেহেতু "তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহারি প্রকাশ" আঃ প্রং। পং। এ প্রমাণে মন্ত্রগুরু শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ, "গুরুরূপমন্ত্রাকারং" অর্থাৎ

ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান।
তা-সবার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম ॥১৯॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর অংশ অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে মোর কোটি নমস্কার ॥২০॥
নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দো মুঞি যাঁর দাস ॥২১॥
গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজশক্তি।
তা-সবার চরণে করোঁ সহস্র প্রণতি ॥২২॥

ঈশভক্তানিত্যস্যার্থমাহ "ভগবানের" ইতি ॥১৯॥

ঈশাবতারকানিত্যস্যার্থমাহ "অদ্বৈত" ইতি ॥২০॥

তৎপ্রকাশাংশ্চেত্যস্যার্থমাহ "নিত্যানন্দে"তি। গুরুত্বেনৈব প্রকাশত্বমিতি ॥২১॥

তচ্ছক্তীরিত্যস্যার্থঃ "গদাধরে"তি ॥২২॥

স্বীয়রূপের অন্যাকারকে বিলাস বলে, এ প্রমাণে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস হয়েন, নিজ গুরু প্রযুক্ত "নিত্যানন্দ রায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ" এ প্রমাণে তাঁহাকে প্রকাশ বলিয়াছেন, তিনি মন্ত্রগুরু না হইলে তাঁহাকে প্রকাশ বলিতেন না, অর্থাৎ নিজ মন্ত্রগুরু প্রযুক্ত বিলাস শ্রীনিত্যানন্দকে প্রকাশ বলিয়াছেন, অতএব শ্রী[illegible] গোস্বামী মন্ত্রগুরু নহে, শিক্ষাগুরু হয়েন, দীক্ষাগুরু শ্রীনিত্যানন্দ [illegible]।

ইহার অর্থ এই, "এই ছয়জন গুরু শিক্ষা-বিষয়ে অর্থাৎ তত্ত্ব-শিক্ষা-বিষয়ে আমার গুরু ॥১৮॥

শ্লোকোক্ত "ঈশভক্তান্" শব্দের অর্থ করিতেছেন "ভগবানের" ইতি। শ্রীবাস পুরঃসর নামক যেহেতু তিনি প্রধান। তা-সবার—সে সকলের। অর্থ এই, ভগবানের যত ভক্ত আছেন তাহাদের মধ্যে প্রধান শ্রীবাস, সেই সকলের (শ্রীবাস প্রধান ভ[illegible] সকলের) পাদপদ্মে আমার সহস্র প্রণাম ॥১৯॥

শ্লোকোক্ত "ঈশাবতারকান্" শব্দের অর্থ করিতেছেন "অদ্বৈত" ইতি ॥২০॥

"[illegible]প্রকাশাংশ্চ" শব্দের অর্থ করিতেছেন "নিত্যানন্দ" ইতি। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিলাসমূর্ত্তি হইলেও নিজ মন্ত্রগুরু প্রযুক্ত তাঁহাকে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার চরণপদ্মে অনন্ত প্রণাম ॥২৩॥
সাবরণে মহাপ্রভুকে করি নমস্কার।
এই ছয় তিঁহো যৈছে করিয়ে বিচার ॥২৪॥

ঈশমিত্যস্যার্থঃ "শ্রীকৃষ্ণে"তি ॥২৩॥

প্রকাশ বলিয়াছেন* এবং গুরু বলিয়াই বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন "মু... যাঁর দাস"।

এখানে "রায়" এই শব্দটী ধনবাচক। যথা "রায়ঃ কলত্রং পশবঃ সুতা..." ইতি শ্রীমদ্ভাগবত ৭ স্কং ৭ অং ৩২ শ্লোক। "রায়ঃ অর্থাঃ ইতি স্বা..." "রায়ো ধনানি" চক্রবর্ত্তী। রায়ে ধনায়। রায়ে ধনার্থং। রায়ঃ ধনস্য। এই... প্রকারে রায় শব্দের অর্থ (ধন) সামসংহিতায় বহুস্থানে শ্রীসায়নাচার্য্য লি... ছেন। "রায়ে রায়া" ধনেন সুপাংসু লুগিতি পাণিনি ৭, পাং ১, সূং ৩... পয়ারের অর্থ হইল এই "নিত্যানন্দ রায়" নিত্যানন্দ ধনী প্রেমধনী ইত্য... প্রভুর—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ॥২১॥

শ্লোকোক্ত "শক্তি" শব্দের অর্থ করিতেছেন "গদাধর" ইতি ॥২২॥

শ্লোকোক্ত "ঈশ" শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন "শ্রীকৃষ্ণ" ইতি ॥২৩॥

যদি কেহ বলেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সর্ব্বশেষে বন্দনা কর কে... এই আশঙ্কায় বলিতেছেন "সাবরণে" ইতি। অর্থাৎ গুর্ব্বাদি এক এক আ... রণকে বন্দনা করাতেই আবরণ মধ্যস্থ তাঁহার বন্দনা সর্ব্বশেষে হইয়াছে... অথবা এক ইষ্টদেবের বন্দনাতে গুর্ব্বাদির বন্দনা কর কেন? ইহা... বলিতেছেন "সাবরণে" ইতি। অর্থাৎ ভক্তগোষ্ঠি সহিতে এক ইষ্টদেবের বন্দনা করিয়াছি। ১২ পয়ারে বলিয়াছেন চৌদ্দশ্লোকের অর্থ বিচার করিতে... তন্মধ্যে প্রথম শ্লোকের অর্থ করিয়া তাহার বিচার করিতেছেন, তাহার ... এই, শ্রীকৃষ্ণ গুর্ব্বাদি ছয় রূপে বিলাস করেন, এইহেতু উক্ত ছয়কেও বন্দনা... এই অভিপ্রায় ২৩ পয়ারে প্রকাশ করিয়া শ্লোকের অর্থ করিলেন। তাহা... কিরূপে বিলাস করেন এবং তাঁহাদের তত্ত্ব কি ইত্যাদি বিষয়ের বিচার আ... শুক হওয়াতে বলিতেছেন "এই ছয়" ইতি। এই ছয় গুর্ব্বাদি ছয়, তিঁহো...

---

* বর্ণাদির কিছুমাত্র প্রভেদ না থাকিলেই প্রকাশ বলে। বর্ণাদির প্রভেদ থাকিলেই বিলাস বলে ও বৈভব প্রকাশও বলে।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে তাঁরে তাঁহারি প্রকাশ ॥২৫॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে ;—

প্রকাশস্তু নভেদেষু গণ্যতে সহি ন পৃথক্ ॥১৮॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ যদ্রূপেণ উক্তষড়্রূপঃ তৎবিচারয়ন্ তত্র প্রাৎ প্রথমতঃ। গুর্বাদিষু বিশেষমাহ "যদ্যপী"তি। "নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ" ইত্যাদিনা "যদ্যপি" ইত্যাদিনা চ গুরুপদেনাত্র নিত্যানন্দ প্রভুরেবেতি ব্যঞ্জিতং। নিত্যানন্দপ্রভোর্মন্ত্রগুরুত্বেন বলরামস্তু বৈভবত্বেন কতরদ্ব্যাখ্যানুসঙ্গত্বে সমত্বেন চ প্রাপ্তে কৃতস্তস্য প্রকাশত্বমিত্যাহ "যদ্যপী"ত্যাদি। গুরুত্বেনৈব প্রকাশত্বং নতু বাস্তবত্বেন ইতি ... প্রকাশত্বেনৈব তথাত্বং। ইতি ॥২৫॥

ভেদেষু প্রকাশো ন গণ্যতে অথবা অভেদেষু প্রকাশো গণ্যতে হি যতঃ স প্রকাশঃ ন পৃথক্ যো যস্য প্রকাশঃ স তৎস্বরূপ ইত্যর্থঃ। ইতি ॥১৮॥

ভেদেষু প্রকাশঃ ন গণ্যতে অথবা ন ভেদেষু প্রকাশঃ গণ্যতে, হি স ন পৃথক্। ইত্যন্বয়ঃ ॥১৮॥

তিনি, করিয়ে—করি, অর্থাৎ কৃষ্ণচৈতন্যই গুর্বাদি ছয় হয়েন এই বিচার করি। তবে কি কৃষ্ণস্বরূপই গুর্বাদি স্বরূপ? এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য বলিতেছেন, "যেরূপে"—যেরূপে অর্থাৎ সাক্ষাৎ স্বরূপে নহে। তাৎপর্য্য এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুর্বাদি তদ্রূপে বিলাস করেন বলিয়া তিনিই উক্ত ছয়, তবে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ... না হইয়া যেরূপে উক্ত ছয় হয়েন তাহার বিচার করিতেছেন। এ ... পরিচ্ছেদের "অবতার শক্তের হয় শক্তি তার সম" এই পয়ার পর্য্যন্ত তাঁহার বিচার ... মধ্যে যে পয়ারে যাহার বিচার আরম্ভ হইবে তাহার সূচনা এই, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুর্বাদি ছয়মধ্যে ইনি যেরূপে হয়েন তাহার বিচার করিতেছেন, এইটি ... জানিতে হইবে ॥২৪॥

পূর্ব্বপয়ারে উক্ত হইয়াছে শ্রীচৈতন্য এই ছয় যেরূপে, তাহাতে কিরূপে তিনি এই ছয়, এই বিচারে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুর্বাদিছয়মধ্যোক্ত মন্ত্রগুরুস্বরূপ যেরূপে হয়েন তাহার বিচার করিতেছেন "যদ্যপি" ইতি। শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে পৃথক্ পয়ার থাকায় এখানে গুরুশব্দে মন্ত্রগুরু বলিতে হইবে। ... নামোল্লেখ না থাকিলেও গ্রন্থকারের মন্ত্রগুরু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, এ বিষয়ে শ্রীচক্রবর্তীপাদ যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহার অর্থ এই, "নিত্যানন্দ-

গুরু কৃষ্ণরূপে হয় শাস্ত্রের প্রমাণে।*
গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করেন আপনে ॥২৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১৭ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্যং ;—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেব-ময়ো গুরুঃ ॥১৭॥

আচার্য্যংমামিতি। আচার্য্যং গুরুং ভক্তিসন্দর্ভে ॥১১।১৭।২২॥ অন্যদা শ্ব গু... কর্ম্মিভিরপি ভগবদ্দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যাহ ভাবার্থদীপিকায়াং আচার্য্যং মামিতি॥

আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ, কর্হিচিৎ ন অবমন্যেত, মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা ন অসূয়েৎ, গুরুঃ সর্ব্বদেবময়ঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥১৯॥

রায় প্রভুর স্বরূপপ্রকাশ" ইত্যাদি প্রমাণে, এবং "যদ্যপি আমার গুরু" ইত্যা... প্রমাণেও গুরুশব্দে এখানে শ্রীনিত্যানন্দ দুই প্রকাশ পাইতেছেন। ... বলেন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বলরামত্বপ্রযুক্ত বলরামের বৈভবত্ব এবং ... ব্যাখ্যানুসঙ্গতিতে বিলাসত্বপ্রযুক্ত তাঁহার প্রকাশত্ব কি হেতু হইবে, অর্থাৎ শ্রী... চৈতন্যের বৈভবপ্রকাশ বা বিলাস মূর্ত্তি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, কিন্তু এখানে তাঁহা... প্রকাশ বলিবার হেতু কি? ইহাতে বলিতেছেন "যদ্যপি" ইতি। গুরু বলি... তাঁহাকে প্রকাশ বলিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি প্রকাশ নহেন ইতিভাব।

জানিয়ে—জানি, তাঁরে—তাঁহাকে অর্থাৎ গুরুকে, তাঁহারি—তাঁহারই অর্থা... কৃষ্ণচৈতন্যেরই। অর্থ হইল এই, যদ্যপি গুরু চৈতন্যের দাস হইলেও তাঁহা... প্রকাশ। ইহাতে কিরূপে শ্রীচৈতন্য গুরু হয়েন, তাহার বিচার হইল এ... প্রকাশরূপে তিনি গুরু হয়েন ॥২৫॥

তাৎপর্য্য এই, প্রকাশের লক্ষণ বলিতেছেন, স্বরূপাদির কোন প্রভেদ... থাকিলেই প্রকাশ বলিয়া গণ্য হইবে, যেহেতু যে যাহার প্রকাশ সে তাহা... স্বরূপ। সিদ্ধান্ত হইল এই, অতএব গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের স্বরূপ, তাহাতে কিছুমা... প্রভেদ নাই ॥১৮॥

উক্ত প্রকাশত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন "গুরু কৃষ্ণ" ইতি। উহার অর্থ করিতে... বা হেতু প্রদর্শন করাইতেছেন "গুরুরূপে" ইতি। অর্থাৎ শাস্ত্র প্রমাণে কৃষ্ণরূ...

* গুরু কৃষ্ণরূপ হয়েন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করে ভক্তগণে। কোথাও পাঠ।

শিক্ষাগুরুকে* জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুইরূপ॥২৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীমদুদ্ধববাক্যং :—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥২০॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ স্বরূপেণ শিক্ষাগুরু [illegible] "শিক্ষেতি" স্বরূপত্বেন [illegible]॥২৭॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১১।২৯।৬। আস্তামন্যভজনবার্ত্তাপি ত্বৎকৃতোপকারস্য স্মরণায় [illegible] নিষ্কৃতিনাস্ত্যেবেত্যাহ নৈবেতি। অপচিতিং প্রত্যুপকারং আনৃণ্যমিতি যাবৎ কবয়ো ব্রহ্মবিদাঽপি নৈব প্রাপ্নুবন্তি। যতস্ত্বং-কৃতমুপকারং [illegible] ঋদ্ধমুদ উপচিত পরমানন্দাঃ। উপকারমাহ যো ভবান্ [illegible] বহিরাচার্য্যবপুষা [illegible] স্বরূপেণ অন্তশ্চৈত্ত্যবপুষা অন্তর্যামিরূপেণ অশুভং বিষয়-[illegible] বিধুন্বন্ [illegible] স্বগতিং নিজরূপং প্রকটয়তি তস্য তব॥২০॥

হে ঈশ কবয়ঃ ব্রহ্মায়ুষাপি তব অপচিতিং নৈব উপযন্তি, কৃতং স্মরন্তঃ ঋদ্ধ-[illegible] যঃ অন্তর্বহিঃ অ[illegible]চৈত্ত্যবপুষা তনুভৃতাং অশুভং বিধুন্বন্ স্বগতিং [illegible] [illegible]॥২০॥

[illegible] হয়, যেহেতু কৃষ্ণ আপনি (স্বয়ং) গুরুরূপে কৃপা করেন॥[illegible]

গুরু স্বরূপ (১) আচার্য্যং মাং (১)॥১৯॥

গুরুকে আমারই স্বরূপ জানিবে, কখন তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে না এবং মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহার গুণে দোষারোপ করিবে না, যেহেতু গুরু সকল দেবতার [illegible]॥১৯॥

---

* কেহ, কোথাও পাঠ।

। প্রমাণের মধ্যে যে বাক্যটী গ্রন্থকারের যে বাক্যের পোষক হইবে তাহাতে ও [illegible] সেই বাক্যের পরে (১) এই চিহ্ন দিয়া প্রমাণের সেই বাক্যটী দেওয়া হইবে, সকল স্থানে এই নিয়ম। যেখানে পূর্ণ শ্লোকটী পোষক হইবে তাহাতে কোন চিহ্নাদি নাই।

তথাহি শ্রীগীতায়াঞ্চ ১০ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্যং ;—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥২১॥

সুবোধন্যাং। ১০।১০। এবং ভূতানাঞ্চ সম্যগ্‌জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ তেষামিতি। এবং সততযুক্তানাং মযাসক্তচিত্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তং বুদ্ধিরূপং যোগমুপায়ং দদামি, তমিতি কিং, যেন তে ভক্তাঃ মামুপযান্তি প্রাপ্নুবন্তি ॥২১॥

সততযুক্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিযোগং দদামি, তে যেন মাং উপযান্তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥২১॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুর্ব্বাদি ছয় মধ্যেতে শিক্ষাগুরুস্বরূপ যেরূপে হয়েন তাহা বিচার করিতেছেন 'শিক্ষাগুরু' ইতি। শিক্ষাগুরুকে কৃষ্ণের স্বরূপ বলাতে এখানেও প্রকাশরূপে শ্রীচৈতন্য শিক্ষাগুরু। সেই শিক্ষাগুরু দুই প্রকার, এক অন্তর্যামী দ্বিতীয় ভক্তশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ উত্তম ভক্ত। শ্রেষ্ঠ বলিবার অভিপ্রায় এই শাস্ত্র ও যুক্তিতে নিপুণতাপ্রযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতে এবং শ্রীকৃষ্ণই এক উপায় ইত্যাদি বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়তাপ্রযুক্ত সেই শিক্ষাকে শিষ্যের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারেন বলিয়া ভক্ত শ্রেষ্ঠই শিক্ষাগুরু হয়েন, কনিষ্ঠ ও মধ্যম ভক্তে উক্ত নিপুণতাদি না থাকাতে উঁহারা শিক্ষাগুরু হইতে পারেন না, এ কারণ এখানে শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ ভক্তকেই গুরু বলিয়াছেন। উঁহাদের লক্ষণ মধ্যের ২২ পরিচ্ছেদে ব্যক্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে শিক্ষাগুরুরূপে যাহা শিক্ষা প্রদান করেন, অন্তরে অন্তর্যামিরূপে তাহার অনুভব করাইয়া দেন, এজন্য তিনি উক্ত দুইরূপে শিক্ষাগুরু হয়েন ॥২৭॥

হে ঈশ! বেদজ্ঞপণ্ডিতেরা ব্রহ্মার পরমায়ু প্রাপ্ত হইলেও তোমার প্রত্যুপকার অর্থাৎ আনৃণ্য লাভ করিতে পারেন না, যেহেতু তাঁহারা ত্বৎকৃতোপকারকে স্মরণ করিয়া পরম আনন্দিত হয়েন। উপকার এই, তুমি বাহিরে গুরুরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে দেহধারীদিগের বিষয়-বাসনা নিরাস করিয়া নিজরূপকে প্রকট কর ॥২০॥

শিক্ষাগুরু কৃষ্ণের স্বরূপ। এবং অন্তর্য্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠ (১) আচার্য্য চৈত্ত্যবপুষা (১) ॥২০॥

যথা ব্রহ্মণে ভগবান্ স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্ ।*

তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩০।৩১।৩২।৩৩ শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্যং ;—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং ।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥২২॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ২।৯।৩০। জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং শাস্ত্রোত্থং বিজ্ঞান মনুভবঃ রহস্যং ভক্তিঃ সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামীত্যাদি নির্দ্দেশাৎ তদঙ্গং সাধনং ॥২২॥

ক্রমসন্দর্ভঃ অথ তত্র পরমভাগবতায় ব্রহ্মণে শ্রীমদ্ভগবতাখ্যং নিজং শাস্ত্রং উপদেষ্টুং তৎপ্রতিপাদ্যতমং বস্তুচতুষ্টয়ং প্রতিজানীতে জ্ঞানমিত্যাদি। যে মম ভগবতো জ্ঞানং শব্দদ্বারা যাথার্থ নির্দ্ধারণং ময়া গদিতং সৎ গৃহাণ ইত্যন্বয়ো। ন জানাতীতি ভাবঃ যতঃ পরমগুহ্যং ... জ্ঞানাদপি রহস্যতমং মুক্তানামপি সিদ্ধানামিত্যাদেঃ, তচ্চ বিজ্ঞানেন তদনুভবেনাপি যুক্তং গৃহাণ। নচ এতাবদেব কিন্তু সরহস্যং তত্রাপি রহস্যং যৎ কিমপ্যস্তি তেনাপি সহিতং তচ্চ প্রেমভক্তিরূপমিত্যগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে, তথা তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ তচ্চ সতি তু ভগবদ্বাখ্যবিঘ্নে নষ্টে ঝটিতি বিজ্ঞানরহস্যে প্রকটয়েৎ তস্মাত্তস্য জ্ঞানস্য সহায়ঞ্চ গৃহাণেত্যর্থঃ, তচ্চ শ্রবণাদি-ভক্তিরূপ মিত্যগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে। যদ্বা রহস্যমিতি তদঙ্গস্যৈব বিশেষণং জ্ঞেয়ং সুহৃদাবিব মিথঃ সংবর্দ্ধকয়োঃ [illegible] ॥২২॥

পরমগুহ্যং বিজ্ঞানসমন্বিতং যৎ মে জ্ঞানং ময়াগদিতং গৃহাণ, সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ। ইত্যন্বয়ঃ ॥২২॥

সাধনে আসক্তচিত্ত হইয়া যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, তাঁহাদিগকে আমি সেই উপায় প্রদান করি, যে উপায়ে তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন ॥২১॥

শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষাগুরুরূপে শিক্ষা প্রদান করেন (১) দদামি বুদ্ধি-যোগং (১) ॥২১॥

পরমগোপনীয় এবং অনুভবসমন্বিত আমার যে জ্ঞান, তাহা আমি বলি-

---

* যথা ভগবান্ ব্রহ্মণে স্বয়ং উপদিশ্য অনুভাবিতবান্। ইত্যন্বয়ঃ। যেমন ভগবান্ ব্রহ্মাকে আপনি উপদেশ প্রদান করিয়া অনুভব করাইয়াছিলেন।

যাবান(হং) যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥২৩॥

ভাবার্থদীপিকায়াং ॥ ২১ যাবানহমিতি যাবান্ স্বরূপতঃ যথাভা... ...রূপাণি গুণাঃ কর্ম্মাণি চ যস্য ॥২৩॥

ক্রমসন্দর্ভঃ। তত্র সাধ্যয়োর্বিজ্ঞানরহস্যয়োরাবির্ভাবার্থ মাশীষং দদাতি যাবানহমিতি। যাবান্ স্বরূপতো যৎপরিমাণকোঽহং, যথা ভাবঃ সত্তা যস্যেতি যল্লক্ষণো হমিত্যর্থঃ যানি স্বরূপান্তরঙ্গানি রূপাণি শ্যামচতুর্ভুজত্বাদীনি, গুণা ভক্তবাৎসল্যাদ্যাঃ, কর্ম্মাণি তত্তল্লীলাঃ যস্য স যদ্রূপগুণকর্ম্মকোঽহং, তথৈব তেন সর্ব্বেণ প্রকারেণৈব তত্ত্ববিজ্ঞানং যাথার্থ্যানুভবো মদনুগ্রহাত্তেতবাস্ত। এতেন চতুঃশ্লোকার্থস্য নিঃশেষপরত্বং স্বয়মেব পরাস্তং রক্ষ্যতে চ চতুঃশ্লোকীমেবোদ্দিশতা শ্রীভগবতা স্বয়মুদ্ধবং প্রতি পুরা ময়েত্যাদৌ জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসমিতি। তত্ত্ববিজ্ঞানপদেন রূপাদীনামপি স্বরূপভূতত্বং ব্যক্তং, অত্র বিজ্ঞানাশীঃ স্পষ্টা, রহস্যাশীশ্চ পরমানন্দাত্মক তত্তদ্ যাথার্থ্যানুভবেনোবশ্য প্রেমোদয়াৎ ॥২৩॥

অহং যাবান্ যথাভাবঃ যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানং মদনুগ্রহাৎ তে অস্তু। ইত্যন্বয়ঃ ॥২৩॥

ভক্তি গ্রহণ কর, প্রেমভক্তির সহিত সেই জ্ঞানের সহায় সাধন ভক্তিও বলিতেছি গ্রহণ কর ॥২২॥

শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষাগুরুরূপে জ্ঞান উপদেশ করেন তাহাতে প্রমাণ দিতেছেন।

শ্লোকে উক্ত হইয়াছে আমা কর্ত্তৃক কথিত জ্ঞান গ্রহণ কর, তাহাতে জ্ঞানপদার্থটী বাগিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য না হওয়াতে তাহার কথন হইতে পারে না বলিয়া ক্রমসন্দর্ভকার উক্ত টীকায় যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই শব্দদ্বারা প্রকৃত বস্তুর অবধারণ অর্থাৎ তত্ত্ববিষয়ে জ্ঞানজনক বাক্য যাহা বলিতেছি ॥২২॥

আমার যে স্বরূপ, আমার যে লক্ষণ, আমার শ্যামবর্ণচতুর্ভুজাদি যে রূপ, আমার ভক্তবাৎসল্যাদি যে গুণ, আমার সেই লীলাদি যে কর্ম্ম, ইহাদের যাথার্থ্যানুভব আমার অনুগ্রহে সর্ব্বপ্রকারে তোমার হউক ॥২৩॥

পূর্ব্বশ্লোকোক্ত বিজ্ঞান এবং প্রেম ইহাদের আবির্ভাবের জন্য এ শ্লোকে ভগবান আশীর্ব্বাদ করিতেছেন ॥২৩॥

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎসদসৎপরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং ॥৫৩॥

[illegible] ২।৯।৩২ অহমেবে[illegible] । [illegible] বাদা [illegible] অহমেবাগ্রে [illegible] পূর্ব্বং [illegible] নান্যৎ কিঞ্চিৎ [illegible] কারণং প্রধানং [illegible] কেবলং নচান্যদকরং [illegible] পশ্চাৎ- [illegible] প্রলয়ে যে [illegible] পরিপূ[illegible] [illegible] ॥৫৩॥

[illegible] চতুর্ভিঃ চতুঃশ্লোক্যা নিরূপয়ন্ প্রথমং জ্ঞান[illegible] [illegible] প্রতিপাদয়তি অহমেবাসমিতি। অত্রাহংশব্দেন তদ্বক্তা মূর্ত্ত এবোচ্যতে ন তু নির্ব্বিশেষ [illegible] আত্মজ্ঞান-তৎপর্য্যকত্বে তু তত্ত্বমসীতি [illegible] [illegible] সর্ব্বঃ সংপ্রতি ভবতং প্রতি [illegible] পরমমনোহর-শ্রীবিগ্রহ অহমেবাগ্রে মহাপ্রলয়কালে-প[illegible] [illegible] ন চ শঙ্করঃ, একো নারায়ণো আসীন্নব্রহ্মা [illegible] ভগবানেক আসেদ-মগ্র আত্মাত্মনাং বিভুরিত্যাদি [illegible], অতো [illegible] তদ্রূপাঙ্গত্বাদহংপদেনৈব গ্রহণং, [illegible] তদানেন স্থিতির্ব্বোধ্যতে। তথা চ রাজপ্রশ্নঃ। [illegible] মুক্ত্বাত্মমায়াং মায়েশঃ শেতে সর্ব্ব- [illegible] ইতি। [illegible] তস্মানাং ভগবৎস্বেষাং কতিধাপ্রতিসংক্রমঃ। [illegible] ইতি। কাশীখণ্ডেঽপ্যুক্তং শ্রী[illegible] [illegible] মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতো হ্যচ্যুতোঽখিল- [illegible] স একঃ সর্ব্বতো হব্যয়ঃ ইতি। অহমেবেত্যেব কারেণ কর্ত্র-ন্তরস্থারূপ- [illegible] চ ব্যাবৃত্তিঃ, আসমেবেতি তত্রাসম্ভবে মায়ানিবৃত্তিঃ তদুক্তং [illegible] এক ইতি অতএব যথা আসমেবেতি ব্রহ্মাদিবহির্জ্জনজ্ঞানগোচর- [illegible] ব্যাবৃত্তিঃ নতু [illegible]লীলায়া অপি, যথাধুনা হগো [illegible] করোতীতু [illegible] রাজমহিষ্মিকার্য্যমেব নিবিধ্যতে নতু [illegible] তদ্বৎ। যথা অস গতি দীপ্ত্যাদানেষিত্যস্মাৎ আসং [illegible] [illegible]মানৈর্ব্বিশেষে [illegible] বিরাজমান এবাতিষ্ঠমিতি [illegible] বিশেষতো ব্যাবৃত্তিঃ। তদুক্তমনেন শ্লোকেন সাকার-

নিরাকার-বিজ্ঞানঘন-কাম্বিণাং মুক্তাকণটীকায়ামপি নাপি সাকারেষবয়ব ভেষামাকারাত্তিরোহিতত্বাদিতি। শ্রীহরেরেকত্রশ্চ আত্মৈবেদ-মগ্র আসীৎ পুরুষবিধ ইতি এতেন প্রকৃতীগুণতো হপি প্রাগ্ভাবাৎ পুরুষাদপ্যুত্তমত্বে ভগবজ্জ্ঞানমেব কথিতং। নন্তু ক্বচিন্নির্বিশেষমেব ব্রহ্মাসীদিতি শ্রূয়তে তত্র সৎকার্য্যং অসৎকারণং তয়োঃপরং যদ্ব্রহ্ম তন্ন মত্তো হন্যৎ, ক্বচিদধিকারি শাস্ত্রে বা স্বরূপভূত বিশেষব্যুৎপাদানসময়ে সোহয়মহমেব নির্ব্বিশেষতয়া প্রতি ভাগীত্যর্থঃ। যদ্বা তদানীং প্রপঞ্চে বিশেষাভাবাৎ নির্বিশেষচিন্মাত্রাকারে বৈকুণ্ঠে তু সবিশেষ-ভগবদ্রূপেণেতি শাস্ত্রদ্বয়ব্যবস্থা। এতেন ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিত্যত্রোক্তং ভগবজ্জ্ঞানমেব প্রতিপাদিতং অতএবাস্য জ্ঞানস্য পরম গুহ্যত্বমুক্তং নন্তু সৃষ্টেরনন্তরং জগতি নোপলভ্যসে তত্রাহ পশ্চাৎ সৃষ্টেরনন্তর মপ্যহমেবাস্ম্যেব, বৈকুণ্ঠে তু ভগবদাদ্যাকারেণ প্রপঞ্চেঘাত্তর্য্যাকারেণে শেষঃ। এতেন সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়হেতুরহেতুরস্যেত্যাদি প্রতিপাদিতং ভগবজ্জ্ঞান মেবোপদিষ্টং। নন্তু সর্ব্বত্র ঘটাপটাদ্যাকারা যে দৃশ্যন্তে তে তু তদ্রূপাণি ভবন্তীতি তবাপূর্ণত্বপ্রসক্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদেতদ্বিশ্বং তদপ্যহমেব মদনন্য ত্বাদ্মামেকমেবেত্যর্থঃ, অনেন সোহয়ং তেহভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবন সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যৎ। ইত্যাদ্যুক্তং ভগবজ্জ্ঞানমেবো দিষ্টং। তথা প্রলয়ে যোহবশিষ্যতে সো হহমেবাস্ম্যেব, এতেন ভবানেক শিষ্যতে শেষসংজ্ঞ ইত্যাদ্যুক্তং ভগবজ্জ্ঞানমেবোপদিষ্টং। তথা পূর্ব্বং যাব গ্রহপ্রকাশ্যত্বেন প্রতিজ্ঞাতং যাবত্বং সর্ব্বকালদেশাপরিচ্ছেদ্যত্বজ্ঞাপনয়োপদিষ্টং এবং নান্যদযৎ সদসৎ পরমিত্যনেন ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি জ্ঞাপনয়া যদ্ গুণত্বং। সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়োপলক্ষিত-বিবিধ ক্রিয়াশ্রয়ত্বকথনেনালৌকিকাস কর্ম্মত্ব জ্ঞাপনয়া যৎ কর্ম্মত্বঞ্চ ॥২৪॥

অহং এব অগ্রে আসং অন্যৎ যৎ সদসৎপরং ন পশ্চাৎ অহং এতচ্চ যৎ যো অবশিষ্যেত সঃ অহং অস্মি। ইত্যন্বয়ঃ ॥২৪॥

আমিই সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলাম এবং অন্য যে স্থূল সূক্ষ্ম এবং এই দুয়ে কারণ যে প্রধান তাহা পৃথক্ ছিলনা, সৃষ্টির পরেও আমি, এই যে বিশ্ব দেখি তেছ তাহাও আমি, প্রলয়ে যাহা অবশেষ থাকিবে তাহাও আমি ॥২৫॥

ব্রহ্মাকে জ্ঞানোপদেশ দিবার জন্য ভগবান্ নিজ লক্ষণ এ শ্লোকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন ॥২৪॥

ঋতে ঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥২৫॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ২।১।৩৩। যথাত্মমায়াযোগেনেত্যনেন মায়য়া অপি পৃথ-ক্তাবস্থমারোপযোঃ ... মায়াং নিরূপয়তি ঋতেঽর্থমিতি। বিনাপি ... বস্তুতঃ কিমপা ... আত্মস্বধিষ্ঠানে প্রতীয়েত সদপিচ ন প্রতীয়েত তদ্-আত্মনো মম মায়াং বিদ্যাৎ যথা আভাসো দ্বিচন্দ্রাদিরিতি অর্থং বিনা প্রতীত্যো-পপত্তিঃ, যথা তমঃ ইতি সতোঽপ্রতীতৌ ॥২৫॥

ক্রমসন্দর্ভঃ। অথ তাদৃশরূপবিশিষ্টস্যাত্মনো ব্যতিরেকমুখেন বিজ্ঞাপনার্থং মায়ালক্ষণমাহ ঋতে ঽর্থমিত্যাদি। অর্থং পরমার্থভূতং মাং বিনা যৎপ্রতীয়েত মৎপ্রতীতৌ তৎপ্রতীত্যভাবাৎ মত্তোবহিরেব যস্য প্রতীতিরিত্যর্থঃ। যচ্চাত্মনি ন প্রতীয়েত যস্যচ মদাশ্রয়ত্বং বিনা স্বতঃ প্রতীতির্নাস্তীত্যর্থঃ তথালক্ষণং বস্তু আত্মনো মম পরমেশ্বরস্য মায়াং জীবমায়াগুণমায়েতি দ্ব্যাত্মিকাং মায়াখ্যশক্তিং বিদ্যাৎ। অত্র শুদ্ধজীবস্যাপি চিদ্রূপত্বাবিশেষেণ তদীয়রশ্মিস্থানীয়ত্বেনচ স্বান্তঃ-পাত এব বিবক্ষিতঃ। তত্রাস্যা দ্ব্যাত্মকত্বেনাভিধানং দৃষ্টান্তদ্বৈধেন লভ্যতে, তত্র জীবমায়াখ্যস্য প্রথমাংশস্য তাদৃশত্বং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়ন্নসম্ভাবনাং নিরস্যতি যথাভাস ইতি। আভাসো জ্যোতির্বিম্বস্য স্বীয়প্রকাশাদ্ব্যবহিতপ্রদেশে কচিদুচ্ছলিত-প্রতিচ্ছবিবিশেষঃ স যথা তস্মাদ্বহিরেব প্রতীয়তে ন চ তং বিনা তস্য প্রতীতিরিত্যর্থঃ। অনেন প্রতিচ্ছবিভা-পর্যায়াভাস-ধর্মত্বেন তস্যাংশ-ভাসাখ্যত্বমপি জ্ঞাপিতং। অতঃ ...-কার্য্যস্যাপ্যাভাসাখ্যত্বং কচিৎ। আভাস-নিরোধনশক্ত্যাদৌ স যথা ... চাকচিক্যচ্ছটাপতিতনেত্রাণাং নেত্রপ্রকাশমাবৃণোতি তমাদৌ চ ... সূর্য্যোচ্চট-তেজস্তেনৈব দ্রষ্টৃনেত্রং ব্যাকুলং যোপকর্ষে বর্ণশাবল্যমুদ্গিরতি কদাচিত্তদেব পৃথক্ ভাবেন নানা-কারতয়া পরিণময়তি তথেয়মপি জীবজ্ঞানমাবৃণোতি সত্ত্বাদি-গুণসাম্যরূপাং তথা ... জড়াং ...মুদ্গিরতি, কদাচিৎ পৃথগ্ভূতান্ সত্ত্বাদি-গুণ নানাকারতয়া পরিণময়তি চেত্যাদ্যপি জ্ঞেয়ং। তদুক্তং, একদেশস্থিতস্যাগ্নে-র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণো মায়া তথেয়মখিলং জগৎ। তথা-চাচার্য্যশিরঃ। জগদ্যোনেরনিক্ষ্য চিদানন্দৈকরূপিণঃ। পুংসোহস্তি প্রকৃতি-র্নিত্যা প্রতিচ্ছায়েব ভাস্বতঃ অচেতনাপি চৈতন্যযোগেন পরমাত্মনঃ অকরোদ্বিশ্বমখিলমনিত্যং নাটকাকৃতিমিতি। তদেবং নিমিত্তাংশো জীবমায়া উপাদানাংশো গুণমায়েত্যগ্রেঽপি বিবেচনীয়ং। অথৈবং সিদ্ধং গুণমায়াখ্যং

থিতি অপ্যংশং দৃষ্টান্তেন ... ষ্টয়তি যথাতম ইতি। তমঃ-শব্দেনাত্র পূর্ব্বপ্রোক্ত তমঃ প্রায়ং বর্ণশাবল্যমুচ্যতে তদ্‌যথা তন্মূলজ্যোতিষ্যসদপি তদাশ্রয়ত্বং বিনা ন সম্ভবতি তদ্বদিয়মপীতি। অথবা মায়ামাত্র নিরূপণ এব পৃথগ্ দৃষ্টান্তদ্বয়ং তত্রাভাসদৃষ্টান্তো ব্যাখ্যাতঃ তমোদৃষ্টান্তশ্চ যথান্ধকারো জ্যোতিষোঽন্যত্রৈব প্রতীয়তে জ্যোতির্বিনা চ ন প্রতীয়তে জ্যোতিরাত্মনা চক্ষুষৈব তৎপ্রতীতে পৃষ্টাদিনেতি তথেয়মপীতিজ্ঞেয়ং, ততশ্চাংশদ্বয়ং প্রবৃত্তিভেদেনৈবোক্তং নতু দৃষ্টান্তভেদেন, প্রাক্তন-দৃষ্টান্তদ্বৈধাভিপ্রায়েণ তু পূর্ব্বস্যা আভাসপ্রায়ছায়াশব্দেন ক্বচিৎপ্রয়োগঃ, উত্তরস্যাস্তমঃশব্দেনৈবচেতি। সসর্জ্জ ছায়য়া বিদ্যাং পঞ্চ পর্ব্বাণমগ্রতঃ ইত্যত্র, যথাচ ... তমোমহদহমিত্যাদৌ, পূর্ব্বত্রাবিদ্যাখ্য ...মিত্তশক্তিবৃত্তিকত্বাজ্জীববিষয়কত্বেন জীবমায়াত্বং উত্তরত্র স্বীয়তত্ত্বগুণময় মহদাদ্যুপাদানশক্তিবৃত্তিকত্বং গুণমায়াত্বং। তথাসসর্জ্জেত্যাদৌ ছায়াশক্তি মায়ামবলম্ব্য সৃষ্ট্যারম্ভে ব্রহ্মা ... মবিদ্যামাবির্ভাবি... নিত্যর্থঃ। বিদ্যাবিদ্যে মম তনু বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাং। বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া যে বিনির্ম্মিতে ইত্যুক্তত্বাৎ। অনয়োরাবির্ভাবভেদশ্চ শ্রূয়তে তত্র পূর্ব্বস্যাঃ পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যাভামাসংবাদীয়-কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে দেবগণকৃতমায়াস্তবৌ। ইতিস্তুবন্ত স্তেদে-বাস্তেজোমণ্ডলসংস্থিতং। দদৃশু র্গগনে তত্র তেজোব্যাপ্তদিগন্তরং। তন্মধ্যাস্তা-রন্তীং সর্ব্বে শুশ্রুবু র্ব্যোমচারিণীং। অহমেবত্রিধাভিন্নাতিষ্ঠামি ত্রিবিধৈগুণৈরি-ত্যাদি। উত্তরস্যাঃ পাদ্মোত্তরখণ্ডে অসংখ্যং প্রকৃতিস্থানং নিবিড়ধ্বান্তমব্যয়মিতি। বিদ্যাদিতিপ্রথমপুরুষ-নির্দ্দেশস্যায়ং ভাবঃ অজ্ঞান্ প্রত্যেব বস্তুমুপদেশঃ ত্বং ...স্বতশক্ত্যা সাক্ষাদেবানুভবন্নসীতি এবং মায়িকদৃষ্টিমতীত্যৈব রূপাদিবিশিষ্টং মামনুভবেদিতি ব্যতিরেক মুখেনানুভাবনস্যায়ং ভাবঃ, শব্দেন নির্দ্ধারিতস্যাপি যংস্বরূপাদের্মায়াকার্য্য-বেশেনৈবানুভবো ন ভবতি ততস্তথৈবং মায়াত্যাজনমেব কর্ত্তব্যমিতি। এতেন তদবিনাভাবাৎ প্রেমাপ্যনুভাবিত ইতিগম্যতে॥২৫॥

অর্থং ঋতে যৎপ্রতীয়েত আত্মনি চ ন প্রতীয়েত তৎ আত্মনঃ মায়াং বিদ্যাৎ যথা-ভাসঃ যথা তমঃ। ইত্যন্বয়ঃ॥২৫॥

বাস্তব বস্তু প্রতীতি ব্যতিরেকে যাহার প্রতীতি হয়, বাস্তব বস্তুর প্রতীতি হইলে যাহার প্রতীতি হয় না, তাহাকেই আমার মায়া জানিবে, যেমন দুই চন্দ্র আর যেমন অন্ধকার॥২৫॥

ব্রহ্মা মায়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেইজন্য ভগবান্ এ শ্লোকে মায়া নিরূপণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষাগুরুরূপে উপদেশ প্রদান করেন এবং

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে প্রথমশ্লোকঃ ;—

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥২৬॥

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্য রূপে।
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্ত-স্বরূপে ॥২৭॥

[illegible]স্বরূপাৎ। চিন্তামণিরিতি। সোমগিরিস্থনামা যে মম গুরু জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে, কীদৃক্ চিন্তামণিঃ আশ্রয়মাত্রেণ সর্ব্বাভীষ্টপূরকত্বাৎ চিন্তামণিবৎ সর্ব্বোৎকর্ষতাচাস্ত তং মমেষ্টদৈবং। ভগবাংশ্চ জয়তি কোহসৌ ভগবানিত্যাহ, শিখিপিঞ্ছং মৌলিঃ শিরোভূষণং যস্য স ইতি শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ এব জয়তি। কৌশোরেণ তবাদ্য কৃষ্ণগুরুণা গৌরীগণঃ পাঠ্যতে। ইত্যাদিনাচ তস্য তত্ত্বমাধুর্য্যাদ্যনুভবাদৌ স এব মে শিক্ষাগুরুরিত্যাহ যৎপাদাবেব কল্পতরুপল্লবৌ তয়োঃ শেখরেষু তদঙ্গুলি-নখাগ্রেষু লীলয়া যঃ স্বয়ম্বররসং তজ্জন্যসুখং জয়শ্রী লভতে সৌন্দর্য্যপাতিব্রত্যাদি-সৌভাগ্য-সম্পত্ত্যাদিভিঃ সৌন্দর্য্যাদ্যধিকত্যাদি ব্রজকিশোরিকাকুলাদয়োঽপি নির্জ্জিতা যয়া সা [illegible] জয়াচাসৌ শ্রিয়োপ্যংশিনীত্বাৎ শ্রীশ্চ জয়শ্রীঃ শ্রীরাধৈব, শ্রীকৃষ্ণ[illegible]নখাবরণত্বেন তৎপ্রেয়স্যাস্তস্যা অপি মূললক্ষ্মীত্বাৎ ইতি ॥২৬॥

[illegible]নঃ দর্শনাভাবাৎ ভক্তশ্রেষ্ঠঃ গুরুঃ কর্ত্তব্যঃ ইতি ॥২৮॥

চিন্তামণিঃ সোমগিরিঃ মে গুরুঃ জয়তি। শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ ভগবান্ শিক্ষা-গুরুশ্চ। জয়শ্রী যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে। ইত্যন্বয়ঃ ॥২৬॥

[illegible] তাহার অনুভব [illegible] ইহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ উক্ত চারিটী [illegible]।

[illegible] তুল্য সোমগিরি নামে যে আমার গুরু তাঁহার জয় হউক। আমার শিক্ষাগুরু যে ময়ূরপুচ্ছশিরোভূষণভূষিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারও জয় হউক। জয়রূপা লক্ষ্মী যে কৃষ্ণের চরণরূপ কল্পতরু পল্লবের অগ্রভাগে অর্থাৎ শ্রীচরণ নখাগ্রে ক্রীড়া করিবার জন্য নিজ বরণ সুখলাভ করিতেছেন ॥২৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ;—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্‌।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥২৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি শ্রীকপিলদেববাক্যং ;—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥২৮॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। মনোব্যাসঙ্গং ভক্তিপ্রতিবন্ধিকাং বাসনাং উক্তিভির্ভক্তিমহিম প্রতিপাদকৈর্বচনৈঃ॥ ভক্তিরত্নাবল্যাং। ততোদুঃসঙ্গমিতি। উক্তিভির্হিতোপদেশৈরিতি, তীর্থদেবাদিসঙ্গাদপি সৎসঙ্গঃ শ্রেয়ানিতি দর্শয়তি ॥২৭॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। সৎসঙ্গস্য ভক্ত্যঙ্গতামুপপাদয়তি সতামিতি। বীর্য্যস্য সম্যগ্বেদনং যাসু তাঃ বীর্য্যসম্বিদঃ। হৃৎকর্ণয়ো রসায়নাঃ সুখদাঃ তাসাং জোষণাৎ সেবনাৎ অপবর্গো হবিদ্যানিবৃত্তি র্বর্ত্ম যস্মিন্‌ হরৌ প্রথমং শ্রদ্ধা ততো রতি ভক্তি ভক্তিঃ অনুক্রমিষ্যতি ক্রমেণ ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥২৮॥

ততঃ বুদ্ধিমান্‌ দুঃসঙ্গং উৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত, সন্ত এবাস্য মনোব্যাসঙ্গং উক্তিভিঃ ছিন্দন্তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥২৭॥

ক্রীড়া করিবার জন্য জয়লক্ষ্মী যাহার চরণকে আপনিই আশ্রয় করিয়াছেন ইতিভাব। শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই মাধুর্য্যাদির অনুভবাদিতে তিনিই আমার শিক্ষাগুরু অর্থাৎ তাঁহার মাধুর্য্যাদির অনুভব তিনিই করাইতেছেন এইজন্য শ্রীকৃষ্ণই আমার শিক্ষাগুরু।

শিক্ষাগুরু কৃষ্ণস্বরূপ (১) শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্‌ শিখিপিচ্ছমৌলিঃ (১) ॥২৬॥

অন্তর্যামী গুরু হইতে যদি শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তবে ভক্তশ্রেষ্ঠ গুরু করিবার প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন "জীব" ইতি। তাতে—তাহাতে অর্থাৎ শিক্ষা বিষয়ে, গুরু চৈত্ত্যরূপে—অন্তর্যামিরূপে গুরু, মহান্তরূপে—ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে। অন্তর্যামী গুরুর নিকট হরিকথা শ্রবণাদি না হওয়াতে মনের বিষয়াসক্তভাব নষ্ট হয় না, এই জন্য ভক্তশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু অবশ্য কর্ত্তব্য ইতি

ঈশ্বর-স্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥২৯॥

ভক্তস্বরূপং স্বরূপেণ অবিচারমাহ "ঈশ্বরের" ইতি। হৃদয়বাসত্বেনৈব অধিষ্ঠানমিতি ॥২৯॥

মম বীর্য্যসংবিদঃ হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ সতাং প্রসঙ্গাৎ ভবন্তি। তজ্জোষণাৎ অপবর্গবর্ত্মনি হরৌ আশু শ্রদ্ধা রতিঃ ভক্তিঃ অনুক্রমিষ্যতি। ইত্যন্বয়ঃ ॥২৮॥

ভাব। অর্থ হইল এই, শিক্ষাবিষয়ে অন্তর্যামিরূপ গুরু জীবে সাক্ষাৎ হয়েন না, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে শিক্ষা গুরু হয়েন ॥২৮॥

সেই হেতু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধু সকলে আসক্ত হইবে। সাধুরাই তাহার মনবিষয়াসক্তিকে উপদেশবাক্যদ্বারা ছেদন করেন ॥২৭॥

অতএব শিক্ষাগুরুর শিক্ষা হইতেই বিষয়বাসনা নষ্ট হয় এ ভিন্ন হইতে পারে না অতএব তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য ইহাই এ শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥২৭॥

আমার (ভগবানের) মহিমা জ্ঞান হয় এবং হৃদয় ও কর্ণের সুখপ্রদ এরূপ কথা সাধুসঙ্গ হইতেই হয়। উক্ত সাধুর নিকট সেই সকল কথা শ্রবণ করিতে করিতে ভগবান্ হরিতে শীঘ্রই শ্রদ্ধা রতি ও ভক্তি এই সকল ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে ॥২৮॥

এ শ্লোকেরও পূর্ব্ববৎ তাৎপর্য্য বিশেষ এই, হরিকথা শ্রবণাদি ব্যতীত কিছুতেই বিষয় বাসনা নষ্ট হইবে না সুতরাং তাহাতে শ্রদ্ধাদিও হইবে না এই নিয়মে অন্তর্যামী গুরু হইতে উক্ত শ্রবণাদি না হওয়াতে সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণাদি দ্বারা দুর্ব্বাসনা নষ্ট হইলে হরিতে শ্রদ্ধাদি জন্মিবে, অতএব ভক্তশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু অবশ্য কর্ত্তব্য।

উক্ত শ্লোক সকলে সিদ্ধান্ত হইল এই, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরুরূপে শিক্ষা প্রদান দ্বারা বিষয়দুর্ব্বাসনা নষ্ট করিয়া নিজমহিমাবোধক যে সকল কথা শ্রবণ করান, অন্তর্যামী রূপে তাহার অনুভব করিয়া দেন, এইজন্য অন্তর্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই প্রকার শিক্ষাগুরু হয়েন ॥২৮॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অন্তর্যামি-রূপ ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তস্বরূপ যেরূপে হয়েন তাহা বলিতেছেন "ঈশ্বর" ইতি। ভক্ত ঈশ্বর (কৃষ্ণচৈতন্যের) স্বরূপ। তাহার স্বরূপ হইলে ভক্ত থাকে কিরূপে? ইহাতে বলিতেছেন "তাঁর" ইতি। ভক্ত ঈশ্বরের অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় প্রযুক্ত তিনি তাঁহার স্বরূপ, কিন্তু বস্তুত তিনি ভক্ত। সর্ব্বাশ্রয়ের আশ্রয় কিরূপে হইতে পারে? ইহাতে বলিতেছেন "ভক্তের" ইতি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ৫০ শ্লোকে দুর্ব্বাসাংপ্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ;—

সাধবোহৃদয়ংমহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥২৯॥

তত্রৈব ১ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে শ্রীবিদুরং শ্রীযুধিষ্ঠিরবাক্যং ;—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা ॥৩০॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। অতোমম হৃদয়ং অন্তরঙ্গসারবস্তু বা তেভ্যোহন্যন্মনাগপি ন জানে এবং তৈ র্মম হৃদয়াক্রমণাত্তেষামধীন এব স্বতন্ত্র ইতিভাবঃ। হরিভক্তিবিলাসে সাধবো হৃদয়মিতি। মহ্যং মম সাধুনামনুগ্রহং বি[illegible] ভগবান্ দুর্লভ ইতি সমুদায়ার্থঃ ॥২৯॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং ন স্বার্থং কিন্তু তীর্থানুগ্রহার্থমিত্যাহ ভবদ্বিধা ইতি। মলিনজনসম্পর্কেণ তীর্থানি মলিনানি সন্তি পুনস্তীর্থীকুর্ব্বন্তি। স্বান্তং মনস্তত্রস্থেন স্বস্বান্তঃস্থিতেন বা ইতি ॥৩০॥

সাধবঃ মহ্যং হৃদয়ং অহন্তু সাধুনাং হৃদয়ং। তে মদন্যং ন জানন্তি তেভ্যঃ মনাক্ অপি ন জানে। ইত্যন্বয়ঃ ॥২৯॥

হে প্রভো স্বয়ং তীর্থীভূতাঃ ভবদ্বিধাঃ ভাগবতাঃ স্বান্তস্থেন গদাভৃতা তীর্থানি তীর্থীকুর্ব্বন্তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩০॥

সতত—সর্ব্বদা। বিশ্রাম—পরমসুখে বাস করেন।

ভক্তহৃদয় তন্ময় হওয়াতে নিজের অভিমানাদি না [illegible] কায় শ্রীকৃষ্ণই প্র[illegible] পাইতেছেন, সুতরাং হৃদয়বাসরূপে তিনি ভক্তস্বরূপ, ইতিভাব। ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বদা বিশ্রামপ্রযুক্ত ভক্ত তাঁহার অধিষ্ঠান, এই অধিষ্ঠান হেতু ঈশ্বরস্বরূপ, ইত্যর্থ ॥২৯॥

সাধু সকল আমার (ভগবানের) হৃদয়, আমিও সাধুসকলের [illegible] সাধুরা আমা ভিন্ন অন্য জানে না আমিও সাধুভিন্ন অন্য কিছু জানি না ॥২[illegible]

হৃদয়ের সহিত ঐক্য হওয়াতে অথবা অন্তরঙ্গসারবস্তু প্রযুক্ত হৃদয়ে [illegible] না বলিয়া কেবল হৃদয়ই বলিয়াছেন, ইতিভাব। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের [illegible] বিশ্রাম (১) সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহং (১) ॥২৯॥

সেই ভক্তগণ হয়ে দ্বিবিধ প্রকার।
পারিষদগণ এক সাধকগণ আর ॥৩০॥
ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার।
অংশ অবতার এক গুণ অবতার আর ॥৩১॥
শক্ত্যাবেশ অবতার তৃতীয় যেমত।
অংশ অবতার পুরুষ মৎস্যাদিক যত ॥৩২॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব গুণাবতার গণি।
শক্ত্যাবেশ সনকাদি পৃথু ব্যাসমুনি ॥৩৩॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ স্বয়ংশেন ঈশাবতারঃ তৎবিচারমাহ "ঈশ্বরের" ইতি অংশত্বেন আবেশত্বেনচ তথাত্বং ইতি ॥৩১॥

শ্রীনারদস্য প্রাভবাবতারত্বেহপি পরমতাবলম্বনেনাবেশত্বং তথাহি শ্রূয়তেহ-শাস্ত্রবরো যেনাংশমধাৎ স্বয়ং। কিং সাক্ষাদংশগত স্বস্মিন্ বিভুংশঃ সোপিবা-ক্ষম্যাদ্যাবেশ এবাস্মিতি কেচিদদস্তিচ" ইতি ॥৩৩॥

হে প্রভো! স্বয়ংতীর্থ স্বরূপ আপনার মত হরিদাস সকল অন্তঃকরণস্থ ভগবান্ দ্বারা তীর্থ সকলকে পবিত্র করেন ॥৩০॥

মহামতি বিদুর বহুতীর্থ পর্যটন করিয়া আসিলে পর মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিতেছেন, আপনাদের তীর্থপর্যটন কেবল তীর্থকেই পবিত্র করিবার জন্য, কিন্তু নিজ পবিত্রতার জন্য নহে। পাপীব্যক্তি তীর্থে গমন করিয়া নিজে পবিত্র হয়, কিন্তু তাহার পাপ সেই তীর্থেই অবস্থান করে, তথায় হরিদাসের আগমন হইলে তাঁহার হৃদয়স্থ ভগবান্ গদা প্রহারে সেই পাপকে বিনষ্ট করেন, হরিদাসের হৃদয়ে হরি বাস করাতে তাহারা স্বতই পবিত্র আছেন ইতিভাব।

ভক্তের প্রভেদ ভক্তের সঙ্গত বিশ্রাম (১) হয়েন পদ ভৃত্য (১) ॥৩০॥

যাহারা ভগবানের নিকটস্থ নিত্যসিদ্ধ তাঁহারা পারিষদভক্ত, যাহারা ইহ-লোকে সাধন করিতেছেন তাঁহারা সাধকভক্ত ॥৩০॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অগ্নিাদি ছয় মধ্যোক্ত অবতার স্বরূপ যেরূপে হয়েন তাহার বিচার করিতেছেন "ঈশ্বরের" ইতি। তিন প্রকার অবতার এই, অংশাবতার, গুণাবতার ও শক্ত্যাবেশ অবতার, তন্মধ্যে কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী, এই তিন পুরুষাবতার, এবং মৎস্যকূর্ম্মাদি লীলাবতার, ইহারা

দুইরূপে হয়ে ভগবানের প্রকাশ।
একত প্রকাশ হয়ে আরত বিলাস ॥৩৪॥
একুই বিগ্রহে যদি হয়ে বহুরূপ।
আকারেও ভেদ নাহি একুই স্বরূপ ॥৩৫॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ যদ্রূপেণ প্রকাশ স্তদ্বিচার মাহ "দুইরূপে" ইতি। অভেদত্বেন তথাত্বমিতি। প্রকাশোঽত্র প্রাদুর্ভাবমাত্রং নতু পারিভাবি তত্ত্বে প্রকাশস্য বিলাসভাবাদানর্থক্যং স্যাৎ ইতি ॥৩৪॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশাবতার। ব্রহ্মাদি তিন সত্ত্বাদি তিন গুণে গুণাবত তন্মধ্যে গুণাতীত বিষ্ণুর সত্ত্বগুণ স্পর্শ নাই। এবং ব্রহ্মাদির তত্ত্ব কি? অং অংশ কি আবেশ ইত্যাদির বিচার মধ্যলীলার বিংশতি পরিচ্ছেদে করিবে ভগবানের কোন এক অংশ যে যো জীবে আবিষ্ট হয় তাহাকে আবেশাবত বলে। সনকাদি—চতুঃসন। পৃথু—পৃথুরাজা। ব্যাস—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

উক্ত ব্যাস প্রাভবাবতার, কিন্তু এখানে তাঁহাকে শক্ত্যাবেশ বলাতে বিরো হইল, এ বিষয়ে শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ মীমাংসা করিয়াছেন, যথা উপরোক্ত টীক এই, শ্রীবেদব্যাস প্রাভবাবতার হইলেও অন্যমত অবলম্বন করাতে তি আবেশাবতার। এবং শুনিতে পাওয়া যায় অপান্তরম দ্বৈপায়নকে প্রা হইয়াছেন। কিম্বা বিভূংশ তাহাতে সাযুজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এই হেতু কে কেহ তাঁহাকে আবেশাবতার বলেন।

ফলিত কথা এই, অবতার দুই প্রকার এক অংশাবতার দ্বিতীয় আবেশা তার, এই দুইয়ের মধ্যে যে তিনটী সত্ত্বাদি তিনগুণকে অবলম্বন করেন তাঁহা দিগকেই গুণাবতার বলে, ইহা হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার হয়েন যেরূপে তাহার বিচার হইল এই, তিনি অংশরূপে ও আবেশরূপে অবতার॥৩১॥—॥৩৩॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুর্ব্বাদিছয়-মধ্যোক্ত প্রকাশ স্বরূপ যে রূপে হয়েন তাহা বিচার করিতেছেন "দুইরূপে" ইতি। এ পয়ারে প্রকাশ শব্দের অর্থ প্রাদু র্ভাব, কিন্তু পারিভাবিক (নিয়ামক) নহে; তত্ত্ববিষয়ে অর্থাৎ বলরাম তত্ত্ব বিষয়ে প্রকাশের বিলাসার্থ করাতে তাহার (প্রকাশের) অর্থ থাকে না অর্থাৎ প্রকাশ শব্দের প্রকাশ ও বিলাস এই দুই অর্থ করাতে এখানে প্রকাশ শব্দের অর্থ প্রাদুর্ভাব। অর্থ হইল এই, প্রকাশ ও বিলাস এই দুইরূপে ভগবানের প্রাদুর্ভাব হয় ॥৩৪॥

মহিষী বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস।
ইহাকেই কহি প্রভুর* মুখ্যপ্রকাশ ॥৩৬॥

যদু কচিত্তত্ত্বু জত্বে হপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণরূপতাং। অতঃপ্রকাশ এব ক্ষাস্থানসৌ দ্বিভুজস্থ চ। ইতিভাগবতামৃতেন আকার ভিন্নত্বে হপি প্রকাশ-প্রতীতৌ কথং "আকারেও ভেদ নাহি একুই স্বরূপ" ইত্যাদিক মুক্তমত আহ "মুখ্যপ্রকাশ" ইতি অয়মাশয় আকারৈক্যে মুখ্য প্রকাশঃ আকার-ভিন্নত্বে গৌণ প্রকাশঃ। তথা মহিষী-বিবাহ-দর্শনা-ভাবাৎ তদুপলক্ষিত-নারদ দৃষ্টপ্রকাশস্য চিহ্নাদিভিন্নত্বেন গৌণত্বং তৎস্বরূপা-ভাবাৎ রাসপ্রকাশস্যৈব মুখ্যত্বমিতি ॥৩৬॥

প্রকাশের লক্ষণ বলিতেছেন "একুই বিগ্রহে" ইতি। বিগ্রহ—দেহ। আকার—আকৃতি ॥৩৫॥

প্রকাশের উদাহরণ দিতেছেন "মহিষী" ইতি। এখানে মুখ্য প্রকাশ বলিবার তাৎপর্য্য এই, যদি কেহ বলেন কোথাও চতুর্ভুজ হইলেও কৃষ্ণরূপকে ত্যাগ না করায় চতুর্ভুজরূপ ও দ্বিভুজের প্রকাশ, ভাগবতামৃতের এই বাক্যে আকারের বিভিন্নতা থাকিলেও প্রকাশ প্রতীতি হওয়াতে "আকারেও ভেদ নাহি" এ পয়ার কি প্রকারে বলিতেছেন? ইহাতে বলিতেছেন "মুখ্যপ্রকাশ" ইতি। উহা বলিবার অভিপ্রায় এই, আকারের একতা থাকিলে মুখ্য প্রকাশ, আর আকারের বিভিন্নতা থাকিলে গৌণ প্রকাশ।

অগ্রে রাস তৎপরে মহিষী বিবাহ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এখানে ব্যুৎক্রমে বলিবার এবং প্রকাশ-বিষয়ে উক্ত দুইটি উদাহরণ দিবার তাৎপর্য্য এই, মহিষী বিবাহ বলিতে যে তৎ বিবাহ মাত্র বুঝাইবে [illegible] নহে; তাঁহাদের প্রত্যেক গৃহে সমকাল বাসের প্রমাণ থাকায় তৎ বিবাহোপলক্ষিত প্রকাশ মাত্রই বলিতে হইবে, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসে রুক্মিণী পতিতা হইলে তাঁহার কেশবন্ধনাদির জন্য এবং অন্যান্য বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণরূপ ত্যাগ না করিয়া চতুর্ভুজ হওয়াতে অথবা মহিষী বিবাহ দর্শনের অভাব হেতু নারদদৃষ্ট প্রকাশের চিহ্নাদির ভেদ থাকায় সর্ব্বপ্রকারে তদ্রূপ না হওয়াতে উহাকে গৌণ প্রকাশ হইল। মুখ্য প্রকাশ বলিবার জন্য পুনরায় রাসের উদাহরণ দিয়াছেন, এই জন্য ব্যুৎক্রম হইয়াছে এবং গৌণ ও মুখ্য ভেদে উক্ত দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন। ইহা হইলে সঙ্গতি হইল এই, "একুই বিগ্রহে" এই পয়ারের উদাহরণ "মহিষী বিবাহ"। আর "একুই বিগ্রহে" ও "আকারেও [illegible]" এ পয়ারের উদাহরণ "যৈছে কৈল রাস" ॥৩৬॥

* [illegible]। কোথাও পাঠ।

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে প্রকাশ লক্ষণং ;—

অনেকত্রপ্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব সপ্রকাশইতীর্য্যতে ॥৩১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যং ;—

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপী-মণ্ডল-মণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্—॥৩২॥

অনেকত্রেতি। একস্য রূপস্য অনেকত্র অনেকস্থানে একদা একস্মিন্ [illegible] যা প্রকটতা প্রাকট্যং সর্ব্বথা তৎস্বরূপা এব সপ্রকাশ ইতীর্য্যতে কথ্যতে [illegible]

তৎসাহিত্যে মভিনয়েন দর্শয়তি রাসোৎসব ইতি অক্ষর-চতুষ্টয়াধি[illegible] সার্দ্ধেন। তাসাং মণ্ডলরূপেণাবস্থিতানাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেন—[illegible] কণ্ঠেগৃহীতানা মুভয়তঃ সমালিঙ্গিতানাং কথম্ভূতেন যং সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ স্ব[illegible] মামেবাশ্লিষ্টবানিতি মন্যেরন্ তেন তদর্থং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেনেত্[illegible] নমু একস্য কথং তত্র প্রবেশঃ সর্ব্বসন্নিহিতে বা কুতঃ স্বৈকনিষ্ঠত্বাভিমা[illegible] সামিত্যত উক্তং যোগেশ্বরেণেতি অচিন্ত্যশক্তিনেত্যর্থঃ। ইতি ভাবার্থদী[illegible]

রাস পরমরসকদম্বময় ইতি যৌগিকার্থঃ স এবোৎসবঃ ক্রীড়াবিশে[illegible] সুখময় পর্ব্ব কৃষ্ণেন পরমানন্দঘনমূর্ত্তিনা নিমিত্তেন সম্যক্ প্রবৃত্তঃ। ইত[illegible] বৈষ্ণবতোষণী ॥৩২॥

একস্য রূপস্য একদা অনেকত্র যা প্রকটতা সর্ব্বথা তৎস্বরূপা এব সঃ প্র[illegible] ইতি ঈর্য্যতে। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩১॥

কণ্ঠে গৃহীতানাং তাসাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেন যোগেশ্বরেণ [illegible] গোপীমণ্ডল মণ্ডিতঃ রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তঃ। স্ত্রিয়ঃ যং স্বনিকটং ম[illegible] ইত্যন্বয়ঃ ॥৩২॥

একরূপের অর্থাৎ স্বয়ং রূপের এক সময়ে অনেক স্থানে যে প্র[illegible] তাহাকেই প্রকাশ বলে, কিন্তু সেই প্রাকট্য সর্ব্বপ্রকারে তাহারই স্বরূপ [illegible] কোন অংশে বিভিন্নতা থাকিবে না ॥৩১॥

"এহুই বিগ্রহে যদি" এই পয়ারোক্ত প্রকাশ লক্ষণে প্রমাণ দেখাইতে[illegible]

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে ;—
প্রকাশস্তু ন ভেদেষু গণ্যতে সহি ন পৃথক্ ॥৩৩॥

এ লক্ষণটী কেবল রাসমুখ্য প্রকাশের জন্যই প্রয়োগ করিয়াছেন, মহিষী বিবাহ প্রকাশের জন্য নহে ; তাহার কারণ দ্বিতীয় লক্ষণ "প্রকাশস্তু" স্থানে ব্যক্ত হইবে ॥৩১॥

কর্ণগৃহীত গোপীদিগের দুই দুই মধ্যে প্রবিষ্ট ও সর্ব্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণদ্বারা যে শ্রীমণ্ডলভূষিত রাসক্রীড়াপর্ব্বে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীগোপীরা যে কৃষ্ণকে স্বীয় স্বীয় নিকটে জানিয়াছিলেন ॥৩২॥

উক্তশ্লোক "যেন্তে কৈল রাস" এ বিষয়ে প্রমাণরূপে প্রয়োগ করিয়াছেন।

অনেক পুস্তকে মহিষী বিবাহের প্রমাণ "চিত্রং বতৈ তৎ" এইশ্লোক অগ্রে প্রয়োগ করিয়া তৎপরে রাসের প্রমাণ "রাসোৎসবঃ" ইত্যাদি শ্লোক প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু মদীয় প্রকৃতি কয়েকখানি পুস্তকে ইহারই উক্ত প্রমাণ অগ্রে দিয়াছেন, ইহা [illegible]ক্রমগত ; যেহেতু পৃথকরূপে যে দুইটী বিষয় উক্ত হইয়াছে, কোন কারণে পুনরায় একত্রে তাহাদের উক্তি করিতে হইলে উক্ত দুইয়ের মধ্যে প্রধানের উক্তিই অগ্রে হইবে।

যথা শ্রীভাগবতে নবম স্কন্ধে অগ্রে সূর্য্যবংশ, তৎপরে চন্দ্রবংশ বর্ণনা হইয়াছে কিন্তু তাঁহার দশমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে শ্রীপরীক্ষিৎ বলিয়াছেন চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশ কথিত হইয়াছে, এই ব্যুৎক্রমে শ্রীবৈষ্ণবতোষণীকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এই, চন্দ্রবংশে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার হওয়াতে প্রাধান্য প্রযুক্ত অগ্রে তাহারই উক্তি হইয়াছে ইতি, ইহার মূল উক্ত অধ্যায়ে প্রথম [illegible]কে দৃষ্টি করিবেন। অতএব উক্ত দুই প্রকার প্রকাশ মধ্যে রাসপ্রধান প্রকাশের প্রমাণ অগ্রে উদ্ধৃত হইয়াছে।

উক্তশ্লোকে বৈষ্ণবতোষণীর কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, অপরাপর তৎস্থানে দৃষ্টি করিবেন। রাসশব্দে পরমরসসমূহময় ক্রীড়াবিশেষরূপ সুখময় পর্ব্ব। "অঙ্গনামঙ্গনামন্তরে মাধবো মাধবং মাধবঞ্চান্তরেণাঙ্গনা" [illegible] তোষণীমতে তাৎপর্য্য এই, এক একটী গোপী এক একটী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি।

যেন্তে কৈল রাস (১) কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ প্রবিষ্টেন (১)॥৩২॥

"একই বিগ্রহে যদি" এ পয়ারোক্ত প্রকাশলক্ষণে উক্তশ্লোক দ্বিতীয়প্রমাণরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত দ্বিতীয় প্রমাণ প্রদর্শিত হইবার কারণ এই মহিষী

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৬৯ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে
শ্রীশুকদেব-বাক্যং ;—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥৩৪॥

দিদৃক্ষামভিনয়েনাহ চিত্রমিতি। দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রীঃ উদাবহৎ পরিণীতবান্ ইতি স্বামী। বিবাহপ্রকাশদর্শনাভাবাৎ তদুপলক্ষিত নারদদৃষ্টপরপ্রকাশ অত্র জ্ঞাতব্যঃ ইতি ॥৩৪॥

এতৎ বতচিত্রং একঃ একেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয়ঃ উদাবহৎ। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩৪॥

বিবাহোপলক্ষিত নারদদৃষ্টপ্রকাশের বিভিন্নতা থাকায় অর্থাৎ নারদ দর্শন করিয়াছিলেন এই, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী গৃহে তৎকর্তৃক চামরসেবিত হইতেছেন, আবার সত্যভামা-গৃহে পাশকক্রীড়া করিতেছেন, আবার স্নান দান ও ভোজন ও অশ্বারোহণে মৃগয়া ইত্যাদি নানা কার্য্য নানা স্থানে করিতেছেন, তত্তৎবিষয়ে তত্তৎপ্রকাশের বস্ত্র অলঙ্কার যান বাহন ও ধনুর্ব্বাণ ইত্যাদি চিহ্নের বিভিন্নতা থাকায় "অনেকত্র প্রকটতা" শ্লোকোক্ত সর্ব্বপ্রকার তৎস্বরূপ প্রাকট্যের সহিত ঐক্য না হওয়াতে তদ্বিষয়ে উক্ত দ্বিতীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের সহিত এ শ্লোকের বিভিন্নতা এই, পূর্ব্বোক্ত প্রকাশ সর্ব্বথা তৎস্বরূপাভিন্নতা হইবে, এ প্রমাণে তাহা না হইলেও কেবল স্বরূপ ভিন্নতা হইলেই প্রকাশ গণ্য হইবে ; যেহেতু পূর্ব্বোক্ত "সর্ব্বথা তৎস্বরূপা" এ বিশেষণটী ইহাতে প্রদর্শিত হয় নাই। রাসপ্রকাশে সর্ব্বথা অভিন্নতা আর মহিষীবিবাহাদিপ্রকাশে কেবল স্বরূপাভিন্নতা কিন্তু চিহ্নাদির বিভিন্নতা, ইতিভাব। উক্ত বিভিন্নতা প্রযুক্তই এ শ্লোকলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। উহার টীকা প্রভৃতি এ পরিচ্ছেদের ২৮ শ্লোকে দৃষ্টি করিবেন ॥৩৪॥

এ বড় আশ্চর্য্য, এক শ্রীকৃষ্ণ এক দেহদ্বারা এক কালে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে ষোড়শ সহস্র স্ত্রী সকলকে বিবাহ করিয়াছেন ॥৩৪॥

উক্তশ্লোক "মহিষীবিবাহ যৈছে" ইহার প্রমাণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ৩৪ পয়ার ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুর্ব্বাদি ছয় মধ্যে প্রকাশ যেরূপে হয়েন-তাহার বিচার হইল এই, তিনি অভিন্নরূপে প্রকাশ হয়েন ॥৩৪॥

*একুই বিগ্রহ কিন্তু আকার হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম ॥৩৭॥

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে বিলাস-লক্ষণং ;—

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাস ইতীর্য্যতে ॥৩৫॥

যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ ॥৩৮॥
ঈশ্বরের† শক্তি হয় এ তিন প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর ॥

বিলাসস্য বিচারমাহ "একুই" ইতি ॥৩৭॥

তস্য স্বয়ং রূপস্য বিলাসতঃ বিলাসেন প্রায়েণ ইতি পরব্যোমনাথ-শ্রীনারায়ণস্য শ্রীকৃষ্ণবৈভবত্বো নত্বমিতি ॥৩৫॥

তস্য স্বয়ংরূপস্য বিলাসতঃ অন্যাকারং ভাতি, শক্ত্যা প্রায়েণ আত্মসমং স বিলাসঃ ইতি ঈর্য্যতে। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩৫॥

পূর্ব্ব ৩৪ পয়ারে উক্ত হইয়াছে প্রকাশ ও বিলাস এই দুইরূপে ভগবানের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাতে প্রকাশের বিচার করিয়া বিলাসের বিচার করিতেছেন "একুই" ইতি। একুই—একই। বিগ্রহ—দেহ। আকার—আকৃতি। আন—অন্য। প্রকাশ—প্রাদুর্ভাব। অর্থ এই, একই দেহ কিন্তু আকৃতিতে ভিন্ন হইয়া অনেক প্রাদুর্ভাব হইলে তাহাকেই বিলাস বলে ॥৩৭॥

স্বয়ং রূপের যে স্বরূপ বিলাস করিবার জন্য ভিন্নাকারে প্রকাশ পায় কিন্তু শক্তিতে প্রায় আপনার অর্থাৎ স্বয়ংরূপের তুল্য তাহাকেই বিলাস বলে ॥৩৫॥

উপরোক্ত পয়ারোক্ত বিলাসলক্ষণে উক্ত শ্লোক প্রমাণ দিয়াছেন। স্বয়ংরূপ গোপমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করিবার জন্য আপনা হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূনশক্তি বিশিষ্ট যে ভিন্নাকারে প্রাদুর্ভাব হয়েন, তাহাকেই বিলাস বলে, ইত্যর্থ ॥৩৫॥

উক্ত বিলাসলক্ষণে উদাহরণ দিতেছেন "যৈছে" ইতি। যৈছে—যেমন।

---

* কচিৎ "একই" পাঠ, কিন্তু রাঢ়ীয়ভাষাপ্রযুক্ত উক্ত "একুই" পাঠ সঙ্গত।

† "ঈশ্বরের" কচিৎ পাঠ, কিন্তু প্রথম শ্লোকে ঈশভক্ত ঈশাবতার ইত্যাদি এবং "তচ্ছক্তীঃ" ইহার ব্যাখ্যা হইয়াছে ঈশশক্তি, অতএব এখানে এই পাঠই যুক্তিসঙ্গত।

ব্রজে গোপীগণ আর সভাতে প্রধান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান॥
স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের হয় শক্তি তাঁর সম * ॥৩৯॥
ভক্তসহিত সবে তার হয় আবরণ।
ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সভার বন্দন।
এ সভার বন্দন সর্ব্ব শুভের কারণ ॥৪০॥

ঈশশক্তি-বিচারমাহ "ঈশ্বরের" ইতি। অভেদরূপেন তথাত্বং প্রাধা হেতুরয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দনস্য স্বয়ং রূপত্বেন তচ্ছক্তে-রপিস্বয়ং-রূপত্বং যতঃ "ত সম" ইতি উক্তং ইতি ॥৩৯॥

বৃন্দাবনে বলরাম, পরব্যোমে নারায়ণ, বাসুদেব অর্থাৎ বসুদেবনন্দন, আদি অনিরুদ্ধ। অর্থাৎ দ্বারকায় বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ইহ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি। পূর্ব্বপ্রবন্ধানুসারে বিচার হইল এই, শ্রীকৃষ্ণচৈ নিজরূপেরই ভিন্নাকাররূপে বিলাসরূপ হয়েন ॥৩৮॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুর্ব্বাদি ছয়-মধ্যোক্ত শক্তি হয়েন যেরূপে, তাহার বি সার্দ্ধদ্বয়পয়ারে করিতেছেন "ঈশ্বরের" ইতি। শক্তি—অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি। পুরে দ্বারকায়। সভাতে—সবাতে অর্থাৎ সকল হইতে, তিন প্রকার শক্তি এই, ব্যোমে লক্ষ্মীগণ, দ্বারকায় রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণ, ব্রজে গোপীগণ, উক্ত ত্রি গণমধ্যে ব্রজগোপীগণই সকল হইতে প্রধান।

উক্ত প্রাধান্যে হেতু প্রদর্শাইতেছেন "ব্রজেন্দ্রনন্দন" ইতি। যাতে—যাহ অর্থাৎ যে প্রাধান্যতে ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান। স্বয়ং রূপ কৃষ্ণের অর্থাৎ ব্রজগোপীগণ তাঁর (কৃষ্ণের) সমান হয়, এই হেতু উক্ত ব্রজগোপ সকল হইতে প্রধান। উক্ত হইয়াছে "শক্তি তাঁর সম" এই সমশব্দে ব্র নন্দন স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোমনাথাদির প্রকাশ হও

---

* "কায়ব্যূহ তার সম" ইতি অসঙ্গত পাঠ; যেহেতু উহা বলিবার উদ্দেশ্য না থাকায় এবং অর্থ সঙ্গতি না হওয়াতে নিরর্থক শব্দপ্রয়োগ হইতেছে। তবে বিদ্যারত্ন তাহার অর্থ করিয়াছেন এই, "এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ স্ব অগ্রজ তাঁহার কায়ব্যূহ হইলেও তাঁহার তুল্য" ইতি, তাহা নহে; প্রথমত, শক্তিবিচার মধ্যে উক্ত বিচারের সঙ্গতি হয় না, দ্বিতীয়ত শ্রী কায়ব্যূহত্বে কোথাও কোন প্রমাণ নাই, বিশেষ উহা হইতেই পারেন কেহ কখন উহা বলেন নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় কোন গুণ দোষের বিচা করিয়া বোধ হয় উক্ত পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু কোন অর্থ করেন নাই

এক শ্লোকে সামান্য মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয় শ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন ॥৪১॥

তথাহি

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥৩॥

পূর্বোক্তক্রমস্য সর্বেষাং বন্দনস্য চ বিচারমাহ "ভক্তসহিত" ইতি। আবরণত্বেন সর্বশুভকারণত্বেন চ তথাকৃতং ইতি ভাবঃ ॥৪০॥

তাঁহারই (কৃষ্ণেরই) যেমন প্রাধান্য, তদ্রূপ "অংশিনী রাধা হইতে তিনগণের বিস্তার" আদি। ৮৫। পং। ইত্যাদি প্রমাণে শক্তিস্বরূপা শ্রীরাধা হইতে বিলাসমূর্ত্তি লক্ষ্মী ও মহিষীগণের প্রকাশ হওয়াতে তাঁহারই প্রাধান্য। অপরাপর গোপীগণ রাধিকারই দ্বিতীয় দেহস্বরূপ সুতরাং ব্রজগোপীগণই সকল হইতে প্রধান ইত্যর্থ।

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ও তটস্থা জীবশক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংবিলাসত্ব না থাকাতে তাহাদের উল্লেখ করেন নাই। বিচার হইল এই, শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদহেতু পুংপ্রধানুসারে অভেদরূপে তিনি শক্তি হয়েন। পূর্ব্বে ২৪ পয়ারে উক্ত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুর্ব্বাদি ছয় যেরূপে হয়েন তাহার বিচার করি, সেই বিচার এখানে শেষ করিলেন ॥৩১॥

প্রথম শ্লোকোক্ত বন্দনার ক্রম পদ্ধতির বিচার করিতেছেন অর্থাৎ গুরুর পর ভক্ত তাহার পর অবতার ইত্যাদি ক্রম করিয়া বন্দনা করিবার এবং উক্ত সকলকে বন্দনা করিবার কারণ বলিতেছেন "ভক্তসহিত" ইতি সার্দ্ধপয়ারে। সবাকে— সকলে তার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের। কৈল—করিলাম। বন্দন—বন্দনা।

অবতার প্রকাশ ও শক্তি ইহারা ভক্তের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবরণ হয়েন, এইজন্য ভক্ত আদি ক্রম করিয়া তাহাদিগকে বন্দনা করিলাম। যেরূপ যেরূপ আবরণের ক্রম, সেইরূপ সেইরূপ বন্দনার ও ক্রম করিয়াছেন, ইতিভাব।

তত্ত্ববিচারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গুরুতত্ত্বের পৃথকত্ব না থাকায় প্রকাশাবরণের অন্তর্ভুক্ত গুর্ব্বাদিক্রম না বলিয়া ভক্ত আদি ক্রম বলিয়াছেন। উক্ত সকলকে বন্দনা করিবার কারণ এই, সর্ব্বশুভ অর্থাৎ ঐহিক এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমলক্ষণ পরমার্থিক শুভ হয়, অতএব তাহাদিগের সকলকে বন্দনা করিয়াছেন ॥৪০॥

"বন্দে গুরুন" এই প্রথম শ্লোকের বিচার করিয়া "বন্দে শ্রীকৃষ্ণ" এই

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটি সূর্য্য চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম ॥৪২॥
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশ পূর্ব্বশৈলে করিল উদয় ॥৪৩॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু প্রভুনিত্যানন্দ।
যাহার প্রকাশে সর্ব্ব জগত আনন্দ ॥৪৪॥
সূর্য্য চন্দ্র হরে যেন সর্ব্ব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার ॥৪৫॥
এইমত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমো নাশ করি কৈল তত্ত্ববস্তু দান ॥৪৬॥
অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি এই সব ॥৪৭॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥৪৮॥

উক্ত শ্লোক ব্যাখ্যায়াং "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ" ইত্যস্য ব্যাখ্যামা "ব্রজেতি"। যুগাবতার-সন্দেহ-নিবারণার্থমাহ "কৃষ্ণবলরামে"তি। উপামানাদুপ মেয়স্য কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য মাত্রেণ ন্যূনতাপত্তিঃস্যাৎ তন্নিবারনার্থমাহ "কোটি" তি ॥৪২॥

"গৌড়োদয়ে" ইত্যস্যার্থমাহ "গৌড়দেশ" ইতি ॥৪৩।৪৪॥

"পুষ্পবন্তৌ" ইত্যস্যার্থমাহ "সূর্য্য চন্দ্র" ইতি ॥৪৫॥

"তমোনুদৌ" ইত্যস্যার্থমাহ "এইমত" ইতি। "শন্দৌ" ইত্যস্যার্থমাহ "তত্ত্ব বস্তু দান" ইতি ॥৪৬॥

উক্তস্যাজ্ঞানতমঃশব্দস্যার্থমাহ "অজ্ঞান" ইতি কৃষ্ণনিত্যদাসস্য জীবস্য তদ্দা সত্বংবিনা নিজ সুখার্থং অন্যৎসর্ব্বং কৈতবমিতিভাবঃ ॥৪৭।৪৮॥

দ্বিতীয় শ্লোকের বিচারে আভাস দিতেছেন "এক শ্লোকে" ইতি। এক শ্লোকে প্রথম শ্লোকে। দ্বিতীয়ার্দ্ধের "করি" এই ক্রিয়া লইয়া প্রথমার্দ্ধের অন্বয় হইবে অর্থ হইবে এই, প্রথমশ্লোকে সামান্যরূপে মঙ্গলাচরণ করি। "এক শ্লোকে কহিল" ইতি পাঠ সুগম্য। সামান্য ও বিশেষের লক্ষণ পঞ্চম পয়ারে উক্ত হইয়াছে ॥৩১॥

এ শ্লোকের টীকা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ২ শ্লোকে দৃষ্টি করিবেন ॥৩৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে ;—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥৩৭॥

[illegible] শ্রীমদ্ভাগবতস্য কাণ্ডত্রয়বিষয়েভ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ [illegible] "ধর্ম্ম" ইতি। অত্র শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে পরমো ধর্ম্মো নিরূ- [illegible] কৈতবং [illegible] কপট।

[illegible] "বন্দে শ্রীকৃষ্ণ" এই শ্লোক-ব্যাখ্যায় "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ" এই শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন [illegible]" ইতি। বিহরে—বিহার করেন। তিনি— [illegible] করিয়া। দোঁহার—দুই জনের। ধাম—তেজ বা প্রভাব। যুগাবতার [illegible] নিবারণের জন্য বলিতেছেন, পূর্ব্বে যে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ব্রজে বিহার করেন, তাঁহারাই ইদানীং শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দরূপে প্রকট হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা যুগাবতার নহেন ॥৪২॥

যুগাবতার না হইলে [illegible] কারণ কি? তাহা বলিতেছেন "সেই দুই" ইতি। জগতেরে—জগতের প্রতি। শৈলে—পর্ব্বতে। এ অবতারের কারণ [illegible]। শ্লোকোক্ত "গৌড়োদয়ে" শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন, "গৌড়দেশ" ইতি [illegible]॥

শ্লোকোক্ত "পুষ্পবন্তৌ" শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন "সূর্য্য চন্দ্র" ইতি ॥৪৪॥

শ্লোকোক্ত "তমোনুদৌ" শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন "এইমত" ইতি। [illegible] এই দুয়ের মধ্যে বিচ্ছেদচিহ্ন বাদ দিয়া উভয়ের এক পদ করিয়া অর্থ করিবেন, অর্থাৎ অজ্ঞানতমঃ এই একপদ হইবে। শ্লোকোক্ত "শন্দৌ" শব্দের অর্থ করিতেছেন "তত্ত্ব বস্তু দান" ইতি ॥৪৬॥

পয়ারোক্ত অজ্ঞানতমসের অর্থ করিতেছেন "অজ্ঞানতমের" ইতি। কৃষ্ণ-[illegible] ব্যতীত নিজ সুখের জন্য অপর সকলই কৈতব ([illegible]) ইতিভাব। এখানে মোক্ষ বলিতে [illegible] (নির্ব্বাণ) মুক্তি। [illegible] কর্ম্মাদিফল সিদ্ধির জন্য ভক্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু মুক্তীচ্ছু ব্যক্তির "সোঽহং" অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্ম, এই [illegible] পৃথক্ না [illegible] একেবারেই ভক্তির অন্তর্দ্ধান হয়; এই [illegible] কৈতব প্রধান [illegible]॥

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামিচরণৈঃ।
উজ্ঝিতকৈতবঃ ফলানুসন্ধান-রহিতঃ;
প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ॥৩৮॥

যস্মিন্ সঃ। প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ কেবলমীশ্বরারাধন-লক্ষণধর্ম্মো নিরূপ্যতে, অধিকারিতোঽপি ধর্ম্মস্য পরমত্বমাহ নির্ম্মৎসরাণাং পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ তদ্রহিতানাং সতাং ভূতানুকম্পিনাং। এবং কর্ম্মকাণ্ডবিষয়েভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বমুক্তং। জ্ঞানকাণ্ডবিষয়েভ্যোঽপি শ্রৈষ্ঠমাহ বেদ্যমিতি বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তু বেদ্যং নতু বৈশেষিকাণামিব দ্রব্যগুণাদিরূপং। যদ্বা বাস্তবশব্দেন বস্তুনোঽংশো জীবঃ বস্তুনঃ শক্তি র্মায়া বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎ সর্ব্বং বস্তেব ন ততঃ পৃথগিতি, বেদ্যং প্রযত্নেন বিনৈব জ্ঞাতুং শক্যমিত্যর্থঃ ততঃকিমত আহ শিবদং পরমসুখদং। কিঞ্চ আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়োন্মূলনং অনেন জ্ঞানকাণ্ডবিষয়েভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শিতং। কর্ত্তৃতোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ মহামুনিঃ শ্রীনারায়ণস্তেন প্রথমং সংক্ষেপতঃ কৃতে। দেবতা কাণ্ডগতং শ্রৈষ্ঠ্যমাহ পরৈঃ শাস্ত্রৈ স্তদুক্তসাধনৈ র্বা ঈশ্বরো হৃদি কিম্বা সদ্য এবাবরুধ্যতে স্থিরীক্রিয়তে বা শঘ কটাক্ষে কিন্তু বিলম্বেন কথঞ্চিদেব, অত্র শুশ্রূষুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছুভিরেব তৎক্ষণাদবরুধ্যতে। নমু ইদমেব তর্হি কিমিতি সর্ব্বে ন শৃণ্বন্তি তত্রাহ কৃতিভিরিতি, শ্রবণেচ্ছা পুণ্যৈর্বিনা নোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। তস্মাদত্র কাণ্ডত্রয়ার্থস্য যথা যথাবৎ প্রতিপাদনাৎ ইদমেব সর্ব্ব-শাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠং অতো নিত্যমেতদেব শ্রোতব্যমিতিভাবঃ। ইতি ভাবার্থদীপিকা॥৩৭॥

নির্ম্মৎসরাণাং সতাং প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ পরমঃ ধর্ম্মঃ মহামুনিকৃতে অত্র শ্রীমদ্ভাগবতে শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং বাস্তবং বস্তু অত্র বেদ্যং। পরৈঃ ঈশ্বরঃ হৃদি কিম্বা সদ্য এব অবরুধ্যতে, অত্র শুশ্রূষুভিঃ কৃতিভিঃ তৎক্ষণাৎ ইত্যন্বয়ঃ॥৩৭॥

ভূতানুকম্পী সাধুদিগের জন্যে কেবল ঈশ্বরারাধনারূপ পরমধর্ম্ম শ্রীনারায়ণ কৃত এই শ্রীমদ্ভাগবতে নিরূপিত হইয়াছে। পরম সুখদ এবং আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপের মূলস্বরূপ যে অজ্ঞান তাহার নাশক এরূপ বাস্তব বস্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতে অনায়াসে জানিতে পারে। অন্য শাস্ত্রে বা অন্য সাধনে ঈশ্বর হৃদয়ে কি একক্ষণ স্থিরীকৃত হয়েন অর্থাৎ হয়েন না; কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণেচ্ছুক পুণ্যাত্মা ব্যক্তি তৎক্ষণ আর

কৃষ্ণভক্তি বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম ॥৪৯॥
যাহার প্রসাদে হয়ে সব তমো নাশ।
তমো নাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ ॥৫০॥
তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ "কৃষ্ণভক্তি" প্রেমরস।
নাম সংকীর্ত্তন সর্ব্ব আনন্দ স্বরূপ ॥৫১॥

ননু সকামত্বেন ধর্ম্মাদি বাসনানাং কৈতবত্বং ভবতু; নিষ্কামকর্ম্মণাংতু চিত্তশুদ্ধিকরত্বেন ভগবদারাধনত্বাৎ তথাত্বং ইত্যাশঙ্ক্যাহ "ভক্তির" ইতি। চিত্ত-শুদ্ধিকরত্বেন শুভমপি কর্ম্ম ভক্তিবিরোধি চেৎতদা অশুভকর্ম্মবৎ অজ্ঞানতমঃ-স্বরূপং ইতি ॥৪৯।৫০॥

উক্তং হি "কৈল তত্ত্ববস্তু দান" তত্র কিন্তাবৎ তত্ত্ববস্তু ইত্যাহ "তত্ত্ববস্তু" ইতি। কৃষ্ণাদয়ঃ সম্বন্ধ-প্রয়োজনাভিধেয়াঃ সর্ব্ব এ তত্ত্ববস্তু; তত্র অন্যসাধনবৎ নাম-সংকীর্ত্তনাদি সাধনং ন কিঞ্চিৎ দুঃখকরং উত আনন্দ-স্বরূপমেব। অথবা কৃষ্ণাদয়ঃ সর্ব্বে আনন্দ-স্বরূপা যদ্বা তে সর্ব্বেষাং আনন্দানাং আনন্দস্বরূপাঃ। কলৌ নাম-সংকীর্ত্তনস্য প্রাধান্যাৎ আদৌ তৎগৃহীতং। ইতি ॥৫১॥

ভক্তিরা সেই ঈশ্বরকে হৃদয়ে স্থির করেন। ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা (১) প্রোজ্ঝিত কৈতবঃ (১) ॥৩৭॥

উক্ত "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত" শ্লোকের এই "প্র" শব্দে মুক্তির উদ্দেশ করাও নিরস্ত হইল। মোক্ষবাঞ্ছাও কৈতব, ইহারই প্রমাণ এইটী ॥৩৮॥

যদি কেহ বলেন, সকামত্বপ্রযুক্ত ধর্ম্মার্থাদিবাসনার কৈতবত্ব হউক; কিন্তু চিত্ত শুদ্ধিকরণত্ব প্রযুক্ত নিষ্কাম-কর্ম্মের বাসনা কৈতব হইতে পারে না, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন "ভক্তির" ইতি। চিত্ত-শুদ্ধিকরত্ব প্রযুক্ত শুভ হইলেও যে কর্ম্ম ভক্তিবিরোধী হয়, তাহা অশুভকর্ম্মবৎ অর্থাৎ পাপকর্ম্মবৎ অজ্ঞান-তমঃস্বরূপ ॥৪৯।৫০॥

পূর্ব্ব পয়ারে উক্ত হইয়াছে "কৈল তত্ত্ববস্তু দান" সেই তত্ত্ববস্তু কি? এই অভি-প্রায়ে বলিতেছেন "তত্ত্ববস্তু" ইতি কৃষ্ণ সম্বন্ধতত্ত্ব; প্রেমভক্তি প্রয়োজনতত্ত্ব; নামসংকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তি অভিধেয়তত্ত্ব; এই তিনটী তত্ত্ববস্তু (যথার্থ-বস্তু)।

অন্যসাধনের মত নামসঙ্কীর্ত্তনাদিসাধন কিছুমাত্র দুঃখকর নহে, এই জন্য বলিতেছেন আনন্দস্বরূপ, অথবা কৃষ্ণপ্রভৃতি তিনটীই আনন্দস্বরূপ; অথবা তাঁহারা তিনই সকল আনন্দের আনন্দস্বরূপ। কলিযুগে নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রাধান্যহেতু তাহারই নামোল্লেখ করিয়াছেন ॥৫১॥

সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তমসে বিনাশে।
বহির্ব্বস্তু ঘট পট প্রভৃতি প্রকাশে ॥৫২॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করায় সাক্ষাৎকার ॥৫৩॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র ॥৫৪॥
দুই ভাগবত দ্বারে দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তবে প্রেমে হয় বশ ॥৫৫॥
এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত চিত্রগুহার তমো করে নাশ ॥৫৬॥
এই সূর্য্য চন্দ্র দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয় ॥৫৭॥

প্রাকৃত-সূর্য্যচন্দ্রাদপি তয়োরাধিক্যমাহ "সূর্য্য চন্দ্র" ইতি ॥৫২॥

ভাগবতদ্বয়েন সহ সাক্ষাৎ কারয়িত্বা হৃদয়ান্ধকারং ক্ষালয়তীত্যর্থঃ ॥৫৩॥—॥৫৫॥

"সহোদিতৌ" ইত্যস্যার্থমাহ "এক অদ্ভুত" ইতি।

"চিত্রৌ" ইত্যস্যার্থমাহ "আর অদ্ভুত" ইতি ॥৫৬॥৫৭॥

প্রাকৃত সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দের আধিক্য দেখাইতেছেন "সূর্য্য চন্দ্র" ইতি। ক্ষালি—ক্ষালন করিয়া, পরিষ্কার করিয়া অর্থাৎ নাশ করিয়া। প্রাকৃত সূর্য্য ও চন্দ্র বাহিরের অন্ধকার নষ্ট করেন; কিন্তু ইঁহারা ভিতরের অর্থাৎ চিত্তের অন্ধকার নষ্ট করেন ইহাই আধিক্য অথবা দুই ভাগবত-সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইয়া হৃদয়ের অন্ধকার নষ্ট করেন। দুই ভাগবত কি? তাহা বলিতেছেন "এক ভাগবত" ইতি। এক ভাগবত শ্রীমদ্ভাগবত আর ভাগবত ভক্তিরস-পাত্র।

ভক্ত হইলেই যে ভাগবত হইবে তাহা নহে; ভক্তিরস পাত্রই ভাগবত; নচেৎ কর্ম্মী প্রভৃতিরাও কর্ম্ম-ফল সিদ্ধির জন্য ভক্তি করাতে তাহারাও ভাগবত হয় ॥৫২॥—॥৫৫॥

শ্লোকোক্ত "সহোদিতৌ" শব্দের অর্থ করিতেছেন "এক অদ্ভুত" ইতি। সমকালে—এক সময়ে। দোঁহার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দের। তাঁহাদের জন্ম এক সময়ে নহে, এ বিচার পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় দৃষ্টি

সেই-দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ ॥৫৮॥
এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল বন্দন।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া [illegible]ন ॥৫৯॥
বক্তব্য-বাহুল্য গ্রন্থ-বিস্তারের ডরে।
বিস্তারি না বর্ণি সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে ॥৬০॥
[illegible] । মিতঞ্চ সারঞ্চ [illegible]চোহি বাগ্মিতা ইতি ॥৬১॥

"বন্দে" ইত্যস্যার্থমাহ "সেই দুই" ইতি ॥৫৮॥

[illegible] পাঠস্তু লিপিদোষেণ কচিজ্জাতে "এই চৌদ্দশ্লোকে করি [illegible] ইত্যনেন চতুর্দ্দশশ্লোকেনৈব মঙ্গলাচরণ-প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ ॥৫৯।৬০॥

মিতং [illegible] সারং প্রকৃতার্থব্যঞ্জকং এবং কৃতং বচো বাগ্মিতা [illegible] ॥৬১॥

[illegible] শ্লোকোক্ত "চিত্রৌ" শব্দের অর্থ করিতেছেন "আর অদ্ভুত" ইতি। [illegible]—[illegible]-গহ্বরের। প্রাকৃত সূর্য্য ও চন্দ্র গহ্বরের অন্ধকার নষ্ট করিতে [illegible] না, কিন্তু [illegible] সূর্য্য চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ চিত্তরূপ [illegible] অন্ধকার নষ্ট করেন; ইহাই আশ্চর্য্য ॥৫৬।৫৭॥

শ্লোকোক্ত "বন্দে" শব্দের অর্থ করিতেছেন "সেই দুই" ইতি। সেই দুই [illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রভুর। যাহা হইতে—দুই প্রভুর যে [illegible] হইতে ॥৫৮॥

"[illegible]" স্থানে "মঙ্গলাচরণ" এই পাঠও কোথাও যে [illegible] পাওয়া [illegible] দোষ; যেহেতু ১১ পয়ার দ্বারা চৌদ্দশ্লোকে মঙ্গলাচরণ [illegible]। মঙ্গল বন্দন—মঙ্গলরূপ বন্দনা অর্থাৎ নমস্কারাদি ত্রিবিধ [illegible] মধ্যে "বন্দে গুরূন্" ও "বন্দে শ্রীকৃষ্ণ" এই দুই শ্লোকে নমস্কাররূপ [illegible] কৈল অর্থাৎ করিলাম। তৃতীয় অর্থাৎ "যদদ্বৈতং" শ্লোকের ॥৫৯॥

[illegible] বাহুল্য হইলে অর্থাৎ বলিবার বিষয় অধিক করিয়া বলিলে [illegible] হইবে, এই ডরে (ভয়ে) তৃতীয় শ্লোকের অর্থ বিস্তার রূপে বর্ণনা না করিয়া অল্পাক্ষরে তাহার সারার্থ অর্থাৎ প্রকৃতার্থ প্রকাশক অর্থ কহিব। [illegible] সমস্তই বলিব, কিন্তু তাহা বিচার না করিয়া তাহার সারার্থ [illegible], ইতি ভাব ॥৬০॥

[illegible] ব্যক্তিরা বলিয়াছেন এই, অধিকাক্ষর-রহিত অথচ প্রকৃতার্থ-[illegible] তাই উত্তম বাক্য। "সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে" ইহারই প্রমাণ [illegible] ॥৬১॥

[illegible] কোথাও পাঠ।

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে পাইবে সন্তোষ ॥৬১॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত মহত্ত্ব।
তার ভক্ত ভক্তি নাম প্রেমরস তত্ত্ব ॥৬২॥
ভিন্ন ভিন্ন লিখি তাহা করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব বস্তু তত্ত্বসার ॥৬৩॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৬৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গুর্ব্বাদি বন্দন মঙ্গলাচরণং নাম প্রথম পরিচ্ছেদ ॥১॥

অজ্ঞানাদি যথা। অজ্ঞান বিপর্য্যাস ভেদ ভয় শোকাঃ। অস্যার্থঃ অজ্ঞানং স্বরূপাপ্রকাশঃ। বিপর্য্যাসো দেহাদাবহং বুদ্ধিঃ। ভেদঃ ভোগেচ্ছা। ভয়ং প্রতিঘাতে ভয়ং। শোকস্তন্নাশে অহমেব মৃতোঽস্মীতি বুদ্ধিঃ।

দোষা যথা বিষ্ণুযামলে। মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কামউল্বণঃ। লোলতা মদ মাৎসর্য্য হিংসাঃ খেদপরিশ্রমৌ। অসত্যং ক্রোধঃ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ। বিষমত্বং পরাপেক্ষাঃ দোষা অষ্টাদশোদিতাঃ ॥৬১॥

এ গ্রন্থ শ্রবণের ফল বলিতেছেন "শুনিলে" ইতি ॥৬১॥

এ গ্রন্থে কি কি বর্ণিত হইবে তাহা বলিতেছেন "শ্রীচৈতন্য" ইতি ॥৬২॥৬৩॥

আশ—আশা। রঘুনাথ—দাস রঘুনাথ এখানে কেহ কেহ বলেন "চৈতন্য লীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তিঁহো থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে। তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহা বিস্তারিল, ভক্তগণে দিল এই ভেটে। স্বরূপ গোসাঞির মত, রূপরঘুনাথ জানে যত, তাহা লিখি নাহি মোর দোষ"। মধ্য, দ্বিং। পং। ইত্যাদি প্রমাণে শ্রীরূপ ও রঘুনাথের নিকট শ্রীচৈতন্য-লীলা যাহা শ্রবণ করিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন; এ প্রযুক্ত তাঁহাদেরই নামোল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বর্ণনে শ্রীরূপ ও রঘুনাথ চরণেই আশা; তাঁহাদের নিকট যাহা শিক্ষা পাইয়াছি তাহাই বর্ণনা করিব, ইতি ভাব।

কেহ কেহ বলেন, এখানে সংক্ষেপে বলিবার জন্য শ্রীরূপকে আদি এবং শ্রীরঘুনাথকে অন্ত করিয়া শিক্ষাগুরু ছয় গোস্বামীরই উল্লেখ করিয়াছেন, যেহেতু শ্রীরূপাদি ছয়কেই শিক্ষাগুরু বলিয়াছেন। অর্থাৎ "শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্টরঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ"। আং। প্রং। পং। ইত্যাদি প্রমাণে এই শিক্ষাগুরুর পদে যাহার আশা, সেই কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত কহে, এই সিদ্ধান্তটী সর্ব্বত্র যোজনা করিতে হইবে ॥৬৪॥

ইতি আদি-সুধাসকারিণী নাম ব্যাখ্যা প্রথম ॥১॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামত-গ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরং ॥১॥

দ্বিতীয়ে বস্তু-নির্দ্দেশরূপ-মঙ্গলাচরণং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্বনিরূপণং বর্ণ্যতে ইত্যাশয়েনাহ "শ্রীচৈতন্যেতি।" বালোঽপি অজ্ঞোঽপি পক্ষে শিশুরপি নানামতং নানামতাত্ প্রাচুর্য্যাৎ তদেব গ্রাহঃ কুম্ভীরস্তেন ব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরং তরেৎ পারং গচ্ছেৎ। অত্রায়মাশয়ঃ, তত্ত্ববিচারে অহমজ্ঞোঽপি শ্রীচৈতন্যানুগ্রহেণ কুতর্কাদীন্ নিরাকৃত্য সকল সিদ্ধা- পারগতং শ্রীচৈতন্য তস্যৈব পরতত্ত্বত্বং বর্ণয়ামীতি। যদনুগ্রহেণ তত্ত্বং বর্ণ্যতে তস্যৈব মাহাত্ম্যং প্রকাশয়িতুং কৃতমঙ্গলম্ মঙ্গলং মন্তু বিঘ্নবিনাশায়েতি। সর্ব্বত্রৈব তত্তন্মাহাত্ম্য প্রকাশকং বন্দনমিতি বোদ্ধব্যমিতি।

শ্রীচৈতন্য প্রভুমিতি। নানামতং কুতর্ক কর্ম্মযোগ জ্ঞান বিবর্ত্তবাদাদয়ঃ ॥১॥

বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরং তরেৎ। তং শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

অজ্ঞ ব্যক্তিও যাহার অনুগ্রহে নানামতরূপ কুম্ভীরাচ্ছন্ন সিদ্ধান্তরূপ* সমুদ্র-পারে গমন করে, সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে বন্দনা করি ॥১॥

অথ ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব নিরূপক "যদদ্বৈতং" এই প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্বনিরূপণ করিয়াছেন। সুদুর্ব্বিজ্ঞেয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব মাদৃশ অজ্ঞজনের বোধগম্য না হওয়াতে কেবল যথাশ্রুত ও গ্রামাত্র হইবে কিন্তু "তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো নচান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্। ভাং।

* পূর্ব্বপক্ষ নিরাশ করিয়া প্রমাণীকৃত পক্ষস্থাপনকে সিদ্ধান্ত বলে। অথবা শাস্ত্রার্থের নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত।

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন গান নর্ত্তন কলা পাথোজনি ভ্রাজিতা
সদ্ভক্তাবলি হংস চক্র মধুপশ্রেণী বিলাসাস্পদং ॥*
কর্ণানন্দি কলধ্বনি র্বহতু মে জিহ্বা-মরুপ্রাঙ্গণে।
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব লসল্লীলা সুধা স্বর্ধুনী ॥২॥

শ্রীচৈতন্যলীলাকথাগানাদিরুচিং বিনা তস্য তত্ত্বং ন জ্ঞায়ত ইতি প্রার্থয়তে "কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনেতি"। যৎ কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনং নামাদীনামুচৈ কীর্ত্তনং তেন সহ যা নর্ত্তন কলা নৃত্যবৈদগ্ধী সা পাথোজনিঃ পাথো জলং তত্র জনি র্জন্ম যেষাং পদ্মকুমুদাদীনাং তৈ র্ভ্রাজিতা শোভিতা। সন্তঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবাঃ পর্য্যন্তকৈতবাঃ সাধবঃ তেচতে ভক্তাশ্চ এতেন কর্ম্মিপ্রভৃতয়ঃ নিরাকৃতাঃ তেষাং যা আবল্যঃ সমূহাঃ তা এব হংস চক্রমধুপশ্রেণ্যঃ কনিষ্ঠ মধ্যমোত্তমাঃ ভক্তা ইত্যর্থঃ তাসাং বিলাসস্থানং। লসন্তী প্রকাশমানা যা লীলা সৈব সুধা-স্বর্ধুনী অমৃতমন্দাকিনী। ইতি চং॥

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনেতি। কলা বৈদগ্ধী পাথো জলং তত্র জনি র্জন্ম যেষাং পদ্মাদীনাং তৈর্ভ্রাজিতা ভ্রাজৃ দীপ্তৌ ॥২॥

শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন গান নর্ত্তন কলা পাথোজনি ভ্রাজিতা সদ্ভক্তাবলি হংসচক্রমধুপশ্রেণী বিলাসাস্পদং, কর্ণানন্দিকলধ্বনিঃ তব লসল্লীলা সুধা স্বর্ধুনী মে জিহ্বা মরুপ্রাঙ্গণে বহতু। ইত্যন্বয়ঃ ॥২॥

১০ স্ক। ১৪ অং। ২৮ শ্লোক। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চরণপদ্ম-পলাশ-প্রসাদলেশানু-গৃহীত ব্যক্তিই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব জানিতে পারিবেন, ইতি।

"নিরূপ্যতে"। আং। পং। পং। "লিখ্যতে"। আং। সং। পং। "প্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে"। মং। দ্বিং। পং। অর্থাৎ নিরূপণ করিব, লিখিব, প্রলাপাদি বর্ণনা করিব; ইত্যাদি পরিচ্ছেদের প্রথমেই বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা প্রমাণে, গ্রন্থকার যে পরিচ্ছেদে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহার প্রথমেই এক কিম্বা দুই তিন শ্লোকে বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন; বিঘ্নবিনাশের জন্য মঙ্গলাচরণ করেন নাই। যেহেতু "এই চৌদ্দশ্লোকে মঙ্গলাচরণ" আং।প্রং।পং। এ প্রমাণে চৌদ্দশ্লোকেই মঙ্গলাচরণ-প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই নিয়মে এ পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যে তত্ত্বনিরূপণ করিয়াছেন, এ শ্লোকে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ সর্ব্বত্র জানিবে।

* কোথাও "বিহারাস্পদং" পাঠ। আস্পদ শব্দটী স্ত্রীলিঙ্গ "স্বর্ধুনী" শব্দের বিশেষণ হইলেও অজহল্লিঙ্গপ্রযুক্ত ক্লীবলিঙ্গই আছে।

উক্ত উদ্দেশ এই অভিপ্রায়ে করিয়াছেন, যথা ;—গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, আমি তত্ত্ববিচারে অজ্ঞ হইলেও শ্রীচৈতন্যানুগ্রহে কুতর্ক প্রভৃতি নিরস্ত করিয়া সকল সিদ্ধান্তপারস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরতত্ত্ব বর্ণনা করি। এখানে পুনর্ব্বার বন্দনা করিবার অভিপ্রায় এই, যাঁহার (শ্রীচৈতন্যের) অনুগ্রহে তত্ত্ববর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারই মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য এখানে বন্দনা করিয়াছেন; কিন্তু বিঘ্ন বিনাশের জন্য নহে। এইরূপ সেই মহিমা প্রকাশক বন্দনাই সকল স্থানে যোজিত হইবে।

প্রথম শ্লোকের অর্থ এই, সমুদ্র সহজেই অপার, তাহাতে আবার কুম্ভীরাদি গ্রাস করায় পারে যাইতে হইলে তাহারা গ্রাস করিবে ; কিন্তু পারের উপায় প্রাপ্ত হইলে বালকেও সেই কুম্ভীরাদি নিরস্ত করিয়া সমুদ্র পারে গমন করিতে পারে। তদ্রূপ সিদ্ধান্ত সকল সহজেই অপার, তাহাতে আবার কুতর্ক, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও বিবর্ত্তবাদাদি* থাকায় তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছুক ব্যক্তির বুদ্ধিকে তাহারা নষ্ট করিবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগ্রহ হইলে সেই সকল কুতর্কাদি নিরস্ত করিয়া সকলসিদ্ধান্ত-পারস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব জানিতে পারেন ॥ ১ ॥

হে শ্রীচৈতন্য ! হে দয়াসমুদ্র ! যাহা কৃষ্ণনামে উচ্চসংকীর্ত্তনগানের সহিত আপনকার (শ্রীচৈতন্যের) নৃত্য ভঙ্গীরূপপদ্মে পরিশোভিত, যাহা সাধুভক্তগণরূপ হংস চক্রবাক ও ভ্রমরশ্রেণীর ক্রীড়া স্থান, যাহা কর্ণানন্দদায়ক অস্ফুট মধুরশব্দে শব্দায়মান, আপনকার সেই প্রকাশমান লীলারূপ অমৃতমন্দাকিনী আমার জিহ্বারূপ মরুপ্রাঙ্গনে† প্রবাহিত হউক ॥ ২॥

তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় এ শ্লোকের বিশদার্থ হইবে।

"বিদুষা ভক্ত্যৈব কথোপনিতয়া" শ্রীমদ্ভাগবত ১০ স্কং। ১৪ অং। ২৫ শ্লোক। "কথারুচিরূপয়া কথনীয়রুচিরূপয়া পরমাত্মানং ত্বাং বিজ্ঞায়" ইত্যাদি স্বামী। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্তবে ব্রহ্মা বলিয়াছেন, তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) কথাতে রুচিরূপ ভক্তি দ্বারা পরমাত্মা তোমাকে জানিতে পারিয়া। ইত্যাদি প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথাপদাদিতে রুচি ব্যতীত তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) তত্ত্ব জানিতে পারে না ; এইজন্য এ শ্লোকে তাহা প্রার্থনা করিতেছেন।

* বিবর্ত্তবাদ, ভ্রমবাদ অর্থাৎ রজ্জু সর্পবৎ, জগৎ মিথ্যা, এই বাদকে বিবর্ত্তবাদ বলে।

† জল তৃণাদি শূন্য প্রদেশকে মরু বলে।

বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত শ্লোকের "সন্তো" এই "সৎ" শব্দের টীকা করিয়াছেন এই, "সন্তঃ সদাচারাঃ", এতেন "অপিচেৎ সুদুরাচারঃ" ইত্যাদিনা সাধুত্ব ব্যাবৃত্তাঃ ইত্যাদি; অর্থাৎ সৎ শব্দে সদাচার, ইহাতে শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ যে সুদুরাচার ভক্তকে সাধু বলিয়াছেন, তাহাকে নিবারণ করা হইল; অর্থাৎ সুদুরাচার ভক্তের শ্রীচৈতন্য-লীলা শ্রবণাদিতে অধিকার নাই।

উক্ত অসৎ টীকা হইতে পারে না। যেহেতু প্রথমতঃ সৎ শব্দের সদাচার অর্থ কোন অভিধানে না থাকায় উক্ত অর্থ ই হইতে পারে না। যদি সৎ শব্দের সদাচারে অজহৎস্বার্থা লক্ষণা করা হয়, তবে তাহাতে প্রয়োজন কি? নিজ ইচ্ছামত সুদুরাচার ভক্তকে নিবারণ করা; তাহাই যদি হইল অর্থাৎ ইচ্ছামত লক্ষণা হইলে, কেহ এখানে লক্ষণা করিলেন এই, সৎ সুন্দরকায়, ইহাতে স্থূলকায়াদি বিশিষ্ট ব্যক্তির নিবারণ করাই প্রয়োজন; ইত্যাদি লক্ষণা করিলেই পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইবে। অতএব লক্ষণা হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ উপরোক্ত মূল-টীকায় বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এই, সৎশব্দে যাহারা মোক্ষ পর্য্যন্ত কৈতবকে ত্যাগ করিয়াছেন তাহারা সাধু, ইহাতে চক্রবর্ত্তীর সহিত উঁহার বিরোধ হইল।

তৃতীয়তঃ যদি বলেন সুদুরাচারত্ব প্রযুক্ত শ্রীচৈতন্যলীলা শ্রবণাদিতে তাহার অধিকার নাই; তাহা হইতে পারে না, সুদুরাচরণ সময়ে শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তি করাতেই সুদুরাচার ব্যক্তিও সাধু হয়েন, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্য-লীলা শ্রবণাদি সাধনভক্তি করিতে সুদুরাচার ব্যক্তির অধিকার না থাকিবে কেন, অবশ্যই থাকিবে। নচেৎ শ্রীগীতোক্ত দুরাচার ব্যক্তির ভজন হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ "অপিচেৎ" এই শ্লোকটী শ্রীভগবদ্গীতার ৯ অং ৩ শ্লোকে শ্রীভগবদ্বাক্য, ইহার শ্রীরামানুজভাষ্যে "সাধুরেব স বৈষ্ণবাগ্র এব"। শ্রীধরস্বামিপাদ-টীকা, সাধুঃ শ্রেষ্ঠঃ। ইহার অর্থ স্পষ্টই আছে। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা যথা "এবেতি সর্ব্বেনাপ্যংশেন সাধুরেব মন্তব্যঃ, কদাপি তস্য অসাধুত্বং ন দ্রষ্টব্যং" ইত্যাদি অর্থাৎ "সাধুরেব" এই এব শব্দে সকল অংশে তাঁহাকে (দুরাচার ভক্তকে) সাধুই মানিবে, কখনই তাঁহার অসাধুত্ব দেখিবে না। এখানে কোন অংশই অসাধুত্ব দেখিতে নিষেধ থাকায় সদাচারাংশেও অসাধুত্ব দেখিতে শ্রীভগবান নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা দেখিয়া শ্রীচৈতন্যলীলা শ্রবণাদিতে সুদুরাচার সাধু ব্যক্তিকে নিষেধ করিয়াছেন;

অতএব তাহা শ্রীমদ্ভাগবতবিরোধী হইয়াছে, ইত্যাদি রূপে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় টীকার চতুষ্পদ দোষ হওয়াতে তাহা অসৎ টীকা হইয়াছে।

উক্ত "সৎ" শব্দের প্রকৃত অর্থ এই, যাহারা ধর্ম্মাদি মোক্ষ বাঞ্ছা পর্য্যন্ত কৈতবকে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারাই সৎ অর্থাৎ সাধক। সাধুভক্ত দিগের সাংসর্গী এই, কর্ম্মী প্রভৃতিরাও কর্ম্ম পূর্ণতার নিমিত্ত ভক্তি করিয়া থাকে, তাহাদিগকে নিবারণ করিবার জন্য সাধু* বলিয়াছেন।

অস্য সংস্কৃত ব্যাখ্যা। হে শ্রীচৈতন্য দয়াসমুদ্র! জল ও তৃণাদি শূন্য প্রদেশে যেমন অদ্ভুত গঙ্গা প্রবাহের অসম্ভব হইলেও নদীপতি সমুদ্রের অনুগ্রহে প্রবাহিত হইতে পারে; তদ্রূপ আমার জিহ্বায় আপনকার (শ্রীচৈতন্যের) লীলা বর্ণনা অসম্ভব হইলেও আপনকার অনুগ্রহতেই তাহা হইবে অতএব প্রার্থনা করি, আপনার লীলা আমার জিহ্বায় নর্ত্তিত হউক।

"শ্রীচৈতন্য প্রভুর লীলা আদি লীলাখ্যান।

মধ্য অন্ত্য লীলা শেষ লীলার দুই নাম"। আদি। ৩য়। পং॥

এ প্রমাণে গ্রন্থকার আদি মধ্য ও অন্ত্য এই তিন ভাগে শ্রীচৈতন্যলীলা বিভাগ করিয়া মধ্যলীলা বলিবার জন্য "লীলা সুধা-সিন্ধু" ইহার একটী বিশেষণ দিতেছেন "সঙ্কীর্ত্তনে" ইতি। পদ্মাদি জলজ পুষ্প সকল যেমন গঙ্গাপ্রবাহের শোভা সম্পাদন করে, তদ্রূপ শ্রীহরিসংকীর্ত্তনে গানের সহিত আপনার নৃত্য কলাই লীলার শোভা সম্পাদন করিতেছে, অর্থাৎ নিজ সঙ্কীর্ত্তন বিষয়ক গান ও নিজের নৃত্য এইটিই লীলার আশ্চর্য্য শোভা।

অন্ত্যলীলা বলিবার জন্য "লীলা" ইহার একটী বিশেষণ দিতেছেন "কর্ণানন্দি কলধ্বনি" ইতি। গঙ্গাপ্রবাহের যেমন কল কল শব্দ হয়, তদ্রূপ আপনকার লীলার প্রলাপস্থানে আপনকার অস্ফুট মধুর বাক্যই কর্ণানন্দদায়ক, অর্থাৎ আপনি শ্রীকৃষ্ণ আপনার জন্যই প্রলাপ এইটিই শ্রবণানন্দদায়ক। অস্ফুট মধুর বাক্য অন্ত্যলীলার প্রলাপস্থান ব্যতীত অন্য কোথাও না থাকায় প্রলাপেই অস্ফুটোক্তি বলিতে হইল এবং এই দুই লীলার পূর্ব্ব লীলাই আদিলীলা, এই প্রমাণে এখানে আদি প্রভৃতি তিন লীলারই উল্লেখ হইল।

শ্রীচৈতন্যলীলামৃতাস্বাদনে অধিকারী বলিতেছেন "সদ্ভক্তাবলী" ইতি। হংস চক্রবাক ও ভ্রমর ইহারা সকলে দলবদ্ধ হইয়া পদ্মবনাদি বিশিষ্ট গঙ্গা-

* এইটি সাধুর লক্ষণ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥১॥
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ।
বস্তু নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ ॥২॥

শ্রোতৃনভিমুখী করোতি জয় জয়েতি ॥১॥

প্রবাহে যেমন খেলা করে, অলৌকিকত্ব ও অমৃতত্ব প্রযুক্ত এ জলে ভ্রমরে খেলা করে অর্থাৎ মহানন্দে বিচরণ করে; কিন্তু কাক বকাদিরা তাহা দূর করিয়া কিছুই আনন্দানুভব না হওয়াতে নিজ নিজ খাদ্যাদির জন্য প্রস্থান করে তদ্রূপ সাধুভক্ত* সকল অর্থাৎ কনিষ্ঠ মধ্যম ও উত্তম এই ত্রিবিধ অথবা প্রবর্ত্ত সাধক ও সিদ্ধ এই ত্রিবিধ ভক্তসকল দলবদ্ধ হইয়া আপনারা লীলা কীর্ত্তনাদি করিয়া আনন্দানুভব করেন অর্থাৎ ইহারাই শ্রীচৈতন্য লীলামৃতাস্বাদনের অধিকারী। কিন্তু কর্ম্মী প্রভৃতি দূর হইতে দৃষ্টি করিয়া কিছুমাত্র আনন্দ বোধ না হওয়াতে নিজ নিজ কর্ম্মাদি সাধন জন্য প্রস্থান করে ॥২॥

শ্রোতৃবর্গকে শ্রবণোন্মুখী করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যাদির জয় বলিয়াছেন কিন্তু ইহা মঙ্গলাচরণ জন্য নহে। মহানুভবী বৈষ্ণবের ব্যবহারই এইরূপ ভগবন্নামাদি দ্বারা সঙ্কেত করেন; এখনও দেখা যায় কাহাকে আহ্বান করিতে হইলে, রাধে রাধে, কিম্বা হরে হরে, ইত্যাদি বাক্যে সঙ্কেত করেন এইরূপ উন্মুখীকরণ অপরাপর পরিচ্ছেদেও জানিবেন ॥১॥

"যদদ্বৈতং" শ্লোকের ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে তাহার আভাস বলিতেছেন "তৃতীয়" ইতি। বিবরণ—প্রকাশ। নির্দ্দেশ—কথন। এখানে তৃতীয় শ্লোক বলিতে প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় শ্লোক। নমস্কারাদি ত্রিবিধ মঙ্গলাচরণ মধ্যে বস্তু নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণই তৃতীয় শ্লোকের যে অর্থ তাহা প্রকাশ করিতেছি এ শ্লোকে বস্তু বর্ণনা হইবে এবং তাহাতেই মঙ্গলাচরণও হইবে। বস্তু শব্দে পদার্থ, নির্দ্দেশ শব্দে উল্লেখ (কথন)। অর্থাৎ এ গ্রন্থে বর্ণিত হইবে শ্রীচৈতন্য পদার্থ এবং তাহারই কথন উক্ত শ্লোকে হইবে। বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া প্রয়োজনাদি প্রথম পরিচ্ছেদে উক্ত শ্লোক ব্যাখ্যা মধ্যে বলিয়াছে। এ পয়ারের অর্থ হইল এই, তৃতীয় শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতেছি। কি অর্থ? ইহাতে বলিতেছেন "বস্তু" ইতি। বস্তু নির্দ্দেশ মঙ্গলাচরণ তৃতীয় শ্লোকের অর্থ ॥২॥

---

* সাধু ভক্তের লক্ষণ উপরে উক্ত হইয়াছে।

তথাহি গ্রন্থকারস্য ;—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা।
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ॥
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান স স্বয়ময়ং।
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥৩॥

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা অংশ স্বরূপ তিন বিধেয় চিহ্ন॥৩॥
অনুবাদ আগে পাছে বিধেয় স্থাপন।
সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র বিবরণ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য অঙ্গকান্তি প্রভৃতয় এব ব্রহ্ম প্রভৃতয় ইতি ব্যুৎক্রমেণ কৃতমর্থং নিবারয়িতুমাহ "ব্রহ্ম আত্মে"তি। ব্রহ্ম প্রভৃতয় এব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য অঙ্গকান্তি প্রভৃতয় ইত্যেবাস্যার্থক্রমঃ নতু অঙ্গকান্তি প্রভৃতয় এব ব্রহ্ম প্রভৃতয়ঃ বিধেয়া[illegible]-দোষদুষ্টত্বাদিতি॥৩॥

তৃতীয় শ্লোক বলিতেছেন "যদদ্বৈতং" ইতি। ইহার টীকা প্রভৃতি প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় শ্লোকে দৃষ্টি করিবেন॥৩॥

গ্রন্থকার উক্ত তৃতীয় শ্লোকের অর্থ যে ক্রমে করিবেন, তাহার বিপরীত ক্রম নিবারণ জন্য বলিতেছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা অংশ, ভগবান্ স্বরূপ, এই ক্রমে অর্থ করিবেন। কিন্তু যদি কেহ বলেন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অঙ্গকান্তি ব্রহ্ম ইত্যাদি ক্রমে অর্থ করিব, ইহা নিবারণ জন্য বলিতে-ছেন "ব্রহ্ম আত্মা" ইতি দুই পয়ারে। চিহ্ন—চেন অর্থাৎ জান। ব্রহ্ম প্রভৃতিকে অনুবাদ ও অঙ্গকান্তি প্রভৃতিকে বিধেয় জান। আগে—অগ্রে, পাছে—পশ্চাতে।

অনুবাদ ও বিধেয়র লক্ষণ গ্রন্থকার পরে বলিবেন, যথা "বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত। অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত"। আঃ। দ্বিং। পং। এখানে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি প্রভৃতি অজ্ঞাত থাকাতে তাহা বিধেয়। ব্রহ্ম [illegible] জ্ঞাত থাকাতে তাহা অনুবাদ।

অনুবাদানুক্ত বাক্যই প্রয়োগ করিতে হয়। নচেৎ অলঙ্কার শাস্ত্রমতে বিধেয়াবিমর্শ দোষ হয় (বিধেয়ানুবাদের অগ্রপশ্চাৎকে উক্ত দোষ বলে)। এখানে কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, ইহা বলিলে তাহা জ্ঞাত না থাকায় তাহা কি, এই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হওয়াতে উক্ত দোষাপত্তি হইল। অতএব ব্রহ্ম [illegible] অঙ্গকান্তি ইত্যাদি ক্রমে অর্থ হইবে; বিপরীত ক্রমে অর্থ হইবে না।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব ॥৫॥
নন্দসুত* বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি ॥৬॥
প্রকাশ বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান † ॥৭॥

শ্লোকোক্ত "স্বয়ময়ং" ইত্যস্যার্থমাহ "স্বয়ং ভগবান্" ইতি। "স্বয়ং ভগবা কৃষ্ণঃ কৃষ্ণরূপেণ পরতত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥৫॥

কো নাম স্বয়ং ভগবান্ পরতত্ত্বঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যপেক্ষয়ামাহ "নন্দসুত" ই অনেনৈব বস্তুনির্দ্দেশঃ কৃতঃ ॥৬॥

অতএব অগ্রে অনুবাদ ও পশ্চাতে বিধেয় স্থাপন করিয়া সেই অর্থ কা যে অর্থ শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অতএব শ্রবণ কর। অর্থাৎ গ্রন্থকার বলি ছেন ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি ইত্যাদি রূপে শ্লোক ব্যাখ্যা (অর্থ) আমি নাই, শাস্ত্রে করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই, যে স্থানে যে সিদ্ধান্ত করিবেন তা তেই শাস্ত্র প্রমাণ দিবেন, এই নিয়মে গ্রন্থ রচিত হইবে ॥৩॥৪॥

দ্বিতীয় পয়ারে উক্ত হইয়াছে, বস্তু নির্দ্দেশই তৃতীয় শ্লোকের অর্থ, ত বলিবার জন্য প্রথমেই তৃতীয় "যদদ্বৈতং" শ্লোকোক্ত "স্বয়ময়ং" এই শব্দের করিতেছেন "স্বয়ং ভগবান্" ইতি। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণরূপে পরতত্ত্ব, অ নারায়ণাদিরূপে নহে। পরম মহত্ত্ব, যাহা হইতে বৃহৎ বস্তু আর নাই ॥৫॥

স্বয়ং ভগবান্ পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ কে? তিনি কি মথুরাদি নাথ? কি আর একটী আছেন? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন "নন্দসুত" ইতি। ভাগবত যাহা নন্দপুত্র বলিয়া গান করেন, তিনিই স্বয়ং ভগবান্ পরতত্ত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণ বলি নন্দপুত্র, ইহার প্রমাণ শ্রীভাগবত। সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অব হইয়াছেন। বস্তু নির্দ্দেশ হইল এই, ভাগবতগীত নন্দপুত্র শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভ বান্ পরতত্ত্ব, তিনিই শ্রীচৈতন্য ॥৬॥

---

* "নন্দপুত্র" ইতি কোথাও পাঠ। "গাই" ইতি রাঢ়ীয় ভাষা, গান ক এখানে গান করে অর্থ হইবে।

† বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকে "স্বয়ং ভগবান" এই পাঠ অসঙ্গত। যেহে কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, ইহার প্রকাশ স্বয়ং ভগবান্ হইতে পারে না।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে শৌনকাদিন্ প্রতি সূতবাক্যং ;—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥৪॥

ভাবার্থদীপিকা। ননু তত্ত্বজিজ্ঞাসা নাম ধর্ম্মজিজ্ঞাসৈব ধর্ম্ম এব হি তত্ত্ব মিতি কেচিৎ। তত্রাহ বদন্তীতি। তত্ত্ববিদস্তু তদেব তত্ত্বং বদন্তি, কিং তৎ, যৎ জ্ঞানং নাম, অদ্বয়মিতি ক্ষণিক-বিজ্ঞানপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। ননু তত্ত্ববিদোঽপি বিগীতবচনা এব; নৈবং। তদেব তত্ত্বং নামান্তরৈরভিধানা-দিত্যাহ ঔপনিষদৈর্ব্রহ্মেতি হৈরণ্যগর্ভৈঃ পরমাত্মেতি সাত্বতৈর্ভগবানিতি শব্দ্যতে অভিধীয়তে।

সন্দর্ভঃ। বদন্তীতি টীকাব্যাখ্যাতং। তত্র বিগীতবচনা ইত্যত্র পরস্পর বিরোধিনঃ। তত্ত্বস্য নামান্তরৈরভিধানাদিতি ধর্ম্মিণি সর্ব্বেষামভ্রমাৎ ধর্ম্ম এবতু ভ্রমাদিতি। যদ্বা কিং তত্ত্বমিত্যপেক্ষায়ামাহ "বদন্তী"তি। জ্ঞানং চিদেকরূপং। অদ্বয়ত্বঞ্চাস্য স্বয়ং সিদ্ধতাদৃশাতাদৃশতত্ত্বান্তরাভাবাৎ স্বশক্ত্যেকসহায়ত্বাৎ পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধত্বাচ্চ। তত্ত্বমিতি পরমপুরুষার্থতা-দ্যোতনয়া পরমসুখরূপত্বং তস্য জ্ঞানস্য বোধ্যতে। অতএব তস্য নিত্যত্বঞ্চ দর্শিতং। অথ [illegible] নির্দ্দিশ্যমানস্য তদনন্যত্ববিবক্ষয়া তত্ত্বং [illegible] করোতি। অত্র শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য এব শাস্ত্রে কচিদন্যত্রাপি তদেকং তত্ত্বং ত্রিধা শব্দ্যতে। কচিদ্ব্রহ্মেতি কচিৎ পরমাত্মেতি কচিৎ ভগবানিতি চ। কিন্তু [illegible] জীব ইতি চ শব্দ্যত ইতি নোক্তমিতি-জ্ঞেয়ং। তত্র ব্রহ্ম ভগবতো ব্যাখ্যাতয়োঃ [illegible] স্বয়মেব ব্যাখ্যাতো ভবতীতি [illegible] আবেব প্রশ্যতে। মূলানুক্রমাধেশিষ্ট্য-দ্যোতনায় তথা বিন্যাসঃ। অর্থঃ। তদেকমেবাখণ্ডানন্দস্বরূপং তত্ত্বং থুৎকৃতপারমেষ্ঠ্যাদিকানন্দসমু-দায়ানাং পরমহংসানাং সাধনবশাৎ তাদাত্ম্যমাপন্নে সত্যপি তদীয়স্বরূপশক্তি-[illegible] চেতসি যথা সামান্যতো লক্ষিতং তথৈব স্ফুরদ্ বিবিক্ত-

---

যদি কেহ বলেন, তত্ত্বং শাস্ত্রে ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবানকেও তত্ত্ব বলাতে একা শ্রীকৃষ্ণই কিরূপে পরতত্ত্ব হইল, ইহাতে বলিতেছেন "প্রকাশ বিশেষে" ইতি। শ্রীকৃষ্ণই প্রকাশ বিশেষে ব্রহ্ম পরমাত্মা ও পূর্ণ ভগবান এই তিন নাম ধারণ করাতে তাহারা স্বয়ং এক একটা তত্ত্ব নহে ; অতএব শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব ॥৭॥

শক্তি শক্তিমত্বভেদতয়া প্রতিপাদ্যমানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে। অথ তদেব স্বরূপভূতয়ৈব শক্ত্যা কমপি বিশেষং ধর্তৃ পরাসামপি শক্তীনাং মূলাশ্রয় তদন্য ভবানন্দসন্দোহান্তর্ভাবিত-তাদৃশব্রহ্মানন্দানাং ভাগবতপরমহংসানা তথানুভবৈকসাধকতম তদীয় স্বরূপানন্দ শক্তি বিশেষাত্মক-ভক্তি-ভাবিতে বহিরপীন্দ্রিয়েষু পরিস্ফুর দ্বিবিক্তাতাদৃশশক্তি-শক্তি মত্বভেদেন প্রতিপাদ্য ভগবানিতি শব্দ্যতে ইতি। পরমাত্মা সুতরাং ব্যাখ্যাতঃ। তত্র শক্তিবর্গ তদ্ধর্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে। অন্তর্য্যামিত্বময়মায়া-শ প্রচুরচিচ্ছক্ত্যংশ-বিশিষ্টং পরমাত্মেতি। পরিপূর্ণ-সর্ব্বশক্তি-বিশিষ্টং ভগবানি এবমেবোক্তং শ্রীজড়ভরতেন।

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেক মনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যং। প্রত্যক্ প্রশা ভগবচ্ছব্দ সংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তীতি। তস্মৈ নমো ভগবতে ব্র পরমাত্মন ইত্যত্র বরুণ কৃতস্তুতৌ টীকাচ। পরমাত্মনে সর্ব্বজীব নিয়ন্ত্র ইতো ধ্রুবং প্রতি শ্রীমনুনা চ। ত্বংপ্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্তে আনন্দমাত্র পয় সমস্তশক্তাবিতি। অত্রানন্দমাত্রং বিশেষ্যং সমস্তাঃ শক্তয় বিশে বিশিষ্টো ভগবানিত্যায়াতং। ভগবচ্ছব্দার্থশ্চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রোক্তঃ। জ্ঞা শক্তি-বলৈশ্বর্য্যবীর্য্য-তেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈ গুর্ণা রিতি॥৪॥

তত্ত্ববিদঃ (তু) তৎ (এব) তত্ত্বং বদন্তি, যৎ অদ্বয়ং জ্ঞানং। (তচ্চ) ব্র ইতি, পরমাত্মা ইতি, ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে। ইত্যন্বয়ঃ॥৪॥

পণ্ডিত সকল তাহাকেই তত্ত্ব বলেন, যাহা অখণ্ড জ্ঞান। সেই ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিন নামে কথিত হয়েন॥৪॥

একটি তত্ত্বই ব্রহ্ম প্রভৃতি তিননামে কথিত হইবার কারণ কি? এ বি উপরি পরিগৃহীত ক্রমসন্দর্ভ মধ্যে "অয়মর্থঃ" বলিয়া যে অভিপ্রেতার্থ প্র করিয়াছেন, তাহাতেই উহার মীমাংসা করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই, প হংসগণের চিত্ত সাধন বশতঃ সেই একই অখণ্ড আনন্দস্বরূপ পরম তত্ত্বের স একতা প্রাপ্ত হয় এবং সেই জন্যই সত্য লোকাদির সুখ সমুদায়কেও নি হেয় জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু তথাপি সেই পরম তত্ত্বের বিচিত্র স্বরূপ শ

---

* স্বরূপশক্তি, আহ্লাদিনীশক্তি, যাহাকে চিচ্ছক্তি বলে। ইহার বি আদির চতুর্থ পরিচ্ছেদে দৃষ্টি করিবেন।

তাহার অঙ্গের শুদ্ধকিরণ মণ্ডল।
উপনিষদ্* কহে তারে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥৮॥

একাংশও অনুভব করিতে সমর্থ হন না; সুতরাং তাঁহার শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ অনুভব করিতে না পারিয়া সেই অখণ্ড তত্ত্বকে যেরূপ সামান্যাকারে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ রূপে লক্ষ্য করেন সেইরূপ সামান্যাকারেই প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সেই সামান্যাকারে প্রতিপাদিত নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকে ব্রহ্ম বলে।

পরমহংসদিগের সামান্যাকারে অনুভূত সেই এক অখণ্ড তত্ত্বই ভাগবত পরমহংসদিগের হৃদয়ে কোন বিশেষ অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যশালী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহাই সমস্ত পরাশক্তির† আশ্রয় এবং উহা অনুভবে যে অলৌকিক আনন্দের আস্বাদন হয় সে আনন্দ তাহারই অন্তর্নিহিত। সেই অখণ্ড তত্ত্বের স্বরূপভূত শক্তিরূপা ভক্তিই ঐ অলৌকিক আনন্দানুভবের একমাত্র সাধন। সেই ভক্তিতে যাঁহাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ তাঁহারা একত্রই শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ অবগত হন। তখন ভক্তিভাবিত অন্তঃকরণের কথা দূরে থাকুক বহিঃকরণেও সেই অখণ্ডতত্ত্ব অখণ্ডরূপেই অনুভূত হইতে থাকে; সুতরাং তাঁহারা যথানুভূত সেই অখণ্ডতত্ত্বকে অখণ্ডরূপেই প্রতিপাদন করেন, ভাগবত পরমহংসদিগের পূর্ণরূপে প্রতিপাদিত সেই সবিশেষ পূর্ণতত্ত্বের নাম ভগবান্।

পরমাত্মতত্ত্ব পৃথক্ নিরূপণ করিবার প্রয়োজন নাই, কেননা ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ কালেই যথাবৎ পরমাত্মতত্ত্ব স্বতই নিরূপিত হইয়া যায়। এরূপ উক্ত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন, তাহাতেই পরমাত্মতত্ত্ব প্রকাশ হইবে।

যথা অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব একই, তন্মধ্যে শক্তি সমূহের লক্ষণ এবং তাহাদের লক্ষ্য, ইহার অতিরিক্ত কেবল যে জ্ঞান, তিনিই ব্রহ্ম। অন্তর্য্যামিময়ে মায়াশক্তি বিশিষ্ট কিন্তু স্বরূপেতে স্বরূপশক্তির প্রচুরাংশবিশিষ্ট যে জ্ঞান, তিনি পরমাত্মা। পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তি বিশিষ্ট ও পরিপূর্ণ যে জ্ঞান, তিনি ভগবান্। ইতি।

অতএব আবারে উক্ত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই পরতত্ত্ব; তিনি প্রকাশ বিশেষে তিন নাম ধারণ করেন, ইহারই প্রমাণ এই শ্লোক ॥৪॥

* কোন প্রাচীন পণ্ডিতের পুস্তকে "উপনিষৎ" পাঠ, উহা মাতৃভাষায় অসঙ্গত হয় না।

† পরাশক্তি—স্বরূপশক্তি।

চর্ম্মচক্ষে দেখে যেন সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ॥৯॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে ;—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি,
কোটিষ্বশেষ-বসুধাদি-বিভূতিভিন্নং।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কল মনন্ত মশেষভূতং,
গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥৫॥

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা।" ইত্যস্যার্থমাহ "তাহা" ইতি। শুদ্ধং অপ্রাকৃতং অথবা কেবলং॥৮॥

ননু অঙ্গসদ্ভাবে কথং নিরাকারং কেবলং তৎকিরণং গৃহ্নাতীত্যাহ "চর্ম্ম চক্ষে" ইতি। সত্যপি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে চর্ম্মচক্ষুষা সূর্য্যস্যেব জ্ঞানমার্গে তৎগ্রহণাসামর্থ্যাৎ তৎ কিরণমণ্ডল মেব গৃহিত্বা নিরাকারং ব্রহ্ম বদতীত্যর্থঃ॥

ভাগবতামৃতে কারিকে। নি[illegible]লাদি স্বরূপং তদ্ব্রহ্মাণ্ডার্ব্বুদকোটি বিভূতিভির্ধরাদ্যাভির্ভিন্নং ভেদমুপাগতং। ব্রহ্ম সদাপ্রভাবযুক্তস্য যস্য প্র ভবেৎ, তং গোবিন্দং ভজামীতি পদ্যস্যার্থঃ স্ফুটিকৃতঃ। দুর্গমসঙ্গমনী।

তথৈকাদশে শ্রীভগবতা বিভূতিপ্রসঙ্গ এবোক্তং। পৃথিবী বায়ুরাকা আপো জ্যোতি রহং মহান্। বিকারঃ পুরুষোব্যক্তং রজঃ সত্বং তমঃ পরমিতি টীকাচ ব্রহ্মেত্যেষা॥৫॥

[illegible]গদণ্ড-কোটিকোটিষু অশেষ-বসুধাদিবিভূতি-ভিন্নং [illegible] ষ্কলং অনন্ত অশেষভূতং (বং) ব্রহ্ম তৎ প্রভবতঃ যস্য প্রভা; তং আদিপুরুষং গোবি[ন্দং] অহং [ভ]জামি। ইত্যন্বয়ঃ॥৫॥

তৃতীয় শ্লোকোক্ত "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা"। ই[হার] অর্থ করিতেছেন "তাহার" ইতি। তাহার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের। শুদ্ধ কির[ণ] অপ্রাকৃত কিরণ অথবা কিরণ মাত্র। উপনিষদ্—বেদান্ত। সুনির্ম্মল—[প্র]পঞ্চ স্পর্শ-বিহীন॥৮॥

দেহ বিদ্যমান থাকিতে তাহার নিরাকার কিরণ মাত্র গ্রহণ করিয়া বলিবার কারণ কি? ইহাতে বলিতেছেন, 'চর্ম্মচক্ষে" ইতি। সূর্য্যদের নি[জ] লোকে চতুর্ভুজ আকার বিশিষ্ট; কিন্তু মনুষ্যাদি-চক্ষে তাহার আকার [গ্রহণ] করিতে না পারায় নিরাকার কিরণ মাত্র গ্রহণ করিয়া সূর্য্যকে যেমন নির্বি[শেষ] বলে, তদ্রূপ জ্ঞানপথে শ্রী[কৃ]ষ্ণের শ্যামসুন্দরাকার গ্রহণ করিতে না পা[রিয়া] নিরাকার কিরণমাত্র গ্রহণ করিয়া নিরাকার ব্রহ্ম বলেন॥৯॥

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি ॥১০॥
সে গোবিন্দ ভজি আমি তেঁহো মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি ॥১১॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রীউদ্ধববাক্যং ;—

মুনয়ো বাতরসনাঃ * শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥৬॥

অঙ্গপ্রভাং বহুধা ব্রহ্মণো বিধেয়ত্বেন নির্দ্দিষ্টত্বাৎ তস্য চ তদ্বিভূতিত্বেন শব্দব্রহ্মানন্তা ইত্যাহ অনেক বহুধাধ্যা বা বিভূতয়স্তাভির্ভিন্নং ভেদপ্রাপ্তং যদ্বি-ভু ক্ষ্মাপ্যাপি বহ্ন্যাদিভিঃসহ ভিন্ন ইত্যর্থঃ। বিভূতিশব্দেন প্রাকৃতাপ্রাকৃত-প্রপঞ্চোচ্যতে। ইতি চং ॥৫॥

সারার্থদর্শিনী। সন্ন্যাসিনো হি ব্রহ্মচর্য্যাদি-ক্লেশৈঃ কথঞ্চিত্তরন্তি বয়ং ত্বনায়াসেনৈব তরিষ্যাম ইত্যাহ "বাত রসনা" ইতি। ঊর্দ্ধমন্থিনঃ ঊর্দ্ধরেতসঃ ॥৬॥

বাতরসনাঃ বাতাহারাঃ শ্রমণাঃ তপস্বিনঃ বা জিতেন্দ্রিয়াঃ অমলাঃ শুদ্ধচিত্তাঃ। ইতি চং ॥৬॥

পর ব্রহ্মাণ্ডগর্ভে অশেষ বিভূতিতে মরুদ্ব্যোমাদি বস্তু সকলে যে ব্রহ্মরূপে ভেদকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ; এবং সর্ব্বাশ্রয় অনন্ত ও পূর্ণ সর্ব্ব-ব্যাপক যে ব্রহ্ম, তিনি যাঁহার অঙ্গকান্তি, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ; অথবা পূর্ণ অনন্ত ও সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্মেরও আশ্রয় সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৫॥

—উপরোক্ত চং টীকার অর্থ এই, এস্থলে অঙ্গকান্তিকে অনুবাদ করিয়া বিধেয়রূপে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করাতে ব্রহ্ম ভগবানের বিভূত্যন্তঃপাতি হয়েন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধেয়াবিমর্শ দোষ হয়। ইহাতে সিদ্ধান্ত করিতেছেন এই, বস্তু সকলের বিভিন্নতা প্রযুক্ত তদাশ্রয় ব্রহ্মেরও বিভিন্নতা বলিয়াছেন ; অর্থাৎ পৃথিব্যাদি সহিত তিনি ভিন্ন, অতএব বিভূতির অন্তঃপাতি না হওয়াতে কোন দোষ হয় না। তাঁহার অঙ্গের কিরণমণ্ডল ব্রহ্ম (১) যথা শ্রীভা—তৎ-শ্লোক (১) ॥৫॥

---

* "বাতবসনা" ইতি কোথাও পাঠঃ। বায়ুবসন, দিগম্বর ইত্যর্থ।

আত্মান্তর্য্যামী যারে যোগশাস্ত্রে কহে।
সেহো গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়ে ॥১২॥
অনন্ত স্ফটীকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥১৩॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে শ্রীঅর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ;—

অথবা বহুনৈতেন কিংজ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৭॥

"য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সো হস্যাংশবিভবঃ" ইত্যস্যার্থ মাহ "আত্মান্তর্য্যামী" ত্যাদি ॥১২॥

সুবোধনী। অথবা কিমনেন পরিছিন্ন-বিভূতি-দর্শনেন সর্ব্বত্র মদ্দৃষ্টিং কুর্ব্বিত্যাহ "অথবেতে"। বহুনা পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞাতেন কিং তব কার্য্যং ইদং সর্ব্বং জগদেকাংশেন একদেশমাত্রেণ বিষ্টভ্য ধৃত্বা ব্যাপ্যেতি

মুনয় বাতরসনাঃ শ্রমণাঃ উর্দ্ধমন্থিনঃ শান্তাঃ অমলাঃ তে সন্ন্যাসিনঃ (এবত স্তব) ব্রহ্মাখ্যং ধাম যান্তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৬॥

"যস্যপ্রভা" এই প্রথম শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "কোটি" ইতি দুই পয়ারে। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থ পৃথিবী প্রভৃতি বস্তুসকল যে ব্রহ্মের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পৃথিব্যাদি বস্তু সকল যে ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছে। ব্রহ্ম গোবিন্দের অঙ্গকান্তি ॥১০॥১১॥

জ্ঞানী, বায়ুভক্ষক বা দিগম্বর, ভিক্ষুক, উর্দ্ধরেতা (যাহারা বিবাহ করে নাই) শমগুণযুক্ত বা জিতেন্দ্রিয় ও বাসনাবিহীন সন্ন্যাসী সকল ভগবানের ব্রহ্মনামক স্থানে গমন করেন ॥৬॥

এ শ্লোকে উক্ত পয়ারের কোন পোষকতা দেখিতে পাওয়া যায় না, এজন্যই বোধ হয় অনেক পুস্তকে উহা উদ্ধৃতি করেন নাই ॥৬॥

তৃতীয় শ্লোকোক্ত "য আত্মা—বিভবঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "আত্মান্তর্য্যামী" তি। অংশ বিভূতি অংশ বস্তু ॥১২॥

একই সূর্য্যমণ্ডল যেমন অনন্ত নির্ম্মল প্রস্তর বিশেষে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকাশ পায়, তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দের অংশ পরমাত্মা অনন্ত জীবে প্রকাশ পান। এখানে সূর্য্যস্থানীয় শ্রীগোবিন্দ, তাহার মণ্ডলস্থানীয় পরমাত্মা, স্ফটীকস্থানীয় জীব ॥১৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রীভীষ্মবাক্যং ;—

তমিমমহমজং শরীর-ভাজাং
হৃদি হৃদিধিষ্ঠিত মাত্মকল্পিতানাং।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতো। ঽস্মি বিধুত ভেদমোহঃ ॥৮॥

অহমেব স্থিতো ন মদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তি। পাদো ঽস্য বিশ্বভূতানীতি শ্রুতেঃ। ইতি বাহুল্যেন বহির্বিভূতি সত্যাপি। ঈদৃক্ দৃষ্টিবারণায় বিভূতী ব শয়ে ... ॥৭॥

ভাবার্থদীপিকা। সোঽহং কৃতার্থোঽস্মীত্যাহ "তমিমমি"তি তমজংসমধিগতঃ প্রাপ্তো ঽস্মি সম্যক্ মাহ বিধূতভেদমোহঃ। তদর্থং ভেদস্যোপাধিকত্বং আত্মকল্পিতানাং স্বয়ং নির্ম্মিতানাং শরীরভাজাং প্রাণিনাং হৃদি হৃদি প্রতি-হৃদয়ং ধিষ্ঠিতং অধিষ্ঠিতং অকারলোপ স্বার্থঃ। নৈকধা অনেকধা অধিষ্ঠান-ভেদাদনেকধা ভাত মিত্যর্থঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং দৃশং দৃশংপ্রতি ... অনেক-প্রতীতমিতিবেতি।

... তমিমমগ্রত এবোপবিষ্টং শ্রীকৃষ্ণং ব্যষ্টন্তর্য্যামিরূপেণ ... শরীরভাজাং হৃদি হৃদি বিষ্টিতং। কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে ... পুরুষং বসন্তং ... একরূপেণ ভিন্নমূর্ত্তিবদসন্তমপি এক-... সমধিগ... ঽস্মি। অয়ং পরমমোহন বিগ্রহ এব ব্যাপকঃ স্বাস্তু... নিজাকার ... যথামিত্যা ... তত্র স্ফূরতি ইতি বিজ্ঞাতবানস্মি যতো ... বিধূতভেদমোহঃ। অতৈব কৃপয়া দূরীকৃতো ভেদমোহঃ ভগবদ্বিগ্রহস্য ... অনিত্য-তত্ত্বাদ্যজ্ঞান লক্ষণো মোহো যস্য তথা ভূতোঽহং। ... ব্যাপকত্বেহেতুঃ আত্মকল্পিতানাং আত্মশ্রেয়াধিষ্ঠানে প্রাদুর্ভূতানাং। তত্র

অথবা (হে) অর্জ্জুন। বহুনা (পৃথক্ পৃথক্) এতেন জ্ঞাতেন কিং, অহং একাংশেন (পরমাত্মরূপেণ) ইদং কৃৎস্নং (সকলং) জগৎ বিষ্টভ্য (ব্যাপ্য) স্থিতঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥৭॥

অথবা হে অর্জ্জুন! এক একটী করিয়া অনেক বিভূতি জানিবার তোমার প্রয়োজন কি? আমি (ভগবান্) একাংশে (পরমাত্মারূপে) এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি ॥৭॥

... —। (১) বিষ্টভ্যাহং। (১) ॥৭॥

দৃষ্টান্তঃ প্রতিদৃশমিতি প্রাণিনাং নানাদেশস্থিতানা মবলোকনং প্রতি এবার্কো বৃক্ষকুড্যাদ্যপরিগতত্বেন তত্রাপি কুত্রচিদব্যবধানঃ সংপূর্ণত্বেন স্বসংপূর্ণত্বেনানেকধা দৃশ্যতে তথেত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তো হ্যয মেকদেশ এব তত্র তত্র ইত্যেতন্মাত্রাংশে। বস্তুতস্তু শ্রীভগবদ্বিগ্রহো হ্যচিন্ত্যশক্ত্যা তথাভাষতে দূরস্থবিস্তীর্ণাত্মতা-স্বভাবেনেতি বিশেষ ইত্যাদি ॥৮॥

বিধূতভেদমোহঃ অহং আত্মকল্পিতানাং শরীরভাজাং (দেহধারিণাং) হৃদি ধিষ্ঠিতং (অধিষ্ঠিতং) তং ইমং অজং (শ্রীকৃষ্ণং) একং অর্কং (সূর্য্যং প্রতিদৃশং নৈকধা (বহুপ্রকারং) ইব সমধিগতো হস্মি (প্রাপ্তোঽস্মি) ইত্যন্বয়ঃ ॥৮॥

ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন, একই সূর্য্য যেমন প্রাণীদিগের চক্ষু অনেক প্রতীত হয়েন, তদ্রূপ যিনি আত্মাবলম্বি প্রাণীদিগের প্রত্যেক প্রত্যেক রূপে অধিষ্ঠিত আছেন ; কিন্তু বাস্তবিক তিনি এক, সেই এই, আমার অগ্রবর্ত্তী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রাপ্ত হইলাম ; এবং ইহাঁরই আমার ভেদরূপ মোহ দূরীভূত হইয়াছে ॥৮॥

সন্দর্ভের তাৎপর্য্য এই ভীষ্ম বলিতেছেন, আমার অগ্রেই উপবিষ্ট এই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলাম। যিনি পরমাত্মারূপ নিজাংশ দ্বারা দেহ দিগের প্রত্যেক হৃদয়ে অধিষ্ঠান রূপে বাস করিয়াছেন। হৃদয়ের বিভিন্ন প্রযুক্ত ভিন্নমূর্ত্তির মতন তাহাতে বাস করিলেও তিনি এক অভিন্ন মূর্ত্তি। পর্য্য এই, পরম মোহন ও সর্ব্বব্যাপক এই শ্রীকৃষ্ণ দেহটাই নিজাংশ নিজাকার বিশেষ পরমাত্মারূপে সেই সেই হৃদয়ে প্রকাশ হয়েন, ইহাই জানিলাম।

আমার মোহ ছিল এই, ভগবদ্বিগ্রহের (দেহের) সর্ব্বব্যাপকত্ব সম্ভব হয় না। অতএব তাহা অনেক; এইরূপ মোহ তাঁহারই কৃপায় হইয়াছে। অর্থাৎ ভগবন্মূর্ত্তি দেহ হইলেও তাহা সর্ব্বব্যাপক এবং স্থানে প্রকাশ হইলেও এক, ইহা ইহাঁরই অনুগ্রহে জানিলাম।

শ্রীভীষ্মবাক্যে আর একটি উপলব্ধ হইল এই, ঐরূপ মোহ অনেকে আছে; তবে যার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ হইয়াছে, তাহারই ঐ মোহ নষ্ট যাছে, নচেৎ অন্য কোন উপায় নাই।

তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে (১) শরীরভাজাং হৃদিধিষ্ঠিতং (১)

সেইত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাঞি।
জীবনিস্তারিতে ঐছে কৃপালু* আর নাঞি ॥১৪॥
পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ ॥১৫॥
বেদ ভাগবত আর উপনিষদ্ আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে নাহি যাঁর সম ॥১৬॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যার দরশন।
সূর্য্য যৈছে সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥১৭॥

ননু "গোবিন্দ মাদিপুরুষং" ইতি ব্রহ্মসংহিতাদি বাক্যেন শ্রীগোবিন্দতত্ত্বমেব [illegible] ন তু শ্রীচৈতন্যতত্ত্বং [illegible] শঙ্কানিবারণার্থ মাহ "সেইত গোবিন্দ" ইতি। গোবিন্দ এব সাক্ষাৎ চৈতন্যঃ ন তু ততঃ পৃথক্ অতঃ তত্তত্ত্বকথনেনৈব চৈতন্যতত্ত্বং [illegible] কথিতমিতি। ননু গোবিন্দঃ কথং চৈতন্যোঽভূদিত্যত আহ "জীব নিস্তারিতে" ইতি। জীবান্ নিস্তারয়িতুং কৃপয়া স তথা ভূদিতি ॥১৪॥

ষড়ৈশ্বর্য্যমিতি শ্লোকোক্ত "ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স" ইত্যস্যার্থমাহ "পরব্যোমেতে" ইতি ॥১৫॥

"গোবিন্দ মাদিপুরুষং" এই ব্রহ্মসংহিতা বাক্যে শ্রীগোবিন্দেরই তত্ত্ব কথিত হইয়াছে, কিন্তু উহাতে শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব কিছুই ব্যক্ত হইল না; এই আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য বলিতেছেন, "সেইত গোবিন্দ" ইতি। শ্রীগোবিন্দই সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য, অর্থ কোন অংশে কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ না থাকায় গোবিন্দ-[illegible] নিরূপণেই আপনি চৈতন্যতত্ত্ব বলা হইল। শ্রীগোবিন্দই কেন শ্রীচৈতন্য হইলেন ইহাতে বলিতেছেন "জীব নিস্তারিতে" ইতি। জীব সকল উদ্ধার করিবার নিমিত্ত কৃপা করিয়া তিনিই শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকাশ হইয়াছেন। ঐছে [illegible] এতাদৃশ ॥১৪॥

[illegible] এই শ্লোকোক্ত "ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স" ইত্যস্যার্থ বিচার করিতেছেন "পরব্যোমেতে" ইতি আরম্ভ করিয়া "অতএব ব্রহ্ম-বাক্যে" এই ৩০ পয়ার পর্য্যন্ত। বিষ্ণুলোকেরই আর একটী নাম পরব্যোম ॥১৫॥

উপনিষদ্, বেদান্ত, আগম, তন্ত্র-শাস্ত্র যাঁরে—যে ভগবান্‌কে অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র সকল যে ভগবান্‌কে পূর্ণতত্ত্ব বলে এবং যাঁর (যে ভগবানের) সমান আর [illegible] নাই ॥১৬॥

* কোথাও "দয়ালু" পাঠ।

জ্ঞানযোগ মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব ।
ব্রহ্ম আত্মা রূপে তাঁরে করে অনুভব ॥১৮॥
উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা ।
অতএব সূর্য্য তার দিয়েত উপমা ॥১৯॥

ভক্তাদয়স্ত্রয়ঃ কিং একরূপ মেব অনুভবন্তি ইত্যাশঙ্কাং নিরাকরোতি "উপাসনা" ইতি। ন তেষাং একরূপ এবানুভবঃ উপাসনা-ভেদেনৈব ঈশ্বর-মহিমজ্ঞান-ভেদাৎ ; যস্য যাদৃশী উপাসনা তস্য তাদৃক্ অনুভবঃ ইতিভাবঃ। অতঃ সূর্য্যোপমা দীয়তে এতেন ভক্তস্যৈবনুভবাধিক্য মিতি যাবৎ ॥১৯॥

দেবগণ যেমন সূর্য্যকে সবিগ্রহ অর্থাৎ সাকার মূর্ত্তি দর্শন করে, যথা—ব্রহ্মানুশাসন মশেষগুণৈকসিন্ধুং ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়া-ভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রং। তদ্রূপ ভক্তসকল ভক্তিযোগ দ্বারা যে ভগবানের পূর্ণতা অর্থাৎ তাঁর সাকার মূর্ত্তি এবং ধাম, শক্তি, পার্ষদ ও লীলা ইত্যাদি দর্শন করেন ॥১৭॥

যে সকল লোক জ্ঞানান্বেষণে ভগবানকে ভজনা করে, তাহারা তাঁরে (ভগবানকে) ব্রহ্ম রূপে অনুভব করে ; এবং যাহারা যোগান্বেষণে তাঁরে ভজনা করে, তাহারা তাঁরে পরমাত্মা রূপে অনুভব করে ॥১৮॥

পূর্ব্ব পয়ারে উক্ত হইয়াছে, ভক্তেরা যে ভগবানকে অনুভব করেন, জ্ঞানী ও যোগীরাও তাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মা রূপে অনুভব করেন ; ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে এই, ভক্ত প্রভৃতি তিন জনেই কি এক প্রকার অনুভব করেন? ইহা নিবারণ করিবার জন্য বলিতেছেন "উপাসনা" ইতি। উক্ত ভক্ত প্রভৃতি যদিও তিনজনে ভগবদ্রূপ একটী বস্তুই অনুভব করেন, কিন্তু উপাসনার আধিক্য ভেদ থাকায় উক্ত তিনজনের একরূপ অনুভব নহে ; যাহার যেরূপ উপাসনা তাহার সেইরূপ অনুভব হয়। ইহা হইলে, জ্ঞানী যাহা অনুভব করেন, যোগী তাহা হইতে অধিক। ভক্ত তাহা (যোগী) হইতে অধিক, যেহেতু ভক্তেরা সর্ব্বাধিকপূর্ণ ভগবদ্রূপ অনুভব করেন। যেমন সূর্য্য একটী বস্তু, কিন্তু মনুষ্যেরা তাহার কিরণ অনুভব করে, দেবতারা তাহার মণ্ডল অনুভব করে, সূর্য্যলোকবাসীরা তাহার সাকার মূর্ত্তির অনুভব করে। তদ্রূপ ভগবান্ একটী বস্তু হইলেও জ্ঞানীরা তাঁহার অঙ্গকিরণ ব্রহ্ম অনুভব করেন। যোগীরা তাহার অংশ পরমাত্মাকে অনুভব করেন। ভক্তরা তাঁহাকে পূর্ণ ভগবান্

সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ মাত্র আকার বিভেদ॥২০॥
ইঁহোত দ্বিভুজ তেঁহো ধরে চারি হাত।
ইঁহো বেণু ধরেন তেঁহো চক্রাদিক সাথ॥২১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রীব্রহ্মবাক্যং;—

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনা,
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না,
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥৯॥

ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ ইত্যস্যার্থমুপসংহরতি "সেই" ইতি॥২০॥
বিভেদং দর্শয়তি "ইঁহোত" ইতি॥২১॥

[illegible] যদি নারায়ণ [illegible] কি নারায়ণং এতাহ "নারায়ণস্ত্বং" ইতি। নহীতি কাকা ত্বমেব নারায়ণ ইত্যাপাদয়তি। কুতো [illegible] নারায়ণ ইতি চেত্তত্রাহ সর্ব্বদেহিনা মাত্মাসি এবমপি কিং নারায়ণো [illegible] সর্ব্বদেহিনা [illegible] নারায়ণো নহীতি পুনঃ [illegible] ততোপি পুনস্ত্বমেব [illegible]

[illegible] সিদ্ধান্ত হইল এই, উপাসনার [illegible] ভেদে [illegible] জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য-ভেদ হওয়াতে কৃষ্ণ আদি [illegible] একরূপ [illegible], ইতি॥৯॥

—[illegible] "শ্লোকান্তর্গত ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্" ইহার অর্থের উপসংহার করিতেছেন "সেই" ইতি। বিগ্রহ—দেহ। আকার—আকৃতি। [illegible] ভক্ত। পূর্ণরূপে, জ্ঞানী ও যোগী ব্রহ্ম ও পরমাত্মারূপে যে [illegible] করেন, সেই ভগবান্ নারায়ণ কৃষ্ণের অভিন্ন স্বরূপ এক দেহ [illegible] আকৃতিতে প্রভেদ মাত্র॥২০॥

[illegible] এই শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, নারায়ণ চতুর্ভুজ, (শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, নারায়ণ চতু-[illegible]) শ্রীকৃষ্ণ বংশীধারী, নারায়ণ চক্রাদি ধারী, এহোত শ্রীকৃষ্ণ, তেঁহো [illegible] শ্রীকৃষ্ণ, তেঁহো নারায়ণ॥২১॥

বেতি। কিঞ্চ ত্বমখিল-লোক-সাক্ষী অখিলং লোকং সাক্ষাৎ পশ্যসি নারময়সে জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণঃ ইত্যর্থঃ। নম্বেবং নারায়ণ-পদ-ব্যুৎ ভবেদেবং তত্রন্যথা প্রসিদ্ধ মিত্যাশঙ্ক্যাহ নারায়ণো অঙ্গমিতি। নরাদ্ধ হর্থা চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি তথা নরাজ্জাতং যজ্জলং তদয়নাদ্যো নারায়ণঃ প্র সো হপি তবৈবাঙ্গং মূর্ত্তিঃ। তথাচ স্মর্য্যতে। নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নার বিদুর্ব্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ইতি। তথা আ ইতি প্রোক্তা আপোবৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন না স্মৃতঃ। ননু মন্মূর্ত্তে রপরিচ্ছিন্নত্বাৎ কথং জলাদাশ্রয়ত্বং অত আহ সত্যং নেতি।

তোষণী। ননু মায়িকজলান্তঃ পাতেন তদপি মমাঙ্গং কিমু জগদিব নহি নহীত্যাহ তচ্চ তবাঙ্গং সত্যমেব নতু মায়া মায়িকমিত্যর্থঃ অপীতি বিত মেবেদমিত্যর্থঃ।

শ্রীচক্রবর্ত্তিনো হত্রকারিকা। জগত্রয়েতি পদ্যেন শ্রীনারায়ণতাং কৃষ্ণস্যাথ স্বয়ং দৃষ্টং পরমৈশ্বর্য্যমদ্ভুতং। পর্য্যাপ্তাজ্ঞাতমিযুতং স্তুত্যা ভীতি কুলঃ। নারায়ণস্ত্বং নেত্যাহ স্বাপরাধ ইবাত্মভূঃ। হে অধীশেত্যা ন্মিতান্তর্য্যামি-পুরুষাঃ। ইশস্তেভ্যো হধিকো হধীশো হি যতঃ সর্ব্বদে সমষ্টীনাং সর্ব্বেষ্টজীবানাং ত্বং প্রকাশকঃ। তেষাং মখিল জীবানাং* সা প্যসি স্বয়ং। অ... যো নরস্তু নারায়ন... য়ণঃ স্মৃতঃ। স তে পূর্ণস্য চিন্ময়শক্তি-বৈ...বৈঃ। চতুষ্পাদিক মৈশ্বর্য্যং তব তস্যতু পা ইতি চং॥২॥

(হে পদ্মপাঙ্গজ শ্রীকৃষ্ণ!) ত্বং নারায়ণঃ নহি (অপিতু নারায়ণ যত স্তুং সর্ব্ব দেহিনাং আত্মা অসি, (তথা) হে অধীশ অখিল-লো অসি। নর ভুজলায়নাৎ (যো প্রসিদ্ধঃ) নারায়ণঃ (স) তব অঙ্গ তৎ (অঙ্গং) চ অপি সত্যং নতু মায়া। ইত্যন্বয়ঃ॥২॥

হে নন্দাত্মজ শ্রীকৃষ্ণ! তুমি কি নারায়ণ নহ? অবশ্য তুমিই যেহেতু সর্ব্বপ্রকার দেহধারীদিগের আত্মা হও এবং হে অধীশ! সকল সাক্ষী হও অর্থাৎ তাহাদের ত্রৈকালিক (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমা

---

* প্রাকৃতাপ্রাকৃত জীবানাং।

মূলক মিশ্রিত কর। আর নরোদ্ভূত যে মহত্তত্ত্বাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব* এবং জলশায়ী যে জল, ইহাদের আশ্রয়রূপে প্রসিদ্ধ যে নারায়ণ তিনি তোমার একটী মূর্ত্তি; এবং সেই মূর্ত্তিটী সত্য, মায়িক নহে ॥৯॥

শ্রীকৃষ্ণের জলশায়ী মূর্ত্তী (রূপটী) মায়িক জলের অন্তঃপাতী হইলেও তাহা মায়িক নহে; এই অর্থ শ্লোক মাত্র তোষণী এখানে প্রদর্শিত হইল।

এ শ্লোকটী এখানে প্রদর্শন করাইবার তাৎপর্য্য এই "যদদ্বৈতং" শ্লোকোক্ত ভগবান্ পরব্যোমনাথ নারায়ণের তত্ত্ব স্থির হইল এই, তিনি শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহস্বরূপ কিন্তু চতুর্ভুজত্বাদিরূপে তাহা হইতে ভিন্নাকার হওয়াতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ বুঝি। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব প্রতিপন্ন না হইলে ভগবান্ পরব্যোমনাথ নারায়ণ তাঁহার দ্বিতীয় দেহ হইতে পারে না; এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের মূল নারায়ণত্ব প্রতিপন্ন করিতে এই শ্লোক প্রদর্শিত হইয়াছে।

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা যথা। শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্বে প্রথম হেতু এই ব্রহ্মা বলিয়াছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! "সর্ব্বদেহিনাং আত্মাসি" অর্থাৎ প্রাকৃতাপ্রাকৃত জীবসকলের আত্মস্বরূপ হও, অতএব তুমি মূল নারায়ণ। এখানে নারায়ণ শব্দের অর্থ এই "নারাণাং জীবানাং সমূহঃ নারঃ তস্য আশ্রয় ইতি নারায়ণঃ" অর্থাৎ নার শব্দে জীব সমূহ তাহার তুমি আশ্রয়।

দ্বিতীয় হেতু এই, যে "অধীশ" এই সম্বোধন না করিয়া "অধীশঃ, প্রবর্ত্তকঃ" অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ি প্রভৃতি পুরুষাবতারের অধীশ্বর অর্থাৎ তাহারও (সেই অংশের) পালক হও, অতএব তুমি মূল নারায়ণ। তদর্থ হইল এই "নারাণাং জীবসমূহানাং নারাণাং জীবানাং পালকাঃ যে কারণার্ণব প্রভৃতি শায়িনঃ তে নারাঃ এতেষামপি অয়নং পালনং যস্মাৎ ইতি নারায়ণঃ" অর্থাৎ জীব সকলের মূল পালক তুমি।

তৃতীয় হেতু এই "অখিল লোক সাক্ষী" অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডগত ও বৈকুণ্ঠগত জীব সকলের ত্রৈকালিক (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান্) কর্ম্ম সকল জ্ঞাত আছ, অতএব তুমি মূল নারায়ণ। তদর্থ এই "নারাণাং প্রাকৃতাপ্রাকৃত-জীবানাং

---

* জীব প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী চক্ষু কর্ণ নাসিকা ত্বক্ জিহ্বা বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই চব্বিশ তত্ত্ব।

† ব্রহ্মাণ্ডগত জীব প্রাকৃত, আর বৈকুণ্ঠগত জীব অপ্রাকৃত।

ত্রৈকালিকং কর্ম্ম পশ্যসি ইতি নারায়ণঃ" অর্থাৎ জীব সকলের ত্রৈকালিক কর্ম্ম সকল দর্শন কর ইতি।

কেহ কেহ আর এক প্রকার ব্যাখ্যা করেন এই "অসি" অর্থাৎ (শ্রীকৃষ্ণ) অথবা হও "সর্ব্বদেহিনামাত্মা" অর্থাৎ প্রত্যেক জীবান্তর্যামী পুরুষ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু; "অধীশঃ" অর্থাৎ ঈশ, মহত্তত্ত্বস্রষ্টা প্রথম সর্ব্বান্তর্যামী কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, তাঁহা হইতেও অধি অর্থাৎ তাঁর আশ্রয়; "অখিল-লোক সাক্ষী" অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ; এই তিনরূপে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব প্রতিপাদক করিয়াছেন, অর্থাৎ মহাবিষ্ণুর আশ্রয়ত্বপ্রযুক্ত ঐ তিনেরই আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ; অতএব উক্ত প্রকারে তিনি তাঁহাকে মূল নারায়ণ বলিয়াছেন ইতি।

এখানে শ্রীকৃষ্ণের কটোক্তি* এই উক্ত তিন হেতুতে নারায়ণ পদের প্রবৃত্তি ঐরূপ করিলে আমি নারায়ণ হই, কিন্তু জীবের হৃদয়ে ও জলে যিনি বাস করেন তিনিই নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ আছেন; নন্দগোপপুত্র আমি কি নারায়ণ? এই আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্মা বলিতেছেন "নারায়ণো হঙ্গং" ইত্যাদি।

শ্লোকোক্ত "নারায়ণো হঙ্গং নরভূজলায়নাৎ" ইত্যস্যার্থঃ "নরঃজীবঃ ... সমষ্টির্ব্যষ্টিশ্চ তথা নরাৎ ভূতং জাতং যজ্জলং তদয়নাৎ যো প্রসিদ্ধঃ নারায়ণঃ তব অঙ্গং মূর্ত্তিঃ"। অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগতজীব-হৃদয়ে এবং কারণ বারিতে বাস করেন প্রথম পুরুষ যে মহাবিষ্ণু, ব্রহ্মার হৃদয়ে এবং ব্রহ্মাণ্ডগর্ভে বাস করেন দ্বিতীয়পুরুষ যে সহস্র শীর্ষাপুরুষ, প্রত্যেক জীব হৃদয়ে ও ক্ষীরোদ সমুদ্রজলে বাস করেন তৃতীয় পুরুষ যে বিষ্ণু এই তিন পুরুষ জীবের হৃদয়ে এবং জলে বাস করাতে নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ; ইহাদের অংশী (এই তিন যাহার অংশ) ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান পরব্যোমনাথ যিনি নারায়ণ, তিনি তোমার অঙ্গ (মূর্ত্তি) অর্থাৎ চতুর্ভুজত্বাদিরূপ আকৃতিতে বিভিন্নতা থাকিলেও তিনি তোমার বিলাসমূর্ত্তি, অতএব তুমিই মূল নারায়ণ। এখানে "নারায়ণোহঙ্গং" শব্দের অর্থ এই "নরশ্চ নরশ্চ তে। নরে জীবহৃদয়ে তথা নরে ... বসন্তি যে কারণার্ণব গর্ভোদক ক্ষীরোদক শায়িনঃ তে নারাঃ তেষাং অয়ন আশ্রয়ো হংশী যঃ ভগবান্ পরব্যোমনাথঃ নারায়ণঃ স তব অঙ্গং মূর্ত্তি।

---

* যদি তুমি এই কথা বল এইরূপ বাক্যকে কটোক্তি বলে।

+ মহাবিষ্ণু সঙ্কর্ষণের অংশ হইলেও তাঁহার সহিত অভেদ করিয়া ব্যোমনাথের অংশ বলিয়াছেন।

অস্যার্থ।—

শিশুবৎস হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ॥২২॥
তোমার নাভিপদ্ম হৈতে মোর জন্মোদয়।
তুমি পিতা মাতা আমি তোমার তনয়॥২৩॥
পিতা মাতা বালকের না লয় অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমি মোরে করহ প্রসাদ॥২৪॥
কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ তুমি কৈছে আমার নন্দন॥২৫॥
ব্রহ্মা কহে তুমি কি না হয়* নারায়ণ।
তুমি নারায়ণ শুন তাহার কারণ॥২৬॥

অর্থ স্পষ্টই আছে। "তত্রাপি" ইত্যাদি। অর্থাৎ সেই অঙ্গটি সত্য, মায়িক নহে।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে।

সর্ব্বেভ্যঃ স্বস্বরূপেভ্যঃ কৃষ্ণোৎকর্ষনিরূপণাৎ।
আধিক্যং পরব্যোমনাথাদস্য দর্শিতং॥

অস্যার্থ। তাঁহার (কৃষ্ণের) অপর সমস্ত স্বরূপ হইতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষতা নিরূপণ হেতু পরব্যোমনাথ নারায়ণ হইতেও কৃষ্ণের আধিক্য দর্শিত হইয়াছে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কারিকা ব্যাখ্যা—

এবং "নারায়ণস্ত্বং" শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব বলিয়া অপরিমিত ব্রহ্মা নিজ নিজ ব্রহ্মাণ্ডের সহিত এক এক বিষ্ণু মূর্ত্তির স্তব করিতেছেন ইত্যাদি অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণের যাহা দর্শন করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া ভয়াকুল এবং স্বাপরাধ ব্রহ্মা এই শ্লোক বলিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ড সমূহস্থিত জীব সকলের অন্তর্যামী যে গর্ভোদকশায়ী, সহস্রশীর্ষা পুরুষ ও বিষ্ণু ইহারা ঈশ, ইহাদিগের হইতেও তুমি শ্রীকৃষ্ণ অধিক, যেহেতু ব্রহ্মাণ্ডগত ও বৈকুণ্ঠগত জীব সকলের তুমি প্রবর্ত্তক অর্থাৎ পালক এবং অখিল (সমস্ত) জীবের-সাক্ষী অর্থাৎ তাহাদিগকে দর্শন কর। এই হেতু জীবহৃদয়ে ও জলে বাস করেন যে নারায়ণ তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ। চিন্ময়শক্তি মহিমায় পূর্ণপুরুষ তোমার পূর্ণ ঐশ্বর্য্য, নারায়ণের একপদ ঐশ্বর্য্য ইতি॥১॥

---

* কোথাও "হও" পাঠ।

প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি যত জীবরূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূলস্বরূপ ॥২৭॥

"নারায়ণস্ত্বং নহি" ইত্যস্যার্থমাহ "ব্রহ্মা কহে" ইতি ॥২৬॥

তত্র প্রথমঃ হেতুঃ "সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি" ইত্যস্যার্থমাহ "প্রাকৃতাপ্রা
ইতি ॥২৭॥

তাতে ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোম নারায়ণ। কৃষ্ণের বিলাস এই তত্ত্ব নি
এই পরপয়ার প্রমাণে "যদদ্বৈতং" শ্লোকোক্ত ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান ন
শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি, কিন্তু তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নহেন, এই তত্ত্ব নিরূপণ
বার জন্য গ্রন্থকার স্বয়ং "নারায়ণঃ" শ্লোক ব্যাখ্যা করিবার প্রথমে ত
আভাস দিতেছেন "শিশুবৎস" ইত্যাদি। শিশু—শ্রীকৃষ্ণ, সখা—গোপব
বৎস—শ্রীকৃষ্ণাদিপাল গোবৎস। হরি—হরণ করিয়া। অপরাধ—দুষ্ক
দোষ। ক্ষমাইতে—ক্ষমা করাইতে। দণ্ড দিবার শক্তিসত্ত্বেও যে সহ
তাহাকেই ক্ষমা বলে। মাগেন—যাচ্ঞা করেন অর্থাৎ প্রার্থনা ক
প্রসাদ—অনুগ্রহ।

অর্থাৎ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণসখা গোপবালক এবং শ্রীকৃষ্ণাদিপাল গোবৎস
করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট ঐ হরণরূপ দুষ্কর্ম্ম জন্য দোষ করেন, সেই দোষ ত
ক্ষমা করাইবার জন্য তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন ॥২২॥

পিতা মাতা যেমন দোষী বালককে দণ্ড দিতে পারিলেও দোষ সহ
পালনরূপ অনুগ্রহ করেন, তদ্রূপ আপনিও আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন
ভাব ॥২৩॥২৪॥

ব্রহ্মার জন্ম নারায়ণ হইতে, শ্রীকৃষ্ণ হইতে নহে; এজন্য শ্রীকৃষ্ণ ব
ছেন "কৃষ্ণ" ইতি। এই পূর্ব্ব শ্লোকের আভাস করা হইল ॥২৫॥

শ্লোকোক্ত* "নারায়ণস্ত্বং নহি" ইহার অর্থ করিতেছেন "ব্রহ্মা" ইতি
কি নারায়ণ হও না, তুমিই নারায়ণ; তাহার কারণ শুন অর্থাৎ যে
তোমাকে নারায়ণ বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর ॥২৬॥

শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্বে প্রথম কারণ শ্লোকোক্ত "সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি"
অর্থ করিতেছেন "প্রাকৃতা" ইতি। ব্রহ্মাণ্ডগত জীব প্রাকৃত, আর বৈকু
জীব অপ্রাকৃত। প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টিরূপে অর্থাৎ সৃষ্টিতুল্য যত জীব (যে

---

* শ্লোকোক্ত বলিতে "নারায়ণস্ত্বং" এই শ্লোক।

পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি তুমি সর্ব্বাশ্রয় ॥২৮॥
নার শব্দে কহে সর্ব্বজীবের নিচয়।
অয়ন শব্দে কহে সব তাহার আশ্রয়* ॥২৯॥
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু শুন দ্বিতীয় কারণ ॥৩০॥

[illegible] "পৃথ্বী" ইতি ॥২৮॥

[illegible] নারায়ণ শব্দ [illegible] তদর্থমাহ "নার শব্দে" ইতি। নারাণাং জীবানাং সমূহঃ নারঃ তস্য অয়নং আশ্রয়ঃ ইতি নারায়ণঃ সর্ব্বজীবাশ্রয় ইত্যর্থঃ ॥২৯॥

[illegible] পৃথিবী বৎ বিষ্ণু প্রভৃতি-নারায়ণা অপি কারণা-[illegible] মূল নারায়ণ ইতি ভাবঃ ॥৩০॥

জীব। শ্রীকৃষ্ণকে জীব সকলের কারণ বলিবেন, বলিয়া জীবকে সৃষ্টি বলিয়াছেন, [illegible] জীব [illegible] পদার্থ; তাহার (সেই সকল জীবের) তুমি আত্মা এবং [illegible] ॥২৭॥

শ্রীকৃষ্ণকে জীবের আত্মা ও মূলস্বরূপ বলাতে তিনিও কি জীবস্বরূপ এই [illegible] নিবারণ জন্য বলিতেছেন "পৃথ্বী" ইতি। পূর্ব্বোক্ত আত্মা ও মূলস্বরূপ [illegible] কারণ ও আশ্রয়, তাহা হইলে জীব তাঁহার অনুমাত্রাংশ কিন্তু তিনি জীবস্বরূপ নহেন, জীবের কারণ ও আশ্রয় হয়েন। যেমন পৃথিবী [illegible] মৃৎঘট সমূহের উপাদান কারণ ও আশ্রয় হয় কিন্তু বৃহতী পৃথিবীই কিছু ক্ষুদ্র ঘটরূপ নহে। শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ নিজাংশ অনুচৈতন্য জীব [illegible] উপাদান কারণ ও আশ্রয় হয়েন কিন্তু বৃহচ্চৈতন্য তিনি অনুচৈতন্য জীবরূপ নহেন ॥২৮॥

উক্তরূপ অর্থে শ্লোকোক্ত "নারায়ণ" শব্দের অর্থ যেরূপ হইবে তাহা বলিতেছেন "নার" ইতি। নিচয়—সমূহ। সব তাহার—সর্ব্ব জীবের। নার শব্দে জীব সমূহ, অয়ন শব্দে আশ্রয় অর্থাৎ যিনি সমস্ত জীবের আশ্রয় তিনিই নারায়ণ; ইহাতে তাহার কারণত্বের উল্লেখ না থাকিলেও আশ্রয়োপলক্ষণে তাহাও উক্ত হইয়াছে ॥২৯॥

[illegible] নারায়ণ বলিবার তাৎপর্য্য এই, স্বকাংশ মৃদ্ঘটসমূহের আশ্রয় যে এক-

* "অয়ন শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়" কোথাও পাঠ।

জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার।
তা সভা হইতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার ॥৩১॥
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্বপিতা।
তোমার শক্তিতে তারা জগৎ রক্ষিতা ॥৩২॥

অত্র দ্বিতীয়হেতোঃ "অধীশ্বর" ইত্যস্যার্থে প্রথমং তাবৎ 'ঈশ্বর' পদস্যার্থমাহ "জীবের" ইতি। 'অধি' ইত্যস্যার্থ মাহ "তা সভা" ইতি। পুরুষাদ্য-বতারেভ্য তব অপার মৈশ্বর্য্যং ॥৩১॥

অধি তথা ঈশ্বর ইত্যুভয়-যোগেন তস্যার্থ মাহ "অতএব" ইতি। ঐশ্বর্য্যত্বেন ত্বমেব অধীশ্বরঃ অস্যার্থঃ "সর্ব্বপিতা" সর্ব্বেষাং জীবানাং পালক ইত্যর্থঃ। নমু পুরুষাদ্যবতার এব জগদ্রক্ষিতার অহন্তু তৎ কথমিত্য "তোমার" ইতি। ত্বং ক্ত্যৈব যতস্তে জগৎ-রক্ষিতারঃ অতস্ত্বং মূল এব শি তা পালক ইত্যর্থঃ ॥৩২॥

দেশস্থ ভূখণ্ড, তাহারও আশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত বৃহতী পৃথিবী। যেমন মূলাশ্রয়, অণুচৈতন্যাংশ জীবসমুদায়ের আশ্রয় যে বিষ্ণু প্রভৃতি নারায়ণ তাহা আশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মূল নারায়ণ। শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্বে এই একটি উক্ত হইল; তদ্বিষয়ে দ্বিতীয় হেতু শ্রবণ করুন ॥৩০॥

শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্বে দ্বিতীয় হেতু শ্লোকোক্ত "অধীশঃ" শব্দ প্রথমতঃ অধি-ঈশ= ধীশ, এই ঈশ শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন, "জী ইতি মহাবিষ্ণু, সহস্রশীর্ষপুরুষ ও বিষ্ণু এই তিন পুরুষাবতার, আ ইঁহাদের অংশ মৎস্য কূর্ম্মাদ্যবতার; ইহারা জীব সকলের ঈশ্বর। অধি অর্থ করিতেছেন, "তা সভা" ইতি। তা সভা হইতে উক্ত পুরুষাদি হইতে তোমার অপার ঐশ্বর্য্য ॥৩১॥

অধি ও ঈশ এই দুই শব্দ মিলিয়া অর্থ করিতেছেন, "অতএব" পুরুষাদি হইতে অপার ঐশ্বর্য্য হেতু তুমিই অধীশ্বর, ইহার অর্থ স অর্থাৎ সর্ব্বপালক, হে শ্রীকৃষ্ণ! যদি বলেন, পুরুষাদি অবতারগণই জগৎ আমি কেমন করিয়া জগৎপালক? ইহাতে বলিতেছেন, "তোমার" যেহেতু তোমার শক্তিতেই তাঁহারা জগৎ রক্ষা করেন; অতএব তুমিই পালক, অর্থাৎ মূল পালক, তোমার শক্তিতে পালন করাতে তুমিই সর্ব্ব ইতিভাব ॥৩২॥

নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ ॥৩৩॥
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাদি [illegible] বৈকুণ্ঠ [illegible] ধাম ॥৩৪॥
ইথে যত জীব তার ত্রৈকালিক কর্ম্ম।
তাহা দেখ সাক্ষী তুমি জান সর্ব্ব মর্ম্ম ॥৩৫॥
তোমার [illegible] নে সর্ব্বজগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কারো নাহি স্থিতি গতি ॥৩৬॥
নারের অয়ন যাতে কর দরশন।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥৩৭॥

[illegible] "নারায়ণ" শব্দার্থ মাহ "নারের" ইতি। অত্র অয়ন শব্দঃ পালনার্থঃ [illegible] বিশেষঃ পুরুষাদিনারায়ণেভ্যঃ অধিকৈশ্বর্য্যত্বাৎ বা মূলপালক- [illegible] মূল নারায়ণ ইতিভাবঃ ॥৩৩॥

[illegible] তৃতীয়হেতোঃ "অখিললোক-সাক্ষী" ইত্যস্যার্থ মাহ "অনন্ত" ইতি [illegible]

[illegible] কারণ মাহ "তোমার" ইতি। [illegible] তাভাবে তেষাং জীবানাং স্থিতি- [illegible] ॥৩৬॥

[illegible] "নারায়ণ" শব্দার্থমাহ "নারের" ইতি। অত্র অয়ন শব্দঃ দর্শনার্থঃ [illegible] বিশেষঃ। পুরুষ [illegible] নারায়ণ-দৃষ্টি-সত্ত্বেপি [illegible] দ্রষ্টা [illegible] ভাবেন [illegible] মূল নারায়ণঃ ইতিভাবঃ ॥৩৭—॥৩৯॥

[illegible] শব্দের অর্থ এইরূপ হইবে যথা, নারের—জীবসমূহের, অয়ন [illegible] জীবসমূহপালক নারায়ণ ইত্যর্থ। পূর্ব্বে অয়ন শব্দের আশ্রয়ার্থ [illegible] পালনার্থ এই বিশেষ হইল; [illegible] এইরূপে পুরুষাদি অবতার [illegible] মূল পালক হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ মূল নারায়ণ ইতি ॥৩৩॥

[illegible] নারায়ণত্বে তৃতীয় হেতু শ্লোকোক্ত "অখিললোক-সাক্ষী" ইহার [illegible] করিতেছেন, "তৃতীয়" ইতি। পর অর্থে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি শক্তির আবশ্যক [illegible] বলিতেছেন, শ্রীভগবান্ অর্থাৎ সর্ব্বশক্তি-পরিপূর্ণ ॥৩৪॥

[illegible]—ইহাতে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে ও বৈকুণ্ঠে। ত্রৈকালিক—ভূত, ভবিষ্যৎ [illegible]। তাহা দেখ, কিন্তু সাক্ষী অর্থাৎ তজ্জন্য সুখ দুঃখভোগী নহ। [illegible] তাহাদের সর্ব্বও (অভিপ্রায়ও) জান ॥৩৫॥

কৃষ্ণ কহেন না বুঝিয়ে তোমার বচন।
জীবহৃদি-জলে বৈসে সেই নারায়ণ ॥৩৮॥
ব্রহ্মা বলে জলে জীবে যেই নারায়ণ।
সে সব তোমার অংশ এ সত্য বচন ॥৩৯॥
কারণাব্ধি গর্ভোদক ক্ষীরোদকশায়ী।
মায়াদ্বারে সৃষ্টি করেন তাতে সব মায়ী ॥৪০॥

জলজীবহৃদয়শায়িত্বেন কেতেনারায়ণাঃ কথম্বা জলশায়িত্বমন্তর্যামিত্ব ইত্যেতৎ প্রতিপাদয়তি "কারণাব্ধী"তি সার্দ্ধেন। কারণাব্ধ্যাদি শায়িত্বে তে ত্রয়ঃ জলশায়িনঃ মায়য়া তদুপলক্ষিত মায়িকবস্তুনাচ সৃষ্টিকর্তৃত্বে মায়িকত্ব জীবহৃদয়শায়িনশ্চ অন্তর্যামিন ইত্যর্থঃ ॥৪০॥

এখানে নারায়ণ শব্দের অর্থ এইরূপ যথা "নারের" ইতি। এখানে অয়ন শব্দ দর্শনার্থ, নারের জীবসকলের ত্রৈকালিক কর্ম্ম দর্শন করেন, এই জীবসমূহের ত্রৈকালিক কর্ম্মদ্রষ্টা নারায়ণ ইতি। পূর্ব্বে অয়ন শব্দ পালন, এখানে দর্শনার্থ ইহা বিশেষ হইল ॥৩৬॥

মূল নারায়ণ এইরূপে পুরুষ প্রভৃতি নারায়ণের বৃত্তি থাকিলেও তোমার সত্তাভাবে জগতের স্থিতি ও গতি না হওয়াতে তুমি মূল নারায়ণ ইতিভাব॥৩৭॥

যিনি জীবহৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে ও জলে কারণাব্ধ্যাদিশায়ীরূপে বাস করেন, তিনিই নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ (থাকায় জীবের আশ্রয়াদিরূপে তাঁর প্রসিদ্ধতা থাকায়) তোমার বাক্য অর্থাৎ আমাকে (কৃষ্ণকে) নারায়ণ এইরূপ বাক্য বুঝিলাম না। ইহা মূল শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠোক্তি ॥৩৮॥

উহাতে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন এই, জলে ও জীবহৃদয়ে বাস করাতে যাহারা নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ, তাহারা তোমার অংশ এই বাক্য সত্য। তাহাদের অংশীত্ব প্রযুক্ত এ প্রকারেও (জলে ও হৃদয়ে অংশ দ্বারা বাস প্রকারেও) তুমি মূল নারায়ণ ইতিভাব ॥৩৯॥

জল এবং জীবহৃদয়শায়িত্বরূপে কাহারা সেই নারায়ণ এবং কি প্রকারে বা তাহারা জলশায়ী এবং অন্তর্যামী, ইহাতে তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন "কারণাব্ধী" তি সার্দ্ধ পয়ারদ্বারা। এখানে শায়ী শব্দটী সকলকার সহিত অন্বয় করিতে হইবে অর্থাৎ কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী, এই তিন কারণাব্ধি প্রভৃতিতে শয়ন করাতে জলশায়ী এবং মায়া ও তদুপলক্ষিত মায়িক

সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব অন্তর্যামী।
ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষ নামী ॥৪১॥
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥৪২॥

কো হি কস্যান্তর্যামী তত্রাহ "ব্রহ্মাণ্ড" ইতি। তত্র যঃ পুরুষোনামা কারণার্ণবশায়ী স ব্রহ্মাণ্ডসমূহান্তর্যামী মায়ান্তর্যামী ইত্যর্থঃ। বিশেষোক্ত্যভাবাৎ পুরুষশব্দেনাত্র প্রথম পুরুষ এব জ্ঞেয়ঃ অনেনৈবতু কারণার্ণবশায়িত্বমুক্তং অথবা পূর্ব্বপয়ারোক্ত গর্ভোদকশায্যাদি সাহচর্য্যেন ॥৪১॥

তত্র যো গর্ভোদকশায়ী নারায়ণঃ স ব্রহ্মণঃ অন্তর্যামী। তত্র যঃ ক্ষীরোদকশায়ী নারায়ণঃ স প্রত্যেক জীবানামন্তর্যামী ॥৪২॥

জলশায়ীনাং শ্রীনারায়ণানাং জলশায়িত্বে কারণমুক্তা অত্র তে শ্রীকৃষ্ণাংশাঃ শ্রীকৃষ্ণ অংশীতত্র কারণমাহ "ইহা সভার" ইতি। অত্রায়মাশয়ঃ মায়াদ্যুপলক্ষিতা ভক্তিৰেন গুণমাহাত্ম্যাৎ তে শ্রীকৃষ্ণস্য অংশাঃ; তৎ সম্বন্ধ হইতেক তুরীয়ত্বেন অধিক মাহাত্ম্যাৎ শ্রীকৃষ্ণঃ অংশী। যদ্বা ভিন্ন বস্তু মায়াদি সম্বন্ধেন তে অংশাঃ তদসম্বন্ধেন চ শ্রীকৃষ্ণঃ অংশী যথা ঘটাদি সম্বন্ধেন ঘটাদ্যা-

হয় মায়া শক্তি সকলের মায়িক ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্যামী, অর্থাৎ মায়া এবং তদুপলক্ষিত মায়িক ব্রহ্মাদিগকে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করাইবার জন্য তাঁহাদের হৃদয়ে বাস করেন তাঁহারা অন্তর্যামী*। এই তিনটী জল ও জীবহৃদয়বাসী প্রসিদ্ধ নারায়ণ। এখানে জীবোপলক্ষিত মায়াকেও গ্রহণ করিতে হইবে যেহেতু কারণার্ণবশায়ী মায়ার অন্তর্যামী ॥৪০॥

উক্ত তিনের মধ্যে কে কাহার অন্তর্যামী তাহা বলিতেছেন "ব্রহ্মাণ্ড" ইত্যাদি। উক্ত তিনের মধ্যে পুরুষ নামে যে কারণার্ণবশায়ী তিনি ব্রহ্মাণ্ডসমূহের অর্থাৎ মায়ার অন্তর্যামী। এখানে কোন বিশেষ বাক্য না থাকায় পুরুষ বলিতে প্রথম পুরুষ বলিতে হইবে। এবং ইহা দ্বারা অথবা পর পয়ারোক্ত গর্ভোদকশায়ী প্রভৃতির সাহচর্য্যে কারণার্ণবশায়ী বলিতে হইবে ॥৪১॥

সেই তিনের মধ্যে যিনি গর্ভোদকশায়ী নারায়ণ তিনি ব্রহ্মার অন্তর্যামী। যিনি ক্ষীরোদশায়ী তিনি প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী ॥৪২॥

* এখানে এই অর্থ করিবার জন্যই "মায়াধারে" এই অর্দ্ধ পয়ার বলিয়াছেন, নতুবা তৎপূর্ব্বে ইহা বলিবার অপর কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

ইহা সভার দর্শনাদ্যে আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥৪৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ১৬ শ্লো... নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামি... শ্লোকঃ ;—

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যস্ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপ্রচক্ষতে ॥১০॥

কাশঃ তদ্রাহিত্যেন চ বৃহদাকাশঃ। এতচ্চ "বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ" এতচ্... ব্যাখ্যায়ামপি স্পষ্টীভবিষ্যতি ॥৪৩॥

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চেতি নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতে শ্রী... সমগ্রস্য ইতি তদ্দিতি ভগবচ্ছব্দশব্দিতে। ইতি স্বামী।

তুরীয়স্য লক্ষণমাহ বিরাটিতি। বিরাট্ স্থূলদেহঃ হিরণ্যগর্ভঃ সূক্ষ্ম... কারণং মহত্তত্ত্বাদি বা মায়া এতে ঈশস্য উপাধয়ঃ ভেদকা ইত্যর্থঃ এতৈঃ ত্রিভি... ব্রহ্মাদিভিঃ হীনং রহিতং যৎবস্তু তৎ তুরীয়ং চতুর্থং নারায়ণং প্রচক্ষতে... মুক্তি ইতি তুরীয়লক্ষণং। এতেন চাত্রেদমপিবাক্যতে যথা ঘটাকাশঃ পটা... মঠাকাশঃ ইত্যত্র ঘটাদ্যুপাধিনা তে আকাশাঃ অংশাঃ তদভাবেন চ মহা...

জল ও ক্ষীরশায়ী সেই তিন নারায়ণের জল ও ক্ষীরশায়িত্বে কারণ... তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, এবং শ্রীকৃষ্ণ যে অংশী, ইহার কারণ বলি... "ইহা সভার" ইতি। এখানে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এই মায়া ও মায়ি... দির অন্তর্যামিরূপে তাঁহাদের (সেই তিন নারায়ণের) তত্তৎপ্রতি দৃষ্টি... সেই মায়া প্রকৃতির সহিত দৃষ্টিমাত্র সম্বন্ধেই তত্তন্মহিমার অপেক্ষাকৃত... হইল, এ প্রযুক্ত সেই তিন নারায়ণ অংশ; শ্রীকৃষ্ণের সে সম্বন্ধ না... অধিক মাহাত্ম্য প্রযুক্ত তিনি অংশী।

অথবা ভিন্নবস্তু ঘটে আকাশের অবচ্ছিন্ন (বিশিষ্ট বা অন্য নিষ্ঠ) সম্বন্ধ থাকায় অর্থাৎ ঘটাকাশ ঘটবিশিষ্ট এই সম্বন্ধে সেই ঘটাকাশ... বৃহদাকাশের অংশ, বৃহদাকাশে সে সম্বন্ধ না থাকায় তাহা যেমন... তদ্রূপ ভিন্ন বস্তু মায়া প্রভৃতিতে কারণাব্ধিশায়ি প্রভৃতি শ্রীনারায়ণের দৃষ্টি... থাকায় তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অংশ; শ্রীকৃষ্ণের সে সম্বন্ধ না থাকায় তিনি অং... আগামী শ্লোক ব্যাখ্যাতেও উহা স্পষ্ট হইবে ॥৪৩॥

যদ্যপি ঐ তিনের মায়া লঞা ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাহি সভে মায়াপার ॥৫৪॥

[illegible] বিরাজাদ্রূপ বিনা তে শ্রীনারায়ণাঃ অংশাঃ তদভাবেন চ শ্রীকৃষ্ণঃ [illegible] ইতি চঃ ॥১০॥

নতু "যাতে সব মায়ী" ইত্যনেন তেষাং কারণাব্ধিশায়ি প্রভৃতীনাং ত্রয়াণাং [illegible] মায়ানিলিপ্তত্বমিত্যনেন মায়িকজীবাৎ তেষাং কো বিশেষঃ যেন [illegible] ইত্যাশঙ্ক্যাহ যদ্যপীতি। তে মায়াননীপারস্থাঃ অতস্তৎস্পর্শরহিতাঃ, জীবস্তু মায়ামগ্নঃ অতস্তৎস্পর্শসহিতঃ ইতি মহান্ বিশেষঃ। [illegible] জীবস্তু মায়াধীন ইতি ভাবঃ ॥৫৪॥

[illegible] হিরণ্যগর্ভঃ কারণং চ ইতি ঈশস্য উপাধয়ঃ (ভেদকাঃ) ত্রিভিঃ ([illegible]) হীনং (রহিতং) যৎ বস্তু তৎ তুরীয়ং প্রচক্ষতে (কথয়ন্তি)। [illegible]

স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও মায়া এই তিনটী ঈশ্বরের উপাধি (ভেদক), ঐ তিন [illegible] বস্তুকে তুরীয় বলে ॥১৭॥

এই শ্লোকে তুরীয়ের লক্ষণ বলিয়াছেন। এখানে ইহাও ব্যক্ত হইতেছে, ঘটাকাশ, পটাকাশ ও গৃহাকাশ ইত্যাদি স্থলে ঘটাদি উপাধিভেদে তত্তদাকাশের ভেদ হওয়াতে তাহারা (সেই আকাশ) যেমন মহাকাশের অংশ, [illegible] মহাকাশ [illegible] অংশী। তদ্রূপ স্থূলান্তর্যামী বিরাট, সূক্ষ্মদেহান্তর্যামী [illegible] পুরুষ, মায়ান্তর্যামী মহাবিষ্ণু, ইত্যাদি স্থলে স্থূলাদ্যুপাধিভেদে তত্তৎস্বরূপ [illegible] বিষ্ণু প্রভৃতি নারায়ণের ভেদ হওয়াতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অংশ, [illegible] শ্রীকৃষ্ণ অংশী।

স্থূল সূক্ষ্মাদিতে অন্তর্যামিরূপে বাস করাতেই তাঁহারা অংশ, ঐরূপ [illegible] কোথাও বাস না করাতেই শ্রীকৃষ্ণ অংশী, তিনি সর্ব্বত্র নিরুপাধি পূর্ণই [illegible] ইত্যভিপ্রায়েই শ্লোকে "তুরীয় কৃষ্ণের" এই পয়ারোক্ত তুরীয়ের লক্ষণ বলিয়াছেন ॥১৭॥

"যাতে সব মায়ী" এই ৪০ পয়ারে কারণাব্ধিশায়ী প্রভৃতি তিন নারায়ণকে [illegible] বলিয়াছেন, [illegible] মায়িকজীব হইতে তাঁহাদের বিশেষ কি, [illegible] তাঁহারা সর্ব্বান্তর্যামী এবং সর্ব্বেশ্বর; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন "যদ্যপি" [illegible] লঞা—লইয়া, সভে—সব [illegible] অর্থাৎ মহাবিষ্ণু প্রভৃতি তিন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৩৪
শ্রীশৌনকাদীন্ প্রতি শ্রীসূতবচনং ;—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥১১॥

সেই তিন পুরুষের তুমি পরম আশ্রয়।
তুমি মূল নারায়ণ ইথে কি বিস্ময় ॥৫৫॥

ভাবার্থদীপিকা। কুত ইত্যপেক্ষায়ামৈশ্বর্যালক্ষণমাহ এতদিতি। ঈশস্যেশনমৈশ্বর্যং নাম এতদেব কিন্তৎ প্রকৃতিস্থোঽপি তস্যা গুণৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ সদা ন যুজ্যত ইতি যৎ। যথা আত্মস্থৈরানন্দাদিভিরাত্মাশ্রয়াপি বুদ্ধির্ন যুজ্যতে তদ্বৎ বৈধর্ম্মে দৃষ্টান্তো বা আত্মস্থৈঃ সত্তাপ্রকাশাদিভির্যথা বুদ্ধির্যুজ্যতে আত্মা তথা যুজ্যতে এবং বা অসদাত্মা দেহঃ তত্রস্থৈর্গুণৈঃ তদাশ্রয়া বুদ্ধ্যুপাধির্জীবো যুজ্যতে এবং প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈর্ন যুজ্যত ইতি যৎ এতদীশনমীশস্যেতি ভাবঃ। চক্রবর্ত্তী।

তদাশ্রয়া ঈশাশ্রয়া বুদ্ধিঃ দেহস্থাপি দেহস্থৈ সুখদুঃখাদিভির্ন যুজ্যতে কিং বক্তব্যং ঈশঃ প্রকৃতিগুণৈর্ন যুজ্যত ইতিভাবঃ ॥১১॥

ঈশস্য এতৎ ঈশনং (সমর্থং) (কিন্তৎ) প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ (মায়াগুণৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ) সদা (সর্ব্বস্মিন্ কালে) ন যুজ্যতে ; যথা তদাশ্রয়া (ঈশাশ্রয়া) বুদ্ধি আত্মস্থৈঃ (দেহস্থৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ) ন যুজ্যতে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১১॥

যদিও সেই তিন (মহাবিষ্ণু, সহস্রশীর্ষাপুরুষ, ও বিষ্ণু) মায়া লইয়া ব্যবহার করেন, তথাপি তাহার স্পর্শ নাই ; যেহেতু তাহারা সকলে মায়াপার ... মায়া হইতে ভিন্ন থাকায় তাঁহারা তৎস্পর্শ রহিত, আর জীব মায়ান্তর্গত ... তৎস্পর্শ সহিত এইটীই মহাবিশেষ ; তাঁহারা মায়ার অধীশ্বর আর জীব ... অধীন, ইতিভাব ॥৫৫॥

বুদ্ধি যেমন আত্মাশ্রয়ে থাকিয়াও তাহার (আত্মার) আনন্দাদিযুক্ত ... সহিত যুক্ত হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বরও মায়াতে থাকিয়া তাহার সুখদুঃখাদিগুণে ... হন না, সেইটী তাঁহার শক্তি ॥১১॥

বুদ্ধি প্রাকৃতিক দেহে থাকিয়াও ঈশাশ্রিতা হইলে দৈহিক সুখদুঃখাদি ... যুক্ত হয় না, সুতরাং ঈশ প্রাকৃতে থাকিয়াও তাহার গুণে যুক্ত হন না, ... ভাব। "তথাপি তৎস্পর্শ নাহি" ইহার প্রমাণ এই শ্লোক ॥১১॥

সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহো তোমার বিলাস তুমি মূল নারায়ণ ॥৪৬॥
অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোম নারায়ণ।
শ্রীকৃষ্ণের বিলাস এই তত্ত্ব বিবরণ ॥৪৭॥

ননু পরব্যোমনাথ এব মূল নারায়ণঃ যতঃ স এব তেষামংশী ন ত্বমিত্যত্র আহ "সেই তিনের" ইতি। অত্র বিলাসশব্দেন বলরাম নারায়ণয়োরভিন্নং তথা জ্ঞাপকং "সেই তিনের" ইতি, নচেৎ "সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী" ইতি পূর্বোক্ত নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-প্রতিপাদকবাক্যেন বিরোধ আপদ্যেত ॥৪৭।৪৮॥

"[illegible] ন হি ইহ ভগবান্" ইত্যস্যার্থমুপসংহরতি "অতএব" ইতি ॥৪৭॥

"নারায়ণস্ত্বং" * * *। এই শ্লোকের অর্থ মধ্যে প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত করিয়া প্রকৃতার্থের উপসংহার করিতেছেন "সেই তিন পুরুষের" ইতি। সঙ্কর্ষণাংশ কারণতোয়শায়ী, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী গর্ভোদশায়ী, প্রত্যেক জীবান্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী এই তিন পুরুষের তুমি পরমাশ্রয় অর্থাৎ তাঁহাদের আশ্রয় যে পরব্যোমনাথ তাঁহারও তুমি আশ্রয়, অতএব তুমি (শ্রীকৃষ্ণ) যে মূল নারায়ণ তাহা আশ্চর্য্য কি ॥৪৫॥

যদি বলেন পরব্যোমনাথই নারায়ণ, যেহেতু তিনি তাঁহাদের অংশী, তাহার উত্তর বলি, ইহাতে বলিতেছেন, "সেই তিনের" ইতি। মায়ান্তর্যামী [illegible] বিষ্ণু প্রভৃতির অংশী (যাহার অংশ আছে তাহাকেই অংশী বলে) যে পরব্যোমনাথ নারায়ণ তিনি তোমার বিলাস মূর্ত্তি; অতএব তুমিই (শ্রীকৃষ্ণ) মূল নারায়ণ। এখানে বলরাম ও নারায়ণ এই দুয়েই শ্রীকৃষ্ণের বিলাস, এ জন্য এই দুইকে এক করিয়া নারায়ণকে উক্ত তিনের অংশী বলিয়াছেন। নচেৎ প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত "সঙ্কর্ষণঃ" এই ৭ শ্লোকে কারণতোয়শায়ী প্রভৃতি তিনকে বলদেবের অংশ বলিয়া অর্থাৎ তাঁহাকে তাঁহাদের অংশী বলিয়া আবার এখানে সেই তিনের অংশী নারায়ণ বলাতে বিরোধ উপস্থিত হয়।

বিদ্যারত্ন ও বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের বিলাস পরব্যোমনাথ, আবার "যদদ্বৈতং ব্রহ্ম" * * * শ্লোক ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, ভগবানই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; এই দুই প্রকার ব্যাখ্যা করাতে বোধ হয় তাঁহারা পূর্বাপর দৃষ্টি করেন নাই। অথবা পরব্যোমনাথ আর ভগবান্ এই দুয়ের ঐক্যবোধে, বোধ হয়, এই দুই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদি কেহ বলেন, [illegible] হইতে ভিন্ন পরব্যোমনাথকে বিলাস বলিবার উদ্দেশেই গ্রন্থকার এস্থলে

এই শ্লোক তত্ত্ব-লক্ষণ ভাগবত সার।
পরিভাষা রূপে ইহার সর্ব্বত্র অধিকার ॥৪৮॥

"নারায়ণস্ত্বং" ইতি ব্রহ্ম-বাক্যেন শ্রীকৃষ্ণ এব মূল নারায়ণঃ পরব্যোম নারায়ণস্তু তস্যৈব বিলাস ইতি স্থিরীকৃতং কিন্তু অন্যত্র অন্যেন নারায়ণ অংশঃ শ্রীকৃষ্ণ ইতি যৎ প্রতিপাদ্যতে তন্নিরাকরোতি "এই শ্লোক" ই সর্ব্ব তত্ত্ববিদাদিকবি-ব্রহ্ম-বাক্যত্বেন শ্রীভাগবতস্য শ্রেষ্ঠ তত্ত্বলক্ষণে স্বয়ং শ্লো অতঃ ব্রহ্মবাক্যত্বেন শ্রেষ্ঠ পরিভাষা সদৃশত্বাৎ অস্যৈব সর্ব্বত্রাধিকারঃ। চ তত্রাপি অয়মেবার্থঃ নতু অন্যোঽর্থঃ অধিকারাভাবাৎ। অয়ং ভাবঃ ব্র বাক্যস্য সর্ব্বপ্রধানত্বাৎ এতস্মিন্ তত্ত্বদধিকৃতে তেষামধিকারা ভাবাৎ ন তদ কাশঃ অতঃ এতদানুগত্যেন তত্রাপি এতদনুকূলোঽর্থো ভবদেব ॥৪৮॥

এই বিচার করিয়াছেন, তাহা নহে; যেহেতু প্রথমতঃ তাহার বিভিন্নতার প্রমাণ না থাকায় তাঁহারা ভিন্ন নহেন, একই বস্তু দুইটী নামমাত্র; অ পরব্যোমনাথই ভগবান; দ্বিতীয়তঃ "যদদ্বৈতং" শ্লোকোক্ত ভগবানের বিচার প্রকরণে অকস্মাৎ পরব্যোমনাথের তত্ত্ববিচার উত্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই। এবং অপ্রাসঙ্গিক দোষোৎপত্তি হয়। অতএব যিনি ব্যোমনাথ তিনিই শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ সিদ্ধান্ত ॥৪৬॥

"যদদ্বৈতং" * * * এই শ্লোকোক্ত ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবৎ-তত্ত্ব-নি প্রমাণে "নারায়ণস্ত্বং" এই শ্লোকটী উত্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে তাঁহা নিরূপণ হইল এই, তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি।

উক্ত অর্থটী উক্ত শ্লোকোক্ত কোন শব্দ দ্বারা না হইলেও অর্থ দ্বারা প্র পাইতেছে। যথা "নারায়ণস্ত্বং নহি" অর্থাৎ তুমি (শ্রীকৃষ্ণ) নারায়ণ ন অবশ্য তুমিই নারায়ণ, এই অর্থে শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণ পদের প্রথম লক্ষ্য হ অপর নারায়ণ তাহা হইতেই প্রকাশ হইয়াছেন; ইহা ব্রহ্মার বাক্য-ভ লভ্য হওয়াতে পরব্যোমনাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ কিন্তু আকৃ ভিন্ন হওয়াতে তাহার বিলাস মূর্ত্তি। অথবা তুমিই নারায়ণ, এই ন শব্দের কারণাব্ধিশায়ী প্রভৃতির কোন বিশেষোল্লেখ না থাকায় প্রথম না পদবাচ্য পরব্যোমনাথই বুঝাইল, যেহেতু তাঁহার একটী নাম নারায়ণ "নারায়ণোঽঙ্গং" অর্থাৎ যিনি একৈকাংশে কারণশায়ী প্রভৃতি নারায়ণ তাহাদের অংশী যে পরব্যোমনাথ নারায়ণ তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ দ্বি দেহ; কিন্তু ভিন্নাকার প্রযুক্ত বিলাস, ইতি ॥৪

"নারায়ণস্ত্বং" এই ব্রহ্মবাক্যে শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ, আর পরব্যোমনাথ নারায়ণ তাঁহার বিলাস এইটী স্থিরসিদ্ধান্ত হইল। কিন্তু ১০ স্ক। ২ অং। ৯ শ্লো। "অথাহমংশভাগেন" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে বলিতেছেন আমি অংশভাগে দেবকীর গর্ভে প্রাপ্ত হইব। ১০ স্ক। ৪৩ অং। ২০ শ্লো। "এতৌ—ভগবতঃ [illegible] অবতীর্ণাবিহাংশেন বসুদেবস্য বেশ্মনি"। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব নারায়ণের অংশাবতার। ১০। ৮৯। ৭২। "দ্বিজাত্মজা—কলাবতীর্ণৌ"। অর্থাৎ [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে ও অর্জ্জুনকে বলিতেছেন তোমরা আমার অংশকলায় অবতীর্ণ হইয়াছ। ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের অংশরূপে যে প্রতিপন্ন করে তাহা নিবারণ জন্য বলিতেছেন "এই শ্লোক" ইতি।

এই শ্লোক "নারায়ণস্ত্বং"। তত্ত্ব লক্ষণ—তত্ত্বের সূত্র অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব নিরূপণে সূত্রস্বরূপ এই শ্লোক। বর্ণনা! শাস্ত্রকারের প্রথম প্রণীত সংক্ষিপ্ত বাক্য বিশেষকে সূত্র বলে। সার—শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবতে তত্ত্বনিরূপণ সম্বন্ধে এইটী তাহার শ্রেষ্ঠশ্লোক। পরিভাষা—"অনিয়মে নিয়মকারিণী পরিভাষা"। অর্থাৎ অনিশ্চয়ে যে নিশ্চয় করিয়া দেয় তাহাকেই পরিভাষা বলে। যেমন কেবল দুগ্ধ বলিলে গো মহিষ প্রভৃতি অনেকেরই দুগ্ধ থাকায় তাহার নিশ্চয় না হওয়াতে পরিভাষা গো দুগ্ধই নিশ্চয় করিয়া দেয়, তাহাতে দুগ্ধ বলিলে পরিভাষা গো দুগ্ধই বুঝাইয়া দেয়। ফলিত কথা এই, গ্রন্থের সংক্ষেপ নির্ব্বাহ জন্য প্রাচীনদিগের সঙ্কেত বিশেষকেই পরিভাষা বলে। রূপে—তৎস্বরূপে, সর্ব্বত্র—সকল স্থানে, অধিকার—অনুবৃত্তি অর্থাৎ একস্থানে উক্ত হইয়া অপর স্থানে [illegible] ব্যাপে তাহাকেই অধিকার বলে।

পয়ারের অর্থ এই যে "নারায়ণস্ত্বং" এই শ্লোকটী সর্ব্বতত্ত্ববিৎ আদি কবি ব্রহ্মার বাক্য, এ প্রযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবত মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বনিরূপণের শ্রেষ্ঠ সূত্র স্বরূপ, অতএব পরিভাষা সদৃশ এই সূত্রের অধিকার সর্ব্বত্রই আছে। অর্থাৎ [illegible] তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছে সেই স্থানেই এই শ্লোকের অনুকূল অর্থ করিতে হইবে।

অতএব [illegible] এই সর্ব্বতত্ত্ববিদ্ ব্রহ্মার বাক্য প্রযুক্ত পরিভাষা সদৃশ এই শ্লোক তত্ত্বনির্ব্বাহক অপর শ্লোককে অধিকার করাতে তাহাদের আর তত্ত্বার্থ অধিকার না থাকায় তত্তদর্থের অবকাশ থাকিল না সুতরাং এই শ্লোকার্থই স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ এই শ্লোকের অনুগতরূপে তত্তৎস্থানে তাহাদের অনুকূল অর্থ করিতে হইবে।

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর ॥৪৯॥
অবতারী নারায়ণ কৃষ্ণ অবতার।
তেহোঁ চতুর্ভুজ এহোঁ মনুষ্য আকার ॥৫০॥

ব্রহ্মআত্মা ভগবান্ এতদ্রূপেণ শ্রীকৃষ্ণঃ বিহরতি ইতি "যদদ্বৈতং" শ্লো... পরমতং নিরাসয়িতুমাহ "ব্রহ্ম" ইতি ॥৪৯॥ মূর্খার্থমনুবদতি "অবতারী"তি...

তাহা এইরূপ হইবে যথা উপরোক্ত ১০।২।৬ শ্লোকস্থ "অংশ ভাগেন" অর্থ স্বামীপাদ করেন সর্ব্বথা পরিপূর্ণরূপে। তোষণীকার বলেন প্রকাশ ... ১০।৩৩।২০। শ্লোকস্থ "অংশেন" এই শব্দের অর্থ এই, উপলক্ষণে তৃতীয়া ... হওয়াতে ঐ অংশ শব্দটী বসুদেবের বিশেষণ হইয়াছে, অর্থাৎ ভগবচ্ছক্তি... প্রযুক্ত তদংশোপলক্ষিত যে বসুদেব তাহার গৃহে এই দুই (কৃষ্ণ বল...) অবতীর্ণ হইয়াছেন।

উপরোক্ত ১০।৮৯।৩২ শ্লোকস্থ "কলাবতীর্ণৌ" ইহার অর্থ এই ... সংবলিতরূপে প্রকট হইয়াছেন। ইত্যাদির মূলতোষণী তত্তৎস্থানে... করিবেন। এবং অপরাপর স্থানেও এইরূপ অর্থ হইবে। কোন কোন... বক্তার পূর্ণতত্ত্বজ্ঞানাভাবেও ঐরূপ উক্তি হইয়াছে, যথা শ্রীকৃষ্ণই ব... অসুরকে বিনাশ করেন কিন্তু তদনভিজ্ঞ কংশরঙ্গ সভাস্থ কতক... ১০।৪৩।২৫ শ্লোকে বলিয়াছেন বলদেব তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন; ... অনভিজ্ঞতা প্রযুক্তও অনেকে বলেন শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অংশ।

সিদ্ধান্ত হইল এই, সর্ব্বতত্ত্ব পরমাভিজ্ঞ ব্রহ্ম-বাক্য ... যরূপে... সকল বাক্যকে অধিকার করাতে শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ, ... পরব্যো... নারায়ণ তাঁহার বিলাস, এইটী সর্ব্ববাক্যার্থ; অ... এব কোন স্থানে... অংশ বলিলে এই মুদগর বাক্যে তাহা নিবারিত হইবে ॥৪৮॥

যদদ্বৈতং— শ্লোকে ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি এই অর্থটী "য... প্রভবতঃ—" এই ব্রহ্মবাক্যে, পরমাত্মা তাঁহার অংশ, এই ... "অথবা বহুনৈতেন"— এই শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে, এবং "তমিমমহমজং"— ভীষ্ম বাক্যে, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার বিলাস এই... "নারায়ণস্ত্বং"—এই ব্রহ্ম বাক্যে প্রতিপন্ন করিয়া তদ্বিরোধিমতকে... করিবার জন্য তাহা উত্থাপন করিতেছেন "ব্রহ্ম" ইতি। ব্রহ্মাদি বাক্য... "যদদ্বৈতং"— শ্লোকোক্ত ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ ইহার কৃষ্ণে...

এই মতে নানারূপ করে পূর্ব্বপক্ষ।
তাহাকে নির্জ্জিতে ভাগবত পদ্য দক্ষ ॥৫১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং ;—

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥১২॥

শুন ভাই শ্লোক এই* করহ বিচার।
এক মুখ্যতত্ত্ব তিন তাহার প্রচার† ॥৫২॥

পং বিবাদং দূরমাহ "শুন ভাই" ইত্যাদি ॥৫২॥

অর্থ। শ্রীকৃষ্ণ ঐ তিন রূপকে প্রকাশ করেন, মূর্খলোক এ অর্থ না জানি (না জানিয়া) আর (অন্য প্রকার) অর্থ করে ॥৪৯॥

মূর্খার্থের অনুবাদ করিতেছেন "অবতারী" তি। যাহা হইতে অবতার হয় তাঁহাকেই অবতারী বলে, আর যাহা হইতে যিনি অবতীর্ণ হয়েন তাঁহাকে অবতার বলে অর্থাৎ নারায়ণ অংশী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অংশ, যেহেতু তেঁহো (তিনি অর্থাৎ নারায়ণ) চতুর্ভুজ, অর্থাৎ ঈশ্বরাকার এহোঁ (ইনি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) মনুষ্যাকার অর্থাৎ দ্বিভুজ ॥৫০॥

মূর্খ লোক এই মতে অর্থাৎ দ্বিভুজ হইতে চতুর্ভুজের আধিক্য বোধে নানারূপ (নানাপ্রকার) পূর্ব্বপক্ষ (বিবাদ) করে; তাহাকে (সেই মূর্খকে নির্জ্জিতে (পরাজয় করিতে) ভাগবতের পদ্য (শ্লোক) দক্ষ (সমর্থ) ॥৫১॥

পূর্ব্বার্থ খণ্ডন করিবার জন্য এই শ্লোক প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহার অর্থে তাহা প্রকাশ করিবে। ইহার টীকা প্রভৃতি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ॥১২॥

মূর্খ লোকের অর্থকে নিরাস করিবার জন্য বলিতেছেন "শুন ভাই" ইত্যাদি "অবতার নয়" এই ৫৭ পয়ার পর্য্যন্ত। প্রতিবাদ সদর্থ শ্রবণোন্মুখ করিবার জন্য ভাই বলিয়াছেন, শ্লোক এই অর্থাৎ তুমি বিবাদ করিতেছ কেন? আমি যাহা বলিতেছি শ্রীভাগবত শ্লোকেও এই (তাহা) বলিয়াছেন, অতএব আমার এই বিচার কর। তাহা এই, সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ব বস্তু একটী কিন্তু জ্ঞানী

---

* "এই শ্লোক" পাঠ অপেক্ষা "শ্লোক এই" পাঠই যে ভাবপূর্ণ, তাহা অর্থে প্রকাশ হইবে।

† কোথাও "প্রকার" এই পাঠ সুন্দর সঙ্গত হয় না, ইহা পয়ারার্থেই ব্যক্ত হইবে।

অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তার রূপ ॥৫৩॥
এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বাচন।
আর এক শুন ভাগবতের বচন ॥৫৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং ;—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥১৩॥

মুখ্যতত্ত্বমেবাহ "অদ্বয়" ইতি ॥৫৩॥৫৪॥

ভাবার্থদীপিকা। অত্র বিশেষমাহ এতে চেতি। পুংসঃ পরমেশ্বরস্য কে দংশাঃ কেচিৎকলাঃ বিভূতয়ঃ। তত্র মৎস্যাদীনাং অবতারত্বেন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমত্ত্বেঽপি যথোপযোগমেব জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যাবিষ্করণং। কুমারনারদা যাধিকারিকেষু যথোপযোগমংশকলাবেশঃ। তত্র কুমারাদিষু জ্ঞানা পৃথ্বাদিষু শক্ত্যা-বেশঃ,। কৃষ্ণস্তু সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ এব আবিষ্কৃত শক্তিমত্ত্বাৎ। সর্ব্বেষাং প্রয়োজনমাহ ইন্দ্রারয়ো দৈত্যাঃ তৈ র্ব্যাকুলং উপদ্রুতং লোকং মৃড়য়ন্তি সুখিনং কুর্ব্বন্তি।

চূর্ণিকা। শ্রীকৃষ্ণস্তু সাক্ষাৎ নারায়ণ এব।

এতে চ (পূর্ব্বোক্তাঃ অনুক্তাশ্চ মৎস্যাদয়ঃ অবতারাঃ) পুংসঃ (পুরুষাবতারস্য) অংশকলাঃ কৃষ্ণঃ তু স্বয়ং ভগবান। (তে) ইন্দ্রারিব্যাকুলং (অসুরোপদ্রুতং) লোকং যুগে যুগে মৃড়য়ন্তি (সুখিনং কুর্ব্বন্তি) ইত্যন্বয়ঃ ॥১৩॥

যোগী ও ভক্ত, এই তিন জনে তাহার (সেই তত্ত্বের) তিন অর্থাৎ ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিনরূপ প্রচার করে ॥৫২॥

উক্ত "বদন্তি তৎ" শ্লোকের অর্থ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকেই মুখ্যতত্ত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন "অদ্বয়" ইতি। শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপই মুখ্য তত্ত্ববস্তু। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ এই তিন তাঁহারই এক একটী রূপ; অতএব শ্রীকৃষ্ণ অংশী, নারায়ণ তাঁহার বিলাস ইতি ॥৫৩॥

নির্ব্বাচন—নির্ব্বাক্ অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের উপর তুমি কথা কহিতে পারিলে না ॥৫৪॥

সর্ব্ব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥৫৫॥
তবে শুকদেব বড় মনে পাঞা ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করেন নিশ্চয় ॥৫৬॥

কৃষ্ণসন্দর্ভঃ। এতে পূর্ব্বোক্তাঃ চ শব্দাদনুক্তাশ্চ প্রথমমুদ্দিষ্টস্য পুংসঃ পুরুষস্য অংশকলাঃ কেচিৎ অংশাঃ স্বয়মেবাংশাঃ সাক্ষাদংশত্বেনাংশ ... কেচিদংশাবিষ্টত্বাদংশাঃ কেচিৎ কলা বিভূতয়ঃ। ইহ যো বিংশতি-তমাবতারত্বেন কথিতঃ স কৃষ্ণস্তু ভগবান্ এব ... পুরুষস্যাবতারী ভগবানি-ত্যর্থঃ ॥১৩॥

"এতে চাংশ" ইতি শ্লোকার্থমবতারবিন্দুমাহ "সর্ব্ব" ইতি ॥৫৫॥৫৬॥

শ্লোকার্থমাহ "অবতার" ইতি। অংশত্বং নাম শক্তীনাং সর্ব্বাংশ প্রকাশিতা। পূর্ণত্বঞ্চ কৃষ্ণস্যৈব নানাশক্তি প্রকাশিতা। সর্ব্বঅবতংশ ... ইত্যর্থঃ ॥৫৭॥

শ্রীসূতগোস্বামী বলিতেছেন, পূর্ব্বে যে সকল অবতারের নামোল্লেখ হই-য়াছে এবং যাহাদের কথা নাই তাহারা প্রথমোক্ত পুরুষের (মহাবিষ্ণুর, কেহ অংশ, কেহ কলা, কিন্তু সেই সকল অবতারমধ্যে বিংশতি অবতার রূপে কথিত হইয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনি স্বয়ং ভগবান অর্থাৎ উক্ত প্রথমোক্ত পুরুষের অবতারী। উক্ত ... অবতারের প্রয়োজন এই, তাঁহারা অসুরোপদ্রুত লোক সকলকে যুগে যুগে সুখী করেন অর্থাৎ অসুর পীড়িত লোক সকলকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা অবতীর্ণ হয়েন। নারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণ হয়েন, পূর্ব্বের এরূপ অর্থ খণ্ডন-জন্য "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, ... পূর্ব্বোক্ত যুগে ... পরে কহিবেন ॥১৩॥

"এতে চাংশ" এই অবতারিক প্রমাণের অর্থ করিবার পূর্ব্বে আভাষ দিতেছেন। "সর্ব্ব" ইত্যাদি দুই পয়ারে। ঐ শ্লোকটী শ্রীসূতোক্তি হওয়াতে "তবে সূত গোসাঞি" এই পাঠই আমাদের মতে সঙ্গত বোধ হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতপ্রেরো অনেক পণ্ডিতের পুস্তকে "তবে শুকদেব" এই পাঠ থাকায়, উহাই এখানে গ্রহণ করা হইল। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অবতার মধ্যে গণনা করাতে তাঁহার মহি-মার লাঘব হইয়াছে, সেই জন্য ভয় হইতেছে। পাঞা—পাইয়া। যার—যাঁহার। লক্ষণ—স্বরূপ ॥৫৫॥৫৬॥

অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব অবতংশ ॥৫৭॥
পূর্ব্বপক্ষী কহে তোমার ভাল ত ব্যাখ্যান।
পরব্যোমনারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥৫৮॥
তেহোঁ আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি কি আর বিচার ॥৫৯॥
তারে কহি কেন কর কুতর্কানুমান।
শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ কভু না হয়ে প্রমাণ ॥৬০॥

তথাহি কাব্যপ্রকাশ টীকায়াং ;—

অনুবাদ্য মনুক্ত্বৈব ন বিধেয়ং প্রযোজয়েদিতি ॥১৮

উক্ত "এতেচাংশ" প্রমাণের অর্থ করিতেছেন, "অবতার" ইতি। পূর্ব্বে মৎস্যাদি অবতার সকল মধ্যে কেহ প্রথম পুরুষের অংশ, কেহ কলা, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, ইনি কাহারও অংশ বা কলা নহেন, যেহেতু "সর্ব্ব অবতংশ" অর্থাৎ জগদাদি সকলের কারণ যে নারায়ণাদি সকল তাহাদেরও আদি পুরুষাদিরও আদিপুরুষ সুতরাং তিনি কাহারও অবতার নহেন ইতি। ইহা দ্বারা নিজ বাক্যার্থের উপসংহারও হইল ইতি ॥৫৭॥

পুনর্ব্বার মূর্খ বিবাদিকৃত উহার বিপরীতার্থের অনুবাদ করিতেছেন। "পূর্ব্বপক্ষী" ইতি দুই পয়ারে। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণ ইত্যন্বয়ঃ অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ যিনি পরব্যোমনাথ নারায়ণ তিনি পৃথিবীতে আসি (আসিয়া) কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; এই অর্থ ঐ শ্লোকে দেখিতেছি, আবার বিচার কি ॥৫৮।৫৯॥

মূর্খ বিবাদিকৃত অর্থ খণ্ডন করতঃ "যদদ্বৈতং" শ্লোকোক্ত যিনি ষড়ৈশ্বর্য্য ভগবান্, তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি, ইহা প্রতিপন্ন করিতেছেন, "তারে" ইতি আরম্ভ করিয়া "স্বয়ং ভগবান্-কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়" এই ৮৮ পয়ার পর্য্যন্ত। তারে—পূর্ব্ব পক্ষ কারীকে। কভু—কখন। কুতর্কানুমানে বাক্যার্থ হইতে পারে কিন্তু শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলে তাহা প্রামাণ্য হইতে পারে না, অতএব কেন তুমি (পূর্ব্বপক্ষী) কুতর্কানুমান কর, তোমার অর্থ শাস্ত্র বিরুদ্ধ। যিনি পরব্যোম নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ তিনিই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এরূপ অর্থ হইতে পারে কিন্তু শাস্ত্রবিরুদ্ধ হওয়াতে তাহা অপ্রামাণ্য ॥৬০॥

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পাছে সে বিধেয় ॥৬১॥
বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত।
অনুবাদ কহি তারে যেই বস্তু জ্ঞাত ॥৬২॥
যৈছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র অনুবাদ ইহার বিধেয় পণ্ডিত ॥৬৩॥

অনুবাদ্য মনুক্তৈব ইতি। অনুবাদ্যং জ্ঞাত বস্তু বিধেয়ং অজ্ঞাত বস্তু ইত্যর্থঃ ॥১৩॥

কচিৎ পুস্তকে [illegible] পাঠঃ স তু প্রমাদঃ জ্ঞাতবস্তু বিধেয়ং উদ্দেশ্য প্রতিনির্দেশ্যয়ো সমান বর্ণাক্রান্তত্বাৎ। তত্র "যৈছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত" ইতি। ইতি উদ্দেশ্য ইতি "বিপ্র অনুবাদ ইহার বিধেয় পণ্ডিত" ইতি প্রতিনির্দেশ্যঃ। অতএব "উদেতি সবিতা তাম্র এবাস্ত মেতিচ "ইত্যত্র একশব্দস্যৈব প্রয়োগ ইতি ॥৬৩॥

[illegible] হেতুঃ বিপ্ররূপেণ বিখ্যাত ইত্যর্থঃ পণ্ডিত রূপেণ অজ্ঞাত ইত্যর্থঃ ॥৬৩॥

অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় প্রয়োগ করিবে না ইতি, অনুবাদ বিধেয়ের অর্থ [illegible] পর পয়ারে করিতেছেন ॥১৪॥

[illegible] স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার জন্য প্রদর্শিত প্রমাণের অর্থ করিতেছেন, "অনুবাদ" ইতি। বিধেয় ও অনুবাদের অর্থ করিতেছেন, "বিধেয়" ইতি। [illegible] জ্ঞাত বস্তু অনুবাদ ॥৬১॥৬২॥

[illegible] কোন কোন পুস্তকে অনবধান বশতঃ বিপ্রত্ব ও পাণ্ডিত্য পাঠ আছে [illegible], দ্বিরুক্তি দোষ নিবারণ জন্য ঐ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নহে [illegible] বিভিন্নতা নিবারণ জন্য এক শব্দ দুইবার প্রয়োগ [illegible] দ্বিরুক্তি দোষ হয় না। যেমন সূর্য্য তাম্রবর্ণে উদয় হয় এবং তাম্রবর্ণেই অস্ত হয়। এখানে একটি তাম্রশব্দের পরিবর্ত্তে রক্তাদি শব্দ প্রয়োগ করিলে কিঞ্চিন্মাত্রও বিভিন্নতা বুঝা হবে, অতএব তাম্র শব্দের দ্বিরুক্তি দোষ হইল না। অর্থাৎ যে বর্ণে উদয় হয় তাহাতেই অস্ত হয়। তদ্রূপ এখানেও বিপ্রত্ব ও পাণ্ডিত্য ইহার পরিবর্ত্তে তত্তদর্থ বোধে বিভিন্নতা বুঝাবে, অতএব বিপ্র ও পণ্ডিত শব্দের দ্বিরুক্তি দোষ হইলনা অর্থাৎ যে বিপ্র আর সেই অনুবাদ ইত্যাদি ॥৬৩॥

বিপ্র বিখ্যাত তার পণ্ডিত* অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে পণ্ডিত পশ্চাৎ ॥৬৪॥
তৈছে ইহাঁ অবতার সব উক্ত জ্ঞাত।
যার অবতার সেই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥৬৫॥
এতে শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সংবাদ ॥৬৬॥
কৃষ্ণ তৈছে অবতার ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাহার বিশেষ যেই সেই অবিজ্ঞাত ॥৬৭॥
অতএব কৃষ্ণ শব্দ আগে অনুবাদ।
স্বয়ং ভগবত্ব পাছে বিধেয় সংবাদ ॥৬৮॥
কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ব ইহাঁ হৈল সাধ্য।
স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব ইহাঁ হৈলা বাধ্য ॥৬৯॥

বিপ্র অনুবাদ ও পণ্ডিত বিধেয়, ইহাতে হেতু এই বিপ্ররূপে জ্ঞাত ... বিপ্র অনুবাদ ও পণ্ডিতরূপে অজ্ঞাত থাকায় পণ্ডিত বিধেয়, অতএব অগ্রে ... শব্দ পশ্চাৎ পণ্ডিত ॥৬৪॥

তৈছে—তেমন অর্থাৎ তদ্রূপ। ইহা—এখানে অর্থাৎ "এতেচাংশ ... শ্লোকে। উক্ত হওয়াতে অর্থাৎ এই শ্লোকের পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে মৎ... অবতার সকল উক্ত হওয়াতে তাঁহারা ঐ শ্লোকে জ্ঞাত বস্তু, যাহার ... তাহার উল্লেখ না থাকায় তিনি অজ্ঞাত বস্তু। অতএব অনুবাদ অর্থাৎ ... থাকা প্রযুক্ত ঐ শ্লোকোক্ত "এতে" শব্দের অর্থ যে অবতার সকল তাঁ... সংবাদ অগ্রে, আর অজ্ঞাত থাকা প্রযুক্ত পুরুষের অংশ কলা সংবাদ ... ॥৬৫॥৬৬॥

মৎস্যাদি অবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ উক্ত হওয়াতে তিনি এখানে জ্ঞাত ... আর তাহার বিশেষ, অর্থাৎ ভগবান্ উক্ত না থাকায় তিনি অজ্ঞাত বস্তু ...

"অতএব" অর্থাৎ মৎস্যাদি অবতার মধ্যে জ্ঞাত থাকা প্রযুক্ত অনুবাদ ... শব্দের সংবাদ অগ্রে ও অজ্ঞাত থাকা প্রযুক্ত বিধেয় স্বয়ং ভগবান্ ... সংবাদ পশ্চাৎ হইয়াছে ॥৬৮॥

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এখানে অনুবাদ ও বিধেয় বিচারে উপলব্ধি ... এই, "অনুবাদ্যং, উদ্দেশ্যং, প্রাপ্তস্য ধর্ম্মান্তরপ্রাপ্তয়ে কথনং উদ্দেশঃ, ...

---

* বিপ্রত্ব, পাণ্ডিত্য, কোথাও পাঠ।

কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের* বচন ॥৭০॥
নারায়ণ অংশী যেহোঁ স্বয়ং ভগবান্।
তেঁহো শ্রীকৃষ্ণ ঐছে করিতা ব্যাখ্যান ॥৭১॥

ননু নারায়ণস্য অংশঃ শ্রীকৃষ্ণ ইতি প্রকৃতার্থানুরোধেন ন তাবৎ অত্র অনুবাদ বিধেয়য়োঃ বিচারোঽপেক্ষ্যতে অথবা জ্ঞাতবস্তুত্বেন নারায়ণোঽনুবাদঃ কৃষ্ণস্য বিধেয় ইত্যেবমস্ত ইত্যত্রাহ "কৃষ্ণ যদী"তি। সত্যং কিন্তু সূতস্য বচনং "ভগবানেষ কৃষ্ণঃ স্বয়ং" ইতি বিপরীতং ভবেৎ এব ন তু তথা অস্তি ॥৭০॥

পাঠবৈপরীত্যাৎ ব্যাখ্যা চ তথা ভবেদেব ইত্যত্রাহ "নারায়ণ" ইতি। ভাবিশ্যবক্তৃণাং তথাব্যাখ্যাভাবেন তৎপাঠে বিপরীত বাক্যাভাবাচ্চ মনস্যপি ন কদাচিৎ কৈশ্চিৎ তথাব্যাখ্যা ন ক্রীয়তে ইতিভাবঃ ॥৭১॥

শাস্ত্রে, অপ্রাপ্তস্য প্রাপণং কথনং বিধানং ইতি কাব্যপ্রকাশস্থ সপ্তমোল্লাসে টীকা-কৃতাং। অর্থাৎ অনুবাদ্য শব্দে উদ্দেশ্য ; প্রাপ্তবস্তু অর্থাৎ প্রাপ্তি নিমিত্ত কথনকে উদ্দেশ্য (অনুবাদ) বলে, আর অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি নিমিত্ত কথনকে সাধ্য (বিধেয়) বলে। এখানে মৎস্যাদি অবতার মধ্যে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ শব্দের অনুবাদত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত কথন হওয়াতে তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) অনুবাদ ও অপ্রাপ্ত ভগবান্ শব্দের প্রাপ্তি নিমিত্ত কথন হওয়াতে তিনি (ভগবান) বিধেয় ; এই বিচারে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ এই অর্থ টা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ, আর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই বোধাত্ম (বাদীর) অর্থ টা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

অতএব যেমন বিপ্রের পাণ্ডিত্যই সাধ্য (বিধেয়) কিন্তু পণ্ডিতের বিপ্রত্ব বাধ্য (বিধেয় নহে), তেমন মৎস্যাদি অবতারের পুরুষাংশকলাত্বই সাধ্য (বিধেয়), কিন্তু অংশকলার অবতারত্ব বাধ্য (বিধেয় নহে), তেমন শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্ব সাধ্য, কিন্তু স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব বাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই নারায়ণ, কিন্তু নারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণ নহেন ইতিভাব ॥৬৯॥

যদি বলেন নারায়ণের অংশ শ্রীকৃষ্ণ, এই প্রকৃতার্থানুরোধে অনুবাদ ও বিধেয় বিচারের আবশ্যক নাই। অথবা জ্ঞাতবস্তু নারায়ণ অনুবাদ ও অজ্ঞাত-বস্তু কৃষ্ণ বিধেয় এই হউক, ইহাতে বলিতেছেন "কৃষ্ণ যদি" ইতি। উত্তর: সত্য কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অংশ শ্রীনারায়ণ অংশী এইটীই শ্লোকের প্রকৃতার্থ হইলে সূত-সূক্ত বিপরীত হইত অর্থাৎ "ভগবানেষ কৃষ্ণঃ স্বয়ং" ইহাই বলিতেন ॥৭০॥

* এখানেও ৬৩ পয়ারোক্ত হেতুবশতঃ ঐ পাঠই থাকিল।

ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
আর্ষবিজ্ঞ বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥৭২॥
বিরুদ্ধার্থ কর তুমি কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ ॥৭৩॥

ভগবাংস্তু কৃষ্ণঃ স্বয়ং ইতি বক্তব্যে ভ্রমাদিদোষাদেব কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং ইতি উক্তং তথা এতদনুগতোঽর্থশ্চৈতৈঃ কৃত ইতি চেত্তন্ন ইত্যাহ "ভ্রমপ্রমাদ" ইতি। ভ্রমাদয়ঃ দোষাঃ আর্ষ্যবাক্যে বিজ্ঞবাক্যে চ ন সন্তি অতোত্র শ্রীশুকপাদেন যদুক্তং তৎসত্যমেব তথা এতদনুগতোঽর্থশ্চ ইতিভাবঃ। ভ্রমঃ ভ্রান্তিঃ প্রমাদোঽনবধানতা, বিপ্রলিপ্সা বিরোধোক্তি, করণাপাটব ইন্দ্রিয়াপটুতা ॥৭২॥

বিরুদ্ধদোষঃ বাস্তবদোষঃ। অবিমৃষ্টঃ প্রাধান্যেনানির্দ্দিষ্টো বিধেয়াংশো যত্রতৎ ইতি কাব্যপ্রকাশে সপ্তম উল্লাসঃ ॥৭৩॥

যদি বল সূতের বচন "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" হউক কিন্তু উহার ব্যাখ্যা এই, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনারায়ণের অংশ; তাহা নহে, যেহেতু তাহা হইলে শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি টীকায় ব্যাখ্যা করিতেন যিনি স্বয়ং ভগবান অংশী শ্রীনারায়ণ তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। তাহা যখন নাই তখন অর্থাৎ ব্যাখ্যা ও সূতের বিপরীত বচন না থাকায় কেহ কখন মনঃ দ্বারাও ঐরূপ (বিবাদিকৃত) ব্যাখ্যা করিবে না ইতিভাব। যেহোঁ—যিনি। তেহোঁ—তিনি। ঐছে—ঐরূপে ॥৭১॥

ভগবান্ নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিতে ভ্রমাদিদোষবশতঃ বলিয়াছেন কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, এই কথা যদি বল তাহা নহে; যেহেতু ভ্রমাদিদোষ সকল ঋষিবাক্যে ও বিজ্ঞবাক্যে থাকে না অতএব শ্রীশুকগোস্বামী এখানে যাহা (কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং) বলিয়াছেন তাহাই সত্য এবং তদনুগত অর্থও সত্য ইতিভাব।

ভ্রম অন্যেতে অন্যবুদ্ধি, যেমন রজ্জুতে (দড়িতে) সর্পবুদ্ধি। প্রমাদ—অনবধানতা অর্থাৎ অন্যত্র মনঃসংযোগ থাকায় অন্যবাক্যকে অন্যরূপে বোধ গ্রহণ। বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনেচ্ছা অর্থাৎ কেহ কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে অন্যরূপে বুঝাইয়া দেওয়া। করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা অর্থাৎ বধিরতাবশতঃ এক বলিলে আর এক শ্রবণ, বা চক্ষুদোষে এক দেখিতে আর দেখা। আর্ষবাক্য—ঋষিবাক্য। বিজ্ঞবাক্য—পণ্ডিতবাক্য ॥৭২॥

তুমি শাস্ত্রবিরুদ্ধ যে অর্থ করিতেছ তাহা বলিতে হইলে আবার রোষ করিতেছ। শাস্ত্রবিরুদ্ধ এই যে, তোমার অর্থে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ হয়

যার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥৭৪॥
দীপ হইতে যৈছে বহুদীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥৭৫॥

ননু যেষাং যদংশেন তত্তদ্ভগবত্তা যথা মহাসঙ্কর্ষণাদি-ভগবত্তয়া এব তদংশানাং সঙ্কর্ষণাদীনাং ভগবত্তা ইতি যুক্তি যুক্তং তথা সতি স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভগবত্তায়াঃ তদ্বিভিন্নাংশানাং অন্যেষাং ভগবতাং ভগবত্তা ন ভবেৎ অতঃ "যার ভগবত্তা হইতে" ইতি যদুক্তং তদসঙ্গতং ইত্যাশঙ্ক্যাং নিরাকরিষ্যন্নাহ "দীপ হইতে" ইতি সার্দ্ধেন। অস্যার্থঃ প্রজ্বলিত প্রথম দীপাৎ দ্বিতীয় দীপঃ [illegible] তৃতীয় ইত্যাদিনা বহূনাং তেষাং জ্বলনং ভবতি তেনচ পূর্ব্ব পূর্ব্ব দীপঃ পর পর দীপ কারণং তথাপি প্রথমো দীপ এব যথা সর্ব্বেষাং তেষাং [illegible] মূল কারণং তথা শ্রীকৃষ্ণাৎ মহাসঙ্কর্ষণঃ তস্মাৎ মহাবিষ্ণু তস্মাৎ গর্ভো-দকশায়ী [illegible] ইত্যাদিনা বহবঃ তত্তদংশাঃ তত্তভগবত্তয়া ভগবন্ত [illegible] মহাসঙ্কর্ষণাদয়ঃ সঙ্কর্ষণাদীনাং কারণানি তথাপি স্বয়ং ভগবান্ সঃ শ্রীকৃষ্ণ এব সর্ব্বেষাং তেষাং ভগবত্তায়া মূল কারণং অতঃ যার ভগবত্তা হইতে ইতি ন অসঙ্গতং এতেন এতদুক্তং ভবতি শ্রীকৃষ্ণাদেব যদৈতৎ মিত্যত্রোক্তঃ [illegible] নারায়ণঃ ইত্যর্থঃ নতু অস্মাৎ সঃ যতঃ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং ভগবান্ অয়ং তু ভগবান্ ॥৭৫॥

[illegible] উদ্দেশ্যে বিধেয়াংশ যেখানে নির্দ্দিষ্ট না হয় তাহাকেই অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ বলে অর্থাৎ অগ্রে অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় কথন ॥৭৩॥

উক্ত দোষ স্বীকার না করিলেও তোমার (বাদীর) মতে তাহার শব্দার্থ হইতে পারে না, যেহেতু যাহার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা তাহাতেই স্বয়ং ভগবান্ শব্দের স্থিতি হয় অর্থাৎ তাহাকেই স্বয়ং ভগবান্ বলে। তাহা হইলে স্বয়ং ভগবান শব্দে শ্রীনারায়ণ; তিনিই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এরূপ অর্থ হইতে পারে না। সত্তা—স্থিতি ॥৭৪॥

যে যাহার অংশ তাহার ভগবত্তা সেই অংশীর ভগবত্তা হইতেই; যথা মহাসঙ্কর্ষণাদির ভগবত্তা হইতে তদংশ সঙ্কর্ষণাদির ভগবত্তা, এইটিই যুক্তিযুক্ত বলিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা হইতে তার ভিন্নাংশ অন্য ভগবানের ভগবত্তা হইল না, "অতএব যার ভগবত্তা হইতে"—এই যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা সঙ্গত হয় না, এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য বলিতেছেন, "দীপ হইতে" ইতি সার্দ্ধপয়ারে।

ঐছে সব ভগবানের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যা খণ্ডন ॥৭৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কন্ধে ১০ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং ;—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণ মূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥১৫॥

ভাবার্থদীপিকা। দশলক্ষণং পুরাণং প্রাহেত্যুক্তং তানি দশলক্ষণানি দর্শয়তি অত্রেতি। মন্বন্তরাণি চ ঈশানুকথাশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ সর্গাদয়ো অত্র দশ লক্ষ্যন্তে ॥১৫॥

চক্রবর্ত্তী। সর্গঃ সৃষ্টিঃ বিসর্গঃ প্রলয়ঃ স্থানং স্থিতিঃ পোষণং পালনং ঊতয়ঃ লীলাঃ নিরোধঃ লয়ঃ নবমপদার্থনামাশ্রয়ঃ শ্রীকৃষ্ণ এব ॥১৫॥

উহার অর্থ এই, প্রজ্জ্বলিত প্রথম দীপ হইতে দ্বিতীয় দীপ, তাহা হইতে তৃতীয় দীপ ইত্যাদি বহু দীপ প্রজ্বলনে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দীপ পর পর দীপের (দ্বিতীয় দীপ তৃতীয়ের, সে আবার চতুর্থের) কারণ হইলেও প্রথম দীপই যেমন সমস্ত দীপের মূল কারণরূপে পরিগণিত হয়, তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে বলরাম, তাহা হইতে সঙ্কর্ষণ, তাহা হইতে মহাবিষ্ণু, তাহা হইতে গর্ভোদকশায়ী ও মৎস্যাদি অবতার হয়েন। তাহা হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাসঙ্কর্ষণাদি কারণ হইলেও শ্রীকৃষ্ণই উক্ত সমস্ত ভগবানের মূল কারণ ; অতএব "যাহার বস্তু হইতে"—এ পয়ারটী অসঙ্গত হইল না।

এখানে বলা হইল এই, শ্রীকৃষ্ণ হইতেই "যদদ্বৈতং" শ্লোকোক্ত ষড়ৈশ্বর্য্য অর্থাৎ পরব্যোমনাথ নারায়ণ, কিন্তু ইহা হইতে শ্রীকৃষ্ণ নহেন ; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, আর শ্রীনারায়ণ কেবল ভগবান ॥৭৫॥

নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্, তিনিই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েন, অতএব "যদদ্বৈতং" শ্লোকোক্ত ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ যিনি স্বয়ং ভগবান্ তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপ কৃত কুব্যাখ্যা "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই শ্লোকে খণ্ডন হইল, আর এক শ্লোক শ্রবণ কর, যাহাতে ঐ কুবাক্য খণ্ডন হয় ॥৭৬॥

এই শ্রীমদ্ভাগবতে সর্গ অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূত এবং শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার এই সকলের সৃষ্টি, বিসর্গ অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গম সৃষ্টি, স্থান অর্থাৎ সৃষ্টপদার্থের পালন বিষয়ে ভগবানের উৎকর্ষতা, পোষণ অর্থাৎ

দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণং।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥১৬॥
আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥৭৭॥

দশমস্যেত্যস্য [illegible] তাবত্তাত দশমস্যাশ্রয়স্য বিশুদ্ধ্যর্থং তত্ত্বজ্ঞানার্থং নবানাং [illegible] লক্ষণং একত্রৈব সাধারণ্যাৎ দোষ ইত্যর্থঃ। নবত্র নৈবং [illegible] [illegible] [illegible] স্থলানি [illegible] অঞ্জসা সাক্ষাৎ বর্ণয়ন্তি অর্থেন তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা [illegible] ॥১৬॥

দশমস্য আশ্রয়পদার্থস্য [illegible] বিশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানার্থং নবানাং সর্গাদীনাং ॥১৬॥

“দশমস্য” ইত্যস্যার্থং [illegible] “আশ্রয়” ইতি। আশ্রয়-তত্ত্বজ্ঞানার্থমেতে নব পদার্থাঃ কথিতাঃ নবানাং তেষাং য উৎপত্তি-হেতুঃ স আশ্রয়পদার্থঃ ইতি অস্য তাৎপর্য্যং ॥৭৭॥

অত্র (শ্রীমদ্ভাগবতে) [illegible] বিসর্গঃ স্থানং পোষণং ঊতয়ঃ মন্বন্তর ঈশানু-কথা নিরোধঃ মুক্তিঃ আশ্রয়ঃ (এতে দশার্থাঃ লক্ষ্যন্তে)। ইত্যন্বয়ঃ ॥৯০

মহাত্মানঃ দশমস্য (আশ্রয়স্য) বিশুদ্ধ্যর্থং (তত্ত্বজ্ঞানার্থং) নবানাং (সর্গাদীনাং) লক্ষণং (স্বরূপং) শ্রুতেন (স্তুত্যা) অর্থেন (তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা) অঞ্জসা (সাক্ষাৎ) বর্ণয়ন্তি ইত্যন্বয়ঃ ॥১৬॥

[illegible] [illegible] অনুগ্রহ, উতি অর্থাৎ স্থিতি বিষয়ে নানারূপ কর্ম্ম বাসনা, মন্বন্তর অর্থাৎ [illegible] মন্বন্তরে মনু প্রভৃতির সদ্ধর্ম্ম, ঈশানুকথা অর্থাৎ হরির অবতার চরিত্র ও হরিভক্তগণের চরিত্র, নিরোধ অর্থাৎ অন্তঃকরণাদি উপাধির সহিত জীবের হরিতে লয়, মুক্তি অর্থাৎ দেহাদিতে অভিমান ত্যাগ করিয়া জীবের স্বরূপে অবস্থিতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদাসাভিমান, আশ্রয় অর্থাৎ যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয় হয়, এই দশটী পদার্থ লক্ষিত হইয়াছে ॥৯০॥

মহাত্মা সকল দশম পদার্থের (আশ্রয় পদার্থের) তত্ত্ববোধ-জন্য সর্গাদি নবটী পদার্থের স্বরূপকে কোথাও স্তুতিদ্বারা কোথাও তাৎপর্য্যবৃত্তিদ্বারা ও কোথাও সাক্ষাৎরূপে বর্ণনা করেন ॥১৬॥

এই দুইটী শ্লোক শুকব্যাখ্যা বচনের প্রমাণ ॥১৬॥

* শ্রীভাগবতের মূলেই এই শ্লোকের পরে ইহার অর্থ করিয়াছেন; টীকা হইতে তাহার [illegible] করিবেন।

কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ এক ধাম।
কৃষ্ণের বিগ্রহে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম ॥৭৮॥

"আশ্রয়" ইত্যস্যার্থমাহ "কৃষ্ণ" ইতি ॥৭৮॥

"দশমস্য" এই শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "আশ্রয়" ইতি। আশ্রয় পদা... তত্ত্ব জানিবার জন্যই সর্গাদি নয়টী পদার্থ বলিয়াছেন। তাহার তত্ত্ব এই, ঐ নব পদার্থের উৎপত্তি হেতু তিনিই আশ্রয় পদার্থ ॥৭৭॥

আশ্রয় পদার্থের স্বরূপ বলিতেছেন "কৃষ্ণ" ইতি। পূর্ব্ব পয়ারে ... হইয়াছে এই, যিনি সর্গবিসর্গাদি নবপদার্থের উৎপত্তি হেতু তিনিই ... পদার্থ। তাহা হইলে সর্ব্বাশ্রয় এক শ্রীকৃষ্ণ হইতে সর্গবিসর্গাদি নব প... উৎপত্তি হওয়াতে তিনিই (শ্রীকৃষ্ণই) আশ্রয় পদার্থ অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে ... বিসর্গাদি নবপদার্থ এক শ্রীকৃষ্ণ-সমাশ্রয়ে অবস্থিতি করে, সৃষ্টি সময়ে ... হইতেই (শ্রীকৃষ্ণ হইতেই) সৃষ্টি হয়; এ প্রযুক্ত (সর্ব্বাশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত) এক শ্রীকৃষ্ণই সর্গবিসর্গাদির সৃষ্ট্যুৎপত্তি হেতু।

সৃষ্ট সর্গাদি নবপদার্থ আপনি আপনাতে ধারণ করিয়া প্রতিপালন ... সর্ব্বধাম (সর্ব্বাধার) এ প্রযুক্ত (সর্ব্বাধার প্রযুক্ত) এক শ্রীকৃষ্ণই সর্গাদি পদার্থের স্থিত্যুৎপত্তি হেতু।

প্রলয় সময়ে সর্গাদি নবপদার্থ এক শ্রীকৃষ্ণেই বিশ্রাম করে, এ ... (সর্ব্ব বিশ্রামস্থান প্রযুক্ত) তিনিই তাহাদের লয়োৎপত্তি হেতু।

এখানে সর্গাদি নবপদার্থের লয়োৎপত্তি হেতু বলাতে তদন্তর্গত (সর্গা... র্গত) অবতারাদিরও নাশ আশঙ্কা হইতে পারে না; যেহেতু প্রথমতঃ স... শব্দে সর্ব্ব জগতেরই লয় বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ বিশ্রাম শব্দে বিরাম ... কাহার কোন কার্য্য না থাকা, তাহা হইলে প্রলয়কালে সর্গবিসর্গাদি কা... থাকায় সেই সেই অবতারের পৃথিব্যাদিতে অবতার ও ধর্ম্ম সংস্থাপনাদি ... থাকে না, যেহেতু ভগবানের যে অংশ পৃথিবীতে অবতার হয় তাহারই অবতার, সুতরাং পৃথিবী না থাকায় অবতারও থাকে না; কিন্তু তৎকালে তা... শ্রীকৃষ্ণান্তর্গত স্বীয় স্বীয় ধামে স্বপার্ষদে বাস করিতে থাকেন। তৃতীয়... শব্দে নাশ অর্থাৎ অত্যান্তাভাব, এরূপ অর্থ নহে। লয় শব্দে লীন হওয়া... সূক্ষ্মবস্তু (পরমাণু সকল) বিশ্ব সংযুক্ত হইয়া বৃহদাকারে পরিণত হওয়া... সৃষ্টি। সংযুক্ত থাকার নাম স্থিতি। বিচ্ছেদের নাম লয়। ইহাতে ... পদার্থেরই নাশ নাই, পরমাণু সকল সময়েই যেমন একরূপ তদ্রূপ ...

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধ—ব্যাখ্যা—প্রারম্ভে শ্রীধরস্বামিনোক্তং ;—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহং।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥১৭॥

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥৭৯॥

শ্রীকৃষ্ণ এব আশ্রয় পদার্থ ইত্যত্র তৎপ্রমাণমাহ "দশমে" ইতি। দশমে [illegible]। আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং আশ্রিতানাং সঙ্কর্ষণাদীনাং আশ্রয়ো বিগ্রহঃ [illegible]। আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং পরংধাম জগদ্ধাম চ এ [illegible] বিশেষণত্রয়েণ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ ইত্যুক্তং॥১৭॥

[illegible] বদন্তি শ্রীনারায়ণ এব শ্রীকৃষ্ণরূপেণাবতীর্ণ ইত্যত আহ "কৃষ্ণের" ইতি। শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপাদি-জ্ঞানাভাবাদেব তথা বদন্তি নতু তদভিজ্ঞা ইত্যর্থঃ॥৭৯॥

আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং পরংধাম জগদ্ধাম দশমে (দশমস্কন্ধে) লক্ষ্যং (উদ্দেশ্যং) শ্রীকৃষ্ণাখ্যং তৎ (অত্র সর্গবিসর্গ ইত্যাত্রোক্তং) দশমং (আশ্রয় পদার্থং) নমামি ইত্যন্বয়ঃ॥১৭॥

[illegible] অবতার সকলের [illegible] একরূপ, কেবল সৃষ্টিতে তাহাদের [illegible] তাহাদের অনেকটা, কিন্তু তাহাদের আশ্রয় এক শ্রীকৃষ্ণ। [illegible] অর্থাৎ [illegible] একরূপ থাকায় সেই সকল অবতারের জন্মও নাই।

এখানে সিদ্ধান্ত হইল এই, স [illegible] বিসর্গাদি নব পদার্থের উৎপত্তি হেতু হওয়াতে এক শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয় [illegible] পদার্থ॥৭৮॥

যিনি আশ্রিতদেরকে প্রকট করিয়াছেন যিনি সকলকার মূলাশ্রয় যিনি জগৎ সকলের আশ্রয় অর্থাৎ যিনি সর্গাদি নবপদার্থের উৎপত্ত্যাদিহেতু সেই দশম-[illegible] [illegible] পদার্থকে (আশ্রয় পদার্থকে) প্রণাম করি॥১৭॥

শ্লোকোক্ত "[illegible]" শব্দের তাৎপর্য্য এই, জগতি শ্রীবৃন্দাবনে ধাম স্থানং [illegible] অর্থাৎ জগন্মধ্যে [illegible] শ্রীবৃন্দাবন যাহার ধাম (আশ্রয়) অর্থাৎ সর্ব্বাশ্রয় হইয়াও যিনি শ্রীবৃন্দাবনে প্রকট হইয়াছেন সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ইতি।

পূর্ব্বে ৭৮ পয়ারে উক্ত হইয়াছে সর্গাদি নবপদার্থের উৎপত্ত্যাদি হেতুপ্রযুক্ত এক শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয় পদার্থ, ইহা এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হ[illegible] এবং "আশ্রিতা-

কৃষ্ণের স্বরূপ হয় ষড়্বিধ বিলাস।
প্রাভব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ॥

শ্রয় বিগ্রহং" ইহাতে সৃষ্ট্যুৎপত্তিহেতু, "পরংধাম" ইহাতে স্থিত্যুৎপত্তি "জগদ্ধাম" ইহাতে প্রলয়োৎপত্তি হেতু বলা হইল।

এখানে "দশমং" আশ্রয়ং, এই আশ্রয় শব্দটীর কোন বিশেষ না অর্থাৎ অমুকের আশ্রয় এইরূপ কোন বিশেষ না থাকায় মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তি সর্ব্বাশ্রয়ার্থে পর্য্যবসান হওয়াতে শ্রীনারায়ণেরও আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ, অতএব বৈভবং" শ্লোকোক্ত ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরব্যোমনাথ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস ...ার সিদ্ধান্ত হইল। সর্গাদি নবপদার্থের আশ্রয়ার্থ এক শ্রীকৃষ্ণ, ... প্রমাণ এই শ্লোক॥১৭॥

যদি বলেন "দশমে দশমং" ইত্যাদি প্রমাণ থাকিতে অন্য কেহ কেহ বলেন শ্রীনারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ইহাতে বলি "কৃষ্ণের" ইতি। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাদি জ্ঞান না থাকাতেই তাহারা ঐ কথা কিন্তু যাহাদের সে জ্ঞান আছে তাঁহারা তাহা বলেন না ইত্যর্থ।

এখানে যদি বলেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ জ্ঞান হইলেই তাহাতে অজ্ঞান তিনি স্বয়ং নহেন এরূপ অজ্ঞান হইবে না, আবার শক্তিত্রয় জ্ঞানের প্র... দি; ইহার উত্তর এই, অন্তরঙ্গা (চিচ্ছক্তি) ও বহিরঙ্গা (মায়া) ... (জীবশক্তি) এই তিন শক্তির এবং ইহাদের কার্য্য সকলের আশ্র... কাহাকে কেহ মনে করিতে পারেন, তাহা নিবারণ জন্য শক্তিত্রয় জ্ঞান ... ছেন। তাহা হইলে ৮০ হইতে ৮ পয়ার মতে "কৃষ্ণের" এই পয়ারে এই প্রাভবাদি অনন্ত স্বরূপগণের এবং তিন শক্তি ও তাহাদের (তিন ... বৈকুণ্ঠাদি অনন্ত বৈভবগণের মুখ্যাশ্রয় এক শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞান যাহার হয় তাহার অজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণে নাই অর্থাৎ শ্রীনারায়ণাদি সকলের আশ্রয় এক ... এই জ্ঞান হওয়াতে শ্রীনারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এ... তাহার হয় না, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনারায়ণের আশ্রয় হইলে তিনি তাহা হইবেন কেন, ইতি॥৭১॥

---

* ঘোটকাদির মুখরজ্জু (লাগাম) বিহীনতাকে মুক্তপ্রগ্রহ বলে গতিরোধক মুখরজ্জু না থাকলে ঘোটক যেমন নিজ ইচ্ছায় গমন বিশ্রাম করে, তদ্রূপ এখানকার আশ্রয় শব্দটী কাহার আশ্রয় এরূপ বিশেষ নিবারক না থাকায় নিজ ইচ্ছায় সর্ব্বাশ্রয়ার্থে পর্য্যবসান হইল।

অংশ শক্ত্যাবেশ রূপে দ্বিবিধ অবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুইত প্রকার॥
কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী।
ক্রীড়া করে এই ছয়রূপে বিশ্ব ভরি॥৮০॥৮১॥

[illegible] "কৃষ্ণের স্বরূপ হয়" ইত্যারভ্য "এইত [illegible]" ইতি [illegible] "কৃষ্ণের" ইতি ত্রয়েণ। [illegible] যুগাবতার প্রকরণে অথ [illegible] [illegible],—

[illegible] উনকাঃ।
[illegible] ॥১॥
[illegible]
[illegible] ॥২॥
[illegible] যুগানুগাঃ ॥৩॥
[illegible] মুনিভেদৈতাঃ।
[illegible] কপিলশ্চ [illegible] ॥৪॥
অথ [illegible] কূর্ম্মো [illegible]।
[illegible]।
[illegible] চতুর্দশ।
[illegible] ॥৫॥

[illegible] এই পয়ারের অর্থ করিতেছেন "কৃষ্ণের স্বরূপ হয়" [illegible] এই পয়ার। [illegible] কৃষ্ণ স্বরূপের অর্থ [illegible] "কৃষ্ণের" ইতি [illegible] পয়ারে [illegible] [illegible]স্বরূপ, অংশরূপ, [illegible]স্বরূপ, বাল্য ও পৌগণ্ড, এই ছয়রূপে, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ বিলাস করেন।

[illegible] যুগাবতার প্রকরণে বলিয়াছেন যথা, [illegible] হরিস্বরূপকে [illegible] বলে। ইহারা পরাবস্থা হইতে ন্যূন [illegible]॥১॥

[illegible] দুই প্রকার, [illegible] ও কীর্ত্তিও অভি-[illegible] যথা [illegible] ও [illegible] ॥২॥৩॥

[illegible] মুনি সদৃশ হয়েন। [illegible] ও কপিল ॥৪॥

অথ স্বাংশঃ তত্রৈব।

তাদৃশোন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ ॥১॥
সঙ্কর্ষণাদি র্মৎস্যাদি র্যথা তত্তৎ স্বধামসু ॥২॥

অথ আবেশঃ তত্রৈব।

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহোত্তমাঃ ॥১॥
বৈকুণ্ঠেহপি যথা শেষো নারদঃ সনকাদয়ঃ।
অক্রুর-দৃষ্টাস্তেচামী শমে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥২॥

যচ্চোক্তং "কৃষ্ণের স্বরূপ হয় ষড়্বিধবিলাস" তত্র কিন্তাবৎ কৃষ্ণস্য স্বরূপং কথম্বা তস্যৈব ষড়্বিধরূপেণ বিলাস ইত্যত আহ "কিশোর" ইতি। কিশোর-স্বরূপমেব তস্য স্বরূপং, স্বয়মবতারী যতো হবতারঃ সোহবতারী যতো হবতারী সঃ স্বয়মবতারী ত্যনেন চ তস্যৈব ষড়্বিধরূপেণ বিলাসঃ। তদ্বিলাসে প্রয়োজন-মাহ "ক্রীড়ে" তি। বিশ্বভরণার্থং সদ্ধর্ম্মস্থাপন স্বভক্ত সুখীকরণাদ্যর্থং তদ্রূপেণ ক্রীড়তি ইত্যর্থঃ ॥৮০॥৮১॥

অনন্তর বৈভব বলিতেছেন, যথা ১ কূর্ম্ম, ২ মৎস্য, ৩ নারায়ণ ও নরসখ, ৪ বরাহ, ৫ হয়গ্রীব, ৬ পৃশ্নিগর্ভ, ৭ বলদেব। নারায়ণ ও নরকে এক করিয়া এই সপ্তক ও যজ্ঞাদি চতুর্দ্দশ যথা ১ যজ্ঞ, ২ বিভু, ৩ সত্যসেন, ৪ হরি, ৫ বৈকুণ্ঠ ৬ অজিত, ৭ বামন, ৮ সার্ব্বভৌম, ৯ ঋষভ, ১০ বিষক্সেন, ১১ ধর্ম্ম-সেতু, ১২ সুধামা, ১৩ যোগেশ্বর ও ১৪ বৃহদ্ভানু, এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাবতার মিলিত এই এক বিংশতিকে বৈভব বলে ॥৫॥

অনন্তর অংশ বলিতেছেন তত্রৈব। স্বরূপে অভেদ হইয়াও যিনি অল্প শক্তি প্রকাশ করেন তাঁহাকে অংশ বলে ॥১॥

যথা স্বীয় ধামে অর্থাৎ পরব্যোমে ও মহাতলাদিতে সঙ্কর্ষণ ও মৎস্য প্রভৃতি ॥২॥

অনন্তর আবেশ বলিতেছেন তত্রৈব। জনার্দ্দন (ভগবান) জ্ঞান ও শক্তি আদি কলা দ্বারা যে সকল জীবে প্রবিষ্ট হয়েন সেই সকল মহত্তম জীবকে আবেশ বলে ॥১॥

যথা বৈকুণ্ঠে যেমন শেষ এবং নারদ ও সনক প্রভৃতি অর্থাৎ সনক সনাতন সনন্দন ও সনৎকুমার। ব্রহ্মহ্রদে (অক্রুরঘাটে) অক্রুর দৃষ্ট সেই সকল

এই ছয়রূপে হয় অনন্ত বিভেদ।
অনন্তরূপে একরূপে নাহি কিছু ভেদ ॥৮২॥

নমু অনন্তরূপে [illegible] ক্রীড়া ভবেৎ কথং একস্যৈব কৃষ্ণস্য [illegible] "অনন্তরূপে" ইতি। একস্যৈব কৃষ্ণস্য রূপেণ সহ [illegible] পৃথক্ [illegible] তস্যৈব ক্রীড়েত্যর্থঃ। স্বয়মব- [illegible] এক এব কৃষ্ণঃ [illegible]রূপেণ ক্রীড়তীতি [illegible] ॥৮২॥

[illegible] শ্রীমহাপ্রভু-[illegible] কীর্তিত হইয়াছে ॥২॥ ইহার বিশেষ [illegible] করিবেন।

[illegible] এই দুইটী [illegible] নিত্যকৈশোর-স্বরূপের ধর্ম্ম, অর্থাৎ [illegible] নিত্যকিশোর শ্রীকৃষ্ণ ঐ দুই স্বভাবকে যথাসময়ে [illegible] করেন, অতএব ঐ দুইটীকে ধর্ম্ম বলিয়াছেন।

"[illegible] ষড়্‌বিধবিলাস" এই পূর্ব্বোক্ত পয়ারে উক্ত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ছয়রূপে বিলাস করেন, [illegible] কৃষ্ণের স্বরূপ কি? ইহাতে বলিতেছেন "কিশোর" ইতি। শ্রীকৃষ্ণের নিজস্বরূপ কিশোর অর্থাৎ [illegible] এইটী তাঁহার নিজস্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ [illegible] প্রাভবাদি ছয়টীরূপ হইবার কারণ কি, এবং তিনি [illegible] কেন? ইহাতে বলিতেছেন "স্বয়ং অবতারী" ইতি। [illegible] অবতারী হয় বা [illegible] অবতারী বলে, [illegible] প্রাভবাদি ছয়টী রূপ, তিনি [illegible] ও রূপ নহেন।

ষড়্‌বিধরূপে বিলাসের প্রয়োজন অর্থাৎ কেনই বা তিনি উক্তরূপে বিলাস করেন? ইহাতে বলিতেছেন "ক্রীড়া" ইতি। "বিশ্বভরি" বিশ্বকে ভরণ করতঃ অর্থাৎ [illegible] ও ভক্ত-সুখী করণাদি জন্য সেই সকল রূপে ক্রীড়া করেন ॥৮০।৮১॥

"ছয়রূপে"—প্রাভবাদি ছয় রূপে। "অনন্ত [illegible]"—মৎস্য কূর্ম্মাদি অসংখ্য বিভেদ। [illegible] অনন্তরূপে ক্রীড়া করেন বলিতে সেই সেই অনন্তরূপেরই ক্রীড়া হইবে, তাহা হইলে এক কৃষ্ণের ক্রীড়া কিরূপে হইবে? ইহাতে বলিতেছেন "অনন্তরূপে" ইতি। এক কৃষ্ণরূপের সহিত সেই অনন্তরূপের ভেদ না থাকায় এবং তাহাদের [illegible] রূপে পৃথক্ স্থিতি না থাকায় এক তাঁহারই

চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥৮৩॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎকারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডেরগণ ॥৮৪॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্যা নাহি তার অন্ত।
মুখ্য তিনশক্তি ইহার বিভেদ অনন্ত ॥৮৫॥

কৃষ্ণস্বরূপং বিচার্য্য শক্তিত্রয়বিচারমাহ "চিচ্ছক্তি" ইতি ত্রিভিঃ ॥৮৫॥

ক্রীড়া ইত্যর্থ। স্বয়ং অবতারী প্রযুক্ত এক শ্রীকৃষ্ণই সেই সেই অনন্তরূপে ক্রীড়া করেন ইতিভাব ॥৮২॥

"কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান" এই পয়ারোক্ত কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার করিয়া শক্তিত্রয়ের বিচার করিতেছেন "চিচ্ছক্তি" ইতি তিন পয়ারে। স্বরূপ শক্তি ও অন্তরঙ্গা এই দুইটী চিচ্ছক্তির নামান্তর। চিৎ শব্দে চেতন, স্বয়ং চেতনরূপিণী এ প্রযুক্ত চিচ্ছক্তি, স্বরূপ হইতে (কৃষ্ণ হইতে) অভিন্নতা প্রযুক্ত স্বরূপ শক্তি, অন্তরঙ্গ শব্দে স্বসম্পর্ক, স্বীয়তে (কৃষ্ণতে) সম্পর্ক (সংযোগ) থাকায় অন্তরঙ্গা। বৈকুণ্ঠাদি অনন্তধাম তাঁহার বৈভব অর্থাৎ তাহা হইতেই প্রকাশ হয় ॥৮৩॥

মায়া শক্তিকে বহিরঙ্গা বলে এবং জগৎ কারণ। মায়া শব্দে অবিদ্যা, অবিদ্যা শক্তি অর্থাৎ জড়রূপা এ প্রযুক্ত মায়া শক্তি; বহিস্ শব্দে বাহির, অঙ্গ শব্দে শরীর অবয়ব; কৃষ্ণ স্বরূপের বাহিরে যাহার অবয়ব অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয় হইলেও অচিন্ত্যশক্ত্যা তাহার সহিত সংযোগ না থাকায় বহিরঙ্গা, অথবা আলোকের সহিত অন্ধকারের যেমন সংযোগ নাই তদ্রূপ কেবল চৈতন্যরূপ কৃষ্ণের সহিত জড়রূপ মায়ার সংযোগ না থাকায় উহাকে বহিরঙ্গা বলে কিন্তু ইহার আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ, এইটীই অচিন্ত্যশক্তি। মহাবিষ্ণু এই মায়া দ্বারা সৃষ্টি করেন এ প্রযুক্ত জগৎকারণ। ইহা হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগণ প্রকাশ হয় ॥৮৪॥

জীব শক্তির নাম তটস্থা, যে স্বরূপে প্রবিষ্ট ও স্বরূপে অপ্রবিষ্ট তাহাকে তটস্থ বলে। চৈতন্যাংশ প্রযুক্ত স্বরূপে (কৃষ্ণে) প্রবিষ্ট (স্থিত) বহির্ম্মুখত্ব প্রযুক্ত তাহাতে অপ্রবিষ্ট, এই হেতু তটস্থা ॥৮৫॥

এইত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সভার আশ্রয় কৃষ্ণ কৃষ্ণে সভার স্থিতি ॥৮৬॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেই পুরুষাদি সভার কৃষ্ণ মূলাশ্রয় ॥৮৭॥

[illegible] উপসংহরতি "এইত স্বরূপগণ" [illegible] এব সর্বেষাং স্থিতিঃ ইতি জ্ঞানং [illegible] ইতি অজ্ঞানং ন ইতিভাবঃ। অত্র [illegible] বিরুদ্ধদোষঃ। কৃষ্ণাদেব যেষাং [illegible] স্থিতিঃ ইতি বিজ্ঞানবিদুং কৃষ্ণশব্দস্য দ্বিঃ প্রয়োগঃ ইতি- [illegible]

[illegible] ভাষা— এই ৭৬ পয়ারার্থ উপসংহার করিতেছেন "এইত স্বরূপগণ" ইতি। [illegible] স্বরূপগণের এবং চিচ্ছক্তি আদি তিনশক্তির ও [illegible] সভার (সকলের) আশ্রয় (আধার) শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ [illegible] হইয়া স্বয়ং স্থিতির [illegible] তাহার আর শ্রীনারায়ণ [illegible]

[illegible] বিপদোচ মহতা [illegible] যেমন তাম্রবর্ণে উদয় হয়েন [illegible] সম্পত্তিকালে ও বিপত্তিকালে মহৎ [illegible] প্রধান কেহ লক্ষ করিতে পারে না; [illegible] প্রয়োগ করিলে তাম্রবর্ণের [illegible] বলিলে তাম্র হইতে কিছু ভিন্ন হও- [illegible] মহতের অবিকল একরূপতার্থের হানি হয়, এ [illegible] শব্দের যেমন বিরুক্তি দোষ হইল না, তদ্রূপ এ পয়ারে [illegible] দোষ হয় না অর্থাৎ যেমন আশ্রয় তেমন তাহাতে [illegible]

[illegible] পয়ারে উক্ত হইয়াছে তিন শক্তি এবং তাহাদের বৈভবগণের আশ্রয় [illegible] কৃষ্ণ, কিন্তু তন্মধ্যে মায়াবৈভব ব্রহ্মাণ্ডগণের আশ্রয় মহাবিষ্ণু, যেহেতু তিনি [illegible]) দ্বারা [illegible] মাত্রে ব্রহ্মাণ্ডগণ সৃষ্টি করিয়া আপনাতে ধারণ

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥৮৮॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে ;—
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণঃ ॥১৮

"পূর্ব্বপক্ষী কহে" ইত্যাদ্যুক্তং শ্রীনারায়ণ এব শ্রীকৃষ্ণরূপেণাবতী বিবাদিমতং "তারে কহি" ইত্যাদিনা নিরাকৃত্য শ্রীকৃষ্ণাদেব শ্রীনারা শাস্ত্রমতং সংস্থাপ্য চ তদেব উপসংহরতি "স্বয়ং ভগবান্" ইতি। কৃষ্ণ ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণঃ পরম ঈশ্বরঃ ইতি সর্ব্বানি শাস্ত্রানি কথয়ন্তি শ্রীকৃষ্ণাদেব শ্রীনারায়ণঃ নতু শ্রীনারায়ণাৎ শ্রীকৃষ্ণঃ শাস্ত্রপ্রমাণাভাবাৎ ভাবঃ। অতঃ সাধুক্তং "অতএব ব্রহ্মবাক্যে" ইতি পদ্যং। তথা "ব্র ভগবান্ কৃষ্ণের বিহার" ইতি "কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্" ইত্যাদি পদ্যঞ্চ ॥৮৮॥

দিক্ প্রদর্শিনী। ঈশ্বরঃ পরম ইতি। কৃষিভূ ইতি কৃষ্ণস্তু ভগ মিতি। যস্মাদেব তাদৃক্ কৃষ্ণশব্দ বাচ্যঃ তস্মাদীশ্বরঃ সর্ব্বাবশয়িতা লক্ষিতং। বৃহদ্গৌতমীয়ে শ্রীকৃষ্ণস্তবার্থান্তরেণ। অথবা কর্ষয়েৎ জগৎ স্থাবরজঙ্গমং। কালরূপেণ ভগবাংস্তেনায়ং কৃষ্ণ উচ্যত ইতি। নিয়ময়তি সর্ব্বমিতি কালশব্দার্থঃ। যস্মাদেব তাদৃগীশ্বর স্তস্মাৎ প

ঈশ্বরঃ পরমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ অনাদিঃ আদিঃ গোবিন্দঃ কৃষ্ণঃ স কারণঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥১৮॥

করেন এপ্রযুক্ত তিনিই তাহার আশ্রয়; শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে আশ্রয় ইহাতে বলিতেছেন—"যদ্যপি" ইতি। যেমন একটী গৃহ সর্ষপপূর্ণ আশ্রয় হওয়াতে সেই সর্ষপেরও আশ্রয় হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও ব্রহ্মাণ্ড মহাবিষ্ণুর আশ্রয় হওয়াতে সেই ব্রহ্মাণ্ডগণেরও আশ্রয় হইয়াছেন। এই আদি পদে গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও অন্যান্যবতার; ইহার রূপে ও রক্ষকরূপে ব্রহ্মাণ্ডগণের আশ্রয়। সেহো—সেই। সকলের। মূলাশ্রয় অর্থাৎ যদিও ব্রহ্মাণ্ডগণের আশ্রয় পুরুষ, সেই সকলকার মূলাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডগণেরও আশ্রয় ইত্যর্থ ॥৮৭

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এই স্বসিদ্ধান্তের উপসংহার করিতেছে ভগবান্" ইতি ॥৮৮॥

[illegible] যস্মিন্। তদুক্তং শ্রীভাগবতে। রেমেরমাভি [illegible] ইতি শাস্ত্রং শ্রীমোহন ষ্টনিতাম্বরতে ইত্যাদি তত্রাতিশুশুভে [illegible] ভগবান্ দেবকীসুত ইতি চ। তত্রৈবাগ্রে। প্রিয়ঃ কান্তা কান্তঃ পরম [illegible] পরমাদ্বৈতমিতি। [illegible] তাদৃক্ [illegible] তদুক্তং শ্রীদশমে। [illegible] জনাসক্তমিতি। টীকাচ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ ইত্যেবা। একাদশেতু। [illegible] ইতি [illegible] তত্তাভাবাপেক্ষং কিন্তুনাদি [illegible] [illegible]। [illegible] একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ [illegible] নিত্যো [illegible]। [illegible] সর্ব্বকারণকারণং সর্ব্বকারণং [illegible] শ্রীদশমে [illegible] ভাগেনে- [illegible]। [illegible] মায়া তদংশা। গুণাঃ তেষাং ভাগেন [illegible] ভবতি। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইতি সচ্চিদা- [illegible] ইত্যর্থঃ। [illegible] হয়শীর্ষয়োঃ। সচ্চিদানন্দ- [illegible] ইতি। [illegible]। নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দ [illegible] ইতি। [illegible] শ্রীকৃষ্ণস্বরূপত্বে সিদ্ধে চোভয়লীলাভি- [illegible] শ্রুতে। যথা দ্বাদশেতু শ্রীসূতঃ। [illegible] নপবর্গবীর্য্য। গোবিন্দ গোপ- [illegible] পাহি ভৃত্যান্ ইতি। চিন্তামণি [illegible]। দশমে গোবিন্দাভিষেকারম্ভে সুরভী- [illegible] ইতি। [illegible] তাবৎ পরমগোলকাবতীর্ণানাং [illegible] চ [illegible] তদীয়মেব [illegible] প্রকাশিতং। [illegible] সচ্চিদানন্দ বিগ্রহমিত্যাদি।

[illegible]। "কৃষ্ণ মূলাশ্রয়" ইত্যত্র প্রমাণমাহ ঈশ্বর ইতি কৃষ্ণ ইতি [illegible] সর্ব্বকর্ত্তা কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থশ্চ পরমঃ সর্ব্বোৎ- [illegible] আনন্দং [illegible] ॥১৮॥

[illegible] সর্ব্বোৎকৃষ্ট শক্তিবিশিষ্ট সচ্চিদানন্দরূপ [illegible] সর্ব্বা- [illegible] শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডগণ-কারণ মহাবিষ্ণু প্রভৃতির কারণ ॥১৮॥

"[illegible] কৃষ্ণ মূলাশ্রয়" এই উক্ত পয়ারে প্রমাণ দিতেছেন "ঈশ্বর" [illegible]। [illegible] কৃষ্ণ আশ্রয় (১) কৃষ্ণঃ সর্ব্বকারণ কারণঃ (১) ॥১৮॥

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভালমতে।
তথাপি* পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে ॥৮৯॥

শাস্ত্রবিচার পরাভবেন পণ্ডিতানামসমোর্দ্ধং দুঃখং জায়তে তত্র ভাগ… প্রতিবাদী তু কদাচিৎ তস্যা তান্ সুখী করোতি যতঃ ভাগবতানাময়মেব … যথা "যস্মান্নোদ্বিজতে লোকঃ" ইতি গীতোপনিষদ্। "হরিভক্তৌ প্রবৃত্তাঃ … স্তেষুঃ পরতাপিনঃ" ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ অতঃ পরমভাগবতো … কারঃ বিচার পরাভব প্রভব দুঃখ দুঃখিতং পূর্ব্বপক্ষ কর্ত্তারং সুখীকর্ত্তু… "এ সব" ইতি মাংচালয়িতুং ব্রহ্ম শব্দেন ভগবদ্রূপেণ শ্রীকৃষ্ণ এব বিদ… ইতি স্থিরসিদ্ধান্তাং অয়ং চলতি কিংবনা ইতি পরীক্ষিতুং ইত্যর্থঃ। ত্বং … পরীক্ষকঃ ন তু অজ্ঞোহসীতিভাবঃ ॥৮৯॥

শাস্ত্র বিচারে পরাভূত হইলে পণ্ডিতদিগের যাহার পর নাই এরূপ অনি… নীয় দুঃখ হয়, কিন্তু প্রতিবাদী† ভগবদ্ভক্ত হইলে কোন একটী ছলে করি… তাহাদিগকে সুখী করেন, যেহেতু ভাগবতগণের এই একটী স্বভাব যে তাঁহা… কাহাকেও কোন কষ্ট দেন না। যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ১২ অং ১৫ শ্লোকে… শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, লোক সকল যাঁহা হইতে ক্লেশ না পায় তিনি আমা… প্রিয়। তথা মং। ঋাবিং। পং। ধৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ধৃত যে স্কন্দপুরা… বচন, তাহ . তাৎপর্য্য এই, যাহারা হরিভক্তিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন তাহারা… যখন পরতাপী (পরক্লেশপ্রদ) হয়েন না তখন ভক্ত যে তাহা হয়েন না এ আ… বলিতে কেন হইবে। অতএব পরম ভাগবত গ্রন্থকার উক্ত বিচার (না… য়ণই কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এই বিচার) পরাভব জন্য দুঃখ দুঃখি… পূর্ব্বপক্ষকারীকে সুখী করিবার জন্য বলিতেছেন "এ সব" ইতি পূর্ব্বপ… নিরাস পূর্ব্বক শাস্ত্রিতার্থ নিশ্চয়কে সিদ্ধান্ত বলে। প্রশ্ন বা বিবাদকে পূ… পক্ষ বলে।

বিদ্যারত্ন এ পয়ারের ব্যাখ্যা করিয়াছেন "তথাপি আমাকে উদ্বেজিত করি… বার নিমিত্ত পূর্ব্বপক্ষ করিতেছ" এখানে পয়ারোক্ত "চালাইতে" এই পদের… ব্যাখ্যা বোধ হয় উদ্বেজিত করিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন "আমা চালা… ইতে—আমাকে উদ্বেগ দিতে"। এই দুই জনার ব্যাখ্যাতে উৎপূর্ব্বক বিজধা… অর্থ হওয়াতে দুই ব্যাখ্যা একরূপই হইয়াছে ; কিন্তু তাহা ব্যাকরণ সঙ্গত নহে…

* কোথাও "তত্ত্বো" ইতি, কোথাও "তপ" ইতি পাঠ।
† প্রতিকূলে যে উত্তর দেয় তাহাকে প্রতিবাদী বলে।

[illegible] চল ধাতুর অর্থ পোষণ, গমন, কম্পন। তাহার পর ণিচ্ কৃদন্ত [illegible] চালন [illegible] ইত্যাদি পদ হয়, বঙ্গভাষায় চলাইতে ও চালাইতে [illegible] —

[illegible] ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ। চালয়তি। ভৃতিরিহ পোষণং ইতি [illegible] কবিকল্পদ্রুমঃ। চল, চু, প। ১ পোষণম্। ২ ধারণম্, ইতি [illegible] চল [illegible] ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ। [illegible] চালঃ চলঃ। চালয়তি [illegible] চল কম্পনে চলয়তি লতাং বায়ুঃ। চলয়ন্ কুরুচমূবা পকান্ [illegible] ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ। চালয়ন সকলাং পৃথ্বীং। ইতি [illegible] তরুন্ চলয়ন্ শনৈঃ। [illegible], ৮।৬০। ইতি [illegible] ইত্যাদি প্রমাণে উক্ত ব্যাখ্যায় ব্যাকরণ সঙ্গত নহে।

উক্ত প্রমাণে চল ধাতুর পোষণ গমন ও কম্পন এই ত্রিবিধ অর্থ হওয়াতে [illegible] "চালাইতে" ইহার প্রথম প্রকৃতার্থ এই "চালাইতে" পোষণ করিতে [illegible] আমার সিদ্ধান্তকে পুষ্ট করিবার জন্য। পূর্ব্বপক্ষের উত্তর দিতে হইলে [illegible] সিদ্ধান্তই পুষ্ট হইবে এই জন্য, ইতিভাব।

দ্বিতীয়ার্থ এই "চালাইতে" গমন করাইতে অর্থাৎ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াইয়া [illegible] উপর গমন করাইতে। পূর্ব্বপক্ষদ্বারা চরমসিদ্ধান্ত উপর [illegible] জন্য ইতিভাব।

[illegible] এই "চালাইতে" [illegible] অর্থাৎ ব্রহ্ম আত্মা ও ভগবান্ [illegible] এক শ্রীকৃষ্ণই বিলাস করেন এই স্থিরতর চরম সিদ্ধান্তে পূর্ব্বপক্ষ [illegible] বিবাদ করিলে স্থির থাকিতে পারে কি না, এইরূপ তুলা নিষ্ঠায় [illegible] সিদ্ধান্ত স্থির করাইতে। পরীক্ষা করিবার জন্য ইতিভাব।

[illegible] অর্থ হইল এই, তুমি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তসকল উত্তমরূপে জ্ঞাত [illegible] আমার সিদ্ধান্ত পুষ্ট করিবার জন্য চরম সিদ্ধান্তোপরি গমন [illegible] জন্য ও পরীক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বপক্ষ করিতেছ, ইতি। 'এই [illegible] এই আমার উপকার নিমিত্ত পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছ, কিন্তু তাহা [illegible] বলিয়া নহে; এই জন্যই বাদীকে সুখী করিয়াছেন ইতি ॥৮৯॥

---

* [illegible] কি কাষ্ঠখণ্ড অর্থাৎ খোঁটার কিয়দংশ প্রোথিত হইলে পুনঃ [illegible] তাহাকে [illegible] দেখাকে উক্ত ন্যায় বলে।

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্র কুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্ব সীমা ॥৯০॥
তারে ক্ষীরোদশায়ী কহি কি তার মহিমা ॥৯১॥

"নচৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ" ইত্যস্যার্থমাহ "সেই কৃষ্ণ" সার্দ্ধেন ॥৯০॥

যত্তু অন্যে ভক্তাঃ কদাচিৎ ক্ষীরোদশায়িত্বেন বদন্তি তন্ন হি কারণার্ণবশায়ি প্রভৃতি কারণস্য শ্রীনারায়ণস্যাপি কারণে শ্রীচৈতন্যে ক্ষীরোদশায়ীতি উক্তে তন্মহিমাসম্ভাবাৎ ইত্যর্থঃ ॥৯১॥

"যদদ্বৈতং" শ্লোকোক্ত "ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃপূর্ণঃ" ইহার সবিচার অর্থ করিয়া চৈতন্যাৎ—পরমিহ" ইহার অর্থ করিতেছেন "সেই কৃষ্ণ" ইতি। "সেই"—নারায়ণেরও অংশী, অথবা ৮৮ পয়ারোক্ত-বিশেষণ-বিশিষ্ট। অবতারী—তার সকলের আশ্রয় বা কারণ। আপনে—স্বয়ং। কৈল—করিয়াছে অর্থাৎ শ্রীনারায়ণেরও আশ্রয় অথবা স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বাশ্রয় পরম, সর্ব্বাবতারকারণ ও নন্দপুত্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে স্বয়ং অবতার করিয়া (অবতীর্ণ হইয়াছেন) প্রকাশাদিরূপে নহে ইত্যর্থ। নারায়ণাশ্রয়াদি শ্রীকৃষ্ণই বা কে? ইহাতে বলিয়াছেন তিনি "ব্রজেন্দ্রকুমার" অর্থাৎ শ্রীযশোদের পুত্র, অপর কেহ নহে।

অতএব অর্থাৎ সেই কৃষ্ণই চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়াতে চৈতন্য গোসাঞি (গোস্বামী) পরতত্বের (শ্রেষ্ঠতত্ত্বের) সীমা অর্থাৎ ইঁহার আর তত্ত্ব নাই।

গোস্বামী শব্দের অর্থ যথা শব্দকল্পদ্রুমে। গোস্বামী [ন] (ত্রি) গোপ ইতি হলায়ুধঃ। স্বর্গস্য ভুবো বা প্রভুঃ। যথা শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীরতিমঞ্জরী। ইত্যনন্তসংহিতা। ইতি ॥৯০॥

যদিও অন্য কেহ ভক্ত শ্রীচৈতন্যকে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু করিয়া বলিয়া তাহা তাঁহার তত্ত্ব নহে; যেহেতু মহাবিষ্ণু প্রভৃতিরও কারণ যে নারায়ণ তাহারও কারণ শ্রীচৈতন্যকে ক্ষীরোদশায়ী বলিলে তাঁহার সে মহিমা থাকে না ইত্যর্থ। তারে—শ্রীচৈতন্যকে। এখানে "শুইয়া আছিনু ক্ষীর-সাগর ভিতরে" ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ৬ অং, ইত্যাদি প্রমাণে, কেহ কেহ বলেন শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীচৈতন্যকে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু বলিয়াছেন

সেহো যে* ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে তাতে যাতে অবতারী ॥৯২॥

[illegible] ভক্তানাং যেষাং [illegible] কিংসম্ভবা তেষাং নহি নহীতি সর্ব্বং সম্ভা- [illegible] "[illegible]" ইতি [illegible] তৎ ন বা [illegible] মিথ্যা ইত্যর্থঃ। [illegible] কদাপি ন ব্যভিচারীত্যর্থঃ। অতঃ অবতারী ততঃ সকলং [illegible] অবতারিণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে সকলমেব বাক্যং সম্ভবেদিতি সর্ব্বসম্মা- [illegible]। "[illegible] মূর্খ" [illegible] মূর্খ ইতি বহুকং তত্ত্ব অভক্তপরং [illegible] "আত্মবঞ্চক" ইতি শ্লোকার্থঃ ॥৯২॥

[illegible] ভক্তিবার [illegible] তাহাদের লক্ষ করিয়া এই পয়ার বলিয়াছেন। [illegible] যেহেতু ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুই চৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন এরূপ [illegible] প্রকাশ করেন নাই।

[illegible] নিজগ্রন্থে (শ্রীচৈতন্যভাগবতে) শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন। যথা "[illegible] শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এক চিত্ত হইয়া"। আং। দ্বিং। অং। অবতার [illegible] ইত্যাদি বাক্যে শ্রীঅদ্বৈত পূজায় শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীচৈতন্যরূপে [illegible] সপ্রমাণ হইল কিন্তু ক্ষীরোদশায়ীর কোন প্রমাণ নাই।

"[illegible] নন্দকুমার"। মং। দ্বিং। অং। শ্রীবাস স্তবে।

"[illegible] তোমারে"।

"[illegible] তুমি [illegible] ব্রজরামা"। মং। নং। অং। শ্রীধরস্তবে।

"[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] গদাধারী।" অং। সং। অং। [illegible] সহস্র [illegible] বাক্যে। ইত্যাদি অনেক স্থানে শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন এবং যে কোন স্থানে তাঁহাকে বিষ্ণু প্রভৃতি বলিয়াছেন তাহা [illegible] [illegible] [illegible] স্থানে স্থানে শ্রীচৈতন্যকে যে শ্রীকৃষ্ণদাস [illegible] তাহা [illegible]। যথা:—

"[illegible]—[illegible] কমলালোচন।" মং। এং। পং।

[illegible] বাক্য [illegible] বলিলেও যেমন উহা তাঁহার তত্ত্ব নহে, [illegible] '[illegible] আবিষ্ট—' এখানেও তাহা তাঁহার তত্ত্ব নহে। বিশেষতঃ

"[illegible] মাঝে [illegible]।
[illegible] মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য"॥ আং। অং। পং।

---

* "সেহত" ইতি কোথাও পাঠ।

এখানে গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যকে বহু বলিয়া তাঁহার বাক্য অন্যথা করি ইহা কখনই হইতে পারে না; সুতরাং "তারে ক্ষীরোদশায়ী" এই অংশকে লক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে লক্ষ নহে॥১১॥

ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু কৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন এইরূপ ভক্তবা একেবারে ত্যাগ না করিয়া প্রকারান্তরে তাহা অঙ্গীকার করিয়া সর্ব করিতেছেন "সেহো যে" ইতি।

"সেহো যে—সেই যে। বাক্যচ্ছল—মিথ্যা। তাতে—তাহাতে। যাতে— যাহাতে। অবতারী—সকল অবতারের কারণকে অবতারী বলে।

অর্থ হইল এই। সেই যে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ক্ষীরোদশায়ী ভক্তবাক্য তাহা মিথ্যা নহে। উহার হেতু এই, "যাহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তারী," অতএব তাহাতে (শ্রীচৈতন্যতে) ভক্তদিগের সকল বাক্যই সম্ভ ভক্তবাক্য কখন কোথাও মিথ্যা হয় না, ইতিভাব। এইরূপে সর্ব হইল। তবে যে "এ অর্থ না জানি মূর্খ"।

এখানে যে মূর্খ বলিয়াছেন তাহা অভক্তকে অথবা "নারায়ণস্ত্বং শ্লোকের অসঙ্গতার্থ করাতে।

এখানে বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "যেমন একশতের মধ্যে দশ থাকে অংশিনিতে অবশ্যই অংশ থাকে এ নিমিত্ত কাহারই বাক্য মিথ্যা নহে" ই তাহা নহে; যেহেতু উহা দৃষ্টান্তাসিদ্ধি হইয়াছে, কেননা শতে দশ লেও শত হইতে দশ ভিন্ন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে ক্ষীরোদশায়ী নহেন; যদি কেহ দশকে শতের অভিন্ন করিয়া বলে, তাহা ভ্রম বাক্য না তৎ পদার্থের ভেদ বস্তুকে তৎ পদার্থের অভিন্ন বলিলে তাহা ভ্রম আর কি বলা যায়।

উহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত এই, পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিগ্ব্যাপী অসীমজলরাশি-পূর্ণ অংশ দক্ষিণদিগ্ব্যাপী জলরাশিকে সমুদ্র বলা যেমন মিথ্যা হয় না। দক্ষিণ সমুদ্র কিছু পূর্ণসমুদ্র নহে, কিন্তু পূর্ণসমুদ্রের অন্তর্গত থাকায় হইতে ভিন্নও নহে; অতএব তাহাকে সমুদ্র বলা মিথ্যা হয় না। অনন্তশক্তি পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশ ক্ষীরোদশায়ী সেই শ্রীচৈতন্য কিন্তু তাঁহার অন্তর্গত থাকায় তাহা হইতে ভিন্নও নহেন, অতএব তাঁ শ্রীচৈতন্য বলা মিথ্যা হয় না॥১২॥

অবতারীর দেহে সর্ব্ব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোন রূপে কহে যেন যার মতি ॥৯৩॥
কৃষ্ণেরে কহে কেহো নরনারায়ণ।
কেহো কহে ক্ষীরোদশায়ী কেহোতো বামন ॥৯৪॥
কেহো কহে পরব্যোম নারায়ণ করি।
সকল সম্ভবে তাতে যাতে অবতারী ॥৯৫॥
সব শ্রোতাগণের করোঁ চরণবন্দন।
এসব সিদ্ধান্ত শুন করি এক মন ॥৯৬॥

[illegible] "অবতারীর" ইতি ত্রিভিঃ ॥৯৩—৯৫॥
[illegible] বন্দনাপৌ [illegible] শ্রোতৄন্ প্রণম্য [illegible] "সব" ইতি ॥৯৬॥

[illegible] ব্যভিচারী হয় না তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন "অবতারীর" ইতি [illegible] সুবাদি লঘুভাগবতামৃতে নারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা [illegible]

"[illegible] পুরাণাদৌ কেচিন্নরসখাপ্যতাং মহেন্দ্রানুজতাং কেচিৎ [illegible] কেচিৎ কেচিৎ বৈকুণ্ঠনাথতাং। কৃষ্ণঃ [illegible] [illegible]" ইতি।

[illegible] শ্রোতাগণের মধ্যে যে যাহার অনুগত [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে তাহা [illegible] কেহ [illegible], কেহ [illegible], কেহ বামন, কেহ ক্ষীরোদশায়ী, কেহ পরব্যোম- [illegible] কেহ বৈকুণ্ঠনাথ বলে ॥৯৩—৯৫॥

[illegible] সিদ্ধান্ত শ্রবণের প্রয়োজন বলিবার অগ্রে দৈন্য বশতঃ "[illegible]" ইতি [illegible] চণ্ডালকেও বন্দনা করে, [illegible] শ্রোতা সকলকে বন্দনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত শ্রবণে তাহাদিগকে [illegible] করিতেছেন "সব" ইতি। হে সকল শ্রোতাগণ! তোমাদের চরণ বন্দনা করোঁ (করি)। এই সকল সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। অর্থাৎ তোমাদের [illegible] বন্দনা করিয়া বলিতেছি সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর, কিন্তু গর্ব্ব করিয়া বলি নাই [illegible]

---

* "[illegible]" ইতি কোথাও পাঠ।

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস ॥৯৭॥
চৈতন্য মহিমা জানি এসব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হইয়া লাগে মহিমা জ্ঞান হইতে ॥৯৮॥
চৈতন্য প্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে ॥৯৯॥

সিদ্ধান্তে তর্কাদিভির চিত্তে অলসং মা কুরু প্রতিকূলতাং হিত্বা অনু... সিদ্ধান্তং কুরু ইতিভাবঃ। সিদ্ধান্ত—শ্রবণাদেব কৃষ্ণে মানসং যথা লগেৎ। তথা এভিঃ সিদ্ধান্তৈ চৈতন্য-মহিমানং জানাতি তস্মাৎ মহিম... তস্মিন্ চিত্তং দৃঢ়রূপেণ লগেৎ সিদ্ধান্তেন মহিম জ্ঞানং তস্মাৎ চি... সংলগ্নং অতঃ সিদ্ধান্ত-শ্রবণমাবশ্যক মিতিভাবঃ ॥৯৭।৯৮॥

নমু চৈতন্য মহিমা কথন প্রকরণে কৃষ্ণস্য মহিমা কথং বিস্তরেণ... ইত্যত আহ "চৈতন্য প্রভুর" ইতি। তৃতীয় চতুর্থ পরিচ্ছেদাদৌ শ্রী... মহিম-কথনার্থং প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ মহিমা বিস্তরেণ উক্তঃ। অয়মাশয়... প্রেম প্রদানার্থং তদাস্বাদনার্থঞ্চ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এব শ্রীচৈতন্যরূপেণাবতীর্ণ... শ্রীচৈতন্য মহিম-কথনাৎ পূর্ব্বমেব শ্রীকৃষ্ণ মহিম জ্ঞানাবশ্যকতয়া অ... তন্মহিমা উক্তঃ ॥৯৯॥

"তর্কেণৈষা মতির্নাপনীয়া" ইতি শ্রুতেঃ। অর্থাৎ তর্কদ্বারা বুদ্ধি নষ্ট... না, এই প্রমাণে তর্কের দোষ ভয়ে সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিতে চিত্তে অলস (... সাহ) করিও না, অর্থাৎ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া সুসিদ্ধান্ত শ্রবণ... যেহেতু সিদ্ধান্ত হইতেই মন যেমন শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হয়। তদ্রূপ... সকল সিদ্ধান্তে চৈতন্য মহিমা জানিবে, মহিমা জ্ঞান হইতে চিত্ত তাহাতে... রূপে সংলগ্ন হইবে অতএব সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর ইতিভাব ॥৯৭।৯৮॥

যদি কেহ বলেন, শ্রীচৈতন্য মহিমা বলিবার প্রকরণে তাঁহারই ম... বিস্তাররূপে বর্ণনা করিবার আবশ্যক; কিন্তু তাহা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ম... বিস্তাররূপে বর্ণনা করেন কেন? ইহাতে বলিতেছেন "চৈতন্য" ইতি। তৃ... ও চতুর্থ পরিচ্ছেদাদিতে শ্রীচৈতন্য-মহিমা বলিবার জন্যই অগ্রে শ্রীকৃষ্ণ-ম... বিস্তাররূপে বলিয়াছেন। এখানকার অভিপ্রায় এই, নিজ প্রেম প্রদান... বার জন্য এবং তাহা আস্বাদন করিবার জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য... অবতীর্ণ হইয়াছেন, তৃতীয়াদিতে শ্রীচৈতন্যের ঐ মহিমা বলিবার পূর্ব্বে ...

চৈতন্য গোসাঞির এই তত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ চৈতন্য ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥১০০॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১০১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বস্তু নির্দেশ মঙ্গলাচরণে চৈতন্য তত্ত্ব নিরূপণং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥২॥

[illegible] শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ব-নিরূপণং উপসংহরতি "চৈতন্য" ইতি। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন এব শ্রীচৈতন্য ইত্যেতৎ তত্ত্ব নিরূপণং মহিমা ইত্যর্থঃ ।১০০। ১০১। ইতি আদৌ দ্বিতীয়ঃ ॥২॥

[illegible] হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই বা কে; ইহা জানিবার [illegible] হইয়াছে অতএবই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বলা হইল, ইহার পর-পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের মহিমা বলা হইবে ইতি ॥৯১॥

"চৈতন্য" এই [illegible] শ্লোকের অর্থ স্বরূপ শ্রীচৈতন্য তত্ত্ব নিরূপণের উপসংহার করিতেছেন "চৈতন্য গোসাঞির" ইতি। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনই শ্রীচৈতন্য, এইটিই শ্রীচৈতন্যের তত্ত্বনিরূপণ অর্থাৎ মহিমা কথন। এবং ব্রজেন্দ্রনন্দনই শ্রীচৈতন্য এই তত্ত্ব নিরূপণ প্রবন্ধেরও শেষ হইল ॥১০০।১০১॥

ইতি আদি-সুবোধকারিণী ব্যাখ্যা দ্বিতীয় ॥২॥

দান করেন। এবং পরমদয়ালুতাপ্রযুক্ত সকল লোককেই তাহা (শ্রীকৃষ্ণ) উপদেশ করেন।

অথবা ত্বিষা অকৃষ্ণং ইহা না [illegible] য়া "অকৃষ্ণং" স্বয়ং অকৃষ্ণ, গৌর। "ত্বিষা কৃষ্ণবর্ণং" নিজ শোভাবিশেষেই শ্রীকৃষ্ণোপদেষ্টা অর্থাৎ যাঁহার দর্শনেই সকলকার শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হয়।

সকল লোক দৃষ্টিতে গৌরবর্ণ হইলেও বিশেষ ভক্তের দৃষ্টিতে প্রকাশ বিশেষে কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ তাহাদের দৃষ্টিতে পূর্ব্বকার শ্যামসুন্দর রূপেই প্রকাশ হয়েন অতএব শ্রীকৃষ্ণরূপেরই আবির্ভাব বিশেষ গৌররূপ। পূর্ব্ববৎ বিশেষ এই কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও সাধারণ দৃষ্টিতে গৌরবর্ণ, আবার বিশেষ ভক্ত দৃষ্টিতে কৃষ্ণবর্ণ। এইটী শ্রীকৃষ্ণাবতারে না থাকায় এ অবতারে বিশেষ হইয়াছে ইতি ভাব।

যাহাতে কোন বস্তুর অভাব নাই, সকলই আছে, তাহাকেই ভগবান্ বলে, তাঁহার সেই ভগবত্তাকেই স্পষ্ট করিতেছেন "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং" পরম মনোহরত্ব প্রযুক্ত নিজ কর চরণাদি অঙ্গই তাঁহার উপাঙ্গ (ভূষণস্বরূপ) অর্থাৎ অঙ্গই অঙ্গের শোভাসম্পাদক; মহাপ্রভাবত্বপ্রযুক্ত সেই অঙ্গই তাঁহার অস্ত্র *। সর্ব্বদা নির্জ্জনবাসীত্বপ্রযুক্ত সেই অঙ্গই তাঁহার পার্ষদ। যদ্বা অত্যন্ত প্রেমাস্পদত্বপ্রযুক্ত তাহার তুল্য শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি যে পার্ষদ সকল তাঁহাদের সহিত বর্ত্তমান।

এরূপ শ্রীকৃষ্ণ গৌরকে কাহা দ্বারা যজনা করে; ইহাতে বলিতেছেন "যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈঃ" বহুজন মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক যে গান তাহাকেই সংকীর্ত্তন বলে, সেই সংকীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞদ্বারা অর্থাৎ সংকীর্ত্তন প্রধানরূপ পুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার যজনা করে, ইতি শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর বাক্য॥ ১০॥

---

* অঙ্গাদিই অস্ত্র হয় কিরূপে; ইহা "অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে" এই ৬৭ পয়ার ব্যাখ্যায় ব্যক্ত হইবে।

প্রত্যক্ষ তাহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি।
যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান তমস্ততি॥ ৪৬॥
জীবের কল্মষ তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে॥ ৪৭॥

"সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদং" ইত্যস্যার্থমাহ "জীবের" ইতি "পাষণ্ডদলনবানা" ইত্যন্তং॥ ৪৭॥—॥ ৬১॥

গৌর কৃষ্ণকে ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই চারিপ্রকার আশ্রমী দিগের সেব্য বলে। সেই চৈতন্যাকার গৌর কৃষ্ণদেব আমাদিগকে অধিক রূপে কৃপা করুন॥ ১২॥

দেহ কান্ত্যে অকৃষ্ণবরণ, ইহারই প্রমাণ এই শ্লোক। তেঁহ অকৃষ্ণবরণ শ্রী অকৃষ্ণাঙ্গং (১)॥ ১২॥

প্রথমতঃ উক্ত "কলৌ যং বিদ্বাংসঃ" এই প্রমাণে উক্ত একাদশ-শ্লোকোক্ত "কৃষ্ণবর্ণং" এই শব্দের কৃষ্ণরূপ এ অর্থ হইল না, দ্বিতীয়তঃ প্রত্যক্ষ তিনি শুদ্ধ স্বর্ণকান্তি হওয়াতেও কৃষ্ণরূপ (কাল রঙ) এ অর্থ হইতে পারে না, যেহেতু প্রত্যক্ষের বাধা কিছুতেই হইতে পারে না। অতএব "কৃষ্ণবর্ণং" এই শব্দের "কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যার মুখে" ইত্যাদি ব্যাখ্যাই সাধু হইয়াছে ইতি ভাব॥ ৪৬॥

একাদশ শ্লোকোক্ত "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং" ইহার অর্থ করিতেছেন "জীবের" ইতি "পাষণ্ডদলন বানা" ইত্যন্ত। অঙ্গ ও উপাঙ্গ নামে নানা অস্ত্র ধারণ করেন, এখানে অঙ্গ ও উপাঙ্গকে অস্ত্র করিয়া বলিবার তাৎপর্য্য এই যাহা দ্বারা ছেদনাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাকেই অস্ত্র বলে; তাহা হইলে অন্যান্য অবতার সকল নিজ চক্রাদি অস্ত্র দ্বারা অভক্ত সকলকে ছেদন করেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজ অঙ্গাদি-দ্বারা জীবের পাপতম ছেদন

ভক্তিবিরোধি কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষ নাম সেই মহা তম ॥ ৪৮ ॥
বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে চায়।
পাপ * তম নাশ করি প্রেমেতে ভাসায় ॥ ৪৯ ॥
শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপ ক্ষয় হয় পায় প্রেমধন ॥ ৫০ ॥

অতএব শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈ
রপি স্তবমালায়াং নির্ণীতমস্তি যথা।

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরান্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্ভঃ কংবা প্রণয়তি ন হি প্রেম-নিবহং
সদেব-শ্চৈতন্যাকৃতি-রতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ১৩ ॥

স্মিতালোক ইতি। যস্য স্মিতালোকঃ জগতাং তদ্বর্ত্তিনাং শোকং হরতি যস্য পদালম্ভঃ পদাশ্রয়ণং কংবা প্রেমনিবহং প্রেমসমূহং ন প্রণয়তি অপিতু সর্ব্বং লোকং তং প্রাপয়তি ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

যস্য (চৈতন্যাকৃতিদেবস্য) স্মিতালোকঃ (ঈষৎহাস্যসহকৃত কটাক্ষঃ) জগতাং পরিতঃ (সর্ব্বতঃ) শোকং হরতি, তু (পুনঃ) যস্য গিরাং প্রারম্ভঃ কুশল পটলীং পল্লবয়তি, যস্য পদালম্ভঃ কংবা (জনং) প্রেমনিবহং হি (নিশ্চিতং) ন প্রণয়তি (প্রাপয়তি) সঃ চৈতন্যাকৃতিঃ দেবঃ নঃ (অস্মান্) অতিতরাং কৃপয়তু ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥

করেন-অর্থ তাঁহার অঙ্গাদি-দর্শন প্রভাবেই পাপতম নষ্ট হইয়াছে, এই রূপে চক্রাদির কার্য্য করাতেই অঙ্গাদিকে অস্ত্র বলিয়াছেন; অথবা অঙ্গে

---

* "কল্মষ" ইতি কোথাও পাঠ।

অন্য অবতারে সব শস্ত্র সৈন্য সঙ্গে।
চৈতন্য কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ উপাঙ্গে ॥ ৫১ ॥

এবং উপাঙ্গে নামরূপ অর্থাৎ হরে, কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি নানা নামরূপ নানা অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন ; নামকে অস্ত্র বলিবার পূর্ব্ববৎ অভিপ্রায় ॥৪৭॥

উক্ত কল্মষ-তমঃ শব্দের অর্থ করিতেছেন "ভক্তি বিরোধি" ইতি ॥ ৪৮ ॥

অঙ্গোপাঙ্গে নামরূপ অস্ত্র ধারণ কিরূপ ; এবং তাহার কার্য্যই বা কিরূপ ইহাতে বলিতেছেন "বাহতুলি" ইতি ॥ ৪৯ ॥

কোথাও অঙ্গদর্শন প্রভাবেই কার্য্য সিদ্ধি হয়, নাম অস্ত্র আর চালাইতে হয় না ইতি ভাব ॥ ৫০ ॥

যে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাকটাক্ষে জগদ্বাসি-জীব সকলের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নিবৃত্তি হয়, যাহার কথা কহিবার আরম্ভেই অর্থাৎ হে শ্রীচৈতন্য এই নামোচ্চারণ করিবার আরম্ভেই কুশল সকল পল্লবিত হয় (সকল প্রকার মঙ্গলের উদয় হয়), যাঁহার শ্রীচরণ-আশ্রয় করিলেই সাধারণ লোকেও সম্পূর্ণ প্রেম প্রাপ্ত হয়, সেই চৈতন্যাকৃতিদেব আমাদিগকে অধিক কৃপা করুন ॥১৩॥

"বাহুতুলি হরিবলি" ইত্যাদি পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১৩ ॥

যদি বল অন্যান্য অবতারের মতন অস্ত্রাদি দ্বারা জীবের পাপতম নাশাদি কার্য্য করাতে শ্রীচৈতন্যাবতারের আধিক্য কি ? ইহাতে বলিতেছেন—"অন্য অবতারে" ইতি। অন্যান্যবতারের সঙ্গে পৃথক্ সৈন্যাদি থাকে, শ্রীচৈতন্যের অঙ্গ উপাঙ্গই সৈন্য। অন্যান্যবতার সৈন্যাদি দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করেন, শ্রীচৈতন্যের অঙ্গ উপাঙ্গই স্বকার্য্য সাধন করে অর্থাৎ অঙ্গাদির দর্শন প্রভাবেই কার্য্যসিদ্ধি হয় ইত্যাদিই তাঁহার আধিক্য।

এবং ইহাতে তাঁহার পূর্ণতাও বলা হইল, অর্থাৎ সমস্ত পদার্থই অন্তর্গত থাকায় যাঁহার কোন অপেক্ষা নাই তিনিই পূর্ণ ; তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের পৃথক্ সৈন্যাদি অপেক্ষা না থাকায় তিনি পূর্ণ ইতি ॥ ৫১ ॥

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্রে করে স্বকার্য্য সাধন ॥ ৫২ ॥
অঙ্গ শব্দের আর অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৫৩ ॥
অঙ্গ শব্দে অংশ কহে শাস্ত্রপরমাণ।
অঙ্গের অবয়ব তার উপাঙ্গ ব্যাখ্যান ॥ ৫৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক ১৪ অং ১৪ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

নারায়ণ স্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মা-স্য-ধীশাখিললোকশাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়য়া ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ

জলশায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ।
সেহো তোমার অংশ তুমি মূল কারণ ॥ ৫৫ ॥

স্বকার্য্য সাধন এই, পাপ তমঃ নাশ করিয়া প্রেম প্রদান করা ॥ ৫২ ॥

"স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ"। অ । চং। পং। এ প্রমাণে ভূভারহরণ কার্য্য স্বয়ং ভগবানের নহে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য অঙ্গাদি দ্বারা পাপ তমঃ নাশরূপ ভূভারহরণ কার্য্য করাতে তাঁহার স্বয়ং ভগবত্ত্বের হানি হয়; এজন্য অঙ্গোপাঙ্গ শব্দের অর্থান্তর করিতেছেন "অঙ্গ শব্দের" ইতি। শ্রীনিত্যানন্দাদিরূপ অঙ্গোপাঙ্গে স্বকার্য্য সাধন করাতে স্বয়ংত্বের হানি হয় না, ইহা গ্রন্থকর্ত্তা প্রতিপন্ন করিতেছেন। "অঙ্গশব্দে" ইতি ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥

এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৯ নবম অঙ্কে দৃষ্টি করিবেন। অঙ্গ শব্দের অংশার্থে এই শ্লোকের "নারায়ণোঽঙ্গং" এই অঙ্গ শব্দটী প্রমাণ দিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

অঙ্গ শব্দে অংশ কহে সেহো সত্য হয়।
মায়া কার্য্য নহে সভে চিদানন্দময়॥ ৫৬॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত চৈতন্যের দু অঙ্গ।
শ্রীবাসাদি ভক্ত যত সকল উপাঙ্গ॥ ৫৭॥
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে॥ ৫৮॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর।
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥ ৫৯॥
শ্রীবাসাদি পার্ষদ সৈন্য সঙ্গে লৈঞা।
দুই সেনাপতি বুলেন কীর্ত্তন করিঞা॥ ৬০॥

গ্রন্থকৃৎপাদ শ্লোকোক্ত "নারায়ণোঽঙ্গং" এই অঙ্গ শব্দের অর্থ করিয়াছেন "জলশায়ী" ইতি॥ ৫৫॥ ৫৬॥

দুই অঙ্গ, দুইটী অংশ॥ ৫৭॥

প্রভুর সহিতে, শ্রীচৈতন্যপ্রভুর সঙ্গে। সেই সব, অঙ্গোপাঙ্গাদি শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীশ্রীবাসাদি। অস্ত্র, শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন॥ ৫৮॥

হলধর, শ্রীবলরাম। ঈশ্বর, মহাবিষ্ণুর অবতার। এই প্রাধান্য প্রযুক্ত ইঁহারা দুইজন সেনাপতি। বুলেন, ভ্রমণ করেন। অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত এই দুই সেনাপতি শ্রীবাসাদি সৈন্য সকল সঙ্গে লইয়া হরিনাম সংকীর্ত্তনরূপ অস্ত্র চালাইয়া ভ্রমণ করেন এবং ভ্রমণ করিয়া হরিনামে পাষণ্ড সকলকে দলন করেন, এইটী পয়ারের অর্থ হইবে। হরি নামে জগতের পাপতমঃ নাশ করিয়া প্রেম প্রদান করেন ইতি ভাব॥ ৫৯॥ ৬০॥

পাষণ্ড দলন বানা নিত্যানন্দ রায়।
আচার্য্য হুঙ্কারে পাপ পাষণ্ডি পালায় ॥ ৬১ ॥
সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে ভজে তাঁরে সেই ধন্য ॥ ৬২ ॥

"যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" ইত্যস্যার্থমাহ "সংকীর্ত্তন" ইতি দ্বয়েন। ৬২ ।—। ৬৩ ।

"পাষণ্ড" ইতি। হীনবল ও অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিলে বীরপুরুষের হীনতাদি প্রকাশ পায়। তাহা হইলে নামাভাসেই বিনষ্ট হয় এরূপ হীনবল ও অতি ক্ষুদ্র পাপতমকে বিনাশ করিতে হইলে শ্রীনিত্যানন্দ সেনাপতির হীনতাদি প্রকাশ পাইবে এজন্য বলিতেছেন "আচার্য্য হুঙ্কারে" ইতি। অদ্বৈতাচার্য্যের হুঙ্কার প্রভাবেই পাপ পলায়ন করাতে আর তাহাকে বিনষ্ট করিতে হয় নাই ইত্যর্থ।

এখানে বিদ্যারত্ন "দলন বানা" এই শব্দের অর্থ করিয়াছেন "বানা পশ্চিম দেশীয় শব্দ, ধর্ম্মসম্প্রদায় চিহ্ন বিশেষ" ইতি। এ অর্থে উপলব্ধি হইল কি নিত্যানন্দ প্রভু পাষণ্ড-দলন-বিষয়ে ধর্ম্মসম্প্রদায় চিহ্নবিশেষ? ইহার কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। যাহা হউক, বানা পশ্চিম দেশীয় শব্দ, তাহা সত্য, ইহার অর্থ এই বানা শব্দে করা, বঙ্গভাষায় যেমন বলে ঘর করিয়াছি, দ্বার করিয়াছি, তেমন পশ্চিমভাষায় বলে ঘর বানায় দরজা বানায়া; অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দরায় পাষণ্ডকে দলন (বিনাশ) করিয়াছেন।

পাপ-পাষণ্ড, পাপরূপ পাষণ্ড। পাষণ্ড শব্দে সদাচার-ভ্রষ্ট। সাধুর আচার যে হরিভক্তি-আচরণ তাহা হইতে অনাদিকাল ভ্রষ্ট হইয়াছিল যে সকল জীব, তাহারা শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাদির অনুগ্রহে হরিভক্তিপরায়ণ হইয়াছেন ইতি ভাব। ৬১ ।

সেই সে সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হইতে কৃষ্ণনাম যজ্ঞ সার ॥ ৬৩ ॥
কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণ নাম সম।
যেই কহে সে পাষণ্ডী দণ্ডে তারে যম ॥ ৬৪ ॥
শ্রীভাগবত সন্দর্ভগ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
এই শ্লোকার্থ জীবগোসাঞি করিয়াছেন ব্যাখ্যানে ॥ ৬৫ ॥

তথাহি শ্রীভাগবত সন্দর্ভে মঙ্গলাচরণে ২ শ্লোকে
শ্রীজীব গোস্বামি বাক্যং।

অন্তঃ কৃষ্ণং বহি গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবং।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ * কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥১৫

অঙ্গঃ শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতঃ আদি শব্দেন শ্রীবাসাদয়ঃ। দর্শিতোঽঙ্গাদি সঙ্গোপাঙ্গানাং বৈভব ঐশ্বর্য্যং যেন যদ্বা দর্শিতোঽঙ্গাদিভ্যো বৈভবো স্যুঃ ইতি পাঠে বিজ্ঞঃজনাঃ কৃষ্ণচৈতন্যং আশ্রিতাঃ। ইতি চং ॥ কৃষ্ণমিতি। বয়ং আশ্রিতাঃ স্মঃ ভবামঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ অন্তঃকৃষ্ণং বহিঃ গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবং কৃষ্ণচৈতন্যং আশ্রিতাঃ স্মঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥

একাদশ-শ্লোকোক্ত "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈঃ যজন্তি হি সুমেধসঃ" অর্থ করিতেছেন "সঙ্কীর্ত্তন" ইতি দুই পয়ারে। তাঁরে শ্রীচৈতন্যে সংসার শব্দে জগৎবাসী সকলই অর্থাৎ আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত যে কে হউক কেন হরিসংকীর্ত্তন দ্বারা শ্রীচৈতন্যকে যে না ভজে তাহারই কুবুদ্ধি।

---

* স্যুঃ ইতি কোথাও পাঠ।

উপপুরাণেতে শুনি শ্রীকৃষ্ণ বচনে।
কৃপা করি ব্যাসপ্রতি কহিয়াছেন আপনে ॥ ৬৬ ॥

অহ-মেব কচিদ্ব্রহ্মন সংন্যাসা-শ্রম-মাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতা-নরান্ ॥ ১৬ ॥

কচিৎ কলাবিতি সম্বন্ধঃ ॥ ১৬ ॥

—হে ব্রহ্মন্ (হে ব্যাস) কচিৎ কলৌ (বৈবস্বতাষ্ট-বিংশ-কলৌ) অহং এব (স্বয়ং) সংন্যাসাশ্রমং আশ্রিতঃ সন্ পাপহতান্ নরান্ হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি। ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥

যে কুবুদ্ধি ব্যক্তি হরিনামে শ্রীচৈতন্যকে না ভজে তাহারই সংসার অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু পথে যাতায়াত করিতে হয়। সার, শ্রেষ্ঠ ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণনাম শব্দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন "কোটি" ইতি ॥ ৬৪ ॥

আগবত সন্দর্ভ, ষট্ সন্দর্ভ। এই শ্লোক "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" এই একাদশ শ্লোক ॥ ৬৫ ॥

যিনি ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ বাহিরে গৌরবর্ণ এবং অঙ্গাদি দ্বারা (শ্রীনিত্যানন্দাদি দ্বারা) নিজ মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে কলিকালে সংকীর্তনাদি দ্বারা ভজনা (ভজনা) করি ॥ ১৫ ॥

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ "কৃষ্ণবর্ণং" এই একাদশ-শ্লোকের যে অর্থ করিলেন তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১৫ ॥

ব্রাহ্মাদি অষ্টাদশ পুরাণ হইতে ভিন্ন দেবীপুরাণ প্রভৃতি উপপুরাণ ॥ ৬৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন হে বেদব্যাস বৈবস্বতাষ্ট-বিংশ কলিযুগে আমি স্বয়ং সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপপ্রণষ্ট মনুষ্য সকলকে নিজভক্তি গ্রহণ করাইব ॥ ১৬ ॥

উপপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসকে যাহা বলিয়াছেন তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১৬ ॥

ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ।
চৈতন্য কৃষ্ণ অবতারে প্রকট প্রমাণ ॥ ৬৭ ॥
প্রত্যক্ষ দেখয়ে নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভাব ॥ ৬৮ ॥
দেখিতে না দেখে তাহা অভক্তেরগণ।
উল্লুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ ॥ ৬৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এব কলৌ গৌরাবতীর্ণ ইতি শ্রীভাগবতাদয়ঃ বদন্তি তদপি যে কেচিৎ তং ন মন্যন্তে তে তু অভক্তা এব ইতি বদন্ স্বয়ং ভগবতস্তস্য কলিযুগাবতারত্বে স্বসিদ্ধান্তমুপসংহরতি "ভাগবত" ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীচৈতন্যাবতারে ভাগবতাদয়ঃ যথা স্পষ্টং প্রমাণং তথা ব্যক্তং তৎ প্রভাবাদিকমপি তত্র প্রত্যক্ষং প্রমাণং। তদপি সূর্য্যকিরণ-মুলুকবৎ অভক্তা স্তং ন পশ্যন্তি ন জানন্তীত্যর্থঃ। এতেনৈতদপ্যুক্তং ভবতি যথা চক্ষুষ্মন্ত সূর্য্যকিরণং পশ্যন্তঃ ধর্ম্মকাদিনা তত্তৎসুখমনুভবন্তি পেচকস্তু বৃক্ষকোটরমবলম্ব্য কেবলমন্ধকারদুঃখ-মনুভবতি তথা শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ-প্রভাবাদিকং জানন্তঃ ভক্তা এব হরিসংকীর্ত্তন-যজ্ঞে স্তং যজন্তঃ পরমমনর্ব্বচনীয়ং সুখমনুভবন্তি অভক্তাস্তু গৃহমবলম্ব্য কেবলং সংসারদুঃখমনুভবন্তি ॥ ৬৭ ॥—॥ ৭০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাবতারে শ্রীমদ্ভাগবতাদি-প্রমাণ থাকিতেও যে কেহ তাহাকে মানে না, তাহারা অভক্ত; ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌররূপে কলিযুগাবতার-বিষয়ে স্বসিদ্ধান্তের উপসংহার করিতেছেন "ভাগবত" ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যাবতারে "আসন্ বর্ণাঃ" ইতি ভাগবত, "সুবর্ণবর্ণ" ইতি ভারত, ইত্যাদি শাস্ত্র, "নানাতন্ত্রবিধানেন" ইতি তন্ত্র (আগম), অহমেব কচিৎ" ইতি পুরাণ, ইত্যাদি সুস্পষ্ট শাস্ত্রপ্রমাণ এবং সুব্যক্ত তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিতেও পেচক যেমন সূর্য্যকিরণ জানিতে পারে না তদ্রূপ অভক্তরাও তাঁহাকে জানিতে পারে না।

তথাহি যামুনাচার্য্যস্তোত্রে।

ত্বাং শীল-রূপ-চরিতৈঃ পরম-প্রকৃষ্ট
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাত-দৈব-পরমার্থ-বিদাং মতৈশ্চ
নৈবা-সুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুং ॥ ১৭ ॥

সত্ত্বেন লক্ষণসত্ত্বেনোপ ...ত-মিত্যর্থঃ। দৈবং শুভাশুভং পরমার্থো যথার্থ সিদ্ধান্ত স্তৌ যে বিদন্তি তে তথা প্রখ্যাতাশ্চ তে দৈব-পরমার্থ-বিদশ্চেতি তেষাং। ইতি চং॥

কস্যচিৎ শ্রীবৈষ্ণবস্য। নম্বেবং বিধং গুণসম্পন্নং হরিং তামসাঃ কথং ন সেবন্তে ইত্যাশঙ্কায়া-মাঃ আসুরপ্রকৃতয়স্তং জ্ঞাতুং ন সমর্থাঃ ইত্যাহ ত্বামিতি। শীল-রূপ-চরিতৈঃ শীলং স্বভাবঃ রূপাণি দিব্যমঙ্গল-গ্রহাণি চরিত্রানি চরিত্রাণি শীলঞ্চ রূপাণি চ চরিত্রাণি চ তৈঃ। পরম-প্রকৃষ্ট-সত্ত্বেন পরমেণোৎকৃষ্টেন প্রকৃষ্টেন প্রসিদ্ধেন সত্ত্বেন বলেন চ সাত্ত্বিকতয়া সত্ত্বগুণ-প্রধান ত্বেন চ। প্রখ্যাত-দৈব-পরমার্থ-বিদাং প্রখ্যাতং প্রসিদ্ধং দৈবস্য পরমার্থং বিদন্তি যে তেষাং পরাশরাদীনাং মতৈঃ প্রবলৈ-রধিকৈঃ শাস্ত্রৈশ্চ ॥ ১৭ ॥

অসুরপ্রকৃতয়ঃ (অভক্তাঃ) শীল-রূপ-চরিতৈঃ পরম-প্রকৃষ্ট-সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈঃ শাস্ত্রৈঃ চ প্রখ্যাত-দৈব-পরমার্থ-বিদাং মতৈঃ চ ত্বাং বোদ্ধুং ন প্রভবন্তি (ন সমর্থাঃ ভবন্তি) ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৭ ॥

ইহাতে ইহাও বলা হইল, যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা সূর্য্যকিরণ দর্শন করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মাদি-আচরণে সেই সেই সুখাদির অনুভব করে, কিন্তু দিবান্ধ পেচক বৃক্ষকোটরে থাকিয়া কেবল অন্ধকার-দুঃখ অনুভব করে; তদ্রূপ ভক্তসকল শ্রীচৈতন্যের প্রভাবাদি দর্শন করিয়া শ্রীহরিসংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁহার

আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ন করে।
তথাপি তাহার ভক্ত জানয়ে তাহারে॥ ৭০ ॥

তথাহি তত্রৈব ১৮ শ্লোকে।

উল্লঙ্ঘিত-ত্রিবিধসীম-সমাতিশায়ি
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িম স্বভাবং।
মায়াবলেন ভবতা পি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ॥ ১৮ ॥

ত্বদেকশরণাস্তু ত্বাং পশ্যন্তীত্যাহ "উল্লঙ্ঘিতে" তি। অতিক্রান্তা-ত্রি সীমানো দ্রব্যদেশকাল-পরিচ্ছেদা যস্যাঃ সা সমনা অতিশায়িনী অধিক সম্ভাবনা যস্য তত্তথোক্তং তব পরিব্রঢ়িম-স্বভাবং পরিব্রঢ়িম্নঃ প্রভুত্বস্য স্ব স্বরূপং ভবতাঽপি মায়াবলেন নিগুহ্যমানং অনিশং নিরন্তরং॥ ১৮ ॥

কেচিৎ (বিরলাঃ) ত্বদনন্যভাবাঃ (তব একান্তভক্তাঃ) ভবতা মায়াব নিগুহ্যমানমপি উল্লঙ্ঘিত-ত্রিবিধ-সীম-সমা-তিশায়ি-সম্ভাবনং তব পরিব্র স্বভাবং অনিশং পশ্যন্তি। ইত্যন্বয়ঃ॥ ১৮ ॥

যজন করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব করে, কিন্তু অভক্তরা গৃহে থা কেবল সংসার-দুঃখই অনুভব করে॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥

হে ভগবন্ তোমার অলৌকিক-স্বভাব রূপ ও চরিত্র, পরমো সুপ্রসিদ্ধ-বলবীর্য্য এবং প্রধানসত্ত্বগুণ (সূক্ষ্মসত্ত্বগুণ) ইত্যাদি প্রত্যক্ষ প্র এব সর্ব্বপ্রধান বেদাদি শাস্ত্র-প্রমাণ এবং সেই বেদার্থ-প্রকাশক প প্রভৃতি ঋষিদিগের মত থাকিতে ও অসুরস্বভাব লোক (অভক্ত) তো জানিতে সমর্থ হয় না॥ ১৭॥

অভক্তেরগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে জানিতে পারে না ইহারই প্র এই শ্লোক॥ ১৭॥

অসুর-স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে ॥ ৭১ ॥

ননু তত্ত্বাভাবেন তং ন জানন্তু এব কিন্তু বস্তুশক্ত্যাদিকজ্ঞানবৎ তৎপ্রভাবাদিনা তং জানন্তু ইত্যাশঙ্ক্যাহ "অসুর স্বভাবে" ইতি পিত্তদুষ্ট-রসনা-স্বভাবেন সিতশর্করাবৎ অসুর-স্বভাবেন প্রভাবাদি সত্তমপি তং জ্ঞাতুং ন শক্নুবন্তি। ভক্তাস্তু স্বভাবেনৈব তং জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রাদি-প্রমাণ থাকিতে ও অভক্তজন তাহাকে জানিতে পারে না কিন্তু প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আপনাকে গোপন করিতে নানা যত্ন করিলেও তাঁহার ভক্ত তাঁহাকে জানিতে পারেন। কথা হইল এই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যবিষয়ে বহুতর-শাস্ত্রপ্রমাণাদি থাকিলেও কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না, কিন্তু তাঁহাতে যাহার ভক্তি হইয়াছে সেই তাঁহাকে জানিতে পারেন ইতি ভাব ॥ ৭০ ॥

ঘট পটাদি-দ্রব্য দেশ ও কাল এই ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়াছে এবং আপনার সমান কি শ্রেষ্ঠ কেহ আছে ইহার তর্কই যাহাতে হইতে পারে না এরূপ আপনকার প্রভুত্ব-স্বরূপকে আপনি মায়াবলে গোপন করিলেও কতকগুলিন আপনার একান্ত ভক্ত তাহা সর্ব্বদাই দর্শন করেন ॥ ১৮ ॥

"আপনা লুকাইতে—"। ইহারই প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১৮ ॥

ভক্তি-অভাবে তাঁহাকে জানিতে না পারুক কিন্তু বস্তুশক্তিতে যেমন বস্তু জ্ঞান হয় তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যের ঐশ্বর্য্যাদি-শক্তিতেই তাঁহাকে জানিতে পারুক। ইহাতে বলিতেছেন "অসুর স্বভাবে" ইতি। মিছরীতে সুন্দর মধুর রস থাকিলেও পিত্তদুষ্ট-জিহ্বাস্বভাবে তাহা যেমন অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যের মহৈশ্বর্য্যাদি থাকিলেও অসুরস্বভাবে তাঁহাকে জানিতে পারে না; ভক্তরা স্বস্বভাবেই তাঁহাকে জানিতে পারেন ইত্যর্থ ॥ ৭১ ॥

তথাহি পাদ্মে।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুর-স্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১৯ ॥

আচার্য্য গোসাঞি কৃষ্ণের ভক্ত অবতার।
কৃষ্ণ-অবতার হেতু যাহার হুঙ্কার ॥ ৭২ ॥

নন্থ সত্যাদিযুগং বিহায় কথং কলাবেবাবতীর্ণঃ ইত্যত্রাহ "আচার্য্য" ইতি। অত্রায়মাশয়ঃ "চৈতন্য অবতারের এই মুখ্য হেতু। ভক্তের ইচ্ছায় অবতার ধর্ম্মসেতু"। ইতি পর পদ্যবচনেন ভক্তেচ্ছৈব তদবতারে কারণং এতেন চ তত্তদ্যুগে-ভক্তেচ্ছায়া অভাবাৎ নাবতীর্ণঃ। কলৌ তু ভক্তাবতারস্য শ্রীঅদ্বৈতস্য ইচ্ছায়াং জাতায়াং এবাবতীর্ণঃ ইতি ভাবঃ ॥ ৭২ ॥—॥ ৭৭ ॥

অস্মিন্ লোকে দৈব আসুর এব চ দ্বৌভূতসর্গৌ (প্রাণিসৃষ্টী) বিষ্ণুভক্তঃ দৈবঃ তদ্বিপর্য্যয়ঃ (বিষ্ণুভক্তিবিহীনঃ) আসুরঃস্মৃতঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

এই জগতে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার প্রাণী সৃষ্টি, তন্মধ্যে যাহারা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ তাহারাই দৈব, আর যাহারা বিষ্ণুভক্তি-বিহীন তাহারাই আসুর ॥ ১৯ ॥

এই শ্লোকে ভক্ত ও অভক্তের লক্ষণ বলিয়াছেন। অসুরস্বভাবে তাঁহাকে জানিতে পারে না ইহার প্রমাণ "ত্বাং শীল—"। এই ১৭ শ্লোক বলিয়াছেন।

"তাঁর যুগাবতারতা গর্গ মহাশয়। ২৮। ইত্যাদি পয়ারে সিদ্ধান্ত হইল এই, দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদোক্ত ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ (পরব্যোমনাথ নারায়ণ) ইহাদের আশ্রয় অতএব সর্ব্বাশ্রয় ও স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রেম দিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গরূপে বৈবস্বতাষ্টবিংশ-কলিযুগে নিজ দয়ায় স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ১৯ ॥

সত্যাদি অন্য যুগে অবতীর্ণ না হইয়া কলিতেই অবতীর্ণ হইলেন কেন? ইহাতে বলিতেছেন "আচার্য্য" ইতি। এখানকার অভিপ্রায় এই "চৈতন্য

কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার ॥৭৩॥
পিতা মাতা গুরু আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করাইয়া* সভার পৃথিবীতে জনম ॥৭৪॥
মাধব ঈশ্বরপুরী শচী জগন্নাথ।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ† ॥৭৫॥
প্রকটি দেখে আচার্য্য সকল সংসার‡।
কৃষ্ণভক্তি-গন্ধহীন বিষয় ব্যবহার ॥৭৬॥
কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
ভক্তি-গন্ধ নাহি যাতে যায় ভব রোগ ॥৭৭॥

অবতারের এই——" ॥ এই পর পয়ার প্রমাণানুসারে ভক্ত ইচ্ছাই তাঁহার অবতারের কারণ, ইহাতে সেই সেই সত্যাদিযুগে ভক্ত ইচ্ছার অভাবে অবতীর্ণ হয়েন নাই; বর্ত্তমান কলিযুগে ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতের ইচ্ছা প্রভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

জীবের দুর্গতি নিবারণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অবশ্যই আনিব, শ্রীঅদ্বৈতের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে যাহার আহ্বানে না বলিয়া "যাহার হুঙ্কারে" বলিয়াছেন। অর্থাৎ যে অদ্বৈতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েন ॥ ৭২ ॥

শ্রীঅদ্বৈত যে প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করেন, তাহা বিশদ করিয়া বলিতেছেন, "কৃষ্ণ যদি" ইত্যাদি পরিচ্ছেদ সমাপ্ত্যান্ত ॥ ৭৩ ॥

---

* "প্রথমেই কৈল" ইতি কোথাও পাঠ।
† "সাথ" ইতি কোথাও পাঠ।
‡ "প্রকট হইয়া দেখে সকল সংসার" ইতি কোথাও পাঠ।

লোকের দুর্গতি দেখি করুণ হৃদয়।
বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয় ॥৭৮॥
আপনে শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার ॥৭৯॥
নাম বিনে কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার ॥৮০॥

করুণ-হৃদয়ত্বমেব লোক-হিতবিচারে কারণং ॥ ৭৮ ॥

বিচার-মনুবদতি "আপনে" ইতি। শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং যদ্যপ্য-বতরেৎ ত চ স্বয়মাচর্য্য যদি ভক্তিং প্রচারয়েৎ তদৈব লোকানাং হিতং ভবেদিতি ভক্তিপদেনাত্র তদঙ্গং নামৈবোচ্যতে "নাম বিনে কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর" ইত্যুক্তত্বাৎ ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥ ৮১ ॥

---

৭৬ পয়ারে "প্রকট দেখে" এই প্রকট বলাতে এখানে জনম শব্দে প্র ॥৭৪॥৭৫॥৭৬॥৭৭॥

দুর্গতি, ভবরোগ-জন্য দুঃখ। কৈছে, কেমনে বা কি উপায়ে। হৃদয়ত্ব প্রযুক্তই লোকের হিত বিষয়ে বিচার করেন। এখানে "লোকের দুর্গ দেখি" এই বলাতে তাৎকালিক লোকের বলিতে হইবে, নচেৎ আধুনি লোকের দুর্গতি হইত না অর্থাৎ আধুনিক লোকের প্রতি দৃষ্টি দিলে ইহাদের দুর্গতি হইত না ॥ ৭৮ ॥

শ্রীঅদ্বৈত যে বিচার করিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ করিতেছেন "আপ ইতি। "নাম বিনে কলিকালে—"। এই পর পয়ার প্রমাণে এখানে ভক্তি তাহার একটি অঙ্গ হরিনাম বলিতে হইবে, কলিতে এই অঙ্গেরই প্রাধা ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কন্ধে ৫ অং। ১৮ শ্লোকে "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ শ্লোকের ক্রম-সন্দর্ভে দৃষ্টি করিবেন।

দুই পয়ারে অর্থ হইল এই হরিনাম ব্যতীত কলিকালে ধর্ম্ম নাথাকায় শ্রী

শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিম নিবেদন ॥৮১॥
আনিয়া কৃষ্ণেরে কর কীর্ত্তন প্রচার।
তবে সে অদ্বৈত নাম সফল আমার ॥৮২॥
কৃষ্ণ বশ করিমু মুঞি কোন আরাধনে।
বিচারিতে এক শ্লোক হৈল তাঁর মনে ॥৮৩॥
তথাহি হরিভক্তি বিলাসস্যৈ-কাদশবিলাসে-
১১০ অঙ্কধৃত গৌতমীয় তন্ত্রে নারদ বচনং।
তুলসী-দলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥২০॥

ন [illegible] প্রভানন্দেন দ্বৈতংযস্মাৎ যস্য ভজন-প্রভাবেন শ্রীচৈতন্যাবতার [illegible] ॥৮২॥ — ॥৯২॥

বিক্রীণীতে বশ্যং করোতি ॥ ২০ ॥ ইতি আদৌ তৃতীয়ঃ ॥৩॥

ভক্তবৎসলঃ (ভক্তস্নেহযুক্তঃ ভগবান্) তুলসী-দলমাত্রেণ (সহ) জলস্য চুলুকেন [illegible] জল গণ্ডূষেণ) বা স্বং আত্মানং ভক্তেভ্যঃ বিক্রীণীতে। [illegible] ॥ ২০ ॥

[illegible] স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন এবং স্বয়ং আচরণ না করিলে প্রচার না হওয়াতে আপনি আচরণ করিয়া যদি হরিনাম প্রচার করেন তাহা হইলেই লোকের হিত [illegible], কিন্তু কি উপায় করিলে কলিকালে শ্রীকৃষ্ণ অব[illegible] হইবেন; ॥৭৯॥৮০॥

যে উপায় করিলে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন তাহার বিচার করিতেছেন "[illegible]" ইতি। শুদ্ধভাবে, প্রেমের সহিত কৃষ্ণের আরাধনা (পূজা) করিমু, করিব। এবং লোকের দুর্গতি নিবারণ জন্য অবতীর্ণ হইতে দৈন্যের সহিত সর্ব্বদা জানাইব ॥ ৮১ ॥

এই শ্লোকের করে আচার্য্য অর্থ বিচারণ।
জল তুলসী কৃষ্ণকে দেয় যেবা জন ॥৮৪॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন ॥৮৫॥

শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া তদ্দ্বারা হরিসংকীর্ত্তন প্রচার করিব, তাহা হইলে লোকের হিতসাধন হইবে, এইটিই লোকের হিত বিচার করিলেন। তা[illegible] প্রতিজ্ঞা করিতেছেন "তবে সে" ইতি। সামর্থ্যে যাহার সমান নাই অদ্বৈত। যাহার ভজন সামর্থ্যে শ্রীচৈতন্যাবতার হইয়াছেন, ইহা আমা[illegible] দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারা না হওয়ায় আমার অদ্বৈত নাম সফল হইবে ইতি ভাব।

পূজা করিতে হইলে পূজ্যকে পূজার বস্তু প্রদান করিতে হয়, তাহাতে [illegible] বস্তু প্রদান করিয়া তাঁহার পূজা করিব, যে বস্তু প্রদানে তিনি আমার [illegible] হইয়া কিছু দিন বাস (স্থিতি) করেন অর্থাৎ আমি (অদ্বৈত) তাঁহার আ[illegible] করাইয়া যখন বিসর্জ্জন দিব তখন তিনি স্বধামে যাইবেন, ইহা আমার [illegible] না হইলে হইতে পারেন। অতএব কোন বস্তু প্রদানে তাঁহাকে অধীন ক[illegible] বাস করাইব, ইহার বিচার করিতেছেন "কৃষ্ণবস" ইতি। এখানে "কৃষ[illegible] এই বসতি অর্থ বসের দন্ত্য স স্থানে অনেকে অধীন অর্থ তালব্য শ ব্য[illegible] করেন, কিন্তু তাহাতে "শুদ্ধভাবে——" এই ৮১ পয়ার বাক্য ব্যর্থ অর্থাৎ আরাধনায় বশ হয়েন, শুদ্ধভাবে তিনি বশ (অধীন) হয়েন না [illegible] বুঝায়, ইত্যাদি অনেক দোষ হয়; অতএব বসর দন্ত্য স ই সাধু ॥ ৮৩ ॥

যাহারা ভগবান্‌কে ভক্তি পূর্ব্বক এক পত্র তুলসীর সহিত এক গণ্ডূ[illegible] প্রদান করেন, ভক্তবৎসল তিনি সেই ভক্ত সকলকে আপনাকে বিক্রয় ক[illegible] (তাহাদের অধীন হয়েন) ॥ ২০ ॥

এখানে তুলসী দলমাত্র প্রদানে বা জলগণ্ডুষ প্রদানে, এরূপ অর্থ করিলে উভয়ের তুল্যতা হয় অতএব তুলসীর দল সহিত জলগণ্ডুষ বলিতে হই[illegible]

হৃদে স্ব[illegible] বোধি করে ঋণের শোধন।
[illegible] আপনা করেন সেই [illegible]নন ॥৮৪॥
গঙ্গাজল তুলসী-মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ-চরণে ভাবি করে সমর্পণ ॥৮৫॥

[illegible] পূর্ব শ্লোকের সহিত "বা" শব্দের সম্বন্ধ। কেবল তুলসী যুক্ত [illegible] প্রদানেই যে তিনি অধীন হয়েন তাহা নহে; ভক্তি পূর্বক প্রদান করিলেই অধীন হয়েন, এজন্য "ভক্তেভ্যঃ" বলিয়াছেন। বিচার করিতে এই শ্লোক [illegible] হইল [illegible]।

[illegible] কোন পুস্তকে উক্ত "তুলসী দলমাত্রেন——"। এই শ্লোকের [illegible] "[illegible] তুলসীপত্রং দ্বিদলং ক্ষুদ্রমেবচ। মঞ্জরী সা তু বিখ্যাতা [illegible] কৃষ্ণ[illegible] যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তথা চ মঞ্জরী হরেঃ। তস্মা-দ্দদ্যাৎ [illegible] তু [illegible]" ॥ এই দুই শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু [illegible] করে—" ॥ ইত্যাদি পয়ারে "তুলসী দলমাত্রেণ—" ॥ এই [illegible], কিন্তু এই দুই শ্লোকের কোন উল্লেখ না করায় [illegible]। দ্বিতীয়তঃ ভগবানকে তুলসী প্রদান করার মহিমা [illegible] লক্ষণ বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে বোধ হয় "গঙ্গাজল তুলসী-মঞ্জরী অনুক্ষণ"। এই পয়ারোক্ত মঞ্জরীর লক্ষণ বলিবার জন্য কেহ ঐ দুই শ্লোক ধৃত করিয়াছেন, তৎপরে অনবধান বশতঃ [illegible]।

[illegible] অর্থ এই দুই দিগে দুইটি ক্ষুদ্র তুলসী পত্র বিশিষ্ট যাহা তুলসী বৃক্ষের অগ্রভাগে জন্মায় তাহাকেই মঞ্জরী বলে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ পূজার দ্রব্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ [illegible]। শ্রীরাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, মঞ্জরীও তদ্রূপ প্রিয়া অতএব তাহাকে চন্দন মিশ্রিত করিয়া অতি যত্নে শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিবে ॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥

[illegible] আপনাকে বিক্রয় করিয়া অর্থাৎ অধীন হইয়া ॥ ৮৬ ॥

কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার ।
এইরূপে কৃষ্ণেরে করাইলেন অবতার ॥৮৮॥
চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু ।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু ॥৮৯॥

শ্রীকৃষ্ণ পূজায় তুলসী মঞ্জরীর শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত তাহাই অর্পণ করিতেন অথবা তুলসী এবং তাহার মঞ্জরী ॥ ৮৭ ॥ ৮৮ ॥

ধর্ম্মসেতু, ধর্ম্মরক্ষক। শ্রীকৃষ্ণ সত্যাদি তিন যুগে গৌররূপে অবতীর্ণ না হইয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইলেন কেন? তাহার সিদ্ধান্ত হইল এই ভক্তেচ্ছায় ভগবানের অবতার হইবার নিয়ম থাকায় কলিযুগবর্ত্তী লোকের ভবরোগ নিবারণেচ্ছুক ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতের ইচ্ছাতেই শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে শ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এখানে যদি কেহ বলেন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅদ্বৈতের ইচ্ছাতেই যদি শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েন, তাহা হইলে "অনর্পিতচরীং * * *" ও "রাধাকৃষ্ণ প্রণয়-বিকৃতিঃ * * *"। ইত্যাদ্যুক্ত প্রয়োজন বলিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই শ্রীঅদ্বৈত-ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপে অবতীর্ণ হইবার কারণ নহে, কেবল তাঁহার অবতার মাত্রে কারণ। আর "অনর্পিতচরীং" ইত্যাদ্যুক্ত কারণ গৌররূপে অবতীর্ণ হইবার প্রতি কারণ।

অথবা মম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক পত্রে। "বিশেষ শ্রীঅদ্বৈত পূজা শ্রীচৈতন্য অবতারের একমাত্র কারণ নহে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজ তিন বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এমন সময়ে শ্রীঅদ্বৈত পূজা করেন। যথা আং ৪ পং।

"সর্ব্বভাবে করিল কৃষ্ণ এইত নিশ্চয়। সেইকালে শ্রীঅদ্বৈত করে আরাধন" ॥ অথবা শ্রীঅদ্বৈত পূজায় শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করা কেবল জ্ঞাপকমাত্র, যেমন প্রত্যূষে নিজ প্রয়োজনবশতঃ মহারাজার অবশ্যই নিদ্রাভঙ্গ হইবে তথাচ বন্দীরা সুশ্লোক দ্বারা তাহার নিদ্রাভঙ্গ করে, তদ্রূপ নিজ প্রয়োজনবশতঃ

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতিব্রহ্মার্স্তুতিবাক্যং।

ত্বং ভক্তিযোগ-পরিভাবিত-হৃৎ সরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিত-পথো ননু নাথ পুংসাং।
যদ্‌যদ্ধিয়াত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥২১॥

ভাবার্থদীপিকা। ত্বমিতি ভক্তিযোগেন শোধিতে হৃৎসরোজে আস্সে তিষ্ঠসি শ্রুতেন শ্রবণেনেক্ষিতঃ পন্থা যস্য। কিঞ্চ শ্রবণং বিনাপি ত্বদ্ভক্তাঃ মনসা যদ্বদ্বপুঃ রূপং স্বেচ্ছয়া ধ্যায়ন্তি তত্তৎ প্রণয়সে প্রকটয়সি সতাং ভক্তানাং অনুগ্রহায় ইতি।

ক্রমসন্দর্ভঃ। ভক্তানাস্তু ত্বং বশ এবেত্যপরং কিং বক্তব্যমিত্যাহ ত্বমিতি। ভক্তি যোগোঽত্র প্রেমা পরিভাবিতত্বং যোগ্যতা-মাপাদিতত্বং। শ্রুতং ভগবৎ-প্রতিপাদক-বেদ-বৈদিক-শাস্ত্র-বিচার-শ্রবণং তর্হি মদ্রূপাবির্ভাবে কিং কারণং তত্রাহ যদ্‌যদিতি। ধিয়া শ্রুতেনৈব লব্ধেন বুদ্ধিবিশেষেণ তে পূর্ব্বোক্তাঃ

ননু নাথ হে প্রভো। শ্রুতেক্ষিতপথঃ ত্বং পুংসাং ভক্তিযোগ-পরিভাবিত হৃৎ-সরোজে আস্সে (তিষ্ঠসি)। হে উরুগায় ধিয়া যৎ যৎ (বপুঃ) বিভাবয়ন্তি তৎ তৎ বপুঃ সদনুগ্রহায় প্রণয়সে (প্রকটয়সি) ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২১ ॥

---

২ শীর্ণ হইবার পূর্ব্বে যোগ্য ভক্ত পূজাদি দ্বারা প্রভুকে অবতার বিষয়ক ... করেন ইতি ॥৮১॥

বেদাদি-শাস্ত্র শ্রবণে যাহার প্রাপ্তি-উপায় দৃষ্ট হয়, সেই তুমি পুরুষের (ভক্তের) ভক্তিযোগ-পরিশুদ্ধ-হৃদয়পদ্মে বাস কর। এবং হে অপার যশ-রাশে ভক্তেরা পরিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা আপনার যে যে রূপের ভাবনা করেন আপনি ভক্ত সকলকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সেইরূপে প্রকট হয়েন ॥২১॥

"ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু" (১) যদ্‌যদ্ধিয়াত * * * ॥২১॥

এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপ সার।
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সব অবতার ॥৯০॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে ॥৯১॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৯২॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আদিখণ্ডে আশীর্ব্বাদ মঙ্গলাচরণে চৈতন্যাবতার সামান্যকারণং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ॥৩॥

শ্রুতেক্ষিত-তৎ পথঃ পুমাংসো যদ্যদ্বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে প্রকর্ষেণ তৎসমীপে নয়সি প্রকটসীত্যর্থঃ। ননু ঈশ্বরোঽহং কথমেবং তেষাং বশ্যঃ স্যাং তত্রাহ সদনুগ্রহায় সংস্য তেষু অনুগ্রহ এব তব বশত্বে কারণং নান্যদিতি ভাবঃ। ননু শ্রুতমাত্রেণ মম কথং বহূনাং রূপাণাং জ্ঞানং স্যা-ত্তদভাবে চ কথ-মেকতরনিষ্ঠঃ স্যাত্তত্রাহ হে উরুগায়েতি। বেদেনত্বমুরুধৈব গীয়স ইতি স্ব স্ব-মতানুসারেণ সা স্যাদিতি ভাবঃ॥

চক্রবর্ত্তী। ভক্তিযোগেন পরিভাবিতং আসক্তীকৃতং যৎ হৃৎসরোজং তস্মিন্ শ্রুতেন বেদাদিশাস্ত্র-শ্রবণেন ঈক্ষিতঃ পন্থা মার্গো যস্য সঃ ॥২১॥

এই শ্লোকের "ত্বাং ভক্তিযোগ"। এই শ্লোকের। সংক্ষেপ-সার, সংক্ষেপে সার অথবা সংক্ষেপ অথচ সার, অর্থ এই কৃষ্ণের মৎস্যাদি সকল অবতারই ভক্ত ইচ্ছাতেই হয়॥৯০॥

চতুর্থ শ্লোকের "অনর্পিতচরীং—"। শ্লোকের ॥৯১॥৯২॥

ইতি আদি-সুধাসঞ্চারিণী ব্যাখ্যা তৃতীয় ॥৩॥



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

শ্রীচৈতন্য-প্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ং।
বালোঽপি [illegible]তে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ ॥১॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ ॥১॥

[illegible] বালোঽপি শাস্ত্রাদ্য-ব্যুৎপন্নোঽপি শ্রীচৈতন্য-প্রসাদেন [illegible] শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা পুরাণাদীন-বলোক্য তৎতস্য ব্রজবিলাসিনঃ ভগবতঃ [illegible]রূপস্য তৎকৃতে অনুবাদ-রূপস্য, নবদ্বীপচন্দ্রস্য বিনির্ণয়ং বস্তুতত্ত্ব-[illegible] অহমপি [illegible]রোমীত্যর্থঃ ॥১॥

[illegible] চৈতন্যাবতারে মুখ্যকারণং বর্ণ্যতে ইতিভাবঃ ইতি চং ॥১॥

বালোঽপি (অজ্ঞোঽপি) শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন ব্রজবিলাসিনঃ তদ্রূপস্য (শ্রীচৈতন্যরূপস্য) বিনির্ণয়ং কুরুতে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

নমঃ শ্রীগৌরগোপালায়। এই চতুর্থ পরিচ্ছেদান্তর্গত সিদ্ধান্ত মাধুর্য্যের অশেষত্ববিধায় তৎসমগ্র সংগ্রহ করত সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা মাদৃশ ক্ষুদ্র কীটানুকীটের কখন সম্ভবে না, তবে শ্রীপিতৃদেব পাদকে প্রণাম করিয়া যথামতি ইহার কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশ করিব।

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥২॥
মূল শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস ॥৩॥

এই চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ—— এবং "শ্রীরাধায়াঃ——"এই দুই শ্লোকের অর্থ করত শ্রীচৈতন্যাবতারের প্রধান কারণ অর্থাৎ মূল প্রয়োজন বর্ণিত হইয়াছে।

অথ ব্যাখ্যা। শাস্ত্রজ্ঞান বিহীন ব্যক্তিও শাস্ত্রদৃষ্টি করিয়া শ্রীচৈতন্যানুগ্রহে ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের যে শ্রীচৈতন্যরূপ, তাহার নিশ্চয় অর্থাৎ সেইরূপ হইবার প্রয়োজন নিশ্চয় করিতে পারে ॥ ১ ॥

উক্ত শ্লোকের অভিপ্রায় এই গ্রন্থকৃৎপাদ বলিতেছেন, পণ্ডিত ব্যক্তি শাস্ত্রাদি দৃষ্টি করিয়াও ভগবদ্ কৃপা ব্যতীত তাহার মর্ম্মাবগত না হওয়াতে সেই ভগবত্তত্ত্বাদি জ্ঞাত হইতে পারে না, কিন্তু তাঁহার কৃপা হইলে মূর্খ ব্যক্তিও শাস্ত্র দেখিয়া তাঁহার তত্ত্বাদি জানিতে পারে।

আমি (গ্রন্থকৃৎ) শাস্ত্রাদানভিজ্ঞ মূর্খ ব্যক্তি, কিন্তু শ্রীচৈতন্যানুগ্রহে শাস্ত্রাদির মর্ম্ম জানিয়া ব্রজবিলাসী (ব্রজে অশেষ-বিশেষ বিলাস করিয়াও) শ্রীকৃষ্ণ কেন যে শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন, তাহার নিশ্চয় করিব; এবং আমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ হইয়াছে, সেই উহা বুঝিতেও পারিবে। এই চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যানুগ্রহে তাঁহার অবতারে প্রধান কারণ বর্ণিত হইবে। ইতি ভাব ॥ ১ ॥

চতুর্থ শ্লোকের "অনর্পিতচরীং" এই শ্লোকের। পঞ্চম শ্লোকের "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ" এই শ্লোকের ॥২॥

মূল শ্লোকের, পঞ্চম শ্লোকের। আভাষ, এই মূর্দ্ধন্য ষ থাকিলে আ পূর্ব্বক ভাষ ধাতুর উক্তি অর্থ, ইতি গণদর্পণ। অথবা প্রবেশিকা। অর্থাৎ এখানে পূর্ব্ব

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার।
প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥৪॥
সত্য এই হেতু কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ ॥৫॥

আভাসমাহ "চতুর্থ" ইত্যাদ্যাং। বহিরঙ্গ গৌণঃ অন্তরঙ্গ প্রধানং ॥৪॥৫॥

বাক্যের পর পরবাক্য প্রবেশের (বলিবার) হেতুভূত উক্তির নাম আভাষ। তাহা হইলে "অনর্পিতচরীং—" এই পূর্ব্ব বাক্যে শ্রীচৈতন্যাবতারের বহিরঙ্গ কারণ বলিয়া এক্ষণে তাহার অন্তরঙ্গ কারণ বলিতেছেন, এই বাক্যটী "রাধাকৃষ্ণপ্রণয় বিকৃতিঃ—" এই পরবাক্য বলিবার হেতু ভূত বাক্য হইয়াছে। আভাস এই শব্দের থাকিলে অভিপ্রায়ার্থ। অর্থাৎ এখানে পরবাক্য বলিবার জন্য যে অভিপ্রায় প্রকাশ করা হয় সেইটী আভাস। ইহাও ঐরূপ, অর্থাৎ পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যাবতারের বহিরঙ্গ কারণ বলিয়াছেন, এক্ষণে তাহার অন্তরঙ্গ কারণ বলিতেছেন, এইটী "রাধা—" এই পরবাক্য বলিবার অভিপ্রায় হইয়াছে ॥৩॥

আভাস বলিতেছেন "চতুর্থ" ইতি। বহিরঙ্গ, অপ্রধান। অন্তরঙ্গ প্রধান। এই পয়ার দুইটী পঞ্চম শ্লোকের আভাষ। অর্থাৎ অন্তরঙ্গ কারণ বলিবার অভিপ্রায়ে পঞ্চম শ্লোক বলিতেছেন ॥৪॥৫॥

অন্তরঙ্গ কারণ বলিবার পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যাবতারে প্রেম ও নাম প্রচারের বহিরঙ্গ কারণতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণাবতারে ভূভার হরণের বহিরঙ্গ কারণতাকে দৃষ্টান্তরূপে দেখাইতেছেন "পূর্ব্বে যৈছে" ইত্যাদি "আনুসঙ্গ" ইত্যন্ত। পূর্ব্বে, পূর্ব্বাবতারে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের শ্রীকৃষ্ণাবতারে। এই শ্রীচৈতন্যই পূর্ব্বে যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েন ইতি ভাব। যৈছে, যেমন। ভূ। হরিবারে, ভূভার হরণ করিবার জন্য (অসুর সংহার জন্য)।

পৃথিবীর ভার হরণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, এইটী "শাস্ত্রের

পূর্ব্বে যৈছে পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলা শাস্ত্রের প্রচারে ॥৬॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগত-পালন ॥৭॥

প্রেমনাম-প্রদানন্তু শ্রীচৈতন্যাবতারে বহিরঙ্গকারণং ইত্যেতৎপ্রতিপাদয়িতুং শ্রীকৃষ্ণাবতার-বহিরঙ্গকারণং দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি "পূর্ব্বে যৈছে" ইত্যাদি "আনুসঙ্গ" ইত্যন্তং। পৃথিবী-ভারহরণায় শ্রীকৃষ্ণাবতার ইতি শাস্ত্রাণাং প্রচলিতোঽর্থঃ সাধারণোঽর্থঃ ইত্যর্থঃ ন তু বাস্তবঃ অয়ম্ভাবঃ পৃথিবী-ভারহরণং যথা শ্রীকৃষ্ণাবতারে বহিরঙ্গকারণং তদ্বদত্রাপি প্রেমনাম প্রদানং। শ্রীচৈতন্যস্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণত্বেন তদবতার-কারণমেবাত্রদৃষ্টান্তীকৃতং ॥৬॥

তদেব প্রতিপাদয়ন্ তত্রহেতুমাহ "স্বয়ং" ইতি। ভূভারহরণং বিনা জগতঃ স্থিতিপালনাভাবেন স্থিতিপালনায়াবতীর্ণস্য বিষ্ণোরেব তৎভারহরণং কর্ম্ম ন তু স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অতস্তত্তস্য বহিরঙ্গকারণ মিত্যর্থঃ ॥৭॥

প্রচারে শাস্ত্রের প্রচলিত অর্থ, অর্থাৎ সাধারণ অর্থ* কিন্তু বাস্তবিক নহে। পৃথিবী-ভার হরণ যেমন শ্রীকৃষ্ণাবতারের বহিরঙ্গ কারণ (অপ্রধান কারণ) তদ্রূপ প্রেম ও নাম প্রচারও শ্রীচৈতন্যাবতারের বহিরঙ্গ কারণ ইতি ভাব। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই, এ প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণাবতার কারণকেই এখানে দৃষ্টান্ত করিয়াছেন ॥৬॥

তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাতে হেতু দেখাইতেছেন "স্বয়ং" ইতি পৃথিবীর ভার হরণ (অসুর-মারণ) ব্যতীত জগতের স্থিতি পালন না হওয়াতে

---

* এইরূপ অর্থ না করিলে ভূভার হরণকে শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ বলিলে গ্রন্থকৃৎ পাদ-বাক্য শাস্ত্র বহির্ভূত হয়। শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ পর পয়ারে প্রকাশ হইবে।

কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার কাল
ভারহরণ কাল তাতে হৈল মিশাল ॥৮॥

ননু ভূভারহরণং যদি ন কৃষ্ণস্য কর্ম্ম তদা কথং তস্মিন্‌ তস্য বহিরঙ্গত্বং তৎসম্বন্ধাভাবাৎ। তথা যদি তন্ন তস্য কর্ম্ম তদা তৎকথম্বা তস্মিন্‌ দৃশ্যতে ইত্যত্রাহ "কিন্তু" ইতি পঞ্চভিঃ। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণুরেব ভূভারহরণং করোতি ন তু শ্রীকৃষ্ণঃ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতার কালান্তর্ভূততয়া শ্রীবিষ্ণুকৃত-ভূভারহরণ কালস্য পার্থক্যাভাবেন তথা পূর্ণপুরুষ-শ্রীকৃষ্ণাবতারকালে তদংশান্তর্ভূততয়া শ্রীনারায়ণাদি-সর্ব্বাবতারাণাং পার্থক্যাভাবেন বিষ্ণুরপি তদঙ্গে তিষ্ঠতি ন তু পৃথক্‌ ইতি বিষ্ণুনা সহ আধারাধেয়সম্বন্ধেন তস্মিন্‌ তৎসম্বন্ধঃ অতস্তৎ বহিরঙ্গ কারণং। তথা নিজাংশান্তর্ভূতেন বিষ্ণুনা এব শ্রীকৃষ্ণঃ ভূভারং হরতি সাধারণ দৃষ্ট্যা তু স এব করোতি ইতি দৃশ্যতে ইত্যেতৎপ্রকরণার্থঃ। অয়ং ভাবঃ নিজাংশান্তর্ভূত বিষ্ণু-সম্বন্ধেনৈব তস্মিন্‌ তৎসম্বন্ধঃ ন তু সাক্ষাৎ অতস্তৎ বহিরঙ্গকারণং তথা নিজাংশান্তর্ভূত বিষ্ণুকৃতং ভূভারহরণং কৃষ্ণকৃতং দৃশ্যতে ॥৮॥

স্থিতির [illegible] জগৎ পালন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া ভূভার হরণ করেন, অতএব তাহা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম না হওয়াতে বহিরঙ্গ কারণ হইল [illegible] ভূভার হরণ ও জগৎ পালন এই দুটী ফলতঃ একার্থবাচক হওয়াতে কোথাও কাহার প্রয়োগ হইয়াছে ॥৭॥

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে এই ভূভার হরণ যদি শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মই নহে, তবে তাঁহার সহিত সেই কর্ম্মের কোন সম্বন্ধ না থাকায় তাহাকে বহিরঙ্গ (অপ্রধান) কারণইবা বলেন কেন? এবং বিষ্ণুকৃত ভূভার হরণ শ্রীকৃষ্ণেইবা দৃষ্ট হয় কেন? ইহাতে বলিতেছেন "কিন্তু" ইতি পাঁচ পয়ারে। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণুরই কর্ম্ম, ভূভারহরণ কৃষ্ণের নহে; কিন্তু বিষ্ণুর ভূভারহরণ কালে শ্রীকৃষ্ণাবতার কালের অন্তর্ভূতত্ব হওয়াতে কালের পার্থক্য না থাকায় এবং পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অবতার কালে শ্রীনারায়ণাদি সকল অবতারই তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের)

পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥৯॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদি অবতার।
যুগ মন্বন্তরাবতার বিষ্ণু যত আছে আর ॥১০॥
সভে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয়ে অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥১১॥

"পূর্ণ" ইতি। পূর্ণ ভগবতোঽবতারকালে সর্ব্বেঽপ্যবতারাঃ তত্র সঙ্গচ্ছ... অতঃ পূর্ণভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাবতারকালে নারায়ণাদয়ঃ সর্ব্বে স্বস্বধামরাগ... তদঙ্গেঽবতরন্ এতদ্রূপেণ শ্রীকৃষ্ণোঽবতরতি যতঃ সঃ পূর্ণঃ ভগবান্। না... রণাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ সংযুক্তঃ শ্রীকৃষ্ণোঽবতরতি পূর্ণত্বাদিতি ভাবঃ। তথা... লঘুভাগবতামৃতে। হ্যর্মহাত্মোঽতিপরম-মহত্তমতয়া স্মৃতাঃ। তে প...

অন্তর্ভূত হইয়া অপৃথক্‌রূপে অবস্থান করাতে বিষ্ণু ও তাহাতে অপৃথ... রূপে অবস্থান করেন ; ইহাতে বিষ্ণুর সহিত শ্রীকৃষ্ণের আধারাধেয় সম্বন্ধ থাকা... ভূভারহরণ সম্বন্ধটী পরম্পর সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণে থাকিল, এই জন্য ত... বহিরঙ্গ কারণ হইল।

এবং নিজাংশান্তর্ভূত বিষ্ণুদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ ভূভারহরণ করেন কিন্তু নিজা... অন্তর্ভূত বিষ্ণু থাকায় সাধারণ দৃষ্টে তাহা দেখিতে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণই তা... করিতেছেন ইহাই দেখিতে পায়, ইতি এই প্রকরণের অর্থ। নিজান্ত... বিষ্ণুর সম্বন্ধেই ভূভারহরণ সম্বন্ধ শ্রীকৃষ্ণেতে, কিন্তু তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ন... এজন্যই বহিরঙ্গ কারণ হইল, এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভূত থাকায় বিষ্ণু... ভূভারহরণ শ্রীকৃষ্ণেই দেখিতে পায় ইতি ভাবঃ ॥৮॥

সর্ব্বাংশ সংমিলিত পদার্থকেই পূর্ণ বলে, পূর্ণ পদার্থের প্রকাশ হইলে তা... অংশ সকল ও তাহাতে সঙ্গত হইয়া থাকে, নচেৎ তাহাকে পূর্ণ বলা যায়...

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণু-দ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে।
আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ ॥১২॥

ব্যোমনাথশ্চ পার্থাশ্চ বসুসংখ্যাকাঃ॥ বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে। তেভ্যো পূর্ব্বকর্ষভাজোঽমী কৃষ্ণব্যূহাঃ সুতরাং মতাঃ। ইত্যনেন পরব্যোমনাথ-ব্যূহৈঃ সহৈকত্বং। স্ববিলাসৈ বিহারেভ্যস্য প্রাদুর্ভাবমুপাগতাঃ। অংশাংশাবতারা যে প্রসিদ্ধা পুরুষাদয়ঃ। তথা শ্রীজানকীনাথ নৃসিংহ ক্রোড় বামনাঃ। নারায়ণো নরসখো হয়শীর্ষ-জিতাদয়ঃ। এভির্যুক্তং সদা যোগমবাপায়-সমন্বিতঃ ইতি। অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ। অস্য বিশেষঃ মূলে দ্রষ্টব্যঃ। এতৎশ্লোকঃ পূর্ণস্য লক্ষণং জ্ঞেয়ং ॥৯॥১০॥১১॥

অতএব ইতি। যতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারকালে শ্রীনারায়ণাদয়ঃ সর্ব্ব এব তদঙ্গে-সম্মিলন্তি অতএব এতেনৈব হেতুনা শ্রীবিষ্ণুরপি তদা তদঙ্গে তিষ্ঠতি। তেন লিঙ্গাঙ্গত্বেন বিষ্ণুনা শ্রীকৃষ্ণোঽসুরান্ সংহরতি ভূভারং হরতীত্যর্থঃ অসুরং ভূভারহরণং আনুষঙ্গিকং কর্ম্ম এতেন তস্য বহিরঙ্গত্বং। সঙ্গে অনু অনুগতস্য বিষ্ণোঃ ইতি যাবৎ বিষ্ণোঃ কর্ম্ম ইতি আনুসঙ্গিকং অঙ্গাৎ স্বরূপাৎ অনাদিকর্ণাঃ ইতি যাবৎ বহিঃ ভিন্নস্য বিষ্ণোরবতারে কারণং ইতি বহিরঙ্গ-কারণং এতেন উক্তং লঘুভাগবতামৃতে যথা "তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ পীড্যমানেষু দানবৈঃ। প্রেমেষু করুণাপাত্র হেতু রিত্যুক্তমেবহি॥ ভূমি-ভারাপহারায় ব্রহ্মাদ্যৈঃ ত্রিদশেশ্বরৈঃ। অভ্যর্থনন্তু যত্তস্য তত্তবেদানুষঙ্গিকং" ইতি ॥১২॥

যখন হইলে পূর্ণ ভগবানের অবতার কালে তাহার অংশ সকলও তাহাতে সঙ্গত হয়েন, অতএব পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার কালে শ্রীনারায়ণাদি সকলেই স্বীয় স্বীয় ধাম হইতে আগমন করিয়া তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অঙ্গে অবতীর্ণ হয়েন; এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, যেহেতু তিনি পূর্ণ ভগবান। পূর্ণতা প্রযুক্ত শ্রীনারায়ণাদি সকল অংশের সহিত সঙ্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন ইতি ভাব। চতুর্ব্যূহ, (বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, ও অনিরুদ্ধ)।

যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ ॥১৩॥
প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গে ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥১৪॥

শ্রীকৃষ্ণাবতারে বহিরঙ্গকারণ মুক্ত্বা অন্তরঙ্গং মূলকারণং কথয়িতু মাদৌ তল্লক্ষণ মাহ "যে লাগি" ইতি। যে লাগি যদর্থং। স্বয়ং স্বং কর্ত্তুং অবতরতি তদেব তদবতারে মূলকারণ মিত্যর্থঃ ॥১৩॥

তত্র তাবৎ শ্রীকৃষ্ণাবতারে মূল কারণ মাহ "প্রেমরস" ইতি। "দুই ইচ্ছা উদ্‌গম" ইতি পরপদ্যোক্তেন ইচ্ছাশব্দেন অত্রাপি ইচ্ছাশব্দোঽধ্যাহার্য্যঃ তেন চ প্রেমরস-নির্য্যাস ঐশ্বর্য্যাদিজ্ঞানবিহীনঃ নির্ম্মলপ্রেমরসরিত্যর্থঃ তমা স্বাদয়িতুং যা ইচ্ছা তথা তৎ প্রেমরস-সারাস্বাদ-দ্বারা লোকে রাগভক্তিং প্রচারয়িতুং যা ইচ্ছা এতদিচ্ছাদ্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণাবতারে মূলকারণং ॥১৪॥

ঐ বিষয়ে লঘুভাগবতামৃতে নারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা প্রকরণে যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই, পরব্যোম-নাথ, পুরুষাদি অবতার শ্রীজানকী-নাথ প্রভৃতি লীলাবতার, ইত্যাদি সকল অবতার সহিত সংমিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন ইতি।

উহা একটি পূর্ণের লক্ষণ জানিবে অর্থাৎ সর্ব্বাংশ-সংমিলিত-রূপে অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার ॥৯॥১০॥১১॥

অতএব ইতি। পূর্ণ পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার কালে শ্রীনারায়ণাদি সকলেই তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অঙ্গে অবস্থান করাতে সুতরাং শ্রীবিষ্ণুও অঙ্গে অবস্থান করেন। সেই নিজাঙ্গস্থিত বিষ্ণুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অসুর সংহার করেন, অতএব অসুর মারণ শ্রীকৃষ্ণের আনুষাঙ্গ কর্ম্ম অর্থাৎ সঙ্গে অঙ্গে (স্থিত) বিষ্ণুর কর্ম্ম, এপ্রযুক্ত সেই কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণাবতারে বহিরঙ্গ কারণ অর্থাৎ অঙ্গ হইতে (নন্দনন্দনস্বরূপ হইতে) বহিঃ (ভিন্ন) বিষ্ণুর অবতার কার্য্য কিন্তু কৃষ্ণের নহে।

রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু দুই ইচ্ছার উদ্গম ॥১৫॥

এই আনুষঙ্গিক্য দম্ভানারম্ভনাতে নারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা প্রকরণে ২৯ ও ৩০ শ্লোকে বলিয়াছেন এই, ভয়ঙ্কর দানবগণ প্রিয়জনকে পীড়ন করিলে শ্রীকৃষ্ণ যে অবতীর্ণ হয়েন, সেইটী তাঁহার করুণা অর্থাৎ তাঁহার অবতারে তাঁহার করুণাই কারণ। এবং ভূভার হরণ করিবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণের শ্রীকৃষ্ণকে যে প্রার্থনা তাহা আনুষঙ্গিক কারণ।

এখানে সিদ্ধান্ত হইল এই প্রেম ও নাম দানকার্য্য শ্রীচৈতন্যাবতারের প্রধান কারণ নহে, যেমন তাঁহার পূর্ব্বাবতারে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের শ্রীকৃষ্ণাবতারে ভূভার হরণ প্রধান কারণ হয় নাই ॥১২॥

প্রেম ও নাম দান কার্য্যটী শ্রীচৈতন্যাবতারের বহিরঙ্গ-কারণ, উহারই দৃষ্টান্তরূপে ভূভার হরণ কার্য্যকে শ্রীকৃষ্ণাবতারের বহিরঙ্গ কারণ বলিয়া অন্তরঙ্গ (মূল) কারণ বলিবার আবশ্যক মতে "যে লাগি অবতার" এই পয়ার হইতে "এই বাঞ্ছা যৈছে" এই পয়ার পর্য্যন্ত একটী প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন, তাহাতে প্রথমতঃ মূল কারণের লক্ষণ বলিতেছেন "যে লাগি" ইতি। যে লাগি যাহার জন্য অর্থাৎ যাহা যাহা করিবার জন্য অবতীর্ণ হয়েন, সেইটীকেই সেই অবতারের মূল কারণ বলি ॥১৩॥

তাহাতে শ্রীকৃষ্ণাবতারের মূল কারণ বলিতেছেন, "প্রেমরস" ইতি। "দুই ইচ্ছার উদ্গম" এই পর পয়ারে ইচ্ছা শব্দ থাকায় এখানে ইচ্ছা শব্দ উহ্য করিয়া অর্থ করিতে হইবে, তাহাতে প্রেমরস-নির্যাস, প্রেমরস-সার অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বিহীন নির্ম্মল প্রেমরস আস্বাদন করিতে যে ইচ্ছা এবং লোকে রাগমার্গ-ভক্তি প্রচার করিতে যে ইচ্ছা এই দুইটী ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণাবতারের মূল কারণ। শ্রীকৃষ্ণ উক্ত দুইটী ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হওয়াতে ঐ দুই ইচ্ছাই তাঁহার অবতারে মূল কারণ হইয়াছে ইতি ভাব। এখানে প্রেমরস নির্যাস বস্তুটী ভক্তের, অর্থাৎ নির্ম্মল প্রেমবান্ ভক্তের প্রেমরস-নির্যাস ॥১৪॥

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥১৬॥
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥১৭॥

কথং তদিচ্ছাদ্বয়ং জাতমিতি চেত্তত্র হেতুমাহ "রসিক" ইতি। রসিক-
শেখরত্বং পরম কারুণিকত্বঞ্চ ইতিদ্বয়ং তত্তদিচ্ছায়াকুদ্গমে প্রাদুর্ভাবে হেতুঃ
রসিকশেখরত্বেন প্রেমরস-নির্যাসাস্বাদনে তথা পরমকারুণিকত্বেন চ রাগ-
প্রচারণে ইচ্ছা জাতা ইত্যর্থঃ ॥১৫॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বংপ্রেমরস-নির্যাস্বাদনং কেন প্রকারেণ করিষ্যতীত্যত্র নি-
মিত্তান ব্রজপরিবারান্ মাত্রাদীন্ ভক্তানবতারয়িত্বা তৈরেব তদাস্বাদনং করি-
ষ্যতীতি তৎপ্রকারং বক্তু মাদৌ তত্র ননু জগতি বহুষু ভক্তেষু সৎসু
মাত্রাদীনামবতারণেন কি মিত্যাশঙ্কাং শ্রীকৃষ্ণবাক্যেন পরিহরতি "ঐশ্বর্য্য"
দ্বাভ্যাং। প্রেমেবশ আমি প্রেমবশোহহংতস্যাধীনো ন ভবামীত্যর্থঃ ঐ-
জ্ঞানী ভক্ত এব মদধীন অতঃ কথং "বশ আমি" স্ববশোহহং তস্যা-
ভবামীতিভাবঃ। অয়মাশয়ঃ প্রীত্যধীনতয়ৈব প্রেমরস-নির্যাসা-
ভবেৎ কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিভক্তপ্রেমি তৎপ্রীত্যভাবেন তদধীনত্বাপ্যভবা-
সুতরাং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবিহীনানাং তেষাং মাত্রাদিভক্তানামাধীন্যেন তদা-
ভবিষ্যতি ইতি। এতৎপ্রকরণং সর্ব্বমেব অপ্রকটব্রজবিহারি—শ্রীকৃষ্ণ-
মিতিজ্ঞেয়ং ॥১৬॥১৭॥

উক্ত দুইরূপ ইচ্ছা হইবার হেতু কি; অর্থাৎ প্রেমরস নির্যাস-
করিতে এবং রাগ ভক্তি প্রচার করিতে ইচ্ছার উদ্গম হয় কেন? ইহাতে
হেতু বলিতেছেন "রসিক" ইতি। শ্রীকৃষ্ণ রসিক শেখর (রসিক-শ্রেষ্ঠ
হেতু প্রেমরস-নির্যাস-আস্বাদন করিতে ইচ্ছার উদ্গম (প্রাদুর্ভাব)

আমাকেত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সেই ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥১৮॥

ননু পূর্বোক্তরীত্যা স্বাধীনত্বেন ভক্তাধীনত্বেন চ যদি বৈষম্যমাপতেদিতি চেত্ত-ত্রাহ "আমাকে ত" ইতি। কল্পতরুবৎ ভক্তভজনাধীন-স্বভাবেন স্বাধীনাধীনো ভবামীতি ন ভক্তেষু বৈষম্যদোষ ইত্যর্থঃ ॥১৮॥

তিনি পরম-করুণ (পরম-দয়ালু) এই হেতু লোকে রাগ ভক্তি-প্রচার করিতে ইচ্ছার উদ্গম হয় অর্থাৎ রসিক-শেখরতাই প্রেমরস-নির্য্যাসা-স্বাদন করিবার ইচ্ছার প্রতি হেতু এবং পরম করুণতাই লোকে রাগ ভক্তি প্রচার করিবার ইচ্ছার প্রতি হেতু হইয়াছে।

রসিক ব্যক্তি কেবল রসেরই অনুভব করে, আর রসিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাহার সারকে অনুভব করে। শ্রীকৃষ্ণ রসিক শ্রেষ্ঠ এ প্রযুক্ত প্রেমরসের সার আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন। দয়ালু ব্যক্তি কেবল ধনাদি দান করে, আর পরম দয়ালু গূঢ় ধন দান করে, শ্রীকৃষ্ণ পরম দয়ালু এপ্রযুক্ত গূঢ় রাগ-ভক্তি দান করিতে ইচ্ছা করেন ইতি ভাব ॥১৫॥

উক্ত হইয়াছে যে কেবল প্রেমরস নির্য্যাসাস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন। তাহাতে কি প্রকারে সেই নির্য্যাসাস্বাদন করিবেন? এ বিষয়ে নিত্য ব্রজ-পরিকর নিত্য মাতা, সখা ও প্রেয়সী প্রভৃতি ভক্ত সকলকে অবতীর্ণ করাইয়া তাঁহাদের প্রেমরস আস্বাদন করিবেন, এই প্রকারই বলিবেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে আশঙ্কা হইতে পারে এই, জগতে অনেক অনেক ভক্ত থাকায় নিত্য মাতা প্রভৃতি ভক্ত সকলকে অবতীর্ণ করাইয়া তাহার আস্বাদন করিতে হইবে কেন? এই আশঙ্কা অগ্রে শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে নিবারণ করিতেছেন "ঐশ্বর্য" ইতি দুই পয়ারে। ঐশ্বর্য্য শিথিলপ্রেমে, ঐশ্বর্য্য ক্ষীণ প্রেমে। প্রীতি, আনন্দ। তার, হীনমানী ব্যক্তির। প্রেম-বশ, প্রেমাধীন। আমি, শ্রীকৃষ্ণ। তবে কিনা প্রেমহীন আমি তার অধীন হই না ইত্যর্থ।

তথাহি শ্রীগীতায়াং ৪ অ ১১ শ্লোকে॥

অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥২॥

নন্থ তর্হি কিং ত্বয্যপি বৈষম্যমস্তি যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানা মেবাত্মভাবং দদাসি নাত্মেষাং সকামানা মিত্যত আহ "যে" ইতি। যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি তানহং তথৈব তদপেক্ষিত ফলদানেন ভজামি অনুগৃহ্লামি ন তু সকামা মাং বিহায় ইন্দ্রাদীনেব যে ভজন্তে তানহ মুপেক্ষইতি মন্তব্যং সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিদিসেবকা অপি মমৈব ভজনমার্গ মনুবর্ত্তন্তে ইন্দ্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ॥২॥

হে পার্থ (হে অর্জ্জুন) যে (জনাঃ) যথা (যেন প্রকারেণ) মাং (শ্রীকৃষ্ণং) প্রপদ্যন্তে (ভজন্তি) অহং তথৈব (তেন প্রকারেণৈব) তান্ ভজামি (অনুগৃহ্লামি) মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) মম বর্ত্ম (ভজনমার্গং) অনুবর্ত্তন্তে (অনুগমনং কুর্ব্বন্তি) ইত্যম্বয়ঃ॥২॥

তাৎপর্য্য এই, প্রেমিক ব্যক্তিই প্রেমের আশ্রয় অতএব প্রীতি পূর্ব্বক প্রেমিকের অধীনতাতেই প্রেমের আস্বাদন হয়, কিন্তু ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত প্রেমে না থাকায় তাহার আস্বাদন হয় না অতএব প্রেমাস্বাদনের আশয়ে সেই নিত্য পরিকর মাতা প্রভৃতি ভক্তের অধীনে তাহার আস্বাদন করিলেন। এই প্রকরণটি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট ব্রজবিহারকালীন বাক্য জানিবে। ১৬॥১৭॥

কোন ভক্ত সম্বন্ধে স্বাধীন কোন ভক্ত সম্বন্ধে অধীন হওয়াতে আপনার (শ্রীকৃষ্ণে) বৈষম্য উপস্থিত হইল? ইহাতে বলিতেছেন "আমাকেত" ইত্যাদি। যে ভক্ত আমাকে ঈশ্বর জ্ঞানে ভজন করে আমি তাহাকে তদপেক্ষিত ঐশ্বর্য্য অনুগ্রহ করি, আর যে ভক্ত আমাকে আপনাধীনজ্ঞানে ভজন করে

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে মোরে যেই করে শুদ্ধ রতি ॥১৯॥
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন।
সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥২০॥

হে শ্রীকৃষ্ণ কল্পদ্রুমশীলা ভবদীয়াহং "মোর পুত্র" ইতি দ্বাভ্যাং। শুদ্ধরতিঃ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবিহীনা কেবলারতিঃ নির্ম্মলপ্রেম ইত্যর্থঃ। তন্নারত্যা যোমামধীনং মন্যতে তস্যাহমধীনমিত্যর্থঃ। দেবক্যাদীনাং ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত ভক্তিনিবারণার্থমত্র শুদ্ধরতিরিত্যুক্তং ॥১৯॥২০॥

তাহাকে অনপেক্ষিত স্বাধীনরূপ অনুগ্রহ করি, এইটি আমার স্বভাব অর্থাৎ প্রার্থিত ব্যক্তির প্রার্থনাপেক্ষিত ফলপ্রদান স্বভাব কল্পতরুর যেমন বৈষম্য হয় না তদ্রূপ ঐশ্বর্য্যামিশ্রিত এবং কেবল প্রেম-ভজনাপেক্ষিত স্বাধীন ও অপরাধীন স্বভাবের আমারও বৈষম্য হয় না। ॥১৮॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিতেছেন, সকাম কি নিষ্কামরূপে যে ব্যক্তিরা আমার যে চতুর্ভুজাদি রূপের কি ইন্দ্রাদিরূপের ভজন করে, আমি তাহাদিগে সেই চতুর্ভুজাদিরূপে অনুগ্রহ করি। যে হেতু যে রূপেরই যে ভজন করুক না কেন, মনুষ্য সকল সর্ব্বপ্রকারে আমারই ভজন-পথের অনুসরণ করে ॥২॥

ইন্দ্রাদিরূপে চতুর্ভুজাদি সকল রূপই এক শ্রীকৃষ্ণের, সুতরাং তাহাদের ভজনে শ্রীকৃষ্ণেরই ভজন হয়, কিন্তু তাহা অবিধিপূর্ব্বক ভজন হয়; ইহা ইহার নবমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ শ্লোকে বলিয়াছেন।

আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) যে যে ভাবে ভজে আমিও তাহাকে সেই ভাবে ভজি, ইহারই প্রমাণ এই শ্লোকে ॥২॥

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানী ভক্তের অধীন না হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রেমরস নির্য্যাসাস্বাদন হয় না, ইহা বলিয়া এখানে যাহার অধীন হয়েন তাহা বলিতেছেন,

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক ৮২ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে
গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

ময়ি ভক্তি হি [illegible] তানা মমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদা সীন্মৎ-স্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥৩॥

অপি চ অতি ভদ্রমিদং যত্তবতীনাং মদ্বিয়োগেন মৎপ্রেমাতিশয়ো জাত ইত্যাহ্নমীতি। ময়ি ভক্তিমাত্র মেত্তাবদমৃতত্বায় কল্পতে যত্তু ভবতীনাং ময়ি স্নেহ আসীৎ তদ্দিষ্ট্যা ভদ্রং কুতঃ মদাপনঃ মৎপ্রাপক ইতি ॥ ইতিস্বামী ॥
ময়ীতি হি অপি ভক্তিঃ নববিধানামেকাপি ভূতানাং সর্ব্বেষামপি প্রাণিনা মিত্যধিকারোপেক্ষা নিরস্তা। অমৃতাঃ নিত্যপার্ষদা [illegible] ভাবোহমৃতত্বং তস্মৈ কল্পতে সমর্থাযোগ্যা বা ভবতি ভবতীনাং নিত্যবিশুদ্ধ-কোমল-স্বভাবানাক্ত ইতি স্নেহস্যান্ততো বৈশিষ্ট্যং সূচিতং অতোহনুনয়ার্থী [illegible] ভবতীনামিতি। অতএব মদাপনঃ মাং যত্র কুত্রাপি স্থিতং প্রাপয়তি বলাদাক ষতীতি তথা সঃ অতো ভবতীভিঃ সহ ময়া কদাচিদপি বিচ্ছেদো নাস্তীত্যর্থঃ ইতি বৈষ্ণবতোষণী ॥৩॥

ময়ি ভূতানাং (সর্ব্বেনামপি প্রাণিনাং) ভক্তিঃ হি (অপি) অমৃতত্বা (নিত্যপার্ষদ [illegible]) কল্পতে (যোগ্যা ভবতি)। ভবতীনাং মদাপনঃ (মৎপ্রাপক) মৎস্নেহ (ময়িস্নেহঃ) যৎ আসীৎ [illegible] দিষ্ট্যা (ভ [illegible]) ইত্যন্বয়ঃ ॥৩॥

"মোর পুত্র" ইতি দুই পয়ারে। সেই, যে ব্যক্তি। এইভাবে, এই ত্রিবিধ ভাবের মধ্যে কোন একটি ভ[illegible]। মোরে, আমাবিষয়ে। শুদ্ধরতি, ঐশ্বর্য্য জ্ঞানবিহীনরতি অর্থাৎ নির্ম্মল ব্রজপ্রেম, শুদ্ধরতিদ্বারা যে ব্যক্তি আমাকে অধীন মানে আমি তাহার অধীন হই ইত্যর্থ। দেবকী প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণে কখন ঈশ্বর রতি কখন পুত্রাদি রতি, এই ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত রতি নিবারণের জন্য [illegible] শুদ্ধরতি বলিয়াছেন। বাল্য পৌগণ্ড ও কৈশোর এই লীলা ক্রমগুলি

মাতা মোরে পুত্রভাবে করয়ে বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে ল ন পালন ॥২১॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম ॥২২॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হইতে হরে সেই মোর মন ॥২৩॥

"মাতামোরে" ইত্যাদিত্রিভিঃপদ্যৈঃ পুত্রভাবাদিত্রিবিধ-শুদ্ধরতের্মোত্তায় বন্ধনাদি ত্রিবিধ ব্যবহারো প্রদর্শিতঃ ॥২১॥২২॥২৩॥

বলিবার জন্য পুত্রের পর সখা বলিয়াছেন। কেবল পুত্রাদি ত্রিবিধভাবে হীন বা সমজ্ঞান আছে বলিয়াই ঐ তিন ভাবই গ্রহণ করিয়াছেন ॥১৯॥২০॥

শ্রবণাদি নববিধ-সাধন ভক্তির মধ্যে আমাবিষয়ে কোন একটি ভক্তি করিলে যে কেহ হউক না কেন সকল প্রাণীই আমার পার্ষদরূপকে লাভ করে। আমাকে প্রাপ্তি করায় এরূপ স্নেহ (প্রাণপতিভাব) আমাবিষয়ে তোমাদের নিত্য অবস্থান করিতেছে ইহা ভাগ্য ॥৩॥

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিতেছেন, সাধারণ লোকে সাধনভক্তি দ্বারা যখন আমাকে লাভ করে, তখন সর্বসাধন সংফল স্বরূপ-পরম প্রেমবতী নিত্যপার্ষদ তোমরা আমাকে নিত্যই লাভ করিয়াছ। মোর পুত্র ইত্যাদি (১) মৎস্নেহঃ ॥৩॥

মাতামোরে" ইত্যাদি তিন পয়ারে "মোর পুত্র" এই ঊনবিংশ পয়ারোক্ত পুত্র সখা ও প্রাণপতি এই ত্রিবিধ ভাবকৃত ত্রিবিধ শুদ্ধরতি জানাইবার জন্য বন্ধনাদি ত্রিবিধ ব্যবহার প্রদর্শিত হইয়াছে। পুত্রাদি বিষয়ক মনোগত প্রীতি বিশেষ রতি পদার্থ বাক্যের বোধগম্য না হওয়াতে তাহারে ব্যবহার বলিয়াছেন। অথবা "আপনাকে বড় মানে" ইহা কি প্রকার? তাহা দেখাইতেছেন "মাতা"

এই শুদ্ধ ভক্ত লঞা করিমু অবতার।
করিমু বিবিধ ভাতি অদ্ভুত বিহার ॥২৪॥

"এই শুদ্ধ" ইতি। লোকে ঐশ্বর্য্যামিশ্রিতপ্রেমতয়া তাদৃশশুদ্ধভক্তানাম্ভাবেন। তথা "লঞা" ইতি পদেনচ তে মাত্রাদয়ঃ নিত্যমেব অপ্রকট ব্রজবিহার বিরাজমানা ইত্যায়াতং। তেন চ প্রেমরসনির্য্যাসমাস্বাদয়িতুং নিত্যপরিকরৈঃ মাত্রাদিভিঃ সহাবতরণমিতিজ্ঞেয়ং। ননু নিত্যপরিকরাণাং মাত্রাদীনাং যদি তদাস্বাদনং করিষ্যতি তর্হি তবাবতরণেন কিং তত্র অপ্রকট ব্রজবিহারে তৎসম্পদ্যতএব ইতিচেৎ তত্রাহ "করিমু" ইতি। বিবিধাদ্ভূত বিহারেণ বিনা তদাস্বাদনং ন ভবেদ তত্তদ্বিহারদ্বারাতদাস্বাদয়িতুম বতরিষ্যামীত্যর্থঃ ॥২৪॥

ইতি তিন প্রকারে। মধ্য লীলার উনবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীপাদ রূপগোস্বামি শিক্ষা-প্রকরণে ইহা বিস্তাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রিয়ার ভৎর্সনা বাক্য নিয়ত নহে, এই জন্য "যদি মান করি" বলিয়াছেন, ঐশ্বর্য্যময় বেদস্তুতিতে শুদ্ধরতির অভাবপ্রযুক্ত তাহা হইতে মন হরণ করে ইতি ভাব। ফলিতার্থ এই মাতা প্রভৃতিকৃত বন্ধনাদি এক শুদ্ধরতিরই ব্যবহার। ঐ ব্যবহারে বিশেষত স্তুতি অপেক্ষা প্রিয়া কথিত নিন্দা বাক্যে যে অপূর্ব্ব মধুর রস আছে, তাহা এক রসিকশেখর বেদ্য। গোপী প্রেমামৃতে যথা,

ন তথা রোচতে বেদঃ পুরাণাদ্যা স্তবেতরাঃ।
যথা তাসান্তু গোপীনাং ভৎর্সনং গর্ব্বিতং বচঃ ইতি ॥

অস্যার্থ, বেদ ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র সকল কৃত স্তববাক্য আমার তেমন সুখদ নয়, যেমন গোপীকাদিগের ভৎর্সনা ও গর্ব্বযুক্ত বাক্য ইতি ॥২১॥২২॥২৩॥

"এই শুদ্ধ" ইতি। শুদ্ধরতিবশত যে মাতা আমাকে বন্ধন করে, সে মাতা

বৈকুণ্ঠাদ্যে যে যে লীলার নাহিক প্রচার।
সে সে লীলা করিমু যাতে মোর চমৎকার ॥২৫॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।*
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥২৬॥

ননু তত্রৈব অপ্রকটবিহারে তদ্বিহারো ক্রিয়তামিতি চেত্তত্র তন্নভবেদিত্যাহ "বৈকুণ্ঠাদ্যে" ইতি। বৈকুণ্ঠাদৌ যদ্বিহারো ন সম্পদ্যতে তত্তদর্থ মবতরিষ্যামীতি ভাবঃ ॥২৫॥

স্কন্ধারোহণ করে, যে প্রিয়া ভর্ৎসনা করে, এই শুদ্ধ (ঐশ্বর্য্যাদি জ্ঞান বিহীন) ভক্ত লইয়া অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যভাবমিশ্রিততাকে তাদৃশ শুদ্ধ-ভক্তের অভাব প্রযুক্ত অপ্রকট ব্রজবিহারে বিরাজমান নিত্য পরিকর মাতা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদনের জন্য অবতীর্ণ হইব।

নিত্য পরিকর মাতা প্রভৃতির যদি সেই নির্য্যাস আস্বাদন করিতে হয়, তাহা হইলে অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি, অপ্রকট ব্রজবিহারে তাহারা নিত্য বিরাজ করাতে নিত্যই তাহার আস্বাদন হইতে পারে? ইহাতে বলিতেছেন "করিমু [illegible]" [illegible] অদ্ভুত বিহার, আশ্চর্য্য লীলা। যাহা [illegible] প্রেম রসের আস্বাদন হইতে পারে না কিন্তু [illegible] তাহা সম্পন্ন হয় অর্থাৎ উদূখলবন্ধনাদি লীলাদ্বারাই মাতা প্রভৃতির নির্ম্মল বাৎসল্যাদি রসের আস্বাদন হয়, কিন্তু সেই সেই লীলা ব্যতীত সেই সেই রসের আস্বাদন হইতে পারে না, অতএব তদাস্বাদনোপায়ী ভূত বিবিধ লীলা (কার্য্য) দ্বারা তাহা আস্বাদন করিতে অবতীর্ণ হইব ॥২৫

---

* উপপতিভাব এই পাঠ কিন্তু প্রভাবের সহিত মিল রাখিবার জন্য ভাবে বলিয়াছেন।

কানাম সা লীলা কথম্বা তত্র সম্পদ্যতে ইত্যত্র কশ্চিৎ যদ্যপি অন্যোন্যোবিহারঃ সম্পদ্যতে কিন্তু প্রকটলীলায়াং যোগমায়া ময়ি নিত্য স্বকান্তভাবভাবিতান্তঃকরণানাং নিত্যপ্রেয়সীনাং তাসাং গোপীনাং স্বকান্ত-ভাবনাবৃত্য উপপতিভাবং প্রকটয়িষ্যতি ইতি তদ্ভাবভাবিতলীলাদিকং বৈকুণ্ঠাদৌ ক্বাপি ন সম্পদ্যতে তত্র নিত্যস্বকীয়ভাবত্বাদিত্যাশয়েনাহ "মোর বিষয়ে" ইতি। ময়ি বিষয়ে গোপীনামুপপতিভাবো ভবিষ্যতি ইতিশেষঃ। ননু নিত্যপতিভাববতীনাং তাসাং কথমাগন্তুকরূপপতিভাব-রূপ্তবিষ্যতীতিচেৎ সত্য যোগমায়া-প্রভাবেণৈব ভবিষ্যতীত্যাহ "যোগমায়া" ইতি। যোগমায়া অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তিঃ ময়ি গোপীনামুপপতিভাবমঘটমানমপি নিজমহিম্না স্বশক্ত্যা করিষ্যতি কারয়িষ্যতীত্যর্থঃ "পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস" ইত্যেতৎ পরকীয়-পরম-প্রেমরস-সারং মামাস্বাদয়িতুং তৎকরিষ্যতীতিভাবঃ।

অত্র উপপতিভাবং করিষ্যতীতি ভবিষ্যন্নির্দ্দেশেন তথা কৃতিসাধ্যত্বেন তস্য ভাবস্য জন্যত্ব মায়াতং তেনাত্রৈতৎ বিবেচনীয়ং ভাবেনৈব শ্রীকৃষ্ণ তাসামুপপতিঃ নতু বাস্তবঃ নিত্যপতের্জন্যোপপতিত্বাসম্ভবাৎ তথা "যার পতিব্রতাধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী" ইত্যাদি গ্রন্থকৃৎ বাক্যেন পরমপতিব্রতানাং "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ" ইতি ব্রহ্মসংহিতাদিবাক্যেন চ শ্রীকৃষ্ণনিত্যকান্তানাং তাসাং পত্যন্তরকল্পনাসম্ভবাৎ নিত্যকান্তাত্বহান্যাপত্তেশ্চ। তথা শ্রীগোপালচম্পূবর্ণিত-বৃন্দাযোগমায়াসম্বাদবাক্যপ্রমাণেন অন্যপূর্ব্বৈঃ সহ তাসাং পাণিগ্রহণং মূলতঃ নাসীৎ যেন শ্রীকৃষ্ণস্তাসামুপপতির্ভবেৎ। তথা চ উজ্জ্বলনীলমণৌ "মায়াকল্পিত-তাদৃকস্ত্রী-শীলনেনানুসূয়ুভিঃ। ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ"। টীকাচ তৈর্গোপৈর্জাতু কদাচিদপি ন সঙ্গমঃ ন পাণিগ্রহণ সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। ইত্যেষা। যত্তু ক্বচিৎ তাসা মন্যোপতিঃ শ্রূয়তে সতু যোগমায়া কল্পিতএব তথাহি দশমে "নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ইতি। অধিকন্তু বৈষ্ণবতোষণ্যাদিষু দ্রষ্টব্যং।

উপপতির্যথা উজ্জ্বলনীলমণৌ। রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং পরকীয়াবলার্থিনা। তদীয় প্রেম সর্ব্বস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ ॥ পরকীয়া যথাতত্রৈব। রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা। ধর্ম্মেণা স্বীকৃতা যাস্ত পরকীয়া ভবন্তি তাঃ ইতি ॥২৬॥

অপ্রকট প্রকাশেরেই সেই অদ্ভুত বিহার না করেন কেন? ইহাতে বলিতেছেন "বৈকুণ্ঠাদ্যে" ইতি। প্রচার, প্রসিদ্ধি (নিষ্পত্তি)। অপ্রকট শ্রীভগবদ্ধাম মধ্যে যাহার নাম বৈকুণ্ঠ, অর্থাৎ অপ্রকট শ্রীবৃন্দাবন, কিম্বা "আদ্যে" এই আদিপদে পরব্যোম ইত্যাদি কোন ধামে নিষ্পত্তি হয় না এরূপ আশ্চর্য্য লীলা করিতে অবতীর্ণ হইব। বৈকুণ্ঠাদিতে নিষ্পন্ন হইবার নহে এরূপ লীলা করিতে অবতীর্ণ হইব ইতি ভাব। শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বর্ণনা প্রসিদ্ধ থাকায় তাহার বিশেষ উল্লেখ না করিয়া কেবল সে সে লীলা বলিয়াছেন ॥২৫॥

সেই লীলাই বা কি এবং কেনই বা তাহা বৈকুণ্ঠাদিতে নিষ্পন্ন হয় না? ইহাতে পুত্র ভাবে লালন পালনাদি ও সখ্যভাবে স্কন্ধারোহণাদি লীলা যদিও তথায় নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু প্রকট লীলায় যোগমায়া মদ্বিষয়ে (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে) নিত্য স্বপতি ভাবে ভাবিতান্তঃকরণ নিত্য-প্রেয়সী গোপীকাদের সেই পতিভাব আবরণ করিয়া যে উপপতি ভাব প্রকট করাইবেন, এই উপপতি ভাব-ভাবিত লীলা, এবং উহা বৈকুণ্ঠাদি কোথাও নিষ্পন্ন হয় না, যেহেতু তথায় গোপীকাদিগের মদ্বিষয়ে স্বপতি ভাব, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন "মোবিষয়ে" ইতি। আমা-বিষয়ে (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে) যোগমায়া-ঘটিত গোপীকাদিগের যে উপপতি ভাব হইবে, এইভাব ভাবিত লীলা বৈকুণ্ঠাদিতে সম্পন্ন হয় না ইতি ভাব।

অথবা পূর্ব্বপয়ারোক্ত "অদ্ভুতবিহার" বলিতেছেন "মোবিষয়ে" ইতি। নিত্য স্বকান্তা গোপীকাদিগের মদ্বিষয়ক উপপতি-ভাবে যে বিহার এইটাই অদ্ভুত ইত্যর্থ।

স্বপতিভাব-ভাবিত গোপীকাদিগের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে উপপতি-ভাব কিরূপে হইবে? অর্থাৎ স্বপতিভাবে উপপতিভাব হইতে পারে না। ইহাতে বলিতেছেন, "যোগমায়া" ইতি। যোগমায়া নিজ ক্ষমতায় গোপীকাদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে

উপপতি ভাব করাইবেন অর্থাৎ "পরকীয় ভাবে অতি রসের উল্লাস" এই পরপয়ার প্রমাণে পরকীয়-পরম-মধুর প্রেমরস সার বস্তু আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) অস্বাদন করাইবার জন্য যোগমায়া নিজ মহিমাবলে তাহা করিবেন।

যোগমায়া বলিতে অঘটন ঘটনপটীয়সী শক্তি অর্থাৎ কেহ যাহা যোজনা করিতে পারে না তাহাকে যোজনা করিতে পরমনিপুণা এরূপ যে একটী শ্রীকৃষ্ণ শক্তি তিনি যোগমায়া, তাহা হইলে গোপীদিগের স্বপতি ভাবে অঘটমান যে উপপতি ভাব তাহা ঘটনা করিবেন।

এখানে যোগমায়া গোপীদিগের উপপতি ভাব করাইবেন, এই ভবিষ্যন্নির্দ্দেশ বাক্যে করাইবেন বলাতে তৎকালে সেই ভাব না থাকায় এবং যোগমায়া-ক্রিয়া দ্বারা তাহা নিপন্ন হওয়াতে সেই উপপতি ভাবটী জন্য হইল, তাহাতে এখানে এইটী বিবেচনীয়, কিন্তু গোপসুকুমারীদিগের শ্রীকৃষ্ণ স্বপতি কি উপপতি? এবিষয়ে বিদ্যমান মতভেদ-দুইটি সুমেরুর মীমাংসা-একত্রীকরণে মাদৃশ-ক্ষুদ্র কীটানুকীটের কোনই কল্পনা নাই, কেবল উপরুক্ত টীকা এবং শ্রীপাদ তোষনীকার প্রভৃতি তাহাতে যে মীমাংসা করিয়াছেন, তদনুগত ব্যাখ্যা এবং তাহার কিয়দংশ এখানে পরিগৃহীত হইবে; ইহার আমূল দৃষ্টি করিলে ঐ মত ভেদ থাকিবে না, অতএব সানুনয় প্রার্থনা করিতেছি ইহার কিয়দংশ দৃষ্টি করিয়া সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বিবেচনায় ত্যাগ করিবেন না, আদ্যপ্রান্ত দৃষ্টি করিবেন।

বিবেচ্য এই, নিত্য স্বপতি শ্রীকৃষ্ণে গোপসুকুমারীদিগের উপপতি ভাব মাত্র কিন্তু তাহা বাস্তবিক নহে; যেহেতু নিত্য স্বপতি শ্রীকৃষ্ণে তাহাদের জন্য উপপতি ভাব (আগন্তুক উপপতিভাব) হওয়া অসম্ভব। তথা "যার পতিব্রত ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী" ইত্যাদি পরপয়ার প্রমাণে তাহারা পরমপ্রতিব্রতা, পতিব্রতার পত্যন্তর কল্পনা জল্পনা মাত্র। এবং লক্ষ্মী সকল শ্রীকৃষ্ণের কান্তা ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতির বাক্যে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-কান্তা হওয়াতে অন্যের কান্তা হইতে পারে না, এবং তাহা হইলে আর নিত্য-কান্তাত্ব থাকে না, বরং যদি বলি দেবদত্ত পত্নীর পতি যজ্ঞদত্ত, তাহা হইলে যজ্ঞদত্তই তাহার উপপতি হইল, কেননা পূর্ব্ব হইতে সে দেবদত্তেরই পত্নী, তদ্রূপ অন্য যাহাকে শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীর পতি বলিবে

সেই উপপত্তি হইবে, কিন্তু তাহা হইতে পারে না, পতিব্রতার অন্য পতি লোকাসম্ভব। বিশেষত পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অপর নিজ কাব্য শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১১ শ সর্গে ১২১ শ্লোকে বলিয়াছেন এই যথা।

"পাতিব্রত্যং ক্বনু পরবধূত্বাপবাদঃ ক্বচাস্যাঃ, প্রেমোদ্রেকঃ ক্বচ পরবশত্বাদি বিঘ্নঃ ক্বচায়ং। ঔৎসুক্যোৎকণ্ঠা ক্বনু বকরিপো র্নিত্যসঙ্গাদ্যলব্ধি র্মূলং কৃত্বা কষতি হৃদয়ং কাপি শল্যত্রয়ী নঃ॥

টীকা"——পাতিব্রত্যপ্রেমোদ্রেকোৎকণ্ঠানাং ত্রয়ং সৎ। অপবাদ বিঘ্ন সঙ্গাভাবানাং ত্রয়ং অসৎ। —"॥

অস্যার্থ। শ্রীরাধার পাতিব্রত্যই কোথায় আর পরবধূত্ব অপবাদই বা কোথায়, অর্থাৎ পাতিব্রত্য ও পরবধূত্বাপবাদ এই দুইটী পরস্পর অনেক দূরে থাকায় শ্রীরাধার পাতিব্রত্যে পরবধূত্ব আশঙ্কাই হইতে পারে না। এবং তাঁহার প্রেমোদ্রেক কোথায় আর পরবশত্বাদি বিঘ্নই বা কোথায় অর্থাৎ অসীম প্রেমে কেহ তাহার বিঘ্ন করিতে পারে না। এবং তাহার এই উৎকণ্ঠাই কোথায় আর শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সঙ্গাদির অলাভই বা কোথায়, অর্থাৎ অসীম উৎকণ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গের অলাভ হইতে পারে না। তথাপি ঐ তিনটী শেল অর্থাৎ পাতিব্রত্যে অপবাদ, প্রেমোদ্রেকে বিঘ্ন, ও উৎকণ্ঠায় কৃষ্ণসঙ্গাভাব এই তিনটী শেল আমাদের হৃদয় মূল ধারণ করিয়া হিংসা করিতেছে।

টীকার অর্থ এই, পাতিব্রত্য, প্রেমোদ্রেক, ও উৎকণ্ঠা এই তিনটী সত্য। অপবাদ, বিঘ্ন, ও উৎকণ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণসঙ্গাভাব এই তিনটী মিথ্যা।

তাহা হইলে শ্রীরাধার এবং তদুপলক্ষিত গোপীদের পরদারত্ব মিথ্যা, এইটীই এখানে গ্রন্থকার পাদের মত প্রকাশ পাইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীগোপালচম্পূ-বর্ণিত-বৃন্দা ও যোগমায়ার উক্তি প্রত্যুক্তি বাক্য প্রমাণে * অন্য পুরুষের সহিত সেই গোপীদিগের পাণিগ্রহণই মূলে হয় নাই, যাতে করে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের উপপতি হইবেন। এবং উজ্জ্বলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভা

* উক্তি প্রত্যুক্তি বাক্য এই সিদ্ধান্তমধ্যে পরে উদ্ধৃত হইবে।

প্রকরণে ঊনবিংশ শ্লোকে বলিয়াছেন যথা, ব্রজগোপীদিগের কখনই অন্য গোপের সহিত পাণিগ্রহণ হয় নাই। মায়া-নির্ম্মিত সেইরূপ গোপী সেই গোপের নিকট অবস্থান করিত। তবে যে কোন স্থানে গোপীদের অন্য পতির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা যোগমায়া কল্পিত, ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের দশমে ৩৩ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে বলিয়াছেন যথা। ব্রজগোপ সকল শ্রীকৃষ্ণমায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনাপন স্ত্রী আপনাপন নিকটে মানিত, সবিস্তর ইহা বৈষ্ণবতোষণ্যাদিতে দৃষ্টি করিবেন।

উপপতির লক্ষণ উজ্জ্বল নীলমণির নায়কভেদে একাদশাঙ্কে বলিয়াছেন এই, পরস্ত্রীকে প্রার্থনা করায় এরূপ অনুরাগে ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীর প্রেমকেই যে ব্যক্তি সর্ব্বস্ব করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে উপপতি বলে।

পরকীয়ার লক্ষণ উজ্জ্বলের কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণে ষষ্ঠাঙ্কে বলিয়াছেন এই, ইহলোক ও পরলোকের অপেক্ষা করে না এরূপ অনুরাগে যাহারা পরপুরুষে আত্ম-সমর্পণ করে এবং ধর্ম্ম-বিবাহিতা নহে তাহারা পরকীয়া ইতি

শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকান্তা গোপীকাদিগের বাস্তবিক উপপতি নহেন, এ বিষয়ে বৈষ্ণবতোষণ্যাদির বিচার এখানে দেখাইবার তাদৃশ প্রয়োজন না থাকিলেও অপূর্ব্ব মধুর সিদ্ধান্তপ্রযুক্ত সাধারণের জন্য কতকগুলিন স্বীয় জনের অনুরোধে তাহাদের (তোষণ্যাদির) কিয়দংশ এখানে উদাহৃত হইবে, অপর সমস্তাংশ মূলগ্রন্থে দৃষ্টি করিবেন। তাহাতে দশমে ৩৩ অং ৩৫ শ্লোকে "গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ" এই শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী যথা।

তদেবং গোপীনাং পরদারত্বমঙ্গীকৃত্যাপি দোষঃ পরিহৃতঃ তত্র চ সতি কুলটাত্বং জারত্বং না পযাতি তন্নামচ খলু ধিক্কারাঃ পরং পর্য্যবস্যতীতি, তদসহমান স্তাসাং তৎপরদারত্ব মেব খণ্ডয়তি "গোপীনা" মিতি। *** তাসা মনাদি-কল্প-পরম্পরা-প্রাপ্ত-শ্রুতি-পুরাণ-তন্ত্রাদিপ্রসিদ্ধারত রেস্তমেব ব্যনক্তি কৃষ্ণ * বস্তুতঃ পরদারত্ব মেব নাস্তি কিমুতাযোগ্যত্ব মিতি ভাবঃ॥

তথা তত্রৈব "না সূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়" ইহার তোষণী যথা। ***

যোগমায়াকল্পিতানাং সম্ভাসামেব তৈর্বিবহনং সংবৃত্তং নতু ভগবন্নিত্যপ্রেয়সীনামিতি তথা তাসাং তদানীং মায়য়া গোপিতানাং মোহিতানাঞ্চ ন তদ্বৃত্তং জ্ঞান মাসীদিত্যতঃ শ্রুতমপি তদনভীষ্ট মেবাসীদিতি তাসু তেষাং দারত্বস্য মননমাত্রং তু বাস্তবত্বং। তথা তেষু তাসাং পতিত্বঞ্চ মননমাত্রমেব ইত্যেবং তাসাং তৈর্বিবাহসম্বন্ধো রাসাদ্যর্থং। * * *

অস্যার্থ। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মের রক্ষকাদি হইয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ পরদারাঙ্গীকার করিলেন কেন? এই শ্রীপরীক্ষিত প্রশ্নে "ধর্ম্মব্যতিক্রমোদৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসং" ইত্যাদিবাক্যে গোপীদিগের পরদারত্ব (পরস্ত্রীত্ব) অঙ্গীকার করিয়া ও সে দোষ (পরদারাঙ্গীকারদোষ) পরিহার করিলেন। কিন্তু গোপীকারা কুলটা, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের উপপতি, ইহা আর গেলনা এবং তাহার নাম অর্থাৎ কুলটা কি উপপতি এই নাম মাত্র ও পরম ধিক্কারের জন্য পর্য্যবসান হয়, ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীশুকদেবপাদ গোপীকাদিগের বাস্তবিক পরদারত্ব খণ্ডন করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণাবতার যেমন অনাদি সম্প্রদায়পরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রুতি পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে প্রসিদ্ধ আছে, তদ্রূপ গোপীকাদিগের ও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে প্রসিদ্ধ অবতারিত্ব সেই শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ করিতেছেন। অতএব যখন বাস্তবিক তাঁহাদের পরদারত্ব নাই, তখন আর কি বলিব যে তাঁহারা পরদারত্বে অযোগ্য।

যোগমায়া-কল্পিত-গোপীকাদের গোপদিগের সহিত বিবাহ নির্ব্বাহ হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিত্য-প্রেয়সী গোপীকাদের নহে; এবং সেই বিবাহ-কালে যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণকান্তা গোপীকাদিগে মোহ করিয়া রাখায় সেই বিবাহ বৃত্তান্ত তাঁহাদের জ্ঞান ছিল না অর্থাৎ অন্য গোপের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে এ জ্ঞান তাহাদের ছিল না; তাহা শ্রবণ করিলে অর্থাৎ অমুক গোপের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, এই কথা কাহার মুখে শ্রুত হইলে সেইটী তাঁহাদের অপ্রিয় হইত। এই হেতু অর্থাৎ মায়া-নির্ম্মিত গোপীকাদের সহিত বিবাহ হওয়াতে

গোপরা তাহাদিগকে আপন পত্নী বলিয়া মানিত, এজন্য তাহা বাস্তবিক নহে। এবং বিবাহ-কালে যোগমায়া গোপীকাদিগে মোহ করাতে বিবাহ বৃত্তান্ত না জানিয়ে তাহারা সেই গোপে পতিত্বমনন ত্যাগ করিয়াছিলেন। তবে যোগমায়া-কল্পিত মায়িক বিবাহের তাৎপর্য্য এই, সেই গোপদিগের সহিত সেই গোপীকাদের বিবাহ সম্বন্ধ রাসাদি লীলার জন্য অর্থাৎ রাসাদি লীলা সম্পন্ন করিবার জন্য যোগমায়া তাঁহাদের বিবাহ সম্বন্ধ কল্পনা মাত্র করিয়াছিলেন ইতি।

ইহাতে উপলব্ধি হইল এই শ্রীশুকদেবপাদ শ্রীকৃষ্ণনিত্যকান্তা গোপীকাদিগের পরস্ত্রীত্ব খণ্ডন করাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বাস্তবিক উপপতি নহেন ইতি। সবিস্তর ইহা মূলে দৃষ্টি করিবেন॥

তথা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে প্রকট ও অপ্রকট লীলার সমন্বয় প্রকরণে যথা

* * * অত্রৈবং বিবেচনীয়ং তাসাং নিত্যপ্রেয়সীনাং তস্মিন্ জারত্বং ন সম্ভবত্যেব শ্রীমদ্দশার্ণাদৌ তন্নামাদেঃ। * * *।

তাৎপর্য্য এই শ্রীকৃষ্ণ-নিত্য-প্রেয়সী গোপীকাদিগের শ্রীকৃষ্ণে উপপতি ভাব সম্ভব হয় না। অপর মূলে দৃষ্টি করিবেন॥

তথা শ্রীগোপালচম্পূ-পূর্ব্বরাগচর্য্যা-পঞ্চদশপূরণে।

বৃন্দাহ। ভগবতি পরমাপদাং পদমেকমুৎপন্ন মস্তি কথং তব নিশ্চিন্তা দৃশ্যতে। পৌর্ণ উ। কিন্তাবচ্চিন্তাকারণং তৎপদং। বৃন্দাহ। হন্ত যা যাঃ খলু নিত্যতয়া কৃষ্ণস্য প্রেয়স্য ইতি শ্রূয়তে তাসাং মন্যান্তসম্বন্ধঃ স নির্ব্বন্ধইব দৃশ্যতে তস্যানুবন্ধশ্চক্ষুষা স্পৃশ্যতে। পৌর্ণ উ। ন ভবিষ্যতি তাসা মন্যেনান্যেন সংযোগসম্বন্ধঃ ময়া হি মায়য়া অপরা নির্ম্মায় নির্ম্মাস্যতে তত্র প্রতিবন্ধঃ। বৃন্দাহ। অথ তথাপি লোকতঃ কলঙ্কঃ শঙ্কনীয়ঃ। পৌর্ণ উ। ন স্যাদপি তস্যাপিস্থিতিঃ যতঃ মুনয়ঃ পুনরিদং গাস্যন্তি। * * *। পৌর্ণ। তস্মান্নিজ-প্রেয়সীভিঃ সমমনাদিত এব মিথুনতেতি কথনা-দৌপপত্য-মস্য নোপপত্যর্হং কিন্তু পরব্যোমাধিপ-লক্ষ্মীনারায়ণব-দাম্পত্যমেব

স্তদর্হং ভবতীতি। * * *। অথ সানন্দাপি বৃন্দা প্রপচ্ছ। কথ-মীদৃশী প্রক্রিয়া নাতিপ্রিয়া নান্যথা ক্রিয়তে স্ম ভগবত্যা। ভবত্যাঃ খলু না শক্যং তর্ক্যতে। পৌর্ণ উ। রসবিশেষ সংপাদয়িত্রী লীলাবশ্যকতা-বৈচিত্রীয়ং সীতায়া রাবণ গৃহগতিব-ন্নাস্মাভি রপ্যন্যথাকর্তুং শক্যতে। রসবিশেষশ্চৈব-মেবস-ম্পচ্ছতে ভ্রমজনিতস্থা-দশ্লীলতাবিশিষ্টে পরসম্বন্ধস্যা ভাসমাত্রে দৃষ্টে সতি তাসাং পরনিবারণ-কুণ্ঠিতানা-মুৎকণ্ঠাবর্দ্ধিতং স্ফুরদথর্ক্ক সুখগতাং সর্ব্বায়ত্যাং বিশ্রান্তভ্রমনিতান্ত-স্থিরতা নিয়ত-কান্ত-প্রাপ্তিতস্তস্যাতিব দীপ্ততাপ্রাপ্তি রিতি।

তথাচ ভবিষ্যৎকাব্যেষু শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণি-প্রমাণীকৃতং প্রাচাং মতং। তত্রমূলং যথা।

নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া
তদ্গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ।
আশংসয়া রসবিধে রবতারিতানাং
কংসারিণা রসিকমণ্ডল-শেখরেণ। ইতি॥

লঘুত্বমত্র যৎপ্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাস-স্বাদার্থমবতারিণী তি॥

প্রমাণং যথা।

নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া
তদ্গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ।
আশংসয়া রসবিধে রবতারিতানাং
কংসারিণা রসিকমণ্ডল-শেখরেণ। ইতি॥

অতএব সোৎকর্ষস্য তর্হিত এব কংসারিণা-বতারিতানা মিতি তাসাং নিত্যতন্নিজ-প্রেয়সীত্বেন বিহার স্তদবতারসময় এবতু রসময়মহোৎকর্ষায় মায়য়া পরোঢ়াব্যবহার ইত্যতো ন দোষঃ প্রত্যুত পরমগুণ এ বেতি ভাবঃ॥ ইতি॥

অস্যার্থ। "যদ্ধামার্থ সুহৃৎ পিয়াত্ম তনয়া প্রণাশয়া স্তৎকৃতে" ইতি শ্রীভাগবত দশমে ১৪ অং ৩৩ শ্লোক। অস্যার্থ শ্রীকৃষ্ণস্তবে ব্রহ্মা বলিতেছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ যে গোপদিগের গৃহ, ধন, সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা, পুত্র, কন্যা, প্রাণ ও মনোভিলাষ, এই সকল তোমারই জন্য। এ প্রমাণে ব্রজগোপদিগের

কন্যাগণ কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সুখসাধন জন্য, এ প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণৈকমনা ব্রজগোপ সকল নিজ নিজ অপূর্ব্ব কন্যারত্নকে বিবাহ সম্বন্ধে সুপাত্র শ্রীনন্দপুত্রে সমর্পণ করিবার মনোভিলাষ করেন, কিন্তু তাহা হইলে ভাবি পরম মধুরময় পরকীয়া লীলার লেশমাত্র না হইবার সম্ভাবনায় শ্রীগর্গাচার্য্য ব্রজে আসিয়া শ্রীযোগ-মায়ার সহিত পরামর্শ করত গোপ সকলকে বলেন, তোমরা আপন কন্যারত্ন শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিতে অভিলাষ করিয়াছ, কিন্তু অল্পকাল মধ্যে সকল ব্রজ-বাসীর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ হইবে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্থানান্তরে গমন করিবেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণে সহজানুরাগবতী কন্যাগণের বড়ই কষ্ট হইবে, অতএব অন্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান কর; এই বাক্যে গোপ সকল ভগ্ন-মনোরথ হইয়া আপন আপন কন্যার বিবাহ অন্য গোপের সহিত অগত্যা স্থির করিয়া যখন তাহার উদ্‌যোগ করিতে-ছেন, সেই সময়ে বৃন্দাদেবী সকলকার শোকময় সেই বাক্য শ্রবণে অর্থাৎ কন্যা-গণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ না হওয়াতে সকলকার দুঃখময় বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া যোগমায়ার নিকটে আগমন করত প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন। যথা।

বৃন্দা। হে ভগবতি, একটী বড় বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, আপনাকে কেন তাহাতে নিশ্চিন্তা দেখিতেছি।

পৌর্ণমাসী বলিলেন। কি সেই বিপদ্ যাহার জন্য চিন্তা করিতে হইবে।

বৃন্দা। এ বড় দুঃখের বিষয়, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রেয়সী, ইহা শ্রবণ করিতেছি, তাহাদিগেরও অন্যের সহিত অতি যত্নে বিবাহ-সম্বন্ধ দেখিতেছি, এবং তাহার আরম্ভও হইয়াছে, ইহা স্বচক্ষে দেখিলাম, অতএব তাহা মিথ্যা নহে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-নিত্য-পত্নীর আবার অন্য কেহ পতি হইবে, ইহার পর আর কি বিপদ্ আছে।

পৌর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ-নিত্যকান্তা সেই গোপকন্যাদিগের অন্যসহ বিবাহ হইবে না, আমি (পৌর্ণমাসী) মায়াদ্বারা তাহাদের মতন কন্যা নির্ম্মাণ করিয়া সে বিষয়ে ব্যাঘাত করিব, অর্থাৎ তাঁহাদের বিবাহ অন্যের সহিত হইতে দিব না।

বৃন্দা। তাহা হইলেও (তাঁহাদের সেই বিবাহে বিঘ্ন করিলেও) লোক

হইতে কলঙ্ক হইবার আশঙ্কা রহিল, অর্থাৎ লোকে তাহাদের কলঙ্ক হইবে।

পৌর্ণ। সে কলঙ্কের ক্ষতি হইবে না, যেহেতু শ্রীশুকদেবপাদ প্রভৃতি মুনিগণ তাহা গান করিবেন, অর্থাৎ গোপীকারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পত্নী, এই কথা মুনিরা গান করাতে সে কলঙ্ক থাকিবে না * * *।

পৌর্ণ। সেই হেতু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোপীকাদের নিত্যকান্ত এই বিষয়ে শ্রীপাদ শুকদেবাদির বাক্য প্রমাণ হেতু অনাদিকাল হইতে নিজ প্রেয়সী গোপীকাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বস্ত্রী ও স্বপতিভাব, এই বাক্যে উপপতিভাব শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে উপপতি-যোগ্য নহে; অর্থাৎ উপপতি ভাবনায় কখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বাস্তবিক উপপতি হইতে পারে না, কিন্তু পরব্যোমনাথ লক্ষ্মী নারায়ণের যেমন অনাদিকাল স্বস্ত্রী স্বপতি-ভাব তদ্রূপ গোপীকাদের এবং শ্রীকৃষ্ণেরও অনাদিকাল স্বস্ত্রী স্বপতিভাব, এইটীই যোগ্য হয়।

ইহাতে বৃন্দা আনন্দিতা হইয়াও জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই বিবাহানুষ্ঠান মায়িক হইলেও তাহাতে প্রথমে লোকাপবাদাদি দোষ থাকায় অতি প্রিয় না হওয়াতে তাহা অন্যথা না করেন কেন? আপনিত সকলই করিতে পারেন।

পৌর্ণ। সীতাদেবীর রাবণ-গৃহ-গমনে লোকাপবাদ দোষ থাকিলেও বিরহানন্তর মিলন-রসবিশেষ সম্পন্নকারিনী অবশ্যম্ভাবিনী লীলা-বিচিত্রতাকে নিবারণ করিতে যেমন কাহারও শক্তি নাই, তদ্রূপ ইহাও নিবারণ করিতে আমাদিগের শক্তি নাই *।

যদি বল অলঙ্কার শাস্ত্র মতে স্বস্ত্রীতে শৃঙ্গার রস হয়, আর পরস্ত্রীতে তাহার আভাস হয় অর্থাৎ রসসাদৃশ্য হয়, কিন্তু প্রকৃত রস হয় না, তাহা হইলে এই বিবাহ নিষ্পন্ন হইলে গোপীকারা শ্রীকৃষ্ণের পরস্ত্রী হওয়াতে মূলে রস না হইতে তাহার বিশেষ কিরূপে হইবে? ইহার উত্তর এই ভ্রম-জনিত বিবাহ-সম্বন্ধ প্রবুদ্ধ রস-বিশেষই সঙ্গত হইবে। তাহা কিরূপে সঙ্গত হইবে ইহাতে বলিতে-

---

* রস বিশেষ পরে বলিতেছেন।

ছেন এই, লজ্জাকর পর-পুরুষ-সম্বন্ধ-গন্ধমাত্র দুষ্ট হইলে বহির্গমনাদি বিষয়ে অন্য লোক যে নিবারণ করিবে, সেই নিবারণ জন্য গোপীকারা তাহাতে সঙ্কোচিতা হইবেন, সেই সঙ্কোচ জন্য শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের অবিরত উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি হইবে, সেই বর্দ্ধনশীল উৎকণ্ঠায় ... পর সময় শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুর্ত্তি জন্য বিপুল সুখময় হইবে, তৎপরে ভ্রম-জনিত বিবাহ সম্বন্ধ নিবৃত্তি হইলে* যখন তাঁহারা আশক্কাকান্ত শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত স্থিরভাবে (চির স্থিরভাবে) প্রাপ্ত হইবেন, তখন সেই শৃঙ্গার রস অতীব সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইবে। তাৎপর্য্য এই ভ্রম জন্য বিবাহ

---

* ভ্রম-জনিত বিবাহ সম্বন্ধ কোন সময়ে বা কিরূপে নিবৃত্তি হয়, এ বিষয়ে উজ্জ্বল-নীলমনির সমৃদ্ধমান্ সম্ভোগ প্রকরণে "তথাহি ললিতমাধবে" ইহার টীকায় শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন, এই ভীষ্মক প্রভৃতি রাজপত্নী-গর্ত্ত-সম্ভূতা শ্রীমতী চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপীকা সকলকে যোগমায়া চন্দ্রভানু প্রভৃতি-পত্নী-গর্ব্বে সঞ্চারিত করেন, এবং অন্যান্য গোপের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ কেবল তাঁহাদিগে বিশ্বাস করান; তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসবধের নিমিত্ত মথুরা গমন করেন সেই সময় কোন প্রকারে সেই শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতিকে ভীষ্মকাদি-কন্যারূপে প্রত্যয় করাইয়া রুক্মিণ্যাদি নামে স্থাপন করেন, এবং তাহাদিগকে কুমারী (অবিবাহিতা) বলিয়াই সকলে জানিত। তৎপরে (দ্বারকা লীলায়) শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদিগের বিবাহ হয়, নরকাসুর-গৃহস্থিত কন্যাগণও ঐরূপ। তবে যে কুরুক্ষেত্র যাত্রায় শ্রীব্রজদেবী ও পট্টমহিষী (রুক্মিণ্যাদি) এই উভয় ভেদ রূপে যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কল্পভেদ জানিবে।

কুরুক্ষেত্র যাত্রায় শ্রীমতী যশোদা ব্রজদেবীদিগের শ্রীকৃষ্ণ সহিত সাক্ষাৎ বিবাহ এবং অন্যান্য গোপের সহিত মায়ামাত্র এইটী জানিয়া নিজ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ সহিত এবং পুত্রবধূ শ্রীচন্দ্রাবলীও শ্রীরাধিকা প্রভৃতির সহিত ব্রজে আগমন করত পৌর্ণমাসী প্রভৃতি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বিবাহেরই সত্যতা জানাইয়া চন্দ্রাবল্যাদিকে পুত্রবধূরূপে ব্রজে প্রকাশ করেন, ঐ প্রকারে সকলকার অন্য বিবাহ-ভ্রম নিবারণ হয়। ... মূলগ্রন্থে দৃষ্টি করিবেন।

সম্বন্ধে স্বরূপতঃ স্বস্ত্রী থাকায় স্বতই রস আছে তাহাতে সেই ভ্রম বিবাহ সম্বন্ধ একান্ত অস্ত হইলে পূর্ব্বকার সঙ্কোচাদিভাবও নিবৃত্তি হইবে, তাহাতে করিয়া নিয়ত শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি জন্য অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় যে একটী ভাব সেইটী সেই রসের বিশেষ অর্থাৎ রস সার হয়, অতএব এখানে রসাভাস হয় না।

পরনায়ক শ্রীকৃষ্ণে রসাভাস না হইয়া প্রকৃত রস বিশেষই হয়, এ বিষয়ে ইহার পর হইবে যে সকল কাব্য * তন্মধ্যে উজ্জ্বল নীলমণির নায়কভেদ প্রকরণে প্রাচীন মত প্রমাণী করিয়াছেন, তাহাতে মূল এই, পরস্ত্রীতে রসাভাস হয় বলিয়া এই রস বিচারে ঔপপত্য রসকে নিন্দনীয় করিয়া যে উক্ত হইয়াছে, তাহা লৌকিক নায়কে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে নহে ; যেহেতু পরকীয়া রসসারাস্বাদন নিমিত্তই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন।

উহাতে প্রমাণ এই তত্রৈব নায়ক ভেদ প্রকরণ। পণ্ডিতেরা প্রধান রসে পরস্ত্রীকে যে অঙ্গীকার করেন নাই, তাহা গোকুল-কমল নয়নী গোপীকা ব্যতীত, অর্থাৎ পরস্ত্রী তাহাদিগে প্রকৃত রসবিশেষেই স্বীকার করিয়াছেন, যেহেতু রসিক-সকল-শেখর শ্রীকৃষ্ণ রসবিশেষ-প্রকারা-স্বাদনের ইচ্ছায় স্বপত্নী সেই গোপীকাদিগে অবতীর্ণা করান।

তাৎপর্য্য এই পরকীয়ারস-নির্য্যাসা-স্বাদনেচ্ছায় নিজ পত্নীকে অবতারিতা করাতে, তাহাতে রসাভাস না হইয়া স্বকীয়ার উপর পরকীয়া ভাব-প্রযুক্ত রস বিশেষই হইয়াছে।

গোপকুমারী সকল শ্রীকৃষ্ণ-নিত্যকান্তা কিন্তু মায়াকল্পিত বিবাহ সম্বন্ধে মায়িক পরোঢ়া, অতএব তাহাতে রসাভাস হয় না, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের স্বপতি কি উপপতি ইহার উপসংহার করিতেছেন এই, পরকীয়া রস-বিশেষাস্বাদনেচ্ছায় কংসারি শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকান্তা গোপাকাদিগকে অবতারিতা করেন, এ প্রযুক্ত অর্থাৎ অপ্রকট লীলায় পরকীয় ভাব না থাকা প্রযুক্ত তাঁহাদিগের সহিত

* উজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতি কাব্য সকল তৎকালে প্রকাশ না হওয়াতে হইবে এই ভবিষ্যন্নির্দ্দেশ। এই পর্যন্ত শ্রীগোপাল চম্পূ ব্যাখ্যা।

আমিহ না জানিমু না জানিবে গোপীগণ।
দোঁহার রূপ গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন ॥২৭॥

নিত্য নিজ প্রেয়সীভাবে তাঁহার বিহার হয়, কিন্তু অবতার সময়ে অর্থাৎ প্রকট লীলায় রসময় মহোৎকর্ষতার নিমিত্ত অর্থাৎ পরকীয়া ভাবে রসের অতি উল্লাস হওয়া নিমিত্ত মায়াকৃত পরবিবাহ ব্যবহার মাত্র, কিন্তু তাহা বাস্তবিক নহে, এই হেতু সেই পরবিবাহ সম্বন্ধে রসাভাস দোষ হয় না, প্রত্যুত রস বিশেষ পরম গুণই তাহাতে আছে ইতি ভাব ॥ইতি॥

ইহাতে উপলব্ধি হইল এই অপ্রকট নিত্য লীলায় গোপীকারা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া; আর প্রকট নিত্য লীলায় তাঁহারা মায়িক পরকীয়া, অতএব অপ্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের স্বপতি প্রকট লীলায় পরপতি ইতি উভয় মত-সামঞ্জস্য হইল ॥

তথাহি উজ্জ্বলে নায়ক ভেদ প্রকরণে সপ্তমাঙ্কে "পতিশ্চোপপতিশ্চেতি' ইহাতে শ্রীজীবপাদ-টীকা যথা "দ্বিতীয়ত্বন্তু যদ্যপ্যাসা মবতার-সময় এব প্রত্যায়িতং"। অর্থাৎ প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোপীকাদের মায়িক উপপতি।

তথাহি ব্রহ্ম সংহিতার ৫ অধ্যায় ৩৩ শ্লোকে "আনন্দ চিন্ময় রস" এই শ্লোকের দিক্‌প্রদর্শিনী টীকা। স্বদারত্বেনৈব •—*—* "পরমলক্ষ্মীণাং তাসাং তৎপরদারত্বাসম্ভবাৎ। অস্ত স্বদারত্বাময়রসস্ত কৌতুকাবগুণ্ঠিতয়া সমুৎকণ্ঠয়া পোষণার্থং প্রকটলীলায়াং মায়য়ৈব তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিত মিতি ভাবঃ॥

অস্যার্থ গোলোকে গোপীকাদিগের স্বদারত্ব, যেহেতু পরম লক্ষ্মী সেই গোপীকাদের শ্রীকৃষ্ণ-পরদারত্বাসম্ভব। তবে পরদারত্বে উৎকণ্ঠার আধিক্য আছে, এ কারণে কৌতুকাবৃত সমুৎকণ্ঠা দ্বারা সেই স্বদারত্বময় রসের পোষণ জন্য প্রকট লীলায় সেই গোপীকাদের মায়িক পরদারত্ব ইতি, অপর মূলে অথবা এই পরিচ্ছেদে ১২ শ্লোকের টীকায় দৃষ্টি করিবেন ॥২৬॥

নন্থ উপপতিভাবেঽস্তবে সতি কথং তদ্রসস্য প্রকৃতমাস্বাদনং ভবিষ্যতি এতদাবাস্তবমিতি জ্ঞানসম্ভবাদিতি চেদিত্যাহ "আমিহ" ইতি। এষ উপপতি ভাবঃ ন বাস্তব ইত্যহংনজ্ঞাস্যামি তথা গোপ্যোঽপিনজ্ঞাস্যন্তি কিন্তু বাস্তব এব ইতি প্রকৃতজ্ঞানেন তস্য প্রকৃতমাস্বাদনং ভবিষ্যতি ইতি ভাবঃ। তথাহি আহ্নিকীকৌমুদ্যাং। "ছায়া কায়ং বিধায় সুদৃশাং ভর্তৃন গুরূনপ্যথ স্বাভ্যাসগতা ইব প্রবিদুষঃ সংমোহয়ন্তী মিথঃ। সাহায্যং কুরুতে তরাং ভগবতী শ্রীযোগমায়ৈব সা তাসাং তাস্ত ন তদ্বিদন্তি তদহো জানাতু কোঽন্যোঽঙ্গসা" ইতি। স্বরূপসর্ব্বজ্ঞস্য "আমিহ না জানিমু" ইতি বাক্য মনুপপন্ন মিতি না শঙ্কনীয়ং যতঃ নরলীলারসঃ সর্ব্বত্র রক্ষণীয়ঃ। অত্রাপি যোগমায়াবৈভবং বিনা স লীলারসঃ রক্ষিতুমশক্যঃ। তেনচ উভয়োঃ রূপগুণে উভয়োর্ম্মনঃ নিত্যং হরত ॥২৭॥

যোগমায়া-কল্পিত হওয়াতে গোপীদিগের উপপতি ভাব অবাস্তব হইলে যাহার জন্য অবতার হইবেন সেই রস নির্যাস (শৃঙ্গার রস সার) ঔপপত্যরসের প্রকৃত আস্বাদন কিরূপে হইবে? অর্থাৎ হইতে পারে না, অবাস্তব বলিয়া তাহার জ্ঞান থাকায় স্বপতি ভাবেরই জ্ঞান রহিয়াছে, ইহাতে বলিতেছেন "আমিহ" ইতি। আমি (শ্রীকৃষ্ণ) সেই উপপতি ভাবকে অবাস্তব বলিয়া জানিতে পারিব না এবং গোপীরাও তাহা জানিতে পারিবে না, কিন্তু তাহা বাস্তব বলিয়া জ্ঞাত হইবে, তাহা হইলে ঔপপত্য ভাবের প্রকৃত রসাস্বাদ তখন হইবে ইতি ভাব।

তথা আহ্নিকীকৌমুদীতে বলিয়াছেন, এই গোপীদিগের ছায়া-শরীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের ভর্ত্তা এবং গুরুবর্গকে মোহ করাতে তাহারা জানিতেছে আমাদের বধূ আমাদের নিকট আছে এইরূপে যোগমায়া গোপনে গোপীদিগের যে সাহায্য করিতেছে তাহা সেই গোপীকারাই যখন জানিতে পারিতেছে না, তখন অন্য আর কোথা হইতে জানিবে।

স্বভাবতঃই নিত্য সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের "আমিহ না জানিমু" এ বাক্য যুক্তি

ধর্ম্ম ছাড়ি দোঁহে রাগে করায় মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥২৮॥

অত্র উপপতিভাব ইতি কর্তৃপদং উহ্যং ধর্ম্মং ত্যাজয়িত্বা মিলনং কারয়িষ্যতীত্যর্থঃ ॥২৮॥

সঙ্গত হয় না, এ আশঙ্কা হইতে পারে না। যেহেতু তাঁহার নরলীলারস সর্ব্বস্থানে রক্ষণীয়। এখানেও যোগমায়া বৈভব ব্যতীত নরলীলা রস রক্ষা করা অশক্য হয়।

এ স্থলে প্রতিপন্ন হইল এই "মোবিষয়ে" এই ২৬ পয়ার ব্যাখ্যা প্রদর্শিত বৈষ্ণবতোষণী গোপালচম্পূ ও কৃষ্ণ-সন্দর্ভ প্রভৃতি প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত বাক্যে গোপীকারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্বকান্তাপ্রযুক্ত স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের যে স্বপতি সেইটীই বাস্তব, কিন্তু স্বপতিভাব-প্রেম-রসের নির্য্যাস ভাগ ঔপপত্য ভাব আস্বাদন করাইবার জন্য যোগমায়া কল্পিত অতএব অবাস্তব যে উপপতি ভাব তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীকারা বাস্তব বলিয়া জানিয়া ছিলেন।

পর পয়ারার্দ্ধের অর্থ এই অতএব অর্থাৎ ঔপপত্যকে বাস্তব বলিয়া জানাতে উভয়ের রূপ ও গুণে উভয়ের মন নিত্য হরণ হয় ॥২৭॥

যোগমায়া করাইবেন যে উপপতি ভাব তাহা ধর্ম্ম ছাড়াইয়া (ত্যাগ করাইয়া) দোঁহে, দুইজনকে (নায়ক নায়িকাকে) অনুরাগে মিলন করাইবেন। ঐরূপ মিলনই মধুর প্রেম-রসের একটি পরমোৎকর্ষতা। তথাহি উজ্জ্বলে নায়কভেদ প্রকরণে পঞ্চদশাঙ্কে,

বহু বার্য্যতে যতঃ খলু তত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ।
যাচ মিথো দুর্ল্লভতা সা মন্মথস্য পরমা রতিঃ ॥

অস্যার্থ। লোক ও ধর্ম্ম যে রতি হইতে নায়ক এবং নায়িকাকে বহু নিবারণ করেন, যে রতিতে নায়ক এবং নায়িকার প্রচ্ছন্ন কামুকত্ব, যে রতি নায়ক এবং নায়িকার পরস্পর দুর্ল্লভময়ী, সেই রতি-কন্দর্প সম্বন্ধে উত্তমা।

মিলন সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ অসংখ্য প্রমাণ আছে, "কভু না মিলে" ইহার প্রমাণ যথা পদ্যাবলীতে।

এই সব রস নির্য্যাস করিব আস্বাদ ॥২৯॥
এই দ্বারে করিব সর্ব্ব ভক্তেরে প্রসাদ ॥৩০॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম ॥৩১॥

"প্রেমরস নির্য্যাস" ইতি যদুক্তং তদুপসংহরতি "এই সব" ইতি। এতেষাং সর্ব্বেষাং বাৎসল্যাদীনাং রসানাং নির্য্যাসঃ পরমোৎকর্ষঃ এতদেব শ্রীকৃষ্ণাবতারে প্রথম কারণ মুক্ত মিতিজ্ঞেয়ং ॥২৯॥

প্রেমরসনির্য্যাসাস্বাদনং বিবৃত্য রাগভক্তিপ্রচারং বিবৃণোতি "এই" ইতি। এই দ্বারে এতেন রসনির্য্যাসাস্বাদন-দ্বারেণেত্যর্থঃ ॥৩০॥ প্রসাদ মেবাহ "ব্রজের" ইতি। ভজে যেন মাং যথা অবশ্যং ভজেদিত্যর্থঃ ॥৩১॥

সঙ্কেতীকৃত-কোকিলাদি-নিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো
দ্বারোন্মোচন-লোলশঙ্খ-বলয়-ক্বাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ।
কেয়ং কে মিতি প্রগল্ভ-জরতী-বাক্যেন দূনাত্মনো
রাধা-প্রাঙ্গণ-কোণ-কোলিবিটপি-ক্রোড়ে গতা সর্ব্বরী ॥

অস্যার্থ শ্রীকৃষ্ণ এক দিবস রাত্রিযোগে শ্রীরাধিকার আলয়-প্রাঙ্গণে আসিয়া কোকিলাদি পক্ষীর শব্দে তাঁহাকে সঙ্কেত করিতেছেন, তাহাতে তিনি দ্বারোদ্ঘাটনের উদ্যোগ করাতে তাঁহার হস্তস্থিত চঞ্চল শঙ্খ ও বলয়াদির যে শব্দ হইতেছে তাহা বারম্বার শ্রবণ করিতেছেন, আবার সেই শঙ্খ বলয়াদি-শব্দ শ্রবণে জাগরিতা নির্ভীকা প্রাচীনা জটিলার কেও কেও এই বাক্যে দুঃখিতমনা হইতেছেন, এইরূপে শ্রীরাধিকার প্রাঙ্গণ-কোণস্থিত কুলবৃক্ষের তলে তাঁহার সমস্ত রাত্রি গতা হইল। কিন্তু শ্রীরাধিকা সে রাত্রিতে তাঁহার হস্তগতা হইলেন না ইতি ভাব ॥২৮॥

"প্রেমরস নির্য্যাস——"। এই চতুর্দ্দশ পয়ার বাক্যের উপসংহার করিতেছেন "এই সব" ইতি। এই সব রসের নির্য্যাস অর্থাৎ "মোর পুত্র

মোর সখা মোর প্রাণপতি" এই ভাবে হয় যে বা ল্য, সৌখ্য, ও শৃঙ্গার তাহার পরমোৎকর্ষ, তবে কিনা "ব্রজের নির্ম্মলরাগ——"। এই পরপয়ার প্রমাণে * ঐশ্বর্য্যলেশগন্ধ-বিহীন নির্ম্মল ব্রজপ্রেম রস আস্বাদন করিব। এইটী শ্রীকৃষ্ণাবতারের প্রথম কারণ বলা হইল জানিবে ॥২৯॥

প্রেমরসনির্য্যাসাস্বাদন-প্রকার বলিয়া "প্রেমরসনির্য্যাস" ১৪এতৎপয়ারোক্ত শ্রীকৃষ্ণাবতারের দ্বিতীয় কারণ রাগভক্তি প্রচার-প্রকার বলিতেছেন "এই দ্বারে" ইতি। এই দ্বারে, প্রেমরসনির্য্যাসাস্বাদন-দ্বারা। ভক্ত, শুদ্ধভক্তিশাস্ত্রশ্রবণ শ্রদ্ধাযুক্ত সাধনভক্তিপরায়ণ ভক্ত। প্রসাদ, অনুগ্রহ।

প্রসাদ প্রকার বলিতেছেন "ব্রজের" ইতি। ব্রজের, ব্রজলোকবাসী মাতা সখা ও প্রেয়সী ইত্যাদির। ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। কর্ম্ম, স্বর্গাদি সাধন যাগাদি কর্ম্ম। অর্থাৎ ব্রজ-মাতা প্রভৃতির যে নির্ম্মল অনুরাগে তাহাদের প্রেমোৎকর্ষ আস্বাদন করিব, ভক্ত সকল তাহা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাগমার্গে অর্থাৎ তাহাদের অনুগত হইয়া আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) যেন অনুক্ষণ ভজন করে, এই অনুগ্রহ করিব।

এখানে ভক্তেরে প্রসাদ করিব বলাতে অভক্তেরে তাহা করিবেন না ইহা সুতরাং বলা হইলেও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতিত্ব হয় না, যেহেতু ভগবানের সর্ব্বত্রই সমানানুগ্রহ কিন্তু ভক্তিযোগ-পরিভাবিত-হৃৎসরোজে সেই অনুগ্রহ অবস্থিতি করে, অপর অভক্ত-হৃদয়ে তাহা করে না, এই জন্য পক্ষপাতিত্ব হয় না। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতের ১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে শ্রীচক্রবর্ত্তী পাদকৃত টীকা।

"। ***। সা হ্যন্তকরণস্য গুণকৃতায়াঃ কঠোরতায়া ভগবদ্ভক্ত্যৈব ধর্ম্মে সতি তস্য দ্রবীভাব মাপাদিতে তত্রৈবান্তঃকরণে আবির্ভবে দিতি" ॥

অস্যার্থ। ভগবত্তত্ত্বের সর্ব্বত্রই সমান কৃপা, কিন্তু ভগবদ্ভক্তি দ্বারা বিগ

---

* ভক্তগণ ব্রজের নির্ম্মল রাগ শ্রবণ করিবে এজন্য এখানে নির্ম্মল প্রেম বলিতে ব্রজপ্রেম, এবং ব্রজ ভিন্ন নির্ম্মল প্রেমও কোথাও নাই।

কৃত চিত্ত-কাঠিন্য-ধ্বংস হইলে এবং সেই ভক্তি দ্বারা চিত্ত দ্রবীভূত হইলে তাহাতে সেই কৃপার আবির্ভাব হয়*।

তাৎপর্য্য এই, ভক্তিমান ব্যক্তি ব্রজের নির্ম্মল অনুরাগ (অনুরাগ জন্য সংবাদ) শ্রবণ করিয়া ভগবৎকৃপায় হৃদয়ে তাহা ধারণা হওয়াতে অর্থাৎ তাহার গূঢ় ভাব হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে রাগমার্গে ভজন করে, অভক্তেরা তাহা শ্রবণ করিয়াও হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতে ভজন করে না॥

অথবা কল্পবৃক্ষ সকলকার প্রতি সমান হইলেও তৎসেবাকারী ব্যক্তিকেই ফল প্রদান করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও সর্ব্বত্র সমান হইলেও ভক্তকেই অনুগ্রহ করেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৭২ অং ৬ শ্লোকে। শ্রীকৃষ্ণং প্রতি যুধিষ্ঠির বাক্যং

"ন ব্রহ্মণঃ স্বপরভেদমতি স্তব স্যাৎ
সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বসুখানুভূতেঃ।
সংসেবতাং সুরতরো রিবতে প্রসাদঃ
সেবানুরূপ মুদয়ো ন বিপর্য্যয়োঽত্র॥"

তাৎপর্য্য এই ব্রহ্মস্বরূপ ও সর্ব্বাত্মা আপনকার (শ্রীকৃষ্ণের) আত্ম পরভেদ বুদ্ধি নাই, তথাপি কল্পবৃক্ষের মতন আপনি সেবকের প্রতি (ভক্তের প্রতি) অনুগ্রহ করেন, অভক্তের প্রতি তাহা করেন না, ইহাতে অন্যথা নাই।

তথা তত্রৈব ৮ স্ক ২৩ অ ৬ শ্লোকে শ্রীবামনং প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যং—
"সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশোঽবিষমঃ স্বভাবো ভক্তপ্রিয়ো যদসি কল্পতরুস্বভাবঃ"।

অতএব সর্ব্বাত্মা এবং সমদৃষ্টি আপনকার বিষম স্বভাব এই, আপনি কল্পদ্রুম তুল্য স্বভাবে ভক্ত-প্রিয় হন॥৩০॥৩১॥

---

* এই বাক্যটী ভক্তকৃপা প্রসঙ্গের হইলেও সমতা গুণে ভক্ত ও ভগবৎ কৃপা একই কথা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥৪॥

ভাবার্থদীপিকা। নন্থ এবকেদাপ্তকামস্ত নিন্দিতে কুতঃ প্রবৃত্তিরিত্যত আহ অনুগ্রহায়েতি। শৃঙ্গার-রসাকৃষ্ট-চেতসো বহির্মুখানপি স্বপরান্ কর্ত্তুমিতি ভাবঃ ॥

বৈষ্ণবতোষণী। * * * আপ্তকামত্বেঽপি ভক্তানুগ্রহো যুজ্যতে বিশুদ্ধসত্ত্বস্য তথা স্বভাবাৎ। * * * তাদৃশী সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণীঃ ক্রীড়া ভজতে যাঃ সাধারনীরপি শ্রুত্বা ভক্তেভ্যোঽন্যোঽপি জন স্তৎপরো ভবেৎ কিমুত রাসলীলারূপা মিমাং শ্রুত্বা ইত্যর্থঃ। * * * মানুষং দেহমাশ্রিতঃ সর্ব্বোঽপি জীব স্তৎপরো ভবেৎ মর্ত্ত্যলোকে শ্রীভগবদবতারাত্তথা ভজনে মুখ্যত্বাচ্চ মনুষ্যাণাং এব সুখেন তচ্ছ্রবণাদিসিদ্ধেঃ। * * * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। জুগুপ্সিতং কিমভিপ্রায়ং কৃতবানিতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তর মাহ অন্বিতি। ভক্তানামনুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়া ভজতে যাঃ শ্রুত্বা মানুষং দেহমাশ্রিতো জীবঃ তৎপরঃ তদ্বিষকশ্রদ্ধাবান্ ভবেদিতি ক্রীড়ান্তরতো বৈলক্ষণ্যেন মধুররসময্যাঃ অস্যাঃ ক্রীড়ায়াঃ স্তাদৃশী মণি-মন্ত্র-মহৌষধনামিব কাচিদতর্ক্যা শক্তি রস্তীত্যবগম্যতে। তথৈব মানুষদেহবত এব তত্তচ্ছ্রবণাধিকারিত্বং মুখ্য মিত্যভিপ্রেতং। "বহিস্তবাং শমিচ্ছন্তি ভক্তবন্নতু কৃষ্ণবং" ইত্যয়ং ভক্তিশাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যস্য বিনির্ণয়ঃ"। ইত্যাদি সিদ্ধান্ততয়া তৎপরো ভবেদিত্যস্য তৎক্রীড়াশ্রবণ-পরোভবেৎ ইত্যেবার্থঃ নতুঅন্যো দুষ্টার্থঃ ॥৪॥

(ভগবান্) ভক্তানাং অনুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে মানুষং দেহং আশ্রিতঃ (জীবঃ) যাঃ (ক্রীড়াঃ) শ্রুত্বা তৎপরঃ (তদ্বিষকশ্রদ্ধাবান্) ভবেৎ। ইত্যন্বয়ঃ ॥৪॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সকলকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সকল মনোহর লীলা করেন, মনুষ্যদেহধারী জীব সকল যাহা (যে সকল লীলা) শ্রবণ করিয়া সেই লীলা বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ হইবে ॥৪॥

"এই ভারে করিব" এই সার্দ্ধৈক পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক, তন্মধ্যে "ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ"। এই পয়ারের প্রমাণ বাক্য শ্লোকোক্ত "যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ"। কিন্তু "রাগমার্গে ভজে যেন—"। ইহার প্রমাণ উহা নহে; যেহেতু মনোধর্ম্মরাগানুভক্তির প্রবর্ত্তক এক লোভ, কিন্তু "ভবেৎ" এই বিধিবাক্য তাহার প্রবর্ত্তক হইতে পারে না অর্থাৎ অনুরাগ করিবে বলিলেই যে অনুরাগোৎপত্তি হয় তাহা নহে, এক লোভ হইতেই তাহার উৎপত্তি হয়।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয় লহরী ১৪৭ শ্লোকে।

"রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্" ইতি।

অন্বয়ার্থ। শুদ্ধরাগৈকনিষ্ঠ ব্রজবাসী কোনজনের ভাবপ্রাপ্তি জন্য যে ব্যক্তি লুব্ধ হয়, সেই রাগানুগাভক্তিতে অধিকারী।

এবং সেইজন্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীপাদ বলিয়াছেন "তদ্বিষয়ক শ্রদ্ধাবান ভবেৎ" অর্থাৎ শ্রবণ বিষয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত হইবে। তাহা হইলে উক্ত "অনুগ্রহায়" শ্লোকের তাৎপর্য্য এই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সকলকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ব্রজবাসী-দিগের সহিত অর্থাৎ মাতা, সখা ও প্রেয়সী প্রভৃতির সহিত (একাকী কোন ক্রীড়া না হওয়াতে সুতরাং মাতা প্রভৃতি বলিতে হইল এবং তাহা বাস্তবিক) সেই মনোহর ক্রীড়া করেন। অনুগ্রহ এই, শ্রবণাদি পরায়ণ ভক্তগণ শ্রবণাদি করিয়া থাকেন, বিশেষ শ্রীকৃষ্ণ-ক্রীড়া মনোহর এপ্রযুক্ত এতৎ শ্রবণ-পরায়ণ সেই ভক্তগণ যে ক্রীড়া (লীলা) শ্রবণে সেই ব্রজবাসীদিগের নির্ম্মল অনুরাগ ভাব শ্রবণ করিয়া তাহাদের যে কোন একটী ভাবে লুব্ধ হইবে, তাহা হইলেই রাগানুগা-মার্গে ভজন করিবেন। অতএব অবশ্য তাহা শ্রবণ করিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইবে।

শ্লোকোক্ত "তৎপরো ভবেৎ" ইহার কুৎসিত ব্যক্তিকৃত কুৎসিতার্থ (সেই লীলা করিবে) নিবারণ জন্য উজ্জলের কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণে ১২ শ্লোকে বলিতেছেন

ভবেৎ ক্রিয়া বিধিলিঙ্ সেই ইহা কয়।
কর্ত্তব্য অবশ্য এই অন্যথা প্রত্যবায় ॥৩২॥
এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণের প্রাকট্য কারণ।
অসুর সংহার আনুসঙ্গ প্রয়োজন ॥৩৩॥

শ্লোকোক্ত "ভবেৎ" ইত্যস্যার্থমাহ "ভবে"দিতি। বিধিলিঙ্ অকরণে প্রত্য-বায়ো বিধিঃ ॥৩২॥

এই বাঞ্ছা রাগভক্তিপ্রচারেচ্ছা ইতি শ্রীকৃষ্ণাবতারে দ্বিতীয়কারণ মুক্ত-মিতিজ্ঞেয়ং ॥৩৩॥

"বর্ত্তিতব্য" মিতি। নিজ মঙ্গলেচ্ছুক ব্যক্তি ভক্তের মতন আচরণ করিবে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মতন কখন তাহা করিবে না। এইটী ভক্তিশাস্ত্র সকলের তাৎ-পর্য্য-নিশ্চয়। অতএব "তৎপরোভবেৎ" অর্থাৎ সেই সকল লীলা শ্রবণে আসক্ত হইবে, এইটীই উহার প্রকৃত অর্থ, অপর অসদর্থ কখন হইতে পারে না ॥৩১॥

শ্লোকোক্ত "তৎপরো ভবেৎ" এই বাক্যে কুৎসিতার্থ সন্দেহ নিবারণ জন্য ভবেৎ পদটীর প্রকৃতকপাদ অর্থ করিতেছেন "ভবে" দিতি। ভবেৎ ক্রিয়া এইটী ব্যাকরণ বাক্য, উহার অভিপ্রায় এই, এটী বিধি বাক্য। যে বাক্য প্রতিপালন না করিলে পাপোৎপত্তি হয় তাহাকে বিধি বাক্য বলে। ভবে কিনা শ্রীকৃষ্ণ যে সকল লীলা করেন তাহা অবশ্য শ্রবণ করিবে।

সেই ইহা কয়, সেই বিধি বাক্য ইহা বলে, কিনা ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-লীলা শ্রবণই করিবে, অন্যথা অর্থাৎ তাহা শ্রবণ না করিয়া কুৎসিতার্থে (লীলা করণে) প্রবর্ত্ত হইলে প্রত্যবায় অর্থাৎ পাপোৎপত্তি হইবে। তবে কিনা কুৎসিতার্থ পরিত্যাগ করিয়া আসক্ত চিত্তে তাহা কেবল শ্রবণ করিবে ॥৩২॥

এই বাঞ্ছা, লোকে রাগানুগা ভক্তি প্রচারেচ্ছা শ্রীকৃষ্ণাবতারের একটী কারণ এইটী শ্রীকৃষ্ণাবতারের দ্বিতীয় কারণ রাগভক্তি প্রচার বলা হইল। "প্রেমরস

এই মতে চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম ॥৩৪॥

শ্রীকৃষ্ণাবতার-কারণ মুক্ত্বা শ্রীচৈতন্যাবতার-মুখ্যকারণং বক্তু মাদৌ গৌণ কারণমাহ "এই মতে" ইতি। এই মতে শ্রীকৃষ্ণাবতারপ্রকারেণ ইত্যর্থঃ পূর্ণ-ভগবৎকৃষ্ণত্বেন শ্রীচৈতন্যস্য ন কার্য্যং যুগধর্ম্মপালনং। "স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎপালন" ইতি প্রমাণতয়া তৎসহিতাবতীর্ণেন বিষ্ণুনৈব তৎকৃতত্বাদিতি তৎ গৌণকারণমিতিভাবঃ ॥৩৪॥

নির্য্যাস" এই ১৪ পয়ারোক্ত প্রেমরসনির্য্যাসাস্বাদন ও লোকে রাগভক্তি প্রচার এই দুই বাঞ্ছা শ্রীকৃষ্ণাবতারের মুখ্য কারণ, অসুর-সংহার গৌণ কারণ।

"এই দ্বারে করিব—" এই সার্দ্ধৈক পয়ার বাক্যের তাৎপর্য্য হইল এই "রাগমার্গে—"। এই চতুর্দ্দশ পয়ারোক্ত রাগভক্তি প্রচার শ্রীকৃষ্ণাবতারের দ্বিতীয় কারণ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেই যে রাগভক্তি প্রচার হইবে তাহা নহে। তিনি প্রকট হইয়া ব্রজবাসীদিগের সহিত যে লীলা করেন, তাহা লোকে ব্রজবাসীদিগের নির্ম্মল অনুরাগ ব্যবহার শ্রবণ করিয়া তাহাদের কোন একটী ভাবে লোভ হইলে সেই ব্রজবাসীর রাগমার্গের অনুগত হইয়া ভজন করিবে, তাহা হইলেই রাগানুগাভক্তি প্রচার হইবে ইতি ॥৩৩॥

"মূল শ্লোকের——"। এই তৃতীয় পয়ার হইতে আগামী "এইত পঞ্চম-শ্লোকের আভাস" এই পয়ার পর্য্যন্ত "রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি —" এই পঞ্চম শ্লোকের আভাস বলিয়াছেন, সেই আভাসবাক্যে শ্রীচৈতন্যাবতারের কারণ বলিবার জন্য তাঁহারই পূর্ব্বাবতার শ্রীকৃষ্ণাবতারের কারণ দৃষ্টান্তরূপে বর্ণনা করিয়া দার্ষ্টান্তিক শ্রীচৈতন্যাবতারের কারণ বলিবার অগ্রে তাহার গৌণ (অপ্রধান) কারণ বলিতেছেন "এই মতে" ইতি। তাঁর, শ্রীচৈতন্যের। কাম, কর্ম্ম। এই মতে, এই প্রকারে অর্থাৎ অসুর সংহার পূর্ব্বক দ্বাপর যুগ-যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন যে প্রকারে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-শরীরাবস্থিত বিষ্ণুর কর্ম্ম হওয়াতে তাহা যেমন শ্রীকৃষ্ণের

কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম-কালের হৈল সে কালে মিলন ॥৩৫॥

"কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার কাল"। ইত্যাদি পদ্যেন শ্রীকৃষ্ণাবতারে যদ্যদ্ যুগাবতারাণাং তথা সময়াদীনাং মিলনাদিকম ভবৎ তদাদিকঞ্চ শ্রীচৈতন্য তাদৃ হপি নচেৎ যুগাবতারকৃতং যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তনং ন ভবেৎ। কিন্তু পুনস্তৎকথনে পুনরুক্ততা পতেৎ অতস্তৎ স্মারয়িতুং তদ্দিঙ্মাত্রং দর্শয়তি "কোন" ইতি কোন কারণে ইত্যত্র যদনির্দ্দিষ্টকারণং তদেবাত্র গৃহ্যতে। শ্রীকৃষ্ণাবতারবৎ শ্রীচৈতন্যাবতার সময়ে যুগবতারাদীনাং সর্ব্বেষাং তত্র মিলনং ভবেদতঃ নিজাঙ্গা ন্তর্ভূতেন শ্রীবিষ্ণুনৈব শ্রীচৈতন্যঃ যুগধর্ম্মং প্রবর্ত্তয়তি এতেন কলিযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তনং শ্রীচৈতন্যাবতারে আনুসঙ্গিকং কারণ মিতি ভাবঃ ॥৩৫॥

কর্ম্ম নহে; এই প্রকার অর্থাৎ কলিযুগ-যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন শ্রীচৈতন্য-শরীরান্তর্গত বিষ্ণুর কর্ম্ম হওয়াতে তাহা শ্রীচৈতন্যের কর্ম্ম নহে, যেহেতু তিনি সে পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হওয়াতে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন তাহার (শ্রীচৈতন্যের) কর্ম্ম নহে, এই অভিপ্রায়ে কৃষ্ণ পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। বিষ্ণু প্রভৃতি সমস্ত অংশই শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্গত থাকায় তিনি পূর্ণ পুরুষ, এপ্রযুক্ত যে শ্রীকৃষ্ণান্তর্গত শ্রী এই তখন অসুর সংহার পূর্ব্বক যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন, সুতরাং শ্রীচৈতন্যান্তর্গত যে কলিযুগ-যুগাবতার শ্রীবিষ্ণুই এ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন, এই অভিপ্রায়ে ভগবান্ পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলিতার্থ এই শ্রীচৈতন্যান্তর্গত যুগাবতার শ্রীবিষ্ণু-কৃত যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন কর্ম্ম তাঁহাতে (শ্রীচৈতন্যে) প্রতীয়মান্ মাত্র হওয়ায় তাহা তদবতারের গৌণ (অপ্রধান) কারণ হইল ॥৩৪॥

সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এজন্য "কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার কাল"এই অষ্টম পয়ার হইতে "আনুষঙ্গ

দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নাম সংকীর্ত্তন ॥৩৬॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চার।
নাম প্রেম-মালা গাথি পরাইল সংসার ॥৩৭॥

প্রেমরস-নির্যাসাস্বাদনং তথা লোকে রাগভক্তিপ্রচারণমিতি দ্বয়ং যথা শ্রীকৃষ্ণাবতারে মুখ্যহেতুরুক্তঃ তদ্বৎ তথৈব শ্রীচৈতন্যাবতারেঽপি মুখ্যহেতুদ্বয়মাহ "দুই হেতু" ইতি। তত্র আত্মনা নাম প্রেমাস্বাদনং তদ্বারেণ চ নাম সংকীর্ত্তন প্রেম-সঞ্চার ইতিদ্বয়ং তদবতারে হেতুঃ। যত্তু "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা" ইত্যত্র হেতুত্রয়মুক্তং তদপি আস্বাদ্যত্বেন প্রেমাস্বাদনান্তর্ভূতীকৃত্য প্রেমাস্বাদনং এক এব হেতুরুক্তঃ অথবা "অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার" ইত্যনেন একস্যৈব হেতোঃ প্রকারভেদং তল্লয়ং অতঃ আভাসমধ্যে হেতুমাত্রমুক্তং কিন্তু বিশেষ্য তয়োক্তং। কীর্ত্তন-সঞ্চার ইত্যত্র যুগাবতারাৎ বিশেষমাহ "নাম" ইতি। নাম প্রেম প্রচারিতবানিত্যর্থঃ ॥৩৬॥৩৭॥

এই অসুর মারণ" এই দ্বাদশ পয়ার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণাবতার-বিষয়ে যাহা উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণাবতার-সময়ে শ্রীবিষ্ণুকৃত ভূভার-হরণ কালের তাহাতে মিলন হয়, এবং শ্রীনারায়ণ, মৎস্যাদ্যবতার, যুগাবতার, ও মন্বন্তরাদ্যবতার ইত্যাদি সকলই শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে অবতীর্ণ হওয়াতে যুগাবতার শ্রীবিষ্ণুও তাহাতে মিলন করেন, তাতে করে সেই শ্রীবিষ্ণুই অসুর সংহারে ভূভার হরণ করেন; এই যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা সমস্তই শ্রীচৈতন্যাবতারেও যোগ হয়; নচেৎ যুগাবতারকৃত যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় না, কিন্তু তাহা বলিতে হইলে পুনরুক্ত হয়, অতএব তাহা না বলিয়া কেবল স্মরণ করাইবার জন্য তাহার দিঙ্মাত্র প্রদর্শাইতেছেন "কোন কারণে" ইতি। শ্রীচৈতন্যাবতারের কারণ পরে বলিবেন বলিয়া

তাহার নির্দ্দেশ না করিয়া এখানে কোন কারণে বলিয়াছেন। তবে, যে সময়ে। হৈল, হইল অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের যখন অবতার হইতে মন হইল।

কলিধর্ম্ম এই স্বয়ং অবতার-সময়ে সকল অবতারই তাঁহার অন্তর্গত থাকায় নিজাঙ্গান্তভূ্ত স্থিতিকর বিষ্ণুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অসুর সংহার করাতে তাহা যেমন তদবতারে আনুষঙ্গ কারণ, তদ্রূপ স্বয়ং সেই শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীচৈতন্যাবতার-সময়ে যুগাবতারাদি সকলই তাঁহার অন্তর্গত থাকায় নিজাঙ্গান্তভূ্ত যুগাবতার দ্বারা এ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করাতে তাহা শ্রীচৈতন্যাবতারের আনুষঙ্গ কারণ হইল ॥৩৫॥

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হওয়াতে অসুর সংহার যেমন শ্রীকৃষ্ণাবতারের কারণ নহে, তদ্রূপ কলিযুগ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ও তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) শ্রীচৈতন্যাবতারের কারণ নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণাবতারবৎ অর্থাৎ "প্রেমরস নির্য্যাস——"। এই ১৪শ পয়ারোক্ত প্রেমরস-নির্যাসাস্বাদন এবং লোকে রাগভক্তি প্রচার এই দুইটী যেমন শ্রীকৃষ্ণাবতারের মুখ্যকারণরূপে উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যাবতারে দুইটী মুখ্য কারণ বলিতেছেন, "দুই হেতু" ইতি দুই পয়ারে। দুই হেতু, দুই কারণ। তাহাতে প্রথম কারণ স্বয়ং নামও প্রেমাস্বাদন, দ্বিতীয় কারণ সেই আস্বাদনদ্বারা চণ্ডাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তন ও প্রেম সঞ্চার।

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা ——" এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্যাবতারের যে তিনটী কারণ বলিয়াছেন, তাহা আস্বাদ্যরূপে ও সেই তিনটীই তাঁহার অস্বাদ্য, এই জন্য তাহা এক প্রেমাস্বাদনের অন্তভূ্ক্ত করিয়া এখানে প্রেমাস্বাদন একটী কারণ বলিয়াছেন; অথবা "অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার" এই পরপয়ার প্রমাণে একটী কারণেরই প্রকার ভেদ মাত্র-সেই তিনটী কারণ, এই জন্য এই আভাস বর্ণনা মধ্যে তাহা বিশেষ বিস্তার না করিয়া হেতুমাত্র (কারণমাত্র) বলিবার উদ্দেশে প্রধান প্রেমাস্বাদ একটী হেতু (কারণ) ই বলিয়াছেন। দ্বিতীয় হেতু নাম ও প্রেম-প্রচার।

যুগাবতারাদি দ্বারাও নাম সংকীর্ত্তন প্রচার হওয়াতে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন "নাম প্রেম" ইতি। শ্রীচৈতন্যপ্রভু প্রেমসূত্রে হরিনাম মালা গ্রন্থন করিয়া

এই মত ভক্ত ভাব করি অঙ্গীকার।
আপনে আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥৩৮॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি প্রেম চারিবিধ ভক্ত আধার ॥৩৯॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে ॥৪০॥
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সর্ব্ব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরি ॥৪১॥

নন্ প্রেম [illegible] ভক্তস্যৈব তৎ কথং ভগবান্ [illegible]দনাদিকং কৃতবান্ ইত্যত আহ “এই মত” ইতি। এই মত অনেন প্রকারেণ তদেবাহ “ভক্ত” ইতি। শ্রীকৃষ্ণ ইতি [illegible] নামপ্রেম এতস্যৈবোক্তত্বাৎ. ভক্তভাবাঙ্গীকারেণ [illegible] ॥৩৮॥

ভাবভেদেন [illegible] সর্ব্বোত্তমভক্তভাব মাস্বাদয়িতুং সর্ব্বোত্তমেন [illegible]ভক্তেভ্যঃ সর্ব্বোত্তমায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ সর্ব্বো[illegible] ইতি [illegible]পাদয়ন্নাদৌ অপররসেভ্যঃ শৃঙ্গাররসস্য সর্ব্বো[illegible] ইতি [illegible] ব্রজপরিকর-ভাবকথনে [illegible]ভক্তস্য তৎপরিকর[illegible] [illegible] গৃহীতঃ। দাস্যাদিরসেভ্যোঽধিকমধুরত্বেন শৃঙ্গাররসস্য সর্ব্বো[illegible] [illegible]। তস্য লক্ষণং যথা “পুংসঃ স্ত্রিয়াঃ স্ত্রিয়াঃ পুংসঃ সংযোগং প্রতি [illegible]। স শৃঙ্গার ইতি খ্যাতো রসানা মুত্তমস্তু যঃ ॥৩৯॥৪০॥৪১॥

জগতে পরাইলেন, অর্থাৎ নাম প্রেম প্রচার করিলেন, ইহা অন্য কাহারও হইতে হইবার নহে ইতি ॥৩[illegible]॥

নিজ সম্পত্তি প্রযুক্ত প্রেম পদার্থটী ভক্তেরই আস্বাদ্যাদি হওয়াতে ভগবান্ [illegible] কি প্রকারে আস্বাদনাদি করেন? ইহাতে বলিতেছেন “এই মত” ইতি।

এই মত, এই প্রকারে। কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন "ভক্ত ভাব" ইতি। পূর্ব্বে নাম ও প্রেম উক্ত হওয়াতে এখানে ভক্তি শব্দে নাম ও প্রেম। ভক্তভাবাঙ্গীকার-করণ প্রকারে তাহা আস্বাদনাদি করেন, অর্থাৎ ভক্তভাবাঙ্গীকারে প্রেম পদার্থটী নিজ সম্পত্তি হওয়াতে তাহা আস্বাদন ও প্রদান করেন, ইতি ॥৩৮॥

ভক্তপ্রেম অস্বাদনাদি করিতে হইলে তদ্ভাব গ্রহণ ব্যতীত তাহার আস্বাদনাদি হইবার নহে; এ কারণ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাবগ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়া তাহা আস্বাদন ও প্রদান করেন, এইটী পূর্ব্ব বাক্যে বলা হইল, তাহাতে ভাব ভেদে বহুবিধ বহুতর ভক্ত থাকিতেও এক শ্রীরাধার ভাবই গ্রহণ করেন; যেহেতু সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি সর্ব্বোত্তম বস্তুই গ্রহণ করে, একারণ সর্ব্বোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোত্তম ভাব আস্বাদনাদির জন্য অপর সর্ব্বোত্তম-শৃঙ্গাররস-ভাবভাবিত ভক্ত সকল হইতে সর্ব্বোত্তমা শ্রীরাধার ভাবই সর্ব্বোত্তম, অতএব তাহারই ভাব গ্রহণ করেন। এইটী প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রথমত অপর সর্ব্বরস হইতে শৃঙ্গার রসের সর্ব্বোত্তমত্ব বলিতেছেন "দাস্য" ইতি তিন পয়ারে। ব্রজপরিকর-মধ্যে শান্ত ভক্ত না থাকায় এখানে দাস্যাদিই গ্রহণ করিয়াছেন, চারিবিধ ভক্ত; দাস সখা মাতা প্রভৃতি ও প্রেয়সী। নিজ নিজ ভাবে, দাস্যাদি ভাবে। যে ভাবে যে মগ্ন থাকে, সে সেই ভাবকে শ্রেষ্ঠ মানে কিন্তু তটস্থ হইয়া অর্থাৎ কোন ভাবে মগ্ন না হইয়া।

নদী প্রভৃতির তীরস্থিতিকে তটস্থ বলে, তবে কিনা মগ্ন না হইয়া তীরস্থ ব্যক্তি যেমন নদী সকলের ন্যূনাধিক্য বিচার করিতে পারে, তদ্রূপ কোন রসে মগ্ন না হইয়া তাহার ভাবাদি দৃষ্টি করিয়া বিচার করিলে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী অর্থাৎ দাস্যাদি সকল রস হইতে অধিক মাধুর্যপ্রযুক্ত শৃঙ্গার রসই সর্ব্বোত্তম, ইহা জানিতে পারে।

শৃঙ্গাররসের লক্ষণ এই "পুরুষের স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রীর পুরুষের প্রতি যে সংযোগাভিলাষ তাহাকেই শৃঙ্গার রস বলে, যে রসটি সকল রসের মধ্যে উত্তম ইতি ॥৩৯॥৪০॥৪১॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাব-লহর্য্যাং ২১ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

যথোত্তর মসৌ স্বাদু বিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাষতে কাপিকস্যচিৎ ॥৫॥

দুর্গমসঙ্গমনী। তদেবং পঞ্চবিধাং রতিং নিরূপ্যা-শঙ্কতে। নম্বাসাং-রতীনাং তারতম্যং সাম্যং বা মতং তত্রাদ্যে সর্ব্বেষা মেকত্রৈর প্রবৃত্তিঃ দ্বিতীয়ে চ কস্যচিৎ ক্বচিৎ প্রবৃত্তৌ কিং কারণং তত্রাহ যথোত্তর মিতি। যথোত্তর মুক্ত ক্রমেণ স্বাদ্বী অতিরুচিতা। নম্বত্র বিবেক্তা কতমঃ স্যাৎ নির্ব্বাসন একবাসনো বহুবাসনো বা তত্রাদ্যয়ো-রস্যতর-স্বাদাদ্বিবেক্তৃত্বং ন ঘটত এব অন্তস্য চ রসা-ভাষিতা পর্য্যবসানান্নাস্তীতি সত্যং তথাপ্যেকবাসনস্য এতদ্ঘটতে রসান্তরস্যা-প্রত্যক্ষত্বেঽপি সদৃশরসাস্যা-পমানেন প্রমাণেন বিসদৃশরসস্য তু সামগ্রীপরিপোষা পরিপোষদর্শনাদনুমানেন চেতি ভাবঃ॥

শ্রীচক্রবর্ত্তী। সর্ব্বাস্বাদবলিততয়া অসমোর্দ্ধত্বেন শৃঙ্গারস্য রসরাজত্বং অন্যেষাং রসানাং তদনুগত্বং যথা রাজ্ঞাং মুখ্যত্বগৌণত্বাভ্যাং তদনুগানাং মুখ্যত্বগৌণত্বে স্যাতাং তথা সমর্থা সমঞ্জসা সাধারণীত্যাদিরতিভেদানাং শৃঙ্গাররসভেদানাং মুখ্যত্বগৌণত্বাভ্যা মন্যেষাং তদনুগানাং ব্রজ মথুরা দ্বারকাদিগতানাং দাস্যাদি রসভেদানাং মুখ্যত্বগৌণত্বে স্যাতাং।

স্বাদ্বী অসৌ (শান্তাদি পঞ্চবিধা) রতিঃ যথোত্তরং স্বাদবিশেষোল্লাসময়ী অপি বাসনয়া কা (রতিঃ) অপি কস্যচিৎ (জনস্য) ভাসতে। ইত্যন্বয়ঃ ॥৫॥

সাধারণতঃ সকলই স্বাদু (মিষ্ট) সেই শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার এই পঞ্চবিধা রতি আস্বাদ বিশেষে উত্তরোত্তর বিশেষ উল্লাসময়ী হইলেও অর্থাৎ শান্ত হইতে দাস্যে স্বাদাধিক্য তাহা হইতে সখ্যে ইত্যাদি ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শান্তাদি রতি হইতে পর পর দাস্যাদি রতির স্বাদাধিক্য প্রযুক্ত পূর্ব্ব -পূর্ব্ব রতি

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বীয়া* পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥৪২॥

অতএব যথোত্তরং স্বাদুবিশেষত্বাদেব অথবা অধিকমধুরত্বাদেব ॥৪২॥

হইতে পর পর রতি বিশেষ আহ্লাদময়ী বা বৃদ্ধিশালিনী হইলেও বাসনানুসারে কাহার সম্বন্ধে কোন রতি উদয় হয় ॥৫॥

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার এই পঞ্চবিধা রতি নিরূপণ করিয়া আশঙ্কা করিতেছেন এই, ঐ সকল রতির পরস্পর ন্যূনাধিক্য আছে, কি পরস্পর সকলই সমান, যদি ন্যূনাধিক্য থাকে তাহা হইলে এক আধিক্যেই সকলের প্রবৃত্তি হইত, আর যদি সমান হয় তাহা হইলে কোন রতিতে কাহার প্রবৃত্তি হয় কেন? ইহাতে বলিতেছেন এই, শান্তাদি রতি পরস্পর সমান নহে উত্তরোত্তর আধিক্যই আছে, তবে যাহার যেরূপ বাসনা সে সেই রতিতে প্রবর্ত্ত হয়।

ইহাতে গ্রন্থকারের বলা হইল এই, উত্তরোত্তরাস্বাদাধিক্য প্রযুক্ত দাস্যাদি হইতে শৃঙ্গার রসে অধিক মাধুরী (১) যথোত্তরং—উজ্জ্বলনীলমণি (১) ॥৫॥

অতএব, কিনা উক্ত শ্লোকোক্ত উত্তরোত্তর স্বাদুবিশেষ হেতু অথবা "অধিক মাধুর্য্য" এই পয়ারোক্ত অধিক মধুরতা হেতু তার অর্থাৎ সেই শৃঙ্গার রসের এক নাম মধুর রস, ইহাদ্বারা শৃঙ্গার রসের একটা নাম যে মধুর রস তাহাও হইল। স্বকীয়া ও পরকীয়া ভাবভেদে (রতিভেদে) সেই মধুর রসের দুই প্রকার স্থিতি। পরকীয়ার লক্ষণ পূর্ব্বে ২৬ পয়ার ব্যখ্যায় উক্ত হইয়াছে, স্বকীয়ার লক্ষণ উজ্জ্বলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণে তৃতীয় শ্লোক যথা

করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃপত্যুরাদেশতৎপরাঃ।
পাতিব্রত্যা দবিচলাঃস্বকীয়াঃ কথিতা ইহ। ইতি॥

অস্যার্থ। যাহারা শাস্ত্রবিধানানুসারে বিবাহিতা, পতির আজ্ঞা প্রতিপালনে

* "স্বকীয়া" কোথাও পাঠ।

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনু ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥৪৩॥

তত্র স্বকীয়াভাবাৎ পরকীয়াভাবস্য আধিক্য মাহ "পরকীয়া" ইতি। অত্রা-আস্যতঃ তত্তাধিক্য মিত্যর্থঃ। তথাচোক্তং উজ্জ্বল নীলমণৌ "বহুবার্য্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ। যাচ মিথো দুর্লভতা সা মন্মথস্য পরমা রতিঃ"। তথা তত্রৈব "বামতা দুর্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যাচ নিবারণা। তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধং॥ অত্র নিষেধ বিশেষঃ দুর্লভত্বঞ্চ মৃগাক্ষীণাং। তত্রৈব নাগরাণাং নিঃ... মাসজ্জতে হৃদয়ং" ইতি। ননু "পরোঢ়াং বর্জ্জয়িত্বাত্র" ইতি সাহিত্য দর্পণ বচনেন পরকীয়ায়াং ভাবং রসো ন ভবতি কুতস্তস্যাধিক্য মিত্যত্রাহ "ব্রজ বিনু" ইতি। অত্রায়মাশয়ঃ ব্রজে রসবিশেষং পারকীয়ারস মাস্বাদয়িতুং শ্রীকৃষ্ণেনাবতরিতাঃ নিত্যস্বকান্তা এব ভাবেন পরকীয়াঃ নতু স্বরূপতঃ অতঃ নিত্য স্বকাস্তাঃ স্বকীয়ত্বেন তাসু প্রথমতঃ রসো জাতস্তত স্তদুপরি পরকীয়াভাবেন তস্য উল্লাসঃ। ব্রজাদন্যত্রতু স্বকীয়ায়াঃ পরকীয়াভাবাভাবেন তদভাবঃ প্রকৃত পরকীয়ায়াং। অতঃ ব্রজং বিনা নতস্য বাসঃ। এতেন তদ্দর্পণকৃদ্বচনং ব্রজ পরকীয়া... পর মিতিজ্ঞেয়ং। তথাচোক্তং উজ্জ্বলনীলমণৌ "নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া তদ্‌গোকুলাম্বুজদৃশাং কুল মন্তরেণ। আশংসয়া রসবিধে ... সংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ" ইতি ॥৪৩॥

তৎপর অর্থাৎ কোন ধর্ম্মাংশ করিতে পতির অসম্মতি হইলে তাহাও (সেই ধর্ম্মাংশ ও) ত্যাগ করে, এবং পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম হইতে অবিচলিতা, তাহাদিগেই-এই রসশাস্ত্রে স্বকীয়া (স্বস্ত্রী) বলে ॥৪২॥

উক্ত স্বকীয়া ও পরকীয়া ভাবের মধ্যে পরকীয়া ভাবের শ্রেষ্ঠতা বলিতেছেন, "পরকীয়া" ইতি। রসের, শৃঙ্গার রসের অতি উল্লাস, অতি বৃদ্ধি। অর্থাৎ পরকীয়া ভাবে (পরকীয়া রতিতে) শৃঙ্গার রসের আতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে তাহা

শ্রেষ্ঠ। ঐ শ্রেষ্ঠতা ক্রক্তে টীকোদ্ধৃত উজ্জ্বল নীলমণির নায়ক ভেদে প্রকরণে ১৫ শ্লোকে বলিয়াছেন, যথা

"বহুবার্য্যতে" ইত্যস্যার্থ। নায়ক ও নায়িকাকে যে রতি হইতে অনেক নিবারণ করে, যে রতিতে ঐ উভয়ের প্রচ্ছন্নকামুকতা (গুপ্ত কামুকতা), যে রতি ঐ উভয়ের দুর্লভতাময়ী (উভয়ের কদাচিৎ মিলনকারিণী) সেইটী কন্দর্প সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠা রতি।

তথা তত্রৈব কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণে ৯ শ্লোকে, "বামাতা" এবং "যত্র নিষেধ" ইতি ইহার অর্থ স্পষ্টই আছে। এখানে ঐরূপ ঘটনায় রতির (ভাবের) বৃদ্ধি হওয়াতে পরকীয়া ভাবই শ্রেষ্ঠ।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে এই, টীকাকার প্রদর্শিত "পরোঢ়াং বর্জ্জয়িত্বা" অর্থাৎ পরস্ত্রীতে রস হয় না, এই সাহিত্য দর্পণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ২১০ কারিকা প্রমাণে পরকীয়াতে (পরস্ত্রীতে) মূলে রস না হওয়াতে পরকীয়া ভাবের শ্রেষ্ঠতা কিরূপে হইতে পারে? ইহাতে বলিতেছেন "ব্রজবিনু" ইতি। বাস বসতি। অথবা রাঢ়ীয় ভাষায় গন্ধকে বাস বলে। অর্থাৎ ব্রজ ব্যতীত অন্যত্র ইহার (পরকীয়াভাব-রসোল্লাসের) বসতি বা গন্ধও নাই।

এখানে অভিপ্রায় এই, শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয়া-রসাস্বাদানন্তর রসবিশেষ পরকীয়া রসাস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু সর্ব্ববিনিন্দিত পরকীয়াতে রস না হওয়ায় সেই ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য তিনি ব্রজে অবতীর্ণ করেন, যে সকল নিজ স্বকান্তা তাহারাই যোগমায়া প্রভাবে ভাবমাত্রে পরকীয়া প্রতীতি হয়েন, কিন্তু স্বরূপত নহে, এ কারণ গোকুলকুলরমণীকুল প্রতীতিতে পরকীয়া হইলেও স্বরূপেতে স্বকীয়া থাকায় প্রথমতঃ তাহাতে স্বরূপগত রস হইল, তাহার পর সেই রসে পরকীয়া ভাবযোগ হওয়াতে উভয় মিলনে তাহার বৃদ্ধি হয়, এ কারণ এক ব্রজেই তাহা শ্রেষ্ঠ রস। আর ব্রজ ভিন্ন অন্যস্থানে স্বকীয়া পরকীয়া ভাব না হওয়াতে প্রকৃতই পরকীয়া হওয়াতে তাহাতে রস হয় না, এইজন্য ব্রজ ব্যতীত অন্যত্র তাহার বাসনা থাকায় সাধারণ দৃষ্টে সাহিত্য দর্পণকার বলিয়াছেন পরস্ত্রীতে রস হয় না, তাহা হইলে উক্ত দর্পণ-বাক্য

ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধিকার ভাবের অবধি ॥৪৪॥
প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ ॥৪৫॥
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥৪৬॥

"ব্রজবধি"তি দ্বয়েনান্বয়ঃ। প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব এব শ্রীরাধাভাবস্যাবধিঃ। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনৈককারণত্বেন ব্রজবধূগণেভ্যঃ শ্রীরাধাভাব এব সর্ব্বোত্তম ইত্যর্থঃ ॥৪৪॥৪৫॥

অতএব সর্ব্বোত্তমত্বেনৈব সেইভাব শ্রীরাধাভাবঃ ॥৪৬॥

ব্রজ পরকীয়া ভিন্ন বিষয়ক জানিবে। এবং স্বকীয়াতেই পরকীয়াভাব থাকাতেই বলিয়াছেন, ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র বাস নাই। ইহাতে ব্রজ পরকীয়া ভাবকে একটী অপূর্ব্ব ভাব জানিবে।

ঐ বিষয়ে উপযুক্ত টীকোক্ত উজ্জ্বল নীলমণির নায়িকাভেদ প্রকরণে ঐ শ্লোক যথা "নেষ্টা যদঙ্গিনি" ইত্যস্যার্থ। পণ্ডিতেরা প্রবন্ধ-বর্ণিত শৃঙ্গার রসে যে পরকীয়া অঙ্গীকার করেন না, তাহা গোকুল পদ্মনয়নী সমূহ ব্যতীত, যেহেতু রসিক-সমূহ-শেখর কংসারি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরস বিশেষ আস্বাদন জন্য (পরকীয়া-রসাস্বাদন জন্য) তাহাদিগে (গোকুল-পদ্মনয়নীদিগে) অবতীর্ণা করিয়াছেন, অর্থাৎ রসাস্বাদন জন্য নিত্য স্বকীয়াদিগকে পরকীয়াভাবে অবতীর্ণ করিয়াছেন।

পরকীয়াতে রস হয় না, এইটীই সত্য কিন্তু গোপসুন্দরীরা প্রকৃত পরকীয়া না হওয়াতে তাহাদের রস হয়। তদ্ভিন্ন অন্যত্র প্রকৃত পরকীয়া হওয়াতে রস হয় না এই কারণে বলিয়াছেন, ব্রজ ব্যতীত ইহার অন্যত্র বাস নাই ইতি ॥৪৩॥

"ব্রজবধূ" ইতি দুই পয়ারে অর্থ হইবে। এখানে নিরবধি ও অবধি শব্দার্থ অপ্রাপ্ত সীমান্ত ও প্রাপ্ত সীমান্ত। এই ভাব, পরকীয়া রতি। প্রৌঢ় বৃদ্ধিযুক্ত। নির্ম্মল, কামাদি দোষবিহীন। ভাব, রতি।

অর্থ হইল এই, শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাস্বাদনের কারণ যে সর্ব্বোত্তম প্রেম, * সেইটাই অতি বৃদ্ধিযুক্ত নির্ম্মল ভাব, এই নির্ম্মল ভাবই ভাবের অবধি, তাহা হইতে ব্রজবধূগণের সাধারণতঃ অপ্রাপ্ত-প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব-সীমান্ত পরকীয়া ভাব, আর সেই ব্রজবধূগণ-মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব। ফল কথা এই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাস্বাদনৈককারণ-কারণে শ্রীরাধার ভাবই সর্ব্বোত্তম। ইহা ইহার পর গ্রন্থকার বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিবেন ॥৪৪॥৪৫॥

অতএব অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাবই সর্ব্বোত্তম, এই হেতু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভাব অঙ্গীকার করেন, নিজ বাঞ্ছা, ভক্ত-প্রেমাস্বাদনেচ্ছা।

এ প্রকরণের তাৎপর্য্য এই অনেকানেক ভক্ত থাকিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা ভাবই অঙ্গীকার করেন কেন? ইহাতে বলা হইল, এই দাস্যাদি ভক্তের দাস্যাদি রস সকল হইতে শৃঙ্গার রস সর্ব্বোত্তম, সেই শৃঙ্গারের মধ্যে হইতে ব্রজবধূগণের পরকীয়া ভাব সর্ব্বোত্তম, তাহা হইতে শ্রীরাধার ভাব সর্ব্বোত্তম, অতএব শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রীরাধার ভাবই অঙ্গীকার করেন ইতি।

এখানে "এই মত ভক্ত ভাব করি অঙ্গীকার" এই ৩৮ পয়ারোক্ত ভক্ত বিশেষ করিয়া বলিবার জন্য শ্রীরাধাকে বলিয়াছেন, তাহা হইলে শক্তিরূপা শ্রীরাধাকে ভক্ত বলা কিরূপে সঙ্গত হয়? ইহার মীমাংসা এই

* প্রেম যথা উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়ীভাব প্রকরণে ৪৬ শ্লোকে "সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপিধ্বংসকারণে। যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ সপ্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥" অস্যার্থ ধ্বংসের কারণ থাকিলেও সর্ব্বপ্রকারে ধ্বংসরহিত স্ত্রীপুরুষের যে ভাববন্ধন তহাকেই প্রেম বলে।

প্রৌঢ় প্রেম যথা তত্রৈব ৫২ শ্লোকে "প্রৌঢ়ঃ প্রেমা স যত্রস্যাদ্বিশ্লেষস্যাসহিষ্ণুতা। অস্যার্থ। যাহাতে বিচ্ছেদের অসহতা আছে, তাহাকে প্রৌঢ় প্রেম বলে।

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্য দেবস্য স্তবে ২ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিল পশুপালাম্বুজদৃশাং
সচৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥৬॥

সুরেশানা মিতি। পুনঃ কীদৃশঃ সুরেশানাং দুর্গং দুর্গম্যং বস্তু পুনঃ কীদৃ উপনিষদাং শ্রুতিশিরসাং অতিশয়েন অতিচেষ্টয়া গতিঃ নত্বাপাততো গম্য ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ প্রনতপটলীনাং মধুরিমা মাধুর্য্যং। পুনঃ কীদৃশঃ অ..নসগোপীনাং প্রেম্ণোঃ নির্য্যাসঃ। প্রেম্ন ইতি প্রীতিরুক্তিঃ প্রেম্ণো ভিন্নত্বেপি প্রেমত্বেনৈক্যাৎ ॥৬॥

সুরেশানাং (ইন্দ্রাদীনাং) দুর্গং (দুর্গম্যং) উপনিষদাং (বেদান্তানাং) অতিশয়েন গতিঃ মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং (ভক্তসমূহানাং) মধুরিমা নিখিল পশুপালাম্বুজদৃশাং (গোপবধূনাং) প্রেম্ণঃ বিনির্য্যাসঃ (সারঃ) স চৈতন্যঃ পুনঃ অপি কিং মে দৃশোঃ পদং যাস্যতি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৬॥

শ্রীকৃষ্ণই প্রভু, অপর সকলেরই ভক্তভাব, এ কারণ তিনি স্বরূপশক্তি হইলেও তাঁহাকে ভক্ত বলিয়াছেন, অপর আগামী "ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা—" এই শ্লোক প্রমাণ ব্যাখ্যায় দৃষ্টি করিবেন ॥১৬॥

ইন্দ্রাদি দেবগণের দুষ্প্রাপ্য, বেদান্ত সকলের এক গতি অর্থাৎ বেদান্ত সকল এক তাঁহাতেই পর্য্যবসান হয়, মুনিদিগের সকল ধন অর্থাৎ তপস্বীদের তপঃ ফল স্বরূপ, তবে কিনা যোগীদিগের যোগ ফলরূপ ইতি ভাব, ভক্তদিগের মাধুর্য্য (মধুর রূপ), ও গোপবধূদিগের প্রেমের সার যে শ্রীচৈতন্য প্রভু তাঁহাকে কি আর পুনর্ব্বার দর্শন পাইব ॥৬॥

তথাহি তত্রৈব শ্রীচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয়স্তবে ৩ শ্লোকঃ।

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুর মুপভোক্তুং কম[illegible]ং
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
সদেব শ্চৈতন্যাকৃতি রতিতরাং নঃ কৃপয়তু। ইতি।।

অপারমিতি। যো দেবঃ প্রণয়িজনবৃন্দস্য শ্রীনন্দাদেঃ রসস্তোমং হি[illegible] কস্যাপ্য নির্বচনীয়স্য শ্রীরাধিকাখ্যস্য কমপি মধুরং আশ্রয়নারূপং উপভোক্তু[illegible] স্বাং শ্যামাং রুচং কান্তিং আবব্রে আবৃতবান্। হৃত্বেতি পাঠে প্রণয়িজনবৃন্দ[illegible] মধ্যে কস্যাপি শ্রীরাধিকাখ্যস্যেত্যর্থঃ পুনঃ তদীয়ং তৎসম্বন্ধিনীং পীতাং দ্যুতি[illegible] প্রকটয়ন্ ॥৭॥

কুতুকী (কৌতুকী) যঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কস্য অপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কমপি (অনি[illegible]র্বচনীয়ং) অপারং মধুরং রসস্তোমং হৃত্বা উপভোক্তুং ইহ (জগতি) তদীয়া[illegible] দ্যুতিং (কান্তিং) প্রকটয়ন্ স্বাং (নিজাং) রুচং (শ্যামকান্তিং) আবব্রে (আবৃতবান্) স চৈতন্যাকৃতিঃ দেবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) নঃ (অস্মান্) অতিতরাং কৃপয়তু ইত্যন্বয়ঃ ॥[illegible]

এখানে বলা হইল এই "সুরেশানাং" ইহাতে কর্ম্মী, উপনিষদাং ইহা[illegible] জ্ঞানী, "মুণীনাং" ইহাতে যোগী, "প্রণত" ইহাতে ভক্ত, "নিখিল" ইহা[illegible] ব্রজগতরাগ ভক্ত, ইহাদের সকল কার আরাধ্য এক শ্রীচৈতন্য প্রভু। উপক্র[illegible] কোন পয়ারের পোষক না হওয়াতে এই শ্লোকটীকে অধিক বলি[illegible] বোধ হয় ॥৬॥

যে শ্রীকৃষ্ণ কৌতূহল বশতঃ (অভিলাষবশতঃ) প্রণয়িগোপীজন[illegible]মধ্যে শ্রীরাধার অপার অনির্বচনীয় মধুর রস সমূহকে হরণ করিয়া (চুরি করিয়া

ভাবগ্রহণ হেতু কৈল * ধর্ম্ম স্থাপন।
মূল হেতু আগে শ্লোকে করি বিবরণ ॥৪৭॥
ভাবগ্রহণের এই শুনহ প্রকার।
তা লাগি পঞ্চম শ্লোকের করিয়ে বিচার ॥৪৮॥
এইত পঞ্চম শ্লোকের কহিল আভাষ।
এবে কহি সেই শ্লোকের অর্থ পরকাশ ॥৪৯॥

ভাবগ্রহণ হেতু কৈল ভাবগ্রহণস্য শ্রীরাধাভাবগ্রহণস্য হেতুঃ কথিতঃ তথা ধর্ম্মস্থাপনঞ্চ। মূলহেতু যদর্থং তদ্ভাবগ্রহণং আগে শ্লোকে ষষ্ঠশ্লোকে। ভাবগ্রহণের ইতি কেন প্রকারেণ তদ্ভাবং গৃহীতবান্ তৎশৃণু ॥৪৭॥৪৮॥৪৯॥

উপভোগ করিবার জন্য তাঁহার (শ্রীরাধার) কান্তি প্রকট করত নিজ শ্যাম-কান্তিকে আবরণ করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি দেব (শ্রীকৃষ্ণ) আমাদিগকে অতি শীঘ্র কৃপা করুন ॥৭॥

এখানে নিজ বর্ণাবরণের অভিপ্রায় এই, শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকবশতঃ শ্রীরাধার রস সমূহ চুরি করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ভোগ করিতে হইলে লোকে চোর বলিয়া ধৃত হইতে পারেন, এই জন্য নিজ বর্ণ গোপন করিয়া চৌর্য্যকৃত বস্তুস্বামীর বর্ণ ধারণ করিয়াছেন, তাহা হইলে যাহার বস্তু সেই ভোগ করিতেছে বিবেচনায় লোকে আর কেহ তাঁহাকে চোর বলিয়া ধরিতে পারিবে না ॥

"অতএব সেই ভাব—"। (১) "রসস্তোমং হৃত্বা মধুরং—" (১) ॥৭॥

ভাবগ্রহণে হেতু কৈল (কহিল) এবং ধর্ম্মস্থাপন ও কহিল, অর্থাৎ অপরাপর অনেক ভক্ত থাকিতেও শ্রীকৃষ্ণ এক শ্রীরাধারই ভাব গ্রহণ করেন কেন? ইহাতে "অতএব সেই ভাব—" এই ৪৬ পয়ারোক্ত শ্রীরাধার ভাবই সর্ব্বোত্তম, এই হেতু

---

* "ভাবগ্রহণের হেতু কহিল" এই পাঠ সুগম।

তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামি কড়চায়াং

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি রস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্য মাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং ॥৮॥

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি ॥৫০॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঞি ॥৫১॥
ইথি লাগি আগে করি তার বিবরণ।
যাহা হইতে হয় গৌরের মহিমা কথন ॥৫২॥

বিস্তারেণ "রাধা" ইতি শ্লোকার্থং কর্ত্তুং সুখবোধায়াদৌ তদভিপ্রেতার্থমাহ "রাধা কৃষ্ণ" ইতি দ্বাভ্যাং। এতেনৈতদপ্যুক্তং ভবতি শ্রীরাধা কৃষ্ণয়োরেকীভূতং এব শ্রীচৈতন্যরূপং। তত্রহেতুঃ "ভাব" ইতি। একাত্মতয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োরেকতা এব ভাবগ্রহণে প্রকারোঽভবৎ ইত্যপিজ্ঞেয়ং ॥৫০॥৫১॥

ইথিলাগি শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োরেকাত্মতাং প্রতিপাদয়িতুং তয়োর্ব্যাখ্যাং করোমি স্বরূপং বর্ণয়ামীত্যর্থঃ। নন্বু শ্রীচৈতন্যাবতার-প্রসঙ্গে কথং শ্রীরাধা-স্বরূপ-বর্ণনমিত্যত্রাহ "যাহা" ইতি। শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োরেকতা এব শ্রীচৈতন্যরূপং অতস্তয়োর্বিবরণেন শ্রীচৈতন্য-মহিমকথনং স্যাদিতি তদ্বর্ণ্যতে ইত্যর্থঃ ॥৫২॥

তাহার ভাব গ্রহণ করেন, ইহা বলা হইল, এবং "সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চার" এই ৩৭ পয়ারোক্ত যুগধর্ম্ম হরিসংকীর্ত্তনস্থাপনও বলা হইল।

মূলহেতু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কি নিমিত্ত শ্রীরাধা ভাব গ্রহণ করেন? ইহার হেতু আগে শ্লোকে অর্থাৎ প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত "শ্রীরাধায়াঃ" এই ষষ্ঠ শ্লোকার্থে প্রকাশ করিব ॥৩৭॥

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি আহ্লাদিনী নাম যাহার ॥৫৩॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ আস্বাদন।
হ্লাদিনী-দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥৫৪॥

নন্ু "সেই দুই এক এবে—" ইত্যত্র যদুক্তং শ্রীরাধাকৃষ্ণয়ো রেকীভূতং শ্রীচৈতন্যরূপং তত্র ভিন্নরূপয়োঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়ো ভিন্নরূপত্বে কথমেকত্বং সম্পদ্যতে ইতিচেৎ তত্র শ্রীরাধাতত্ত্ব-নিরূপণেন তদৈকতায়াং হেতুং বদন্ "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তি" ইত্যস্যার্থ মাহ "রাধিকা" ইতি। শ্রীকৃষ্ণ-প্রণয়-বিকারত্বং ইতি স্বরূপশক্তিত্ব মিতিচ শ্রীরাধিকায়াঃ তত্ত্বং হ্লাদিনী ইতি নাম "হ্লাদিনীর সার প্রেম" ইত্যাদি পদ্যে প্রণয়বিকারস্যার্থং করিষ্যতি। স্বরূপ-শক্তি রিতি তয়ো রেকত্বে হেতুঃ। অযং ভাবঃ স্বরূপা দাবির্ভূতা যদ্বা স্বরূপাদভিন্না যা শক্তিঃ সা স্বরূপশক্তিঃ স্বরূপাভিন্নতয়া শক্তিশক্তিমতো রভেদেনৈব তয়ো রেকত্বং ভবেৎ ॥৫৩॥

সংক্ষেপাৎ অগ্রাত এব হ্লাদিনী স্বরূমাহ "হ্লাদিনী" ইতি। শ্রীকৃষ্ণং শৃঙ্গাররসানন্দ মনুভাবয়তি শৃঙ্গাররসানন্দেন তমাহ্লাদয়তীতি হ্লাদিনীত্যর্থঃ। ভক্তান্ হ্লাদিন্যা পুষ্ণাতি শ্রীকৃষ্ণো নিজভক্তাহ্লাদং হ্লাদিন্যা বর্দ্ধয়তীতি হ্লাদিনীপোষঃ ॥৫৪॥

"ভাবগ্রহণের" ইতি। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ব্যক্তি হইয়া ভিন্ন ব্যক্তি শ্রীরাধার ভাব কি প্রকারে গ্রহণ করেন? তা লাগি, তাহা বলিবার জন্য অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের একতাপ্রযুক্ত ভাব গ্রহণ হয়, এই প্রকারটী বলিবার জন্য প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত "রাধাকৃষ্ণ" এই পঞ্চম শ্লোকের বিচার করিতেছেন। এবে, এক্ষণ ॥ ৮।৪৯॥

এই শ্লোকের-টীকা প্রভৃতি প্রথম পরিচ্ছেদে পঞ্চম শ্লোকে দৃষ্টি করিবেন,

প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত পঞ্চম শ্লোকের অর্থ করিবার নিমিত্ত এখানে উহা উদ্ধার করিয়াছেন ॥৮॥

বিস্তাররূপে "রাধা" এই শ্লোকের অর্থ করিবার জন্য সুখবোধের নিমিত্ত প্রথমতঃ তাহার অভিপ্রেতার্থ বলিতেছেন "রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা" ইতি দুই পয়ারে।

"সেই দুই" ইতি। সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ে এক হইয়া এই বর্তমান বৈবস্বতাষ্ট বিংশ কলিযুগে শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন, উভয়ে এক হইবার কারণ হইয়াছে, ভাবাস্বাদন অর্থাৎ ভাবাস্বাদন করিবার জন্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ে এক হইয়া শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন, ইহাতে ইহাও উপলব্ধি হইল এই, একাকারে মিলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ রূপই শ্রীচৈতন্যরূপ ॥৫০॥৫১॥

"ইথিলাগি" এই জন্য। অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ দুই জনে এক জন হয়েন কেমন করিয়া ইহা বলিবার জন্য অগ্রে "তার" তাহার অর্থাৎ দুই জনে এক জন হইবার কারণ বলিতেছি, তবে কিনা শক্তি ও শক্তিমান অভেদ হেতু শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ে এক হইয়া শ্রীচৈতন্যরূপ হইয়াছেন। ইহার বিস্তার করিব; এখানে শ্রীচৈতন্যাবতার কথা প্রসঙ্গে শ্রীরাধার স্বরূপ বর্ণনা করেন কেন? ইহাতে বলিতেছেন "যাহা" ইতি। শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঐক্য রূপই শ্রীচৈতন্যরূপ, ইহা বলিবার জন্য এখানে শ্রীচৈতন্যাবতার কথা প্রসঙ্গে শ্রীরাধা স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন ॥৫২॥

"সেই দুই এক এবে" এই ৫১ পয়ারে উক্ত হইয়াছে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ে এক হইয়া শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাহাতে বিভিন্ন ঐ উভয়রূপের একরূপতা কিরূপে হইতে পারে? এই আশঙ্কা নিবারণ করত শ্রীরাধিকার তত্ত্ব কথন পূর্ব্বক সেই উভয়ের একতা বিষয়ে হেতু বলিবার জন্য প্রথম পরিচ্ছেদের ৫ম শ্লোকোক্ত "রাধাকৃষ্ণ—শক্তিঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "রাধিকা" ইতি। শ্লোকোক্ত কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির অর্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়বিকার, শক্তির অর্থ স্বরূপ শক্তি, আহ্লাদিনীর অর্থ আহ্লাদিনী। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিকার এবং স্বরূপশক্তি এই দুইটীই শ্রীরাধার তত্ত্ব, নাম তাঁহার আহ্লাদিনী।

সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ॥৫৫॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিদ্ যারে জ্ঞান করি মানী ॥৫৬॥

স্বরূপশক্তেঃ স্বরূপমাহ "সচ্চিদানন্দ" ইতি দ্বাভ্যাং। চিচ্ছক্তিঃ স্বরূপশক্তিঃ অয়মর্থঃ সৎচিৎ আনন্দ ইতি ত্রিভিঃ পূর্ণস্য শ্রীকৃষ্ণস্বরূপস্য সদ্ভাগেন সন্ধিনী চিদ্ভাগেন সংবিদ্ আনন্দভাগেন হ্লাদিনী তি রূপত্রয়ং ধত্তে যা চিচ্ছশক্তিঃ সা স্বরূপশক্তিঃ। অত্রচোত্তরোত্তরগুণোৎকর্ষেণ সন্ধিনী সম্বিদ্হ্লাদিনীতি ক্রমোদ্দেশঃ। অথব আনন্দাংশস্যৈব প্রাধান্যাদগ্রতস্তদুক্তং ॥৫৫॥৫৬॥

স্বরূপ হইতে আবির্ভূতা বা স্বরূপ হইতে অভিন্না যে শক্তি তাহাকে স্বরূপ-শক্তি বলে, তাহা হইলে স্বরূপত একত্বপ্রযুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ে এক হইয়া শ্রীচৈতন্যরূপ হয়েন। ফলিতার্থ এই, শক্তিও শক্তিমানে অভেদ হওয়াতে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ হইতে অভিন্না, এপ্রযুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ে এক হইয়া শ্রীচৈতন্যরূপ হইয়াছেন।

স্বরূপগত যে শক্তি অর্থাৎ স্বরূপেই যে শক্তি থাকে, তিনি স্বরূপ-শক্তি, তাহা হইলে স্বরূপ শক্তি শ্রীরাধার পৃথক্ মূর্ত্তি কিরূপে থাকিতে পারে? ইহাতে ভাগবতসন্দর্ভে বলিয়াছেন যথা "তত্র তাসাং কেবল শক্তিমাত্রত্বেনা মূর্ত্তানাং ভগবদ্বিগ্রহাদ্যৈকাত্মেন স্থিতিঃ। তদধিষ্ঠাত্রীরূপত্বেন মূর্ত্তানান্তু তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্ব মপিজ্ঞেয় স্থিতি দিক্"। অস্যার্থ, কেবল শক্তিমাত্রে অমূর্ত্ত সেই হ্লাদিনী প্রভৃতি শক্তিদিগের ভগবৎ স্বরূপে ঐক্যরূপে স্থিতি, আর আহ্লাদ প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রীরূপে তাহারা মূর্ত্তিমতী এবং শ্রীকৃষ্ণের আবরণরূপা; এইরূপে তাঁহাদের ঐ দুই রূপেই স্থিতি জানিবেন ইতি ॥৫৩॥

"হ্লাদিনীর সার প্রেম" এই পরপয়ারে উক্ত পয়ারোক্ত প্রণয়-বিকারের স্বরূপ বলিবেন, মহাভাবস্বরূপা। আর "সচ্চিদানন্দ পূর্ণ" এই পরপয়ারে উক্ত

পয়ারোক্ত স্বরূপ-শক্তির স্বরূপ বলিবেন, হ্লাদিন্যাদিরূপকে যিনি ধারণ করেন কিন্তু সংক্ষেপবশত অগ্রেতেই উক্ত পয়ারোক্ত হ্লাদিনীর কার্য্য বলিতেছেন, "হ্লাদিনী" তি। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে আনন্দানুভব করান অথবা শৃঙ্গার-রসানন্দে শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিত (আহ্লাদিত) করেন, এবং হ্লাদিনী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্ত সকলের আনন্দ বৃদ্ধি করেন, এ কারণ শ্রীরাধার নাম আহ্লাদিনী। ভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণানন্দ হ্লাদিনী দ্বারাই বৃদ্ধি করেন ইত্যর্থ। মধ্যের ৮ম পরিচ্ছেদেও এইরূপ বলিয়াছেন যথা "কৃষ্ণেরে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।——" "ভক্তগণে সুখ দিবার হ্লাদিনী কারণ ॥৫৪॥

"রাধিকা হয়েন" এই ৫৩ পয়ারোক্ত স্বরূপ-শক্তির স্বরূপ বলিতেছেন "সচ্চিদানন্দপূর্ণ" ইতি দুই পয়ারে। চিচ্ছক্তি, স্বরূপ-শক্তি। তাঁহার, শ্রীকৃষ্ণের জড়রূপা যে মায়াশক্তি ও চিজ্জড়সম্বলিত যে জীবশক্তি এই দুয়ের অতিরিক্ত কেবল চৈতন্যরূপিণী যে শক্তি তিনি চিচ্ছক্তি, এই শক্তিকেই স্বরূপ শক্তি বলে।

তিনরূপ কি? তাহা বলিতেছেন "আনন্দাংশে" ইতি। যারে, যে সম্বিদ্রূপে সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনে পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের সদ্ভাগে সন্ধিনী চিদ্ভাগে সংবিদ্ ও আনন্দভাগে হ্লাদিনী, এই তিনরূপকে (সন্ধিনী শক্তি, সংবিদ্ শক্তি, হ্লাদিনী শক্তি এই তিন রূপকে) ধারণ করেন যে চিচ্ছক্তি তিনি স্বরূপশক্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত ঐ তিনকে ধারণ করাতে স্বরূপ-শক্তি। অথবা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত ঐ তিন হইতে অভিন্নতাপ্রযুক্ত স্বরূপশক্তি।

এখানে আনন্দাংশ বলিতে আনন্দের অংশ, এরূপ অর্থ নহে; আনন্দরূপ অংশ অর্থাৎ ঐ তিনের মধ্যে আনন্দ যে অংশ, এইরূপ অর্থ হইবে, অপর দুটীতেও ঐরূপ জানিবে।

এখানে উত্তরোত্তর গুণাধিক্য থাকায় সন্ধিনী সম্বিদ হ্লাদিনী এই ক্রম জানিবে। অথবা আনন্দাংশের প্রাধান্যপ্রযুক্ত অগ্রে তাহারই উক্তি করিয়াছেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় বোধ হয় ভ্রমবশতই "সদংশ প্রধান চিচ্ছক্তির নাম সংবিদ্" ইহা বলিয়াছেন, যেহেতু মূলে চিদংশকে সংবিদ্ বলিয়াছেন ॥৫৫॥৫৬॥

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভধৃতশ্রীবিষ্ণুপুরাণীয়১অংশ১২ অ ৬৯ শ্লোকে শ্রীধ্রুববচনং।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে॥৯॥

শ্রীস্বামী। হ্লাদিনী আহ্লাদকরী সন্ধিনী সত্তা সংবিৎ বিদ্যাশক্তিঃ একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতেতি যাবৎ। সর্ব্বসংস্থিতৌ সর্ব্বস্য সম্যক্ স্থিতির্যস্মাৎ তস্মিন্ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয্যেব নতু জীবেষু। জীবেষু চ যা গুণময়ী ত্রিবিধা সা ত্বয়ি নাস্তি। তামেবাহ হ্লাদতাপকরীমিশ্রেতি। হ্লাদকরী মনঃপ্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী বিষয়বিয়োগাদিষু তাপকরী তামসী তদুভয়মিশ্রা বিষয়জন্যা রাজসী। তত্রহেতু সত্ত্বাদিগুণৈ বর্জিতে। তদুক্তং সর্ব্বজ্ঞসূক্তৌ। হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকর ইতীতি। অত্র হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী তথা সত্তারূপোঽপি যয়া সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সন্ধিনী এবং জ্ঞানরূপোঽপি যয়া জানাতি জ্ঞাপয়তি চ সা সংবিদিতি জ্ঞেয়ং। তত্র চোত্তরোত্তরত্র গুণোৎকর্ষেণ সন্ধিনী সংবিৎ হ্লাদিনীতি ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। তদেবং তস্যাস্ত্র্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতালক্ষণেন তদ্বৃত্তিবিশেষেণ স্বরূপং বা স্বয়ংরূপশক্তিবিশিষ্টং বা [illegible] তি তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বং তচ্চান্যনিরপেক্ষ স্তৎপ্রকাশ ইতি জ্ঞা[illegible] জ্ঞানবৃত্তিকত্বাৎ সম্বিদেব অস্য মায়য়া স্পর্শাভাবাদ্বিশুদ্ধত্বং। তত্র চেদমেব সন্ধিন্যংশপ্রধানকেদাধারশক্তিঃ সংবিদংশপ্রধানং মাত্মবিদ্যা হ্লাদিনী সারাংশপ্রধানং গুহ্যবিদ্যা যুগপচ্ছক্তিত্রয়প্রধানং মূর্ত্তিঃ। অত্র আধারশক্ত্যা ভগবদ্ধাম প্রকাশতে। তদুক্তং। যৎসাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্বং লোকোযত ইতি। তথা। জ্ঞানতৎপ্রবর্ত্তকলক্ষণবৃত্তিদ্বয়কয়া আত্মবিদ্যয়া তদ্বৃত্তিরূপ মুপাসক্যাশ্রয়ং জ্ঞানং প্রকাশতে। এবং ভক্তিতৎপ্রবর্ত্তকলক্ষণবৃত্তিদ্বয়কয়া গুহ্যবিদ্যয়া তদ্বৃত্তিরূপা প্রীত্যাত্মিকা ভক্তিঃ প্রকাশতে। তত্রৈব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে লক্ষ্মীস্তবে স্পষ্টীকৃতং যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে। আত্মবিদ্যা চ

দেবিত্বং বিমুক্তিফলদায়িনীতি। যজ্ঞবিদ্যা কর্ম্মবিদ্যা মহাবিদ্যা অষ্টাঙ্গযোগঃ গুহ্যবিদ্যা ভক্তিঃ আত্মবিদ্যা জ্ঞানং তৎসর্ব্বাশ্রয়ত্বাত্ত্বমেব তত্তদ্রূপা বিবিধানাং মুক্তীনাং বিবিধানা মন্ত্রেবাক্ত ফলানাং দাত্রী ভবতীত্যর্থঃ ॥৭॥

(হে ভগবন্) এক (স্বরূপভূত হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ (শক্তিঃ) সর্ব্বসংস্থিতৌ (সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে) ত্বয়ি অস্তাতিশেষঃ। হ্লাদকরী (মনোপ্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী) তাপকরী (বিষবিয়োগাদিষু তাপকরী তামসী) মিশ্রা (তদুভয়মিশ্রা বিষয়জন্যা রাজসী) শক্তিঃ গুণবর্জ্জিতে (সত্ত্বাদিগুণবিহীনে) ত্বয়ি নাস্তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৭॥

হে ভগবন্ আপনকার স্বরূপভূতা হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিদ্, এই ত্রিবিধ শক্তি সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত আপনাতেই বিরাজ করিতেছেন। আর হ্লাদকরী অর্থাৎ মনোপ্রসাদজনিতা সাত্ত্বিকী, তাপকরী অর্থাৎ বিষয়বিয়োগাদিতে তাপকরী তামসী, তাপ ও প্রসাদ এই উভয় মিশ্রা অর্থাৎ বিষয়জন্যা রাজসী, এই ত্রিবিধ শক্তি প্রাকৃতসত্ত্বাদি গুণবিহীন আপনাতে নাই ॥৭॥

সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত ভগবানে হ্লাদিনী প্রভৃতির স্থিতি, আর হ্লাদকরী প্রভৃতির অস্থিতি হইলে তিনি সর্ব্বাধিষ্ঠান কিরূপে হয়েন? ইহার সিদ্ধান্ত এই ভগবান্ সকলেরই আশ্রয়, তবে স্বরূপ হইতে অভিন্নতাপ্রযুক্ত হ্লাদিন্যাদিশক্তি যুক্ত হয়েন, আর স্বরূপ হইতে বিভিন্নতাপ্রযুক্ত মায়াশক্তিগুণের সহিত যুক্ত হয়েন না এইটি তাঁহার ঈশ্বরত্ব, অথ। এতদীশন মীশস্য প্রকৃতিস্থোহপি তদ্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে— অথবা স্বয়ং আনন্দাদিস্বরূপ ভগবানের মায়াশক্তি-গুণদ্বারা মনোপ্রসাদাদি না হওয়ায় হ্লাদকরী প্রভৃতি তাঁহাতে নাই।

হ্লাদিনী প্রভৃতির উত্তরোত্তর গুণোৎকর্ষ থাকায় সন্ধিনী, সংবিৎ, হ্লাদিনী এইরূপ ক্রম এই শ্লোকে জানিবে।

হ্লাদিনী প্রভৃতির অর্থ এই, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আহ্লাদকরূপ হইয়াও যাহা দ্বারা আহ্লাদিত হয়েন এবং আহ্লাদিত করেন, তিনি হ্লাদিনী, ইহার সারাংশ প্রধানকে গুহ্যবিদ্যা বলে ইহা দ্বারা প্রাত্যাত্মিকা ভক্তি প্রকাশ হয়। সত্তা শব্দে

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্বনাম।
ভগবানের সত্ত্বা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥৫৭॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার ॥৫৮॥

হ্লাদিনী সার কথনে কৃষ্ণপ্রণয়বিকারস্য স্বরূপং বক্ষ্যতি হ্লাদিনীর সার প্রেম ইত্যাদিনা। তত্র তাবদুপোদ্ঘাতত্বেন সন্ধিন্যাদেঃ সার মাহ "সন্ধিনীর" ইতি। ত্রৈগুণীকৃত মায়িক সত্ত্বাতিরিক্তং কেবলং সত্ত্বং শুদ্ধসত্ত্বং। যদ্বা "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং" ইত্যস্য টীকায়াং শ্রীস্বামিপাদেন যদুক্তং "স্বরূপশক্তি বৃত্তিত্বেন জাড্যাংশেনাপি রহিতং" তৎ শুদ্ধসত্ত্বং। ভগবানের ইতি ভগবৎ-সত্ত্বায়াঃ যত্র বিশ্রাম ইত্যর্থঃ ॥৫৭॥৫৮॥

স্থিতি, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সত্ত্বারূপ হইয়াও যাহা দ্বারা সত্ত্বাকে ধারণ করেন এবং করান তিনি সন্ধিনী, ইহার সারাংশ প্রাধানকে আধার শক্তি বলে ইহা দ্বারা ভগবদ্ধাম প্রকাশ হয়। সংবিৎ শব্দে জ্ঞান, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জ্ঞান হইয়াও যাহা দ্বারা জানেন এবং জানান তিনি সংবিৎ, ইহার সারাংশ প্রাধানকে আত্মবিদ্যাবলে ইহা দ্বারা উপাসকের জ্ঞানের প্রকাশ হয়। ইহার বিশেষ মূলটীকায় দৃষ্টি করিবেন।
"একই চিচ্ছক্তি——"। ইহারই প্রমাণ "হ্লাদিনী——সর্ব্বসংশ্রয়ে ॥৯॥

"চিন্তাং প্রকৃতসিদ্ধ্যর্থামুপোদ্ঘাতং বিদুর্বুধাঃ" অস্যার্থ, প্রস্তাবিত বিষয়ের সিদ্ধির জন্য অপর যে চিন্তা তাহাকে উপোদ্ঘাত বলে, তাহা হইলে "হ্লাদিনীর সার প্রেম" এই পর পয়ারে হ্লাদিনীর সার কথনে "রাধিকা হয়েন—" এই ৫৩ পয়ারোক্ত কৃষ্ণ প্রণয়বিকারের যে স্বরূপ বলিবেন, সেই প্রস্তাব সিদ্ধির জন্য সন্ধিন্যাদিরও সার বলিতেছেন "সন্ধিনীর" ইতি। মায়িক সত্ত্বাদি তিন গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণে অর্দ্ধেক সত্ত্ব, অপর এক পাদ রজঃ ও এক পাদ তমঃ আছে। রজো গুণে অর্দ্ধেক রজঃ, অপর একপাদ সত্ত্ব ও একপাদ তমঃ, তমো গুণে অর্দ্ধেক তমঃ,

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৪স্কং৩ অং২১ শ্লোকে শ্রীসতীং প্রতি শ্রীশিববাক্যং।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥১০॥

ভাবার্থদীপিকা। কিঞ্চ ন কেবলং অভ্যাগতেষ্বেব বাসুদেবদৃষ্ট্যা নমনং ক্রিয়তে কিন্তু নিত্যমেব মনসি বাসুদেবশ্চিন্ত্যত ইত্যাহ বিশুদ্ধং সত্ত্ব মন্তঃকরণং সত্ত্বগুণো বসুদেবশব্দিতং বসুদেবশব্দেনোক্তং কুতঃ যদ্যস্মাৎ তত্র তস্মিন্ সত্ত্বে পুমান্ বাসুদেব ঈয়তে প্রকাশতে অপগত মাবৃত মাবরণং যস্মাৎ সঃ। অয়মর্থঃ বসুদেবে ভবতি প্রতীয়তে ইতি বাসুদেবঃ পরমেশ্বরঃ প্রসিদ্ধঃ স চ বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রতীয়তে প্রত্যয়ার্থেন প্রসিদ্ধেন প্রকৃত্যর্থো নির্দ্ধার্য্যতে ততশ্চ বাসয়তি দেবমিতি ব্যুৎপত্ত্যা বসত্যস্মিন্ বা বসুদেবঃ দীব্যতি দ্যোতত ইতি বা বসুভিঃ পুণ্যৈ র্দীব্যতি প্রকাশত ইতি বসুদেবশব্দবাচ্যং শুদ্ধং সত্ত্বং। ততঃ কিমত আহ সত্ত্বে চ তস্মিন্মে ময়া নমসা নমস্কারেণানুবিধীয়তে সেব্যত ইত্যর্থঃ। মনসেতি পাঠে মনসা বিশেষেণ ধীয়তে ধার্য্যতে চিন্ত্যত ইত্যর্থঃ যতোঽধোভূতেষু প্রত্যাহৃতেষ্বক্ষিষু জায়তে প্রকাশতে ইন্দ্রিয়াগোচর ইত্যর্থঃ। ভগবৎ সন্দর্ভে। বিশুদ্ধং স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেন জাড্যাংশেনরহিতমিতি ॥১০॥

বিশুদ্ধং সত্ত্বং (অন্তঃকরণং বা সত্ত্বগুণঃ) বসুদেবশব্দিতং (বসুদেবশব্দেনোক্তং) যৎ (যস্মাৎ) তত্র (সত্ত্বে) অপাবৃতঃ পুমান (বাসুদেবঃ) ঈয়তে (প্রকাশতে)। মে (ময়া) তস্মিন্ (বিশুদ্ধে) সত্ত্বে ভগবান্ বাসুদেবঃ চ মনসা বিধীয়তে (সেব্যতে) হি (যতঃ) অধোক্ষজঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥১০॥

অপর একপদ সত্ত্ব ও একপদ রজঃ; ইহাকে সত্ত্বাদি তিন গুণের ত্রৈবৃত্তীকরণ বলে। মায়িক সত্ত্বাদি গুণ ঐরূপে পূর্ণ থাকায় তাহা অশুদ্ধ সত্ত্বাদি।

কৃষ্ণ ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিত্তের সার।
ব্রহ্ম জ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥৫৯॥

সন্ধিনী সার মুক্ত্বা সম্বিৎসারমাহ "কৃষ্ণ" ইতি। শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ভগবত্তা ইতি তথা ব্রহ্মজ্ঞানাদিকং তৎপরিবারঃ তদ্ভাগবত্তাজ্ঞানান্তর্গতং নতু ততোভিন্নমিতি

ভগবৎ সত্ত্বে অপর কোন গুণ মিশ্রিত না থাকায় তাহা শুদ্ধ সত্ত্ব। অথবা "সত্ত্বং বিশুদ্ধং" এই অগামী শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক টীকায় ভগবৎসন্দর্ভে বলিয়াছেন এই, স্বরূপশক্তি বৃত্তি প্রযুক্ত জড়াংশ রহিত সেই শুদ্ধ সত্ত্ব। এখানে জড়াংশ রহিত বলাতে শুদ্ধসত্ত্ব চেতন স্বরূপ, ইহাও উপলব্ধি হইল ॥৫৭॥

ফলিতার্থ এই শ্রীকৃষ্ণের মাতা পিতা প্রভৃতি সন্ধিনী শক্তি হইতে প্রকাশ হয়েন ইতি ॥৫৮॥

বিশুদ্ধ সত্ত্বকে (বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ বা বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণকে) বসুদেব বলে। যে হেতু অপাবৃত (যাহা হইতে জীবের অজ্ঞান আবরণ নিবারণ হয়) পুরুষ (বাসুদেব) সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রকাশ হয়েন। আমি (শিব) সেই বিশুদ্ধ অন্তকরণে ভগবান্ বাসুদেবকে মনদ্বারা সেবা করি যেহেতু তিনি অধোক্ষজ (ইন্দ্রিয়াগোচর) অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচর না হওয়াতে তাঁহাকে কেবল মনঃ দ্বারাই সেবা করি ॥১০॥

শুদ্ধ সত্ত্ব বসুদেবেই ভগবানের প্রকাশ হয়, এই জন্য শুদ্ধ সত্ত্বকে বসুদেব বলে। শুদ্ধ সত্ত্বের প্রমান এই "সত্ত্বং বিশুদ্ধং" ॥১০॥

সন্ধিনীর সার বলিয়া সম্বিতের সার বলিতেছেন "কৃষ্ণ" ইতি। * ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই পূর্ণ ছয়টীকে ভগ বলে। উহা যাহাতে

---

* ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চেতি ষণ্ণাং ভগ ইতিঙ্গনা। ঐশ্বর্য্যং সর্ব্ববশীকারিত্বং। সমগ্রস্যেতি সর্ব্বত্রাপেতি (সমগ্র শব্দটী সকলের সহিত অন্বয় অর্থাৎ সমগ্র (সম্পূর্ণ) ঐশ্বর্য্য সমগ্র বীর্য্য ইত্যাদি) বীর্য্যং মণিমন্ত্রাদেরিব প্রভাবঃ। যশো বাঙ্মনঃ শরীরাণাং সাদ্গুণ্যখ্যাতিঃ। শ্রীঃ সর্ব্বপ্রকারাসম্পৎ। জ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞত্বং। বৈরাগ্যং প্রপঞ্চবস্তুনাসক্তিঃ। ইঙ্গনা সংজ্ঞা নাম। ইতি ভগবৎ সন্দর্ভ।

হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম-সা[illegible] ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥৬০॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি ॥৬১॥

তি চ যৎ জ্ঞানং তৎ সম্বিৎসারঃ। অয়মর্থঃ শ্রীকৃষ্ণ এব স্বয়ং ভগবান্ ইতি তথা ব্রহ্ম আদিপদেন পরমাত্মা ভগবাংশ্চ এতে স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অঙ্গকা[illegible] ত্যংশস্বরূপাঃ ইতি চ যৎ জ্ঞানং তৎ সম্বিৎসারঃ ॥৫৯॥

হ্লাদিনীসারকথনে "রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার" ইত্যনেন শ্রীরাধাতত্ত্বং শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিত্ব মুক্ত মধুনা তৎস্বরূপমাহ "হ্লাদিনীর" ইতি রূপান্তরেণ প্রেম্নঃ পরাবস্থ এব মহাভাব অতঃ মহাভাবস্বরূপত্বং শ্রীকৃষ্ণপ্রণয় বিকৃতিত্বং। তত্র প্রেমা যথা উজ্জ্বলনীলমণৌ। "সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ" ॥১॥ ভাব যথা তত্রৈব "অনুরাগঃ স্বয়ং বেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্র বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥২॥ মহাভাবঃ যথা তত্রৈব "মুকুন্দমহিষী

বিদ্যমান আছে তাহাকে ভগবান্ বলে। সেই ভগবত্তা (সেই ঐশ্বর্য্যাদি ছয়টী পূর্ণতা এক শ্রীকৃষ্ণেরই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্) এই যে জ্ঞান, এবং ব্রহ্ম জ্ঞানাদি তাহার (সেই ভগবত্তা জ্ঞানের পরিবার (পোষ্য, প্রতিপাল্য অন্তর্গত)। অর্থাৎ ব্রহ্ম পূর্ণভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা তাঁহার (কৃষ্ণের) অংশ, নারায়ণ তাঁহার (কৃষ্ণের) স্বরূপ, এই যে জ্ঞান. ইহা সম্বিতের সার।

পূর্ণ জ্ঞানেরই পরিবার অংশ জ্ঞান, অর্থাৎ শতের মধ্যে দশক থাকায় শত জ্ঞানে দশক জ্ঞান স্বতই হওয়াতে দশক জ্ঞান যেমন শতের পরিবার (অন্তর্গত) তদ্রূপ অঙ্গকান্তি প্রভৃতি ব্রহ্মাদি পূর্ণভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্গত থাকায় তাঁহার জ্ঞানে ব্রহ্মাদির জ্ঞান স্বতই হওয়াতে সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ভগবত্তা জ্ঞানেরই পরিবার ব্রহ্মাদি জ্ঞান। ফলিতার্থ এই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান এবং ব্রহ্ম প্রভৃতি তাঁহার অঙ্গ কান্ত্যাদি, এই জ্ঞানই সম্বিতের সার ৫৯॥

মূর্ত্তৈ রণ্যসারবিতিছুর্মভঃ। ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে। বরামৃত স্বরূপশ্রীঃ স্বংস্বরূপং মনো নয়েৎ ॥৩॥ নন্ু "স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ং। স্যান্মান প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি ॥৪॥ ইত্যুজ্জ্বল-বাক্যেন রতেঃ পরাকাষ্ঠায়াঃ প্রেমত্বে কুতো হ্লাদিনীসারঃ প্রেমা। উচ্যতে। হ্লাদিনীবৃত্তিবিশেষারতিঃ তথাহি রতি শ্চেতোরঞ্জকতা সুখভোগানুকুল্যকৃৎ; ইতি প এবং সুখভোগানুকরত্বেনৈব তদ্রতিপ্রতীতিঃ ॥৫॥৬০॥

মহাভাবস্বরূপত্বং শ্রীরাধায়াঃ তত্ত্বমুক্তং তস্যাঃ সর্ব্বপ্রাধান্য মপি "সর্ব্ব" ইত্যাদিভিরুচ্যতে ইত্যপিজ্ঞেয়ং। সর্ব্বগুণখনিত্বেন শ্রীকৃষ্ণকান্তাশিরোমণিঃ অতএবঠাকুরাণী ইতিচ তস্যা একং তত্ত্ব মিতিজ্ঞেয়ং ॥৬১॥

হ্লাদিনীর সার কথন পূর্ব্বক "রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়বিকার" এই ৫৩ পয়ারে উক্ত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়বিকারই শ্রীরাধার তত্ত্ব, এক্ষণ সেই প্রণয়-বিকারের অর্থ বলিতেছেন "হ্লাদিনীর" ইতি। যদি বল প্রণয়-বিকার শব্দের অর্থ মহাভাব কিরূপে হয়? তাহার উত্তর এই প্রণয় শব্দে প্রেম, বিকার শব্দে রূপান্তর, তাহা হইলে প্রেমের সার (বিকার) ভাব, ইহার বিকার মহাভাব অর্থাৎ রূপান্তরে প্রেমের পরমপরাকাষ্ঠাই মহাভাব সুতরাং শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়বিকারই মহাভাব; এই মহাভাব স্বরূপত্বই প্রণয়বিকার শব্দের অর্থ, এইটী শ্রীরাধার তত্ত্ব।

টীকাস্থ শ্লোক কয়েকটীর অর্থ। প্রেমের লক্ষণ উজ্জ্বল নীলমণির স্থায়ি-ভাবপ্রকরণে ৪৬ অঙ্কে যথা। ধ্বংসের কারণ থাকিলেও ধ্বংস রহিত নায়ক নায়িকার যে ভাববন্ধন তাহাকে প্রেম বলে ॥১॥

ভাব যথা। তত্রৈব ১০৯ অঙ্কে। অনুরাগ যদি যাবৎ আশ্রয় বৃত্তি (নিজাশ্রয়ের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত) হইয়া স্বীয়সংবেদ্যদশাকে প্রাপ্ত হওত প্রকাশমান হয়, অর্থাৎ অনুরাগ যদি নিজাশ্রয় রাগের সম্পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, এবং কেবলানুরাগ-বানের নিজ সংবেদ্য দশাকে (অনুভবনীয় দশাকে) প্রাপ্ত হইয়া সুদীপ্ত সাত্ত্বিক দ্বারা যদি প্রকাশমান হয়, তাহাকেই ভাব বলে। ফল কথা এই, অনুরাগের পরাকাষ্ঠাকে ভাব বলে ॥২॥

মহাভাব যথা তত্রৈব ১১১ অঙ্কে। শ্রীকৃষ্ণমহিষী রুক্মিণী প্রভৃতিরও অতি দুর্ল্লভ ও ব্রজদেবীরই একবেদ্য সেই ভাবকেই মহাভাব বলে। উ...মৃততুল্য স্বরূপসম্পত্তিশালী সেই মহাভাব মনকে স্বীয় স্বরূপকে প্রাপ্ত করায়।

ভগবান্ শব্দের পরাকাষ্ঠা যেমন শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ অনুরাগের পরাকাষ্ঠা ভাব। কোন স্থানে সেই ভগবান্‌কে যেমন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলে, তদ্রূপ সেই ভাবকেই কোন স্থানে মহাভাব বলে; ভাবেরই পরাকাষ্ঠা মহাভাব এই মহাভাব ব্রজদেবী এক শ্রীরাধাতেই বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তাহা শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীদিগেরও বোধগম্য না হওয়াতে সাধারণ বাক্যে বলা যায় না, এজন্য তাহা ব্রজদেবীরই একবেদ্য বলিয়াছেন, তবে কিনা ব্রজদেবীরই একবেদ্য (অনুভব...য়) এরূপ একটী অনির্ব্বচনীয় যে ভাব তাহাকেই মহাভাব বলে। বাক্যদ্বারা সেই মহাভাব প্রতিপন্ন না হওয়াতে "বরামৃত" এই মহিমা কথন দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন ॥৩॥

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে এই, এই মধুরানামে রতি কোন বিরুদ্ধভাবে অভেদ্যা হইয়া প্রেম হয়। সেই প্রেম ক্রমে নিজ মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়; এই উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাব প্রকরণে ৪৪ অঙ্কের বাক্যানুসারে রতিরই পরাকাষ্ঠা প্রেম হওয়াতে হ্লাদিনীর সার প্রেম কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তর এই, মধুরা রতি হ্লাদিনীরই বৃত্তি বিশেষ, তাহা হইলে চিত্তর...ন ও সুখভোগানুকুল্যকারিতা এইটী রতির লক্ষণ. ইহা হইলে সুখভোগের আনুকুল্য করাতে সুখময়ী সেই হ্লাদিনীতে সুখানুকুল্যকারিণী রতির প্রতীতি হয়, এজন্য হ্লাদিনীর সার প্রেম ...য়াছেন; ফল কথা, মধুরা রতি হ্লাদিনীর অন্তর্গত থাকায় প্রেমকে রতির সার না বলিয়া প্রধানা হ্লাদিনীরই সার বলিয়াছেন ॥৫৷৬০॥

সর্ব্বগুণখনিত্ব বিধায় শ্রীকৃষ্ণকান্তাশিরোমণি, এই হেতু তিনি ঠাকুরাণী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কান্তাকুল-...মভূতা, ইহাও একটী তাঁহার তত্ত্ব জানিবেন। ...

উজ্জ্বলের রাধাপ্রকরণে শ্রীরাধিকার ঐ মহাভাব তত্ত্ব সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন, এবং মধ্যলীলার ৮ পরিচ্ছেদে "সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীরাধা প্রকরণে ২ অঙ্কে।

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈ রতিগরীয়সী ॥১১॥

কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণের নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥৬২॥

তয়োঃ শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যোরুভয়োরপি মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথা রূপমাধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়াদিভি রধিকা যতঃ ইয়ং রাধিকা মহাভাবস্বরূপা গুণৈঃ দয়াদাক্ষিণ্যাদিভি রতিগরীয়সী অতিপ্রধানা অয়মর্থঃ সর্ব্বাভ্য এব গোপীভ্যঃ চন্দ্রাবলী গরীয়সী রাধা তু তস্যাঃ অপি গরীয়স্ত্বেন অতিগরীয়সী ইতি। ইতিচং ॥১১॥

কৃষ্ণপ্রণয়বিকারস্যার্থান্তরমাহ "কৃষ্ণপ্রেমে" ইতি। প্রেমে মধুরনাম্না প্রেম্না ভাবিতং জাতমিত্যর্থঃ অনেন কৃষ্ণপ্রণয়বিকারস্যার্থোঽপি কৃতঃ। সহায় সহকারিণী ক্রীড়াতিশেষঃ নিজশক্তিঃ স্বরূপশক্তিঃ নিজশক্তিত্বেন শ্রীকৃষ্ণক্রীড়ায়াং সহকারিণী ভবতি শক্তিসহায়েনৈব কার্য্যস্য নিষ্পন্নত্বাদিত্যর্থঃ অনেন স্বরূপশক্তেরর্থঃ জ্ঞেয়ঃ হ্লাদিন্যারর্থস্য পৃথক্ ন কৃতঃ "হ্লাদিনী করায়" ইত্যর্থে নৈবেষ্টসিদ্ধেঃ ॥৬২॥

তয়োঃ (শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যোঃ) উভয়োরপি মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথা অধিকা। ইয়ং (শ্রীরাধিকা) মহাভাবস্বরূপা গুণৈঃ অতি গরীয়সী। ইত্যন্বয়ঃ ॥১১॥

পূর্ব্বোক্ত পয়ারেও বলিয়াছেন। আবশ্যকমত তথায় দৃষ্টি করিবেন, মহাভাব-স্বরূপা এইটী শ্রীরাধার তত্ত্ব। এখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের একত্বই শ্রীচৈতন্যরূপ এইটী প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্রীরাধার তত্ত্ব বলিলেন এই, স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী সার মহাভাব স্বরূপত্ব। তত্র সর্ব্বপ্রধানা, শ্রীরাধার ভাব জানিবার জন্য শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হওয়াতে তাহার সর্ব্বপ্রধানত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন "সর্ব্ব" ইত্যাদি দ্বারা। ইহাও জানিবেন ॥৬১॥

শ্রীরাধিকা ও শ্রীচন্দ্রাবলী এই উভয়ের মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্ব্বপ্রকারে (রূপ-

---

* "বরীয়সী" কোথাও পাঠ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায় ৩৭ শ্লোকে।

আনন্দ চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিঃ।
স্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্য খিলাত্মভূতো
গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১২॥

তৎপ্রেয়সীনাস্তু কিম্বক্তব্যং পরমশ্রিয়াং তাসাং সাহিত্যেনৈব তস্য তল্লোক বাস ইত্যাহ "আনন্দে"তি। অখিলানাং গোকুলবাসিনা মন্তেষামপি প্রিয়বর্গাণামাত্মভূতঃ পরমশ্রেষ্ঠতয়া অবদব্যভিচার্য্যপি তাভিরেব সহ নিবসতীতি তাসা মতিশয়ত্বং দর্শিতং। তত্র হেতুঃ কলাভিঃ হ্লাদিনী শক্তিরূপাভিঃ

মাধুর্য্য ও শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়াদিতে) অধিকা, যেহেতু এই শ্রীরাধিকা মহাভাবস্বরূপা এবং দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণে অতি প্রধানা।

সমস্ত ব্রজগোপী হইতে শ্রীচন্দ্রাবলী প্রধানা, তাহা হইতেও শ্রীরাধিকা প্রধানা এজন্য তিনি অতিপ্রধানা ইত্যর্থ ॥১১॥

পূর্ব্ব পয়ারোক্ত "মহাভাবস্বরূপা, সর্ব্বগুণখনি, কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি"। ইহার প্রমাণ এই শ্লোকের "মহাভাবস্বরূপা, গুণৈরতিগরীয়সী, সর্ব্বথাধিকা" ॥১১॥

"রাধিকা হয়েন" এই ৫৩ পয়ারোক্ত কৃষ্ণ-প্রণয়বিকারাদির অর্থ করিয়া পুনরায় তাহার অর্থান্তর করিতেছেন "কৃষ্ণপ্রেমে" ইতি। যার (যে শ্রীরাধার) চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও শরীর শ্রীকৃষ্ণ-মধুর-প্রেমে ভাবিত হইয়াছে, অর্থাৎ জন্মিয়াছে এইটী কৃষ্ণ-প্রণয় বিকার শব্দের অর্থ।

উক্ত ৫৩ পয়ারোক্ত "স্বরূপ-শক্তি শব্দের অর্থ হইল, এ পয়ারে নিজ শক্তি অ হ্লাদিনীর অর্থ "হ্লাদিনী করায়" এই ৫৪ পয়ারে যাহা করিয়াছেন, তাহা রহিল। নিজ শক্তিত্বপ্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণক্রীড়াতে (শ্রীকৃষ্ণের মধুররসলীলাতে সহকারিণী হয়েন, যেহেতু শক্তি সহায়েই সকল কার্য নিষ্পন্ন হয়।

পয়ারোক্ত "ভাবিত" শব্দের জন্ম (জাত) অর্থ "আনন্দ" এই পর শ্লোকে

তত্রাপি বৈশিষ্টমাহ আনন্দেতি আনন্দচিন্ময়ো যো রসঃ পরমপ্রেমময় উজ্জ্বলনামা তেন ভাবিতাভিঃ পূর্ব্ববত্তাসাং তদাত্মা রসেন সোঽহং ভাবিতো জাতঃ তস্য তেন যা প্রতিভাবিতাঃ জাতা স্তাভিঃ সহেত্যর্থঃ প্রতিশব্দাল্লভ্যতে যথা প্রত্যুপকৃতঃ স ইত্যুক্তে তস্য প্রাপ্তোপকারিত্ব মায়াতি তদ্বদত্রাপি। নিজরূপতয়া স্বদারত্বেনৈব ন তু প্রকট লীলাবৎ পরদারত্বব্যবহারেণেত্যর্থঃ পরমলক্ষ্মীণাং তাসাং তৎপরদারত্বাসম্ভবাৎ। অস্য স্বদারতাময়রসস্য কৌতুকাবগুণ্ঠিতয়া সমুৎকণ্ঠয়া পোষণার্থং প্রকটলীলায়াং মায়য়ৈব তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতমিতিভাবঃ। য এবেত্যেবকারেণ যৎপ্রাপঞ্চিক প্রকট লীলায়াং তাসু পরদারতাব্যবহারেণ নিবসতি সোঽহং যত্রবা প্রকটলীলাস্পদে গোলোকে তু নিজরূপতাব্যবহারে যো নিবসতীতি ব্যজ্যতে। তথাচ ব্যাখ্যাতং গৌতমীয়তন্ত্রে তদপ্রকটলীলানিত্যলীলাশীলময়দশার্ণব্যাখ্যানে; অনেক জন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেববেতি। গোলোকে এবেত্যেবকারেণ সোঽহং লীলা তু তস্মান্নান্য বিদ্যতে ইতি প্রকাশতে। ইতি দিক্ প্রদর্শিনী ॥১২॥

কলাভিঃ শক্তিভিরিত্যর্থঃ ইতি চং ॥১২॥

অখিলাত্মভূতঃ যএব (গোবিন্দএব) আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিঃ নিজরূপতয়া কলাভিঃ (হ্লাদিনীশক্তিরূপাভিঃ) তাভিঃ (গোপীভিঃ সহ) গোলোক এব নিবসতি তং আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি। ইত্যন্বয়ঃ ॥১২॥

টীকায় দৃষ্টি করিবেন। এখানে জন্মিয়াছে বলাতে তাঁহার চিত্তাদি যে জন্য পদার্থ তাহা নহে; কেবল স্বরূপ বলিবার জন্যই জন্ম বলিয়াছেন।

বৈদ্যক মতে ঔষধ দ্রব সকল যে রস দ্বারা আর্দ্রীকৃত হয়, তাহাকে ভাবনা বলে, ঐ মতে "ভাবিত" শব্দের ভাবনা অর্থ এখানে হইতে পারে না; ঔষধ ও ভাবনা এই দুইটী পৃথক দ্রব্য হওয়াতে চিত্তাদি ও প্রেম পৃথক্ বস্তু হয়, কিন্তু এখানে তাহা নহে, প্রেমস্বরূপই তাঁহার চিত্তাদি ইতি ॥৬২॥

গোকুল-সকল-নিজ-প্রিয়জন-পরমপ্রিয় যে গোবিন্দই পরম প্রেমময় মধুর-

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন।
ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ ॥৬৩॥
কৃষ্ণ-কান্তাগণ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
লক্ষ্মীগণ নাম এক মহিষীগণ আর ॥৬৪॥

"হ্লাদিনীকরায়" ইত্যত্র যদুক্তং শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণং শৃঙ্গাররসানন্দ মনুভাবয়তি তথা "কৃষ্ণপ্রেম" ইত্যত্র যদুক্তং শ্রীকৃষ্ণক্রীড়ায়াং সহকারিণী ভবতীতি তত্র তাবৎ যদ্যদ্রূপেণ তত্তৎ করোতীতি বক্তুমেতৎ প্রকরণ মারভ্যতে "কৃষ্ণেরে" ইতি ॥৬৩॥
তত্র তাবৎ ক্রীড়াসহায় মাহ "কৃষ্ণকান্তা" ইত্যাদি "লীলার সহায় লাগি" ইত্যন্তং ॥৬৪॥
কান্তাগণসার লক্ষ্মীমহিষীগণেভ্যঃ অধিক মিত্যর্থঃ ॥৬৫॥

রস সংজাতা এবং হ্লাদিনীশক্তিরূপা গোপীকাদিগের সহিত স্বপতিরূপে গোলোকে বাস করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি (ব্রহ্মা) ভজনা করি ॥১২॥

এই শ্লোকে টীকাকারের মত এই গোলোকে গোপীকাদিগের স্বদারত্ব প্রকট লীলায় মায়িক পরদারত্ব ব্যবহার মাত্র।

ভাবিত যার (১) প্রতিভাবিতাভিঃ (১)। কৃষ্ণ নিজ শক্তি (১) নিজরূপতয়া কলাভিঃ (১) ॥১২॥

শ্রীরাধিকার তত্ত্ব বর্ণনা মধ্যে "হ্লাদিনী করায়" এই ৫৪ পয়ারে বলিয়াছেন এই, শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্গাররসাস্বাদনে আহ্লাদিত করেন বলিয়া শ্রীরাধিকার নাম হ্লাদিনী ; এবং "কৃষ্ণপ্রেমে" এই ৬২ পয়ারে বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মধুর রসলীলার সহকারিণী হওয়াতে স্বরূপ শক্তি বা নিজ শক্তি বলে। তাহাতে কিরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সেই রসাস্বাদন করান এবং কিরূপেই বা শ্রীকৃষ্ণক্রীড়ার সহকারিণী হয়েন, ইহা বলিবার জন্য একটী প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন "কৃষ্ণেরে" ইতি। যৈছে, যেরূপে। রস, মধুররস (শৃঙ্গাররস)।

এ প্রকরণের ফলিতার্থ এই, বৈকুণ্ঠাদিতে বৈভববিলাসাংশরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে

ব্রজাঙ্গনা রূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার ॥৬৫॥
অবতারী যৈছে কৃষ্ণ করে অবতার।
অংশিনী রাধা হইতে তিন গণের বিস্তার ॥৬৬॥

অংশিনীত্বাৎ শ্রীরাধায়াঃ সকাশাৎ লক্ষ্যাদিগণানাং বিস্তারমিতি শ্রীকৃষ্ণাবতার-দৃষ্টান্তেনাহ "অবতারী" ইতি। অবতারাণামংশী শ্রীকৃষ্ণ অতস্তস্মাদ্ যথাংশাবতার স্তথা লক্ষ্যাদীনামংশিনী শ্রীরাধা অতস্তস্যা এব অংশানাং তেষাং লক্ষ্যাদি-গণানাং বিস্তারো ভবতীতি শেষঃ। মূলশক্তিত্বাৎ তস্যা এব তেষাং বিস্তার ইতি ভাবঃ ॥৬৬॥

ক্রীড়া করেন তাহাতে বৈভববিলাসাংশ লক্ষ্মীগণ রূপে ; দ্বারকায় বৈভব প্রকাশ-রূপে যে ক্রীড়া করেন, তাহাতে বৈভবপ্রকাশ মহিষীগণরূপে শ্রীরাধিকা সহ-কারিণী হয়েন। আর ব্রজে স্বয়ং রূপে যে ক্রীড়া করেন তাহাতে গোপাঙ্গনা-স্বরূপ শ্রীরাধা স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং সহকারিণী হয়েন, এবং রাসাদিলীলায় মধুর রসাস্বাদন করান।

বৈভব শব্দ লঘুভাগবতামৃতের যুগাবতার প্রকরণে "হরিস্বরূপরূপা" এই ... শ্লোকে দৃষ্টি করিবেন ॥৬৩॥

রসাস্বাদন করানের আধিক্যপ্রযুক্ত প্রথমতঃ ক্রীড়াসহায় বলিতেছেন "কৃষ্ণ-কান্তাগণ" ইতি আরম্ভ করিয়া "লীলার সহায় লাগি" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে কি স্বরূপাদি যত যত রূপে শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করেন শ্রীরাধা অংশও স্বরূপাদি তত তত রূপে সহায়তাদি করেন। তন্মধ্যে কেবল মাধুর্য্যময় বৃন্দাবনে কেবল মাধুর্য্যময় স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াদিতে মধুরমূর্ত্তি স্বয়ং শ্রীরাধা স্বয়ং রূপে সহায়তাদি করেন, ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত দ্বারকায় ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত মাধুর্য্য থাকায় ব্রজ হইতে ন্যূন হওয়াতে বৈভব প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশরূপে আর কেবল ঐশ্বর্য্যময় বৈকুণ্ঠে কেবল ঐশ্বর্য্য থাকায় তাহা হইতেও ন্যূন হওয়াতে বৈভব-বিলাসাংশরূপ শ্রীকৃষ্ণের বৈভববিলাসাংশরূপে শ্রীরাধা সহায়তাদি করেন।

লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব বিলাস অংশরূপ।
মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ স্বরূপ* ॥৬৭॥

লক্ষ্মীগণস্য তত্ত্বমাহ "লক্ষ্মীগণ" ইতি। বৈভববিলাসরূপেণ অংশরূপ ইত্যাহ। সাক্ষাদংশত্বাৎ বৈভবত্বং অন্যাকারত্বাৎ বিলাসত্বং।

মহিষীগণস্য তত্ত্বমাহ "মহিষীগণ" ইতি। অংশত্বাদ্বৈভবত্বং শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াসম্পদত্বাৎ প্রকাশত্বং প্রকাশত্বে পি বৈভবরূপত্বাৎ দীপাদুৎপন্নদীপবৎ ভেদো মন্তব্যঃ ॥৬৭॥

শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই রূপে ক্রীড়া করিবার তাৎপর্য্য এই, ঐশ্বর্য্যাদিভাবময় ভক্ত-বিনোদ জন্য সেই সেই রূপে সেই সেই ক্রীড়া করেন ইহাও জানিবে ॥৬॥

কান্তাগণ সার, লক্ষ্মীগণ ও মহিষীগণ হইতে অধিক ইত্যর্থ। এই আধিক্যের কারণ "কায়ব্যূহরূপ তাঁর" এই পরপয়ারে প্রকাশ হইবে, তবে কিনা ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ হওয়াতে অংশ লক্ষ্মীও মহিষীগণ হইতে অধিক হয়েন ॥৬॥

শ্রীরাধিকা হইতেই লক্ষ্যাদি তিন গণের বিস্তার হয় কেন? ইহার উত্তর এই শ্রীরাধিকা অংশিনী, আর লক্ষ্যাদিগণ তাঁহার অংশ, এপ্রযুক্ত শ্রীরাধা হইতেই লক্ষ্যাদি তিন গণের বিস্তার হয়, এইটী শ্রীকৃষ্ণাবতার-দৃষ্টান্তে বলিতেছেন "অবতারী" ইতি। অবতারী যাহা হইতে অবতার সকল হয়। অর্থাৎ অংশী তিন গণের, লক্ষ্মীগণ মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনাগণ, এই তিন গণ।

এক শ্রীকৃষ্ণই পুরুষসর্ব্বাংশে পূর্ণ পুরুষ, মৎস্যাদি পুরুষাবতার সকল তাঁহার অংশ, সুতরাং-অংশী (সর্ব্বাংশপূর্ণ) শ্রীকৃষ্ণ হইতে যেমন অংশ সেই সেই পুরুষাবতার সকল হয়েন, তদ্রূপ এক শ্রীরাধিকাই শক্তিসর্ব্বাংশে পূর্ণা, লক্ষ্যাদি শক্তিগণ তাঁহার অংশ, সুতরাং অংশিনী (শক্তিসর্ব্বাংশপূর্ণা) শ্রীরাধা হইতে অংশ লক্ষ্যাদিগণের বিস্তার হয়। মূলশক্তিত্বপ্রযুক্ত এক শ্রীরাধা হইতেই সেই তিন গণের বিস্তার হয় ইতি ভাব।

* ইহার পর "লক্ষ্মীগণ হয়েন তাঁর অংশ বিভূতি। বিম্বপ্রতিবিম্ব মহিষীরততি"। এই পয়ারটী কোথাও অধিক জানিবে, কিন্তু উহা পরপয়ারের সহিত সঙ্গত হয় না দৃষ্টি করিবেন।

আকার স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥৬৮॥
বহুকান্তা বিনু নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥৬৯॥

ব্রজাঙ্গনাগণস্য তত্ত্বমাহ "আকার" ইতি। ব্রজাঙ্গনাগণঃ তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ কায়ব্যূহরূপঃ সতু আকারাদিভেদাভূৎ। ননু আকারাদিভেদে কথং কায়ব্যূহত্ব-মিত্যত্রাহ "রসের কারণ" ইতি। শৃঙ্গাররসস্য প্রকারপ্রভেদার্থং তদ্ভেদো নতু তত্ত্বতঃ অতঃ আকারাদিভেদে সত্যপি তৎকায়ব্যূহত্বমিত্যর্থঃ ॥৬৮॥

ব্রজাঙ্গনাত্মক বহুকান্তা ভবনে কারণমাহ "বহু" ইতি। শৃঙ্গাররস-পুষ্ট্যর্থং বহুকান্তাত্বমিত্যর্থঃ। তথা "ক্রীড়ার সহায় যৈছে" ইত্যেতদুপসংহরতি "লীলার" ইতি। শ্রীরাধা লক্ষ্ম্যাদি ত্রিবিধ গণেন শ্রীকৃষ্ণলীলা সহায়তাং করোতীত্যর্থঃ ॥৬৯॥

মূল পুরুষ এক শ্রীকৃষ্ণ, মূলা শক্তি এক শ্রীরাধিকা, ইহাও এখানে বলা হইল জানিবে ॥৬৬॥

শ্রীরাধিকা হইতে সেই তিন গণের কিরূপে বিস্তার হয়? ইহা জানাইবার জন্য তাঁহাদের তত্ত্ব বলিতে প্রথমতঃ লক্ষ্মীগণের তত্ত্ব বলিতেছেন "লক্ষ্মীগণ" ইতি। বৈভব বিলাসরূপে অংশরূপ, সাক্ষাদংশত্বপ্রযুক্ত বৈভব, শ্রীরাধা হইতে আকার স্বভাব বিলাস, এইরূপে লক্ষ্মীগণের বিস্তার হয়।

মহিষীগণের তত্ত্ব বলিতেছেন "মহিষীগণ" ইতি। অংশ হেতু বৈভব, শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া-সম্পত্তি হেতু প্রকাশ, কিন্তু প্রকাশ হইলেও বৈভবরূপহেতু দীপ হইতে উৎপন্ন দীপের মতন কিছু ভেদ মানিতে হইবে, এইরূপে মহিষীগণের বিস্তার হয়। বৈভবাদির লক্ষণ লঘুভাগবতামৃতের যুগাবতার প্রকরণে বা ইহার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে "কৃষ্ণের স্বরূপ হয় ষড় বিধ বিলাস" এই ৮০ পয়ার ব্যাখ্যায় দৃষ্টি করিবেন ॥৬৭॥

ব্রজাঙ্গনাগণের তত্ত্ব বলিতেছেন "আকার" ইতি। ব্রজদেবীগণ (ব্রজাঙ্গনাগণ) শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহরূপ, কিন্তু তাঁরা আকার ও স্বভাবভেদে হইয়াছেন, এইটী

তাহাদের তত্ত্ব। যদি বল স্বয়ং রূপের আকৃতি প্রকৃতি-ভেদশূন্য অনেকত্বকে কায়ব্যূহ বলে, তাহা হইলে এখানে আকৃতি প্রকৃতি ভেদ থাকায় তাঁহার কায়ব্যূহ কিরূপে হইতে পারে? ইহাতে বলিতেছেন "রসের কারণ" ইতি। আকারাদি-ভেদে কায়ব্যূহ হয় না ইহা সত্য, কিন্তু এখানে শৃঙ্গার রসের প্রকার প্রভেদ জন্য অর্থাৎ আকারাদির প্রভেদ না থাকিলে রসেরও প্রভেদ হয় না, এইজন্য আকারাদি ভেদেই শ্রীরাধিকা কায়ব্যূহরূপ ব্রজাঙ্গনাগণ হইয়াছেন; তাহা হইলে তত্ত্বে কোন ভেদ না থাকায় আকারাদির ভেদ থাকিলেও তাঁহারা তাঁহার কায়ব্যূহ।

উহার তাৎপর্য্য এই, প্রথমতঃ নাতিস্থূল, নাতিকৃশ, নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, এই আকার ভেদের মধ্যে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বহুতর আকার প্রভেদ, তাহাতে আবার রসের ন্যূনাধিক্য প্রভেদ, তাহাতে আবার গৌর শ্যাম, নাতিগৌর, নাতিশ্যাম, এই বর্ণ প্রভেদ, এইরূপে আকারের বহুতর প্রভেদ। ঐ আকারের স্থূলত্বাদি প্রত্যেক শ্রেণী-মধ্যে প্রখর মধ্য ও সম এই স্বভাবভেদ, তাহাতে আবার মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভা বামা ও দক্ষিণা ইত্যাদি নায়িকা প্রভেদ, উজ্জ্বল নীলমণির নায়িকা-ভেদাদি প্রকরণোক্ত এতদতিরিক্ত আরও তৎপ্রভেদ আছে, ইত্যাদি বহুতর স্বভাব ভেদে এই আকার ও স্বভাবভেদে শৃঙ্গাররসের প্রকার প্রভেদ-জন্যই শ্রীরাধিকা কায়ব্যূহরূপে ব্রজাঙ্গনাগণ হওয়াতে তাহাতে ব্যভিচার হইল না॥৬৮॥

শ্রীরাধিকার উক্ত কায়ব্যূহরূপে ব্রজাঙ্গনাগণ হইবার কারণ বলিতেছেন অর্থাৎ কেনইবা তিনি বহুকান্তা হয়েন? ইহাতে বলিতেছেন "বহুকান্তা" ইতি। পূর্ব্বোক্ত আকার ও স্বভাবভেদে এবং স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ (বিপক্ষ) এই চতুর্ব্বিধগণভেদে শৃঙ্গার রসের পুষ্টিসাধন জন্য তিনি বহুকান্তা হয়েন ইত্যর্থ। স্বপক্ষাদির লক্ষণ যথা উজ্জ্বল নীলমণির হরিবল্লভা-প্রকরণে প্রথমাদি শ্লোকে।

---

* উজ্জ্বল নীলমণির নায়িকাভেদাদি প্রকরণে মুগ্ধাদিভেদে নায়িকার অনেক প্রভেদ দেখাইয়াছেন, এবং এতৎ মধ্যের ১৪ পরিচ্ছেদেও তাহা কিছু দেখাইয়াছেন তত্র তত্র দৃষ্টি করিবেন।

তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রস ভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলা স্বাদে ॥৭০॥

"কৃষ্ণেরে করায় যৈছে" ইত্যত্র শ্রীকৃষ্ণং যদ্রূপেণ রসমাস্বাদয়তীতি যদুক্তং তদেবাহ "তার মধ্যে" ইতি। তার মধ্যে বহুপ্রকাশমধ্যে ব্রজেতু কায়ব্যূহ-প্রকাশানাং ব্রজাঙ্গনানাং স্বপক্ষ বিপক্ষ তটস্থপক্ষভেদেন যো রসভেদস্তেন তৈঃ প্রকাশৈঃ সহ শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণং রাসাদিলীলারসমাস্বাদয়তি। অন্যত্র স্বাংশ লক্ষ্ম্যাদি রূপেণ শ্রীকৃষ্ণাংশবিষ্ণ্বাদীনাং ক্রীড়াসহায়ং করোতি ব্রজে তু কায়ব্যূহ প্রকাশৈঃ সহ স্বয়ংরূপা শ্রীরাধা স্বয়ং রূপং শ্রীকৃষ্ণং বহুতরপ্রকারেণ রস মাস্বাদয়তীত্যর্থঃ ॥৭০॥

"প্রোক্ত স্তত্র স্বপক্ষস্য বিশেষঃ পূর্ব্বমেবহি ॥১॥

অস্যার্থ। স্বপক্ষের বিশেষ পূর্ব্বে (সখীভেদ প্রকরণে) উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ দূত্যাদি কার্য্যকারীকে স্বপক্ষ বলে ॥১॥ তত্র সুহৃৎপক্ষ ;—

"সুহৃৎপক্ষো ভবেদিষ্টসাধকোঽনিষ্টবাধকঃ" ॥২॥

অস্যার্থ। যিনি যূথেশ্বরীর ইষ্ট সাধন করেন, অনিষ্টের বাধা দেন, তিনি সুহৃৎ পক্ষ ॥২॥ অথ তটস্থ ;—

"যো বিপক্ষসুহৃৎপক্ষঃ স তটস্থ ইহোচ্যতে" ॥৩॥

অস্যার্থ। যিনি বিপক্ষের এবং সুহৃদের পক্ষ তাহাকেই এই রসগ্রন্থে তটস্থ বলে ॥৩॥

অথ বিপক্ষ। "বিরোধেদ্বেষী বিপক্ষঃ স্যাদিষ্টহা নিষ্টকারকঃ ॥৪॥

অস্যার্থ। যিনি ইষ্টকে নষ্ট করে, এবং অনিষ্টের সাধন করে, এবং পরস্পর বিদ্বেষ করে তিনি বিপক্ষ ॥৪॥

ইহাতে উপলব্ধি হইল এই, স্বপক্ষাদির ঐরূপ বহুতর কার্য্যভেদে শৃঙ্গার রসের বহুতর পুষ্টি সম্পাদন হয়।

"ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ—" এই ৬৩ পয়ারে উপসংহার করিতেছেন "লীলার" ইতি। লক্ষ্মীগণ মহিষীগণ এবং ব্রজাঙ্গনাগণ এই তিন রূপে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায়তা করেন ইত্যর্থ ॥৬৯॥

"কৃষ্ণেরে করায় যৈছে—" এই ৬৩ পয়ারে বলিয়াছেন, শ্রীরাধিকা যেরূপে শ্রীকৃষ্ণকে রস আস্বাদন করান, এবং যেরূপে শ্রীকৃষ্ণক্রীড়ার সহায়তা করেন, তাহার বিবরণ শুন; তাহাতে ক্রীড়া-সহায় বলিয়া যেরূপে রস আস্বাদন করান তাহা বলিতেছেন "তার মধ্যে" ইতি। শ্রীরাধিকা অপর সর্ব্বত্রই লক্ষ্ম্যাদি কান্তাগণ-রূপে শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায়তা করেন, তাঁর মধ্যে ব্রজেতে কায়ব্যূহ প্রকাশ ব্রজাঙ্গনাগণের নানা ভাবে (মুগ্ধাদি ভাবে এবং সুহৃৎ পক্ষ স্বপক্ষ বিপক্ষ ও তটস্থপক্ষ ইত্যাদি ভেদে) যে নানা রসভেদ তদ্দ্বারা সেই গণের সহিত স্বয়ং স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে রাসাদি লীলারস আস্বাদন করান; আদিপদে দান মান ইত্যাদি। অর্থাৎ শ্রীরাধিকা অন্যান্য স্থানে লক্ষ্ম্যাদি অংশরূপে শ্রীকৃষ্ণাংশাদি বিষ্ণুপ্রভৃতি ক্রীড়ার সহায়তা করেন, আর ব্রজেতে স্বয়ংরূপে ও কায়ব্যূহরূপে নানাভাব রসভেদদ্বারা স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে রাসাদি রস আস্বাদন করান।

রাস শব্দের অর্থ করিয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কং। ৩৩ অং। ২ শ্লোকে স্বামিপাদ যথা—

"রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষঃ"। ইতি।

অস্যার্থ, একত্র বহুনর্ত্তকীর যে নৃত্যবিশেষ অর্থাৎ নানাপ্রকার যে নৃত্য তাহার নাম রাস।

তত্রৈব বৈষ্ণবতোষণী যথা "নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোন্যাত্তকরশ্রিয়াং নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনমিতি।

অস্যার্থ, এক একটী নর্ত্তক এক একটী নর্ত্তকীর কণ্ঠ ধারণ করিয়াছেন এবং নর্ত্তকীরা পরস্পর হস্ত ধারণ করিয়াছেন এইরূপে নর্ত্তকীদিগের মণ্ডলাকারে নৃত্য হইলে রাস হয় *।

এখানে ইহাও জানিবেন, বহু নর্ত্তকীর নৃত্য বিশেষই রাসের লক্ষণ হওয়াতে রাসশব্দবাচ্য রমণ-ক্রীড়া নহে; বিশেষতঃ তত্রৈব "কৃত্বাতাবন্তং" এই ২০ শ্লোকে

---

* এই বাক্যটী "বহুকান্তা বিনু নহে—" এই পূর্ব্বপয়ার বাক্যেরও পোষক হইল, কেননা বহুকান্তা ব্যতীত মণ্ডল হয় না, সুতরাং রাসরস না হওয়াতে রাসের ও উল্লাস হয় না।

তোষণীকার বলিয়াছেন, যথা "রাসানন্তরং বিশ্রম্য কৃতং লীলাবিশেষ মাহ" অস্যার্থ রাসের পর (পূর্ব্বরূপ নৃত্যের পর) বিশ্রাম করিয়া করিয়াছেন যে লীলা-বিশেষ তাহা বলিতেছেন, অর্থাৎ রমণক্রীড়া বলিতেছেন, তাহা হইলে রাস বর্ণনার পর রমণ-ক্রীড়া বর্ণনা করাতে রাসশব্দবাচ্য সেইরূপ নৃত্য হইতে রমণ-ক্রীড়া একটী পৃথক পদার্থ।

রাস শব্দের অপর আর একটী অর্থ করিয়াছেন তত্রৈব "রাসোৎসব" এই ৩ শ্লোকের তোষণীকার যথা "রাসঃ পরমরসকদম্বময় ইতি যৌগিকার্থ ইতি। অস্যার্থ, শৃঙ্গারাদি সকল রসময় যেইটী সেইটীর নাম রাস, এইটী যৌগিকার্থ।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক হইয়াছে, যদি বল শৃঙ্গারাদি রসের পরস্পর বিরোধী শান্তাদি রস, তাহা হইলে সকল রসময় রাস কিরূপে হয়? ইহার উত্তর এই, অপর বিরোধী রস শৃঙ্গারাদি রসের পুষ্টিকর হইলে অর্থাৎ অপর রস প্রধান রসের পুষ্টিকর হইলে বিরোধী হয় না।

তথাহি কাব্য প্রকাশে ৭ উল্লাসে ২৭ কারিকা।

স্মর্য্যমানো বিরুদ্ধোঽপি সাম্যেনাথ বিবক্ষিতঃ।

অঙ্গিন্যঙ্গত্ব মাপ্তৌ যৌ, তৌ ন দুষ্টৌ পরস্পরং॥ ইতি।

ইহার ফলিতার্থ এই, অপর বিরোধী রস যদি প্রধান রসের পুষ্টিকর হয়, তাহা হইলে পরস্পর বিরোধ হয় না। সাহিত্যদর্পণেও উহাই বলিয়াছেন।

সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক শৃঙ্গার রসেরই প্রাধান্য, বিশেষ "কন্দর্পদর্পহা" ভগো "শৃঙ্গারকথাপদেশেন" ইত্যাদি শ্রীস্বামিপাদবাক্যে রাসের মধ্যে শৃঙ্গার রসই প্রধান অপর রস সকল তাহার পুষ্টিকর। ইহাতে গোপালচম্পূর ২৭ পূরণে বলিয়াছেন, যথা—

অথ ক্রমবশাদদ্ভুত ভয়ানক রৌদ্র বীভৎস বৎসল করুণ বীর হাস্য শান্ত শৃঙ্গাররসাঃ শৃঙ্গারানুকূলতয়া যথা যোগং রসমিত্তু মামাশ্রিতাঃ। ইতি।

অস্যার্থ, রাসরসে অদ্ভুতাদি রস সকল ক্রমে ক্রমে শৃঙ্গার রসের অনুকূল-রূপে যথাযোগ্য পুষ্টিসাধন প্রাপ্ত হয়। ইহার উদাহরণ আবশ্যক মত মূলে দৃষ্টি করিবেন।

গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা শিরোমণি ॥৭১॥

তথাহি গৌতমীয়তন্ত্রে।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সংমোহিনীপরা ॥১৩॥

সুখবোধায় "কৃষ্ণেরে করায় যৈছে" ইত্যাদি বাক্যানাং সারার্থমাহ "গোবিন্দানন্দিনী"তি। রসাস্বাদয়িত্রীত্বেন ক্রীড়াসহায়ত্বেনচ শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বসুখকর্ত্রীত্বাৎ রাধা গোবিন্দানন্দিনী ইত্যাদি ॥৭১॥

অত্র রাধিকা ইতি বিশেষ্যং ॥১৩॥

রাধিকা দেবী কৃষ্ণময়ী পরদেবতা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সংমোহিনী পরা প্রোক্তা। ইত্যন্বয়ঃ ॥১৩॥

ইহাতে উপলব্ধি হইল এই, রাসরসে শৃঙ্গার রসই অঙ্গী, অপর রস সকল তাহার অঙ্গ। এইরূপ যে রসকদম্ব এবং উক্তরূপে বহুনর্ত্তকীর যে নৃত্য সেইটী রাস শব্দবাচ্য, এই রাসরসকে শ্রীরাধিকা স্বয়ংরূপে ও কায়ব্যূহরূপে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করান ইতি ॥৭০॥

সুখবোধের জন্য "কৃষ্ণেরে করায়" ৬৩ ইত্যাদি বাক্যের সারার্থ বলিতেছেন "গোবিন্দানন্দিনী"তি। শ্রীকৃষ্ণকে রাসাদি রস আস্বাদন করান, এবং তাঁহার সকল ক্রীড়াতেই সহায়তা করেন; এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বসুখকর্ত্রীত্বহেতু শ্রীরাধা গোবিন্দানন্দিনী ইত্যাদি ॥৭১॥

গ্রন্থকৃৎপাদ স্বয়ংই অস্যার্থ বলিয় "দেবী" এই শ্লোকের অর্থ করিবেন, এখানে রাধিকা এইটী বিশেষ্য পদ *। গোবিন্দানন্দিনী (১) দেবী (১)।

---

* অর্থাৎ রাধিকা দেবী ইত্যাদি।

অস্যার্থ

দেবী কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণক্রীড়া পূজার বসতি নগরী ॥৭২॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার অন্তরে বাহিরে।
যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণস্ফুরে ॥৭৩॥

শ্লোকার্থমাহ "অস্যার্থ" ইতি "জগতমোহন" ইত্যন্তং। তত্র "দেবী"ত্যস্যার্থমাহ "দেবীকহি" ইতি। অত্রপক্ষে দেবীশব্দঃ দ্যোতমানাপরঃ দীব্যতি দ্যোততে ইতি দেবী পরমসুন্দরীত্যর্থঃ। দিবুজিগীষেচ্ছাপণে দ্যুতৌ ক্রীড়াগত্যোরিতি কবিকল্পদ্রুমঃ। অন্যা অপি পরমসুন্দর্য্যঃ সন্তীত্যরুচেঃ "দেবী" শব্দস্যার্থান্তরমাহ "কিম্বা" ইতি অস্মিন্ পক্ষে দীব্যতি ক্রীড়ত্যস্যামিতি দেবী শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীরাধায়াং ক্রীড়তি তথা তৎকায়ব্যূহ ব্রজাঙ্গনাগণে ক্রীড়তীতি সা তদ্বসতিনগরীত্যর্থঃ ॥৭২॥

"কৃষ্ণময়ী" ত্যস্যার্থমাহ "কৃষ্ণময়ী"তি। অত্র পক্ষে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্। বহিঃ কৃষ্ণ এতৎ বিশদয়তি "যাহা যাহা" ইতি। যদ্যৎপশ্যতি তত্র তত্র শ্রীকৃষ্ণস্মরণং ভবতীত্যর্থঃ সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্মরণং ভবতীতি ভাবঃ ॥৭৩॥

রাধা (২) রাধিকা (২)। গোবিন্দমোহিনী (৩) সংমোহিনী (৩)। গোবিন্দসর্ব্বস্ব (৪) সর্ব্বকান্তিঃ (৪)। সর্ব্বকান্তা শিরোমণি (৫) সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী (৫) ॥১৩॥

"দেবী" এই শ্লোক মধ্যে অপূর্ব্ব গূঢ়ার্থ থাকায় গ্রন্থকৃৎপাদ স্বয়ংই উহার অর্থ করিতেছেন "দেবী" এই পয়ার হইতে "জগতমোহন কৃষ্ণ" এই পর্য্যন্ত, তাহাতে প্রথমতঃ শ্লোকোক্ত * "দেবী" শব্দের অর্থ করিতেছেন "দেবী" ইতি। দিব্ ধাতুর অর্থ জিগীষা, ইচ্ছা, আপণ, দ্যুতি, ক্রীড়া, ও গতি। এ ভিন্ন গণদর্পণে স্তুতি, হর্ষ, মদ, ও স্বপ্ন, এই কয়েকটী অর্থ অধিক আছে। এখানে দিব্ ধাতুর দ্যুত্যর্থে দেবী শব্দের অর্থ দ্যোতমানা, ইহার অর্থ পরমাসুন্দরী। অর্থাৎ শ্রীরাধা পরমাসুন্দরী।

---

* "দেবী কহি" এই পয়ার হইতে "জগতমোহন কৃষ্ণ" এই পয়ার পর্য্যন্ত পয়ারের মধ্যে শ্লোকোক্ত বলিতে "দেবী কৃষ্ণময়ী" এই শ্লোক জানিবে।

কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় এক রূপ ॥৭৪॥

সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্মরণমন্যেষাং কেষাঞ্চিদপি ভবতীত্যরুচেঃ "কৃষ্ণময়ী"ত্যস্যার্থান্তরমাহ "কিম্বা" ইতি। অত্রপক্ষে স্বরূপার্থে ময়ট্। প্রেমরসময়স্বরূপস্য কৃষ্ণস্য শক্তিঃ প্রেমরসময়স্বরূপা ইতি কৃষ্ণময়ীত্যর্থঃ কৃষ্ণাদভিন্না ইতি ভাবঃ ॥৭৪॥

লক্ষ্মী প্রভৃতিও পরম সুন্দরী থাকায় "দেবী" শব্দের পূর্ব্বার্থে অসন্তোষ হেতু পক্ষান্তরে তাহার অর্থান্তর করিতেছেন "কিম্বা" ইতি। এপক্ষে দিব্ ধাতুর ক্রীড়া অর্থ, তাহা হইলে ক্রীড়া করে ইহাতে ইতি দেবী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাতে ক্রীড়া করেন বলিয়া তিনি দেবী।

পয়ারার্থ হইল এই, সন্তোষের নাম পূজা, বসতি, বাস। নানা জাতি ও নানা শিল্পবাণিজ্যাদি-স্থান নগরী। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাতে ক্রীড়াসন্তোষ লাভ করেন, ইহাতে তিনি সেই ক্রীড়ার বসতি রূপা। আর তাঁহার কায়ব্যূহরূপ নানা ভাবময় ব্রজাঙ্গনাগণে নানা ক্রীড়াসন্তোষ লাভ করেন, ইহাতে তিনি তাহার নগরীরূপা। অর্থাৎ শ্রীরাধাতে এবং তাঁহার কায়ব্যূহতে শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করেন বলিয়া তিনি তাহার বসতি ও নগরী ॥৭২॥

শ্লোকোক্ত "কৃষ্ণময়ী" শব্দের অর্থ করিতেছেন "কৃষ্ণময়ী"তি। এই ময়ট্ প্রত্যয়টী প্রচুরার্থে। যাঁর, যে শ্রীরাধার অন্তরে ও বাহিরে কৃষ্ণ, ইহাতে তিনি কৃষ্ণময়ী। অর্থাৎ অন্তরে শ্রীকৃষ্ণরূপাদি চিন্তা করেন এবং বাহিরে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেন এই জন্য তিনি কৃষ্ণময়ী। বাহিরে কৃষ্ণ দর্শনটী বিশদ করিয়া বলিতেছেন "যাহা যাহা" ইতি। স্ফুরে, স্ফূর্ত্তি হয়। যে যে বস্তু তিনি দর্শন করেন সেই সেই বস্তুতে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ হয় তবে কিনা এই বস্তুটী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, এইটী তাঁহার অপ্রিয়, ইনি তাঁহার অমুক, এই স্থানে তিনি এই কার্য্য করেন, এইরূপ বহির্বস্তুতে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ হয় ইত্যর্থ। সর্ব্বত্রই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ হয় ইতি ভাব।

কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥৭৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩০ অং ২৩ শ্লোক।

অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নোবিহায় গোবিন্দ প্রীতো যা মনয়দ্রহঃ ॥১৪॥

"রাধিকা" ইত্যস্যার্থমাহ "কৃষ্ণবাঞ্ছা" ইতি। রাধয়তি কৃষ্ণবাঞ্ছাপূরণং আরাধয়তীতি রাধা। "প্রোক্তা" ইত্যস্যার্থমাহ "অতএব" ইতি ॥৭৫॥

রহ একান্তস্থানং। ইতি স্বামী ॥১৪॥

তত্র সখীণামন্তরঙ্গত্বেন গাম্ভীর্য্যাৎ প্রতিপক্ষাণা মাপাততো দুঃখব্যাপ্তত্বাৎ তটস্থানাঞ্চ তদনভিনিবেশাৎ প্রথমং তস্যাঃ সুহৃদ এবাহুঃ অনয়েতি। নূনং বিতর্কে নিশ্চয়ে বা হরিঃ সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা ভগবান্ শ্রীনারায়ণ ঈশ্বরঃ ভক্তেষ্টপ্রদানসমর্থঃ স্বতস্তোপি বা অনয়ৈ বা রাধিতঃ আরাধ্য বশীকৃতঃ নত্বস্মাভিঃ। রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নামকরণং দর্শিতং। তত্র হেতু র্গোবিন্দঃ নোঽস্মান্ বিশেষেণ হিত্বা দূরতো নিশি বনান্তস্তক্ত্বা তত্রাপিরহঃ অস্মদগম্যে একান্তস্থানে

অনয়া (রাধয়া) হরিঃ ঈশ্বরঃ ভগবান্ (শ্রীনারায়ণঃ) নূনং আরাধিতঃ। যৎ (যস্মাৎ) গোবিন্দঃ প্রীতঃ (সন্) নঃ (অস্মান্) বিহায় যাং (রাধাং) রহঃ অনয়ৎ। ইত্যন্বয়ঃ ॥১৪॥

এখানে "স্ফুরে" শব্দের সাক্ষাৎ দর্শন অর্থ হইতে পারে না; যে হেতু শ্রীকৃষ্ণসম্বাদিতে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হইলে বহুতর বিরোধাপত্তি হয়। তবে যে এই পরিচ্ছেদের "মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন" এই পয়ার বাক্যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দর্শন বোধে তমালকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, তাহা তথায় ভ্রমজনিত জানিবে, ইহা তথায় স্পষ্ট হইবে, অতএব স্ফুরে শব্দের স্মরণ অর্থই সাধু ॥৭৩॥

সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ অন্য কাহারও হওয়াতে "কৃষ্ণময়ী" শব্দের পূর্ব্বার্থে অস-

যামনয়ৎ যদ্বা গর্ব্বা অপ্যস্মান্ বিহায় যন্ গচ্ছন্নপি যামেবরহোঽনয়দিত্যর্থঃ ইতি তোষণী ॥১৪॥

হোষ হেতু পক্ষান্তরে তাহার অর্থান্তর করিতেছেন "কিম্বা" ইতি। এপক্ষে কৃষ্ণময়ী এই ময় প্রত্যয়টী স্বরূপার্থে। তাহা হইলে প্রেমরসময়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি শ্রীরাধাও সেই প্রেমরসময়স্বরূপা, ইহাতে তিনি কৃষ্ণময়ী। কৃষ্ণ হইতে অভিন্না স্বরূপশক্তীতি ভাব ॥৭৪॥

শ্লোকোক্ত "রাধিকা" শব্দের অর্থ করিতেছেন "কৃষ্ণবাঞ্ছা" ইতি। শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ণ হয় এইরূপ আরাধনা করাতে তাঁহার নাম রাধা (রাধিকা), অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে যে আরাধনা (সেবা) করেন তাহা তাঁহারই বাঞ্ছা পূরণের জন্য, নিজের জন্য নহে ইতি রাধা।

শ্লোকোক্ত "প্রোক্তা" শব্দের অর্থ করিতেছেন "অতএব" ইতি। অতএব আরাধনা করেন এই হেতু। পুরাণে, শ্রীমদ্ভাগবতে। বাখানে, ব্যাখ্যা করে। অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের বৈষ্ণবতোষণীতে আরাধনায় রাধানাম ব্যাখ্যা করিয়াছেন* ॥৭৫॥

সকল দুঃখ সংহারক শ্রীনারায়ণ স্বতন্ত্র পুরুষ হইলেও ইনি (শ্রীরাধা) আরাধনা করিয়া তাঁহাকে নিশ্চয়ই বশীভূত করিয়াছেন, যেহেতু (আরাধনা করিয়া শ্রীনারায়ণকে বশীভূত করা হেতু) গোবিন্দ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে দূরে ত্যাগ করিয়া যাহাকে (যে শ্রীরাধাকে) আমাদের অগম্য এরূপ একান্ত স্থানে লইয়া গিয়াছেন ॥১৪॥

পরমেশ্বর শ্রীনারায়ণ-সন্তোষে সকলই সন্তোষ হয়, সুতরাং তিনি সেবায় সন্তোষ হওয়াতেই শ্রীযশোদানন্দন গোবিন্দও তাহাতে সন্তোষ হইয়া যাহাকে নির্জনে লইয়া গিয়াছেন ইতি ভাব। এইটী শুদ্ধ মাধুর্য্য উক্তি।

আরাধনা করাতেই রাধানাম, ইহার প্রমাণ এই শ্লোকের তোষণী "অনয়া আরাধয়তীতি রাধেতি নাম করণং দর্শিত" মিতি ॥১৪॥

---

* ইহা নিম্ন শ্লোকের তোষণীতে দৃষ্টি করিবেন।

অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা ॥৭৬॥
সর্ব্বলক্ষ্মী শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তেহোঁ হয় অধিষ্ঠান ॥৭৭॥

"পরদেবতা" ইত্যস্যার্থমাহ "অতএব" ইতি। কৃষ্ণময়ীত্বাত্তদ্বদেব সর্ব্বপূজ্যা ইতি পরমদেবতা পরদেবতা। তদেব বিশদয়তি "সর্ব্বপালিকা" ইতি সর্ব্বপালকত্বেন শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বজগৎপিতৃত্বাৎ কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা সর্ব্বপালিকাত্বেন সর্ব্বজগতঃ মাত ইত্যর্থঃ মাতৃবৎ সর্ব্বপূজ্যা পরদেবতেতিভাবঃ ॥৭৬॥

"সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী" ইত্যস্যার্থমাহ "সর্ব্বলক্ষ্মী" ইতি। অত্র পক্ষে লক্ষ্মীশব্দঃ বৈকুণ্ঠলক্ষ্মীপরঃ পূর্ব্বে "লক্ষ্মীগণ তার" ইতি পদ্যে ॥৭৭॥

শ্লোকোক্ত "পরদেবতা" শব্দের অর্থ করিতেছেন "অতএব" ইতি। অতএব, কৃষ্ণময়ী এই হেতু শ্রীরাধা সর্ব্বপূজ্যা পরমদেবতা (পরদেবতা)। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপূজ্য পরমদেব হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণময়ীত্বপ্রযুক্ত শ্রীরাধাও সর্ব্বপূজ্যা পরমদেবতা। উক্তার্থকে বিশদ করিতেছেন "সর্ব্বপালিকা" ইতি। সর্ব্বপালকস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব-জগৎপিতা হওয়াতে তাঁহার স্বরূপশক্তিত্বপ্রযুক্ত শ্রীরাধিকাও সর্ব্ব-পালিকারূপে সর্ব্ব জগতের মাতা ইত্যর্থ। মাতৃবৎ সর্ব্বপূজ্যা পরদেবতা ইতি ভাব।

জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণু ও তাঁহার শক্তি জগতের পিতামাতা হইলেও উঁহাদের অংশিত্বপ্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা জগতের পিতামাতা ॥৭৬॥

শ্লোকোক্ত "সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী" শব্দের অর্থ করিতেছেন "সর্ব্বলক্ষ্মী" ইতি। এ পক্ষে লক্ষ্মী শব্দের বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী। পূর্ব্বে "লক্ষ্মীগণ তার বৈভব বিলাস অংশ-রূপ" এই ৬৭ পয়ারে যে লক্ষ্মীগণের তত্ত্ব বলিয়াছি তাহাদের অংশিনীরূপে তেহোঁ তিনি (শ্রীরাধা) অধিষ্ঠাত্রী (আধার স্বরূপা) হয়েন ইতি সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী ॥৭৭॥

কিম্বা সর্ব্বলক্ষ্মী-কৃষ্ণের ষড়বিধ-ঐশ্বর্য্য।
তার অধিষ্ঠাতৃশক্তি সর্ব্বশক্তি বর্য্য ॥৭৮॥
সর্ব্ব সৌন্দর্য্যকান্তি বসয়ে তাহাতে।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যা হইতে ॥৭৯॥
কিম্বা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সর্ব্ব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধিকাতে রহে ॥৮০॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ ॥৮১॥

মহিষ্যাদীনামপ্যধিষ্ঠাত্র্যাং কেবলং লক্ষ্মীগণাধিষ্ঠাত্রীত্ব মুক্তমিত্যরুচেঃ "সর্ব্বলক্ষ্মী" ইত্যস্যার্থান্তর মাহ "কিম্বা" ইতি। এতৎপক্ষে লক্ষ্মীশব্দঃ সম্পত্তিপরঃ। অধিষ্ঠাত্রীত্বাৎ ঐশ্বর্য্যাদীনাং শক্তীনাং প্রবরাইত্যর্থঃ ॥৭৮॥

"সর্ব্বকান্তি" ইত্যস্যার্থমাহ "সর্ব্ব" ইতি। অত্র কান্তিশব্দঃ শোভাপরঃ সর্ব্বসৌন্দর্য্য শোভাস্তত্র বসন্তি সৌন্দর্য্যশোভাধিষ্ঠাত্রী বা কান্তিমতীত্যর্থঃ কিঞ্চ "সর্ব্ব" ইতি সর্ব্বলক্ষ্মীগণানাং শোভাঃ যতো ভবন্তীতি সা সর্ব্বকান্তিঃ ॥৭৯॥

শোভাকান্তিদ্যুতিছবি ইত্যেষামেকার্থবাচকত্বাৎ "দেবীকহি দ্যোতমানা পরমসুন্দরী" ইত্যনেনৈব কান্তিশব্দার্থোঽভূৎ তেনৈবচ লক্ষ্মীগণামপি তদর্থসিদ্ধিঃ তদংশত্বাৎ। পুনস্তৎকথনে পুনরুক্তিঃ স্যাদিত্যরুচেঃ "সর্ব্বকান্তি" ইত্যস্যার্থান্তর মাহ "কিম্বা" ইতিদ্বাভ্যাং। অত্র পক্ষে কান্তিশব্দঃ ইচ্ছাপরঃ তথা সতি সর্ব্বাঃ কান্তয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইচ্ছাঃ যস্যাং সা তথা ॥৮০॥৮১॥

"অংশিনী রাধা হইতে—" ৭৬ ইত্যাদি পয়ারবাক্যে লক্ষ্মী মহিষী ও ব্রজাঙ্গনা এই তিন গণের অংশিনীকে (অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধাকে) কেবল লক্ষ্মীগণের অধিষ্ঠাত্রী বলাতে "সর্ব্বলক্ষ্মী" শব্দের পূর্ব্বার্থে অসন্তোষহেতু পক্ষান্তরে তাহার অর্থান্তর করিতেছেন "কিম্বা" ইতি। এপক্ষে লক্ষ্মী শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্যাদি

জগতমোহন কৃষ্ণ তাহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥৮২॥

"সংমোহিনী" ইত্যস্যার্থমাহ "জগত" ইতি। "পরা" ইত্যস্যার্থমাহ "অতএব" ইতি। কৃষ্ণমোহিনীত্বাদেব ॥৮২॥

সম্পত্তি। ঐশ্বর্য্য, [illegible]র্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য, এই ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী (আধারভূতা) ঐশ্বর্য্যাদি সর্ব্বশক্তিপ্রবরা শ্রীকৃষ্ণশক্তি শ্রীরাধা, ইতি সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী ॥৭৮॥

শ্লোকোক্ত "সর্ব্বকান্তি" শব্দের অর্থ করিতেছেন "সর্ব্বসৌন্দর্য্য" ইতি। এখানে কান্তি শব্দে শোভা। সকল সৌন্দর্য্য শোভা অংশিনী যা হইতে (যে রাধা হইতে) হয় ইতি সর্ব্বকান্তীত্যর্থ ॥৭৯॥

শোভা কান্তি দ্যুতি ও ছবি, ইহারা সকলেই একার্থবাচক হওয়াতে "দেবীকহি দ্যোতমানা পরমসুন্দরী" এই ৭২ পয়ারে দেবী শব্দার্থে দ্যোতমানা ও পরম সুন্দরী বলাতেই কান্তি শব্দের শোভা অর্থ বলা হইয়াছে, এবং অংশিনী শ্রীরাধার কান্তি হইতে তদংশ লক্ষ্মীগণের কান্তি তাহাতেই বোধ হইবে সুতরাং উক্ত শোভার্থে পুনরুক্তি হওয়াতে "সর্ব্বকান্তি" শব্দের পূর্ব্বার্থে অসন্তোষ হেতু পক্ষান্তরে তাহার অর্থান্তর করিতেছেন "কিম্বা" ইতি দুই পয়ারে। কম্ ধাতুর অর্থ ইচ্ছা, অভিলাস, স্পৃহা, ইতি গণদর্পণ। কম্ ধাতুর [illegible] প্রত্যয়ে কান্তি পদ হয়, এখানে এ পক্ষে কান্তি শব্দে ইচ্ছা।

পয়ারের ফলিতার্থ এই, মূল স্বরূপশক্তিত্বপ্রযুক্ত শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সকল ইচ্ছা পূর্ণ করেন, ইহাতে তিনি সর্ব্বকান্তি ॥৮০॥৮১॥

শ্লোকোক্ত "সংমোহিনী" শব্দের অর্থ করিতেছেন "জগত" ইতি।

শ্লোকোক্ত "পরা" শব্দের অর্থ করিতেছেন "অতএব" ইতি। অতএব, কৃষ্ণমোহিনীত্বহেতু। সমস্তের, লক্ষ্মী প্রভৃতি সকল শক্তিগণের।

এই পয়ার পর্য্যন্ত "দেবী" এই ১৩ শ্লোকের অর্থ হইল জানিবে ॥৮২॥

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্রের প্রমাণ।
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কিছু ভেদ।
কৃষ্ণরাধা ঐছে সদা একই স্বরূপ ॥৮৩॥
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥৮৪॥
প্রেমভক্তি শিক্ষা লাগি আপনে অবতরী।
রাধাভাবকান্তি দুই অঙ্গীকার করি।

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি" রিত্যস্যার্থপ্রসঙ্গে "দেবী কৃষ্ণময়ী" ইত্যস্যার্থং কৃত্বা "অস্যাদেকাত্মানৌ" ইত্যস্যার্থমাহ "রাধা" ইতি সার্দ্ধদ্বয়েন ॥৮৩॥

"অপি ভুবি পুরাদেহভেদং গতৌতৌ" ইত্যস্য মাহ "লীলা" ইত্যর্দ্ধকেন ॥৮৪॥

প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত ৫ম শ্লোকের "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতিঃ" ইহার অর্থ শ্রীরাধিকার যে তত্ত্ব বর্ণনা তৎপ্রসঙ্গে "দেবীকৃষ্ণময়ী—" এই ১৩শ শ্লোকের অর্থ করিয়া উক্ত পঞ্চম শ্লোকোক্ত "অস্যাদেকাত্মানৌ" ইহার অর্থ করিতেছেন "রাধা" ইতি সার্দ্ধ দুই পয়ারে।

অভেদে দৃষ্টান্ত "মৃগমদ" মৃগনাভি। কিন্তু কালে মৃগনাভির গন্ধ না থাকায় কোন কালেও বিচ্ছেদ নাই, এরূপ দৃষ্টান্ত "অগ্নি" ইতি। জ্বালা, শিখা, শক্তি ও শক্তিমানে অভেদহেতু মৃগনাভি ও তাহার গন্ধ এবং অগ্নিও তাহার শিখাবৎ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে এক আত্মা ইত্যর্থ।

শক্তি শক্তিমান্ অভেদবিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ যথা সাঙ্খ্যসূত্রীয় দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু ভাষ্যকৃত কূর্ম্মপুরাণবচন। "শক্তি শক্তিমতো র্ভেদং পশ্যন্তি পরমার্থতঃ। অভেদঞ্চানুপশ্যন্তি যোগিনস্তত্ত্বচিন্তকাঃ। অস্যার্থ তত্ত্বচিন্তক যোগিদের মধ্যে কেহ কেহ পরমার্থরূপে শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ দেখেন, কেহ কেহ তাহার অভেদ দেখেন ॥৮৩॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
এইত পঞ্চম শ্লোকের অর্থ কৈল প্রচার ॥৮৫॥
ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ এবে করিতে প্রকাশ।
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস ॥৮৬॥
অবতরি প্রভু প্রচারিলা সংকীর্ত্তন।
এহো গৌণ হেতু পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন ॥৮৭॥
অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।
রসিক শেখর কৃষ্ণ সেই কার্য্য নিজ ॥৮৮॥

"চৈতন্যাখ্য"মিতি শ্লোকার্দ্ধস্যার্থমাহ "প্রেমভক্তি" ইতি সার্দ্ধেন। চৈতন্য-নামরূপং স্বরূপমিত্যর্থ ইতি ॥৮৫॥

ষষ্ঠ শ্লোকের "শ্রীরাধায়াঃ" ইত্যস্য ॥৮৬॥

আভাষমেবাহ "অবতরি" ইতিদ্বাভ্যাং মুখ্যবীজ মুখ্যকারণং নিজকার্য্যত্বেনৈব তৎকারণস্য মুখ্যত্বমিত্যর্থঃ ॥৮৭॥৮৮॥

শ্লোকোক্ত "অপি ভুবি পুরাদেহভেদং গতৌতৌ" ইহার অর্থ করিতেছেন "লীলা" ইতি অর্দ্ধ পয়ারে। লীলারস, রাসাদি লীলারস ॥৮৪॥

শ্লোকোক্ত "চৈতন্যাখ্যং—" এই অর্দ্ধ শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "প্রেমভক্তি" ইতি সার্দ্ধ পয়ারে। শিক্ষালাগি, দিবার জন্য। রাধিকার কান্তি অঙ্গীকার করিবার কারণ আগামী "রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি" এই পয়ারার্দ্ধে বর্ণনা হইবে। চৈতন্যরূপে, চৈতন্য নাম ও চৈতন্য স্বরূপে ইত্যর্থ।

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের—" এই ৫৩ পয়ার হইতে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" এই ৮৫ পয়ার পর্য্যন্ত পঞ্চম শ্লোক। "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি" ইহার অর্থ প্রচার কৈল (করিল) ইতি ॥৮৫॥

ষষ্ঠ শ্লোকের "শ্রীরাধায়াঃ—" এই শ্লোকের। আভাষের লক্ষণ "মূল

শ্লোকের—" এই ৩য় পয়ারে বলা হইয়াছে তথায় দৃষ্টি করিবেন। অথবা পরবাক্য কথ ন কারণীভূত যে পূর্ব্ববাক্য অর্থাৎ কোন বাক্য বলিবার পূর্ব্বে তাহা বলিবার যে কারণ প্রদর্শন করান হয় সেইটী আভাব। তবে কিনা শ্রীরাধা প্রেমাদি তিনটী আস্বাদনেচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়াতে ঐ ইচ্ছাই শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্যকারণ, এই যাহা বলিবেন, তাহাতে আশঙ্কা হইতে পারে এই, তাহা আস্বাদন করিতে ইচ্ছাইবা হয় কেন? ইহা নিবারণ জন্য যাহা বলিবেন অর্থাৎ শ্রীরাধা প্রেমাদিতে বিচিত্র মহিমা থাকায় তাহা আস্বাদন করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সেই বিচিত্র মহিমাই তাহার (আস্বাদনেচ্ছার) প্রতি কারণ, এই জন্য শ্রীরাধা প্রেমাদির যে বিচিত্র মহিমা বর্ণনা সেইটী এখানে আভাষ অথবা শ্রীরাধা-প্রেমাদি আস্বাদনেচ্ছার প্রতি কারণরূপে ঐ প্রেমাদি তিনটির বিচিত্র মহিমা বর্ণনা পূর্ব্বক ঐ প্রেমাস্বাদনাদি ত্রিবিধ বাঞ্ছাই শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্যকারণ, এই বর্ণনাই এখানে আভাব। "কৃষ্ণ কহেন—" ইত্যাদি পরপয়ারে সেই মহিমা বলিতেছেন ॥৮৬॥

আভাষটীই কি? তাহা বলিতেছেন "অবতরি" ইতি দুই পয়ারে অনর্পিতচরীং—এই ৪র্থ শ্লোকে প্রেম ও নাম প্রচারকে শ্রীচৈতন্যাবতারের কারণ বলা হইয়াছে তাহা গৌণ কারণ, ইহা পূর্ব্বে, "সত্য এই হেতু—" এই ৫ম পয়ারে।

গুণের যোগ থাকিলে গৌণ বলে, তাহা হইতে নিজ প্রেমাদি আস্বাদন করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন, সেই সঙ্গে প্রেম নামও প্রচার করেন; এই গুণের যোগ থাকায় তাহা গৌণ কারণ হইল অর্থাৎ অপ্রধান কারণ। মুখ্যবীজ, মুখ্য কারণ (প্রধান কারণ) নিজ কার্য্য হওয়াতেই মুখ্য কারণ হইয়াছে ইত্যর্থ।

রসিকশেখর কৃষ্ণের রসাস্বাদন করাই কার্য্য হওয়াতে তাহা শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্যকারণ, আর প্রেম নাম দান যুগাবতারের কার্য্য হওয়াতে তাহা গৌণ কারণ ইতিভাব।

অতিগূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর স্বরূপ হইতে যাহার প্রচার ॥৮৯॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ ॥৯০॥

মুখ্যকারণমেবাহ "অতিগূঢ়" ইতি। "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমাকীদৃশঃ" ইত্যাদি ত্রিবিধোহেতুঃ কারণং। ননু অতিগূঢ়ত্বেনেতি গ্রন্থকৃতা তৎকথং জ্ঞাত মিত্যত্রাহ "দামোদর" ইতি। দামোদর স্বরূপেণ প্রচারিতত্বাৎ তৎজ্ঞাতমিত্যর্থঃ ॥৮৯॥

তেনৈব বা তৎকথং জ্ঞাতমিত্যত্রাহ "স্বরূপ" ইতি। প্রভোঃ শ্রীচৈতন্যস্য অত্যন্তরঙ্গত্বেন প্র[illegible]ক্ষ্যমাণপ্রসঙ্গজ্ঞানাৎ তৎসমীপে শ্রীচৈতন্যেন নিজভাবস্য ব্যক্তীকৃতত্বা[illegible] তেন তৎজ্ঞাতমিত্যর্থঃ। এতদপি তত্ত্রিবিধকারণস্যাতিগূঢ়ত্বে কারণং জ্ঞেয়ং প্রসঙ্গেনৈব প্রভোর্মনোভাবং জ্ঞাত্বা স্বরূপেণ প্রচারিতত্বাৎ ॥৯০॥

আভাস হইল এই "অনর্পিতচরীং—" এই ৪র্থ শ্লোকে শ্রীচৈতন্যাবতারের যে কারণ বলিয়াছি তাহা গৌণ, এক্ষণে তাঁহার মুখ্যকারণ বলিবার জন্য "শ্রীরাধায়াঃ—" এই ৬ষ্ঠ শ্লোক বলিতেছি ॥৮৭॥৮৮॥

সেই মুখ্য কারণইবা কি? তাহা বলিতেছেন "অতিগূঢ়" ইতি। হেতু যেই, সেই মুখ্যকারণ। "শ্রীরাধায়াঃ—" এই [illegible] সেই ত্রিবিধ-হেতু বলিয়াছেন; অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রেম, নিজের (শ্রী[illegible]) রূপমাধুর্য্য, ও নিজানুভবে (শ্রীকৃষ্ণানুভবে) শ্রীরাধার সুখ, এই তিনটী জানিতে যে ত্রিবিধ ইচ্ছা সেইটাই ত্রিবিধ হেতু।

বিধ ও প্রকার, ইহা একার্থ বাচক হইলেও প্রচলিত কথায় একত্রে বলিবার ব্যবহার [illegible]কায় একার্থ বাচক ঐ শব্দের দুইবার প্রয়োগে দোষ হয় না; যেমন কেবলও মাত্র ইহা এক সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকে।

সেই মুখ্যকারণ অতিগূঢ় হইলে গ্রন্থকার তাহা কিরূপে জানিলেন? ইহাতে বলিতেছেন "দামোদর" ইতি। দামোদর স্বরূপ হইতে তাহার প্রচার হওয়াতে

রাধিকার ভাব মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর ॥৯১॥
শেষ লীলায় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা প্রলাপময় বাদ ॥৯২॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দরশনে।
সেই ভাবাবিষ্ট প্রভু মত্ত রাত্রিদিনে ॥৯৩॥

তৎপ্রসঙ্গমেবাহ "রাধিকার" ইত্যাদি "রাত্রে বিলাপন" ইত্যন্তং ॥৯১॥৯২॥৯৩॥

গ্রন্থকার তাহা জানিয়াছেন ইত্যর্থ। দামোদর স্বরূপের গৃহস্থে নাম ছিল পুরুষোত্তম, সন্ন্যাস গ্রহণে নাম হয় দামোদর, যোগপট্ট গ্রহণ না করিয়া স্বরূপে থাকায় নাম হয় স্বরূপ ইহা মধ্যলীলার ১০ম পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন। দামোদর নামে আর একটী প্রভুপার্ষদ থাকায় ইহাকে স্বরূপ দামোদর বলে কোথাও কেবল স্বরূপও বলে ॥৮৯॥

স্বরূপ ইবা তাহা কিরূপে জানিলেন? ইহাতে বলিতেছেন "স্বরূপ" ইতি। স্বরূপ গোস্বামী প্রভুর (শ্রীচৈতন্যের) অত্যন্তরঙ্গপ্রযুক্ত প্রভুর বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গক্রমে তাহা জানিয়াছিলেন, অর্থাৎ রাধাভাব ভাবিতান্তকরণ শ্রীচৈতন্য ভাবাবেশে যে নিজ ভাব ব্যক্ত করেন, সেই সকল প্রসঙ্গে তিনি সেই ত্রিবিধহেতু জানিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রভুর মনোভাব জানিয়া স্বরূপ কর্ত্তৃক সেই হেতু প্রচার হওয়াতে তাহা অতিগূঢ় হইয়াছে জানিবে ॥৯০॥

সেই প্রসঙ্গটী বলিতেছেন "রাধিকার" ইতি চারি পয়ারে। ভাবমূর্ত্তি, ভাব ও মূর্ত্তি অথবা ভাবই মূর্ত্তিমান। শ্রীকৃষ্ণ পাইলাম বলিয়া সুখ, আর তদভাবে দুঃখ ॥৮১॥

বিরহ, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ। ভ্রমময়-চেষ্টা, এক করিতে আর করেন, এক দেখিতে আর দেখেন ইত্যাদি। প্রলাপময়বাদ, বিলাপময় বাক্য ॥৯২॥

রাত্রে বিলাপ করেন স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহেন উঘাড়ি ॥৯৪॥
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীত শ্লোকে সুখ দেন দামোদর ॥৯৫॥
এবে কার্য্য নাহি কিছু এ সব বিচারে।
আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে ॥৯৬॥

"রাত্রে" ইতি "যবে" ইতি পদ্যদ্বয়বাক্যেন স্বরূপস্য শ্রীচৈতন্যান্তরঙ্গত্বে কারণমপ্যুক্তং অন্তরঙ্গতয়ৈব শ্রীচৈতন্যেন নিজভাবো ব্যক্তীকৃতঃ তথা তত্রৈব চ স্বরূপেণাপি তদ্ভাবং জ্ঞাত্বা তদনুগতগীতাদিসুখ প্রদানঞ্চ ইতি ॥৯৪॥৯৫॥৯৬॥

মথুরাগত শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে বৃন্দাবনাগত উদ্ধবকে দেখিয়া শ্রীরাধার ভাগবতীয় ভ্রমর-গীতোক্ত চিত্রজল্পাদ্যভিব্যক্ত যে ভাব ॥৯৩॥

উঘাড়ি, উদ্‌ঘাটন করিয়া অর্থাৎ অতি গুহ্য বলিয়া যে হৃদ্‌কৌটায় রাখিয়াছিলেন তাহা খুলিয়া। সেই গীত শ্লোকে, প্রভুর ভাবানুগত গীত ও শ্লোক দ্বারা।

শ্রীচৈতন্য স্বরূপের নিকট নিজ ভাব ব্যক্ত করাতে এবং শ্রীস্বরূপও সেই ভাবানুগত গীতাদি করাতে "স্বরূপ গোসাঞি—" এই ৯০ পয়ারোক্ত স্বরূপের শ্রীচৈতন্যান্তরঙ্গ বিষয়ে কারণও বলা হইল, কেন না স্বরূপ অন্তরঙ্গ বলিয়াই তাঁহার নিকট শ্রীচৈতন্য নিজ ভাব ব্যক্ত করেন, এবং তৎপ্রযুক্তই স্বরূপ ও তাঁহার ভাব জানিয়া গীতাদি দ্বারা সুখ প্রদান করেন ॥৯৪॥৯৫॥

আগে, অন্ত্যলীলায়। বিবরিব, বর্ণনা করিব। ইতি ॥৯৬॥

"অতি গূঢ় হেতু সেই—" এই ৮৯ পয়ারে শ্রীচৈতন্যাবতারে যে ত্রিবিধ মুখ্য হেতু বলিয়াছেন সেই ত্রিবিধ হেতুই কি? ইহাতে সম্পূর্ণরূপে রসাস্বাদন বাঞ্ছায় অবতীর্ণ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় যে তিনটী বাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়াতে সেই তিন বাঞ্ছাই তাহাতে ত্রিবিধ হেতু হইয়াছে, ইহা বলিবার জন্য বলিতেছেন, "পূর্ব্বে" ইত্যাদি "অবতারের

পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম।
কৌমার পৌগণ্ড আর কৈশোর অতি মর্ম্ম ॥৯৭॥
বাৎসল্য আবেশে কৈল কৌমার সফল।
পৌগণ্ড সফল কৈল লইয়া সখাবল ॥৯৮॥

শ্রীচৈতন্যাবতারে ত্রিবিধো মুখ্যহেতুরস্তীতি প্রতিপাদিতং তত্র কিন্তাবৎস-ন্ত্রিবিধোহেতুরিত্যত্র ব্রজলীলায়াং শ্রীকৃষ্ণস্য যদ্বাঞ্ছাত্রয়-পূরণং নাসীৎতদর্থং তস্য শ্রীচৈতন্যাবতারত্বেন তত্ত্রিবিধবাঞ্ছৈব তত্র ত্রিবিধহেতুরিতিবদন্নাহ "পূর্ব্বে" ইত্যাদি "এই বাঞ্ছা মূল কারণ" ইত্যন্তং। উজ্জ্বলে কৈশোরস্যাতিশ্রেষ্ঠত্বা-দতিমর্ম্ম ইতি বিশেষণং দত্তং। কৌমারাদের্লক্ষণং তথা কৈশোরস্য শ্রেষ্ঠত্বং যথা "বয়ঃ কৌমার পৌগণ্ড কৈশোরমিতি তত্ত্রিধা। কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি। আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনস্তু ততঃ পরং। ঔচিত্যাত্তত্র কৌমারং বক্তব্যং বৎসলে রসে। পৌগণ্ডং প্রেয়সি তথা তত্তৎখেলাদি যোগতঃ শ্রৈষ্ঠ্য মুজ্জ্বল এবাস্য কৈশোরস্য তথাপ্যদঃ" ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ॥৯৭॥

নিত্যকিশোরত্বেন বাৎসল্যে আবেশ ইত্যুক্তং পৌগণ্ডেপিতৎজ্ঞেয়ং ॥৯৮॥

এই বাঞ্ছা মুল কারণ" ইত্যন্ত। পূর্ব্বে ইতি প্রকরণবশতঃ শ্রীচৈতন্যাবতার পূর্ব্বে ইত্যর্থ। অতি মর্ম্ম, জীবন স্থানতুল্য অতি প্রিয়, শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থ। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য কিশোরত্বপ্রযুক্ত এবং সর্ব্ব রস প্রধান শৃঙ্গার রসে তাহার শ্রেষ্ঠত্বপ্রযুক্ত কৈশোরকে অতি মর্ম্ম বলিয়াছেন। ত্রিবিধ বাঞ্ছা পরে বলিবেন।

কৌমারাদির লক্ষণ এবং কৈশোরের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে টীকাধৃত ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগের প্রথম লহরীয় বচনের অর্থ এই, কৌমার পৌগণ্ড কৈশোর এই তিন প্রকার বয়স, তাহাতে পাঁচ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত-কৌমার, দশ বৎসর অবধি পৌগণ্ড, ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর, তাহার পর যৌবন, তাহার মধ্যে বৎসল-রসে কৌমার, এবং সখাদির সহিত খেলাদিতে পৌগণ্ড উচিত হয়, আর শৃঙ্গার রসে কৈশোরই শ্রেষ্ঠ হয় ॥৯৭॥

রাধিকাদি লইয়া কৈল রাসাদি বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস ॥৯৯॥
কৈশোর বয়স কাম জগৎ সকল।
রাসাদি লীলায় তিন করিল সফল ॥১০০॥

তথাহি বৈষ্ণবতোষণ্যাং রাস-প্রথমশ্লোকব্যাখ্যায়াং ধৃত বিষ্ণুপুরাণবাক্যং।

সোঽপি কৈশোরকবয়ঃ মানয়ন্মধুসূদনঃ।
রেমে স্ত্রী[illegible]রত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ॥১৫॥

"রাধিকাদি" ইতি অত্র কৈশোরস্য শ্রেষ্ঠত্বাৎ প্রস্তুতত্বাচ্চ কৌমারাদেঃ সকাশাদধিকপদেনৈব তৎবর্ণিতং ॥৯৯।১০০॥

ক্ষপিতাঃ প্রণাশিতাঃ অহিতাঃ শত্রবঃ যেন এতেন নিশ্চিন্তত্বং ধ্বনিতং। [illegible] চং ॥১৫॥

ক্ষপিতাহিতঃ সোঽপি মধুসূদনঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কৈশোরকবয়ঃ মানয়ন্ স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ সন ক্ষপাসু রেমে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১৫॥

শ্রীকৃ[illegible] নিত্য কৈশোরপ্রযুক্ত বাৎসল্যে আবেশ বলিয়াছেন; [illegible] [illegible] নিত্যকিশোর শ্রীকৃষ্ণ বাল্যাদিভাব প্রকাশ করেন। পৌগণ্ডেও তদ্রূপ জানিবে। [illegible], সখা যে বলরাম, অথবা সুবলাদি সখা ও বলরাম ॥৯৮॥

"রাধিকাদি" ইতি। অন্যান্য লীলা হইতে রাসাদি লীলার প্রাধান্য হেতু [illegible] কৈশোর বয়স, কাম, ও জগৎ সকল এই তিনকে সফল করিয়াছেন, অর্থাৎ রাসাদি লীলার রস ভোগ [illegible] কৈশোর বয়সকে, জগতে কামক্রীড়ার [illegible] থাকায় রাসাদি দ্বারা কামকে, এবং সেই রাসাদি শ্রবণ কীর্ত্তনাদি [illegible] সকল জগৎকে সফল করিয়াছেন।

কৈশোরের শ্রেষ্ঠতাপ্রযুক্ত এবং তদ্বিষয়ক বলিবার প্রকরণপ্রযুক্ত কৌমারাদি

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধোদক্ষিণবিভাগে প্রথম লহর্য্যাং

১২৪ শ্লোকঃ।

বাচা সূচিত শর্ব্বরী রতিকলা প্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলি মকরী পাণ্ডিত্য পারংগতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥১৬॥

বাচেতি। যজ্ঞপত্নী সদৃশীঃ প্রতি তত্তল্লীলান্তরঙ্গদূত্যাবাক্যং ইতি দুর্গম সঙ্গমনী ॥১৬॥

সখীনাং অগ্রে সূচিতশর্ব্বরী রতিকলা প্রাগল্ভ্যয়া বাচা রাধিকাং ব্রীড়া কুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্ তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্য-পারং গতঃ অসৌ হরিঃ কুঞ্জে বিহারং কলয়ন্ কৈশোরং সফলীকরোতীত্যন্বয়ঃ ॥১৬॥

হইতে ইহাকে অধিকরূপে অর্থাৎ রাসাদি বিলাসে রসসারাস্বাদন কৈশোরাদি সকল ইত্যাদি শব্দে কৈশোরকে অধিক করিয়া বলিয়াছেন ॥৯৯॥১

সকল শত্রুপক্ষ ক্ষয়কারী সেই মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর বয়সকে প্র করিয়া বা আদর করিয়া কামিনীকুলললামভূতা গোপীকাগণের মধ্যে একরূ অবস্থান পূর্ব্বক বহুরাত্রি রমণ করিয়াছিলেন ॥১৫॥

"স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ" এইস্থানে "তাভিরমেয়াত্মা" এই পাঠ থাকিলে অর্থ অপরিমিতস্বরূপ অর্থাৎ যত গোপী ততরূপে সেই গোপীকাদিগের সহি এখানে "ক্ষপিতাহিতঃ" এই বাক্যে শত্রুপক্ষক্ষয় করিয়া নিশ্চিন্ত থাকায় ললিত বলা হইল। কৈশোর বয়সে যে রাসাদি করিয়াছিলেন তাহার প্র এই শ্লোক ॥১৫॥

সখীদিগের অগ্রে রাত্রির রতিকলা প্রকাশক ঔদ্ধত্যবাক্যে রাধিকা

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ৭ অঙ্কে ৩ শ্লোকে বৃন্দাং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং।

হরিরেষ নচেদবাতরিষ্যন্মথুরায়াং মধুরাক্ষিরাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্তুবিশেষতস্তদাত্র ॥১৭॥

এই মত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস নির্য্যাস চর্ব্বণ ॥১০১॥
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ।
যদ্যপি তাহা আস্বাদিতে করিল যতন ॥১০২॥

হরিরিতি। ইয়ং বিসৃষ্টিঃ বিশ্বমেব সমস্ত মিত্যর্থঃ বৃথা ব্যর্থা বিশেষতস্তু কন্দর্পঃ ব্যর্থোঽভবিষ্যদিত্যর্থঃ। তেনাধুনা বিশ্বং কামশ্চ সফলীভূতং জাত মিতিভাবঃ ॥১৭॥

রসেরসদন শৃঙ্গারাদি সর্ব্বরসাশ্রয় ইত্যর্থঃ ॥১০১॥১০২॥

এষ হরিঃ মথুরায়াং (মাথুরমণ্ডলে বৃন্দাবনে) চেৎ (যদি) ন অবাতরিষ্যৎ মধুরাক্ষি রাধিকা চ তদা ইয়ং বিসৃষ্টিঃ বৃথা অভবিষ্যৎ অত্র (সৃষ্টিবিষৌ) মকরাঙ্ক বিশেষতঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥১৭॥

লজ্জায় বক্রনয়না করত তাঁহার স্তনমণ্ডলে মকরী-ক্রীড়া চিত্রিত করিয়া কুঞ্জে (লতাগৃহে) বিহার করত এই হরি কৈশোর বয়সকে সফল করিতেছেন ॥১৬॥

কৈশোর বয়স সফলের প্রমাণ এই "কৈশোরং সফলীকরোতি" ॥১৬॥

এই হরি যদি বৃন্দাবনে অবতীর্ণ না হইতেন এবং সুন্দর-নয়নী রাধিকা যদি অবতীর্ণা না হইতেন তাহা হইলে বিধাতার এই বিবিধ সৃষ্টি বৃথা হইত; আর কন্দর্প বিশেষরূপে বৃথা হইত ॥১৭॥

বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়াতে এই জগৎ এবং কাম সফলীভূত

তাহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান।
কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান ॥১০৩॥
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত ॥১০৪॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কোন বল।
যে বলে আমাকে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥১০৫॥

প্রথমবাঞ্ছা শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশোবেতি বাঞ্ছায়াং কারণমিতিশেষঃ। তত্র তদ্বিচিত্র মহিমা এব কারণ মিত্যভিব্যঞ্জয়ন্নাহ "কৃষ্ণকহে" ইত্যাদি। রসনিধান পূর্ণানন্দ চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব ইত্যনেন মামুন্মত্তীকরণ মসম্ভবমপি শ্রীরাধা-প্রেম তথা করোতীতি এক স্তৎপ্রেম বিচিত্রমহিমা ইতি ভাবঃ। অনেন রাধায়াঃ প্রেম ইতি বিশেষকথনে কারণমপ্যুক্তং যতঃ তৎপ্রেম্নি এব বিচিত্র-মহিমা অতস্তত্রৈবেচ্ছাজাতা ইতি জ্ঞেয়ং ॥১০৩॥১০৪॥

কেন উন্মত্তীকরোতীত্যহং ন জানে ইত্যাহ" ইতি ॥১০৫॥

হইয়াছে ইতি ভাব। সকল জগৎ সকলের প্রমাণ "অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টিঃ। কাম সকলের প্রমাণ "মকরাঙ্কস্ত বিশেষতস্তদাত্র" ॥১৭॥

এই মত, এইরূপে অর্থাৎ কৌমারাদি সকল করত। পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যাবতার পূর্ব্বে। রসের সদন, শৃঙ্গারাদি সকল রসের আশ্রয়। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে ৩৩ অং ১৪ শ্লোক।

"মল্লানা মশনির্নৃনাং নরবরঃ—"। অত্র শ্রীপাদস্বামী "অত্রচ শৃঙ্গারাদি সর্ব্ব রসকদম্ব মূর্ত্তির্ভগবান্ তত্তদভিপ্রায়ানুসারেণ বভৌ—"। ইহার তাৎপর্য্য এই, শৃঙ্গারাদি সকল রসেরই আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ ॥১০১॥

তথাপি, রস নির্য্যাস আস্বাদন করিলেও। শ্রীকৃষ্ণের যে তিনটী বাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই, সেই তিনটীই তাঁহার শ্রীচৈতন্যাবতারে মুখ্য হেতু, এইটী ফলিতার্থ বর্ণনা হইবে ॥১০২॥

রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥১০৬॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৭৭ শ্লোকে শ্রীরাধাবৃন্দয়োরুক্তিপ্রত্যুক্তী।

কস্মাদ্বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাৎ কুতোঽসৌ
কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ।
তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ ॥১৮॥

তদেবাহ রাধিকার ইতি। নানানৃত্যেন নর্ত্তয়তীত্যেনোন্মত্তীকরণং। নানানৃত্যে ইত্যত্র অয়ম্ভাবঃ সর্ব্বশক্তি সর্ব্বসুখ পরিপূর্ণঃ সত্যস্বরূপো নিত্যজ্ঞানাদিময়োঽপ্যহং কদাচিৎ জটীভয়াৎ রাধাপ্রাঙ্গণকোণে নিহ্নুত্য তিষ্ঠামি কদাচিৎ রাধাসঙ্গসুখাশয়া তদাগমনপন্থানং পশ্যামি কদাচিৎ তদর্থং ছদ্মবেশী ভবামি কদাচিৎ লতায়াং তদ্ভ্রান্তো ভবামীত্যাদিকং তৎপ্রেম্নৈব কারয়তীতি ॥১০৬॥

হে বৃন্দে কস্মাদাগতা। বৃন্দাহ হরেঃ পাদমূলাৎ। অসৌ কৃষ্ণঃ কুত্র। কুণ্ডারণ্যে। ইহ কিংকুরুতে। নৃত্যশিক্ষাং। গুরুঃ কঃ। প্রতিতরুলতাং তরুলতাঃ প্রতি অব্যয়ীভাবসমাসঃ। দিগ্বিদিক্ষু শৈলূষীব উত্তমনটীব স্ফুরন্তী ত্বন্মূর্ত্তিঃ তং কৃষ্ণং স্বপশ্চাৎ নর্ত্তয়ন্তী ভ্রমতি। ইতি সদানন্দবিধায়িনী ॥১৮॥

প্রতিতরুলতাং দিগ্বিদিক্ষু শৈলূষীব (উত্তমনটীব) স্ফুরন্তী ত্বন্মূর্ত্তীঃ (শ্রীকৃষ্ণং) স্বপশ্চাৎ নর্ত্তয়ন্তী পরিতঃ ভ্রমতি, ইত্যপরার্দ্ধস্যান্বয়ঃ পূর্ব্বার্দ্ধন্তু সুগমঃ ॥১৮॥

উক্ত তিন বাঞ্ছার মধ্যে প্রথমবাঞ্ছা যে শ্রীরাধার প্রেম-মহিমা কিরূপ, এইটী ব্যাখ্যা করি, অর্থাৎ শ্রীরাধা প্রেমাস্বাদন করিতে বাঞ্ছা হয় কেন? ইহার

কারণ ব্যাখ্যা করি ইতি শেষ। তবে কিনা যে কারণে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা-প্রেমাস্বাদন করিতে বাঞ্ছা হয়, সেই কারণটী ব্যাখ্যা করি। তাহাতে শ্রীরাধা-প্রেমের যে বিচিত্র মহিমা, সেইটীই সেই বাঞ্ছার প্রতিকারণ হইয়াছে, এ বিষয়ে শ্রীরাধা-প্রেমের বহুবিধ বিচিত্র মহিমা থাকিলেও তিনটী মহিমা বলিতে প্রথম মহিমা বলিতেছেন "কৃষ্ণ" ইত্যাদি। শৃঙ্গারাদি সকল রসের নিধান (আশ্রয়) পূর্ণানন্দময়, চিন্ময় ও পূর্ণতত্ত্ব, এইরূপ পুরুষ আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) উন্মত্ত করা অসম্ভব হইলেও শ্রীরাধা-প্রেম তাহা (উন্মত্ত) করে; এই একটী তৎপ্রেমের বিচিত্র মহিমা। ঐ বিচিত্র মহিমাই তাহাতে (রাধা-প্রেমাস্বাদন বাঞ্ছায়) কারণ হইয়াছে ইতি ভাব।

উহাতে শ্রীরাধা-প্রেম এই বিশেষ করিয়া অর্থাৎ প্রেমাস্বাদন করিতে এই মাত্র না বলিয়া শ্রীরাধা-প্রেম এই বিশেষ করিয়া বলিবার কারণও বলা হইল, এই তাঁহারই প্রেমের বিচিত্র মহিমা, এইজন্য তৎপ্রেমাস্বাদনেই বাঞ্ছা হইয়াছে, এখানে "কৃষ্ণ কহে" এই হইতে "কভু যদি" এই ১১২ পয়ার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যের অনুবাদ জানিবে ॥১০৩॥১০৪॥

পূর্ণানন্দময় পুরুষকে উন্মত্ত করা অসম্ভব হওয়াতে তাহা কিরূপে করে? ইহাতে বলিতেছেন "না জানি" ইতি। অর্থাৎ কিরূপে যে উন্মত্ত করে তাহা বলিতে পারি না।

এখানে "কৃষ্ণ কহে—" এই হইতে "আর যত চৈতন্য কৃষ্ণের ভক্তগণ" এই পয়ার পর্য্যন্ত বাক্যে ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ পাইলেও তাহার আভাস জানিবে, যেহেতু তৎপয়ার পরে বলিয়াছেন যথা "ষষ্ঠ শ্লোকের এই কহিল আভাস ॥১০৫॥

পূর্ব্ব পয়ারে বলিয়াছেন রাধিকার প্রেম আমায় (শ্রীকৃষ্ণকে) উন্মত্ত করে, সেই উন্মত্ততাকরণ কিরূপ তাহা বলিতেছেন "রাধিকার" ইতি। নানা নৃত্যে যে উদ্ভট (অধিক) নৃত্য করান সেইটী উন্মত্ত করা। এখানে "নানানৃত্যে" বলিবার অভিপ্রায় এই, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সকল ভয় ভয়ঙ্কর হইয়াও জটিলাভয়ে ভীত হইয়া কখন শ্রীরাধা-প্রাঙ্গণকোণ কুলবৃক্ষতলে, রাত্রিযাপন

করেন. সর্ব্বসুখ পরিপূর্ণ হইয়াও শ্রীরাধিকাসঙ্গ সুখপ্রাপ্তি প্রত্যাশায় কখন তাঁহার আগমন পথ নিরীক্ষণ করেন। সত্য স্বরূপ হইয়াও ছদ্মবেশী হইয়া এমন শ্রীরাধিকার নিকট গমন করেন; ইত্যাদি রূপ নানানৃত্য শ্রীরাধিকার প্রেমই করায়।

তথাহি পদ্যাবলীর সখীসাকৃতবাক্যপ্রকরণে।

"সঙ্কেতীকৃত কোকিলাদি নিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো দ্বারোন্মোচন লোল-শঙ্খবলয়কাণং মুহুশৃণ্বতঃ। কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্‌ভজরতী-বাক্যেন দূনাত্মনো-রাধাপ্রাঙ্গনকোণকোলিবিটপীক্রোড়ে গতা শর্ব্বরী"॥

অস্যার্থ কোন দিবস রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা-শয়নগৃহ প্রাঙ্গনে গমন করিয়া তাঁহাকে সঙ্কেত করিবার জন্য কোকিলাদি পক্ষীর শব্দ করিতেছেন। এবং সেই সাঙ্কেতিক শব্দ শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকা নিজ গৃহদ্বারোন্মোচনের উদ্‌যোগ করাতে তাহার হস্তস্থ শঙ্খবলয়াদির শব্দ হইতেছে তাহা বারম্বার শ্রবণ করিতেছেন। এবং সেই বলয়াদি শব্দে জাগরিত জটিলার কেও কেও বাক্যে দুঃখিত হইতেছেন। এইরূপে শ্রীরাধা-প্রাঙ্গন-কোণস্থ কুলবৃক্ষতলে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) রাত্রিগত হইল। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কংসাদি বীরবর বিনাশক হইয়াও একটী প্রাচীনা জটিলার ভয়ে ভীত হইয়া কুলগাছের তলায় রাত্রিযাপন করেন।

অপর প্রমাণ বিদগ্ধ মাধব ও চমৎকারচন্দ্রিকা প্রভৃতিতে দৃষ্টি করিবেন ॥১০৬॥

শ্রীরাধিকার উক্তি, হে প্রিয়সখি বৃন্দে! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? বৃন্দার উক্তি, শ্রীকৃষ্ণচরণ নিকট হইতে। রাধা, তিনি কোথায়? বৃন্দা, যমুনাতীরবনে। রাধা, সেই বনে কি করিতেছেন? বৃন্দা, নৃত্য শিক্ষা করিতেছেন। রাধা, সেই শিক্ষার গুরু কে? বৃন্দা, দিগ্বিদিক্ প্রতি তরুলতায় তাহার স্ফূর্ত্তি হইতেছে যে তোমার মূর্ত্তি তাহা প্রধানা নর্ত্তকীর মতন নিজ পশ্চাৎ তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) নৃত্য শিক্ষা করাইয়া সকল দিকে ভ্রমণ করিতেছে ॥১৮॥

"নাচায় উচ্চট" ইহারই প্রমাণ "তংত্বম্মূর্ত্তিঃ—স্বপশ্চাৎ"। এখানে আশঙ্কা

নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয়ে যে আহ্লাদ।
তাহা হইতে কোটিগুণ রাধা- প্রেমাস্বাদ ॥১০৭॥
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্ম্মময় ॥১০৮॥

কিঞ্চ নিজপ্রেম ইতি নিজে ময়ি বিষয়ে শ্রীরাধায়াঃ যৎ প্রেম ইতি শেষঃ। অত্র শ্রীরাধাপ্রেমাস্বাদস্তু তদ্ভাবভাবিতান্তকরণেনৈব কৃতঃ। অত্র কোটিগুণাস্বাদনং তৎপ্রেম্ণি একো বিচিত্রমহিমা ইতিভাবঃ ॥১০৭॥

কিঞ্চ "আমি" ইতি। তত্র উভয়প্রেমাস্বা এব বিরুদ্ধধর্ম্মঃ। অথবা রসনিধানাদিময়পুরুষস্য উন্মত্তীভবনং তথা তদুন্মত্তীকরণং কথং সম্ভাব্যতে ইত্যাশঙ্কাং নিরাকর্ত্তুমাহ "আমি" ইতি। অস্বভাবঃ পরমেশ্বরত্বাৎ বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ত্বেনাহমুন্মত্তীভবামি তথা নিজস্বাভাব্যাৎ বিরুদ্ধধর্ম্মময়ত্বেন রাধাপ্রেম মামুন্মত্তী করোতি। অত্র বিরুদ্ধধর্ম্মময়ত্বং তৎপ্রেম্ণি একো বিচিত্রমহিমা ॥১০৮॥

বিরুদ্ধধর্ম্মময়ত্বমাহ "রাধাপ্রেম" ইতি ত্রিভিরিতি ॥১০৯॥১১০॥১১১॥

হইতে পারে এই "রাধিকার প্রেমগুরু—" ইত্যাদি বাক্য শ্রীচৈতন্যাবতার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, আর "কস্মাদ্ বৃন্দে—" এই শ্রীগোবিন্দলীলামৃত শ্লোক তাহার পরে প্রকাশ হওয়াছে, শ্রীকৃষ্ণবাক্যে উহা সঙ্গত হয় কিরূপে? ইহার উত্তর এই এখানে শ্রীকৃষ্ণ নিজবাক্য সপ্রমাণ করিবার জন্য প্রমাণ দেন নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবাক্যে যদি কাহার সন্দেহ হয়, তজ্জন্য শ্রীগ্রন্থকৃৎপাদ ঐ প্রমাণ দিয়াছেন; এইরূপে অন্যান্য স্থানেও তত্তৎ বাক্য সপ্রমাণ কিনা ইত্যাদি সংশয় নিবারণ জন্য প্রায়ই শ্রীগ্রন্থকৃৎপাদ বহু প্রমাণ জানিবে ॥১০৭॥

শ্রীরাধা-প্রেমের বিবিধ বিচিত্র মহিমার মধ্যে প্রথম মহিমা বলিয়া দ্বিতীয় মহিমা বলিতেছেন "নিজপ্রেম" ইতি। শ্রীরাধিকার মদ্বিষয়ে (শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে) যে প্রেম, তাহার আস্বাদনে আমার (শ্রীকৃষ্ণের) যে আহ্লাদ হয়; রাধিকার সেই প্রেমে তাহা হইতে কোটিগুণ আহ্লাদ হয় ইত্যর্থ। শ্রীরাধিকা আপনা হইতে কোটিগুণ আহ্লাদিতা হয়েন,

রাধাপ্রেম বিভু যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥১০৯॥
যাহা বহি গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিৎ।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব বর্জ্জিত ॥১১০॥
যাহা বহি সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাই আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার ॥১১১॥

তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাং ২ শ্লোকঃ।

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিতবক্রিমা পি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ ॥১৯॥

বিভুর্ব্যাপকোঽপি চিচ্ছক্তিবৃত্তিরূপত্বাৎ সদৈবাভিতো বৃদ্ধিং কলয়ন্ ধারয়ন্ লোকবল্লীলাকৈবল্যাৎ। অনুরাগো নাম সদানুভূয়মানোঽপি বস্তুন্য পূর্ব্বতয়া অননুভূতত্ব-জ্ঞানসমর্পকঃ প্রেম্নঃ পাকরূপ ভাববিশেষঃ সচ প্রতিক্ষণং বর্দ্ধত এবেতি। গৌরবচর্য্যয়াবিহীনো মদীয়তাময়মধুরস্নেহোত্থত্বাৎ। উপচিতো বক্রিমা কৌটিল্য পর্য্যায় বামালক্ষণো যস্মিন্ সোঽপি শুদ্ধঃ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মকত্বাৎ নিরুপাধিত্বাচ্চ জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। ইতি মূল টীকা।

শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধায়া অনুরাগোৎকর্ষতামাহ বিভুরিতি মুরদ্বিষি নন্দনন্দনে শ্রীরাধিকায়া অনুরাগো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কথম্ভূতোঽনুরাগঃ

ইহা রাধাভাব-ভাবিতান্তকরণে বলিয়াছেন জানিবে। এখানে কোটিগুণ আস্বাদন, এই একটী শ্রীরাধা-প্রেমের বিচিত্র মহিমা, এবং ঐ বিচিত্র মহিমাই তাহা (রাধাপ্রেম) জানিবার ইচ্ছার প্রতি কারণ হইয়াছে ইতিভাব ॥১০৭॥

শ্রীরাধা-প্রেমের বিবিধ বিচিত্র মহিমার মধ্যে দ্বিতীয় মহিমা বলিয়া তৃতীয়

বিভুরপি স্বরূপসম্প্রাপ্তোহপি সদাতিবৃদ্ধিমতিবলিষ্ঠং কলয়ন্ কুর্ব্বন্ সন্ পুনঃ কথম্ভূত গুরুরপি সর্ব্বোৎকর্ষোহপি গৌরবচর্য্যয়া অহঙ্কারতয়াবিহীনঃ রহিত ইত্যর্থঃ পুনঃ কথম্ভূতঃ মুহুর্ব্বারম্বার মুপচিতা উপযুক্তা বক্রিমা পি মহাকৌটিল্যোহপি শুদ্ধো নির্ম্মলাদতিনির্ম্মলঃ অত এবৈতাদৃশানুরাগঃ মথুরাদ্বারকাগোলোকাদিগত সৈরিন্ধ্রী মহিষী লক্ষ্ম্যাদিষু নাস্তি ইতি ধ্বনিতং। ইতি শ্লোকমালা ॥১৭॥

মহিমা বলিতেছেন "আমি" ইতি। উভয়বিধ প্রেম রসাস্বাদনরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আমি (শ্রীকৃষ্ণ) আশ্রয়, অর্থাৎ নিজপ্রেম ও ভক্তপ্রেম এই উভয়বিধ পরস্পর বিরুদ্ধ প্রেমের অনুভব করাতে আমি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়। অথবা "পূর্ণানন্দময়" এই ১০৪ পয়ারোক্ত পূর্ণানন্দময়াদি হইয়াও আবার উন্মত্ত, এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যেমন আমি আশ্রয়, তদ্রূপ রাধা-প্রেমও বিরুদ্ধ ধর্ম্মময়, তবে কিনা তাহা অনুভব গোচরীভূত হয় না।

অথবা "রসের নিধান" ১০৩ ইত্যাদি পয়ারোক্ত চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের উন্মত্ত হওয়া এবং তাহাকে উন্মত্ত করা কিরূপে সম্ভব হয়? এই আশঙ্কা নিবারণ পূর্ব্বক শ্রীরাধা-প্রেমের তৃতীয় মহিমা বলিতেছেন "আমি" ইতি। এখানে অভিপ্রায় এই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরে সকলই সম্ভব হয়, এপ্রযুক্ত বা চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব হইয়াও উন্মত্ত হই এপ্রযুক্ত পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় হওয়াতে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) উন্মত্ত হই অর্থাৎ উহার সম্ভব থাকাতেই ইহা হই, এবং নিজ স্বভাববশত বিরুদ্ধ ধর্ম্মময় হওয়াতে শ্রীরাধা-প্রেমও আমাকে উন্মত্ত করে, অর্থাৎ উহা করিবার সমর্থ থাকায় উহা করে, অতএব উহা অসম্ভব নহে।

এখানে বিরুদ্ধ ধর্ম্মময় এই একটী শ্রীরাধা-প্রেমের বিচিত্র মহিমা, এবং এই বিচিত্র মহিমাই শ্রীরাধা-প্রেম জানিবার ইচ্ছার প্রতি কারণ হইয়াছে ইতি॥১০৮॥

শ্রীরাধা-প্রেমের বিরুদ্ধ ধর্ম্মময়ত্বই বা কি? তাহা বলিতেছেন "রাধাপ্রেম" ইতি তিন পয়ারে। বিভুর অর্থ করিতেছেন "যার" ইতি। যার, যাহার যে রাধা-প্রেমের বৃদ্ধি হইবার স্থান নাই, অর্থাৎ প্রমাণ রহিত প্রেম। তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১১শ সর্গে ১২০ শ্লোক। "প্রেমা প্রমাণ রহিতঃ—"। অস্যার্থ শ্রীরাধা-প্রেম, অসীম

সেই প্রেমের শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমের আমি হই কেবল বিষয় ॥১১২॥
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হইতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥১১৩॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে হো আস্বাদিতে নারি কি করি উপায় ॥১১৪॥
কভু যদি এই প্রেমের হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥১১৫॥
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেমলোভ ধকধকী ॥১১৬॥

শ্রীরাধা-প্রেমাস্বাদনেচ্ছায়াং কারণভূতং তদ্‌বিচিত্র মহিমানমুক্ত্বা তদাস্বাদয়িতুং স্বস্য তদ্ভাবগ্রহণে কারণমাহ "সেই প্রেমের" ইত্যাদি। তৎপ্রেম্নঃ শ্রীরাধাশ্রয়ত্বাদেব তদ্ভাবং বিনা তদাস্বাদনং ন ভবেৎ ইত্যেতদেব তদ্ভাবগ্রহণে কারণমিত্যর্থঃ ॥১১২॥—॥১১৬॥

বিভুরপি (সম্পূর্ণোঽপি) সদা অভি (অভিতঃ) বৃদ্ধিং কলয়ন্ (ধারয়ন্) গুরুরপি (সর্বোৎকর্ষোঽপি) গৌরবচর্যয়া (অহঙ্কারভয়া) বিহীনঃ মুহুঃ (বারম্বার) উপচিতবক্রিমাপি (বর্দ্ধিতকৌটিল্যোঽপি) শুদ্ধঃ সরলঃ রাধিকানুরাগঃ মুরভিদি (শ্রীকৃষ্ণে) জয়তীত্যন্বয়ঃ ॥১৭॥

গুরু, কঠিন। বিভু হইয়াও বাড়ে, গুরু (কঠিন বা প্রশংসনীয়) হইয়াও গৌরব বর্জ্জিত (কোমল বা প্রশংসাবিহীন)। সুনির্ম্মল হইয়াও বাম্যাদি ব্যবহার, এই সকল বিরুদ্ধ ধর্ম্ম।

এখানে বিভু হইয়াও বাড়ে ইত্যাদি বিরুদ্ধগুণের একাধারে বাস করা অসম্ভব নহে; কেননা লোকে দেখা যায় বায়ু পিত্ত ও কফ ইহারা পরস্পর বিরোধী হওয়াতে একের হ্রাসে অপরের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু "মধূতিক্ত কষায়ত্বাৎ

...কফঘ্ন্য সা। কটুতিক্ত কষায়ত্বাদম্লত্বাদ্বাতহৃচ্চ সা। অস্যার্থ। মধুর,
...ও কষায় রস থাকায় হরীতকী পিত্ত হরণ করে। কটু, তিক্ত ও কষায়
...থাকায় কফ হরণ করে। অম্ল রস থাকায় বায়ু হরণ করে, ইতি ভাবপ্রকাশ

...ইত্যাদি প্রমাণে ঐ ত্রিবিধের হ্রাস হয় এরূপ বিরোধীগুণ যখন
...কী প্রভৃতি কতক বস্তুতে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন আর অলৌকিক
শ্রীরাধা-প্রেমে সেই বিরুদ্ধগুণ থাকিবার বিচিত্রতা কি ॥১০৯॥১১০॥১১১॥

সম্পূর্ণ হইয়াও সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে বৃদ্ধিকে ধারণ করে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াও
...ঙ্কার বিহীন, অধিকরূপে কৌটিল্য হইয়াও সর্ব্বদা সরল, এইরূপ শ্রীরাধিকা-
...রাগ (শ্রীরাধা-প্রেম) শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে জয়যুক্ত হইতেছে ॥১৯॥

বিরুদ্ধ ধর্ম্মময় শ্রীরাধা-প্রেমের প্রমাণ এই শ্লোক ॥১৯॥

শ্রীরাধা-প্রেমাস্বাদনেচ্ছার প্রতি কারণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা-ভাব গ্রহণে
...রণ বলিতেছেন "সেই প্রেমের" ইত্যাদি। যে প্রেমকর্ত্তা সেই সে প্রেমের
আশ্রয়, আর যাহাতে প্রেম করে সে সেই প্রেমের বিষয়। এখানকার ফলিতার্থ
এই, "কৃষ্ণ কহে" ১০৩ ইত্যাদি পয়ারোক্ত বিচিত্র মহিমাবিশিষ্ট প্রেমের এক-
...র আশ্রয় শ্রীরাধিকা, এপ্রযুক্ত তদ্ভাবাঙ্গীকার ব্যতীত ভাবৈকস্বাদ্য তৎপ্রেমের
আস্বাদ হইবার নহে, এইটাই তদ্ভাব গ্রহণের কারণ ॥১১২॥—॥১১৫॥

"এত চিন্তি রহে" ইতি শ্রীগ্রন্থকৃৎপাদ বাক্য। শ্রীরাধাভাবাঙ্গীকারেই
...হার বিচিত্র প্রেমাস্বাদন হইবে, এইটাই শ্রীকৃষ্ণ স্থিরতর করিয়া রাখিলেন,
...যোগ্য সময়ে শ্রীরাধা-প্রেমাস্বাদনের ইচ্ছা শ্রীচৈতন্যাবতারের একটী মুখ্য
কারণ হইয়াছে ইতিভাব।

"হৃদয়ে" ইতি। এখানে প্রেম-লোভটী কর্ত্তৃপদ, ধকধকীটী ক্রীয়া-
বিশেষণ। তাহা হইলে হৃদয়ে প্রেমলোভ (প্রেমাস্বাদনে লোভ) ধকধক
করিয়া বাড়ে, অর্থাৎ অগ্নি যেমন ধকধক করিয়া ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ
প্রেমলোভও ধকধক করিয়া ক্রমান্বয়ে হৃদয়ে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, অথবা "ধক্‌ধক্
(দীপ্তি শব্দজ কি?) দীপ্তি পাওয়া" ইতি প্রকৃতিবাদ অভিধান। ইহাতে
হৃদয়ে প্রেমলোভ দীপ্তি পাইয়া দীপ্তি পাইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তবে

এই এক শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার॥১১৭॥
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা॥১১৮॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলী।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলী॥১১৯॥

শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীচৈতন্যাবতারমুখ্যহেতুভূতায়াঃ প্রথমবাঞ্ছায়া কারণমুক্ত্বা তদ্দ্বিতীয়বাঞ্ছা "অনয়ৈবা স্বাদ্যাযেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়" ইত্যস্যাঃ কারণং বদন্ শ্রীপাদ গ্রন্থকৃদাহ "এই এক" ইতি। লোভের প্রকার লোভোৎপত্তৌ কারণ মিত্যর্থঃ॥১১৭॥

শ্রীকৃষ্ণমধুরিম্নঃ শ্রীরাধাকৃতাস্বাদনে যা বিচিত্রতা সৈব শ্রীকৃষ্ণস্য তদিচ্ছায়াং কারণমিতি তদ্বিচিত্রতাং শ্রীকৃষ্ণবাক্যানুবাদেন বর্ণয়তি "অদ্ভুত" ইতি দ্বাভ্যাং। অত্র অদ্ভুতানন্তাদিত্বাৎ মন্মধুরিম্নঃ সকল মাস্বাদনমসম্ভবমপি শ্রীরাধিকা নিজপ্রেম্না তস্য সকলমাস্বাদয়তীত্যেতদত্র মহতী বিচিত্রতা ইতিভাবঃ॥১১৮॥১১৯॥

কিনা যতই প্রেমলোভ বৃদ্ধি হয়, ততই হৃদয়ে অধিক আনন্দ হয় ইতিভাব। এই পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যাবতার-হেতুভূত প্রথমবাঞ্ছা হইবার প্রতি কারণ বলা হইল ইতি॥১১৬॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যাবতারবিষয়ক মুখ্যহেতুভূত ত্রিবিধ বাঞ্ছার মধ্যে প্রথম বাঞ্ছা হইবার প্রতি কারণ বলিয়া শ্রীরাধিকা আমার (শ্রীকৃষ্ণের) আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যকে নিজ প্রেমদ্বারা কিরূপ আস্বাদন করেন, এই যে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বাঞ্ছা, তাহার প্রতিকারণ বলিবার জন্য বলিতেছেন, অর্থাৎ যে কারণে তাহাতে বাঞ্ছা হইয়াছিল গ্রন্থকৃৎপাদ তাহার প্রস্তাব করিতেছেন "এই এক" ইতি। এই এক, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা-প্রেমাস্বাদনেচ্ছায় প্রথম বাঞ্ছা হইবার কারণ বলিলাম; আর এক লোভের প্রকার, শ্রীকৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যের শ্রীরাধাকৃতাস্বাদনে যে প্রকারে

যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥১২০॥
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে ॥১২১॥

নমু স্বমধুরিমণি সকল মাস্বাদিতে তত্র তস্যারপ্রীতিরুৎপদ্যতে বিতৃষ্ণাপাতাৎ তেন চ "রাধাপ্রেম বিভু যার" ইত্যাদি বাক্যানা মানর্থক্যং প্রসজ্যেত ইতিচেত্তত্রাহ "যদ্যপী"তি দ্বাভ্যাং। সদাবর্দ্ধনশীলস্য শ্রীরাধাপ্রেমমুরগ্রে মৎসৌন্দর্য্যস্য নিত্যনবনবত্বেন ভাসমানত্বাৎ ন তত্র তদাশঙ্কা ইতিভাবঃ ॥১২০॥১২১॥

তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) লোভোৎপত্তি হইয়াছিল অর্থাৎ যে কারণে তাহাতে ইচ্ছা হইয়াছিল তাহা শ্রবণ কর; তবে কিনা প্রথম বাঞ্ছার প্রতি কারণ বলিয়া দ্বিতীয় বাঞ্ছার প্রতি কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥১১৭॥

সেই লোভের প্রকার প্রস্তাব করিতেছেন "স্বমাধুর্য্য" ইতি। স্বমাধুর্য্য নিজ-সৌন্দর্য্য। এখানে "এই এক" ও "স্বমাধুর্য্য" এই দুইটী বাক্য শ্রীগ্রন্থকৃৎপাদ-উক্তি জানিবে ॥১১৮॥

শ্রীরাধিকা নিজ প্রেমদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে সৌন্দর্য্য আস্বাদন করেন, তাহাতে যে বিশেষ বিচিত্রতা আছে সেইটাই কৃষ্ণের শ্রীরাধাকৃত স্বসৌন্দর্য্যাস্বাদনেচ্ছার প্রতি কারণ হওয়াতে সেই বিচিত্রতা বলিতেছেন "অদ্ভুত" ইতি দুই পয়ারে। মোর, আমার (শ্রীকৃষ্ণের)। মধুরিমা, সৌন্দর্য্য। এই প্রেমদ্বারা, "রাধিকার প্রেম" ১০৬ ইত্যাদি পয়ার বর্ণিত প্রেমদ্বারা।

এখানে অদ্ভুতানন্তত্বাদিপ্রযুক্ত আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সৌন্দর্য্য সমগ্রাস্বাদন অসম্ভব হইলেও একা শ্রীরাধিকা নিজ প্রেমদ্বারা তাহার সমগ্র আস্বাদন করেন এইটীই সেই আস্বাদনের বিচিত্রতা।

শ্রীরাধিকা আমার যে সৌন্দর্য্য আস্বাদন করেন, এই যে শ্রীরাধিকাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই শ্রীরাধাকৃত তদাস্বাদনে বিশেষ

মোর মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কারো নাহি হারি ॥১২২॥

ননু যচ্চোক্তং আস্বাদে সকলি ইত্যেতৎ কথং সঙ্গচ্ছতে নহি অনন্তস্য বস্তুনঃ সকলগ্রহণং ক্বচিদপি দৃশ্যতে সতি বা তস্মিন্ ন তস্য আনন্ত্যং স্যাদিতিচেত্তত্রাহ "মোর" শ্রীরাধাপ্রেম মৎসৌন্দর্য্যয়ো রানন্ত্যসমানধর্ম্মত্বেন ন তত্র তদাশঙ্কা আনন্ত্যেনৈব আনন্ত্যগ্রহণাদিতিভাবঃ ॥২২॥

বিচিত্রতা থাকায় তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। এখানে "অদ্ভুত" ইত্যাদি বাক্য সকল শ্রীকৃষ্ণ বাক্য জানিবে ॥১১৯॥

কোন বস্তুর সমগ্র আস্বাদন হইলে তাহাতে পূর্ব্ব সম্পূর্ণ তৃষ্ণার হ্রাসবশত পূর্ব্ব প্রীতির অভাব হয়, তাহা হইলে ভবৎ সৌন্দর্য্যের সমগ্র আস্বাদন হইলে শ্রীরাধিকার তাহাতে তৃষ্ণার পূর্ণতাবশতঃ পূর্ব্ব প্রীতির অভাব হয়, যদিই বা তাহা হয়, তাহা হইলে "রাধাপ্রেম—" ইতি ১০৬ পয়ারাদি বাক্যের আনর্থক্যাপত্তি হয়, এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য বলিতেছেন "যদ্যপি" ইতি দুই পয়ারে। এখানকার অভিপ্রায় এই, প্রতিক্ষণ বর্দ্ধনশীল শ্রীরাধা-প্রেমের অগ্রে মৎসৌন্দর্য্যের (শ্রীকৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যের) প্রতিক্ষণ নবনবরূপে ভাসমান হওয়াতে তাহাতে তাঁহার তৃষ্ণা শান্তি হয় না, সুতরাং পূর্ব্ব প্রীতির অভাব হয় না বরং ক্ষণে ক্ষণে তাহা বৰ্দ্ধিতই হয়। এবং ক্ষণে ক্ষণে প্রীতির বৃদ্ধি হওয়াতে "রাধাপ্রেম—" ইত্যাদি বাক্যের আনর্থক্য হইল না।

এবং শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৪৪ অং "গোপ্যস্তপঃ" এই ১৩ শ্লোকের শ্রীবৈষ্ণবতোষণী যথা "নম্বেবং সদৈকরূপত্বেন পশ্যন্তি চেত্তদা নাসকৃৎচমৎকারঃ স্যাত্তত্রাহরনুসবেতি"। অস্যার্থ সর্ব্বদা একরূপে শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিলে তাহাতে উত্তরোত্তর চমৎকারিত্ব থাকে না, ইহাতে বলিতেছেন "অনুসব" ইতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রতিক্ষণেই নূতন। তথা তত্রৈব স্বামী যথা "এবং ভূতং নিত্যনবীনং রূপং"। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নবীন রূপ।

আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয় ॥১২৩॥

ননু প্রত্যক্ষীভূতো ভবন্মধুরিমা সর্ব্বেষামেব সমানমাস্বাদ্যো ভবেৎ প্রত্যক্ষত্বাৎ তথাচোক্তং প্রত্যক্ষং কেন বাধ্যতে তদা কথং "রাধিকা একলী" ইত্যুক্তমিতিচেত্তত্রাহ "আমার" ইতি। মন্নিত্যমাধুর্য্যস্য নিত্য নবনবত্বেপি যস্য যাবান্ প্রেমা সম্ভাবদেব মন্মাধুর্য্যমাস্বাদয়তীত্যর্থঃ। অয়ম্ভাবঃ নহি বস্তু-স্বভাব

এখানে শ্রীরাধা-প্রেমকে দর্পণ বলিবার অভিপ্রায় এই, সকল নির্ম্মল বস্তু অপেক্ষা দর্পণ পদার্থ সম্পূর্ণ নির্ম্মল হওয়াতে প্রতিবিম্ব যেমন তাহাতে সম্পূর্ণরূপে পতিত হয়, তদ্রূপ সকল প্রেমাপেক্ষা শ্রীরাধা-প্রেম সম্পূর্ণ নির্ম্মল হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ সৌন্দর্য্য তাহাতে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হয়, এজন্য তৎপ্রেমকে দর্পণ বলিয়াছেন।

এখানে "আমি যৈছে—" এই ১০৮ পয়ার প্রমাণে এখানকার দুই পয়ারোক্ত রাধাপ্রেম নির্ম্মল হইলেও ক্ষণে ক্ষণে তাহার নির্ম্মলতা বাড়ে। এবং শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের বাড়িতে অবকাশ না থাকিলেও তাহা নব নব ভাসে, ইত্যাদি বিরোধ বাক্য অসঙ্গত হয় না ॥১২০॥১২১॥

"এই প্রেমদ্বারে—" এই ১১৯ পয়ার বলিয়াছেন শ্রীরাধিকা নিজ প্রেম দ্বারা আমার (শ্রীকৃষ্ণের) অনন্ত সৌন্দর্য্য সমগ্র আস্বাদন করেন, তাহাতে আশঙ্কা হইতে পারে এই, অনন্ত সৌন্দর্য্যের সমগ্র আস্বাদন হইতে পারে না, কেননা অনন্ত পদার্থের ইয়ত্তা হয় না; দ্বিতীয়ত যদি তাহার সমগ্র আস্বাদন হয়, তাহা হইলে তাহার আনন্ত্য থাকে না, কেননা যে পদার্থের ইয়ত্তা আছে তাহা অনন্ত হইতে পারে না। তাহা হইলে উক্ত "এই প্রেমদ্বারে" এই বাক্য কিরূপে সঙ্গত হয়? ইহাতে বলিতেছেন "মোর" ইতি। হোড় করি, হুড় হুড়ি করিয়া অর্থাৎ হুড়ু করিয়া অর্থাৎ দ্রুতবেগে। নাহি হারি, হারে না অর্থাৎ পরাজয় হয় না।

এখানকার অভিপ্রায় এই, প্রতিক্ষণ বর্দ্ধনশীল যে শ্রীরাধা-প্রেম ও গর্ব্ব

এব তদ্গ্রহণে কারণং কিন্তু তত্র ইন্দ্রিয়াণাং শক্তিঃ সাচ কার্য্যৈক-সমধিগম্যা যথাকার্য্যং কল্প্যতে অতঃ যস্য যাবদিন্দ্রিয়শক্তিঃ সস্তাবদেব বস্তু গৃহ্ণাতি নতু সর্ব্বে সমান মিন্দ্রিয়শক্তের সমত্বাদিতি যথা তথৈব প্রত্যক্ষীভূতস্য মন্মাধুর্য্যস্য সত্তাপি ন তদাস্বাদনে কারণং কিন্তু প্রেমৈব তত্তু মন্মাধুর্য্যাদ্যনুভবকার্য্যৈকগম্যং যথাকার্য্যং কল্প্যতে অতঃ যস্য যাবান্ প্রেমা স স্তাবন্ মন্মাধুর্য্যমাস্বাদয়তি ন তু সর্ব্বে সমানং। তথা সতি মন্মাধুর্য্যসমগ্রাস্বাদনকার্য্যসমধিগম্যসমগ্রেণ প্রেম্না একা শ্রীরাধিকা মন্মাধুর্য্যং সমগ্রমাস্বাদয়তি অন্যে তু ন তদ্বদা স্বাদয়িতুং শক্নুবন্তি তদ্বৎ প্রেমাভাবাৎ। নতু যদি কশ্চিৎ তদ্বদ্ভবেৎ তদা তস্য তদ্বত্তদা

সৌন্দর্য্য (শ্রীকৃষ্ণ-সৌন্দর্য্য) এই উভয়ে বর্ণন-বিষয়ে সমান ধর্ম্মাক্রান্ত হওয়াতে অর্থাৎ অনন্ত প্রেম দ্বারা অনন্ত সৌন্দর্য্যের আস্বাদন করাতে সেই সৌন্দর্য্যের সমগ্র আস্বাদন হইল। আর অনন্ত প্রেম দ্বারা আস্বাদিত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যের আনন্ত্য হানি হইল না, যেহেতু এতদুভয়েই অনন্ত ॥১২২॥

"এই প্রেম-দ্বারে" এই ১১৯ পয়ারে আপনি (শ্রীকৃষ্ণ) বলিয়াছেন একা শ্রীরাধিকা আমার সমগ্র সৌন্দর্য্য আস্বাদন করেন, তাহাতে আশঙ্কা হইতে পারে এই প্রত্যক্ষীভূত বস্তুকে যেমন সকলেই সমান গ্রহণ করে, তদ্রূপ আপনকার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রত্যক্ষীভূত সৌন্দর্য্যকে সকলেই সমান গ্রহণ করিবে, যেহেতু তাহা প্রত্যক্ষ বস্তু, এবং লোকেও বলে প্রত্যক্ষের বাধা কিছুতেই হয় না; তাহা হইলে একা শ্রীরাধিকা নিজ প্রেমদ্বারা আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সমগ্র সৌন্দর্য্য আস্বাদন করেন, এই বাক্য কিরূপে সঙ্গত হয়? ইহাতে বলিতেছেন "আমার" ইতি। এখানে দেহলি দীপিকান্যায়ে* নিত্য শব্দটী উভয়গত অর্থাৎ আমার নিত্য মাধুর্য্য নিত্য নবনবরূপে প্রকাশ পায়, তথাপি যে ভক্তের যত পরিমাণ

---

* দেহলি শব্দে চৌকাঠ অর্থাৎ দ্বারের কাষ্ঠ চতুষ্টয়ের অধঃ কাষ্ঠখণ্ড, তাহাতে প্রদীপ প্রদান করিলে তাহার আলোক যেমন গৃহ-মধ্যে ও বাহিরে এই উভয়গত হয় তদ্রূপ মধ্যবর্ত্তী বিষয়টী পূর্ব্বাপর বিষয়ে যোগ হইলে এই ন্যায় বলে।

স্বাদনং ভবেদিতি ন বাচ্যং যতঃ যথাহমেক এব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ ন কশ্চিৎ মত্তুল্য স্তথা একা এব স্বরূপশক্তিঃ শ্রীরাধিকা ন তু তত্তুল্যো কশ্চিৎ ভবেৎ য স্তদ্বন্ মন্মাধুর্য্যং সমগ্রমাস্বাদয়েৎ। এতেনাপি শ্রীকৃ মাধুর্য্যস্য প্রেমৈকস্বাদ্যত্ব মুক্তং প্রেমানুরূপস্বাদ্যত্বেন কথিতত্বাদিতি ॥১২৩॥

প্রেম, সে তত পরিমাণে আমার মাধুর্য্য আস্বাদন করে। আমার নিত্য অনন্ত সৌন্দর্য্য নিত্য নবনবরূপে প্রকাশ হওয়াতে তাহা উৎপত্তি ধ্বংস রহিত।

এখানকার অভিপ্রায় এই বস্তুর বিদ্যমানতাই যে তদ্গ্রহণের প্রতি কারণ তাহা নহে, কিন্তু তাহাতে ইন্দ্রিয় শক্তিই কারণ, সেইটী কার্য্য দ্বারা জানিতে পারা যায় এবং কার্য্যানুরূপ কল্পিত হয়, অতএব যাহার ত পরিমাণে শক্তি সে তত পরিমাণে বস্তু গ্রহণ করিতে পারে, সম্পূর্ণ শক্তিতে সম্পূর্ণ বস্তু গ্রহণ করে, ইহা হইলে প্রত্যক্ষীভূত বস্তু সকলে সমান গ্রহণ করিতে পারে না, ইহা যেমন; তদ্রূপ প্রত্যক্ষীভূত মৎসৌন্দর্য্যের বিদ্যমানতাই যে তদাস্বাদনের প্রতি কারণ তাহা নহে, কিন্তু প্রেমই তাহার প্রতিকারণ, সেই প্রেম পদার্থ আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সৌন্দর্য্যাদ্যনুভব কার্য্য দ্বারা জানিতে পারা যায় এবং সেই অনুভব কার্য্যানুরূপ কল্পিত হয়। অতএব যাহার যত পরিমাণে প্রেম সে তত পরিমাণে আমার সৌন্দর্য্য আস্বাদন করে, তাহা হইলে যে প্রেম দ্বারা আমার অনন্ত সৌন্দর্য্য আস্বাদন করে সে প্রেমও অনন্ত, নচেৎ তাহা আস্বাদ্য হইতে পারে না, এই অনন্ত সৌন্দর্য্যাস্বাদন কার্য্য বোধগম্য অনন্ত প্রেম দ্বারা শ্রীরাধিকা আমার অনন্ত সৌন্দর্য্যের সমগ্র আস্বাদন করেন, তদ্ভিন্ন অন্যের তাদৃশ প্রেম না থাকায় স্ব স্ব প্রেমানুরূপ অর্থাৎ তাহার কিয়দংশ আস্বাদন করে। অতএব "রাধিকা একলী" ইহা অসঙ্গত নহে।

এবং শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধ ৪৪ অং "গোপ্যস্তপঃ" এই ১৩ শ্লোকে বৈষ্ণব তোষণী যথা। "নবীদৃশং রূপং তত্রাস্তি চেত্তদাস্তেহপি পশ্যেয়ুঃ তত্রাহুঃ মিতি স্বতস্তাদৃশপ্রেম্ণোহসম্ভবাদন্যেষাং তাদৃশত্বং তাসামেব দৃঢ়াবধানেন অন্যথাতু ন স্ফুরতীত্যর্থঃ"।

দর্পণাদ্যে যদি দেখি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি ॥১২৪॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥১২৫॥

শ্রীরাধিকাস্বাদ্য স্বসৌন্দর্য্যাস্বাদনেচ্ছায়াং কারণমুক্ত্বা তদ্ভাবগ্রহণেনৈব তদাস্বাদনং ভবেদিত্যেতদেব তস্য তদ্ভাবগ্রহণে কারণমিত্যাহ "দর্পণ" ইতি দ্বাভ্যাং। শ্রীরাধিকা-প্রেমৈব মৎসৌন্দর্য্য-সমগ্রাস্বাদনোপায়ভূত মতঃ রাধিকাস্বরূপ হইতে শ্রীরাধাপ্রেমভাবং গৃহিতুমিত্যর্থরিতি ॥১২৪॥১২৫॥

অস্যার্থ কংসরঙ্গগত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তৎস্থানগত মথুর স্ত্রীগণ বলিতেছেন এই, এই রূপ(শ্রীকৃষ্ণরূপ)তথায় থাকিলে অন্যেও তাহা দর্শন পায়? ইহাতে বলিতেছেন এই, তাদৃশ প্রেমের অভাব হেতু অন্যের এই শ্রীকৃষ্ণরূপ দুষ্প্রাপ্য, পরম প্রেমবতী গোপীকাদের দৃঢ় মনোযোগে সেই রূপের স্ফূর্ত্তি হয় অন্যথা হইলে তাহা হয় না।

নিত্য নবত্ব তত্রৈব স্বামী যথা "এবং ভূতং নিত্য নবীনং রূপং। তথা শ্রীবৈষ্ণবতোষণী "ইতি নিত্যত্বঞ্চ দর্শিতং"। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ নিত্য নবীন।

যদি বল সাধনবশতঃ শ্রীরাধিকার মতন হইতে পারিলে তাহার সমগ্রাস্বাদন করিতে পারে? ইহা সৎলোক কখন মুখেও আনিতে পারে না, যেহেতু যেমন আমিই এক শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, কিন্তু অন্য কেহ তাহা হইতে পারে না, তদ্রূপ একা শ্রীরাধিকাই আমার (শ্রীকৃষ্ণের) স্বরূপ শক্তি, তদ্ভিন্ন অন্য কেহ সাধনবশতঃ দ্বিতীয় স্বরূপ শক্তি হইতে পারে না। অতএব শ্রীরাধাতুল্য আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সৌন্দর্য্য সমগ্রাস্বাদন অন্য কাহা হইতে হইবার নহে। যেমন অগস্ত্য ঋষি অসীম জলরাশি সমুদ্রের সমগ্র গণ্ডূষ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য কাহা হইতে তাহা হইবার নহে। তবে যে কেহ উহা বলে তাহা স্বার্থপর বঞ্চকের বাক্য জানিবে।

তথাহি ললিতমাধবে ৮ অঙ্কে ৩২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভস মুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥২০॥

অপরিকলিতেতি মণিভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্বলব্ধাতিশয়ং বপুশ্চিত্রং দৃষ্ট্বা শ্রীভগবন্মনোরথঃ প্রতিক্ষণং নবনবায়মানতন্মাধুর্য্যত্বাৎ। ইতি দুর্গমসঙ্গমনী। অয়মহমপি নির্ব্বিকারত্বেন প্রসিদ্ধোঽহমপি। ইতি চং ॥২০॥

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ চমৎকারকারী কঃ গরীয়ান্ এষ মম মাধুর্য্যপূরঃ (সৌন্দর্য্যসমূহঃ) স্ফুরতি। অয়ং অহমপি যং (সৌন্দর্য্যং) প্রেক্ষ্য লুব্ধচেতাঃ সন্ হন্ত (সসম্ভ্রমং) সরভসং রাধিকা ইব উপভোক্তুং কাময়ে। ইত্যন্বয়ঃ ॥২০॥

উক্ত পয়ার বাক্যে ইহাও বলা হইল শ্রীকৃষ্ণ-সৌন্দর্য্য এক প্রেম দ্বারাই আস্বাদন হয়, যেহেতু স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ বলিয়াছেন। এই জন্য অসুর সকল তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতে না পাওয়াতে আনন্দিত হয় নাই, যেমন অধুনা অভক্ত লোক শ্রীমুর্ত্তি দর্শন করিয়াও আনন্দিত হয় না ॥১২৩॥

শ্রীরাধিকাস্বাদিত স্বসৌন্দর্য্যাস্বাদনেচ্ছার প্রতি কারণ বলিয়া সেই শ্রীরাধার ভাব গ্রহণেই তাহার আস্বাদন হইবে, এইটীই তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) তদ্ভাব গ্রহণে (শ্রীরাধাভাব গ্রহণে) কারণ, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন "দর্পণাদ্যে" ইতি দুই পয়ারে। মাধুরী, সৌন্দর্য্য। আস্বাদিতে, আস্বাদন করিতে। নারি, পারি-না। হৈতে, হইতে। ধায়, ধাবিত হয় (যায়)। স্বসৌন্দর্য্যাস্বাদন করিতে লোভ হইলেও তদাস্বাদনোপায়ীভূত প্রেম পদার্থ আমার (শ্রীকৃষ্ণের) না থাকায় তাহা আস্বাদন করিতে পারি না, যেহেতু তাহা প্রেমৈকস্বাদ্য। তাহাতে তদাস্বাদনোপায়ীভূত প্রেমের বিচার করিলে অর্থাৎ প্রেম

কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নর নারী করায়ে চঞ্চল ॥১২৬॥
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্ব মন।
আপনা আস্বাদিতে করে অনেক যতন ॥১২৭॥
এ মাধুর্য্যামৃত সদা যেবা পান করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তরে ॥১২৮॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধাতা নিন্দন।
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন ॥১২৯॥
কোটি নেত্র না দিলেক সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমিষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি ॥১৩০॥

দর্পণাদৌ স্বমাধুর্য্যং দৃষ্ট্বা তদাস্বাদিতুং স্বস্য কথং লোভোৎপত্তি রিত্যত্র স্বমাধুর্য্যস্বভাব এব তদুৎপাদয়তীতি তৎকার্য্যং শ্রীপাদ গ্রন্থকৃদাহ "কৃষ্ণমাধুর্য্য" ইত্যাদি 'কৃষ্ণের মাধুরী' ইত্যন্তং ॥১২৬॥—॥১৩০॥

প্রেমদ্বারা তাহার সমগ্রাস্বাদন হইতে পারে এই বিচার করিলে, শ্রীরাধিকার স্বরূপ হইতে অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রেমভাব গ্রহণ করিতে মন ধায়, তবে কিনা শ্রীরাধিকাই নিজ প্রেমদ্বারা আমার সমগ্র সৌন্দর্য্য আস্বাদন করেন, এই কারণে উঁহার প্রেমভাব গ্রহণ করিতে অভিলাষ হয় ইতি ॥১২৫॥১২৫॥

মণি-নির্ম্মিত ভিত্তি প্রতিবিম্বিত নিজ মাধুর্য্য দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সবিস্ময়ে বলিতেছেন এই পূর্ব্বাপরিচিত (অদৃষ্টপূর্ব্ব) এবং আশ্চর্য্যকে করে এ প্রেম। কেন আমার অধিকতর এই সৌন্দর্য্য সমূহ প্রকাশ পাইতেছে। কি আশ্চর্য্য এই খানি অর্থাৎ ইহা আমারই সৌন্দর্য্য, তথাপি ইহা দেখিয়া চিত্তে লোভ হওয়াতে ঔৎসুক্যের সহিত সসম্ভ্রমে রাধিকার মতন তাহা ভোগ করিতে ইচ্ছা করি ॥২০॥

"অপরিকলিত পূর্ব্ব" ইত্যাদি বাক্যের প্রমাণ এই শ্লোক ॥২০॥

শ্রীরাধিকা নিজ প্রেমদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে সৌন্দর্য্য আস্বাদন করেন সেইটী জানিবার যে ইচ্ছা, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যাবতারে দ্বিতীয় মুখ্যহেতু, তাহাতে ঐ ইচ্ছার উৎপত্তি বিষয়ে শ্রীরাধাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যাস্বাদনের বিচিত্রতাই কারণ, এইটী "অদ্ভুত অনন্তপূর্ণ" এই ১১৮ পয়ারাদি দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন। এবং একা শ্রীরাধিকা নিজ সমগ্র প্রেম দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের যে সমগ্র সৌন্দর্য্য আস্বাদন করেন, সেইটী তাঁহার তদ্ভাব গ্রহণে কারণ, ইহা "দর্পণাদ্যে" এই ১২৪ পয়ারাদি দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন। তন্মধ্যে "দর্পণাদ্যে" ইত্যাদি বাক্যে বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের নিজ সৌন্দর্য্য নিজেই ভোগ করিতে লোভ হয়, তাহা কিরূপে সম্ভব হয়, যেহেতু নিজ সৌন্দর্য্য নিজেই ভোগ করিতে কাহার লোভ দেখা যায় না। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যের একটী স্বভাবই এই যে তাহা ভোগ করাইতে লোভিত করে, এই জন্য স্বমাধুর্য্যাস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণের লোভ হয়; এই মীমাংসায় শ্রীগ্রন্থকৃৎপাদ সেই স্বভাবকার্য্য বর্ণনা করিতেছেন "কৃষ্ণ মাধুর্য্যের" ইত্যাদি "কৃষ্ণের মাধুরী" ইত্যন্ত। চঞ্চল, লোলুপ। অর্থাৎ তাহা ভোগ করাইতে লুব্ধ করে ॥১২৬॥

শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য শ্রবণ করিলে বা দর্শন করিলে তাহা নিজ স্বভাব বলে শ্রীকৃষ্ণাদি সকলকার মন আকর্ষণ করিয়া আপনা আস্বাদিতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আপনাকে (সেই মাধুর্য্যকে) আস্বাদন করাইতে যতন (যত্ন) করায়, অথবা শ্রবণে দর্শনে মন আকর্ষণ করে, এই জন্য আপনা (সুতরাং) তাহা আস্বাদন করিতে (দর্শনাদি করিতে) যত্ন করে ॥১২৭॥

যাহারা কৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন না করিয়াছে তাহারা তজ্জন্য যত্ন করে, ইহা বলিয়া যাহারা তাহা আস্বাদন করে, তাহারা কি করে ইহা বলিতেছেন "এই মাধুর্য্য" ইতি। যাহা কৃষ্ণ আদি সকলকে চঞ্চলাদি করে, এই শ্রীকৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যামৃত যেবা পান করে অর্থাৎ অত্যন্তাশক্তির সহিত দর্শনাদি করে তাহার তৃষ্ণা শান্তি হয় না, বরং নিরন্তর বৃদ্ধি হয় ॥১২৮॥

শ্রীকৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যামৃত পানে আশার অশান্তি বশত তৃপ্ত না হইয়া বিধাতাকে (সৃষ্টিকর্ত্তাকে) এই বলিয়া নিন্দা করে, বিধি (সৃষ্টিকর্ত্তা) অবিদগ্ধ (অনিপুণ)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৮২ অং ২৭ শ্লোকে শ্রীশুক-বাক্যং।

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা
স্তদ্ভাব মাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপং ॥২১॥

অভীষ্টত্বে লিঙ্গং যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেক্ষণে দৃশিষু নেত্রেষু আবধারং পক্ষ্মকৃতং বিধাতারং শপন্তি। দৃগ্‌ভিঃ নৈত্রদ্বারৈর্হৃদীকৃতং হৃদয়ে প্রবেশিতং পরিরভ্য তদ্ভাবং তদাত্মতাং প্রাপুঃ। অপি নিত্যযুজাং আরূঢ়যোগিনামপি। ইতি ভাবার্থদীপিকা।

সর্ব্বাঃ গোপ্যঃ চ যৎ (যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) প্রেক্ষণে (দর্শনে) দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং (নেত্রলোমকৃতং বিধাতারং) শপন্তি (ভর্ৎসয়ন্তি) (তং) অভীষ্টং কৃষ্ণং চিরাৎ উপলভ্য দৃগ্‌ভিঃ হৃদি কৃতং অলং (অত্যর্থং) পরিরভ্য নিত্যযুজাং অপি দুরাপং তদ্ভাবং আপুঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥২১॥

অর্থাৎ সৃষ্টি কার্য্যে তিনি অনভিজ্ঞ, যেহেতু তিনি ভাল সৃষ্টি করিতে জানেন না ॥১২৯॥

বিধি ভাল সৃষ্টি জানে না বলি এই জন্যে, শ্রীকৃষ্ণ-সৌন্দর্য্য-দর্শক আমাদের কোটি নেত্র না দিয়া কেবল দুইটী নেত্র দিয়াছে, আবার সেই দুইটী নেত্রে নিমিষ দিয়াছে; ইহাতে মুঞি (আমি) কৃষ্ণ দর্শন কি করিব অর্থাৎ কিছুই দর্শন হয় না। শ্রীকৃষ্ণ-সৌন্দর্য্য দর্শক ব্যক্তির সানিমিষ দুইটী চক্ষু নির্ম্মাণ করাতে বিধাতা অতীব মূর্খ, অনিমিষ কোটি নেত্র নির্ম্মাণ করিলে ভাল সৃষ্টি হইত ইতিভাব।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩১ অং ১৫ শ্লোকে শ্রীগোপী-বাক্যং।

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।

এতাবং তন্ময়তাং আস্বাদ্যশেষবিস্মৃত্যা তদেকপরিস্ফূর্ত্তে রত্নৈস্তৈর্ব্যাখ্যাতং যদ্বা হৃদীকৃতং সদাচিত্তে ধৃত মেবাধুনা দৃগ্‌ভিঃ পরিভাব্য পরমাশঙ্ক্যা সর্ব্বতো নিরীক্ষ্য এবং কৃষ্ণত্বং পরমানন্দঘনতাং চিরবিরহদুঃখোপশান্তিপূর্ব্বকপরকাষ্ঠাপ্রাপ্তমধুরানন্দবিশেষ মিত্যর্থঃ। যদ্বা সং অনির্ব্বচনীয় শ্চাসৌ ভাবস্তেন সহ রহঃক্রীড়াজায়মানচিত্তবৃত্তিবিশেষপ্রেমাং পরমকাষ্ঠাবিশেষং যদ্বা নিত্যযুক্তাং নিত্যসংযোগবতীনাং শ্রীরুক্মিণ্যাদীনামপি দুরাপং। অন্যৎ সমানং ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী। অন্যত্তত্র দ্রষ্টব্যং ॥২১॥

এখানে "কৃষ্ণ আদি" এই পাঁচ পয়ারে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে ইহা শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য স্বভাব কার্য্য জানিবে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণ আদি সকলকে চঞ্চল করে, আকর্ষণ করে, আস্বাদন করাইতে যত্ন করায়, ইত্যাদি এবং তৃষ্ণার অশান্তি, বিধাতা নিন্দন, অনিমিষ কোটি নেত্রের অভিলাষ ইত্যাদিকে সেই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য স্বভাবেই করায় ॥১৩॥

নেত্রনিমেষমাত্রে যে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের ব্যাঘাত হওয়াতে গোপীকা সকল নিমেষ-সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাকে গালি প্রদান করিতেন, এক্ষণে কুরুক্ষেত্রে তাঁহারা বহুদিনের পর অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া নিজ হৃদিধৃত তাঁহাকে দৃষ্টি দ্বারা অধিকতর আলিঙ্গন করত শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতিরও দুষ্প্রাপ্য এরূপ চিরবিরহদুঃখ শান্তি পূর্ব্বক চরম সীমাপ্রাপ্ত মধুরানন্দ বিশেষ পাইয়াছিলেন ॥২১॥

"অতৃপ্ত হইয়া করে বিধাতানিন্দন" এই পয়ারের প্রমাণ "যদ্দর্শনে দৃশি পক্ষ্মকৃতং শপন্তি" ॥২১॥

কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চতে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং ॥২২॥

কিঞ্চ ক্ষণমপি ত্বদ্দর্শনে দুঃখং দর্শনেচ সুখং দৃষ্ট্বা সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগেন ... এব বয়ং ত্বামনুগতাঃ ত্বন্তু কথমস্মান্ ত্যক্তুমুৎসহসে ইতি সকরুণ মুহুঃ ...তিদ্বয়েন। যৎ যদা ভবান্ কাননং বৃন্দাবনং প্রতি অটতি গচ্ছতি তদা ...তাং প্রাণিনাং ত্রুটি ক্ষণার্দ্ধমপি যুগায়তে যুগবদ্ভবতি এব ত্বদর্শনে দুঃখ... পুনশ্চ কথঞ্চিদ্দিনান্তে তব শ্রীমুখং উৎউচ্চৈ বীক্ষমাণানাং তেষাং দৃশাং ... ব্রহ্মা জড়ো মন্দ এব নিমিষমাত্রমপ্যন্তর মসহ্যমিতি দর্শনসুখমুক্তং। ইতি ভাবার্থদীপিকা।

...তাং সর্ব্বেষামপি ব্রজজনানাং। কুটিলকুন্তলাশ্চূর্ণকুন্তলা উপরি... মস্মিংস্তৎ। ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী। অন্যত্তত্রদ্রষ্টব্যং।

...টিঃ ক্ষণস্য সপ্তবিংশতিশততমোভাগঃ ক্লীবত্বমার্ষং। ইতি শ্রীবিশ্বনাথ ...বর্ত্তী ॥২২॥

ভবান্ অহ্নি (দিবসে) যৎ (যদা) কাননং (বৃন্দাবনং) অটতি (গচ্ছতি) (তদা) ত্বাং অপশ্যতাং ব্রজজনানাং ত্রুটি যুগায়তে। তে (তব) কুটিলকুন্তলং ...মুখং চ উদীক্ষতাং দৃশাং পক্ষ্মকৃৎ (পক্ষ্মকর্ত্তা বিধাতা) জড়ঃ (অজ্ঞঃ) ... ॥২২॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি গোচারণাদি করিবার জন্য দিবসে যখন বৃন্দাবন গমন কর ... তোমার অদর্শনে এক ত্রুটি* পরিমাণ কালও ব্রজবাসীদিগের যুগবৎ বোধ ... তৎপরে দিবস শেষভাগে যখন তুমি সেই বন হইতে গৃহে আগমন কর ... যাহারা তোমার কুঞ্চিতকুন্তলেরদ্বারাবৃত পরমশোভানয় মুখ-কমল দর্শন ... তাহাদের চক্ষুলোম কর্ত্তা (নিমিষনির্ম্মাতা বিধাতা) অজ্ঞ অর্থাৎ

---

* একক্ষণের সপ্তবিংশতি শততম ভাগকে ত্রুটি বলে।

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাহি আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান ॥১৩১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্কং ২১ অং ৭ শ্লোকে সখীঃ প্রতি শ্রীগোপীবাক্যং।

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তো বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়ো রনুবেণুজুষ্টং
যৈর্বা নিপীত মনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং ॥২৩॥

অনুবর্ণনমেবাহ অক্ষণ্বতামিতি ত্রয়োদশভিঃ। চক্ষুষ্মতাং তাবদিদমেব ফলং প্রিয়দর্শনং পরমন্যং ন বিদাম নবিদ্ম ইত্যর্থঃ তচ্চ ফলং সখিভিঃ সহ পশূন্ বনং প্রবেশয়েতো রামকৃষ্ণয়ো র্বক্ত্রং যৈর্নিপীতং তৈরেব দৃষ্টং নান্যৈরিত্যর্থঃ। কথংভূতং বক্ত্রং অনুবেণু বেণুমনুবর্ত্তমানং তং বাদয়ৎ তথা অনুরক্ত কটাক্ষমোক্ষং স্নিগ্ধকটাক্ষবিসর্গং। অথবা যৈর্নিপীতং তয়োর্বক্ত্রং তৈস্তু ইদমেব অক্ষণ্বতাং অক্ষোঃ ফলমিতি। ইতি ভাবার্থদীপিকা।

হে সখ্যঃ অক্ষণ্বতাং চক্ষুষ্মতাং ইদং ফলং পরং অন্যৎ ন বিদামঃ বয়স্যৈঃ সহ পশূন্ অনু বিবেশয়তোঃ (বনং প্রবেশয়তোঃ) ব্রজেশসুতয়োঃ (শ্রীরামকৃষ্ণয়োঃ) অনুবেণুজুষ্টং অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং বক্ত্রং যৈঃ বৈ নিপীতং ইত্যন্বয়ঃ ॥২৩॥

তোমার শ্রীমুখ দর্শনে এত আনন্দ হয় যে নিমিষ মাত্র ব্যবধানও সহ্য হয় না, তাহাতে অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত বিধাতা তব শ্রীমুখ দর্শক ব্যক্তির চক্ষে নিমেষ নির্ম্মাণ করিয়াছে, অতএব তিনি সৃষ্টি বিষয়ে অজ্ঞ। অথবা নিমেষোন্মেষের ব্যবধান সহ্য করিতে না পারিয়া তন্নির্ম্মাতা নিমিকে অজ্ঞ বলিয়াছেন ॥২২॥

অথ পূর্ব্বোক্তানুসারেণ। বহিৰ্দ্বয়া রামসহিতবর্ণয়ন্ত্যোপি স্বভাবব্যঞ্জিতার্থ বিশেষেণ তথা ন শেকুরিতি দর্শয়তি অক্ষণ্বতামিতি।—॥ ব্রজেশো গোপরাজঃ শ্রীনন্দ এব তস্য সুতয়োঃ শ্রীবলদেবস্যাপি তৎসুতত্বব্যবহারোদর্শিত এব।—স্বভাবব্যঞ্জিতার্থো যথা ব্রজেশসুতয়োর্মধ্যে নু পশ্চাৎ বেণুজুষ্টং যৈ র্নিপীতং। শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ত্রমেব বেণুজুষ্টতয়া পশ্চাদ্ভাবেন কনিষ্ঠতয়া চ প্রসিদ্ধং অত এবৈ-কত্বং নিতরাং পীতমিত্যনেন বক্ত্রস্য সুধাময়চন্দ্ররূপকত্বং ধ্বন্যতে। ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী। অন্যত্তত্র দ্রষ্টব্যং ॥২৩॥

"অতৃপ্ত হইয়া করে বিধাতা নিন্দন" এই পয়ারে প্রমাণ "জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং ॥২২॥

ধ্যান, অন্য। এখানে "কৃষ্ণাবলোকন—" এই বাক্যকে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য স্বভাবই বলায়, অর্থাৎ তন্মাধুর্য্যের এমনই স্বভাব যে তদ্দর্শক ব্যক্তিকে ঐ কথা বলায় ॥১৩১॥

হে সখিগণ! সখাগণ সঙ্গে গো প্রভৃতি পশু সকলকে বৃন্দাবন প্রবেশ করাইতেছেন শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ কটাক্ষ বিস্তারী ও বেণুযুক্ত মুখচন্দ্র যাহারা আশানুরূপ দর্শন করে, তাহারাই চক্ষু ধারণের ফল যে প্রিয় দর্শন তাহা পাইয়াছে, ইহার পর অন্য যে ফল আছে, অর্থাৎ শ্রীবলদেব কৃষ্ণের শ্রীমুখ দর্শন ব্যতীত আর অন্য যে প্রিয় দর্শন আছে তাহা জানি না ॥২৩॥

শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্বানুরাগবতী ব্যূঢা গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীবলদেব বর্ণনা করিবার তাৎপর্য্য নিজ ভাব গোপন করা অর্থাৎ বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করিলে আমাদের (গোপীদের) শ্রীকৃষ্ণানুরাগ কেহ জানিতে পারিবে না, এই ভাবে শ্রীবলদেবের ও বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের স্বীয় ভাবার্থ এই শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ের মধ্যে কনিষ্ঠতাপ্রযুক্ত শ্রীবলদেবের পশ্চাদ্গামী শ্রীকৃষ্ণ মুখ যাহারা পান করে।

"কৃষ্ণাবলোকন বিনা—"। ইহার প্রমাণ এই শ্লোক ॥২৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৪৪ অং ১৩ শ্লোকে মাথুর-যোষিদ্বাক্যং।

গোপাস্তপঃ কিমচরন্ যদ মুষ্যরূপং
লাবন্যসার মসমোর্দ্ধমনন্য সিদ্ধং।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্য নুসবাভিনবং দুরাপ
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য* ॥২৪॥

অহো কষ্ট মন্দপুণ্যা বয়ং যতোঽস্মাভিরনবসরে দৃষ্টোঽয়ং গোপ্যস্তু বহুপুণ্যা ইত্যাহুস্ত্রিভি র্গোপ্য ইতি। অমুষ্য শ্রীকৃষ্ণস্য রূপমঙ্গং লাবণ্যেন সারং শ্রেষ্ঠং কিঞ্চ অসমোর্দ্ধং ন বিদ্যতে সমং উর্দ্ধমধিকঞ্চ যস্য তৎ। তদপি ন অন্যেন আভরণাদিনা সিদ্ধং কিন্তু স্বত এব ঐশ্বর্য্যস্য চাব্যভিচারিস্থানং ঈশ্বরস্যেতি পাঠান্তরে অমুষ্য ঈশ্বরস্য ইত্যন্বয়ঃ। এবং ভূতং নিত্যনবীনং রূপং যা নেত্রৈঃ পশ্যন্তীতি ভাবার্থদীপিকা।

গোপ্য ইতি তপঃ ভগবদারাধনালক্ষণং কিং কতমৎ আচরিতবত্যঃ ঈদৃশফলস্য বাঙ্মনসাতীতত্বাৎ। যদ্বা কিং তপোঽচরন্ অপিতু নৈবাচরন্ তপোমাত্রস্যেদৃশফলদানাশক্তেঃ তদীয় নিত্যপ্রেয়সীসমুচিত এবায়মুদয়মিতিভাবঃ। ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী। অন্যত্তত্র দ্রষ্টব্যং ॥২৪॥

গোপ্যঃ কিং তপঃ অচরন্ যৎ (যতঃ) অমুষ্য (শ্রীকৃষ্ণস্য লাবণ্যসারং অসমোর্দ্ধং অনন্যসিদ্ধং অনুসবাভিনবং দুরাপং যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য একান্তধাম রূপং (অঙ্গং) দৃগ্ভিঃ পিবন্তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥২৪॥

গোপীকারা ভাগবদারাধনারূপ কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহারা এই শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যসার অঙ্গকে অধিকরূপে দর্শন করেন, জগতে যে অঙ্গের সমান বা অধিক নাই, এবং যাহা অলঙ্কারাদি ব্যতীত স্বতঃসিদ্ধ শোভাময়, নিত্য-নবীন, অন্য দুষ্প্রাপ্য এবং যশ শোভা ও ঐশ্বর্য্যের একাশ্রয় ॥২৪॥

---

* ঈশ্বরস্যেতি পাঠান্তরং।

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব্বতার বল।
যাহার শ্রবণে হয় মন টলমল ॥১৩২॥
কৃষ্ণের মাধুরী* কৃষ্ণে উপজায় লোভ।
সম্যক্ আস্বা তে নারে মনে রহে ক্ষোভ ॥১৩৩॥
এইত দ্বিতীয় হেতুর কৈল বিবরণ ॥১৩৪॥

শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক ইত্যেতদুপসংহরতি "অপূর্ব্ব" ইতি সার্দ্ধদ্বয়েন। ১৩২॥১৩৩॥১৩৪॥

গোপীকারা কোন তপঃপ্রভাবে যে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেন তাহা নহে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ফল প্রদানে কোন তপস্যার শক্তি নাই। তাহা হইলে উহার অর্থ এই, গোপীকারা কি তপস্যা করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাহা করেন নাই। নিত্য প্রেয়সীত্বপ্রযুক্ত তাঁহারা তাঁহাকে নিত্যই দর্শন করেন।

"যেইজন কৃষ্ণ দেখে—" ইহারই প্রমাণ এ শ্লোক ॥২৪॥

"দর্পণাদ্যে—" এই ১২৪ পয়ার বাক্যে আশঙ্কা হইয়াছিল এই, নিজ মাধুর্য্য নিজেই আস্বাদন করিতে শ্রীকৃষ্ণের লোভ কিরূপে হইতে পারে, ইহাতে তন্মাধুর্য্য স্বভাবই কারণ, এ কারণ "কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক—" ১২৬ ইত্যাদি পয়ারে সেই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য স্বভাব-কার্য্য বর্ণনা করিয়া তাহার উপসংহার করিতেছেন "অপূর্ব্ব" ইতি সার্দ্ধ দুই পয়ারে। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের স্বভাবই এই, তাহা আস্বাদন করাইতে তাঁহার লোভোৎপত্তি করে। কিন্তু তাহা আস্বাদন করিতে না পারায় শ্রীকৃষ্ণ মনে ক্ষোভ থাকে। এই পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যাবতারে দ্বিতীয় হেতু যে কারণে উৎপত্তি হয় তাহা বলা হইল ইতি ॥১৩২॥—॥১৩৪॥

---

* কৃষ্ণের ইতি পাঠান্তর।

তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ ॥১৩৫॥
অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত ॥১৩৬॥
যেবা কেহো অন্যে জানে সেহো তাঁহা হইতে।
চৈতন্য গোসাঞির তেঁহো অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে ॥১৩৭॥

শ্রীচৈতন্যাবতার মুখ্যহেতু ভূতায়াঃ দ্বিতীয়বাঞ্ছায়াঃ কারণমুক্ত্বা তৃতীয় বাঞ্ছা সৌখ্যঞ্চাস্যাঃ মদনুভবতঃ কীদৃশং বা ইত্যস্যাঃ কারণং বদন্নাহ তৃতীয় ইতি। যেনহেতুনা তত্র বাঞ্ছা জাতা তৎ শৃণু ইত্যর্থঃ ॥১৩৫॥

এই রসের উক্ত তৃতীয় হেতু ভূতস্য রসস্য সিদ্ধান্ত বক্ষ্যমাণ গোপীগণের প্রেম ইত্যাদ্যুক্তসিদ্ধান্তং। অত্র শ্রীস্বরূপাৎ প্রাপ্তত্বেন তস্য গ্রন্থকৃৎপাদাকল্পিতত্বমুক্তং ॥১৩৬॥১৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যাবতারে হেতুভূত ত্রিবিধ বাঞ্ছার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বাঞ্ছোৎপত্তির প্রতি কারণ বলিয়া আমার (শ্রীকৃষ্ণের) অনুভবে শ্রীরাধিকার কিরূপ সুখ হয়, এই তৃতীয় বাঞ্ছোৎপত্তির প্রতি কারণ বলিবার জন্য বলিতেছেন "তৃতীয়" ইতি। যে কারণে শ্রীরাধার সেই সুখ জানিতে শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছোৎপত্তি হয় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ইত্যর্থ ॥১৩৫॥

শ্রীকৃষ্ণের মনোগত উক্ত তৃতীয় হেতু, এবং ঐ হেতু বিষয়ক বক্ষ্যমাণ "গোপীগণের প্রেম অধিরূঢ় ভাব নাম" ইত্যাদ্যুক্তসিদ্ধান্ত, এই দুইটী গ্রন্থকার কিরূপে জানিলেন; তাহাতে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী হইতে তিনি জানিয়াছেন এইটী ব্যক্ত করিবার জন্য বলিতেছেন "অত্যন্ত" ইতি। এই রসের, তৃতীয় হেতুরূপ রসের। আস্বাদ্যপ্রযুক্ত উহাকে রস বলিয়াছেন। মর্ম্ম, জীবন স্থানবৎ প্রিয়। তাহা তিনি (স্বরূপ গোস্বামী)। যাতে, যেহেতু। শ্রীকৃষ্ণের মনোগত ভাবপ্রযুক্ত অত্যন্ত নিগূঢ় এই তৃতীয় হেতুটী, এবং প্রেম রসের সিদ্ধান্ত এই

গোপীগণের প্রেম অধিরূঢ় ভাবনাম*।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম ॥১৩৮॥

নিজ কামপূর্ণতা এব সুখোৎপত্তৌ হেতুঃ কিন্তু তদ্বিনৈব শ্রীরাধায়াঃ শ্রীকৃষ্ণানুভবসুখং জায়তে ইত্যেব তত্র বিচিত্রতা কারণং বিনা কার্য্যোৎপত্তেঃ সৈব তৃতীয়বাঞ্ছোৎপত্তেঃ কারণ মিত্যতঃ শ্রীরাধায়াঃ তত্র কামাভাবঃ সুখং কৈমুত্যেন দর্শয়িতুং সাধারণগোপীনাং যৎ কামবিনাভূতং সুখং বর্ণয়িতব্যং তত্তু প্রেম স্বভাবাৎ স্বয়মেব জায়তে ন তু কামাৎ ইত্যাশয়েনাহ "গোপীগণের" ইত্যাদি। মহাভাবস্যৈব দ্বিধাখ্যা রূঢ়োঽধিরূঢ়শ্চ। মহাভাবস্তু অনুরাগ এব নিঃসীমবৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ সূর্য্যইব সম্বন্ধি জনমাত্র এব স্বভাব সম্পর্কে যদা ভবতি তদা মহাভাবঃ। তত্র রূঢ়। উদ্দীপ্তাদি সাত্ত্বিকভাবা যত্র সরূঢ় মহাভাবঃ। কৃষ্ণস্য সংযোগ বিয়োগ সুখ দুঃখং যত্র ভবতি সোঽধিরূঢ় মহাভাবঃ।

নন্থ প্রেম্নরিচ্ছার্থত্বেন কামার্থবাচকত্বাৎ প্রেমা কাম এব ভবতু নতু অধিরূঢ়

ইহাটী এক শ্রীরূপ গোস্বামীই জানেন, যেহেতু তিনি শ্রীচৈতন্য প্রভুর অতি প্রিয়, অর্থাৎ অতিপ্রিয়তাপ্রযুক্ত শ্রীচৈতন্য প্রভু তাহার নিকট নিজ ভাব ব্যক্ত করায় তিনি তাহা জানিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে অন্যে অর্থাৎ গ্রন্থকার প্রভৃতি অপরে জানিয়াছেন। ইহাতে শ্রীচৈতন্য হইতে ক্রম প্রাপ্তবশত উহা স্বকপোল কল্পিত নহে ইহাও বলা হইল।

অথবা উক্ত তৃতীয় হেতু বিষয়ক বক্ষ্যমাণ "গোপীগণের—" ইত্যাদ্যুক্ত সিদ্ধান্ত যাহা বলিবেন তাহা শ্রীস্বরূপ গোস্বামী হইতে জানিয়াছেন, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন "অত্যন্ত" ইতি। এই রসের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণানুভবে শ্রীরাধার সুখ কিরূপ, এইটী তাঁহার জানিতে ইচ্ছা হয় কেন, এতদ্বিষয়ের বক্ষ্যমাণ "গোপীগণের" ইত্যাদ্যুক্ত নিগূঢ় সিদ্ধান্ত, অপর পূর্ব্ববৎ। এই সিদ্ধান্ত

---

* গোপীগণের প্রেম রূঢ়ভাব নাম। ইতি কোথাও পাঠ।

ভাব নাম ইতি চেৎ তত্রাহ বিশুদ্ধ ইতি। অয়মর্থঃ কাম প্রেম্নো রিচ্ছেকার্থ পি প্রেমা বিশুদ্ধ নির্ম্মলঃ স্বসুখবাঞ্ছাবিহীন ইত্যর্থঃ কামস্ত ন তথা স্বসুখবা বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ অতঃ প্রেমা অধিরূঢ় ভাব নাম ন তু কামঃ। এতৎ প্রক স্যাদমভিপ্রায়ঃ গোপীনাং প্রেমৈব শ্রীকৃষ্ণে বিরাজতে ন যাতু কামঃ তথা তাসাং তত্র সুখং জায়তে শ্রীরাধায়াস্ত সুতরাং ইত্যতঃ তৎসুখাস্বাদনে শ্রীকৃ বাঞ্ছা জাতা ॥১৩৮॥

জানাতেই শ্রীকৃষ্ণের মনোগত সেই হেতু তৃতীয় বাঞ্ছাও জানিয়াছেন যে সেই হেত্বন্তর্গত ঐ সিদ্ধান্ত ॥১৩৬॥১৩৭॥

যাহাতে নিজ কাম পূর্ণতা আছে সেইটীই সুখোৎপত্তির হেতু, কিন্তু কাম পূর্ণতা ব্যতীত শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণানুভব জন্য যে সুখোৎপত্তি হয় এই সেই সুখের বিচিত্রতা, যেহেতু কাম কারণ ব্যতীত সুখরূপ কার্য্যোৎপত্তি অর্থাৎ শ্রীরাধিকার নিজ সুখ কামনা না থাকিলেও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ বি সুখোৎপত্তি হয়, এই বিচিত্রতাই শ্রীকৃষ্ণের নিজানুভব (শ্রীকৃষ্ণানুভব) শ্রীরাধা সুখাস্বাদনেচ্ছার কারণ হইয়াছে। নিজ কাম পূর্ণতা ব্যতীত সুখো পত্তি হয় কিরূপ? ইহার মীমাংসা "তা সবার নাহি নিজ সুখ অনুরো ইত্যাদি আগামী পয়ারে বলিবেন। তাহাতে শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণে নিজ ভাব ব্যতীত সুখোৎপত্তি কৈমুত্য* ন্যায়ে দেখাইবার জন্য সাধারণত শ্রীগো দের কাম ভাব ব্যতীত যে সুখোৎপত্তি বর্ণনা করিবেন, তাহা কাম নির্ম্মল প্রেম স্বভাববশত স্বয়ংই উপস্থিত হয়, কিন্তু কাম হইতে না আশয়ে বলিতেছেন "গোপীগণের" ইতি।

"প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব—" এই ৪৫ পয়ার ব্যাখ্যায় প্রেমের লক্ষণ হ্লাদিনীর সার প্রেম" এই ৬০ পয়ার ব্যাখ্যায় ভাবের লক্ষণ উক্ত দৃষ্টি করিবেন।

তত্র যথা উজ্জ্বল নীলমণির স্থায়ীভাব প্রকরণে ১১৩ শ্লোক।

---

* ইহা হইলে ইহাও হইবেই, এইরূপ বাক্যকে কৈমুত্য ন্যায় বলে।

সাত্ত্বিকা যত্র সরূঢ় ইতি ভণ্যতে। অস্থার্থ যে মহাভাবে সাত্ত্বিকভাব অধিক প্রকাশ পায় তাহাকে রূঢ়ভাব বলে। অধিরূঢ় যথা তত্রৈব ১২৩ শ্লোক। "রূঢ়োক্তেভ্যো নুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাং। যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোধিরূঢ়া নিগদ্যতে"। অস্থার্থ রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাব সকল হইতে কোন বিশেষ প্রাপ্ত অনুভাব যাহাতে দেখা যায় তাহাকে অধিরূঢ় ভাব কহে।

প্রী ধাতুর পর ক প্রত্যয়ে প্রিয় পদ হয়, তার পর ইমন্ প্রত্যয়ে প্রেম পদ হয়, ইহার অর্থ ইচ্ছা, যথা "প্রীণনং। কামনা ইচ্ছা ইতি গণদর্পণ। এবং কম্ ধাতুর পর অন্ প্রত্যয়ে কাম পদ হয়, ইহার অর্থ ইচ্ছা, যথা তত্রৈব "ইচ্ছা অভিলাষ স্পৃহা ইতি। উহা হইলে প্রেম পদার্থ ইচ্ছাটী কাম পদার্থ ইচ্ছা হয়, অর্থাৎ প্রেম বলিতে কামই বুঝায় যেহেতু ঐ উভয়ে একার্থ (ইচ্ছার্থ) বাচক, কিন্তু প্রেমের অধিরূঢ়ভাব নাম হইতে পারে না, যদিই না তাহা হয় তাহা হইলে কামেরও অধিরূঢ়ভাব নাম হইতে পারে, যেহেতু ঐ উভয়ে একার্থ বাচক, ইহাতে বলিতেছেন "বিশুদ্ধ" ইতি।

বিশুদ্ধ নির্ম্মল, অত্যন্ত নির্ম্মল। প্রেম পদার্থটী বিশুদ্ধ নির্ম্মল কিন্তু কাম পদার্থটী কখন বিশুদ্ধ নির্ম্মল নহে। অর্থাৎ প্রেম রূপ ইচ্ছায় নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির মল নাই, কামরূপ ইচ্ছায় তাহা আছে, অতএব প্রেম ও কাম একার্থ বাচক (ইচ্ছার্থবাচক) হইলেও গোপীগণের প্রেম অধিরূঢ় ভাব নাম, কিন্তু কামও নহে। এবং কামে মল থাকায় তাহা অধি-রূঢ়ও নহে। ইহাতে বলা হইল এই প্রেমের ইচ্ছার্থ (কামার্থ) হইলেও স্বরূপত তাহা কাম নহে ইতি ভাব। এ বিষয়ে অপরাপর সন্দেহ ভঞ্জন তত্রতত্র পর পর পয়ারে দ্রষ্টব্য।

এ প্রকরণের অভিপ্রায় এই গোপীকাদের প্রেমরূপ ইচ্ছাই শ্রীকৃষ্ণে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের ইচ্ছা তাহাতে নাই, অর্থাৎ গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ সুখ বাঞ্ছাই শ্রীকৃষ্ণে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু স্বসুখ বাঞ্ছা তাহাতে নাই; তথাপি তাহাদের তদ্বিষয়ে সুখ জন্মায়, শ্রীরাধার সুতরাং, এই হেতু শ্রীরাধা কৃত স্বসুখাস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছা হয় ॥১৩৮॥

তথাহি গৌতমীয়তন্ত্রে

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎপ্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥২৫॥

গোপীনাং প্রেম্নি কামগন্ধহীনত্বমাহ "প্রেমে"তি। গোপরামাণাং প্রেমা এব কাম ইতি প্রথাং খ্যাতিং প্রাপ্তবান্। অতএব ভগবৎপ্রিয়াঃ ভগবদ্ভক্তাঃ উদ্ধবাদয়ো পি এতং বাঞ্ছন্তি ইতি অনেন গোপীকারূপেণ সর্ব্বা মনসৈবারাধয়ন্তীত্যর্থঃ ॥২৫॥

আসাং প্রেমবিশেষোহয়ং প্রাপ্তঃ কামপি মাধুরীং। তত্তৎক্রীড়া নিদানত্বাৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধন ভক্তি-লহরী ॥২৫॥

গোপরামাণাং (ব্রজগোপরমণীনাং) প্রেমাএব কাম ইতি প্রথাং (খ্যাতিং) অগমৎ। ইতি (হেতোঃ) উদ্ধবাদয়োহপি ভগবৎপ্রিয়াঃ (শ্রীকৃষ্ণভক্তাঃ) এতং (প্রেমাণং) বাঞ্ছন্তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥২৫॥

ব্রজগোপরমণীদিগের প্রেমই কাম এই খ্যাতিকে প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ সেই সেই ক্রীড়ার আদি কারণত্বপ্রযুক্ত তাহাদের প্রেমকেই কাম বলে, কিন্তু স্বরূপত তাহা কাম নহে। এই হেতু উদ্ধবাদি শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয় ভক্ত সকলও সেই প্রেমকে বাঞ্ছা করেন ॥২৫॥

গোপীদিগের প্রেম স্বরূপতঃ কাম হইলে উদ্ধবাদি নিষ্কাম ভক্ত সকল কখন তাহা বাঞ্ছা করিতেন না, অতএব একার্থবাচক হইলেও সেই প্রেম কাম নহে ইতি ভাব। গোপীদিগের প্রেম স্বরূপত কাম নহে, ইহারই প্রমাণ এই শ্লোক ॥২৫॥

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর কাঞ্চন যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥১৩৯॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীত ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীত ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥১৪০॥

বিভিন্ন লক্ষণেন প্রেম কাময়োর্বিভিন্নত্বং প্রতিপাদয়তি কাম প্রেম ইতি। কাম প্রেম্নোরেকার্থত্বেঽপি বক্ষ্যমাণ স্বরূপ তটস্থ বিভিন্ন লক্ষণেন লৌহকাঞ্চনবৎ প্রেমা স্বরূপতঃ ন কামো ভবেদিত্যর্থঃ ॥১৩৯॥

যচ্চোক্তং কামপ্রেম্নোঃ বিভিন্নলক্ষণং তদেবাহ "আত্মেন্দ্রিয়" ইতি। নিজ সুখ সাধনেচ্ছা কামঃ কৃষ্ণ-সুখ সাধনেচ্ছা প্রেম ইতি তয়োর্বিভিন্নলক্ষণং ॥১৪০॥

পূর্ব্ব পয়ারে বলিয়াছেন প্রেম বিশুদ্ধ নির্ম্মল, কিন্তু কাম তাহা নহে, ইহাতে একার্থ (ইচ্ছার্থ) বাচক ঐ দুইটী (কাম ও প্রেম) বিভিন্ন হয় কেন? ইহার উত্তর, উহাদের বিভিন্ন লক্ষণ থাকায় একার্থবাচক হইলেও উহারা পরস্পর বিভিন্ন, এই জন্য বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা প্রেম ও কামের বিভিন্নতা প্রতিপন্ন করিতেছেন "কাম প্রেম" ইতি। কাম ও প্রেম এ দুয়ের লক্ষণ বিভিন্ন, অতএব প্রেম পদার্থ কাম নহে যেমন কাঞ্চন ও লৌহ।

এখানে প্রেম বলিতে প্রকরণবশত শ্রীগোপী-প্রেম জানিবে, এবং অন্যত্রও। লৌহ ও কাঞ্চন এই দুইটী পদার্থ ধাতু দ্রব্য বিষয়ে একার্থবাচক হইলেও অর্থাৎ লৌহ বলিলে ধাতু দ্রব্য বুঝায়, এবং কাঞ্চন বলিলেও ধাতু দ্রব্য বুঝায়, কিন্তু উহাদের স্বরূপগত (নিজ নিজ ধাতুগত) বিভিন্ন লক্ষণ থাকায় উহারা একার্থবাচক (ধাত্বর্থবাচক) হইয়াও স্বরূপগত (লৌহ কাঞ্চনগত) যেমন এক বস্তু নহে, তদ্রূপ প্রেম ও কাম ইচ্ছা বিষয়ে একার্থ (ইচ্ছার্থ) বাচক হইলেও অর্থাৎ প্রেম বলিলে ইচ্ছা বুঝায় এবং কাম বলিলেও ইচ্ছা বুঝায়, কিন্তু উহাদের বক্ষ্যমাণ "আত্মেন্দ্রিয়" ইতি পয়ারোক্ত স্বরূপগত বিভিন্ন লক্ষণ

কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য হয়ে প্রেম প্রবল ॥১৪১॥

তদেব বিশদয়তি "কামের" ইতি। অত্র কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্যং প্রেম্ণঃ স্বরূপলক্ষণ মিতিজ্ঞেয়ং ॥১৪১॥

থাকায় উহারা একার্থবাচক (ইচ্ছার্থবাচক) হইয়াও স্বরূপগত (কাম প্রেমগত) এক বস্তু নহে।

একার্থবাচক হইলেও স্বরূপগত বিভিন্নতা থাকায় প্রেম পদার্থ বিশুদ্ধ নির্ম্মল কিন্তু কাম তাহা নহে ইতি ভাব ॥১৩৯॥

পূর্ব্ব পয়ারে বলিয়াছেন কাম ও প্রেমের লক্ষণ বিভিন্ন। এক্ষণ তাহার সেই লক্ষণ বলিতেছেন "আত্মেন্দ্রিয়" ইতি। ইচ্ছা পদার্থ একই, কিন্তু সেইটী নিজেন্দ্রিয় প্রীতিবিষয়ক হইলে কাম হয়, আর কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বিষয়ক হইলে প্রেম হয়, অর্থাৎ নিজেন্দ্রিয় প্রীতীচ্ছা কামের লক্ষণ, আর কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতীচ্ছা প্রেমের লক্ষণ। এখানে প্রেমের সাধারণ লক্ষণে "কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীত" এই বিশেষ করিয়া বলিবার অভিপ্রায় এই, এখানে শুদ্ধ প্রেমের (কামশূন্য প্রেমের) লক্ষণ বলিতেছেন কিন্তু সাধারণে শুদ্ধ প্রেম না থাকায় ঐ বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। সাধারণে যে কাম-শূন্য প্রেম নাই ইহা "কৃষ্ণের সুখ হেতু করে" এই আগামী ১৪৫ পয়ার ব্যাখ্যায় সপ্রমান হইবে ॥১৪০॥

যদি ইচ্ছা শব্দের অর্থ কাম, তাহা হইলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীত ইচ্ছাকে কাম বলি, যেহেতু তাহাতেও ইচ্ছা আছে, ইচ্ছা থাকিলেই সুখাভিলাষ রূপ কাম থাকিল, কেননা ইচ্ছা শব্দে সুখহেতু অভিলাষ, তথাহি ভাব প্রকাশের প্রকরণে ইচ্ছা সুখহেতুরভিলাষ, সত্য কিন্তু ইচ্ছা শব্দের কামার্থ হইলেও কাম ও প্রেম বিষয়ে ইচ্ছা শব্দের বিভিন্ন লক্ষণ করাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীত জন্য ইচ্ছা তাহাকে কাম বলা যায় না, এই আশয়ে উক্ত কামাদির লক্ষণ বিশেষ করিয়া বলিতেছেন "কামের" ইতি। তাৎপর্য্য, অভিপ্রায়। প্রেম প্রবল

বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম লোকধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্ম-সুখ মর্ম্ম ॥১৪২॥
দুস্ত্যজ আর্য্য পথ আর নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন ॥১৪৩॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।১৪৪।

প্রেম্নঃ শ্রীকৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্যং সহেতুকং দর্শয়তি "বেদধর্ম্ম" ইতি সার্দ্ধদ্বয়েন। বেদ ধর্ম্মাদিকং সর্ব্বং পরিত্যজ্য যতঃ শ্রীকৃষ্ণং ভজতি অতস্তস্য তৎসুখ তাৎপর্য্যং। নহি স্বসুখ তাৎপর্য্যে কস্যচিদপি দেহসুখাত্মসুখত্যাগো ভবেদিত্যর্থঃ। অত্র বেদধর্ম্মাদিত্যাগং প্রেম্নঃ তটস্থলক্ষণং জ্ঞেয়ং ॥১৪২॥১৪৩॥১৪৪॥

প্রবল প্রেম অর্থাৎ নিজ সম্ভোগাভিলাষ-শূন্য কেবল প্রেম। ইচ্ছার বিভিন্নাভিপ্রায় থাকায় কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীত ইচ্ছার কামার্থ নহে ইত্যর্থ। এখানে কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য এইটী প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ জানিবে ॥১৪১॥

প্রেমের শ্রীকৃষ্ণৈকসুখ তাৎপর্য্য বিষয়ে হেতু দেখাইতেছেন, অর্থাৎ কি হেতু তাহাকে তৎসুখ তাৎপর্য্য বলে? ইহাতে বলিতেছেন "বেদধর্ম্ম" ইতি সার্দ্ধ দুই পয়ারে। আর্য্য-পথ, শ্রেষ্ঠ পথ। অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য নিজ পতি সেবাই স্ত্রীলোকের যে প্রকৃত আচরণ, সেইটীই স্ত্রীলোকের আর্য্য-পথ। তথাহি শব্দসারে "কর্ত্তব্য মাচরন্ কাম মকর্ত্তব্য মনাচরন্। তিষ্ঠতি প্রাকৃতাচারো যঃ স আর্য্য ইতি স্মৃতঃ"। অস্যার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্মের আচরণ ও অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনাচরণ করিয়া যে ব্যক্তি প্রকৃত আচারে অবস্থান করে সেই আর্য্য।

বেদ ধর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করে, সেই হেতু সেই প্রেমের এক শ্রীকৃষ্ণ সুখেই তাৎপর্য্য, কেননা নিজ সুখে তাৎপর্য্য থাকিলে দেহ-সুখ ও আত্ম-সুখ (মনের সুখ) ইত্যাদি ত্যাগ হয় না। লোকে কাহারও বেদ ধর্ম্মাদি ত্যাগ থাকায় টীকাকারপাদ দেহ-সুখ ও আত্ম-সুখ ত্যাগকেই বিশেষ

কৃষ্ণের সুখ হেতু করে প্রেম সেবন ॥১৪৫॥

লোকোঽপি তৎদৃশ্যতে ইতিচেৎ ন হীত্যাহ "কৃষ্ণের" ইতি। লোকে হি স্বসুখার্থমেব সর্ব্বং ত্যজেৎ নত্বন্যসুখার্থ মত্র কৃষ্ণসুখার্থং ন তু স্বসুখার্থমতঃ লোকে নৈতদ্দৃশ্যত ইতিভাবঃ ॥১৪৫॥

করিয়া বলিয়াছেন। এখানে বেদ ধর্ম্মাদি ত্যাগ এইটী প্রেমের তটস্থ লক্ষণ জানিবে ॥১৪২॥১৪৩॥১৪৪॥

বেদ ধর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া অন্য ভজন করা লোকে কাহারও দেখা যায়, ইহাতে বলিতেছেন "কৃষ্ণের সুখ হেতু" ইতি। লোকে কেহ স্বসুখ সাধন করে বেদ ধর্ম্মাদি ত্যাগ করে, কিন্তু অন্য সুখ জন্য নহে, এখানে কেবল শ্রীকৃষ্ণ সুখ জন্য বেদ ধর্ম্মাদি ত্যাগ করে, কিন্তু স্বসুখ জন্য নহে, অতএব লোকে উহা দেখা যায় না ইতি ভাব।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩১ অং "জয়তিতেধিকং" এই ১ শ্লোকে শ্রীবৈষ্ণবতোষণী। "কৈতবরহিতং প্রেম ন ভবতি মানুষে লোকে"। অস্যার্থ কপট শূন্য (স্বসুখাভিপ্রায় শূন্য নির্ম্মল) প্রেম মনুষ্যলোকে হয় না।

এবং কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যাধৃত শ্রুতিতেও বলিয়াছেন যথা "ন বারে পত্যুঃ কামায় পতিপ্রিয়া ভবতি কিন্ত আত্মনস্ত কামায়"। অস্যার্থ কেবল পতি-সুখ জন্যই পত্নী পতি-প্রিয়া হয় না, কিন্তু নিজ সুখের জন্য তাহার প্রিয়া হয়।

তথা শাঙ্কর ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের রত্নপ্রভা টীকাবদ্ধন ধৃত শ্রুতি "আত্মনস্ত কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি"। অস্যার্থ নিজ কাম নিমিত্ত সকলই প্রিয় হয়।

গোপীপ্রেমামৃতে। ভোগস্বর্গঃ কুলাচারো বিচারঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। সর্ব্বং বিহায় ভেজুর্মাং গোপ্যস্তাসু তথাহহং"। অস্যার্থ। গোপিকারা লৌকিক বিষয় সুখাভিলাষ, পারলৌকিক স্বর্গসুখাভিলাষ ও সকল প্রকার কর্ম্ম বিচার ইত্যাদি সকল পরিত্যাগ করিয়া আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভজনা করে, আমিও সেইরূপ তাহাদিগকে ভজনা করি।

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
নির্ম্মল বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥১৪৬॥

অধিরূঢ় ভাবত্বেন গোপী প্রেম্নঃ কামগন্ধবিহীনত্বং সহেতুকমুক্ত্বা দৃঢ়ানুরাগত্বেন তদাহ "ইহাকে" ইত্যাদি। শুভ্রত্বেন বস্ত্রে যথা অন্যচ্ছিহ্নং ন বিদ্যতে তথা দৃঢ়ানুরাগত্বেন প্রেম্নি ন কাম ইত্যর্থঃ ॥১৪৬॥

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩২ অং "ন পারয়েহহং" এই ২১ শ্লোকের শ্রীবৈষ্ণবতোষণী। "নির্ম্মল প্রেম বিশেষময়ত্বেন নির্দ্দোষা সংযুক্ সংযোগাঃ" তথা "ঐহিক পারলৌকিক সুখকর লোকমর্য্যদাঃ সংবৃশ্চ্য মামামভজন্"। অস্যার্থ স্বসুখাভিলাষ গন্ধশূন্য নির্ম্মল বিশেষ প্রেম হেতু গোপীকাদের শ্রীকৃষ্ণ সংযোগ নির্দ্দোষ। তথা ঐহিক সুখকর এবং স্বর্গাদি সুখকর লোক মর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া হে গোপীকারা! আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভজনা করিয়াছ। আগামী "আত্ম-সুখ দুঃখ গোপীর" এই বাক্যের প্রমাণভূত "এবং মদর্থোজ্‌ঝিত" এই শ্লোকে "বেদ ধর্ম্ম দেহ ধর্ম্ম" ইত্যাদি বাক্যের প্রমাণ প্রদর্শাইবেন ॥১৪৫॥

"গোপীগণের প্রেম—" ১৩৯ ইত্যাদি পয়ারে অধিরূঢ় ভাবরূপে গোপী-প্রেমের নিজ সুখৈক তাৎপর্য্য কামগন্ধ বিহীনত্ব বলিয়া দৃঢ়ানুরাগরূপে তাহার সেই কাম বিহীনত্ব বর্ণনা করিতেছেন "ইহাকে" ইত্যাদি। ইহাকে, গোপী-কাদের পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্য্যময় প্রেমকে। নির্ম্মল বস্ত্র, শুভ্র বস্ত্র। দাগ, কালিমাদি চিহ্ন। অনুরাগের লক্ষণ যথা উজ্জ্বল নীলমণির স্থায়ীভাব প্রকরণে ১০২ শ্লোক,

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোহনুরাগ ইতীর্য্যতে" ॥

অস্যার্থ, নিজ প্রিয়জনকে নিয়ত দর্শনাদি করিলেও যে রাগ তাহাকে নূতন

অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর ॥১৪৭॥

অতএব প্রেম্নি এব দৃঢ়ানুরাগঃ ন তু কামে ইত্যস্মাদেব ইত্যর্থঃ ॥১৪৭॥

নূতন বোধ করায় এবং স্বয়ং নূতন নূতন হয় এইরূপ রাগকে অনুরাগ বলে। রাগ যথা তত্রৈব ৮৪ শ্লোক,

"দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে" ॥

অস্যার্থ প্রণয়ের উৎকর্ষতা বশত অধিক দুঃখও যাহা হইতে চিত্তে সুখরূপে ব্যক্ত হয়, অর্থাৎ দুঃখকেও সুখ করে তাহাকে রাগ বলে।

পয়ারের অর্থ হইল এই শুভ্র বস্ত্রে যেমন কোন দাগ থাকে না, তদ্রূপ দৃঢ়ানুরাগ নামক গোপী-প্রেমও কোন স্বসুখ তাৎপর্য্য কামরূপ দাগ নাই। অর্থাৎ শুভ্র বস্ত্র মধ্যে কোন স্থানে যদি একটী কাল দাগ থাকে, তবে লোকে বলে এ বস্ত্রে কালি লাগিয়াছে, এইরূপে সেই এক বিন্দু কালিই যেমন সমস্ত বস্ত্রকে দূষিত করে, তদ্রূপ বিন্দু মাত্রও কাম সম্পূর্ণ প্রেমকে দূষিত করে ॥১৪৬॥

অতএব দৃঢ়ানুরাগ হেতু। অর্থাৎ অধিকতর দুঃখও পরম সুখ হয় ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত রাগ ও অনুরাগ এই দুইটী এক প্রেমই আছে, কিন্তু কামে তাহা নাই, যেহেতু সে স্বসুখ তাৎপর্য্যময়, এই হেতু। বহুত অন্তর, অনেক ব্যবধান অর্থাৎ কাম ও প্রেম এ উভয়ে পরস্পর অনেক দূরে আছে। অন্ধতম অত্যন্ত অন্ধকার। ভাস্কর, সূর্য্য।

যে প্রদেশে অত্যন্ত অন্ধকার আছে সেখানে সূর্য্য নাই, আর যেখানে নির্ম্মল সূর্য্য আছে, সেখানে অন্ধকার নাই যেমন, তদ্রূপ কাম যে চিত্তে আছে সেখানে প্রেম নাই, যেখানে প্রেম আছে সেখানে কাম নাই, ইত্যর্থ। কাম

অতএব গোপীগণে নাহি কাম গন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণের সম্বন্ধ ॥১৪৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩১ অং ১৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণংপ্রতি শ্রীগোপীবাক্যং।

যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবী মটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভি র্ভ্রমতি ধী র্ভবদায়ুষাং নঃ ॥২৬॥

অতএব বহ্বন্তরত্বাদেব। ননু কামগন্ধাভাবে কথং কৃষ্ণং ভজতি তৎ-সুখার্থমেব ইত্যাহ "কৃষ্ণ" ইতি ॥১৪৮॥

অতিপ্রেমধর্ষিতাঃ রুদত্য আহুঃ যদিতি। হে প্রিয় যৎ তে তব সুকুমার পদাব্জং কঠিনেষু কুচেষু সম্মর্দ্দন শঙ্কিতাঃ শনৈঃশনৈর্দ্দধীমহি ধারয়েম বয়ং।

ও প্রেম স্থানে পরস্পরের অত্যন্তাভাব দেখাইবার জন্য অন্ধকারে তম ও ভাস্করে নির্ম্মল বিশেষণ দিয়াছেন ইতি ভাব ॥১৪৭॥

অতএব, কাম ও প্রেম স্থানে পরস্পরের অত্যন্ত অভাবপ্রযুক্ত। গোপী-গণে গোপীগণের চিত্তে ইতিশেষ। কামগন্ধ (স্বীয় সুখের অণুমাত্র অভিলাষ) এবং কিনা স্বসুখ বলিতে কোন পদার্থ আছে কিনা তাহা তাহারা জানেন না ইতিভাব। যদি বল স্বসুখের অভিলাষ না থাকিলে গোপীকারা শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গাদি সম্বন্ধ করিবেন কেন, যেহেতু "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে" অর্থাৎ প্রয়োজন সিদ্ধি ব্যতীত নির্ব্বোধ লোকও কোন কার্য্যে প্রবর্ত্ত হয় না, এই ন্যায়ে তাহাদের কাম আছে ইহা বলিতে হইবে? এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য বলিতেছেন "কৃষ্ণ সুখ" ইতি। সত্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সুখই তাহাদের প্রয়োজন, তাহারা শ্রীকৃষ্ণ সুখ জন্যই তাহার সঙ্গাদি করেন, কিন্তু স্বসুখ জন্য নহে, অতএব তাহাদের কামগন্ধ নাই ইত্যর্থ ॥১৪৮॥

তেনাটবী মটসি গচ্ছসি নয়সীতি পাঠে পশূন্ বা কাঞ্চিদন্যাং বা আত্মান মে বা নয়সি প্রাপয়সি তত স্তৎপদাব্জং বা কূর্পাদিভিঃ সূক্ষ্মপাষাণাদিভিঃ কিংস্বিৎ ন ব্যথতে ... সুনাম ন ব্যথ্যতে ইতি ভবানেব আয়ু র্জীবনং যাসাং নো ধী ভ্র মতি মুহ্যতি। ইতি ভাবার্থ দীপিকা ॥২৬॥

হে প্রিয়! ভীতাঃ (বয়ং ভীতাঃ সত্যঃ) তে (তব) যৎ সুজাত চরণাম্বুরুহং কর্কশেষু (কঠিনেষু) স্তনেষু শনৈঃ (অল্পাল্পেন) ধীমহি। তেন (চরণেন) অটবীং (বনং) অটসি (গচ্ছসি) তৎ (চরণং) কূর্পাদিভিঃ (সূক্ষ্ম পাষাণাদিভিঃ) কিংস্বিৎ ন ব্যথতে ভবদায়ুষাং (ত্বৎ প্রাণানাং) নঃ (অস্মাকং) ধীঃ ভ্রমতি। ইত্যন্বয়ঃ ॥২৬॥

হে প্রিয়! আমরা (গোপীকারা) আপনকার প্রফুল্ল কমল কোমল চরণ যুগলকে কঠিন স্তন-যুগলে ভয়ে ভয়ে অল্পে অল্পে ধারণ করি, কেননা স্তন কাঠিন্য প্রযুক্ত সুকোমল ঐ চরণে পাছে বেদনা হয়। আপনি সেই চরণে বনে ভ্রমণ করেন, তাহাতে সূক্ষ্ম পাষাণ খণ্ডাদি দ্বারা তাহার কেন বেদনা হইবে না? অবশ্যই হইবে এবং আমরাও তাহাতে ব্যথিতা হইতেছি, যেহেতু তুমি আমাদের প্রাণ, দেহ বেদনা হইতে প্রাণ বেদনার আধিক্য বশত এমনিই বেদনা যে তাহা হইতে অজ্ঞান হইতেছি ॥২৬॥

এখানে গোপীকারা শ্রীকৃষ্ণ সুখ জন্যই তচ্চরণ স্তনোপরি ধারণ করে কিন্তু স্বসুখ জন্য নহে; কেননা স্তনোপরি চরণ ধারণ উভয় সুখ জন্য হইতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ চরণ বেদনা যখন গোপীকাদের বেদনাকর, তখন শ্রীকৃষ্ণ সুখও তাহাদের সুখকর, অতএব স্তনোপরি শ্রীকৃষ্ণ চরণ ধারণ করা গোপীকাদের শ্রীকৃষ্ণ সুখ জন্যই কিন্তু স্বসুখ জন্য নহে, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। ... বল, পর সুখ দুঃখে কাহাকেও সুখ দুঃখী লোকেও দেখা যায়? উহা কথা... যদিও বা হয়, তাহা তত্তুল্য হয় না, ইহা সহৃদয়বেদ্য, এখানে তদ্যো... তাহা হইলে কৃষ্ণ সুখ লাগি গোপীকাদের কৃষ্ণ সম্বন্ধ, ইহারই প্রমাণ যথা...

আত্ম সুখ দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ সুখ হেতু চেষ্টা মনো ব্যবহার* ॥১৪৯॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥১৫০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩২ অং ২০ শ্লোক শ্রীগোপীঃপ্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

এবং মদর্থোজ্ঝিত লোক বেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।

"বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম" ইত্যাদি বাক্যং সম্ভাবয়ন্নাহ "আত্ম-সুখ" ইতি দ্বাভ্যাং। আত্ম-সুখ দুঃখ বিচারাভাবাৎ তৎসম্ভবেদিত্যর্থঃ ॥১৪৯॥১৫০॥

কর্কশেষু। অর্থাৎ স্তনোপরি শ্রীকৃষ্ণ চরণ ধারণ করা এই সম্বন্ধ গোপীকাদের কেবল তৎসুখ জন্য ইহারই প্রমাণ। এবং অপরাপর সম্বন্ধও ঐরূপ জানিবে॥২৩॥

"বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম—" ১৪২ ইত্যাদি বাক্যে বলা হইল গোপিকাদের চিত্তে কামগন্ধ নাই, যেহেতু তাহারা উক্ত ধর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণ সুখ জন্য তাঁহার সঙ্গ করেন, ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে এই, কেবল কৃষ্ণ সুখ জন্য উহা সম্ভব হয় কিরূপে; ইহা নিবারণ জন্য উক্তবাক্যের সম্ভাবনা দেখাইতেছেন "আত্ম-সুখ" ইতি দুই পয়ারে। চেষ্টা, কায়িক ব্যাপার। মনোব্যবহার, মানসিক কার্য্য, অর্থাৎ অভিলাষাদি। শুদ্ধ অনুরাগ, স্বসুখাভিলাষবিহীন অনুরাগ।

সুখ দুঃখ বিচারই তাহাতে স্বীয় প্রবৃত্তির কারণ, কিন্তু গোপিকাদের সে বিচার না থাকায় তাহারা বেদ ধর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণ সুখ জন্য তাঁহার সঙ্গ করেন, যেহেতু তাহাদের নির্ম্মল অনুরাগ অর্থাৎ স্বসুখাভিলাষ-শূন্য অনুরাগ ॥১৪৯॥১৫০॥

---

* "কৃষ্ণ সুখ হেতু করে নানা ব্যবহার" ইতি কোথাও পাঠ।

ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥২৭॥

এবং মদর্থোজ্ঝিত লোকবেদস্বানাং মদর্থমুজ্ঝিতা লোকঃ যুক্তাযুক্ত প্রতীক্ষণাৎ বেদঃ ধর্ম্মাধর্ম্মাপরীক্ষণাৎ স্বাঃ জ্ঞাতয়শ্চ স্নেহত্যাগাৎ যাভি স্তাসাং যুষ্মাকং পরোক্ষং অদর্শনং যথা ভবতি তথা ভজতা যুষ্মৎ প্রেমালাপান্ শৃণ্বতা তিরোহিতং অন্তর্দ্ধানেন স্থিতং তত্তস্মাৎ হে অবলাঃ হে প্রিয়াঃ মা মাং অসূয়িতুং দোষারোপণেন দ্রষ্টুং যূয়ং মার্হথ ন যোগ্যাঃ স্থঃ। ইতি ভাবার্থদীপিকা ॥২৭॥

হে অবলাঃ মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং বঃ (যুষ্মাকং) হি ময়ি এবং অনুবৃত্তয়ে (অনুরাগায়) পরোক্ষং ভজতা ময়া তিরোহিতং তৎ (তস্মাৎ) হে প্রিয়াঃ প্রিয়ং মা (মাং) অসূয়িতুং মা (ন) অর্হথ। ইত্যন্বয়ঃ ॥২৭॥

হে প্রিয়া গোপিকা সকল! তোমরা আমার (শ্রীকৃষ্ণের) নিমিত্ত (আমার সন্তোষ জন্য) স্বর্গালোক, বেদবিহিত ধর্ম্ম, ও জ্ঞাতিজন ইত্যাদি সকল পরিত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু আমি তোমাদিগের অদর্শন দিবার জন্য যে লুক্কায়িত হইয়াছিলাম সে কেবল এইরূপ* অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য, অতএব তোমরা আমার প্রতি দোষ দৃষ্টি প্রদান করিও না ॥২৭॥

গোপিকারা কৃষ্ণ সুখ জন্য যে বেদ ধর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়াছেন এই যাহা "বেদধর্ম্ম" ১৪২ আদি পয়ারে বলিয়াছেন তাহারই প্রমাণ "এবং—স্বানাং ॥২৭॥

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছেন, নির্ধন ব্যক্তি ধন চিন্তা করে, কিন্তু কোন কারণে প্রভূত প্রাপ্ত ধন বিনষ্ট হইলে সে যেমন অন্য চিন্তা ত্যাগ করিয়া কেবল সেই বিনষ্ট ধন চিন্তায় আসক্ত থাকে, তদ্রূপ আসক্তি আমার প্রতি তোমাদের (গোপিকাদের) হইবার নিমিত্ত আমি লুক্কায়িত হইয়াছিলাম।

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হইতে।
যে যৈছে ভজে তৈছে তাহারে ভজিতে ॥১৫১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৪ অং ১১ শ্লোকে শ্রীমর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২৮॥

সে প্রতিজ্ঞা মিথ্যা কৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ বচনে ॥১৫২॥

"অতএব গোপীগণে" ইত্যুক্তবাক্যং শ্রীকৃষ্ণ বাক্যেন দ্রঢ়য়িতুমাহ "কৃষ্ণের" ইতিদ্বাভ্যাং। যো যদভিলাষেণ ভজতি শ্রীকৃষ্ণোপি তদভিলাষানুরূপফল প্রদানেন তং ভজতি ইতি তৎপ্রতিজ্ঞা সা তু গোপিকাভজনে মিথ্যাভূৎ শ্রীকৃষ্ণসুখৈকহেতোঃ তদ্ভজনস্য কামগন্ধবিহীনত্বেন তস্য তৎফলপ্রদাতৃত্বা-ভাবাৎ অতঃ গোপীগণে কামগন্ধোনাস্তি শ্রীকৃষ্ণসুখহেতু এব তাসাং তৎসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ ॥১৫১॥১৫২॥

নন্ু কিংত্বয্যপি বৈষম্যমস্তি যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানা মেবাত্মভাবং দদাসি নান্যেষাং সকামানামিত্যতআহ যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ সকাম-তয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি তানহং তথৈব তদপেক্ষিতফলদানেন ভজামি অনুগৃহ্লামি ন তু সকামা মাং বিহায়েন্দ্রাদীনেব যে ভজন্তে তানহমুপেক্ষ

"অতএব গোপীগণে"—এই পূর্ব্বোক্ত ১৪৮ পয়ার বাক্যকে শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য দ্বারা দৃঢ় করিবার জন্য বলিতেছেন "কৃষ্ণের" ইতি দুই পয়ারে। যৈছে, যেমন। তৈছে তেমন। যে লোক যে ফলাভিলাষে অর্থাৎ স্বর্গাদিসুখ কি নিষ্কাম মুক্তি-সুখ ইত্যাদি ফলাভিলাষে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করে, শ্রীকৃষ্ণও তাহাকে তৎফল

ইতি মন্তব্যং যতঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈববর্ত্ম ভজনম্
মনুবর্ত্তন্তে ইন্দ্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ। ইতি সুবোধিনী ॥২৮॥

যে (জনাঃ) মাং যথা প্রপদ্যন্তে (ভজন্তি) অহং তান্ তথৈব ভজামি
পার্থ! (হে অর্জ্জুন) মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে। ইত্যন্বয়ঃ ॥২৮॥

প্রদানরূপ ভজন করেন, এইটী তাঁহার প্রতিজ্ঞা, কিন্তু গোপিকাদিগের শ্রী... ভজন সেই প্রতিজ্ঞাকে মিথ্যা করিয়াছে, অর্থাৎ গোপিকাদের শ্রীকৃষ্ণ-ভজ... স্বর্গাদি কোন নিজ সুখের কামনা নাই, এবং নিষ্কাম অর্থাৎ মুক্তি সুখে... কামনা নাই, এ কারণ প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের গোপিকাদিগের সম্বন্ধে তত্তৎ... প্রদানরূপ প্রতিভজন হইল না, দ্বিতীয়তঃ আছে কেবল তাহাদের শ্রীকৃ... সুখৈক কামনা, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণসুখৈক কাম তৎভজনে গোপিকাদি... সম্বন্ধে কোন ফল প্রদানরূপ প্রতিভজন শ্রীকৃষ্ণের নাই, এ কারণ গো... শ্রীকৃষ্ণ-ভজন সে প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিয়াছে, অথবা গোপীকারা ঐহি... পারলৌকিকাদি নিজ সকল সুখাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া দেহাদি সকলই... শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজ এক চিত্ত বহুজনে প্রেম... করিয়াছেন, এ কারণ গোপী-ভজনানুরূপ ভজন শ্রীকৃষ্ণের না হওয়াতে তা... সে প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইয়াছে। অতএব গোপীগণে কামগন্ধ নাই, কেবল... সুখ জন্যই তাহাদের কৃষ্ণ সম্বন্ধ। কেননা তাহাদের কাম থাকিলে তৎ... শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিজ্ঞা সত্য হইত, তাহা না হওয়াতে কৃষ্ণ-সুখ জন্যই তাহা... তৎসম্বন্ধ ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে ॥১৫১॥১৫২॥

যে জন যে ফল কামনায় আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভজন করে, আ... তৎফল প্রদানে তাহাকে ভজন করি। হে অর্জ্জুন! মনুষ্য সকল সর্ব্বপ্র... আমারই পথের অনুগত হয় ॥২৮॥

এ শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে মনুষ্য স্বর্গাদি সুখফল কামনায়... দেবতারূপে আমার ভজন করে, আমিও তাহাকে সেই ইন্দ্রাদিরূপে... তৎফল প্রদান করি, তাহা হইলে সেই মনুষ্য ইন্দ্রাদিরূপে আমারই ভজন...

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধ ৩২ অং ২১ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।

অন্তামিদং পরমার্থং শৃণুতেত্যাহনেতি। নিরবদ্যসংযুজাং নিরবদ্যা সংযুক্ সংযোগো যাসাং তাসাং বঃ বিবুধানা মায়ুষাপি চিরকালেনাপি স্বীয় সাধুকৃত্যং প্রত্যুপকারকৃত্যং ন পারয়ে ন শক্নোমি কথং ভূতানাং যা ভবত্যো দুর্জ্জরা ন গেহশৃঙ্খলা স্তাঃ সংবৃশ্চ্য নিঃশেষং ছিত্বা মাং অভজন্ তাসাং। মচ্চিত্তং তু বহুষু প্রেমযুক্ততয়া নৈবমেকনিষ্ঠং তস্মাৎ বুষ্মাকমেব সাধুনা সাধুকৃত্যেন তৎযুষ্মৎসাধুকৃত্যং প্রতিযাতু প্রতিকৃতং ভবতু যুষ্মৎসৌশীল্যেনৈব মমানৃণ্যং নতু মৎকৃতপ্রত্যুপকারণেত্যর্থঃ। ইতি ভাবার্থদীপিকা।

স্বসাধুকৃত্যমেব দর্শয়তি নিরবদ্যা কামময়ত্বেন প্রতীয়মানত্বেঽপি বস্তুতো নির্ম্মলপ্রেমবিশেষময়ত্বেন নির্দ্দোষা সংযুক্ সংযোগঃ মদ্যাত্মবিষয়ক চিত্তৈকাগ্রতা স্বস্বপত্যাদিস্পর্শাভাবেন চ নির্দ্দোষা সংযুক্ সঙ্গমো যাসাং। কিঞ্চ

তবে কিনা ইন্দ্রাদি দেবগণের পরমাত্মারূপ আমারই ভজন করে, আমিও সেই-রূপে সেই ফল প্রদান করি, সুতরাং সেই ইন্দ্রাদির পরমাত্মারূপ আমারই পথানুগামী হয়।

এখানে ইহাও ব্যক্ত হইল মৃত দেহের কোন কার্য্যকারিতা না থাকায় জীবেরই সর্ব্ব কর্তৃত্ব, কিন্তু স্থূল দৃষ্টি ব্যক্তি তাহা না জানিয়া যেমন দেহের ভজন করে। তদ্রূপ অজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা না জানিয়া ইন্দ্রাদি দেবতার ভজন করে। কোন কিছু করিতে হইলে আত্মাই করেন, দেহের যেমন কোন ক্ষমতা নাই, তদ্রূপ স্বর্গাদি ফলপ্রদান পরমাত্মা এক শ্রীকৃষ্ণই করেন, ইন্দ্রাদির কোন ক্ষমতা নাই। "যে যৈছে ভজে—" ইহারই প্রমাণ "যে যথা—মাং প্রপদ্যন্তে" ইত্যাদি। তথাহং ॥২৮॥

যা মাভজন্ দুর্জ্জর গেহ শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥২৯॥

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সে হোত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নি[illegible]চত ॥১৫৩॥

যা ইতি দুর্জ্জরাঃ কুলবধূত্বেন চ্ছেত্তুমশক্যা অপি গেহশৃঙ্খলা গৃহসম্বন্ধিন্য ঐহিক পারলৌকিক সুখকর লোকমর্য্যাদাঃ সংবৃশ্চ্য মামামভজন্ পরমানুরাগেণ ময্যাত্মনিবেদনং কৃতবত্য ইত্যর্থঃ অতো মমান্যত্রাপি প্রেমযুক্তত্বান্নপারয়ে ইত্যর্থঃ। ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী। অন্যত্তত্রদ্রষ্টব্যং ॥২৯॥

স্বসুখ [illegible]াভাবেঽপি গোপিকাভিঃ মার্জ্জন ভূষণাদিনা যা নিজদেহপ্রীতিঃ ক্রীয়তে সাপি কৃষ্ণ সুখার্থং ॥১৫৩॥

অহং নিরবদ্য সংযু[illegible]াং (কামদোষবিহীনসংযুজাং) বঃ (যুষ্মাকং) স্বসাধুকৃত্যং (প্রত্যুপকারং) বিবুধায়ুষা (চিরকালেন) অপি ন পারয়ে (ন শক্নোমি) যাঃ (ভবত্যঃ) দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য (নিশেষং ছিত্বা) মা (মাং) অভজন্ বঃ (যুষ্মাকং) তৎ (সাধুকৃতং) সাধুনা (সাধুকৃত্যেন) প্রতিযাতু (প্রতিকৃতং ভবতু)। ইত্যন্বয়ঃ ॥২৯॥

হে গোপী সকল! তোমরা নিজ সুখ কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সুখাভিলাষেই আমার সঙ্গ করিয়াছ, কিন্তু আমি তো[illegible]দের কোন প্রত্যুপকার করিতে বহুকালেও পারিব না। কেননা অচ্ছেদ্য গৃহরূপ শৃঙ্খলাকে ছেদন করিয়া অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিকাদি সুখাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমাকেই ভজিয়াছ, আমি কিন্তু সকল পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের সকলকে ভজিতে পারিলাম না, যেহেতু আমি একক, এ কারণ আমাদ্বারা তোমাদের প্রত্যুপকার হইল না; তবে তোমাদের উপকারই তোমাদের প্রত্যুপকার করিয়া আমাকে অঋণী করুক ॥২৯॥

"তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ—" ইহারই প্রমাণ এই শ্লোক ॥২৯॥

এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তার ধন তার এই সম্ভোগ কারণ ॥১৫৪॥
এই দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করে দেহে মার্জ্জন ভূষণ ॥১৫৫॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে ৩৬ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ় প্রেমভাজনং ॥৩০॥

তদেবাহ এই দেহ ইতি দ্বাভ্যাং। ইতি ॥১৫৪॥১৫৫॥

হে পার্থ! যাঃ গোপ্যঃ নিজাঙ্গং অপি মম ইতি সমুপাসতে তাভ্যঃ (গোপীভ্যঃ) পরং (ভিন্নং) মম নিগূঢ় প্রেম ভাজনং ন। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩০॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্যে বলা হইল গোপীদের কাম অর্থাৎ দৈহিক সুখাদির অভিলাষ নাই, কেবল কৃষ্ণ-সুখ জন্যই তাহাদের কৃষ্ণ সম্বন্ধ; ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে এই, যদি তাহাদের দৈহিক সুখাদির অভিলাষই নাই, তবে কেন মার্জ্জন ও ভূষণাদি দ্বারা তাহাদের নিজ দেহ প্রীতি দেখা যায়, অর্থাৎ নিজ দেহের মার্জ্জনাদি করে কেন। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২৯ অং ৬ শ্লোক, "লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোহন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে"। অস্যার্থ কতিপয় গোপী দেহে চন্দনাদি লেপন করিতেছেন, কতিপয় গোপী আমলকী ও হরিদ্রাদি দ্বারা দেহের মার্জ্জনা করিতেছেন, কতিপয় গোপী চক্ষুতে অঞ্জন দিতেছেন ইতি। ইহার উত্তর এই, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ-সুখ জন্য, ইহা বলিতেছেন "তবে যে" ইতি। তবে যে, গোপীকাদের স্বসুখাভিলাষ না থাকিলেও। লাগি জন্য ॥১৫৩॥

শ্রীকৃষ্ণ সুখ জন্যই গোপীকাদের নিজ দেহ প্রীতি, এইটী প্রতিপন্ন করিতেছেন "এই দেহ" ইতি। দুই পয়ারে। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ-সন্তোষ জন্য নিজ দেহ

আর এক অদ্ভুত গোপীর ভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥১৫৬॥
গোপিকা করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি সুখ হয়ে কোটি গুণ ॥১৫৭॥

"কাম প্রেম দোহাকার" ইত্যাদি লক্ষণেন গোপীপ্রেম্নঃ কামাভাবত্ব মুক্ত্বা সুখবাঞ্ছাভাবেপি যৎসুখং জায়তে ইতি প্রেমস্বভাবস্তৎবর্ণনেন তস্য তদভাবং পুনঃ বর্ণয়তি "আর এক" ইত্যাদি "এই হেতু গোপীপ্রেমে" ইত্যন্তং ॥১৫৬॥

বুদ্ধির গোচর নহে ইত্যেতদেব দর্শয়তি "গোপিকা" ইতি। সুখবাঞ্ছাভাবেহপি যৎ কোটিগুণ সুখোৎপত্তি রিত্যত স্তস্য বুদ্ধ্যগোচরত্বং। সুখবাঞ্ছা নাহি ইত্যাদি এব প্রেম্নঃ স্বভাবঃ ॥১৫৭॥

তাহাকে অর্পণ করিয়া তৎসুখ সম্ভোগ কারণ এ দেহ তাহারই, যত্ন করিয়া দেহ রক্ষা করিলে তাহার সন্তোষ সাধনীভূত হইবে, এবং এ দেহের সৌন্দর্য্য দর্শনে তিনি সুখী হইবেন, এই বিবেচনায় তাহারা নিজ দেহে প্রীতি করে ইত্যর্থ ইতি ॥১৫৪॥১৫৫॥

হে অর্জ্জুন! যে গোপীরা নিজ দেহকে আমার (কৃষ্ণের) দেহ বলিয়া অর্থাৎ আমার সুখ সাধন হইবে বলিয়া যত্ন করে। সেই গোপীগণ ভিন্ন আমার নিগূঢ় প্রেমের পাত্র আর কেহ নাই ॥৩০॥

গোপিকারা নিজ দেহকে শ্রীকৃষ্ণের দেহ বলিয়া যে তাহার যত্ন করে, ইহার প্রমাণ এই শ্লোক ইতি ॥৩০॥

"কাম প্রেম দোহাকার" ১৩৯ ইত্যাদি পয়ার বাক্যে লক্ষণ দ্বারা গোপী প্রেমের কামদোষ বিহীনত্ব স্থাপন করিলেন, তাহাতে গোপিকাদের স্বসুখ রূপ কাম না থাকিবার কারণ এই, প্রেমের স্বভাব বশত স্বয়ংই সুখোৎপত্তি হওয়াতে সুতরাং আর তদ্বাঞ্ছার অবকাশ রহিল না। ইহা তৎপ্রেম স্বভাব বর্ণনা দ্বারা, অর্থাৎ প্রেমের স্বভাব বশতঃ স্বয়ংই সুখ হয়; কিন্তু তাহার

গোপিকার দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটি গুণ গোপী আস্বাদয় ॥১৫৮॥
তাহা সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাঢ়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ ॥১৫৯॥
এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখে কৃষ্ণ সুখ পর্য্যবসান ॥১৬০॥

তৎসুখং প্রদর্শয়তি "গোপিকার" ইতি ॥১৫৮॥১৫৯॥

গোপিকানাং নিজসুখানুরোধাভাবেঽপি শ্রীকৃষ্ণসুখমেব তাসাং সুখে পরিণমতি শ্রীকৃষ্ণ সুখমেব তাসাং সুখং ভবে দিতি বিরোধসমাধান মিতিভাবঃ ॥১৬০॥

করিতে হয় নাই, একারণ গোপী-প্রেমে কামদোষ নাই, এইটী প্রেম স্বভাব বর্ণনা দ্বারা পুনরায় সেই প্রেমের কামদোষ বিহীনত্ব স্থাপন করিবার জন্য বলিতেছেন "আর এক" ইত্যাদি "এই হেতু গোপীপ্রেমে" এই পয়ারান্ত। ভাবের প্রেমের। প্রভাব, মহিমা। স্বসুখাভিলাষ না থাকিলেও কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সুখ জন্যই গোপীদের যে তৎসম্বন্ধ তাহা কেবল নির্ম্মল প্রেমের স্বভাব, আরও একটী তাহার অদ্ভুত স্বভাব যাহার (যে প্রেমের) মহিমা বুদ্ধির গোচর নহে, অর্থাৎ তাহা বুদ্ধিতে ধারণা হয় না ॥১৫৭॥

গোপী-প্রেমের মহিমা যে কারণে বুদ্ধির গোচর না তাহা বলিতেছেন "গোপিকা" ইতি। গোপিকাদের নিজ সুখ বাঞ্ছা না থাকিলেও কোটীগুণ সুখ হয়, এই কারণে তাহা বুদ্ধির গোচর নহে। এবং সুখ বাঞ্ছা না থাকিলেও যে সুখ হয় এটী প্রেমের স্বভাব। এই স্বভাব বশতই তাহায় কাম দোষ নাই। স্বসুখ বাঞ্ছার নামই কাম, কিন্তু সুখ পদার্থটী স্বয়ং উপস্থিত হইলে তাহাতে কাম রহিল না, তাহা হইলে প্রেমের স্বভাব বশতই গোপিকাদিগের সম্বন্ধে

গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা ॥১৬১॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ ॥১৬২॥
গোপী শোভা দেখি কৃষ্ণ শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণ শোভা দেখি গোপী শোভা বাড়ে তত ॥১৬৩॥
এইমত পরস্পর পরে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাড়ে কেহো মুখ নাহি মুড়ি ॥১৬৪॥

শ্রীকৃষ্ণসুখেন গোপীনাং সুখং যদ্রূপেণ জায়তে তদাহ "গোপিকা" ইত্যাদি। মদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণস্য সুখং জাতমেতদ্দর্শনেন তাসাং সুখং জায়ত ইত্যর্থঃ ॥১৬১॥ —॥১৬৪॥

স্বয়ংই সুখ উপস্থিত হওয়াতে আর সুখ বাঞ্ছা না থাকায় সেই প্রেমে কামদো[ষ] রহিল না ইতিভাব ॥১৫৭॥

সেই সুখ পদার্থ কি? তাহা বলিতেছেন "গোপিকার" ইতি ॥১৫৮॥১৫৯॥

শ্রীকৃষ্ণ সুখই গোপিকা সুখে পর্য্যবসান (পরিণত) হয়, অর্থাৎ গোপিকা দের স্বসুখেচ্ছা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ সুখী হইলে আপনিই তাহাদের সুখ হয় এ কারণ সুখ বাঞ্ছা না [থা]কিলেও সুখ হইবার বিরোধ রহিল না ॥১৬০॥

শ্রীকৃষ্ণ সুখই যে প্রকারে গোপিকাদের সুখ হয় তাহা বলিতেছেন "গোপিকা" ইত্যাদি। সমতা, তুল্যতা অর্থাৎ গোপী দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের যে [সুখ] হয়, স্বর্গাদি সমস্ত সুখ একত্র করিলেও তাহার তুলনা হয় না। গোপী দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের যে সুখ হয় তাহা দেখিয়া গোপিকাদের সুখ হয় এই যে, আমাকে (গোপিকাকে) দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুখী হইলেন, এই বিবেচনায় গোপিকারা সুখিনী হয়েন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সুখ দর্শনেই গোপিকাদের সুখ হয় ॥১৬১॥১৬২॥১৬৩॥

হুড়া হুড়ি, অগ্রসর হইবার জন্য ঠেলা ঠেলি। নাহি মুড়ি, কু[ণ্ঠিত] হয় না ॥১৬৪॥

কিন্তু কৃষ্ণ সুখ হয় গোপী রূপ গুণে।
তাঁর সুখে সুখ বৃদ্ধি হয়ে গোপীগণে ॥১৬৫॥
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণ সুখ পোষে।
এই হেতু গোপী-প্রেমে নাহি কাম দোষে ॥১৬৬॥

ননু তদপি সুখং গোপীনাং স্বসুখায় ভবতু তথা সতি তত্র কামদোষ আপতে দিতিচে তত্র শ্রীকৃষ্ণসুখত্বে গোপিকাসুখত্বং তৎসুখত্বেন শ্রীকৃষ্ণসুখত্ব মিত্যনেন গোপিকাসুখং শ্রীকৃষ্ণসুখবৃদ্ধ্যর্থং নতু স্বার্থ মত স্তত্র ন কামদোষ-পতনাবকাশ রিত্যাহ "কিন্তু" ইত্যাদি ॥১৬৫॥১৬৬॥

এখানে যদি বল শ্রীকৃষ্ণ সুখ দর্শনে গোপিকাদের যে সুখ হয়, সেইটাই তাহাদের স্বসুখ জন্য হউক, তাহা হইলে তাহাদের প্রেমে কাম দোষ উপস্থিত হইল ? ইহার উত্তর এই, শ্রীকৃষ্ণ সুখে গোপিকা সুখ, সেই সুখে আবার শ্রীকৃষ্ণ সুখ এইরূপে গোপিকা সুখ শ্রীকৃষ্ণ সুখ বৃদ্ধির জন্য, কিন্তু স্বাভিলাষ পূরণ জন্য নহে, এ কারণ তাহাতে কাম দোষ উপস্থিত হইতে পারে না, ইহা বলিতেছেন।

"কিন্তু" ইতি। ঐরূপে ঐ উভয়ের সুখ বৃদ্ধি হইলেও গোপিকা-রূপাদি দর্শনে বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের যে সুখ হয়, তাঁর সুখে অর্থাৎ কৃষ্ণ সুখ জন্য গোপিকার সুখ বৃদ্ধি হয়। তবে কিনা আমি (গোপিকা) সুখিনী হইলে, শ্রীকৃষ্ণ সুখী হইবেন। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার জন্য গোপিকার সুখ বৃদ্ধি হয়।

অতএব, কৃষ্ণ সুখ জন্য গোপিকার সুখ বৃদ্ধি হেতু। সেই সুখে, গোপিকা সুখ দ্বারা। পোষে, পুষ্ট হয় অথবা গোপিকারা সেই সুখ দ্বারা কৃষ্ণ সুখ পুষ্টি করে। অর্থাৎ কৃষ্ণ সুখে গোপিকা সুখিনী হইলে শ্রীকৃষ্ণ আরও সুখী হইলেন, এইরূপে গোপী-সুখ শ্রীকৃষ্ণ সুখকে পুষ্টি করে। এই হেতু, কৃষ্ণ সুখ পুষ্ট করা হেতু স্বসুখাভিলাষ নাথাকায় গোপী-প্রেমে কাম দোষ নাই।

যথোক্তং শ্রীরূপ গোস্বামিনা স্তবমালায়াং কেশবাষ্টকে ৮ শ্লোকে।

উপেত্য পথি সুন্দরী ততিভি রাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈ র্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।
স্তন স্তবক সঞ্চরন্নয়ন চঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবং ॥৩১॥

শ্রীকৃষ্ণ সুখত্বে গোপী সুখত্বং তৎসুখত্বেন পুনঃ শ্রীকৃষ্ণসুখত্ব মিত্যাহ "উপেত্যে"তি। বিপিন দেশতঃ বৃন্দাবনাৎ গোচরণাৎ ব্রজে নন্দীশ্বরে বিজয়িনং আগচ্ছন্তং কেশবং নন্দনন্দনং ভজেঽহমিতি। কীদৃশং পথি মার্গে আভিঃ সুন্দরীততিভিঃ গোপাঙ্গনাসমূহৈঃ অভ্যর্চ্চিতং অভি সর্ব্বতোভাবেন পূজিতং কৈরিতি স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈঃ মন্দহাস্য রোমাঙ্কুরং তেন করম্বিতা যুক্তা তৈঃ পুনঃ কীদৃশৈঃ নটদপাঙ্গ ভঙ্গীশতৈঃ নটৎ অপাঙ্গং নেত্রকটাক্ষং তস্য ভঙ্গীশতানি তানি তৈঃ কীদৃশং কেশবং গোপীনাং স্তনস্তবকেষু পুষ্পগুচ্ছসদৃশেষু সঞ্চরন্নয়ন চঞ্চরীকঃ নয়নে চঞ্চরীকে ভ্রমরে দ্বে তয়ো রঞ্চলং প্রান্তভাগং যস্য তং অত্র নায়ক নায়িকয়ো রুভয়ো র্মহাক্ষোভঃস্যমিতিধ্বনিতং। ইতি শ্লোকমালা ॥৩১॥

আভিঃ সুন্দরীততিভিঃ উপেত্য স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈঃ নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ পথি অভ্যর্চ্চিতং স্তনস্তবক সঞ্চরন্নয়ন চঞ্চরিকাঞ্চলং বিপিনদেশতঃ ব্রজে বিজয়িনং কেশবং ভজে। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩১॥

প্রথমতঃ গোপিকাদের কোন সুখেরই অভিলাষ নাই, কেবল শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে তৎসুখ বৃদ্ধির জন্য (আমি সুখিনী হইলে শ্রীকৃষ্ণ আরও সুখী হইবেন এইরূপে তৎসুখ বৃদ্ধির জন্য) গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণ সুখে সুখিনী হওয়াতে তাহাদের স্বসুখাভিলাষ না থাকায় তৎপ্রেমে কাম দোষ নাই ইতিভাব ॥১৬৫॥১৬৬॥

আর এক আছে প্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয়ে প্রেম কামদোষ হীন ॥১৬৭॥

প্রেম স্বভাবাদেব শ্রীকৃষ্ণ সুখেন স্বসুখং জায়তে অতো ন তত্র স্ববাঞ্ছাবকাশ ইতি তৎস্বভাবজাত সুখবর্ণনেন পুনরপি গোপীপ্রেম্নঃ কামাভাবত্বং দর্শয়িতুমাহ "আর এক" ইতি ॥১৬৭॥

স্বীয় স্বীয় দর্শন-যোগ্য স্থানে আগমন পূর্ব্বক এই গোপ-সুন্দরী সকল ঈষৎ হাস্তরূপ দূর্ব্বাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যযুক্ত কটাক্ষ ভঙ্গীরূপ নৃত্য দ্বারা পথ মধ্যে যাহার পূজা করিতেছেন, এবং যিনি সেই গোপসুন্দরীদিগের স্তনরূপ পুষ্পগুচ্ছে নয়নরূপ ভ্রমর দুইটী অর্পণ করত বনপ্রদেশ হইতে নন্দীশ্বরে আগমন করিতেছেন, সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভজন করি ॥৩১॥

প্রত্যক্ষ দর্শন পূর্ব্বক বর্ণনা করাতে এই গোপী বলিয়াছেন। বন্ধু ব্যক্তি দূর্ব্বাদি পূর্ণ মঙ্গল পাত্র দ্বারা সমাগত বন্ধুর যেমন মঙ্গল সাধন করে, এবং নৃত্যাদি দ্বারা তাহার আনন্দবর্দ্ধন করে, তদ্রূপ গোপিকারা ঈষৎ হাস্তরূপ দূর্ব্বাদি দ্বারা সমাগত পরম বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল সাধন করিতেছেন, এবং কটাক্ষ ভঙ্গীরূপা নর্ত্তকী দ্বারা তাহার আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন।

সমাগত বন্ধু যেমন বন্ধু হইতে নিজ প্রিয় বস্তু গ্রহণ করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও নিজ প্রিয় গোপিকাদের স্তনরূপ পুষ্পগুচ্ছ নেত্রভঙ্গী দ্বারা গ্রহণ করিতেছেন।

গোপিকা দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া নেত্রভঙ্গী প্রকাশ করেন। তদনন্দ বৃদ্ধির জন্ম নেত্রভঙ্গী প্রকাশ করেন ইতিভাব। গোপী দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের যে সুখ হয় তৎসুখ বৃদ্ধির জন্ত গোপিকাদেরও সুখ হয়, এই পূর্ব্ব পয়ার বাক্যের প্রমাণ এই শ্লোক অর্থ দ্বারা হইয়াছে ইতি ॥৩১॥

সুখের অভাব থাকিলেই তাহাতে বাঞ্ছা হয়; কিন্তু প্রেমের স্বভাব বশতঃ গোপিকাদের শ্রীকৃষ্ণসুখেই সম্পূর্ণ সুখ বিদ্যমান থাকায় তাহাদের আর স্বসুখ বাঞ্ছার অবকাশ নাই, এইটী প্রেম-স্বভাবজাত শ্রীকৃষ্ণসুখসুখীত্ব চিহ্ন বর্ণনা দ্বারা স্থাপন করিবার জন্ত বলিতেছেন "আর এক" ইতি ॥১৬৭॥

গোপী প্রেমে করে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহা তুষ্টি ॥১৬৮॥
প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥১৬৯॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতি বিষয়ের সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥১৭০॥

গোপীপ্রেমে ইত্যাদিকং প্রেমস্বভাবাদেব ভবতীত্যর্থঃ ॥১৬৮॥১৬৯॥

ননু অন্যস্যানন্দেন কথং অন্যস্যানন্দ ইতিচেত্তত্র প্রেম স্বভাবএব কারণমিত্যাহ "নিরুপাধি" ইতি। প্রেম-স্বভাবেনৈব তদ্ভবেদিত্যর্থঃ ॥১৭০॥

সেই চিহ্ন দেখাইতেছেন "গোপী" ইতি। গোপিকারা নিজ প্রেম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের পুষ্টি করে, এবং সেই মাধুর্য্য আবার সেই প্রেমকে বৃদ্ধি করে অর্থাৎ গোপিকাদের প্রেম কেবল শ্রীকৃষ্ণ সন্তোষ নিমিত্ত, সেই সন্তোষ আবার গোপিকা সন্তোষ বৃদ্ধি করে। তাহা হইলে প্রীতি-বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ের আনন্দ হওয়াতে গোপিকার স্বসুখ বাঞ্ছা রহিল না।

যাহাতে প্রীতি করে তিনি তাহার বিষয়, আর যাহার প্রীতি তিনি তাহার আশ্রয়, তবে কিনা শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয়, গোপিকারা প্রেমের আশ্রয়। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ সুখেই গোপিকাদের সুখ আপনিই হয়, সুতরাং আর তাঁহাদের বাঞ্ছা নাই, এ কারণে গোপীপ্রেমে স্বসুখ বাঞ্ছারূপ কাম নাই।

আলোকের অভাবই অন্ধকার, কিন্তু যেখানে পূর্ণ আলোক আছে, সেখানে যেমন বিন্দুমাত্রও অন্ধকার নাই ; তদ্রূপ প্রেমের অভাবই কাম, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সুখ সুখী প্রেম যেখানে আছে, সেখানে সুখ বাঞ্ছা কাম নাই ইতি। এখানে গোপী-প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের পুষ্টি করে, এবং শ্রীকৃষ্ণ সুখেই গোপিকাদের সুখ, এই একটী প্রেমেরই স্বাভাবিক চিহ্ন ॥১৬৮॥১৬৯॥

নিজ প্রেমানন্দে যবে কৃষ্ণ সেবা বাধে।
সে আনন্দোপরি ভক্তের হয়ে মহাক্রোধে ॥১৭১॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে ২ লহর্য্যাং ২৪ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

অঙ্গস্তম্ভারম্ভ মুত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমা
নন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।

তাহানাহীতিবাক্যং প্রতি দর্শয়িতুমাহ "নিজ" ইতি। শ্রীকৃষ্ণসেবাবাধকত্বেন নিজানন্দে ভক্তানাং ক্রোধো জায়তে শ্রীকৃষ্ণসেবাবাধে নিজসুখাভাবাত্তং সুখং ত্যজন্তীত্যর্থঃ অতস্তাসাং স্বসুখবাঞ্ছা নাস্তি নহি স্বসুখাভিলাষী কশ্চিৎ স্বসুখং ত্যজতীতি দৃশ্যতে ॥১৭১॥

অন্যের সুখে অন্যের সুখ হয় কেন? ইহার উত্তর, তাহাতে প্রেম-স্বভাবই কারণ, ইহা বলিতেছেন "নিরুপাধি" ইতি। কামদোষ বিহীন প্রেমের স্বভাবই এই, প্রীতি বিষয় সুখে তদাশ্রয়ের সুখ হয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসুখেই ভক্তের সুখ হয় ॥১৭০॥

"তাহা নাহি" এই উক্ত বাক্যকে প্রতিপন্ন করিতেছেন, অর্থাৎ প্রীতি-বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দে স্বসুখ বাঞ্ছা না থাকিবার কারণ বলিতেছেন "নিজ" ইতি। নিজ প্রেমানন্দে শ্রীকৃষ্ণ সেবার বাধা হয়, এ কারণ ভক্তের স্বসুখ বাঞ্ছা নাই, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সুখেই ভক্তের সুখ কিন্তু নিজ সুখে অভিভূত হইলে বহিজ্ঞান শূন্য হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ সেবার বাধা হয়, তাতে করে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে না পারায় নিজেও সুখী হয় না, এ কারণ তাহাদের স্বসুখ বাঞ্ছা নাই, ইহা প্রতিপন্ন হইল।

অথবা "নিরুপাধি—" এই বাক্যের প্রতি হেতু দেখাইতেছেন "নিজ" ইতি। নিরুপাধি প্রেমের স্বভাবই এই শ্রীকৃষ্ণ সুখে ভক্তের সুখ, যেহেতু নিজ

কংসারাতে র্বীজনে যেন সাক্ষা
দক্ষোদীয়া নন্তরায়ো ব্যধায়ীতি ॥৩২॥

অঙ্গস্তম্ভেতি। প্রেমানন্দং স্তম্ভারম্ভ মুত্তুঙ্গয়ন্তং সন্তং নাভ্যনন্দদিত্যন্বয়ঃ। অয়মর্থঃ প্রেমা তাবৎ দ্বিধাবিশেষণভাক্ স্তম্ভাদিনা আনুকূল্যেচ্ছয়া চ। দাসানা মানুকূল্যেচ্ছেবাতিহৃদ্যা সেবারূপস্বপুরুষার্থসম্পাদকত্বাৎ। স্তম্ভাদিকং ত্বহৃদ্যমেব তদ্বিঘাতকত্বাৎ তস্মাৎ স্তম্ভকরত্বাংশেনৈব তং মাভ্যনন্দৎ কিন্ত্বানুকূল্যকরত্বেনৈবাভ্যনন্দদিতি। সবিশেষণ বিধি নিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামত ইতি ন্যায়েন আরম্ভ আটোপঃ। ইতি দুর্গমসঙ্গমনী।

অঙ্গেতি। দারুকঃ কৃষ্ণসারথিঃ দ্বারকায়াং কংসারাতেঃ কংসমর্দ্দনস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বীজনে চামরসেবনবিষয়ে যেন নিজপ্রেম্না করণভূতেন অক্ষোদীয়ান্ অধিকঃ অন্তরায়ঃ বিঘ্নঃ ব্যধায়ি তং প্রেমানন্দং ন অভ্যনন্দং ন বাঞ্ছিতবান্ সেবাবাধকত্বাৎ কথম্ভূতং প্রেমানন্দং অঙ্গানাং স্তম্ভারম্ভং জড়ীভাবং উত্তুঙ্গয়ন্তং প্রাপয়ন্তং ইতি। নিজানন্দং তুচ্ছীকৃত্য শ্রীকৃষ্ণ সেবানন্দং কৃতবান্ ইতি ধ্বনিতং। ইতি শ্লোকমালা ॥৩২॥

দারুকঃ (শ্রীকৃষ্ণসারথিঃ) অঙ্গস্তম্ভারম্ভং উত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমানন্দং ন অভ্যনন্দৎ। যেন (প্রেম্না) কংসারাতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) সাক্ষাৎ বীজনে (চামরসেবনে) অক্ষোদীয়ান্ (অধিকতরঃ) অন্তরায়ঃ (বিঘ্নঃ) ব্যধায়ি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩২॥

সুখে শ্রীকৃষ্ণ সেবা সুখের বাধা হইলে ভক্তেরা সে সুখ ত্যাগ করে, তাহা হইতে নিজ সুখ সুখ-নিমিত্ত নহে, অতএব শ্রীকৃষ্ণ সুখই ভক্তের সুখ ॥১৭১॥

যে প্রেমানন্দে শরীর জড়ীভূত হওয়াতে (শরীর নিশ্চেষ্ট হওয়াতে) সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ চামর সেবার অধিক বাধা হয়, এইরূপ শরীর জড়কারী প্রেমানন্দকে শ্রীকৃষ্ণসারথি দারুক নিন্দা করিয়াছেন ॥৩২॥

দারুক শ্রীকৃষ্ণকে চামর সেবা করিতেছেন, এমন সময় স্বয়ং উপস্থিত প্রেমানন্দ তাহার শরীরকে নিশ্চেষ্ট করিয়া সেই সেবার বাধা দেওয়াতেই তিনি

তত্রৈব দক্ষিণ বিভাগে ৩ লহর্য্যাং ৩২ শ্লোকে।

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি বাষ্পপূরাভিবর্ষিণং।
উচ্চৈরনিন্দদা[illegible] মরবিন্দবিলোচনা ॥৩৩॥

আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ প্রেম সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥১৭২॥

আনন্দস্থ বাষ্পপূরাভিবর্ষিত্বমেব নিন্দ্যত্বেন বিবক্ষিতং নতু স্বরূপং সবিশেষণে বিধিনিষেধৌ বিশেষণপদমুপসংক্রামত ইতি ন্যায়াৎ। ইতি দুর্গমসঙ্গমনী।

গোবিন্দপ্রেক্ষণস্থ কৃষ্ণদর্শনস্থ আক্ষেপী বিনাশী যো বাষ্পপূরোঽশ্রুসমূহস্তমভিবর্ষিতুং শীলং যস্থ তং। অরবিন্দবিলোচনা পদ্মন[illegible] রুক্মিণী বা কাচিৎ গোপী। ইতিচং ॥৩৩॥

"তাহা নাহি নিজ সুখ" ইত্যেৎবাক্যং প্রতিপাদয়িতুং অথবা গোপিকানাং স্বসুখবাঞ্ছাভাবং কৈমুতিকন্যায়েন দর্শয়িতুং অন্যশুদ্ধভক্তানাং তদভাবং দর্শয়তি "আর" ইতি দ্বাভ্যাং। ভগবল্লোক স্বাভাব্যেন ভক্তানাং সালোক্যাদিকং অস্তি কিন্তু স্বসুখার্থং তে তন্নগৃহ্নন্তি শ্রীকৃষ্ণসেবার্থং গৃহ্নন্তি যতঃ স্বসুখার্থং তন্নগৃহ্নন্তি অতস্তেষাং স্বসুখবাঞ্ছা নাস্তীত্যর্থঃ। কৈমুতিকন্যায় প্রদর্শনং "কামগন্ধহীন" ইতি পরপদ্যে ভাবি ॥১৭২॥

অরবিন্দবিলোচনা গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনবিঘাতি) বাষ্পপূরাভিবর্ষিণং (নেত্রজল[illegible]) আনন্দং উচ্চৈঃ অনিন্দৎ। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩৩॥

সেই প্রেমানন্দকে নিন্দা [illegible]রিয়াছেন অর্থাৎ অঙ্গীকার করেন নাই; কেননা ভক্তেরা প্রেমানন্দ মাত্রকেই যে ত্যাগ করেন তাহা নহে; যে প্রেমানন্দ শ্রীকৃষ্ণ [illegible]র প্রতিকূল হয় তাহা ত্যাগ করে; আর যাহা তৎসেবার অনুকূল হয় তাহা গ্রহণ করে, এইটী দুর্গমসঙ্গমনীর অভিপ্রায়।

[illegible]নিজ প্রেমানন্দে—" ইহারই প্রমাণ এই শ্লোক ॥৩২॥

অশ্রুধারা নেত্রকে আবৃত করে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনের ব্যাঘাত জন্মে, এজন্য আনন্দকে পদ্মনয়নী রুক্মিণী বা কোন গোপী অভিনন্দন করেন নাই ॥৩৩॥

প্রেমানন্দে শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শন না হওয়াতে তাঁহার সেবা করিতে পারে না এই জন্যই তিনি আনন্দকে নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু স্বরূপতঃ প্রেমানন্দ নিন্দনীয় নহে। নিজ প্রেমানন্দে—' ইহারই প্রমাণ এই শ্লোক ॥৩৩॥

প্রীতি-বিষয়ানন্দে—" এই ১৬৯ পয়ার বাক্যকে প্রতিপন্ন করিবার জন্য অথবা গোপিকাদের স্বসুখ বাঞ্ছা নাই বলিবার জন্য অন্য ভক্তের স্বসুখ বাঞ্ছার অভাব দেখাইতেছেন, অর্থাৎ সাধারণ শুদ্ধ ভক্তের যখন স্বসুখ বাঞ্ছা নাই, তখন গোপিকাদের তাহা নাই, ইহা আর বলিতে কেন হইবে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন "আর শুদ্ধ" ইতি দুই পয়ারে। এখানে এই পয়ারের পরে ইহার পোষক প্রমাণ দিয়াছেন, কিন্তু এই পয়ারে এবং আগামী "কামগন্ধ হীন" এইপয়ার যোগ করিয়া উক্ত অভিপ্রেতার্থ প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা তথায় ব্যক্ত হইবে জানিবে। শুদ্ধভক্ত, শ্রীকৃষ্ণৈকপ্রেমবান্ ভক্ত। "সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য" এই তৃতীয় পরিচ্ছেদোক্ত পয়ার প্রমাণে এখানে সালোক্য এবং আদি পদে সার্ষ্টি সারূপ্য ও সামীপ্য এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি বলিয়াছেন কিন্তু সাযুজ্য অর্থাৎ ব্রহ্মৈক্য বলিবার অভিপ্রায় নহে, বিশেষতঃ ব্রহ্মধাম অতিক্রম করিয়া ভগবদ্ধামে গমন করায় ভক্তের সাযুজ্য মুক্তি নাই। সালোক্যাদির অর্থ ব্যাখ্যায় ব্যক্ত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণলোকে গমন করিয়া তল্লোক স্বভাবে সালোক্য (কৃষ্ণলোকে বাস), তাহার সমানরূপ হওয়াতে সারূপ্য, তাঁহার নিকটে থাকায় সামীপ্য ও তৎসমান ঐশ্বর্য্যে সার্ষ্টি, এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি ভক্তের সম্বন্ধে আপনিই উপস্থিত হয়, কিন্তু ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণ সেবা ব্যতীত স্বসুখ জন্য সেই সালোক্যাদি গ্রহণ করেন না অর্থাৎ কৃষ্ণলোকের স্বভাব বশতঃ সালোক্যাদি মুক্তি আছেই, কিন্তু স্বসুখ জন্য তাহা গ্রহণ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিব বলিয়া ভক্তেরা সেই সালোক্যাদি গ্রহণ করেন, স্বসুখ জন্য নহে। অথবা কৃষ্ণ সেবার বাধা হইলে তাহা গ্রহণ করেন না নচেৎ করেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কং ২৯ অধ্যা ১৩ শ্লোকে দেবহূতির প্রতি শ্রীকপিলদেববাক্যং।

সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥৩৪॥

ভক্তানাং নিষ্কামতাং কৈমুতিকন্যায়েনাহ সালোক্যং ময়াসহৈকস্মিন্ লোকে বাসং সার্ষ্টি সমানৈশ্বর্য্যং সামীপ্যং নিকটবর্ত্তিত্বং সারূপ্যং সমানরূপতাং একত্বং সাযুজ্যং উত অপি দীয়মানমপি ন গৃহ্ণন্তি কুতস্তৎকামনা ইত্যর্থঃ। ইতি ভাবার্থদীপিকা ॥৩৪॥

জনাঃ (ভক্তাঃ) মৎসেবনং বিনা দীয়মানং উত (অপি) সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বং অপি ন গৃহ্ণন্তি।' ইত্যন্বয়ঃ ॥৩৪॥

ফলিতার্থ এই কৃষ্ণ-প্রেম সেবা ব্যতীত ভক্তেরা স্বসুখ নিমিত্ত সালোক্যাদি গ্রহণ না করায় তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ সুখেই সুখীত্ব কিন্তু স্বসুখে বাঞ্ছা নাই, ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে। অতএব প্রীত-বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দে স্বসুখ বাঞ্ছা নাই, ইহা প্রতিপন্ন হইল। সাধারণ শুদ্ধ ভক্তের যখন স্বসুখ বাঞ্ছা নাই, তখন গোপিকাদের স্বসুখ বাঞ্ছা নাই, ইহা স্বয়ং উপলব্ধি হইল, এইটী "কামগন্ধহীন" এই পর পয়ারে স্পষ্ট হইবে ॥১৭২॥

কপিলদেব বলিতেছেন। সালোক্য (আমার সহিত একলোকে বাস) সার্ষ্টি (আমার সমান ঐশ্বর্য্য) সামীপ্য (আমার নিকটে অবস্থান) সারূপ্য (আমার সমান রূপ) একত্ব (আমাতে লীন হওয়া) এই পঞ্চবিধা মুক্তি আমি দিলেও ভক্তেরা আমার সেবা ব্যতীত তাহা গ্রহণ করে না ॥৩৪॥

মুক্তি সাধারণে পঞ্চবিধ বলিয়া এখানে সেই পঞ্চবিধ বলিয়াছেন, কিন্তু ভক্ত সম্বন্ধ বিশেষে তাহা সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ। ইহা "মৎসেবয়া— এই পর শ্লোক ব্যাখ্যায় সপ্রমাণ হইবে।

তত্রৈব ৯ স্কং ৪ অং ৪৯ শ্লোকে দুর্ব্বাসাং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতং॥৩৫॥

প্রতীতং প্রাপ্তমপি অন্যৎ স্বর্গাদি। ইতি ভাবার্থদীপিকা।

মৎসেবয়েতি। তে ভক্তাঃ মৎসেবয়া করণভূতয়া সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং প্রতীতং অনায়াসেন প্রাপ্তং তথাপি নেচ্ছন্তি তুচ্ছীকুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ভক্তাঃ কীদৃশাঃ সেবয়াপূর্ণাঃ মৎসেবনেন পূর্ণান্তকরণাঃ কালবিপ্লুতং কালনষ্টং অন্যৎ স্বর্গাদিকং কুতঃ কোবা পদার্থঃ চেটি বেদনাদরং কৃতবন্ত ইতি ধ্বনিতং। ইতি শ্লোকমালা॥৩৫॥

সেবয়া (মৎসেবয়া) পূর্ণাঃ তে (ভক্তাঃ) মৎসেবয়া প্রতীতং (প্রাপ্তং) সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং ন ইচ্ছন্তি কালবিপ্লুতং অন্যৎ (স্বর্গাদি) কুতঃ॥৩৫॥

ভগবান্ সালোক্যাদি প্রদান করিলেও ভক্তেরা যখন তৎসেবা ব্যতীত তাহা গ্রহণ করেন না, তখন আর বলিতে কেন হইবে তাহাদের স্বসুখ বাঞ্ছা নাই। "আর শুদ্ধ ভক্ত—" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক॥৩৪॥

দুর্ব্বাসাকে ভগবান্ বলিতেছেন। আমার সেবাসুখ পরিপূর্ণ ভক্ত সকল মৎসেবা ফলপ্রাপ্ত সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য ও সামীপ্য এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি যখন গ্রহণ করে না, তখন কাল বিধ্বস্ত স্বর্গাদি যে তাহারা গ্রহণ করে না ইহা আর বলিতে কেন হইবে॥৩৫॥

অমৃত পূর্ণ কলসে বিন্দুমাত্র ক্ষারের যেমন প্রবেশ হয় না, তদ্রূপ ভগবৎ সেবানন্দপূর্ণ ভক্তহৃদয়ে স্বসুখ বাঞ্ছার বিন্দুমাত্রও উদয় হয় না। ভগবদ্ভক্তে ব্রহ্মৈক্য মুক্তি নাই বলিয়া এখানে সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি বলিয়াছেন "আর শুদ্ধ ভক্ত—" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক॥৩৫॥

কামগন্ধ হীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেছে দগ্ধ হেম ॥১৭৩॥
কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী ॥১৭৪॥

কামগন্ধহীন ইতি। গোপীনাং প্রেম স্বভাবতএব কামগন্ধহীনং অথবা তৎ স্বাভাবিকং নতু সাধনসাধিতং। এতৎপদ্যস্য পূর্ব্বপদ্যেনান্বয়ঃ অয়মর্থঃ শুদ্ধভক্তানাং স্বসুখবাঞ্ছা নাস্তীতি পূর্ব্বপদ্যে উক্তং তত্র সাধনবলেন সিদ্ধানাং সাধনসাধিতপ্রেমবতাং তেষাং ভক্তানাং যদি স্বসুখবাঞ্ছা নাস্তি তদা সিদ্ধানাং কামগন্ধবিহীন স্বাভাবিক নিত্য প্রেমবতীনাং তন্নাস্তীতি কিমুচ্যতে যত স্তেভ্যোঽধিকাঃ ॥১৭৩॥

ননু অন্যভক্তেভ্যঃ গোপীনাং কথমাধিক্য মিতিচেত্তত্র সংক্ষেপ ভাগবতামৃতোক্ত দিশা অন্যেভ্যঃ ভক্তেভ্যঃ গোপিকানামাধিক্যং দর্শয়তি কৃষ্ণের ইতি দ্বাভ্যাং। শ্রীকৃষ্ণসহায়াদিভিগুণৈ রন্যেভ্য স্তাসামাধিক্য মিত্যর্থঃ ॥১৭৪॥১৭৫॥

"কামগন্ধ হীন" ইতি। শুদ্ধ, নির্দ্দোষ (খাদহীন) দগ্ধহেম, অগ্নিসংস্কৃত স্বর্ণ, অর্থাৎ শুদ্ধ আবার দগ্ধ ও উজ্জ্বলাদি গুণবিশিষ্ট স্বর্ণ যেমন নির্ম্মল, তদ্রূপ গোপীপ্রেম স্বভাবতই কামগন্ধ হীন (স্বসুখবাঞ্ছা বিহীন) অথবা কামগন্ধ হীন গোপীপ্রেম স্বাভাবিক, সাধন সাধিত নহে। পূর্ব্ব পয়ারের সহিত এই পয়ারের অর্থ করিতে হইবে, অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তের স্বসুখ বাঞ্ছা নাই, এইটী পূর্ব্ব পয়ারে বলিয়াছেন, তাহাতে সাধনসিদ্ধ এবং সাধন প্রাপ্ত প্রেম সেই ভক্তের যদি স্বসুখ বাঞ্ছা নাই তবে নিত্য সিদ্ধা এবং কামগন্ধ বিহীন স্বাভাবিক নিত্য প্রেমবতী গোপিকাদের সে বাঞ্ছা নাই ইহা আর বলিতে কেন হইবে, যেহেতু গোপিকারা অপর সকল ভক্ত হইতে অধিকা ॥১৭৩॥

অন্য ভক্ত হইতে গোপিকাদের আধিকতা কিরূপে? ইহাতে বক্ষ্যমাণ "সহায়াঃ গুরবঃ—" ইত্যাদি সংক্ষেপ ভাগবতামৃতের ভক্তামৃতোক্ত প্রমাণ দ্বারা অন্য

গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা পরিপাটী ইষ্ট সমীহিত ॥১৭৫॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তর খণ্ডে গোপীপ্রেমামৃতে
৩২ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

সহায়াঃ গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন ॥৩৬

সহায়া ইতি। হে পার্থ তে তুভ্যং সত্যং নিশ্চিতং বদামি কথয়ামি গোপ্যঃ গোপাঙ্গনাঃ মে মম কিমিতি বিস্ময়ে ন ভবন্তি সর্ব্বযোগ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ সহায়াঃ প্রিয়মিত্রবৎ সাহায্যং কুর্ব্বন্তি গুরবঃ মাং গুরুবৎ উপদেশং কুর্ব্বন্তি শিষ্যাঃ শিষ্যবৎ মদাজ্ঞাং ন লংঘয়ন্তীত্যর্থঃ ভুজিষ্যাঃ দাসীবৎ মৎসেবাং কুর্ব্বন্তি বান্ধবাঃ বন্ধুবৎ প্রেমাচারং আচরন্তীত্যর্থঃ স্ত্রিয়ঃ স্বস্ত্রীবৎ ব্যবহারং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। ইতি শ্লোকমালা ॥৩৬॥

হে পার্থ তে (তুভ্যং) সত্যং বদামি গোপ্যঃ মে (মম) সহায়াঃ গুরবঃ শিষ্যাঃ ভুজিষ্যাঃ বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ স্যুঃ অতস্তাঃ মে কিং ন ভবন্তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩৬

ভক্ত হইতে গোপিকাদের আধিক্য দেখাইতেছেন "কৃষ্ণের" ইতি দুই পয়ারে। গুরু, গুরুবৎ হিতোপদেশকারিণী, শিষ্যা, শিষ্যবৎ আজ্ঞা প্রতিপালিকা, শ্রীকৃষ্ণের সহায় ও গুরু ইত্যাদি গুণে গোপিকারা অন্য ভক্ত হইতে অধিক ইত্যর্থ।

এবং লঘুভাগবতামৃতের ভক্তামৃতে ৩২ শ্লোকে বলিয়াছেন যথা,—

ভক্তাঃ মমানুরক্তাশ্চ কতি সন্তি ন ভূতলে।
কিন্তু গোপীজনঃ প্রাণাধিক প্রিয়তমো মতঃ ॥

অস্যার্থ। আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) অনুরাগযুক্ত ভক্ত পৃথিবীতলে অনেক আছে, কিন্তু গোপীজনকে আমার প্রাণবৎ বা প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয়

তত্রৈব ৩৫ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতং।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥৩৭॥
সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা ॥১৭৬॥

মন্মাহাত্ম্যমিতি। হে পার্থ গোপিকাঃ মন্মাহাত্ম্যং মম মহিমানং মৎসপর্য্যাং মম সেবাং মৎশ্রদ্ধাং মম স্পৃহণীয়ং মন্মনোগতং মম মনোঽভিপ্রায়ং জানন্তি অন্যে এতদ্ভিন্নাঃ অন্যে ভক্তাঃ তত্ত্বতঃ স্বরূপতো ন জানন্তীত্যর্থঃ। ইতি শ্লোক-মালা ॥৩৭॥

হে পার্থ গোপিকাঃ মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতং জানন্তি অন্যে তত্ত্বতঃ ন জানন্তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩৭॥

জানি। অর্থাৎ দৈহিক পদার্থের মধ্যে প্রাণ যেমন সকল হইতে অধিক, তদ্রূপ ভক্তমধ্যে গোপিকারাই সকল হইতে অধিকা ॥১৭৪॥১৭৫॥

হে অর্জ্জুন! তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, গোপিকারা আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সকল কার্য্যের সাহায্য করে, গুরুজনের মতন আমাকে উপদেশ করে, শিষ্যের মতন আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করে, দাসীর মতন আমার সেবা করে, স্বজনের মতন আমার হিতাকাঙ্ক্ষা করে, স্ত্রীর মতন আমার সহিত বিহার করে, অতএব তাহারা আমার কি না করে, সকলই করে ॥৩৬॥

হে অর্জ্জুন! আমার (শ্রীকৃষ্ণের) মহিমা, আমার সেবা, আমাবিষয়ে ভক্তি, আমার মনোগত ভাব, এই সকলকে গোপিকারাই জানে, তদ্ভিন্ন অন্যে তাহা স্বরূপত জানে না ॥৩৭॥

"কৃষ্ণের সহায়—" এই দুই পয়ারের প্রমাণ এই দুই শ্লোক ইতি ॥৩৭॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তর খণ্ডে ভক্তামৃতে ৪১ শ্লোকে ধৃত পদ্মপুরাণবাক্যং।

যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণো স্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণো রত্যন্তবল্লভা ॥৩৮॥

গোপীনাং প্রেম্নঃ কামগন্ধবিহীনত্বং প্রতিপাদ্য শ্রীরাধায়া স্তৎ প্রতিপাদয়তি "সেই" ইতি। তাসু কামগন্ধহীন স্বাভাবিক প্রেমবতীষু গোপীষু মধ্যে রাধিকা উত্তমা যতঃ রূপাদিভিঃ সর্ব্বৈরেবপ্রকারৈঃ সা তাভ্যঃ সর্ব্বাভ্যোঽধিকা তাভ্যোঽধিকরূপাদিমতীর্থঃ। অত্র রূপাদীনামুত্তরোত্তরাধিক্যং জ্ঞেয়ং। অন্যস্তাসাং প্রেমবতীনাং গোপীনাং প্রেম যদি কামগন্ধবিহীনং তদা শ্রীরাধায়াস্তৎ সুতরাং যতঃ প্রেমাদিভিঃ সা তাভ্যোঽধিকা ॥১৭৬॥

যথা রাধা ইতি। যথা যেন প্রকারেণ বিষ্ণোঃ শ্রীনন্দনন্দনস্য প্রিয়া প্রাণাধিকা রাধিকা এব তথা তস্যাঃ রাধায়াঃ প্রিয়ং কুণ্ডমেব। একা সা রাধিকা সর্ব্বাসু গোপিকাসু মধ্যে বিষ্ণোঃ শ্রীনন্দনন্দনস্য অত্যন্তবল্লভা সর্ব্বোত্তমা প্রেয়সীত্যর্থঃ মহাভাব স্বরূপত্বেন পরপ্রিয়ত্বাৎ সর্ব্বগুণান্বিতত্বাচ্চাতিশয়েন প্রিয়তমা ইত্যর্থঃ অত্র বিষ্ণুশব্দস্য সামান্যতো বৃত্তিঃ যশোদাস্তনন্ধয় ইতি রূঢ়িতঃ। ইতি শ্লোকমালা ॥৩৮॥

রাধা যথা বিষ্ণোঃ প্রিয়া তস্যাঃ কুণ্ডং তথাপ্রিয়ং সর্ব্বগোপীষু সা এব একা বিষ্ণোঃ অত্যন্ত বল্লভা ইত্যন্বয়ঃ ॥৩৮॥

স্বসুখাভিলাষ না থাকিলেও শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণানুভবে যে সুখ হয়, এই বিচিত্রতাই শ্রীকৃষ্ণের তৎসুখ জানিবার ইচ্ছার প্রতি কারণ বলিতে শ্রীরাধা প্রেমের কামগন্ধ বিহীনত্ব অর্থাৎ তাহার স্বসুখাভিলাষ শূন্যত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য "গোপীগণের প্রেম" ১৩৮ ইত্যাদি পয়ারে। গোপীপ্রেমে তাহা প্রতিপাদন করিয়া অর্থাৎ গোপীপ্রেমে যখন কামগন্ধ নাই, তখন শ্রীরাধাপ্রেমে তাহা অবশ্যই থাকিবে না এই অভিপ্রায়ে তাহা এক্ষণে শ্রীরাধাপ্রেম সম্বন্ধে তাহা বলিতেছেন "সেই" ইতি। সেই প্রেম

তত্রৈব ৪৩ শ্লোক ধৃতাদিপুরাণবাক্যং।

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম ॥৩৯॥

ত্রৈলোক্য ইতি। হে পার্থ! ত্রৈলোক্যে স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাললোকে পৃথিবী ধন্যা সর্ব্বমান্যা যতঃ যত্র পৃথিব্যাং বৃন্দাবনং পুরী মথুরাচাস্তে তত্রাপি বৃন্দাবনে গোপিকাঃ ধন্যাঃ ভবন্তি যত্র গোপিকাসু মধ্যে মম প্রিয়া রাধাভিধা রাধানাম্নাস্তে। ইতি শ্লোকমালা ॥৩৯॥

ত্রৈলোক্য ইত্যস্যান্বয়ঃ সহজঃ ॥৩৯॥

কামগন্ধ বিহীন স্বাভাবিক প্রেমবতী যে গোপী, তাহাদের মধ্যে শ্রীরাধিকা উত্তমা, যেহেতু রূপাদি গুণদ্বারা তিনি সেই সকল গোপী হইতে সর্ব্বপ্রকারে অধিকা, সেই সকল হইতে তিনি অধিক রূপাদিমতীত্যর্থ। এখানে রূপাদির পর পর আধিক্য জানিবে, অর্থাৎ রূপ অপেক্ষা গুণ অধিক, তাহা হইতে সৌভাগ্য (স্ত্রীলোকের পতিপ্রিয়তা) তাহা হইতে প্রেম।

এখানকার অভিপ্রায় এই প্রেমবতী গোপিকাদেরই প্রেম যখন কামগন্ধ বিহীন, তখন শ্রীরাধারও তাহা সুতরাং হইবে, যেহেতু প্রেমাদি গুণদ্বারা তিনি সকল গোপী হইতে সর্ব্বপ্রকারে অধিকা, অর্থাৎ কামগন্ধ বিহীন প্রেমবতী গোপিকা সকল হইতে যখন তিনি প্রেমাদিতে অধিকা তখন স্বয়ংই উপলব্ধি হয় তৎপ্রেমে কামগন্ধ নাই; যেহেতু গোপিকা সকল হইতে তাঁহার প্রেমাদি অধিক ॥১৯॥

শ্রীরাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, তাঁহার কৃষ্ণও (শ্রীরাধার) তদ্রূপ তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়, যেহেতু সকল গোপীগণ মধ্যে সেই শ্রীরাধিকা একা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া অর্থাৎ সকল গোপী অপেক্ষা শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়া ॥৩০॥

শ্রীরাধিকা সকল গোপী হইতে অধিক প্রিয়া, ইহারই প্রমাণ সর্ব্ব গো...
বল্লভা ॥৩৮॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন লোকমধ্যে পৃথিবীই সকল হইতে অধিকা, যেহেতু যে পৃথিবীতে বৃন্দাবনপুরী আছে, সেই বৃন্দাবনপুরীতে গোপিকারাই প্রধানা, যে গোপিকাতে আমার প্রিয়া রাধিকা আছে। অথবা স্বর্গাদিলোকমধ্যে পৃথিবী অধিকা, তাহা হইতে গোপিকা অধিকা, তাহা হইতে রাধিকা অধিকা ॥৩৯॥

শ্রীরাধিকা সকল গোপী হইতে অধিকা ইহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

লঘুভাগবতামৃতের ভক্তামৃতমধ্যোক্ত "সহায়াঃ গুরবঃ শিষ্যাঃ—" তথা "যথা রাধাপ্রিয়াবিষ্ণোঃ—" ইত্যাদি উক্ত প্রমাণে গোপিকাদিগকে এবং শ্রীরাধিকাকে ভক্তমধ্যে গণনা করাতে অর্থাৎ সেই ভক্তামৃতে ৮ম শ্লোকে "এতেষাম সর্ব্বেষাং প্রহ্লাদঃ প্রবরো মতঃ"।

অন্বয়ার্থ। এই সকল ভক্তমধ্যে প্রহ্লাদ প্রধান। ইত্যাদি শ্লোকে অন্য ভক্ত হইতে প্রহ্লাদ প্রধান, তাহা হইতে পাণ্ডবগণ, তাহা হইতে যাদবগণ, তাহা হইতে উদ্ধব, তাহা হইতে গোপিকা, তাহা হইতে শ্রীরাধিকা প্রধানা এবং বৃহদ্ভাগবতামৃতের ভক্তামৃতে ইহার অতি বিস্তার আছে। ইহাতে ভক্তমধ্যে গোপিকার ও শ্রীরাধিকার প্রাধান্য বলাতে সেই ভক্তমধ্যে শ্রীরাধিকাদিকে গণ্য করা হইল। তাহাতে আশঙ্কা হইতে পারে এই, এই পরিচ্ছেদে।—

"স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাহার"। এই ৫৩ পয়ারে শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলিয়াছেন এবং "দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্রের প্রমাণ" এই ৮৩ পয়ারে এবং অপরাপর অনেক স্থানে তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্না বিশেষ "একাত্মানাবপি ভুবি পুরা—" এই প্রথমোক্ত পঞ্চম শ্লোকে তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একাত্মা বলিয়াছেন। এবং লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ৬৯ ইত্যাদি পয়ারে গোপীগণকে সেই শ্রীরাধার প্রকাশ বলিয়াছেন; তাহা হইলে উঁহাদিগকে ভক্তগণমধ্যে গণ্য করা কিরূপে সঙ্গত হয়?

উহার মীমাংসা এই, যেমন স্ত্রীলোকের পতিই সেব্য হওয়াতে পট্টমহিষী

রাধাসহ ক্রীড়ারস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥১৭৭॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণপ্রাণ ধন।
তাঁহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ ॥১৭৮॥

রূপাদিভিঃ রাধিকায়াঃ গোপীভ্যঃ যদাধিক্যমুক্তং তদেব দর্শয়তি "রাধাসহ" ইতি দ্বাভ্যাং। সামর্থাৎ কৃষ্ণস্য রাধয়া সহ মধুর লীলাসুখ বৃদ্ধ্যর্থং অন্নস্য ব্যঞ্জনবৎ গোপীগণং কর্ত্তৃ তদ্রসস্য উপকরণং উপকারং সাহায্যং করোতীতি-শেষঃ তৎসুখ বৃদ্ধেঃ হেতুর্ভবতীত্যর্থঃ কিন্তু দেহস্য প্রাণবৎ শ্রীরাধৈব শ্রীকৃষ্ণ সুখস্যৈকহেতুঃ নতু তাং বিনা তৎগোপীগণং প্রাণং বিনা ইন্দ্রিয়ানীব কৃষ্ণস্য সুখহেতু এতদেব তস্যাস্তাভ্য রাধিক্যমিত্যর্থ ইতি ॥১৭৭॥১৭৮॥

এবং তৎসখী সব পতি মহারাজার সেবিকা পুরস্কারে-সেবক মধ্যে গণ্য হইলেও স্বরূপতঃ সেই মহিষী পত্নীত্ব পুরস্কারে পতির অর্দ্ধাঙ্গী এবং অপর সর্ব্বসেবক প্রধানা এবং সকল দাসদাসীগণ সেব্যা। তৎসখীরাও তদ্রূপা।* তদ্রূপ এক শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বসেব্য হওয়াতে শ্রীরাধিকা এবং তৎসখীগণ তাঁহার সেবিকা-পুরস্কারে ভক্তমধ্যে তাহারা গণ্য হইলেও স্বরূপতঃ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাদিমতী এবং সর্ব্বপ্রধানা এবং সর্ব্বভক্ত সেব্যা এবং তৎসখীরাও তদ্রূপা। ফল কথা, "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব স্বভাব। গুরুসম লঘুরে করায় দাস্যভাব"। এই আগামী ৬ পরিচ্ছেদোক্ত প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব-বশতঃ ভক্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাতেই তাহাদিগকে ভক্ত বলা যায়। কিন্তু স্বরূপতঃ তাহারা স্বরূপশক্তি স্বরূপা এবং অপর সকল ভক্তসেব্যা এবং সর্ব্ব-প্রধানা। তথাহি লঘুভাগবতামৃতের ভক্তামৃতে ৩৯ শ্লোকে "ইতি কৃষ্ণং নিষে-ব্যাগ্রে কৃষ্ণস্যোপাসকৈ র্জনৈঃ সেব্যাঃ প্রসাদ পুষ্পাদ্যৈরবশ্যং ব্রজসুভ্রবঃ"।

* পূর্ব্বকার রাজারা যাহাকে বিবাহ করিতেন, তৎসখীরাও সেই রাজ-ভোগ্যা হইয়া প্রায়ই তৎসদৃশা থাকিত।

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে ৩ সর্গে ১ শ্লোকে শ্রীজয়দেববাক্যং

কংসারিরপি সংসার বাসনা বদ্ধ শৃঙ্খলাৎ।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥৪০॥

শ্রীরাধিকোৎকণ্ঠা বর্ণনানন্তরং শ্রীকৃষ্ণোৎকণ্ঠামাহ "কংসারি"রিতি। সা তস্মিন্নুৎকণ্ঠিতা তথা কংসারিরপি রাধাং আ সম্যক প্রকারেণ হৃদয়ে ব্রজসুন্দরী স্তত্যাজ হৃদয়ে তদ্ধারণ পূর্ব্বক শারদীয়রাসান্তর্দ্ধিস্ফূর্ত্যা চলিত ইত্যর্থঃ। কীদৃশীং রাধাং পূর্ব্বানুভূতস্মৃত্যুপস্থাপিত বিষয়স্পৃহা বাসনা সারভূতায়াঃ প্রাক্ নিশ্চিতায়া বাসনায়া বন্ধনায় দৃঢ়ীকরণায় শৃঙ্খলাং নিগড় রূপাং পরমাশ্রয়ামিত্যর্থঃ যথা কশ্চিৎ বিবেকী পুরুষ তারতম্যেন সারবস্তু নিশ্চয়ি তদেকানষ্ঠ স্তদন্যং সর্ব্বং ত্যজতি তথায় মিত্যর্থঃ। ইতি বালবোধনী॥৪০॥

কংসারিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অপি সংসার বাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং রাধাং হৃদয়ে আধায় ব্রজসুন্দরীঃ তত্যাজ। ইত্যন্বয়ঃ॥৪০॥

অস্যার্থ। শ্রীকৃষ্ণোপাসকজন অগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়া তৎপ্রসাদি পুষ্পাদি দ্বারা ব্রজ-গোপীদিগের সেবা করিবে। সর্ব্ব ভক্তপ্রধানত্বাদির প্রমাণ উপরে মূলেই উক্ত আছে।

গোপীরা সর্ব্বপ্রধানা ও সর্ব্বসেব্যা বলিয়া শ্রীউদ্ধব তাহাদের চরণ রজঃ বাঞ্ছা করিয়াছেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৪৭ অং ৫৪ শ্লোক। "আসা মহোচরণরেণু-জুষা মহং স্যাং—"। অস্যার্থ এই গোপীদের চরণরেণু সেবক দিগের মধ্যে আমি (উদ্ধব) একজন হই॥৩৯॥

পূর্ব্ব পয়ারে শ্রীরাধিকার যে সর্ব্বাধিক্য বলিয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন "রাধাসহ" ইতি দুই পয়ারে। শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে রাসলীলা সুখ বৃদ্ধির নিমিত্ত অপর গোপীগণ সেই সুখের উপকরণ, অর্থাৎ সেই সুখ বৃদ্ধির সাহায্য করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেয়সী এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণধন রাধিকা ব্যতীত সেই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ সুখের হেতু হয়েন না, অর্থাৎ

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্য অবতার।
যুগ ধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল পরচার ॥১৭৯॥
সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল কারণ ॥১৮০॥

ষষ্ঠশ্লোকস্থাভাষং বর্ণয়িত্বা তদুপসংহরন্নাহ অথবা "তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি" ইত্যস্থাভাষমাহ "সেই রাধার" ইতি দ্বাভ্যাং। সেই সর্ব্বাধিকায়াঃ। শ্রীরাধিকা ... সর্ব্বাধিকা ...তেন তৎপ্রেমাদিকমপি সর্ব্বাধিকমিতি তদ্ভাবমঙ্গীকৃত্য অথবা ... ইতি তস্মাদ্ধেতোঃ প্রেমাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ সর্ব্বগোপীগণেভ্যঃ রাধিকা

শ্রীরাধা ব্যতীত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজে সুখী করিতে পারেন না। এখানকার অভিপ্রায় এই মধুরাদি রস সাধিত বিবিধ ব্যঞ্জনোপকরণ যেমন তত্তৎ রসদ্বারা অন্ন রসাস্বাদন সুখ বৃদ্ধির হেতুভূত হয়, তদ্রূপ স্বপক্ষ সুহৃৎপক্ষ তটস্থপক্ষ ও বিপক্ষ এই বিবিধ ভাব ভাবিত গোপীগণ তত্তৎ ভাবকৃত কার্য্যদ্বারা শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণের মধুর রসাস্বাদন সুখ বৃদ্ধির হেতুভূত হয়, অর্থাৎ সেই রসকে নানারূপে শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করান। কিন্তু পরম প্রিয় প্রাণ ব্যতীত ইন্দ্রিয়াদিগণ স্বয়ং যেমন দেহের সুখ হেতু হইতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রাণ প্রিয়তমা শ্রীরাধা ব্যতীত অপর গোপীগণ নিজে শ্রীকৃষ্ণ সুখের হেতু হইতে পারে না। তবে কিনা শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণ সুখের এক হেতু এইটীই ত... আধিক্য, কেননা সর্ব্বসুখৈকহেতু শ্রীকৃষ্ণের যে সুখহেতু হয়, তাহা হইতে আর আধিক্য জগতে কি আছে। উক্ত স্বপক্ষাদির কার্য্য তাহাদের লক্ষণে ব্যক্ত আছে, তাহা "বহুকান্তা বিনু নহে" এই ৬৯ পয়ার ব্যাখ্যায় দৃষ্টি করিবেন ॥১৭৭॥১৭৮॥

রাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণ নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা, শ্রীকৃষ্ণও তেমন তন্নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া রাসলীলাভিলাষ বন্ধনে শৃঙ্খলারূপা অর্থাৎ রাস ক্রীড়ার এক কারণভূতা শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক অপর গোপীগণকে ত্যাগ করেন ॥৪০॥

যতোঽধিকা তত্তদ্ভাবমঙ্গীকৃত্য শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীচৈতন্যাবতীর্ণঃ। অত্রায়ং ক্রমো জ্ঞেয়ঃ শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা তথা তদাস্বাদ্য নিজাদ্ভুত মধুরিমা তথা নিজানুভবেন তস্যাঃ সুখঞ্চ এতত্ত্রয়াণাং পূর্ব্ববর্ণিতবিচিত্রতাহেতোঃ তৎপ্রেমাদিত্রয়াস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণস্য বাঞ্ছা জাতা ততস্তৎপূরণার্থং রাধাভাব মঙ্গীকৃত্য স শ্রীচৈতন্যাবতীর্ণঃ। তথা যুগধর্ম্মাদিকং প্রচারিতবান্। কিন্তু সেই ভাবে ইতি রাধাভাবেন নিজ বাঞ্ছাত্রয় পূরণাৎ তদ্বাঞ্ছাত্রয়মেব শ্রীচৈতন্যাবতারে মূলকারণং॥১৭৯॥১৮০॥

শ্রীরাধা ব্যতীত গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণ সুখের হেতু না হওয়াতে তাহাদিগ হইতে সুখ না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে ত্যাগ করেন। গ্রন্থকৃৎপাদ মধ্যের ৮ম পরিচ্ছেদে "শতকোটী গোপীসঙ্গে রাসবিলাস" ইত্যাদি পয়ারে এই শ্লোকের অভিপ্রেতার্থ প্রকাশ করিয়াছেন, দৃষ্টি করিবেন।

শ্রীরাধা ব্যতীত অপর গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণ সুখের হেতু নহেন, ইহার প্রমাণ এই শ্লোক ইতি॥ ॥

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা—" এই ষষ্ঠ শ্লোকের আভাষ বর্ণনার উপসংহার করিবার জন্য বলিতেছেন, অথবা "তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি" ইহার অভাষ বলিতেছেন "সেই রাধার" ইতি দুই পয়ারে। সেই, প্রেমে, গুণে, ও রূপে ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারে সকল গোপিকা হইতে অধিকা। লঞা, লইয়া (গ্রহণ করিয়া)। শ্রীরাধিকাই সকল হইতে অধিকা হওয়াতে তাহার প্রেমাদিও সকল হইতে অধিক এ প্রযুক্ত, অথবা সেই কেনা সেই হেতু অর্থাৎ প্রেম, গুণ, রূপ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারে সকল গোপী হইতে শ্রীরাধিকা অধিকা হওয়াতে তাহারই ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েন।

এখানে এই ক্রম জানিবে, শ্রীরাধিকার প্রণয়মহিমা, শ্রীরাধাস্বাদ্য নিজাদ্ভুত মাধুর্য্য এবং নিজানুভবে শ্রীরাধার সুখ, এই তিনটীর পূর্ব্ব বর্ণিত বিচিত্রতা বশতঃ ঐ তিনটী আস্বাদন করিতে শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছা হয়, সেই বাঞ্ছা পূরন করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধাভাব অঙ্গীকার করিয়া কেননা ঐ তিনটী এক শ্রীরাধারই এই জন্য তদ্ভাব অঙ্গীকার করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েন। এবং যুগধর্ম্ম

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥১৮১॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুসঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥১৮২॥

সুখবোধায়ৈতৎপ্রকরণাভিপ্রায়ং সংক্ষেপেণৈবাহ অথবা নামপ্রেমপ্রদানং শ্রীচৈতন্যাবতারে কারণমিতি তৃতীয়ে উক্তমত্রতু রাধাপ্রেমাদিস্বাদনবাঞ্ছাত্রয়মিত্যেতৎ সমাদধন্নাহ"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" ইতি দ্বাভ্যাং। সাক্ষাৎ শৃঙ্গার রসময় মূর্ত্তিঃ কৃষ্ণ এব ব্রজেন্দ্রকুমারঃ নতু কৃষ্ণশব্দেনান্যো কশ্চিদস্তীত্যর্থঃ সো ব্রজেন্দ্রকুমার এব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুঃ। সেই রস শৃঙ্গার রসশেষ মিতিশেষঃ তমাস্বাদয়িতু মবতীর্ণঃ শৃঙ্গাররসমূর্ত্তিত্বেনৈব তমাস্বাদয়িতুমবতীর্ণ ইত্যর্থঃ তৎসঙ্গেন সর্ব্বান্ রসান্ নামপ্রেমাদীন্ প্রচারিতবান্ অয়ম্ভাবঃ শৃঙ্গাররসশেষং শ্রীরাধাপ্রেমাদি স্বাদয়িতু মবতীর্ণত্বেন তদ্বাঞ্ছাত্রয়ং শ্রীচৈতন্যাবতারে মুখ্যকারণং নামপ্রেম প্রদানন্ত আনুসঙ্গত্বেন গৌণকারণং মিত্যুভয়সমাধানং ॥১৮১॥১৮২॥

অর্থাৎ কলিযুগ-যুগধর্ম্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন ও ব্রজপ্রেম জগতে প্রচার করেন। কিন্তু এ অবতারে "সেইভাবে" অর্থাৎ রাধাভাবে নিজ সেই তিনটী বাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হওয়াতে ঐ তিন বাঞ্ছাই শ্রীচৈতন্যাবতারের মূল কারণ ॥১৭৯॥১৮০॥

সাধারণ সুখ বোধের নিমিত্ত উক্ত প্রকরণাভিপ্রায় সংক্ষেপে বলিতেছেন, অথবা নামপ্রেম প্রদান শ্রীচৈতন্যাবতারে কারণ, এইটী তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, আবার এখানে শ্রীরাধাপ্রেমাদি তিনটী আস্বাদনরূপ তিনটী বাঞ্ছাকে মুখ্য কারণ বলিতেছেন, ইহার সমাধান জন্য বলিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" ইতি দুই পয়ারে। সাক্ষাৎ শৃঙ্গার, অপ্রাকৃত পূর্ণ স্বয়ং শৃঙ্গার রসময় মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণই নন্দকুমার, অর্থাৎ কৃষ্ণ শব্দে নন্দকুমারই বুঝায়, অন্য কেহ নহে এইটী সূচিত হইল; সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু। সেই রস, শৃঙ্গাররস। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যপ্রভু নন্দকুমারও সাক্ষাৎ শৃঙ্গার রসময় মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ এ প্রযুক্ত তিনি

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে ১ সর্গে ১১ শ্লোকে শ্রীজয়দেব বাক্যং।

বিশ্বেষা মনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর
শ্রেণী শ্যামল কোমলৈ রুপনয়ন্নঙ্গৈ রনঙ্গোৎসবং।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভি রভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখিমূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥৪১॥

বিশ্বেষামিতি। হে সখি মধৌ বসন্তে মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি কিংকুর্ব্বন্ বিশ্বেষাং সর্ব্বগোপীগণানাং অনুরঞ্জনেন তেষাং স্বস্ববাঞ্ছিতাতিরিক্তরসদানাং প্রীণনেনানন্দং জনয়ন্ পুন কিং কুর্ব্বন্ অঙ্গৈরনঙ্গোৎসব মাধিক্যেন প্রাপয়ন্ কীদৃশৈঃ নীলকমলশ্রেণীতোঽপি শ্যামলকোমলৈঃ। ইন্দীবরশব্দেন শীতলত্ব শ্রেণীপদেন নবনবায়মানত্বং শ্যামলপদেন সুন্দরত্বং কোমলশব্দেন সুকুমারত্ব সূচিতং। ননু দ্বিকোটিস্থোঽয়ং রসঃ তত্র নায়কস্যানুরাগে সত্যপি নায়িকানু রাগমন্তরেণ কথং তদুয়ঃ স্যাদতআহ ব্রজসুন্দরীভি রালিঙ্গিতঃ আলিঙ্গনানু...

হে সখি অনুরঞ্জনেন বিশ্বেষাং আনন্দং জনয়ন্ ইন্দীবরশ্রেণী শ্যামলকোমলৈঃ অঙ্গৈঃ অনঙ্গোৎসবং উপনয়ন্ স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিঃ অভিতঃ প্রত্যঙ্গং আলিঙ্গিতঃ মুগ্ধঃ হরিঃ মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গারইব মধৌ ক্রীড়তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৪১॥

সেই শৃঙ্গার রস আস্বাদন নিমিত্ত, তবে কিনা ব্রজলীলাস্বাদিত শৃঙ্গার রসাবলি যে শ্রীরাধাপ্রেমাদি তাহা আস্বাদন জন্য অবতীর্ণ হয়েন, এবং সেই সঙ্গে ... সকল রসই অর্থাৎ নাম প্রেমাদি প্রচার করেন। তবে কিনা শৃঙ্গার রসাদি শ্রীরাধাপ্রেমাদি তিনটী আস্বাদন করিতে অবতীর্ণ হওয়াতে তৎপ্রেমাদি আস্বাদ্যত্রয় শ্রীচৈতন্যাবতারে মুখ্য কারণ, আর সেই সঙ্গে নামপ্রেমরস প্রচার করাতে তাহা গৌণ কারণ হওয়াতে ঐ উভয়ের সমাধান হইল ॥১৮১॥১৮২॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন।
অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥১৮৩॥
সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ ধর্ম্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম ॥১৮৪॥

নেনানুরঞ্জিত ইত্যর্থঃ এতেনাস্যোন্যানুরঞ্জনমাত্র তাৎপর্য্যকতয়া প্রেম পরিপাকোদ্‌গত পূর্ণ রসাবির্ভাবেন প্রাকৃত রসস্থিরস্থত ইতি সূচিতং। তর্হি সঙ্কোচাপত্তিঃ স্যাৎ নৈবং বাচ্যং স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা কালদেশক্রিয়াণা মসঙ্কোচা দিত্যর্থঃ। তথাপি তস্য সর্ব্বাঙ্গ্য নস্যাদিতিন অভিতঃ সর্ব্বৈরঙ্গৈ রিত্যর্থঃ। তথাপ্যঙ্গানাং দিঙ্মাত্রতাস্যাদিতিন প্রত্যঙ্গমিতি একৈকাঙ্গস্য যথোচিত ক্রিয়াণামিত্যর্থঃ। নবেকেনানেকাসাং সমাধানং কথং স্যাত্তত্রাহ শৃঙ্গাররসো মূর্ত্তিমান্ ইত্যহমুৎপ্রেক্ষে যতঃ সোপ্যেক এব বিশ্বমনুরঞ্জয়ন্নানন্দয়তি। ইতি বালবোধনী ॥৪১॥

বাঞ্ছাত্রয় পূরণমেব শ্রীচৈতন্যাবতারে মুখ্যকারণং নামপ্রেম প্রদানন্তু গৌণমেতৎ বিজ্ঞানুভবেন প্রমাণয়ন্নাহ "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" ইতি। শ্রীচৈতন্যদাসা এব তৎজানন্তীত্যর্থঃ ॥১৮৩॥১৮৪॥

হে সখি প্রীতিপ্রদানে গোপিকাদের আনন্দবর্দ্ধন করত নীলপদ্ম সমূহ তুল্য শ্যামবর্ণ কোমল অঙ্গদ্বারা কন্দর্পোৎসব প্রাপ্ত করত স্বচ্ছন্দরূপে ব্রজসুন্দরী কর্ত্তৃক সর্ব্বভাবে প্রত্যঙ্গ আলিঙ্গিত হইয়া মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররসরূপ সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে ক্রীড়া করিতেছেন ॥৪১॥

"রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার" ইহার প্রমাণ "শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব ॥৪১॥

শ্রীরাধার প্রেমমহিমা, শ্রীকৃষ্ণের নিজাদ্ভুত মাধুর্য্য, ও সেই মাধুর্য্যাস্বাদনে শ্রীরাধার সুখ; এই তিনটী জানিতে যে তিন বাঞ্ছা, ইহাই শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্য কারণ; আর নাম প্রেম প্রদান এইটী তাহার গৌণ কারণ; এই দুইটী

অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস।
গদাধর দামোদর মুরারি হরি দাস ॥১৮৫॥
আর যত চৈতন্য গোসাঞির ভৃত্যগণ।
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ ॥১৮৬॥
ষষ্ঠ শ্লোকের এই কহিল আভাষ।
মূল শ্লোকের অর্থ এবে করিয়ে প্রকাশ ॥১৮৭॥

শ্রীচৈতন্যপার্ষদাদ্যনুগ্রহেণৈব পূর্ব্ববর্ণিত আভাষঃ জ্ঞাত ইতি তান্ প্রণমন্ তৎবর্ণনং শেষয়তি "অদ্বৈত" ইতি ত্রিভিঃ ॥১৮৫॥১৮৬॥

ষষ্ঠ শ্লোকের ইতি ষষ্ঠশ্লোকস্য শ্রীরাধায়া ইত্যস্যায়মাভাষ উক্তঃ অধুনা তস্য মূলং শ্রীচৈতন্যাবতারাদিকারণং অর্থং প্রকাশং কৃত্বা শৃণু আভাষবর্ণন মধ্যে তস্য শ্লোকস্যার্থ উক্তঃ শ্রোতৃবর্গ স্বয়মেব তৎপ্রকাশং কৃত্বা শৃণু ইত্যর্থ ইতি ॥১৮৭॥

বিজ্ঞানুভব প্রমাণে সপ্রমাণ করিবার জন্য বলিতেছেন "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" ইতি শ্রীচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন অর্থাৎ শৃঙ্গারাদি সকল রসের আশ্রয় এ প্রযুক্ত সেই রস সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করেন; অর্থাৎ সর্ব্বরস সার শৃঙ্গার রস শেষ শ্রীরাধাপ্রেমাদি তিনটি আস্বাদন করেন, তাহা হইলে উক্ত তিন বাঞ্ছা পূরণ জন্যই শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন, আর সঙ্গে নাম প্রেম প্রদান করেন, এই মর্ম্ম (গুহ্যাভিপ্রায়) শ্রীচৈতন্য দাসই জানেন ॥১৮৩॥১৮৪॥

শ্রীচৈতন্যপার্ষদাদ্যনুগ্রহেই পূর্ব্ব বর্ণিত আভাষ জানিয়াছেন, এই জন্য তাহাদিগকে প্রণাম করত সেই আভাষ বর্ণনার শেষ করিতেছেন "অদ্বৈত" ইতি। শ্রীনিবাস বলিতে এখানে শ্রীবাস জানিবে ॥২৮৫॥১৮৬॥

"ষষ্ঠ শ্লোকের" ইতি। বন্দ্যোপাধ্যায় এই পয়ারের অর্থ করিয়াছেন "ষষ্ঠ শ্লোকের এই আভাষ কহিলাম, এক্ষণে মূল শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতেছি শ্রবণ করুন"। এই অর্থ সঙ্গত নহে; কেননা ষষ্ঠ শ্লোক বলিতে

তথাহি

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা নয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥৪২॥

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা—" এই শ্লোক বুঝাইল, আবার মূল শ্লোক বলিলে তাহা হইতে ভিন্ন আর একটী শ্লোক বুঝায়, দ্বিতীয়তঃ পর পয়ার সকলে ঐ মূল শ্লোকের কোন পদেরই অর্থ প্রকাশ পায় না, কেবল "রাধাভাব অঙ্গে করি ধরে তার বর্ণ" ইত্যাদি পর পয়ারে ঐ শ্লোকের "তদ্ভাবাঢ্যঃ—" ইত্যাদি একেক পদের অর্থ প্রকাশ পায়; তৃতীয়তঃ "এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না যুয়ায়" ইত্যাদি পর পয়ার বাক্যে ঐ শ্লোকের সিদ্ধান্ত করিবেন, ইহাই প্রকাশ পাইতেছে, তাহা হইলে ঐ শ্লোকের অর্থ না করিয়া সিদ্ধান্ত করায় এই পয়ারের উক্ত অর্থ সঙ্গত না হওয়াতে উহার অর্থ এইরূপ করিতে হইবে, যথা, এই শ্লোকের ("শ্রীরাধায়াঃ" এই শ্লোকের) আভাষ কহিল, এবে (এক্ষণে) মূল শ্লোকের (ঐ শ্লোকের) মূল অর্থ অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যাবতারের আদি কারণরূপ (মুখ্যকারণরূপ) অর্থকে শ্রোতৃবর্গ এবং প্রকাশ করিয়া শ্রবণ করুন অর্থাৎ ঐ শ্লোকের আভাষ বর্ণনা মধ্যে ঐ শ্লোকের অর্থও করা হইয়াছে প্রকাশ করিয়া শ্রবণ করুন।

আভাষ বর্ণনা মধ্যে উহার অর্থ যথা "তাহার প্রথম বাঞ্ছা—" ১০৩ ইত্যাদি "এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ—" ১১৬ এই পর্য্যন্ত পয়ারে "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা" ইহার অর্থ প্রকাশ পাইতেছে।

"এই এক শুন আর লোভের প্রকার" ১১৭ ইত্যাদি "এইত দ্বিতীয় হেতুর কৈল বিবরণ" ১৩৮ এই পর্য্যন্ত পয়ারে "অনয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ" ইহার অর্থ প্রকাশ পাইতেছে ॥১৩৪॥

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়।
না কহিলে কেহো ইহার অন্ত নাহি পায় ॥১৮৮॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ় ॥১৮৯॥

এ সব সিদ্ধান্ত ষষ্ঠ শ্লোকস্থ বক্ষ্যমাণ সিদ্ধান্তঃ ॥১৮৮॥

নমু কথং কিঞ্চিন্নিগূঢ়কথনমিত্যত্রাহ "বুঝিবে" ইতি। রসিকভক্তানাং তদ্বোধার্থং মূঢ়ানাং অভক্তানাঞ্চ তন্নিষেধার্থং তস্য কিঞ্চিন্নিগূঢ়কথনং ॥১৮৯॥

"তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ" ১৩৫ ইত্যাদি "সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্য অবতার" ১৭৯ এই পর্য্যন্ত পয়ারে "সৌখ্যং চায়াঃ—হরীন্দুঃ" ইহার অর্থ প্রকাশ পাইতেছে ইতি ॥১৮৭॥

"শ্রীরাধায়াঃ—" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি প্রথম পরিচ্ছেদে ষষ্ঠ শ্লোকে দৃষ্টি করিবেন, প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিবার নিমিত্ত এখানে উহা উদ্ধার করিয়াছেন ॥১৮৮॥

বক্ষ্যমাণ সিদ্ধান্তে অনধিকারী জনের প্রবেশ নিবারণ করিবার জন্য বলিতেছেন "এ সব সিদ্ধান্ত" ইত্যাদি। উক্ত শ্লোকের বক্ষ্যমাণ গূঢ় (আবৃত) সিদ্ধান্ত সকল প্রকাশ করিয়া কহিবার যোগ্য নয়, আবার তাহা না কহিলেও ইহার (ঐ শ্লোকের) অন্ত পাইবে না, অর্থাৎ ঐ শ্লোকের অভিপ্রায় জানিতে পারিবে না। এই হেতু এ সব সিদ্ধান্ত কিছু নিগূঢ় করিয়া, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ আবৃত রাখিয়া কহি। তবে কিনা গূঢ় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবার যোগ্য না হওয় কিঞ্চিৎ গূঢ়রূপে তাহা কহি। তাহা হইলে কিঞ্চিদাবৃত ভাণ্ডগত মধু পিপীলিকা যেমন জানিতে পারে অন্যে পারে না। অথবা গুপ্তস্থানে প্রবেশ করিয়া

---

* পূর্ব্ব পক্ষ নিরাশ পূর্ব্বক সিদ্ধপক্ষ বা শাস্ত্রীয় পক্ষ স্থাপনকে সিদ্ধান্ত বলে

হৃদয়ে ধরয়ে যেই চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥১৯০॥
এ সব সিদ্ধা[illegible] রস আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥১৯১॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥১৯২॥

রসিক ভ[illegible] লক্ষণং বদন্ তস্য তদ্বোধে হেতুমাহ "হৃদয়ে" ইতি। চৈতন্য-[illegible]নন্দং যো [illegible] ধরতি চৈতন্যনিত্যানন্দং ভজতীত্যর্থঃ স [illegible]ব রসিকভক্তঃ। তৎকারণ প্রভাব[illegible]তুনৈব তস্য তদ্বোধঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥১৯০॥

নষ্টভক্তানাং কথং তত্র [illegible]নিষেধ ইত্যত্রাহ "এ সব" ইতি। অ[illegible]রসঃ [illegible]কিলানামেব প্রিয়ঃ নতুষ্ট্রাণাং তদ্বৎ বক্ষ্যমাণঃ সিদ্ধান্তোঽপি রসিকভক্তানা-[illegible] প্রিয়ঃ নষ্টভক্তানা মিতি তত্র তন্নিষেধঃ। অত্রেদমপি জ্ঞেয়ং পণ্ডিত-[illegible]য়েন ন তন্নিষেধ অপিতু তত্র সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধ ভাবনয়া অপরাধোৎপত্তেঃ [illegible]নাং মহা[illegible]ঙ্গলং স্যাদত [illegible]ষেধঃ নতু বাদভয়েন যত গ্রন্থকৃৎপাদ[illegible]ত্যে গ্রন্থোহয়ং প্রমাণং [illegible] ৯১॥১৯২॥

[illegible]ভক্ত ব্যক্তিই সক্ষম হয়, কি[illegible] ভক্ত ব্যক্তি তাহা হয় না, তদ্রূপ এ সব সিদ্ধান্তে কিঞ্চিদাবরণ থাকায় র[illegible] ভক্তই তাহা বুঝিবে, কিন্তু [illegible] (অজ্ঞ অর্থাৎ অভক্ত) তাহা বুঝিতে পা[illegible] না। ইহাতে বলা হইল এই, এ সব সিদ্ধান্ত রসিক ভ[illegible]ই বুঝিতে পারে, অভক্ত তাহা না পারে, এ[illegible] জন্য তাহা [illegible] নিগূঢ়রূপে কহি[illegible] তবে কি[illegible] এ সব সিদ্ধান্ত দেখিতে ভক্তেরই [illegible] লোকের নিষেধ ॥১৮৮॥১৮৯॥

[illegible] ভক্তই বা কে? তিনি[illegible] উহা বুঝিবেন কেন? ইহাতে বলিতেছেন "[illegible]" ইতি। যেজন শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে হৃদয়ে ধারণ করেন, অর্থাৎ স্বয়ং

যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে।
ইহা বহি কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে ॥১৯৩॥
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে তার হউ চমৎকার ॥১৯৪॥

সিদ্ধান্তেঽস্মিন্নভক্তানা মপ্রবেশেন ভবতঃ কথমানন্দ ইতি চেত্তত্র যদর্থং ভয়ং তদভাবেনৈবানন্দ ইত্যাহ "যে লাগি" ইতি। অভক্তানামত্র প্রবেশ এব ভয়ং তদভাবেন আনন্দ ইত্যর্থঃ ॥১৯৩॥১৯৪॥

ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীবলরামই শ্রীনিত্যানন্দ, ইহা যিনি জানেন অথবা তাঁহাদিগকে ভজন করেন, তিনিই রসিক ভক্ত। তিনিই এ সব সিদ্ধান্তে আনন্দ পাইবেন, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে হৃদয়ে ধারণ করা প্রভাবেই তিনি উহা বুঝিয়া আনন্দ পাইবেন ॥১৯০॥

অভক্তকে উহাতে নিষেধ করেন কেন? ইহাতে বলিতেছেন "এ সব" ইতি। আম্রমুকুল যেমন কোকিলেরই প্রিয়, কিন্তু উষ্ট্রের তাহা প্রিয় নহে, তদ্রূপ এ সব সিদ্ধান্ত রসিক ভক্তেরই প্রিয়, অভক্তের নহে, এইজন্য ইহাতে তাহার নিষেধ।

কোকিলপ্রিয় আম্রপল্লব দৈবাৎ মুখগত হইলে কণ্টকপ্রিয় উষ্ট্র যেমন তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ভক্তজনপ্রিয় এ সব সিদ্ধান্ত দৈবাৎ শ্রবণগত হইলেও কি জানি কিম্বা অভক্তগণ কুতর্কাদিদ্বারা তাহাতে ছিন্ন ভিন্ন রূপ নানা অপার্থ কল্পনা করিয়া পরিত্যাগ করিবে বলিয়াই অভক্তকে ইহাতে নিষেধ করিয়াছেন।

এখানে ইহাও জানিবে অভক্ত কুপণ্ডিতের কুতর্কাদি ভয়েই যে তাহাকে ইহাতে নিষেধ করিয়াছেন তাহা নহে; এ সব সিদ্ধান্তে কুতর্ক ছিদ্র বিরুদ্ধ ভাবনা ইত্যাদি দ্বারা অপার্থ কল্পনায় অপরাধোৎপত্তি হইলে অমঙ্গলময় অভক্ত তাহাদেরও অমঙ্গল হইবে, এইজন্য পরম দয়াময় শ্রীপাদ গ্রন্থকার

কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ রস স্ব... সবে কহে মোরে ॥১৯৫॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয়ে ত্রিভুবন।
আমারে আনন্দ দিবে ঐছে কোনজন ॥১৯৬॥

ষষ্ঠ শ্লোক... সিদ্ধান্তমাহ "কৃষ্ণের" ইত্যাদিভিঃ। তত্ত্বজ্ঞাঃ মাং পূর্ণানন্দ ...রূপং বদন্তি। তথা চোক্তং দশমে বসুদেবস্তবে "কেবলানুভবানন্দ স্বরূপঃ" টীকা চ কেবল শ্চাসা বনুভবশ্চ আনন্দশ্চ স্বরূপং যস্য স ইত্যেষা ॥১৯৫॥

আমা হইতে ইতি। মদানন্দাংশেনৈব ত্রিভুবন মানন্দীভ...। তথাহি শ্রুতিঃ "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রা মুপজীবন্তীতি। অতঃ কো মামা... বতোঽহমেবানন্দস্বরূপঃ তথা মত্ত এব ত্রিভুবনানন্দঃ ॥১৯৬॥

...কে ইহাতে নি... করিয়াছেন। কিন্তু কুতর্কাদি ...রে নহে, যেহেতু ...পাদ গ্রন্থকারের সুপাণ্ডিত্যে এই গ্রন্থই প্রমাণ দিতেছেন ॥১৯১॥১৯২॥

বক্ষ্যমাণ সিদ্ধান্তে অভক্তের অপ্রবেশে আনন্দ হয় কেন? তাহাতে যাহার ...য ভয়, তাহার অভাবেই আনন্দ হয়, ইহা বলিতেছেন "যে লাগি" ইতি। ...র জন্য সিদ্ধান্ত বলিতে ভয় করি, সে তাহা না জানিলেই আনন্দ হয়। অর্থাৎ এ সিদ্ধান্ত পাছে অভক্তজন জানিতে পারে, এইটীই ভয়। কিন্তু সে ... জানিল, তবে তাহা বলিবার আর কোন ভয় রহিল না, এই ... ...ই আনন্দ-হেতু ॥১৯৩॥

...এব, অভক্ত ব্যক্তি এ সব সিদ্ধান্ত না জানা হেতু। তার, ভক্তগণের ॥১৯৪॥

ষষ্ঠ শ্লোকের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন "কৃষ্ণের" ইত্যাদি। সবে, তত্ত্বজ্ঞ ভক্ত সকল আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) পূর্ণানন্দ রস-স্বরূপ বলে। অর্থাৎ আমিই পূর্ণানন্দ রস-স্বরূপ। তথা উক্ত আছে দশমের ৩ অং ১১ শ্লোকে শ্রীবসুদেব-... "কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ। অস্যার্থ। কেবল অনুভব ও আনন্দ-স্বরূপ ... ॥১৯৫॥

আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ।
সেইজন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥১৯৭॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥১৯৮॥

শতশত গুণ অসঙ্খ্যাঃ গুণাঃ। তাহা তেগুণাঃ। শ্রীরাধায়াং যে মদধিক শত শত গুণাঃ সন্তি তৈরেব সা মামানন্দয়িতুং সমর্থা ইত্যনুভবামীত্যর্থঃ ॥১৯৭॥১৯৮॥

দ্বিতীয়তঃ আমা হইতেই ত্রিভুবন আনন্দিত হয়, অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া সকলে আনন্দিত হয়। তথাহি ব্রহ্মসূত্রে ১ অং ১ পাং ১২ সূত্র "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"। এবং উহার শাঙ্করভাষ্যধৃত শ্রুতি "রসোবৈসঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতীতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দোন স্যাৎ, এষহ্যেবানন্দয়াতি, সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি" ইতি। এ শ্রুতির অর্থ এই, পরব্রহ্ম ভগবান্ রসস্বরূপ। সেই রসকে এই জীব লাভ করিয়া আনন্দিত হয়। আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপক ভগবান্ আনন্দ স্বরূপ না হইলে কে আনন্দিত হইত, কাহার প্রাণ থাকিত। এই ভগবানই সকলকে আনন্দিত করেন বা আনন্দ প্রদান করেন। তাহাতেই আনন্দের পর্য্যবসান।

অথবা আমা হইতে অর্থাৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপ আমার কিঞ্চিদানন্দাংশে ত্রিভুবন আনন্দিত হয়। তথাহি উপরি টীকাধৃত "এতস্যৈব" ইত্যাদি শ্রুতি। অস্যার্থ অন্যান্য প্রাণী সকল এই পূর্ণানন্দ পুরুষের স্বল্প পরিমাণ আনন্দে আনন্দিত হয়। তাহা হইলে আমাকে আর কে আনন্দ দিবে, কেননা আনন্দ স্বরূপই আমি, এবং আমার কিঞ্চিদানন্দে ত্রিভুবন আনন্দিত হয় ॥১৯৬॥

শত শত গুণ, অসঙ্খ্য গুণ। তাহা, সেই অসঙ্খ্য গুণ। তথাহি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে ১১শ সর্গে ১৫৫ শ্লোক। "রাধাগুণানাং গণনীতিগানাং বাণীবচসাম্নন্দগোচরাণাং। ন বর্ণনীয়ো মহিমেতি যূয়ং জানীথ তত্তৎ কথনৈরলংনঃ" অস্যার্থ শ্রীরাধার গুণগণ গণনাপথাতীত ইহা আর বলিতে কেন হইবে,

কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সমতা নাহি যার ॥১৯৯॥
মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥২০০॥
মোর বংশী গীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে মোর হরয়ে শ্রবণ ॥২০১॥

উক্তানুভবে হেতুং দর্শয়েতি "কোটি" ইতি। আমার মম শ্রীকৃষ্ণস্য। "অসমোর্দ্ধ" ইতি। ন বিদ্যতে সমোর্দ্ধো যস্য এবং ভূতং মাধুর্য্যং সৌন্দর্য্যং যস্য তস্যাঃ রাধায়াঃ সম ইত্যর্থঃ। মাধুর্য্য ইত্যত্র মাধুর্য্য আকারান্তত্বং মন্তব্যং বঙ্গ ভাষায়াং ন তন্নিয়মঃ। অয়মর্থঃ শ্রীরাধা অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যা যতঃ যস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ সমতা অধিকতা চ নাস্তি। অত্র কোটিকাম ইত্যনেন স্বীয়রূপস্য কথঞ্চিৎ সমতা অস্তি কিন্তু অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যত্বেন শ্রীরাধারূপস্য সা নাস্তি ইতি তস্যাঃ মদধিকমাধুর্য্যত্বাৎ তদনুভবামি লোকে হি গুণাধিকাদেব আনন্দং লভে-দিতিভাবঃ "তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস। আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ"। ইতি পরপদ্যোক্ত নিজ রসস্য অপূর্ব্বতাং প্রতিপাদয়িতু মত্র তস্যাং শ্রীরাধোৎকর্ষতাবর্ণনমিতিজ্ঞেয়ং ॥১৯৯॥

বাগ্বাদিনী সরস্বতীর বাক্যরূপ সম্পত্তিরও তাহা অগোচর। এই হেতু সেই সকল গুণ মহিমা বর্ণনীয় হইবার নহে, তোমরা জান। অতএব তাহা বলি-বার প্রয়োজন নাই।

পয়ারার্থ এই, আমা হইতে (শ্রীকৃষ্ণ হইতে) অধিক শত শত গুণ শ্রীরাধাতে আছে, সেই গুণেতেই তিনি আমাকে আনন্দিত করিতে পারে, এইটী আমি অনুভব করি ॥১৯৭॥১৯৮॥

পূর্ব্ব পয়ারোক্তানুভবে হেতু দেখাইতেছেন, অর্থাৎ উক্তানুভবে হেতু কি ইহাতে বলিতেছেন "কোটী" ইতি। কোটী কন্দর্পরূপ একত্র করিলে যে রূপ

যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা অঙ্গগন্ধ ॥২০২॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সুরস।
রাধার অধর রসে আমাকে করে বশ ॥২০৩॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল।
রাধা অঙ্গ স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥২০৪॥

"কৃষ্ণের বিচার এক রহয় অন্তরে"। ইত্যাদ্যুক্ত বাক্যেন এতদুক্তং ভবতি শ্রীকৃষ্ণ এব জগদানন্দৈকহেতুঃ তস্যানন্দৈকহেতুঃ শ্রীরাধা ইত্যেতৎ বিশদরূপেণ দর্শয়তি "মোর" ইত্যাদি পঞ্চভিঃ। অত্রেয়ং পরিপাটী প্রথমপদ্যে শ্রীকৃষ্ণ রূপাদি পঞ্চভিবিষয়ৈঃ জগতাং চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ানন্দ বর্ণনং। অপরাদ্ধে শ্রীরাধায়াঃ রূপাদি পঞ্চভিঃ বিষয়ৈঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ানন্দ বর্ণনং। তত্র রূপাচ্চক্ষুরিন্দ্রিয়ানন্দমাহ "মোর" ইতি। মমরূপেণ ত্রিভুবন চক্ষুরিন্দ্রিয়ানন্দঃ রাধারূপেণ চ মম চক্ষুরিন্দ্রিয়ানন্দঃ। এবং শব্দ গন্ধরস স্পর্শৈঃ চতুর্ভির্বিষয়ৈঃ কর্ণনাসা জিহ্বাত্বচাং চতুর্ণামিন্দ্রিয়াণামানন্দবর্ণনং ক্রমেণ পরপর পদ্যচতুষ্টয়ে দ্রষ্টব্যং ॥২০০॥—॥২০৪॥

হয়, তাহা হইতেও অধিক আমার (শ্রীকৃষ্ণের) রূপ। "অসমোর্দ্ধ" ইতি— যাহার সমান নাই যাহা হইতে অধিক নাই, এরূপ সৌন্দর্য্যবতী শ্রীরাধা যেহেতু যে সৌন্দর্য্যের সমতা (তুল্য কিছু) নাই।

এখানে কোটি কামজিনি বলাতে স্বীয় রূপের (শ্রীকৃষ্ণরূপের) কথঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তুলনা বলা হইল, কিন্তু অসমোর্দ্ধ বলাতে শ্রীরাধারূপের তুলনা নাই ইহা বলা হইল। তাহা হইলে শ্রীরাধার মদধিক মাধুর্য্য হেতু অর্থাৎ আমার মাধুর্য্য হইতে শ্রীরাধা-মাধুর্য্য অধিক, এই হেতু সেই অনুভব করি। লোকে দেখা যায় গুণাধিক হইতেই আনন্দ লাভ করে।

এখানে "তাতে জানি মোতে আছে কোন রস" এই পর পয়ারোক্ত রূপের অপূর্ব্বতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অর্থাৎ আমাকে আনন্দিত করে, যে তিনিও আমার রূপে বশীভূতা হয়েন। তাহা হইলে আমার সে রূপে কোন আশ্চর্য্যতা আছে, প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আপনা হইতে শ্রীরাধার উৎকর্ষতা বর্ণনা করেন, ইহা জানিবে ॥১৯৯॥

"...র বিচার এক রহয়ে অন্তরে"। ১৯৫ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত পয়ারে শ্রীকৃষ্ণই জগদানন্দের এক হেতু, আর শ্রীরাধিকা সেই শ্রীকৃষ্ণের আনন্দৈক হেতু, এই ...য়াছেন। তাহা বিশদ করিয়া দেখাইতেছেন "মোর" ইত্যাদি পাচ পয়ারে। এখানকার পাচ পয়ারে এই পরিপাটী জানিবে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জগদানন্দের হেতু, আর শ্রীরাধা সেই শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ হেতু, এইটী দেখাইবার জন্য ... পয়ারের প্রথমার্দ্ধে ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, ও স্পর্শ এই ...টী বিষয়দ্বারা, জগতের চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাচটী ইন্দ্রিয়ের ...ন্দ বর্ণনা। আর অপরার্দ্ধ পয়ারে শ্রীরাধার রূপাদি পাচটী বিষয়দ্বারা ...র চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ানন্দ বর্ণনা করিতেছেন।

তাহাতে রূপের দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ানন্দ বলিতেছেন "মোর" ইতি। আপ্যায়িত, ... অর্থাৎ আনন্দিত। রাধার দর্শনে, রাধার রূপ দর্শনে ...শেষ। জুড়ায়, ... অর্থাৎ আনন্দিত হয়। এখানকার অপর চারিটী বিষয়ানন্দ অর্থাৎ শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এই চারিটী বিষয়দ্বারা কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ও ত্বক্ এই চারিটী ইন্দ্রিয়ের আনন্দ ক্রমে পর পর চারি পয়ারে দৃষ্টি করিবেন। ফলিতার্থ এই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয়ানন্দ প্রদা...। তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ...শ সর্গে ১১৮ শ্লোক,

"কৃষ্ণেন্দ্রিয়াহ্লাদগুণৈ রুদারা
শ্রীরাধিকা রাজতি রাধিকেব"।

...র্থ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয়ানন্দপ্রদ গুণদ্বারা উদারা শ্রীরাধিকা শ্রীরাধিকার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। অর্থাৎ উক্ত গুণে শ্রীরাধিকার তুলনা শ্রীরাধিকাই। ...—॥২০৪॥

এই মত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু ॥২০৫॥
এই মত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত ॥২০৬॥

"মোর রূপে" ইত্যাদি বাক্যমুপসংহরতি "এই মত" ইতি। "মোর রূপে" ইত্যাদি প্রকারেণ ইত্যর্থঃ। রূপগুণ রূপাদি পঞ্চবিষয়াঃ ইতি ॥২০৫॥

শ্রীরাধায়াঃ রূপাদি পঞ্চগুণৈঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়সুখ মুক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণ রূপাদি পঞ্চগুণৈঃ শ্রীরাধায়া চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়সুখং স্বসুখাদাধিক্যেন বক্তু মাহ "এই মত অনুভব" ইতি। এই মত উক্ত প্রকারেণ। মমরূপাদিকং জগতাং সুখৈকহেতুঃ মমতু সুখৈকহেতু শ্রীরাধারূপাদিকমিত্যর্থঃ। কিন্তু তদ্বিচারে কৃতে তৎসর্ব্বং বিপরীতং। শ্রীরাধারূপাদিভিঃ মম যৎ চক্ষুরাদি সুখং তস্মাদ ধিকং মমরূপাদিভিঃ শ্রীরাধাচক্ষুরাদি সুখমিত্যর্থঃ। "আমা হইতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ"। ইতি পর পদ্যোক্তস্য শ্রীরাধাসুখস্য অপূর্ব্বত্বং দর্শয়িতুং অব তারণং ॥২০৬॥

"মোর রূপে আপ্যায়িত—" ২০০ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্যের উপসংহার করিতেছেন "এই মত" ইতি। এই মত, মোর রূপে ইত্যাদি উক্ত প্রকারে আমি হেতু, আমার রূপাদিই হেতু ইতিশেষ। জীবাতু জীবনানন্দপ্রদাত্রী ॥২০৫॥

শ্রীরাধার রূপাদি পঞ্চগুণে শ্রীকৃষ্ণ নিজ চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় সুখ বর্ণনা করিয়া নিজ রূপাদি পঞ্চগুণে শ্রীরাধার চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় সুখকে নিজ সুখাধিক্যরূপে বর্ণনা করিবার জন্য বলিতেছেন "এই মত অনুভব" ইতি। এই মত, উক্ত প্রকারে। অর্থাৎ আমার রূপাদি জগৎ সুখের হেতু, আর শ্রীরাধার রূপাদি আমার সুখহেতু, এই জ্ঞানে আমার বিশ্বাস, কিন্তু তাহা বিচার করিলে সে সকলই বিপরীত। অর্থাৎ শ্রীরাধার রূপাদি হইতে আমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের

রাধার দর্শনে আমার জুড়ায় নয়ান।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ॥২০৭॥
পরস্পর বেণু গীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥২০৮॥
কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে।
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥২০৯॥

তদেব বিশদয়ন্নাদৌ শ্রীকৃষ্ণরূপাৎ শ্রীরাধায়াঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়সুখমাহ "রাধার" ইতি। অত্র স্বসুখাদধিকং শ্রীরাধাসুখ মিতিদর্শয়িতুং "রাধার দর্শনে ইত্যেতৎ পূর্ব্বোক্তপদ্যার্দ্ধ মনুস্মৃতং। এবং অর্থসঙ্গত্যর্থং পরস্পর বেণুগীতে ইত্যাদি চতুরানন্দে পূর্ব্বোক্তং "রাধার বচনে মোর" ইত্যাদি পরস্পর চতুঃপদ্যার্দ্ধ মনুসর্ত্তব্যং। অত্রায়মর্থঃ শ্রীরাধারূপদর্শনে মম কেবলং নয়নসুখং মমরূপদর্শনে তু সুখেন শ্রীরাধায়ারজ্ঞানমিতি স্বস্মাদধিক সুখত্বেন তৎবিপরীতং এবং পরত্রাপি জ্ঞেয়ং ॥২০৭॥

শ্রীকৃষ্ণ শব্দগুণাৎ শ্রীরাধায়াঃ কর্ণেন্দ্রিয় সুখমাহ "পরস্পর" ইতি। অত্রাপি "রাধার বচনে মোর" ইতি পূর্ব্বোক্তার্দ্ধপদ্যেন সহায়মর্থঃ শ্রীরাধায়াঃ সাক্ষাৎ

যে সুখ হয়, তাহা হইতে অধিক সুখ আমার রূপাদি হইতে শ্রীরাধার চক্ষুরিন্দ্রিয়াদির হয়।

"আমা হইতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ" এই পর পয়ারোক্ত শ্রীরাধাসুখের আশ্চর্য্যতা দেখাইবার জন্য এখানে সেই সুখের বর্ণনা করিতেছেন ॥২০৬॥

উক্ত বিপরীত অর্থাৎ স্বসুখ হইতে অধিক শ্রীরাধাপকেন্দ্রিয় সুখকে বিশদ করিয়া বলিতে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণরূপ হইতে শ্রীরাধার চক্ষুরিন্দ্রিয় সুখ বলিতেছেন "রাধার" ইতি। এখানে উক্ত বিপরীত দেখাইবার জন্য অর্থাৎ স্বসুখ হইতে শ্রীরাধাসুখ অধিক এইটী দেখাইবার জন্য "রাধার দর্শনে—" ইত্যাদি ২০০ এই পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধ পয়ার এখানে স্মরণ করিয়াছেন। এই দৃষ্টে "পরস্পর বেণুগীতে"

বচনশব্দেন মম শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রবণেন্দ্রিয়মাত্রস্যৈব হরণং। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণস্য বেণুশব্দ এবমেব প্রতি পরস্পরং কৈশ্চিৎ গীতে কথিতে সতি বা তচ্ছব্দেহনুকৃতে সতি মোর ভ্রমে তত্র মদীয় বেণুশব্দ বোধেন শ্রীরাধায়াঃ চেতনহরণং ভবতি।০ন জানে মম সাক্ষাৎশব্দশ্রবণে তস্যাঃ কিং ভবেদিতিভাবঃ। তমেব হরণং দর্শয়তি "মোর" ইতি দ্বাভ্যাং। তমালালিঙ্গনাদিকেনৈব চেতনহরণং লক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ। ন কেবলমালিঙ্গনং তত্রাপি মদালিঙ্গনসুখমনুভবতি অতঃ সেই সুখে ইতি ॥২০৮॥২০৯॥

ইত্যাদি চারিটী সুখ বর্ণনে অর্থ সঙ্গতির নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত "রাধার বচনে মোর,—" ইত্যাদি চারিটী অর্দ্ধ পয়ার স্মরণ করিতে হইবে।

পয়ারার্থ এই শ্রীরাধারূপ দর্শনে আমার নয়নসুখ মাত্র হয়, কিন্তু আমার দর্শনে শ্রীরাধিকা সুখে অগেয়ান অর্থাৎ অজ্ঞান হয়, তবে কিনা আমার মতন কেবল যে তাহার নয়নসুখ মাত্র হয় তাহা নহে, আমার দর্শনে (শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে) এত আনন্দ হয় যে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে না। এইটী মৎসুখ হইতে অধিক সুখপ্রযুক্ত উক্ত বিপরীত প্রতিপন্ন হইল। এইরূপে পরপর কর্ণাদি চারিটী ইন্দ্রিয়ের সুখ বিষয়েও ঐরূপ বিপরীত জানিবে ॥২০৭॥

শ্রীকৃষ্ণের শব্দগুণ হইতে শ্রীরাধার কর্ণেন্দ্রিয় সুখ বলিতেছেন "পরস্পর" ইতি। এখানে কেহ কেহ পরস্পরাদি শব্দের অর্থ করেন এই, "আমার (শ্রীকৃষ্ণের) বেণুশব্দে শ্রীরাধার চেতন হরণ হয়, আর শ্রীরাধার গীতশব্দে আমার চেতন হরণ হয়"। ইহা সঙ্গত হয় না, যেহেতু "রাধার বচনে মোর—" এই ২০৯ পূর্ব্ব পয়ারে শ্রীরাধার বচন-শব্দ শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণেন্দ্রিয় হরণ করে বলিয়া আবার চেতন হরণ পুনঃ কথন অসঙ্গত এবং অপ্রাসঙ্গিক ইত্যাদি দোষ হয়।

বিদ্যারত্ন বলেন "বনমধ্যে পরস্পর বেণুর (কীচকের) সঙ্ঘর্ষণে শব্দ হইলে আমার মুরলীরব জ্ঞানে শ্রীরাধার চেতন অপহৃত হয়"। এবং বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন "পরস্পর বেণুগীতে, বেণু বেড় বাঁশ। তাহাদের পরস্পর ঘর্ষণ ধ্বনি"।

উহাও সঙ্গত হয় না, যেহেতু কীচকনাম বংশ (বাঁশ) শব্দে বেণু-শব্দানুরূপ (বাঁশীর শব্দ) ব্যবহার কোনই কবিবাক্যে দেখা যায় না। কিন্তু

কীচক বংশ ছিত্রে বায়ুপ্রবেশ জনিত শব্দে তদ্ব্যবহার দেখা যায়। যথা কুমার-সম্ভবে ১ স, ৮ শ্লোক—

"যঃ পূরয়ন্ কীচকরন্ধ্রভাগান্
দরীমুখোত্থেন সমীরণেন।
উদ্গাস্যতামিচ্ছতি কিন্নরাণাং
তানপ্রদায়িত্ব মিবোপগন্তুং॥

অস্যার্থ। বংশীবাদক যেমন মুখবায়ুদ্বারা বংশীছিত্র পূরণ করিয়া গায়ক গানারম্ভে তান প্রদান করে, হিমালয়ও গহ্বরোত্থ বায়ুদ্বারা কীচকনাম বাঁশের ছিদ্র পূরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গানারম্ভেচ্ছুক কিন্নরগণ সম্বন্ধে যেন তান প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছে।

তবে উজ্জ্বল নীলমণির সখীভেদ প্রকরণে ৫৬ শ্লোকে—

"—বন্যে বেণৌ ধ্বনতি মরুতা—"

অস্যার্থ। বন্যবংশ (বেড় বাঁশ অর্থাৎ কীচক) বায়ুদ্বারা শব্দ করিলে ইত্যাদি স্থানে ছিদ্র পূরণ শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও তাহা বলিতে হইবে। কেননা কীচক বাঁশের স্থিতি এরূপ ভাবে যে বায়ুদ্বারা তাহাদের পরস্পর ঘর্ষণই হইবার সম্ভব নাই, ইহা লোক প্রসিদ্ধ, এবং তজ্জনিত শব্দে কবিতাপ্রসিদ্ধ।

উক্ত পয়ারের প্রকৃতার্থ এই শ্রীকৃষ্ণের বেণুশব্দ এই এই প্রকার, এইরূপে লোক কর্তৃক পরস্পর (ইতেরতর) আমার (শ্রীকৃষ্ণের) বেণুশব্দ গীত অর্থাৎ কীর্তিত হইলে অথবা লোকে পরস্পর আমার বেণুশব্দের অনুকরণ করিলে সেই ভ্রমে অর্থাৎ সেইটী আমারই বেণুশব্দ, এই জ্ঞানে শ্রীরাধার চেতন হরণ হয়। তবে কিনা তাহাতে তাঁহার এত সুখ হয় যে বহির্জ্ঞান থাকে না। এখানে শ্রীরাধা শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও তৎপ্রকরণবশত তাহা জানিবে।

তাহা হইলে এখানে "রাধার বচনে মোর—" এই পূর্ব্বোক্ত ২০১ পয়ার স্থিত অর্থ হইবে এই, শ্রীরাধার সাক্ষাৎ বচন-শব্দে আমার (শ্রীকৃষ্ণের) কর্ণেন্দ্রিয় মাত্র হরণ হয়। কিন্তু আমার বেণু-শব্দের কথামাত্র লোকমুখে

অনুকুল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে নেত্রে হয় অন্ধ ॥২১০॥

শ্রীকৃষ্ণগন্ধগুণাৎ শ্রীরাধায়াঃ নাসিকেন্দ্রিয়সুখমাহ "অনুকুল" ইতি। অত্র "মোর চিত্ত ঘ্রাণ হরে" ইতি পূর্ব্বোক্তার্দ্ধপদ্যেন সহায়মর্থঃ শ্রীরাধায়াঃ সাক্ষাদঙ্গগন্ধঃ মম কেবলং চিত্তঘ্রাণং হরতি সর্ব্বদৈব তদ্‌গন্ধমিচ্ছামীত্যর্থঃ। কিন্তু দূরাৎ অনুকুল বাত প্রাপ্তোঽপি মদ্‌গন্ধঃ তস্যাঃ চিত্তঘ্রাণং হরতি তথা তদ্‌গন্ধানন্দেন অন্ধীভবতি বহির্জ্ঞানবিহীনা ভবতীর্থঃ তেন চ মন্নিকটং গন্তুমিচ্ছতি। ন জানে মম সাক্ষাৎগন্ধেন বা তস্যাঃ কিং ভবেদিতিভাবঃ ॥২১০॥

শুনিয়া শ্রীরাধার চেতন হরণ হয়। আমার সাক্ষাৎ শব্দ শ্রবণে তাহার কি হয় বলা যায় না ইতিভাব।

চেতন হরণ দেখাইতেছেন "মোর" ইতি দুই পয়ারে। তমালালিঙ্গনাদি দ্বারা চেতন হরণ জানা যাইতেছে ইত্যর্থ ॥২০৮॥

পাইনু, পাইলাম। সেই সুখে, শ্রীকৃষ্ণালিঙ্গন-সুখে। বৃক্ষ, তমালবৃক্ষ অর্থাৎ তমালকে যে কেবল আলিঙ্গনই করে, তাহা নহে। তাহাতেই আমার (শ্রীকৃষ্ণের) আলিঙ্গন অনুভব করে। এবং মদালিঙ্গন সুখও অনুভব করে।

তমালে শ্রীকৃষ্ণবর্ণ সাদৃশ্য থাকায় তদ্ভ্রমে তাহাকে আলিঙ্গন করাতে শ্রীকৃষ্ণবর্ণ সদৃশ অন্যকেও তদ্ভ্রমে আলিঙ্গন করিতে পারে, এ আশঙ্কা হইতে পারে না। কেননা সর্প সাদৃশ্য থাকায় রজ্জুতে (দড়িতে) কখন সর্প ভ্রম হয় বলিয়াই যে তৎসদৃশ নিখিল লতা প্রভৃতিতেও সর্প ভ্রম হইবে তাহার যেমন কোন নিয়ম নাই, তদ্রূপ এখানেও জানিবে।

দ্বিতীয়তঃ তত্র ভ্রম যথা শাঙ্কর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে প্রথম সূত্রাভাস ধৃত আখ্যাতি মত। "যত্র যদধ্যাস স্তদ্বিবেকাগ্রহ নিবন্ধনো ভ্রম ইতি"।

অস্যার্থ যাহাতে যাহার আরোপ হয় (যেমন রজ্জুতে সর্পের আরোপ) সেই দুই বস্তুর এবং তদ্বিষয়ক বুদ্ধিদ্বয়ের ভেদ গ্রহণ না হইলে তন্মূল ভ্রম

তাম্বূল চর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে ॥২১১॥
আমার অঙ্গ স্পর্শে রাধা পায় যে আনন্দ।
শত মুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত ॥২১২॥

শ্রীকৃষ্ণরসগুণাৎ শ্রীরাধায়াঃ রসনেন্দ্রিয় সুখমাহ "তাম্বূল" ইতি। অত্র "রাধার অধররসে" ইতি পূর্ব্বোক্তার্দ্ধপদ্যেন সহায়মর্থঃ শ্রীরাধায়াঃ সাক্ষাদধররসঃ মাং কেবলং বশীকরোতি তত্রাশক্তো ভবামীত্যর্থঃ। কিন্তু শ্রীরাধা মম চর্ব্বিত তাম্বূলমাত্রাস্বাদনেন সুখসমুদ্রে মগ্নীভূত্বা অন্যৎরসাদিকং কিমপি ন জানাতি। ন জানে মম সাক্ষাদধররসেণ বা তস্যাঃ কিং ভবেদিতিভাবঃ ॥২১১॥

শ্রীকৃষ্ণস্পর্শগুণাৎ শ্রীরাধায়াঃ ত্বগিন্দ্রিয় সুখমাহ "আমার" ইতি। অত্র "রাধা অঙ্গস্পর্শে আমা" ইতি পূর্ব্বোক্তার্দ্ধপদ্যেন সহায়মর্থঃ শ্রীরাধাঙ্গস্পর্শেণ কেবলমহং সুশীতলো ভবামি। কিন্তু মমাঙ্গস্পর্শেণ শ্রীরাধায়া রনন্তানন্দো ভবতীত্যর্থঃ ॥২১২॥

প্রাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণবর্ণ সাদৃশ্য থাকিলেও তমালে ভিন্ন অন্যত্র তত্তদুভয়ের ভেদ ... হয় বলিয়াই সেখানে ভ্রম হয় না ॥২০৯॥

শ্রীকৃষ্ণ গন্ধগুণে শ্রীরাধার নাসিকেন্দ্রিয়-সুখ বলিতেছেন "অঙ্গ ..." ইতি। এখানে "মোর চিত্তঘ্রাণ হরে" এই পূর্ব্বোক্ত ২০২ পয়ারের সহিত অর্থ হইবে এই, শ্রীরাধার সাক্ষাৎ অঙ্গগন্ধ আমার (শ্রীকৃষ্ণের) কেবল চিত্ত ও নাসিকা হরণ করে, অর্থাৎ সর্ব্বদাই সেই গন্ধ আঘ্রাণ লইতে ইচ্ছা করি। কিন্তু যখন আমার গন্ধ অনুকূল বাতে (সম্মুখ বায়ুদ্বারা) প্রাপ্ত হইলে শ্রীরাধার চিত্ত ও ঘ্রাণ হরণ হয়। এবং সেই গন্ধানন্দে অন্ধীভূত হইয়া অর্থাৎ বহির্জ্ঞান বিহীনা হইয়া তিনি আমার নিকট যাইতে ইচ্ছা করেন। না জানি আমার সাক্ষাৎ গন্ধে তাহার কি হয় ইতিভাব ॥২১০॥

শ্রীকৃষ্ণরসগুণে শ্রীরাধার রসনেন্দ্রিয়-সুখ বলিতেছেন "তাম্বূল" ইতি।

লীলা অন্তে সুখে ইহার যে অঙ্গ-মাধুরী।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি ॥২১৩॥

"আমার দর্শনে রাধা" ইত্যাদি পদ্যেন মদীয়রূপাদি পঞ্চগুণেভ্যঃ শ্রীরাধায়া চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়াণাং যৎ মৎসুখাদধিকং সুখং ভবতি তৎকথঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বর্ণিতং কিন্তু সম্ভোগে যৎ মৎসুখাদধিকং তস্যাঃ সুখং ভবতি তৎবর্ণয়িতুং ন শক্নোমীত্যাশয়েনাহ "লীলা" ইতি। লীলা অন্তে সম্ভোগান্তে। সম্ভোগরস সুখজনিতাশ্চর্য্যং তদঙ্গমাধুর্য্যং দৃষ্ট্বৈব সুখেনাহমাত্মবিস্মৃতির্ভবামি। অতো বিস্মৃতিত্বেনৈব তন্মাধুর্য্যং বর্ণয়িতুং ন শক্নোমীত্যর্থঃ। সম্ভোগরসসুখজনিতাং মাধুর্য্যং বর্ণয়িতুং যদি ন শক্নোমি তদা তৎকারণভূতং সম্ভোগরসসুখং কথং বর্ণয়ামীতিভাবঃ। অত্র বর্ণনা শক্যত্বেন তথা মৎসুখস্য তৎসুখজনকত্বেন সম্ভোগেঽপি মৎসুখাদধিকং তস্যাঃ সুখং জ্ঞেয়ং ॥২১৩॥

এখানে "রাধার অধররসে—" এই পূর্ব্বোক্ত ২০৩ পয়ারের সহিত অর্থ হইবে এই শ্রীরাধার সাক্ষাৎ অধররস আমাকে কেবল বশীভূত করে, অর্থাৎ তাহার আশক্তমাত্র হই। কিন্তু শ্রীরাধিকা আমার (শ্রীকৃষ্ণের) চর্ব্বিত তাম্বূল পেয়ে মাত্রাস্বাদনে সুখসমুদ্রে মগ্ন হইয়া অন্য কোন রসাদি কিছুই জানিতে পারে না না জানি আমার সাক্ষাৎ অধররসে তাহার কি হয় ॥২১১॥

শ্রীকৃষ্ণস্পর্শগুণে শ্রীরাধার স্পর্শেন্দ্রিয়-সুখ বলিতেছেন "আমার" ইতি এখানে "রাধা অঙ্গ স্পর্শে আমা—" এই পূর্ব্বোক্ত ২০৪ পয়ারের সহিত অর্থ হইবে এই, শ্রীরাধাঙ্গ স্পর্শে আমি সুশীতল মাত্র হই। কিন্তু আমার স্পর্শে শ্রীরাধার অনন্ত আনন্দ হয় ইত্যর্থ ॥২১২॥

"আমার দর্শনে রাধা—" ইত্যাদি ২০৭ পূর্ব্বোক্ত পয়ারদ্বারা মদীয় (শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয়) রূপাদি পঞ্চগুণে শ্রীরাধার চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের মৎসুখ হইতে যে অধিক সুখ হয়, তাহা কোনরূপে কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইল। কিন্তু সম্ভোগে মৎসুখ হইতে অধিক শ্রীরাধার যে সুখ হয় তাহা বর্ণনা করিতে সমর্থ হই না এই আশয়ে বলিতেছেন "লীলা" ইতি। লীলা অন্তে, সম্ভোগরসান্তে। ইহার

দোহাঁর যে সমরস ভরতমুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহো নাহি জানে ॥২১৪॥
অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হইতে রাধাসুখে শত অধিকাই ॥২১৫॥

উক্তবাক্যং দ্রঢ়য়িতুমাহ "দোঁহার" ইতি। অয়মর্থঃ সম্ভোগরসসুখং নায়কনায়িকয়োরুভয়োঃ সমানমিতি ভরতমুনিনা উক্তং তৎকথং স্বসুখাদধিকং শ্রীরাধায়াঃ তৎসুখ মুচ্যতে ইতি চেত্তত্রাহ "আমার" ইতি। ব্রজসম্ভোগরসসুখানভিজ্ঞেনৈব ভরতেন তথোক্তমিত্যর্থঃ। লৌকিক সম্ভোগরসসুখং নায়কনায়িকয়োঃ সমানং নতু ব্রজরসসুখমিত্যবিদুষা ভরতেন তথোক্তমিতিভাবঃ ॥২১৪॥

উক্ত ব্রজরসসুখং দর্শয়তি "অন্যোন্য" ইতি। শ্রীরাধিকয়াহং কৃষ্ণ ইত্যন্যোন্যয়োঃ সঙ্গমেহহং যৎরসসুখং প্রাপ্নোমি তস্মাচ্ছতগুণমধিকং যথাবথং তৎজ্ঞেয়ং ॥২১৫॥

শ্রীরাধার। পাসরি, বিস্মরণ হই। সম্ভোগরসসুখে শ্রীরাধাঙ্গের যে আশ্চর্য্য মাধুর্য্য হয়, তাহা দেখিয়া সুখে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) আপনাকেই বিস্মরণ হই। অর্থাৎ তাহার এমনিই আশ্চর্য্য মাধুর্য্য যে তাহা দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হওয়াতে তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। তবে কিনা সম্ভোগরস-সুখজনিতাশ্চর্য্য শ্রীরাধামাধুর্য্যই যদি বর্ণনা হইল না, তবে সেই মাধুর্য্যের কারণস্বরূপ সম্ভোগ-সুখের বর্ণনা কিরূপে হইতে পারে? পারে না ইত্যর্থ। এখানে সে সুখের [illegible] হয় না এবং মৎসুখেরও কারণ সেই সুখ, এ প্রযুক্ত সম্ভোগেতেও মৎসুখ হইতে অধিক শ্রীরাধার সুখ জানিবে ॥২১৩॥

উক্ত বাক্য দৃঢ় করিবার জন্য বলিতেছেন "দোঁহার" ইতি। সম্ভোগরস-সুখ নায়িকনায়িকা (স্ত্রীপুরুষ) উভয়েরই সমান, ইহা ভরতমুনি [illegible] বলিয়াছেন শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে স্বসুখ হইতে (শ্রীকৃষ্ণ হইতে) অধিক করিয়া শ্রীরাধার সেই সুখ বলিতেছেন কেন? ইহাতে বলিতেছেন "আমার" ইতি। ব্রজের সম্ভোগরসসুখ না জানাতেই তিনি তাহা বলিয়াছেন [illegible]র্থ।

তথাহি

এতয়োরন্যোন্যেন্দ্রিয়াহ্লাদঃ

শ্রীরূপগোস্বামিনা নিশ্চিতোঽস্তি যথা।

নির্ধূতামৃত মাধুরী পরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো

বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহুরুত শ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ।

অঙ্গশ্চন্দনশীতল স্তনুরিয়ং সৌন্দর্য্য সর্ব্বস্বভাক্

ত্বামাস্বাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে মুহুর্মোদতে ॥৪৩॥

নির্ধূতেতি। হে কল্যাণি হে আনন্দদায়িনি হে শ্রীরাধিকে মম ইন্দ্রিয়কুলং ইন্দ্রিয়সাকুল্যং ইদং ত্বাং মহাভাবস্বরূপাং আস্বাদ্য আস্বাদনং কৃত্বা মুহুর্বারং বারং মোদতে মহানন্দযুক্তং ভবতীর্থঃ। হে কল্যাণি তে তব বিম্বাধরঃ রক্তবর্ণাধরঃ নির্ধূতৌ পরাজিতৌ অমৃতানাং মাধুরী পরিমলৌ যেন সঃ। তব বক্ত্রং

হে কল্যাণি তে (তব) বিম্বাধরঃ নির্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ। বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং। গিরঃ কুহুরুত শ্লাঘাভিদঃ। অঙ্গঃ চন্দনশীতলঃ। ইয়ং তনুঃ সৌন্দর্য্য সর্ব্বস্বভাক্। হে রাধে ত্বাং আস্বাদ্য মম ইদং ইন্দ্রিয়কুলং মুহুঃ মোদতে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১৩॥

লৌকিক সম্ভোগরসসুখ নায়কনায়িকার (স্ত্রীপুরুষের) সমান। কিন্তু ব্রজরসসুখ তাহা নহে ইহা না জানাতে ভরত তাহা বলিয়াছেন রতিভাব ॥২১৪॥

উক্ত ব্রজরসসুখ দেখাইতেছেন "অন্যোন্য" ইতি। শ্রীরাধিকা এবং আমি (শ্রীকৃষ্ণ) এই উভয়ের পরস্পর সঙ্গমে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) যে সুখ প্রাপ্ত হই। তাহা হইতে শতগুণ অধিকাই (অধিক) শ্রীরাধাসুখ অর্থাৎ তাহা হইতে শতগুণ অধিক সুখ শ্রীরাধিকা প্রাপ্ত হয়েন। এইটীই ব্রজসম্ভোগরসসুখ। এখানে শ্রীরাধিকাকে উপলক্ষণ জানিয়া অন্য গোপীদেরও যথাযোগ্য ঐরূপ সুখ জানিবে ॥২১৫॥

রূপে কংসহরস্য লুব্ধনয়নাং স্পর্শেঽতিহৃষ্যত্ত্বচং
বাণ্যা মুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপুটাং ।
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধররসে ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং
দম্ভোদ্গীর্ণ মহাধৃতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাং ॥৪৪॥

মুখং পঙ্কজস্য সৌরভমিব সৌরভং যস্য তৎ। তব গিরঃ মৃদুভাষা কুহুরুতানাং কোকিলশব্দানাং শ্লাঘাভিদঃ তিরস্কারিণ্যঃ। তব অঙ্গং অবয়বঃ চন্দনাৎ শীতলং। তব ইয়ং তনুঃ মূর্ত্তিঃ সৌন্দর্য্যাণাং সর্ব্বস্বং ভজতে যা তাদৃশী ॥৪৩॥

তাং রাধাং কথং ভূতাং তদাহ "রূপে" ইতি। কংসহরস্য কংসবিনাশকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রূপে রূপদর্শনে লুব্ধে ক্ষোভযুক্তে নয়নে যস্যাস্তাং। স্পর্শে সম্মিলনে.

"রাধার দর্শনে মোর— ইত্যাদি ২০০ পূর্ব্বোক্ত পয়ারে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা উভয়ের রূপাদি পঞ্চগুণে উভয়ের চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় সুখ বর্ণনা করিয়া ললিত মাধবের নবমাঙ্কের পঞ্চম শ্লোকদ্বারা তদ্বিষয়ে প্রথমত শ্রীকৃষ্ণসুখবিষয়ক প্রমাণ দিতেছেন। অর্থাৎ এই শ্লোক প্রমাণে গ্রন্থকৃৎপাদ শ্রীকৃষ্ণবাক্যে উক্ত রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। শ্লোকার্থ এই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন ;

হে রাধে! তোমাকে ভোগ করিয়া আমার এই পঞ্চেন্দ্রিয়ই আনন্দিত হইতেছে। কেননা হে কল্যাণি! পরিপক্ক বিম্বফলাধিক সুন্দর তোমার অধর অমৃতের মধুরতাও সুধাকে পরাজয় করে। অর্থাৎ অমৃতরস হইতেও অধিক সুমিষ্ট ও সদ্‌গন্ধযুক্ত তোমার অধররস। (ইহাতে শ্রীরাধা হইতে শ্রীকৃষ্ণের জিহ্বেন্দ্রিয় সুখ বলা হইল)। পদ্ম হইতেও অধিক সদ্‌গন্ধযুক্ত তোমার মুখ। (ইহাতে নাসেন্দ্রিয় সুখ)। কোকিল স্বর হইতেও অধিক সুমিষ্ট তোমার কণ্ঠধ্বনি। (ইহাতে কর্ণেন্দ্রিয় সুখ)। চন্দন হইতেও অধিক সুশীতল তোমার অঙ্গ। (ইহাতে ত্বগিন্দ্রিয় সুখ)। সকল সৌন্দর্য্যধন সম্ভোগী এই তোমার দেহ। (ইহাতে চক্ষুরিন্দ্রিয় সুখ বলা হইল ॥৪৩॥

অতিশয়ং হৃষ্যন্তী রোমাঞ্চিতা ত্বক্ যস্যাস্তাং। বাণ্যাং বচনশ্রবণায় উৎকলিতে উৎকণ্ঠিতে শ্রুতী কর্ণৌ যস্যাস্তাং। পরিমলে অঙ্গসৌরভে সংহৃষ্টে প্রফুল্লে নাসাপুটে যস্যাস্তাং। অধররসে অধরামৃতপানে আরজ্যন্তী অনুরাগান্বিতা রসনা জিহ্বা যস্যাস্তাং। হ্রক্বং পুঞ্জি মুখমেবাম্ভোরুহং যস্যাস্তাং। বহির্বাহ্যে অপি এবার্থে দম্ভেন কপটেন উদ্গীর্ণা প্রকাশিতা মহতীধৃতিঃ ধৈর্য্যং যয়া তাং। অন্তরেতু প্রোদ্যতা প্রকর্ষেণ উদ্ভূতেন বিকারেণাকুলাং। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীরাধায়াং মহাভাবনিবিড়ত্ব মিতিধ্বনিতমিতি॥৪৪॥

কংসহরস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) রূপে লুব্ধনয়নাং স্পর্শে (কংসহরস্য স্পর্শে) অতিহৃষ্যত্ত্বচং বাণ্যাং (কংসহরস্য বচনে) উৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে (কংসহরস্য অঙ্গগন্ধে) সংহৃষ্টনাসাপুটাং অধররসে (কংসহরস্য অধররসে) আরজ্যদ্রসনাং হ্রক্বমুখাম্ভোরুহাং বহিরপি দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাং। ইত্যন্বয়ঃ॥৪৪॥

শ্রীরাধার রূপাদি পঞ্চগুণে শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় সুখ বর্ণনা সপ্রমাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রূপাদি পঞ্চগুণে শ্রীরাধার চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়সুখ বর্ণনাবিষয়ে এই শ্লোক প্রমাণ দিয়াছেন। ইহার অর্থ এই,

শ্রীকৃষ্ণরূপে যাহার (যে শ্রীরাধার) নয়নযুগল লোভযুক্ত। (ইহাতে চক্ষুরিন্দ্রিয়সুখ বলা হইল)। শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে যাহার ত্বগিন্দ্রিয় অতিশয় আনন্দিত হয়। (ইহাতে ত্বগিন্দ্রিয়সুখ)। শ্রীকৃষ্ণবাক্যশ্রবণে যাহার কর্ণ দুইটা উৎকণ্ঠিত। (ইহাতে কর্ণেন্দ্রিয়সুখ)। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসৌরভে যাহার নাসিকা প্রফুল্লিত। (ইহাতে নাসিকেন্দ্রিয় সুখ)। শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত পানে যাহার জিহ্বা অনুরাগবতী (ইহাতে রসনেন্দ্রিয় সুখ)। উক্ত বিষয়ে ঐরূপে সুখ হইলেও যাহার মুখপদ্ম লজ্জায় নতীভূত, যিনি বাহিরে কপট ধৈর্য্য প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু অন্তরে উদ্গত উৎকর্ষবিকারে আকুলা। (ইহাতে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীরাধার মহাভাব নিবিড়ত্ব বলা হইল) ইতি॥৪৪॥

তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ ॥২১৬॥
আমা হইতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥২১৭॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে ॥২১৮॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার ॥২১৯॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে ॥২২০॥

তাতে "রাধাদর্শনে মোর" ইত্যাদি বাক্যেন ॥২১৬॥
যে জাতীয় সুখ "আমার দর্শনে" ইত্যাদি বাক্যোক্ত সুখং ॥২১৭॥—॥২২৫॥

তাতে, "রাধার দর্শনে মোর—২০০ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত পয়ারবাক্যে। অর্থাৎ যে রাধার রূপাদি হইতে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) সুখী হই। তিনিই আবার আমার রূপাদি হইতে সুখিনী হয়েন; ইহাতেই জানিলাম আমাতে কোন অনির্ব্বচনীয় রস অর্থাৎ আশ্চর্য্য মধুরতা আছে।

"কৃষ্ণের বিচার এক—" ১৯৫ ইত্যাদ্যুক্ত পয়ারে প্রতিপাদিত ষষ্ঠ শ্লোকের (শ্রীরাধায়াঃ) সিদ্ধান্তের মধ্যে ইহাতে "অনয়ৈবাস্বদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ" ইহার সিদ্ধান্ত হইল ॥২১৬॥

যে জাতীয় সুখ "আমার দর্শনে রাধা—" ২০৭ ইত্যাদি পূর্ব্ব পয়ারোক্ত সুখ। 'নানাযত্ন' ইতি। অর্থাৎ কোন বস্তুর মিষ্টতাস্বাদন না হইলে ঘ্রাণে যেমন লোভেরই বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ উক্ত শ্রীরাধাসুখ আস্বাদন করিতে নারি (না পারিয়া), কেবল তাহার মাধুর্য্যঘ্রাণে (মধুরতা অনুভবে) চিত্তে লোভেরই বৃদ্ধি

এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥২২১॥
রাধিকার ভাবদ্যুতি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥২২২॥
রাধাভাব অঙ্গী করি ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হইব অবতীর্ণ ॥২২৩॥

হয়। অথবা সে সুখ মাধুর্য্যানুভবে কেবল চিত্তে লোভের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু নানা যত্ন করিয়াও তাহা আস্বাদন করিতে নারি (পারি না)।

এখানে বন্দোপাধ্যায় বলেন "ইহাতে সে সুখ মাধুর্য্যের কিঞ্চিৎ আস্বাদন হইয়াছে" ইহা হইতে পারে না, কেননা রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু কখন নাসিকেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইতে পারে না। তাহা হইলে ঐ দুই ইন্দ্রিয়ের পার্থক্য থাকে না। দ্বিতীয়তঃ লোকেও দেখা যায়, কোন কোন আম্রাদি বস্তু ঘ্রাণে মধুর কিন্তু আস্বাদনে অম্লাদি। তদ্রূপ ভিন্ন জাতীয় সুখ মাধুর্য্যাংশ কখন তদ্ভিন্ন জাতির আস্বাদন হইতে পারে না। তবে হেত্বাদিদ্বারা তাহার অনুমান মাত্র হয়।

উক্ত পয়ারে ষষ্ঠ শ্লোকোক্ত "সৌখ্যং—কীদৃশংবা—" ইহার সিদ্ধান্ত হইল ॥২১৭॥২১৮॥

রস আস্বাদিতে, প্রেম আস্বাদিতে। লীলা আচরণ, ব্রজলীলা আচরণ। ইহাতে ষষ্ঠ শ্লোকোক্ত "শ্রী রাধায়াঃ—কীদৃশো বা" ইহার সিদ্ধান্ত হইল ॥২১৯॥২২০॥

এই তিন তৃষ্ণা, "তাতে জানি মোতে আছে—" ২১৬ এতদুক্ত নিজাঙ্গের মধুরতা, এবং "আমা হইতে রাধা পায়" ২১৭ এতদুক্ত শ্রীরাধার সুখ, "আস্বাদিতে" ২১৯ এতদুক্ত শ্রীরাধার প্রেম, এই তিন তৃষ্ণা। তৃষ্ণা পূরণ না হইবার কারণ এই, বিজাতীয় ভাবে, বিষয় জাতীয় ভাবে। অর্থাৎ পুরুষজাতীয় ভাবে স্ত্রীজাতির সুখ জানিতে পারা যায় না ॥২২১॥

সর্ব্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এইত নিশ্চয়।
হেনকালে আইল যুগাবতার সময় ॥২২৪॥
সেই কালে শ্রীঅদ্বৈত করেন আরাধন।
তাহার হুঙ্কারে হৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ ॥২২৫॥
পিতা মাতা গুরুগণ আগে অবতারী।
রাধিকার ভাববর্ণ অঙ্গীকার করি ॥২২৬॥

অবতারী ইত্যনেন পিত্রাদীনাং নিত্যত্বং ব্যঞ্জিতং ॥২২৬॥

ইহাতে জানিলাম রাধিকার ভাব ও কান্তি গ্রহণ ব্যতীত সেই তিন সুখ আস্বাদন হইবে না, অর্থাৎ সুখরূপ ঐ তিন বাঞ্ছা পূরণ হইবে না। অতএব রাধাভাব অঙ্গী করি ইতি। ইহাতে ষষ্ঠ শ্লোকোক্ত "ইতি লোভোত্তদ্ভাবাঢ্যঃ" ইহার সিদ্ধান্ত হইল।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে। মনোধর্ম্ম সুখভোগ রাধাভাব গ্রহণেই হইল, কিন্তু তৎকান্তি গ্রহণের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর আগামী "এই দুই হেতু করে—" এই পয়ার ব্যাখ্যায় ব্যক্ত হইবে ॥২২২॥২২৩॥

সর্ব্বভাবে, একান্তভাবে। কৈল, করিল। হেনকালে ইতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন, তবে তদবতার সময়ে যুগাবতারসময় স্বয়ংই উপস্থিত হইয়াছিল ॥২২৪॥

শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিলেও অবতারের নিয়মই এই যে, তাহাকে আরাধনা করিয়া আনিতে হয়, অতএব সেইকালে (তদবতারকালে) শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য তাহার আরাধনা করেন। তবে কিনা শ্রীকৃষ্ণ নিজ ইচ্ছার বশেই অবতীর্ণ হইতেন, কেবল নিয়মানুরোধে শ্রীঅদ্বৈতারাধনায় অবতীর্ণ হয়েন ॥২২৫॥

পিতামাতা ইতি, নন্দযশোদা প্রভৃতি গুরুজন। আগে, নিজ অবতার হইবার পূর্ব্বে অবতারী, অবতীর্ণ করাইয়া। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যস্বরূপেই আছেন

নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধ সিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু ॥২২৭॥
এইত করিল ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যান।
স্বরূপ গোসাঞির পাদপদ্ম করি ধ্যান ॥২২৮॥
এই দুই শ্লোকের আমি কৈল যেই অর্থ।
রূপ গোসাঞির শ্লোক তাহে প্রমাণ সমর্থ ॥২২৯॥

শচীগর্ভশুদ্ধ পবিত্রগর্ভঃ নতু লোকবৎ ক্লেদাদিপূর্ণঃ চিন্ময় ইত্যর্থঃ। অথবা গর্ভ অভ্যন্তরং মন ইত্যর্থঃ। শ্রীশচ্যাঃ পবিত্রে মনস্যেব শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাব ইতিভাবঃ ॥২২৭॥২২৮॥

শ্রীরাধাভাবেনৈব শ্রীকৃষ্ণস্যৈবেষ্টসিদ্ধাবপি তৎকান্তিগ্রহণকথনন্তু "রুচং স্বাং নব্রে" ইতি শ্রীস্বরূপাভিপ্রায়াৎ ॥২২৯॥২৩০॥ ইতি আদৌ চতুর্থঃ ॥৪॥

যথা সময়ে যেমন অবতীর্ণ হয়েন, তদ্রূপ মাতাপিতা প্রভৃতিও নিত্যই আছেন, যথা সময়ে তিনি তাঁহাদিগে অবতীর্ণ করান। ইহাতে তাঁহাদের নিত্যত্ব বলা হইল ॥১২৬॥

শচীগর্ভ শুদ্ধ ইতি। প্রাকৃত গর্ভ যেমন ক্লেদাদি পরিপূর্ণ, কিন্তু শ্রীশচীর গর্ভ তাহা নহে। তবে কিনা শুদ্ধ অর্থাৎ পবিত্র (অপ্রাকৃত), তবে কিনা তাহা গর্ভ একটী শ্রীকৃষ্ণধাম। অথবা গর্ভ শব্দে ভিতর অন্তর অর্থাৎ মন। তবে শচীর মনরূপ পবিত্র দুগ্ধসমুদ্রে পূর্ণচন্দ্র যেমন দুগ্ধসমুদ্রে উদয় হয়, শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ শচীর পবিত্র মনে উদয় হয়েন। কিন্তু প্রাকৃত জীববৎ শোণিত [illegible] তাহার দেহধারণ নহে। ইহার বিশেষ বিচার আদির ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে "জগন্নাথ মিশ্র কহে স্বপ্ন যে দেখিল" এই পয়ার ব্যাখ্যায় দৃষ্টি করিবেন, ইহা ষষ্ঠ শ্লোকোক্ত "স্বজনি—হরীন্দুঃ" ইহার সিদ্ধান্ত হইল ॥২২৭॥২২৮॥

"এই দুই শ্লোকের "রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ—" আর "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা—"। অর্থাৎ শ্রীরাধাভাব গ্রহণেই শ্রীচৈতন্যের নিজ প্রয়োজন [illegible]

তথাহি স্তবমালায়াং।

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুর মুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামা বব্রে দ্যুতি মিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেব শ্চৈতন্যাকৃতি রতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৪৫॥

মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বলক্ষণং।
প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোক ষট্‌কৈ র্নিরূপিতং ॥৪৬॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৩০॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্যাবতার
মূলপ্রয়োজনকথনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥৪॥*॥

মঙ্গলেতি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রস্য সামান্য বিশেষ মঙ্গলাচরণং। চৈতন্যস্য তত্ত্বলক্ষণং অবতারে অবতারবিষয়ে প্রয়োজনং ষট্‌কৈঃ শ্লোকৈর্নিরূপিতং নিরূপিতং ॥৪৬॥

...তবে যে তৎকান্তি গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে তাহা শ্রীরূপ গোস্বামীর ...প্রমাণে। অর্থাৎ "অপারং—রুচং স্বামাবব্রে" এই পরপ্রমাণে তিনি বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়কান্তি আবরণ করিয়া শ্রীরাধার কান্তি প্রকট করিয়াছেন। ... কিনা শ্রীরূপ গোস্বামীর অভিপ্রায়মতে এখানে কান্তি গ্রহণের কথা বলি-...ত ইতিভাব। তদভিপ্রায় পরশ্লোক ব্যাখ্যায় দৃষ্টি করিবেন ॥২২৯॥২৩০॥

"অপারং" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি এই পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দৃষ্টি করিবেন। "এই দুই" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৪৫॥

"বন্দে গুরূন্—" ইত্যাদি ছয় শ্লোকে মঙ্গলাচরণাদি পাঁচটী বিষয় নিরূপিত হইল। অর্থাৎ বন্দে গুরূন্—" এই প্রথম শ্লোকে সামান্য মঙ্গলাচরণ। "বন্দে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—" এই দ্বিতীয় শ্লোকে বিশেষ মঙ্গলাচরণ। "যদদ্বৈতং—" এই তৃতীয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরতত্ত্বলক্ষণ। "অনর্পিত—" এই চতুর্থ শ্লোকে শ্রীচৈতন্যাবতারের বাহ্য প্রয়োজন। "রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ—" এই পঞ্চম শ্লোকে এবং "শ্রীরাধায়াঃ—" এই ষষ্ঠ শ্লোকে তদবতারের মূল প্রয়োজন বলা হইল এবং উহাতে "যদদ্বৈতং" এই শ্লোক প্রতিপাদিত পরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ঐ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়াতে সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য, এইটীই শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব ও নির্ণয় হইল, জানিবেন। তবে কিনা "বন্দে গুরূন্—" ইত্যাদি চৌদ্দ শ্লোকমধ্যে ঐ ছয় শ্লোকে শ্রীচৈতন্য-বিষয়ক ঐ পাঁচটী বলা হইল ॥৪৬॥

* ইতি আদি-সুধা সঞ্চারিণী নাম ব্যাখ্যা চতুর্থ ॥৪॥ *



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরং।
যস্যেচ্ছয়া তৎ স্বরূপ মজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে ॥১॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥১॥

বন্দ ইতি। শ্রীনিত্যানন্দমহং বন্দে কীদৃশং ঈশ্বরং ঈশনাদীশনং সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়কারকং অনন্তং অগণ্যং অদ্ভুতং মহাচমৎকারণীয়ং ঐশ্বর্য্যং ঈশ্বর-ধর্ম্মাদিকং যস্য তং। যস্য নিত্যানন্দস্য ইচ্ছয়া কৃপয়া তস্য নিত্যানন্দস্য স্বরূপং তত্ত্বং অজ্ঞেন শাস্ত্রাদ্যব্যুৎপন্নেনাপি ময়া নিরূপ্যতে বর্ণ্যতে ॥১॥

যস্যেচ্ছয়া শ্রীবৃন্দাবনস্থাপনস্বপ্নাদেশেনৈব তদীচ্ছাপ্রতীতেঃ। ইতি চং ॥১॥

অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং ঈশ্বরং নিত্যানন্দং বন্দে। যস্য (শ্রীনিত্যানন্দস্য) ইচ্ছয়া অজ্ঞেন অপি তৎস্বরূপং (শ্রীনিত্যানন্দস্য তত্ত্বং) নিরূপ্যতে (বর্ণ্যতে)। ইত্যন্বয়ঃ।

এই পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত "সঙ্কর্ষণ" ইত্যাদি পাচ শ্লোকের অর্থ করত শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব বর্ণনা হইবে। সেই তত্ত্ব এই, যিনি স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহস্বরূপ, যিনি সেই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় সাহায্য করেন, এবং সঙ্কর্ষণ, কারণতোয়শায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী, এই

এই ছয় শ্লোকে কহিল চৈতন্য মহিমা।
সপ্তম শ্লোকে* কহি নিত্যানন্দ তত্ত্ব সীমা ॥২॥
সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥৩॥

পূর্ব্ববর্ণিত শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব মনূস্মৃত্য শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বং বর্ণয়িতুমাহ "এই" ইতি। এই ছয় শ্লোকে এভিঃ প্রথম পরিচ্ছেদোক্তৈঃ "বন্দে গুরূন্" ইত্যাদি ষড়্ভিঃ শ্লোকৈঃ। সপ্তম শ্লোকে তত্রোক্তেন "সঙ্কর্ষণঃ" ইতি শ্লোকেন ॥২॥

তত্র তাবৎ বিস্তরেণ বর্ণনীয়ং শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বং সুখবোধায় [illegible] সংক্ষেপেণৈবাহ "সর্ব্ব" ইতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবান্ ইতি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বং। শ্রীবলদেবস্তু তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব দ্বিতীয়দেহঃ ইতি শ্রীবলদেবতত্ত্বং [illegible]। কিংরূপঃ সঃ দ্বিতীয় দেহঃ ইত্যত্রাহ "আদ্য" ইতি। প্রথমকায়ব্যূহঃ সঃ দ্বিতীয়দেহঃ। কিমর্থং সদেহঃ শ্রীকৃষ্ণলীলা সাহায্যমেবতস্য কারণ ইত্যাহকৃষ্ণ ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা

অংশাংশাদি চারিরূপে যিনি সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন। এবং শেষরূপে যিনি শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ সেবা করেন, সেই শ্রীবলরামই শ্রীচৈতন্য সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ এইটী তাঁহার তত্ত্ব।

অথ ব্যাখ্যা। যাহার অনুগ্রহে অজ্ঞব্যক্তিও (শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিও) তাঁহার (শ্রীনিত্যানন্দের) তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারে। সেই অশেষ আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট ঈশ্বর শ্রীনিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি ॥১॥

তাৎপর্য্য এই, অশেষাশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্যাদি প্রযুক্ত শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে কেহ সমর্থ হয় না তবে যাহার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ [illegible], সেই [illegible] নিরূপণ করিতে পারে। অতএব তাঁহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে তদনুগ্রহ প্রত্যাশায় তাহাকে বন্দনা করিতেছি।

---

* পঞ্চম শ্লোকে ইতি কোথাও পাঠ।

একই স্বরূপ দুই ভিন্ন মাত্র কায়।
আদ্যকায় ব্যূহ কৃষ্ণলীলার সহায় ॥৪॥
সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥৫॥

...হ্যাকার্য্যার্থং সদেহ ইতিভাবঃ অত্র "কৃষ্ণলীলার সহায়" ইতি লীলামাত্রত্বেন শ্রীচৈতন্য লীলাসাহায্যমেব শ্রীনিত্যানন্দরূপে কার্য্যং ইতিজ্ঞেয়ং। যতঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব শ্রীচৈতন্যলীলা সঃ বলদেব এব শ্রীনিত্যানন্দঃ। অত্রেদমুক্তং ভবতি শ্রীচৈতন্যরূপাবতীর্ণস্য তস্য সর্ব্বাবতারিণঃ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য এতচ্চৈতন্য-লীলাসাহায্যার্থং তৎদ্বিতীয়দেহরূপঃ শ্রীবলদেবঃ শ্রীনিত্যানন্দ ইতি তত্ত্বং। অত্র এক স্বরূপত্বং গুরুত্বেন মর্য্যাদা ...মেব কিম্বা যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেন ... তে। আকৃত্যাদিভির্ন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপক ইত্যত্র তদেকাত্মলক্ষণে ...ভেদেন রূপেণ ইতি ব্যাখ্যানে ভেদস্যৈব প্রতীতেঃ একই স্বরূপ ইত্যনেনাপি ...ন প্রতীতিঃ স্বেনাপি বিলাসেন নির্ণীতত্বাৎ ॥৩॥৪॥৫॥

অথবা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আমাকে শ্রীবৃন্দাবন বাস করিতে স্বপ্নে* আদেশ করায় তদিচ্ছা জ্ঞাত হইয়া তাঁহার তত্ত্ব নিরূপণ করিব। অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ ...ত্ত্ব সুদুর্জ্ঞেয় আবার আমিও অতি মূর্খ, তথাপি তাঁহার ইচ্ছায় আমি তাঁহার তত্ত্ব নিরূপণ করিব। তবে কিনা তাঁহার তত্ত্ব সুদুর্জ্ঞেয় হইলেও তিনিই আমাকে তাহা নিরূপণ করাইবেন, সুতরাং সেইটী প্রকৃতরূপেই নিরূপিত হইবে ইতিভাব ॥১॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রীচৈতন্য তত্ত্ব বর্ণনা ক্রমে শ্রীনিত্যানন্দত... বর্ণনা করিবার জন্য বলিতেছেন "এই" ইতি। প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত "বন্দে গুরূন্—" ইত্যাদি ... শ্লোকে পরতত্ত্ব ন...ন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য এই তত্ত্ব বলিয়া তত্রোক্ত "সঙ্কর্ষণ—" এই সপ্তম শ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব বলিতেছি ॥২॥

---

* স্বপ্ন বৃত্তান্ত পরে বলিবেন।

তথাহি শ্রীস্বরূপ গোস্বামি কড়চায়াঃ শ্লোকঃ।

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্য রামঃ শরণং মমাস্তু ॥২॥

তাহাতে বিস্তাররূপে বর্ণনীয় শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব সুখবোধ জন্য প্রথমত তাহা সংক্ষেপে বলিতেছেন "সর্ব্ব" ইত্যাদি তিন পয়ারে। সর্ব্ব অবতারী, সর্ব্ব অবতারকর্ত্তা এবং স্বয়ং ভগবান্ এইটী শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, আর তাহারই দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম এইটী শ্রীবলরামতত্ত্ব।

অতএব অর্থাৎ শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ, এ প্রযুক্ত ঐ উভয়ের একই তত্ত্ব, কেবল দেহমাত্র ভিন্ন। এখানে শ্রীগ্রন্থকার নিজ গুরুত্বপ্রযুক্ত শ্রীনিত্যানন্দকে "একই স্বরূপ" বলিয়াছেন, কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি বিলাস, ইহা জানিবেন।

দ্বিতীয় দেহ বলিবার বহুতর অভিপ্রায় আছে, অর্থাৎ স্নেহ মমতাদিপ্রযুক্ত ও দ্বিতীয় দেহ বলে, তাহাতে শ্রীবলরামরূপ শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় দেহটী কিরূপ, ইহাতে বলিতেছেন"আদ্য"ইতি। কোন কার্য্যসাধন নিমিত্ত নিজ দেহ হইতে যে বহু দেহ হয় তাহাকে কায়ব্যূহ বলে। বলদেব শ্রীকৃষ্ণের আদ্য কায়ব্যূহ (সাক্ষাৎ কায়ব্যূহ) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কায়ব্যূহ শ্রীবলদেব। কি কার্য্য নিমিত্ত সেই দেহ, ইহাতে তার কার্য্য বলিতেছেন "শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায়" ইতি। লীলাসহায়কার্য্য অর্থাৎ নিজ লীলা সাহায্য নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণই কায়ব্যূহরূপে শ্রীবলদেব হয়েন।

এখানে "কৃষ্ণলীলার সহায়" এই লীলা মাত্রেরই সহায় বাক্যে শ্রীচৈতন্য লীলা সাহায্যই শ্রীনিত্যানন্দাবতারের কার্য্য বলা হইল। যেহেতু সর্ব্ব অবতারী ও স্বয়ং ভগবান্ সেই শ্রীকৃষ্ণেরই এই শ্রীচৈতন্যলীলা, এবং তাহার দ্বিতীয় দেহ সেই শ্রীবলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ। সেই কৃষ্ণ, পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ব অবতারী স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ। সেই বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম। এখানে বলা হইল এই, শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণের এই শ্রীচৈতন্যলীলা সাহায্য নিমিত্ত তাহার দ্বিতীয় দেহরূপ শ্রীবলদেবই শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এইটী শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব জানিবেন ॥৩।৪।৫॥

শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৬॥
আপনে করেন কৃষ্ণ লীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলা কার্য্য করে ধরি চারি কায় ॥৭॥

পূর্ব্বোক্তং শ্রীবলদেবতত্ত্বং বিস্তরেণ বর্ণয়ন্ উক্ত শ্লোকস্যার্থমাহ শ্রীবলরাম ইতি। শ্রীবলরামঃ মূলসঙ্কর্ষণরূপেণ তথা সঙ্কর্ষণাদি পঞ্চরূপেণ শ্রীকৃষ্ণং সেবতে। শ্রীকৃষ্ণসেবা এব তেষাং সঙ্কর্ষণাদীনাং কার্য্যং তদর্থং তে তত্তৎরূপা ইতিভাবঃ ॥৬॥

তেষাং সেবাকার্য্যস্য পার্থক্যত্বাদাদৌ শ্রীবলরামরূপস্য তৎকার্য্যমাহ "আপনে" ইতি। তেষু মূল সঙ্কর্ষণাদিরূপেষু আপনে নিজরূপেণ মূলসঙ্কর্ষণরূপেণ শ্রীকৃষ্ণং সাক্ষাৎসেবতে ইত্যর্থঃ। তথা সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ষু রূপেষু "গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে" ইতি মধ্যবিংশ পরিচ্ছেদোক্ত বাক্যাৎ সঙ্কর্ষণরূপেণ গোলোকাদি প্রকাশ সেবা কার্য্যং তথা কারণতোয়শায্যাদিভিস্ত্রিভিঃ রূপৈঃ জগৎসৃষ্ট্যাদিসেবাকার্য্যং করোতি। এতেষাং তত্ত্বকথন পরপরশ্লোকে তত্তৎকার্য্যং সবিশেষং ব্যক্তং ভাবি তস্মাৎ তত্রদ্রষ্টব্যং ॥৭॥

সঙ্কর্ষণ এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত সপ্তম শ্লোকে দৃষ্টি করিবেন। পূর্ব্ববর্ণিত শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্বের বিস্তার এই শ্লোক, প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত সপ্তম শ্লোকের অর্থ করিবার নিমিত্ত এখানে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন ॥২॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রীবলদেবতত্ত্বকে বিস্তাররূপে বর্ণনা করত উক্ত শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "শ্রীবলরাম" ইতি। প্রলয়াদিতে যিনি জগৎকে সঙ্কর্ষণ (হরণ) করেন তিনি সঙ্কর্ষণ। ইহা শ্রীভাগবত দশমের ২ অং। শ্লোকের তোষণী বলিয়াছেন যথা "প্রলয়াদৌ জগৎ কর্ষণাৎ"। শ্রীবলদেব মূলসঙ্কর্ষণ, ইহা হইতে অপর সঙ্কর্ষণ হয়েন বলিয়া মূল সঙ্কর্ষণ বলিয়াছেন।

স্থষ্ট্যাদিক কার্য্য তার আজ্ঞার পালন।
শেষ রূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥৮॥

ননু স্থষ্ট্যাদি কার্য্যং কথং তৎসেবা ভবতি ইত্যত্র আহ "স্থষ্ট্যাদিক" ইতি আজ্ঞাপালনং নাম সেবা তত্র শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া কৃতং স্থষ্ট্যাদিকং তৎসেবা ভবতীত্যর্থঃ। পঞ্চমস্য শেষরূপস্য সেবামাহ "শেষরূপে" ইতি শেষরূপেণ অনন্তরূপেণ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদুকাদি বিবিধসেবনং করোতি ॥৮॥

অর্থ হইল এই, শ্রীবলরাম মূলসঙ্কর্ষণরূপে আর সঙ্কর্ষণ, কারণতোয়শায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী, ও শেষ এই পঞ্চরূপে তবে কিনা মূল সঙ্কর্ষণাদি ছয়রূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। শ্রীকৃষ্ণসেবাই শ্রীসঙ্কর্ষণাদির কার্য্য, এই কার্য্য নিমিত্তই সেই সঙ্কর্ষণাদিরূপ ইতিভাব ॥৬॥

তাহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবাকার্য্যের পার্থক্য থাকায় প্রথমতঃ শ্রীবলদেব স্বরূপের সেবাকার্য্য বলিতেছেন "আপনে" ইতি। উক্ত মূল সঙ্কর্ষণাদি ছয়রূপের মধ্যে আপানে অর্থাৎ শ্রীবলদেব মূল সঙ্কর্ষণরূপে শ্রীকৃষ্ণলীলার সাক্ষাৎ সাহায্য করেন (সেবা করেন)। আর সঙ্কর্ষণাদি চারিরূপে স্থষ্ট্যাদি লীলা কার্য্যে সেবা করেন। তন্মধ্যে "গোলোকবৈকুণ্ঠ স্বজে চিচ্ছক্তি দ্বারায়" এই মধ্যের বিংশ পরিচ্ছেদোক্ত বাক্যপ্রমাণে সঙ্কর্ষণরূপে গোলোকাদি প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলার নিমিত্ত গোলোকাদি প্রকাশ করেন, তবে কিনা সঙ্কর্ষণরূপে গোলোকাদি প্রকাশ সেবা কার্য্য করেন, আর কারণতোয়শায়্যাদি তিনরূপে জগৎ স্থষ্ট্যাদি কার্য্যসেবা করেন। সঙ্কর্ষণাদির তত্ত্ব, তত্তৎ কার্য্যের সবিশেষ কথন পরপর শ্লোকে ব্যক্ত হইবে দৃষ্টি করিবেন ॥৭॥

স্থষ্ট্যাদিকার্য্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা হয় কিরূপে? ইহাতে বলিতেছেন "স্থষ্ট্যাদিক" ইতি। আজ্ঞা পালনের নাম সেবা, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণআজ্ঞার স্থষ্ট্যাদি করাতে তাহা তাহারই সেবা হইল।

সঙ্কর্ষণাদি চারিরূপের সেবা বলিয়া পঞ্চম শেষরূপের সেবা বলিতেছেন "শেষরূপে" ইতি। অনন্তরূপে শ্রীকৃষ্ণের ছত্র পাদুকাদি বহুবিধ সেবা করেন ॥৮॥

সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ।
সেই রাম শ্রীচৈতন্য সঙ্গে নিত্যানন্দ ॥৯॥
সপ্তম শ্লোকার্থ কহি চারি শ্লোকে।
যাতে নিত্যানন্দ তত্ত্ব জানে সর্ব্ব লোকে ॥১০॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি-কড়চায়াঃ শ্লোকঃ।

মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠ লোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহে মধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দ রামং প্রপদ্যে ॥৩॥

"সর্ব্ব" ইতি যো বলরামঃ সর্ব্বরূপে মূলসঙ্কর্ষণাদিভিঃ ষড়্ভিঃ রূপৈঃ শ্রীকৃষ্ণং সেবতে সএব শ্রীনিত্যানন্দ ইতি শ্লোকার্থ ইতি ॥৯॥

সঙ্কর্ষণাদয়ঃ শ্রীবলদেবস্য অংশকলা ইতি প্রথমোক্ত সপ্তম শ্লোকে উক্তং তত্র কে তে সঙ্কর্ষণাদয় ইতি তেষাং তত্ত্বজ্ঞান মপেক্ষিতং অতঃ ক্রমিকতয়া তত্ত্বকথনমাহ "সপ্তম ইতি। তেষাং যৎ তত্ত্বকথনং তদেব সপ্তম শ্লোকার্থঃ। তমেব মায়াতীতে ইত্যাদি বক্ষ্যমাণৈঃ চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ কথয়ামি ॥১০॥

সর্ব্বরূপে অর্থাৎ মূল সঙ্কর্ষণাদি ছয়রূপে যে বলরাম শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন, তিনিই শ্রীচৈতন্যসঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ইতি শ্লোকার্থ ইতি ॥৯॥

সঙ্কর্ষণাদি পাচটী শ্রীবলদেবের অংশ কলা, এইটী প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত সপ্তম শ্লোকে বলিয়াছেন। ইহাতে সেই সঙ্কর্ষণাদি কে? এ বিষয়ে তাহাদের তত্ত্বজ্ঞানাবশ্যক মতে ক্রমান্বয়ে তাহাদের তত্ত্ব বলিবার জন্য বলিতেছেন "সপ্তম" ইতি। সঙ্কর্ষণাদির যে তত্ত্বকথন সেইটীই সপ্তম শ্লোকার্থ। ইহা বক্ষ্যমাণ চারি শ্লোকে বলিবেন। যাতে, যাহাতে অর্থাৎ যে তত্ত্ব বর্ণনাতে।

প্রকৃতির পর পরব্যোম নাম ধাম
কৃষ্ণবিগ্রহযৈছে বিভুত্বাদিগুণবান ॥১১॥
সর্ব্বগ অনন্ত ব্রহ্ম বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥১২॥

তত্র প্রথম পরিচ্ছেদ সপ্তম শ্লোকোক্ত সঙ্কর্ষণতত্ত্ববর্ণনামগ্রন্থোক্তশ্লোকস্থার্থং বদতি। তত্র প্রথমার্দ্ধার্থমাহ "প্রকৃতির" ইত্যাদিভিঃ। অত্র সঙ্কর্ষণধাম কথয়িতুং শ্রীকৃষ্ণধামাদিবর্ণন মিতিজ্ঞেয়ং ॥১১॥—॥১৩॥

তবে জানা যে বলরামের অংশ কলা সঙ্কর্ষণাদি তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ। সুতরাং তাহাদের তত্ত্ব বর্ণনায় নিত্যানন্দতত্ত্ব জানিতে পারিবে ॥১০॥

"মায়াতীতে—" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত অষ্টম শ্লোকে দৃষ্টি করিবেন। চারি শ্লোকে যে সপ্তম শ্লোকের অর্থ বলিবেন তাহার প্রথম শ্লোক এইটী। ইহাতে সপ্তম শ্লোকোক্ত শ্রীসঙ্কর্ষণ তত্ত্ব বলিয়া শ্রীবলদেব নিত্যানন্দতত্ত্ব বলিয়াছেন, অর্থাৎ শ্রীবলদেব নিত্যানন্দতত্ত্ব বলিবার জন্য সঙ্কর্ষণ তত্ত্ব বলিয়াছেন। এইটী প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত অষ্টম শ্লোক, অর্থ বলিবার নিমিত্ত এখানে উহা উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীপাদ গ্রন্থকার এই শ্লোকের যে অর্থ করিবেন তাহার তাৎপর্য্য এই, চিন্ময় পরব্যোম মধ্যগত বৈকুণ্ঠাদি সকল ধামোপরিস্থ শ্রীগোলোকে স্বয়ংরূপে এবং মথুরা দ্বারকায় স্বয়ং প্রকাশরূপে এবং পরব্যোম মধ্যে স্বরূপবিলাস শ্রীনারায়ণরূপে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করিতেছেন। তন্মধ্যে দ্বারকায় বাসুদেব সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহরূপে বিলাস করিতেছেন। এই চতুর্ব্যূহকে প্রথম চতুর্ব্যূহ বলে। উক্ত শ্রীনারায়ণরূপের চতুষ্পার্শ্বে প্রথম চতুর্ব্যূহের (দ্বারকাচতুর্ব্যূহের) দ্বিতীয় প্রকাশ যে চতুর্ব্যূহ সেই চতুর্ব্যূহমধ্যে শ্রীবলদেবের যে রূপ আছে তিনি সঙ্কর্ষণ। এই সঙ্কর্ষণ বলরামের অংশ তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ।

তাহারি উপরিভাগে কৃষ্ণ লোক খ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥১৩॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥১৪॥

প্রথম পরিচ্ছেদের সপ্তম শ্লোকোক্ত সঙ্কর্ষণের তত্ত্ব বর্ণনাময় উক্ত "মায়াতীতে" এই অষ্টম* শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। তাহাতে প্রথমে "মায়াতীতে—শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে" ইহার অর্থ করিতেছেন "প্রকৃতির" ইত্যাদি দ্বারা। প্রকৃতির পর, অপ্রাকৃত অর্থাৎ চিন্ময়। ধাম, স্থান। অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি এবং স্থাবর জঙ্গমাদি সকল বস্তুই পরব্যোমে আছে, কিন্তু সে সকল চিন্ময়। পর শব্দে শ্রেষ্ঠ, ব্যোম শব্দে আকাশ, অর্থাৎ আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপক, কিন্তু আকাশ নিরবয়ব ইহা সাবয়ব, এ প্রযুক্ত নাম হইয়াছে পরব্যোম।

সর্ব্বব্যাপকত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বলিতেছেন "কৃষ্ণ" ইতি। শ্রীকৃষ্ণবৎ বিভুত্বাদি (ব্যাপকত্বাদি) গুণবিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ সাবয়ব হইয়াও যেমন সর্ব্বব্যাপক তদ্রূপ সাবয়ব পরব্যোমও সর্ব্বব্যাপক। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বত্র আছেন, তাহার ধামও সর্ব্বত্র আছেন, যেহেতু স্থান ব্যতীত কাহার স্থিতি হইতে পারে না।

সেই পরব্যোমে সর্ব্বগ, অনন্ত অসীম। ব্রহ্ম (বৃহৎ বা জ্যোতির্ম্ময়) বৈকুণ্ঠাদি ধাম আছে, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-অবতার বিরাজ করিতেছেন।

কুণ্ঠ শব্দে জড় (অচেতন) যেখানে অচেতন নাই অর্থাৎ সেখানকার বৃক্ষাদি সকল পদার্থই চেতন তাহার নাম বৈকুণ্ঠ। তবে কিনা তাহা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। ইহা ভগবৎসন্দর্ভে বলিয়াছেন. যথা "প্রাকৃতসত্ত্বাভাবাচ্চ সচ্চিদানন্দরূপত্বং তস্য দর্শিতং" অস্যার্থ বৈকুণ্ঠে প্রাকৃত সত্ত্বগুণের অভাব-হেতু তাহার সচ্চিদানন্দরূপত্ব দেখান হইল। ইহার বিস্তার পরমাত্মসন্দর্ভে দৃষ্টি করিবেন।

* [illegible] শ্লোক বলিতে প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত [illegible] এবং পরস্ত্রও।

সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম।
উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম ॥১৫॥

শ্রীগোকুলং বর্ণয়ন্ তত্রৈব স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বাস ইতি বর্ণয়তি "সর্ব্বগ" ইত্যাদি "গোপগোপী" ইত্যন্তেন। যত্র অন্তর্ভূতপরমালৌকিকত্বেন লৌকিকত্বেন চ কেবলেন পরমালৌকিকত্বেন সদাপৃথকৃতয়া শ্রীব্রজগোলোকতয়া বৈল-

"বৈকুণ্ঠ আদি" এই আদি পদে শ্রীরামাদি তত্তদবতারের অযোধ্যাদি তত্তৎ ধাম, এবং শ্রীকৃষ্ণধাম জানিবেন। অচেতন শূন্যতাপ্রযুক্ত ভূম্যাদি সকল পদার্থই চিন্ময় হওয়াতে তাহাদের সকল ধামেরই একটী নাম বৈকুণ্ঠ জানিবেন।

এখানে বলা হইল, পরব্যোম ধামে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহার অবতার শ্রীরাম শ্রীনৃসিংহ ইত্যাদি অনন্ত অবতারের বৈকুণ্ঠ অপর নাম এক একটী ধাম আছে তাহাতে অনন্ত অবতারপ্রযুক্ত অনন্ত বৈকুণ্ঠ তথায় আছে। তত্তদবতারের সর্ব্বগ (সর্ব্বত্রগামী) আদি গুণবিশিষ্টতাপ্রযুক্ত তত্তৎধাম ও সর্ব্বগ আদি গুণবিশিষ্ট পৃথক্ এক একটী ধাম বলিয়াছেন লঘুভাগবতামৃতের অবতার প্রকরণে ইহা শ্লোক যথা—

সর্ব্বেষা মবতারাণাং পরব্যোম্নি চকাশতি।
নিবাসাঃ পরমাশ্চর্য্যাঃ ইতিশাস্ত্রে নিরূপ্যতে ॥

অস্যার্থ সঙ্কর্ষণাদি সর্ব্ব অবতারের পরমাশ্চর্য্য নিবাসসমূহ পরব্যোমে প্রকাশ পাইতেছে, ইহা শাস্ত্রে নিরূপণ করিয়াছেন। এখানে শ্রীসঙ্কর্ষণ ধাম বর্ণনা নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণধামাদি বর্ণনা করিয়াছেন জানিবেন ॥১১॥১২॥

তাহার উপরি, বৈকুণ্ঠাদি ধামের উপরি। পরব্যোম মধ্যে শ্রীকৃষ্ণধাম হইতে অন্যান্যাবতার ধামের উপরে শ্রীকৃষ্ণধাম, ইহার নাম কৃষ্ণলোক, এই লোক আবার দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল ভেদে তিন প্রকার, ইহাদের মধ্যে সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ইহার নাম ব্রজলোক ইত্যাদি। পরব্যোমাদির বিস্তার বর্ণনা মধ্যের একবিংশ পরিচ্ছেদে দৃষ্টি করিবেন ॥১৩॥১৪॥

ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তার নাহি দুই কায়॥১৬॥

যথা চিন্তামণ্যাদীনাং গোলোকে অনুবাদত্বং শ্রীব্রজে বিধেয়ত্বং। তথাচোক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াং। শ্রিয়ঃকান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রুমাঃ ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং। কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশীপ্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্য মপিচ।

অস্যার্থঃ। শ্রিয়োঽনুবাদরূপাঃ কান্তা বিধেয়রূপাঃ পরমপুরুষোঽনুবাদরূপঃ কান্তো বিধেয়রূপঃ কল্পতরবোঽনুবাদরূপাঃ চিন্তামনিগণময়ীতি চিন্তামণিগণস্বরূপং ভূমি বিধেয়রূপা॥১৫॥

ব্রহ্মাণ্ডে ইতি। অপ্রাকৃতস্য তস্য শ্রীগোকুলস্য প্রাকৃতব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশঃ প্রাকট্যং শ্রীকৃষ্ণেচ্ছয়ৈব। যদৈব শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রকটেচ্ছাভবতি তদৈব তস্য তত্র প্রকাশঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ। ননু ব্যাপকস্য তস্য শ্রীগোকুলস্য ব্যাপ্য ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রকাশাসম্ভবাৎ সঃ প্রকাশঃ কিমংশাদিনা। নহীত্যাহ "একই" ইতি। প্রকাশাপ্রকাশে তস্য শ্রীগোকুলস্য একস্বরূপত্বাৎ ভিন্নকায়ত্বাভাবাচ্চ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তস্য পূর্ণপ্রকাশএব নতু অংশাদিনা শ্রীকৃষ্ণপ্রাকাশবদিত্যর্থঃ॥১৬॥

গোকুল বর্ণনা করত সেইটীই শ্রীকৃষ্ণের নিজধাম ইহা বর্ণনা করিতেছেন, অথবা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিবাস শ্রীগোকুলের অপর সকল ধাম হইতে শ্রেষ্ঠত্বপ্রযুক্ত তাহা বর্ণনা করত এই গোকুলই শ্রীকৃষ্ণের নিজধাম বলিতেছেন "সর্ব্ব" ইত্যাদি "গোপগোপী" ইত্যন্ত

সেই গোকুলে পরম অলৌকিকত্ব এবং লৌকিকত্ব এই দুই আছে, আর গোলোকে কেবল পরম অলৌকিকত্বই আছে। এই পার্থক্যহেতু এখানে গোকুল ও গোলোকের বৈলক্ষণ্য জানিবেন॥১৫॥

প্রকৃতির পর পরব্যোম গত সকল ধামোপরি স্থিত অপ্রাকৃত শ্রীগোকুলের প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রকাশ হয় কিরূপে? ইহাতে বলিতেছেন "ব্রহ্মাণ্ডে"

চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষসম বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥১৭॥
প্রেমনেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ গোপী সঙ্গে যাহা কৃষ্ণের বিলাস ॥১৮॥

তদাকথং তদপি চিন্তামণিভূম্যাদিকং ন দৃশ্যতে তত্রেন্দ্রিয়শক্ত্যভাবাদিত্যাহ "চর্ম্মচক্ষে" ইতি। ভক্তিশক্তিবিহীনেন প্রাকৃতেন চক্ষুষা তন্ন দৃশ্যতে ইত্যর্থঃ। প্রেমনেত্রে ভক্তিশক্তিমতা অপ্রাকৃতেন চক্ষুষা তৎ দৃশ্যতে ইত্যর্থঃ। "গোপ" ইতি। তত্রৈব শ্রীগোকুলে শ্রীকৃষ্ণঃ নিত্যং বিলসতীত্যর্থঃ। স্বরূপস্য শ্রীকৃষ্ণস্যায়মেব ধাম ইতিভাব ॥১৭॥১৮॥

ইতি। তার, শ্রীগোকুলের। প্রকাশ, প্রকট। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছায় তাহা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রকাশ হয়।

বিভুত্বাদি গুণবিশিষ্ট শ্রীগোকুলের ব্যাপ্য ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সম্পূর্ণ প্রকাশ হইতে পারে না, যেহেতু ক্ষুদ্র বস্তুমধ্যে বৃহৎ বস্তুর কখন স্থিতি হইতে পারে না, অতএব তাহার অংশাদি প্রকাশ বলিতে হইবে? এই আশঙ্কা নিবারণে বলিতেছেন "এক ইতি। তার, শ্রীগোকুলের একটীই স্বরূপ কিন্তু দুইটী স্বরূপ না থাকায় সম্পূর্ণরূপেই তাহার ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ হয় কিন্তু অংশাদিরূপে নহে।

এখানকার অভিপ্রায় এই, প্রাকৃত ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে অপ্রাকৃত ও বৃহৎ শ্রীগোকুলের প্রকাশ হওয়া অসম্ভব হইলেও পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রকট হইতে ইচ্ছা হইলে তাহার নিজস্থান শ্রীগোকুলেরও পূর্ণ প্রকাশাবশ্যক হওয়াতে অতর্ক্য শ্রীকৃষ্ণেচ্ছাশক্তিই তাহাকে তথায় প্রকট করেন তাহা হইলে পরব্যোমস্থ শ্রীগোকুলেরই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে পূর্ণপ্রকাশ ॥১৬॥

সেই শ্রীগোকুলই প্রকট হইলে তাহার স্বরূপ দর্শন হয় না কেন? ইহাতে বলিতেছেন "চিন্তামণি" ইতি। চিন্তামণি যাহার সম এরূপ ভূমি, অর্থাৎ সেখানকার ভূমি চিন্তামণি হইতেও শ্রেষ্ঠ, কল্পবৃক্ষ যাহার সম এরূপ বন অর্থাৎ সেখানকার বন কল্পবৃক্ষ হইতেও শ্রেষ্ঠ।

অপি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ২৫ শ্লোকঃ।

চিন্তামণিপ্রকরপদ্মসু কল্পবৃক্ষ
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং।
লক্ষ্মীসহস্র শত সম্ভ্রম সেব্যমানং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥৪॥

চিন্তামণীতি। অভি সর্ব্বতোভাবেন চালনানয়ন চারণ গোষ্ঠানানয়ন প্রকারেণ পালয়ন্তং। কদাচিদ্রহসি তু বৈলক্ষণ্যমিত্যাহ লক্ষ্মীতি লক্ষ্ম্যোঽত্র ... এবেতি ব্যাখ্যাতমেব। তদেবং চিন্তামণিপ্রকরপদ্মাদিময়ং কথা ... ট্যং গমনমপীতি বক্ষ্যমাণানুসারেণেতি। ইতি দিকপ্রদর্শনী ॥৪॥

কল্পবৃক্ষ লক্ষাবৃতেষু চিন্তামণিপ্রকরপদ্মসু সুরভীঃ অভিপালয়ন্তং লক্ষ্মীসহস্র শত সম্ভ্রম সেব্যমানং তং আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৪॥

চিন্তামণি ও কল্পবৃক্ষ ইহারা যাচকেচ্ছানুরূপ নশ্বর বিষয়ফল প্রদান করে, ... শ্রীগোকুল ভূম্যাদি ইচ্ছাতীত অনশ্বর ও পরমপুরুষার্থ প্রেমফল প্রদান ... অতএব তাহা তাহা হইতে শ্রীগোকুল ভূম্যাদি শ্রেষ্ঠ।

জাতি বৃক্ষ একদেশে থাকিলে বন বলে। তাহাতে যাহার এরণ্ড ...) বৃক্ষও কল্পবৃক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ। চর্ম্মচক্ষে, প্রাকৃতচক্ষে। প্রপঞ্চের ... প্রাকৃততুল্য। প্রেমনেত্রে ভক্তিশক্তিবিশিষ্ট চক্ষে।

এখানকার অভিপ্রায় এই, বস্তু থাকিলেই তাহার গ্রহণ হইতে পারে না, ... ইন্দ্রিয়শক্তিই তদ্গ্রহণের কারণ। যেমন নাসিকাদ্বারা বস্তুর গন্ধই গ্রহণ হয়, কিন্তু তত্রস্থ রূপের গ্রহণ হয় না। তাহা হইলে ভক্তিশক্তি বিহীন চক্ষু প্রত্যক্ষ সেই শ্রীগোকুলের স্বরূপ দর্শন পায় না। কিন্তু তৎশক্তিবিশিষ্ট চক্ষু তাহার দর্শন পায়।

"গোপ" ইতি যাহা, যে শ্রীগোকুলে গোপ গোপী সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য

মথুরা দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া।
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈঞা ॥১৯॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ।
সর্ব্ব চতুর্ব্যূহ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ ॥২০॥

নিজরূপ প্রকাশিয়া, নিজ রূপস্য নিজ দ্বিভুজ স্বরূপ বিগ্রহস্য প্রকাশরূপেণ ইত্যর্থঃ ॥১৯॥২০॥

বিলাস করেন। স্বয়ং রূপ শ্রীকৃষ্ণের এই গোকুলই নিজ ধাম ইতিভাব। শ্রীগোপাল চম্পূর প্রথম পূরণে শ্রীগোকুলবর্ণনা বিস্তার করিয়াছেন দেখিবেন। ১৭॥১৮॥

যিনি শ্রীগোকুলমধ্যে বহুতর কল্পবৃক্ষ পরিবেষ্টিত এবং চিন্তামণিগণপ্রচিত গৃহ সকলে বাস করত কামধেনু সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন। এবং লক্ষ সহস্র গোপললনাগণ আদরপূর্ব্বক যাহাকে সেবা করিতেছেন। সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৪॥

গৃহ হইতে গো সকলকে গ্রাম বাহিরে চারণ, তথা হইতে আনয়ন, চারণ ও গৃহে আনয়ন ইত্যাদি রূপে প্রতিপালন।

"চিন্তামণি ভূমি—বন" ইহার প্রমাণ "চিন্তামণি—বৃতেষু ॥৪॥

"দ্বারকা মথুরা গোকুল—" এই ১৩ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণলোকের যে ত্রিবিধ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীগোকুলের স্বরূপ এবং সেই গোকুল শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং রূপের নিত্যস্থিতি বর্ণনা করিয়া তাঁহার মথুরাদিস্থিতি বর্ণনা করিতেছেন "মথুরা" ইতি। অর্থাৎ শ্রীগোকুলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রূপে (নিজ দ্বিভুজরূপে) বিলাস করেন। আর মথুরা ও দ্বারকায় নিজরূপ প্রকাশ করত বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ হইয়া নানারূপে (নানাপ্রকারে) বিলাস করেন। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিকে চতুর্ব্যূহ বলে। অন্যান্য চতুর্ব্যূহ ইহার অংশ, এ কারণ

এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়।
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময় ॥২১॥
পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ।
নারায়ণ রূপে করেন বিবিধ বিলাস ॥২২॥

কিমর্থং ত্রিষু স্থানেষু বিলসতি ইত্যতস্তস্য কার্য্যমাহ "এই তিন" ইতি। নারায়ণ ইতি শ্রীকৃষ্ণবিশেষণং। ত্রিবিধ লীলার্থমেব গোকুলাদিষু ত্রিষু লোকেষু ক্রীড়তি তথা তত্তল্লীলা এব তস্য কার্য্যং নতু অন্যৎ সৃষ্ট্যাদিকং কেবললীলাময়ত্বাৎ অতএব তত্তল্লীলার্থমেব ত্রিষু স্থানেষু বিলসতীতিভাবঃ ॥২১॥

কেবল লীলাময় স্বরূপ মুক্ত্বা মুক্তিপ্রদ শ্রীনারায়ণরূপং বক্তুমাহ "পরব্যোম ইত্যাদি। স্বরূপস্য নিজ রূপস্য প্রকাশঃ শ্রীনারায়ণরূপঃ ॥২২॥

এই দ্বারকা চতুর্ব্যূহ অংশী। তুরীয়, মায়াসম্বন্ধবিহীন অতএব শুদ্ধ অর্থাৎ প্রাকৃত কার্য্য রহিত।

দ্বারকানাথ যেমন শ্রীকৃষ্ণের নিজরূপ প্রকাশ, তদ্রূপ তত্রস্থ সঙ্কর্ষণ ও ... দেবের প্রকাশরূপ। কিন্তু এখানে সংক্ষেপে বলিয়াছেন বলিয়া ঐ উভয়কে ... করিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই "চতুর্ব্যূহেঞা" বলিয়াছেন।

গোলোকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই চতুর্ব্যূহ, ইহা শ্রীগোপালচম্পূর প্রথম পূরণে লিখিয়াছেন যথা "যত্র চ বাসুদেবাদি সংজ্ঞং স্বয়মেব চতুর্ব্যূহতা মুরলীধরো ... তি"। অস্যার্থ যে শ্রীগোলোকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবাদি নাম চতুর্ব্যূহ স্বীকার করিয়াছেন ॥১৯॥২০॥

গোকুলাদি তিনলোকে কেন শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করেন? এবং কি কার্য্য নিমিত্ত বিলাস করেন, অর্থাৎ তথায় তাহার কার্য্যই বা কি? ইহাতে বলিতেছেন "এই তিন" ইতি। গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা এই তিন লোকে। ঈশ্বরের ক্রীড়াকে লীলা বলে কেবল লীলাময়, কেবল ক্রীড়াময়, অর্থাৎ ক্রীড়ামাত্রই

স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণ রূপে সেই তনু চতুর্ভুজ ॥২৩॥

স্বরূপ নারায়ণরূপয়োঃ স্বরূপমাহ "স্বরূপ" ইতি। দ্বিভুজ এব শ্রীকৃষ্ণস্য স্বরূপদেহঃ সেই তনু স এব দ্বিভুজদেহঃ নারায়ণরূপেণ চতুর্ভুজঃ। দ্বিভুজ স্বরূপ স্বয়ং রূপস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চতুর্ভুজ এব শ্রীনারায়ণরূপ ইত্যর্থঃ ॥২৩॥

যাহার কার্য্য। নিজগণ, উক্ত তিন লোকের ত্রিবিধ পার্ষদাদিগণ। লঞা লইয়া। খেলে, ক্রীড়া করেন।

কেবল লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ নিজগণ লঞা এই তিন লোকে অনন্ত সময় খেলেন ইত্যন্বয়। ত্রিবিধ লীলার নিমিত্ত ঐ তিন লোকে তিনি বিলাস করেন, এবং কেবল ক্রীড়াময়ত্বপ্রযুক্ত ক্রীড়াই তাঁহার কার্য্য ইতিভাব।

প্রকট লীলাতেও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ামাত্রই কার্য্য, কিন্তু অসুর মারণাদি জগদ্বিষয়ক কোন কার্য্য নাই। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক ২ অঃ ৩৩ শ্লোক। "নতে—বিনা বিনোদং বত তর্কযামহে" ইহাতে শ্রীস্বামীপাদ যথা "তে জন্মঃ কারণং ক্রীড়াং বিনা ন তর্কয়ামঃ"। অস্যার্থ হে শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া ব্যতীত তোমার জন্ম-কারণ তর্কিত হয় না, ক্রীড়াই তোমার প্রাকট্য কার্য্য ইত্যর্থ। এবং ইহার আদি চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৭ পয়ারে বলিয়াছেন যথা "স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ" ভার হরণ, অসুর মারণাদি ॥২২॥

পরব্যোমস্থ সর্ব্বধামোপরিস্থিত শ্রীগোলোকাদি তিন লোকে কেবল লীলাময় শ্রীকৃষ্ণরূপের বর্ণনা করিয়া পরব্যোম মধ্যগত এবং সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তি প্রদ শ্রীনারায়ণরূপের বর্ণনা করিতেছেন "পরব্যোম" ইত্যাদি। স্বরূপের প্রকাশ অর্থাৎ দ্বিভুজস্বরূপ স্বয়ং রূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ শ্রীনারায়ণরূপ ॥২২॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বিগ্রহ কি? এবং শ্রীনারায়ণেরই বা রূপ কি? ইহাতে বলিতেছেন "স্বরূপ" ইতি। বিগ্রহ, দেহ। তনু, দেহ। কেবল দ্বিভুজরূপই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দেহ। এই দেহই চতুর্ভুজ হইলে তাহা স্বরূপ নহে

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মহৈশ্বর্য্যময়
শ্রীভূলীলা শক্তি যার চরণ সেবয় ॥২৪॥
যদ্যপি কেবল তার ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম
তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম ॥২৫॥
সালোক্য সামীপ্য সাষ্টি সারূপ্য প্রকার।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার ॥২৬॥

শ্রীনারায়ণরূপং বর্ণয়তি শঙ্খ ইতি অত্র বিশিষ্টার্থে ময়ট্ শঙ্খাদি বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ ॥২৪॥

কিম্বর্থং সঃ শ্রীনারায়ণরূপ ইত্যত আহ "যদ্যপী"তি। করে এত কর্ম্ম এতৎ বক্ষ্যমাণং কর্ম্ম করোতি। তদেবাহ "সালোক্য" ইতি। ক্রীড়ামাত্রং ... সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিপ্রদানং ইতি তস্য কার্য্যদ্বয়ং এতদর্থং সঃ শ্রীনারায়ণরূপ ইতিভাবঃ ॥২৫॥২৬॥

ইহা বলিবার জন্য "কেবল" বলিয়াছেন। সেই তনু, অর্থাৎ সেই দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ-... চতুর্ভুজরূপে শ্রীনারায়ণরূপ। দ্বিভুজ স্বয়ং রূপ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ রূপই শ্রীনারায়ণরূপ ইত্যর্থ ॥২৩॥

উক্ত শ্রীনারায়ণরূপের বর্ণনা করিতেছেন "শঙ্খ" ইতি। শঙ্খাদিময়, শঙ্খাদি বিশিষ্ট ইত্যর্থ। যার, যে শ্রীনারায়ণের ॥২৪॥

কি কার্য্য নিমিত্ত সেই শ্রীনারায়ণরূপ? এ প্রযুক্ত ... কার্য্য বলিতেছেন "যদ্যপি" ইতি। তার, শ্রীনারায়ণের। ধর্ম্ম, আচার। জীবের কৃপায়, জীবের প্রতি কৃপা করিয়া। এত কর্ম্ম, এই বক্ষ্যমাণ কর্ম্ম।

বক্ষ্যমাণ কর্ম্ম বলিতেছেন "সালোক্য" ইতি। সালোক্য, ভগবল্লোকে বাস। সামীপ্য, ভগবানের নিকটে বাস। সাষ্টি, ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য। সারূপ্য, ভগবানের সমান রূপপ্রাপ্তি। ... চতুর্ব্বিধ মুক্তি দিয়া জীবের নিস্তার করেন

ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তের তাহা নাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয় তা সভার স্থিতি ॥২৭॥

সাযুজ্যমুক্তিং কথং নদদাতি তত্রাহ "ব্রহ্ম" ইতি। মুক্তির মুক্ত্যধিকারিণাং মিতিশেষঃ তাহা তত্র শ্রীনারায়ণ নিকটে গতির্গমনং ন ভবতি যতঃ বৈকুণ্ঠ বাহিরে পরব্যোম বহিরেব তেষাং স্থিতির্ভবতি। ব্রহ্মসাযুজ্যে মুক্ত্যধিকারিণাং পরব্যোমবহিরেব সাযুজ্য মুক্তির্ভবতি অতস্তাং ন দদাতি তস্য তদ্দানাপেক্ষা-ভাবাদিতিভাবঃ। বৈকুণ্ঠবহিরিত্যনেনৈ তন্মুক্তে রন্যমুক্তিভ্যঃ নিকৃষ্টত্ব মপ্যুক্ত মিতিজ্ঞেয়ং ॥২৭॥

বলা হইল এই, শ্রীকৃষ্ণবৎ শ্রীনারায়ণেরও ক্রীড়ামাত্র কার্য্য। তবে জীবের প্রতি কৃপা করিয়া সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি প্রদান করেন। ক্রীড়ামাত্র ও চতুর্ব্বিধ মুক্তি প্রদান এই দুইটী তাহার কার্য্য, এই কার্য্যদ্বয় নিমিত্ত সেই শ্রীনারায়ণরূপ ইতিভাব ॥২৫॥২৬॥

পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি শ্রীনারায়ণ প্রদান করেন বলা হইল। তাহাতে ব্রহ্মসাযুজ্য (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি) এই অপর এক প্রকার মুক্তি তিনি প্রদান না করেন কেন? ইহাতে বলিতেছেন "ব্রহ্ম" ইতি। তাহা, তথায় অর্থাৎ শ্রীনারায়ণধাম পরব্যোমে। বৈকুণ্ঠ বলিতে এখানে প্রকরণবশতঃ পরব্যোম জানিবে।

ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্ত্যধিকারী ব্যক্তিরা তাহা (পরব্যোমে বা শ্রীনারায়ণ নিকটে) যাইতে পারে না। অথবা ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্ত্যধিকারী ব্যক্তির মুক্তিপ্রাপ্তি পরব্যোমে নাই। যেহেতু পরব্যোম বাহিরেই তাহাদের স্থিতি হয়, অর্থাৎ এই স্থলেই তাহার প্রাপ্তি হওয়াতে তাহাদের তথায় স্থিতি হয়। তবেই কিনা পরব্যোম বাহিরেই তাহাদের সেই মুক্তিলাভ হওয়াতে তাহাদিগের তাহা অপেক্ষা না থাকায় তিনি তাহা প্রদান করেন না ইতিভাব।

এখানে "ব্রহ্ম" এই বিশেষ করিয়া বলাতে অন্য সাযুজ্যাদির গতি পরব্যোমে

বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল ॥২৮॥
সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ নাহি তাঁহা চিচ্ছক্তি বিকার ॥২৯॥

...সাযুজ্যা মুক্ত্যধিকারিণাং কথং বৈকুণ্ঠবহিঃস্থিতিঃ। বৈকুণ্ঠবহিঃস্থে ব্রহ্মতত্ত্বে ...সাযুজ্য মুক্ত্যধিকারিণাং লয়ো ভবতি ইত্যতস্তেষাং তৎবৈকুণ্ঠবহিরেবস্থিতি ...দর্শয়িতুং ব্রহ্মতত্ত্বকথনপূর্ব্বকং তেষাং তল্লয়মাহ "বৈকুণ্ঠ" ইত্যাদি "তাহা ..." ইত্যন্তং। বৈকুণ্ঠবাহিরে পরব্যোমবহিঃ। প্রকৃতির পার চিন্ময়ং ...হপি চিন্ময় এব তদা তত্র কো বিশেষঃ যৎতদ্বহিঃ সিদ্ধলোক নাম ...জ্যোতির্ম্মণ্ডলমিত্যত্রাহ "চিৎ স্বরূপ" ইতি। তজ্জ্যোতির্ম্মণ্ডলং চিৎ-স্বরূপমপি চিচ্ছক্তিবিলাসঃ কশ্চিদবয়বো নাস্তি চিৎস্বরূপবৈকুণ্ঠে তু সোঽস্তীতি ...ভেদ ইতিভাবঃ ॥২৮॥২৯॥

...হইল জানিবে। "বৈকুণ্ঠ বাহিরে" বলাতে অপর মুক্তি হইতে ব্রহ্ম-...মুক্তির নিকৃষ্টতা বলাইল জানিবেন ॥২৭॥

...সাযুজ্য মুক্ত্যধিকারী ব্যক্তিদের বৈকুণ্ঠবাহিরে স্থিতি হয় কেন? ইহার ...পরব্যোম বহিঃস্থ ব্রহ্মতত্ত্বে লয় হওয়াতে ব্রহ্মসাজুয্যমুক্ত্যধিকারী ব্যক্তি-...পরব্যোম বাহিরে স্থিতি হয়, ইহা ...তে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিবার অপেক্ষায় ...কথনপূর্ব্বক সেই ব্যক্তিদিগের তল্লয় বলিতেছেন "বৈকুণ্ঠ" ইত্যাদি "তাহা পায় ..." ... বৈকুণ্ঠবাহিরে, পরব্যোম বাহিরে। প্রকৃতির পার, চিন্ময়।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে এই, "প্রকৃতির পর পরব্যোম নাম ধাম" ... ১১ পয়ার প্রমাণে পরব্যোমও চিন্ময়, তাহা হইলে তাহাতে ... কি আছে যে তাহার বাহিরে সিদ্ধলোক নাম চিন্ময় সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল, ... উভয়েরই চিন্ময়ত্ব থাকায় পরব্যোম বাহিরে সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল ... কেন? ইহা ... বলিতেছেন "চিৎস্বরূপ" ইতি। সেই জ্যোতির্ম্ম...

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারি পাশে।
দ্বারকা চতুর্ব্যূহ দ্বিতীয় প্রকাশে ॥৩৩॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ এই তুরীয় বিশুদ্ধ ॥৩৪॥
তাহা যে [illegible]মের রূপ মহা সঙ্কর্ষণ।
চিচ্ছক্তি* আশ্রয় তিহো কারণের কারণ ॥৩৫॥

প্রাসঙ্গিকং ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্ত্যা পুনঃ প্রকৃত মনুসরতি "সেই" ইতি। সেই [illegible] বহিঃ ব্রহ্মতত্ত্বং তত্র। নারায়ণের "নারায়ণরূপে করেন" ইত্যুক্তস্য শ্রীনারা[illegible] ৩৩॥৩৪॥

"মায়াতীতে" এতৎপ্রথমার্দ্ধস্যার্থং কৃত্বা অপরার্দ্ধস্য "রূপং যস্ত" ইত্যস্যার্থ[illegible] "তাহা যে" ইত্যাদি। তাহা তত্র দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহমধ্যে ইত্যর্থঃ। সঙ্কর্ষণনা[illegible] শেষাদয়ঃ সন্তি অয়ন্তু মহাসঙ্কর্ষণঃ। শ্রীবলরামস্যাংশঃ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ [illegible] তত্ত্বমুক্ত মিতি জ্ঞেয়ং। কিম[illegible] সমহাসঙ্ক[illegible]ণ ইত্যতঃ তস্য কার্য্যমাহ "চিচ্ছ[illegible]

শ্রীকৃষ্ণ পরব্যো[illegible] যে শ্রীনারায়ণরূপে বিলাস করেন, তিনি সাযুজ্য[illegible] চতুর্ব্বিধ মুক্তি প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মসাযুজ্য পঞ্চম মুক্তি প্রা[illegible] প্রকার বলিয়া প্রকৃত শ্রীনারায়ণাদি বিষয়ক বক্তব্য বলিতেছেন "সেই" ইত্যা[illegible] সেই পরব্যোমে, "প্রকৃতির পর পরব্যোম" ১১ ইত্যাদি পয়ারোক্ত অথবা [illegible] বাহিরে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব সেই পরব্যোমে। নারায়ণের, শ্রীকৃষ্ণ পরব্যো[illegible] যে নারায়ণরূপে বিলাস করেন, তাহার। দ্বারকাস্থ প্রথম চতুর্ব্যূহের প্রকা[illegible] পরব্যোমস্থ চতুর্ব্যূহ, অতএব ইহা দ্বিতীয়। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনি[illegible] এই চারিকে চতুর্ব্যূহ বলে। তুরীয়ের লক্ষণ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে "বিরাট্[illegible] এই ১৩ শ্লোকে দৃষ্টি করিবেন। [illegible] কিনা মায়িক উপাধি বিহীন। অত[illegible] বিশুদ্ধ, কেবল চিদ্ঘন মূর্ত্তি ইত্যর্থ ॥৩৩৩৪॥

---

* "ত্রিশক্তি" ইতি কোথাও অসঙ্গত পাঠ।

চিচ্ছক্তি বিলাস এক শুদ্ধ সত্ত্ব নাম।
শুদ্ধ সত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥৩৬॥
ষড় বিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহা সকল চিন্ময়।
সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব জানিহ নিশ্চয় ॥৩৭॥
জীবনাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।
মহাসঙ্কর্ষণ সব জীবের আশ্রয় ॥৩৮॥

ইতি। চিচ্ছক্তেরাশ্রয় স্তথা কারণস্য কারণমিতি কার্য্যদ্বয়ং এতৎকার্য্যার্থং স মহাসঙ্কর্ষণ ইতিভাবঃ ॥৩৫॥

তত্র চিচ্ছক্ত্যাশ্রয়ত্বং প্রপঞ্চয়তি "চিচ্ছক্তি" ইতি ত্রিভিঃ। বৈকুণ্ঠাদীনি প্রকাশয়তি তথা সর্ব্বান্ জীবান্ প্রাদুর্ভাবয়তি ইত্যর্থঃ। চিন্মাত্রত্বেন চিচ্ছক্তি জীবানেকীকৃত্য চিচ্ছক্ত্যাশ্রয়ত্বমুক্তমিতিজ্ঞেয়ং ॥৩৬॥৩৭॥৩৮॥

পূর্ব্বোক্ত "মায়াতীতে" এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের অর্থ করিয়া অপরার্দ্ধ "রূপং যস্যোদ্ভাতি—" ইহার অর্থ করিতেছেন "তাহা যে" ইত্যাদি দ্বারা। তাহা, উক্ত দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহমধ্যে শ্রীবলরামের যে রূপ (যে অংশ আছে) তিনি মহাসঙ্কর্ষণ এইটী প্রথম পরিচ্ছেদের অষ্টম শ্লোকোক্ত শ্রীসঙ্কর্ষণতত্ত্ব বলা হইল জানিবেন। অর্থাৎ পরব্যোমস্থ শ্রীসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবের অংশ, ইহাই তাঁহার তত্ত্ব হইল জানিবেন। শেষ প্রভৃতিরও নাম সঙ্কর্ষণ ইনি মহাসঙ্কর্ষণ।

কি কার্য্য নিমিত্ত সেই মহাসঙ্কর্ষণ, এ প্রযুক্ত তাহার কার্য্য বলিতেছেন "চিচ্ছক্তি" ইতি। চিচ্ছক্তির আশ্রয় এবং কারণের কারণ এই দুইটী তাহার কার্য্য ॥৩৫॥

ঐ দুইটী বিস্তার করিয়া বলিতে প্রথমত চিচ্ছক্ত্যাশ্রয়ত্ব বিস্তার করিয়া

বলিতেছেন "চিচ্ছক্তি" ইতি। প্রাকৃতসত্ত্বে একপদ রজঃ একপদ তমঃ থাকায় তাহা অশুদ্ধ সত্ত্ব। আর চিচ্ছক্তি বিলাস সত্ত্বে তাহা না থাকায় ইহা শুদ্ধ সত্ত্ব অর্থাৎ রজতম মিশ্রিত না হওয়াতে কেবল সত্ত্ব।

যত, সমস্ত। বৈকুণ্ঠাদি সমস্ত ধাম শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ, অর্থাৎ সেখানে প্রাকৃত সত্ত্ব নাই, তথা বলিয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্ক ৯ অং ১০ শ্লোকে "ন যত্র মায়া কিমুতাপরে"। অস্যার্থ বৈকুণ্ঠে যখন মায়া নাই তখন আর বলিতে কেন হইবে সেখানে মায়িক সত্ত্বাদিগুণ নাই।

ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইহাদের পূর্ণতাকে ষড়ৈশ্বর্য্য বলে। তাঁহা সেই বৈকুণ্ঠে। সব, সর্ব্ব (সকল)। বিভূতি, ঐশ্বর্য্য (প্রভুত্ব)। অর্থ হইল এই, চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ যে শুদ্ধ সত্ত্ব, সেই শুদ্ধ সত্ত্বময় বৈকুণ্ঠাদি ধাম এবং তত্রস্থ ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য ও চিন্ময় পদার্থ সকল, সেই সকলের প্রভু শ্রীসঙ্কর্ষণ।

অর্থাৎ "যদ্যপি অস্বজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি বিলাস। তথাপি সঙ্কর্ষণ ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ"। এই মধ্য বিংশতি পরিচ্ছেদোক্ত প্রমাণে বৈকুণ্ঠাদির প্রকাশক শ্রীসঙ্কর্ষণ। তবে কিনা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই চিচ্ছক্তি, আর শ্রীসঙ্কর্ষণ সেই কার্য্যের অধ্যক্ষ ইতিভাব ॥৩৬॥৩৭॥

সব জীবের আশ্রয়, স্বরূপত নিত্য পদার্থ অণুচৈতন্য জীব সকলের যথা সময়ে প্রাদুর্ভাব কর্ত্তা। তথা বলিয়াছেন মধ্য বিংশতি পরিচ্ছেদে "ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম" এই পয়ার টীকা "সর্ব্বজীবপ্রাদুর্ভাবাস্পদত্বতঃ" অস্যার্থ সঙ্কর্ষণ সকল জীবের প্রাদুর্ভাব স্থানপ্রযুক্ত। বলা হইল এই, বৈকুণ্ঠাদির প্রকাশ ও জীব সকলকে প্রাদুর্ভাব করেন। বৈকুণ্ঠাদিপ্রকাশ ও জীবাশ্রয়, ইহাতে দুইটী শক্তির আশ্রয় বলা হইল? ইহার উত্তর অণুচৈতন্য জীবশক্তি চিন্মাত্রাংশে চিচ্ছক্ত্যন্তর্ভূত থাকায় এই দুইটীকে এক করিয়া পূর্ব্বে একচিচ্ছক্ত্যাশ্রয়ত্ব বলিয়াছেন জানিবেন। অংশ কি পূর্ণ চিচ্ছক্তিকার্য্য মাত্রেরই আশ্রয় শ্রীসঙ্কর্ষণ ইতিভাব। উক্ত সঙ্কর্ষণকার্য্য মধ্য বিংশতি পরিচ্ছেদে সপ্রমাণ বলিবেন বলিয়া এখানে কোন প্রমাণ দেন নাই, তথায় তাহা দৃষ্টি করিবেন ॥৩৮॥

যাহা হইতে বিশ্বোৎপত্তি যাহাতে প্রলয়।
সেহোত পুরুষের **সঙ্কর্ষণ** সমাশ্রয় ॥৩৯॥
সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাদ্ভুত ঐশ্বর্য্য অপার।
অনন্ত কহিতে নারে মহিমা যাহার ॥৪০॥
তুরীয় বিশুদ্ধ সত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম।
তেহো যার অংশ সেই নিত্যানন্দ রাম ॥৪১॥
অষ্টম শ্লোকের কৈল সংক্ষেপ বিবরণ*।
নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥৪২॥

চিচ্ছক্ত্যাশ্রয়মেকং কার্য্যং প্রপঞ্চ্য দ্বিতীয়ং কারণস্য কারণং ইতি কার্য্যং প্রপঞ্চয়তি "যাহা" ইতি। যতো বিশ্বোৎপত্তিপ্রলয়ৌ ভবতঃ তস্য পুরুষস্য কারণার্ণবশায়িনঃ সমাশ্রয়ঃ কারণং সঙ্কর্ষণঃ। বিশ্বোৎপত্ত্যাদি কারণং পুরুষঃ তস্যাপি কারণং সঙ্কর্ষণ ইতি স কারণস্য কারণমিত্যর্থঃ। বিশ্বোৎপত্ত্যাদ্যর্থং সঙ্কর্ষণঃ তং পুরুষমংশেন প্রকাশয়তীতিভাবঃ। এতত্তু নবমশ্লোকব্যাখ্যাপদ্যে সবিস্তরব্যক্তমস্তি তত্র দ্রষ্টব্যং ॥৩৯॥

"তং শ্রীনিত্যানন্দরামং"ইত্যস্যার্থং কুর্ব্বন্ অষ্টমশ্লোকার্থমুপসংহরন্নাহ "সর্ব্বাশ্রয়" ইতি। সর্ব্বাশ্রয়াদিমান্ সঙ্কর্ষণঃ যস্য শ্রীবলরামস্যাংশঃ স এব শ্রীনিত্যানন্দ ইতি ॥৪০॥৪১॥৪২॥

"চিচ্ছক্তি আশ্রয় তেহো কারণের কারণ"। এই ৩৮ পয়ারোক্ত সঙ্কর্ষণের চিচ্ছক্ত্যাশ্রয় একটী কার্য্য বিস্তার করিয়া কারণের কারণ এই দ্বিতীয় কার্য্য বিস্তার করিতেছেন "যাহা হইতে" ইতি। এখানে কোন বিশেষ উল্লেখ না থাকায় পুরুষ বলিতে প্রথম পুরুষ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু। যে পুরুষ হইতে জগতের উৎপত্তি এবং যাহাতেই জগতের প্রলয় হয় সেই পুরুষের সমাশ্রয় (কারণ) শ্রীসঙ্কর্ষণ। অর্থাৎ জগদুৎপত্ত্যাদির কারণ পুরুষ, ইহার কারণ

তথাহি শ্রী...পগোস্বামি কড়চায়াঃ শ্লোকঃ।

মায়াভর্ত্তা জাণ্ড সংঘাশ্রয়াঙ্গঃ
সেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥৬॥

শ্রীসঙ্কর্ষণ ইহাতে তিনি কারণের কারণ। তবে কিনা জগদুৎপত্ত্যাদি নিমিত্ত শ্রীসঙ্কর্ষণ অংশরূপে ঐ পুরুষকে প্রকাশ করেন ইতিভাব।

এই পুরুষবিষয়ক বিশে... বর্ণনা ইহার পর "মায়াভর্ত্তা"এই নবম শ্লোক...ব্যাখ্যা পয়ারে করিয়াছেন তথায় দৃষ্টি করিবেন॥৩৯॥

"তং শ্রীনিত্যানন্দরামং ইহার অর্থ করত প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত অষ্টম শ্লোকার্থ উপসংহার করিতেছেন "সর্ব্বাশ্রয়" ইতি যাহার, যে সঙ্কর্ষণের তেহো, তিনি। যার, যে বলরামের। সর্ব্বা...শ্রয়াদি মহামহিম শ্রীসঙ্কর্ষণ যে শ্রীবলরামের অংশ তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ॥৪০॥৪১॥

অষ্টম শ্লোকের, প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত "মায়াতীতে" শ্লোকের। কৈল, করিলাম। বিবরণ, বর্ণনা। এখানে ঐ শ্লো...ক্ত সঙ্কর্ষণের তত্ত্ব বর্ণনা হইল এই, তিনি শ্রীবলরামের অংশ ইতি।

নবম শ্লোকের, প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত "মায়াভর্ত্তা—" এই শ্লোকের॥৪২॥

"মায়াভর্ত্তা—" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি প্রথম ...রিচ্ছেদোক্ত নবম শ্লোকে ...ষ্টি করিবেন। "সপ্তম ...শ্লোকার্থ কহি চারি শ্লোকে"। এই ১০ পয়ারোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যমধ্যে প্রথম শ্লোক বলিয়া এইটী দ্বিতীয় শ্লোক বলিয়াছেন। ইহাতে প্রথম পরিচ্ছেদের সপ্তম শ্লোকোক্ত কারণতোয়শায়ীর তত্ত্ব বর্ণনাপূর্ব্বক শ্রীবলদেবের নিত্যানন্দতত্ত্ব বলিয়াছেন, অর্থাৎ শ্রীবলদেব নিত্যানন্দতত্ত্ব ব... জন্যই কারণতোয়শায়ীর তত্ত্ব বলিয়াছেন। এই কারণার্ণবশায়ী প্রথম ... প্রকৃতি... অন্তর্য্যামী। প্রথম পরিচ্ছেদো... নবম শ্লোকের অর্থ ক...বার নিমিত্ত উহা এ...নে উদ্ধার করিয়াছেন।

বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম ॥৪৩॥
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি ॥৪৪॥

প্রথম পরিচ্ছেদসপ্তমশ্লোকোক্তকারণতোয়শায়িতত্ত্ববর্ণনাময়শ্লোক্ত শ্লোক-[illegible] বদতি তত্র "কারণাম্ভোধিমধ্যে" ইত্যস্যার্থমাহ "বৈকুণ্ঠ" ইতি চতুর্ভিঃ। [illegible]তির্ম্ময়ধাম নির্ব্বিশেষব্রহ্ম কারণার্ণবনাম কারণনামা সমুদ্রঃ। তথাচোক্তং [illegible]ত্তরখণ্ডে "প্রধান পরব্যো[illegible]রন্তরে বিরজানদী ॥৪৩॥৪৪॥

শ্রীপাদ গ্রন্থকার উক্ত [illegible]কের যে অর্থ করিবেন, তাহার তাৎপর্য্য এই, কারণার্ণবে শয়ন করত মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়া যিনি মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করেন, [illegible]ই প্রথম পুরুষ যে শ্রীবলরামের অংশাংশ তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ ॥খ॥

প্রথম পরিচ্ছেদের সপ্তম শ্লোকোক্ত কারণতোয়শায়ীর তত্ত্ব বর্ণনাময় [illegible] "মায়াভর্ত্তা—" এই নবম শ্লোকের* অর্থ করিতেছেন। তাহাতে "কারণা-[illegible]ধিমধ্যে" ইহার অর্থ করিতেছেন "বৈকুণ্ঠ" ইত্যাদি চারি পয়ারে। "বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্মণ্ডল"। ২৮ ইত্যাদি প্রমাণে অত্রোক্ত জ্যোতির্ম্ময়ধাম বলিতে নিরাকার [illegible]। কারণার্ণব নাম, কারণ নামে সমুদ্র আছে ইতিশেষ। বেড়িয়া, বেষ্টন করিয়া। জলনিধি, সমুদ্র। বৈকুণ্ঠ বহিঃস্থিত নিরাকার [illegible] বাহিরে বৈকুণ্ঠ বেষ্টন করিয়া যে সমুদ্র আছে, তাহার নাম কারণার্ণব [illegible]; তাহা অনন্ত ইত্যাদি। উহা ভগবৎসন্দর্ভধৃত পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে [illegible]য়াছেন যথা, প্রধান (প্রকৃতি) ও পরব্যোম এই দুয়ের মধ্যে বিরজানদী বিরাজ করিতেছে। ॥৪৩॥৪৪॥

---

* নবম শ্লোক বলিতে প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত জানিবে, এরূপ পরত্রও।

† ইহার মূল উপরে দৃষ্টি করিবেন।

বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥৪৫॥
চিন্ময় জল সেই পরম কারণ।
যার এক কণা গঙ্গা জগতপাবন ॥৪৬॥
সেইত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥৪৭॥

কারণার্ণবস্য তত্ত্বং বর্ণয়তি "বৈকুণ্ঠের" ইতি। বৈকুণ্ঠস্য পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতানাং চিন্ময়ত্বেন জড়পঞ্চভূতানাঞ্চ তত্র বৈকুণ্ঠে জন্মাভাবেন তৎকারণার্ণবজলং চিন্ময়ং তজ্জলস্য বৈকুণ্ঠগতচিন্ময়পঞ্চভূতৈকতমত্বাৎ অথ নিরুক্ত্যা তস্য কারণনামত্বং প্রতিপাদয়তি "পরম" ইতি। যস্য এককণা গঙ্গা অতঃ সঃ পরমকারণং। সকলভুবনপবিত্রকারণভূতানাং দিতীর্থানাং কারণমিতি তস্য তন্নামত্বমিতিভাবঃ ॥৪৫॥৪৬॥

নবম শ্লোকোক্ত "শেতে সাক্ষাৎ" ইত্যস্যার্থমাহ "সেইত" ইতি। সেই অষ্টম শ্লোকোক্ত সঙ্কর্ষণঃ ॥৪৭॥

কারণার্ণবের তত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন "বৈকুণ্ঠের" ইতি। বৈকুণ্ঠের পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চভূত তথাকার চিন্ময়। প্রাকৃত পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের জন্ম তথায় নাই। সুতরাং সেই কারণার্ণবের জল চিন্ময়, যেহেতু বৈকুণ্ঠগত চিন্ময় পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের মধ্যে জলও একটী ভূত। যে কারণে সেই অর্ণবের কারণ নাম হইয়াছে তাহা বলিতেছেন "পরম কারণ" ইতি। যে অর্ণবের এক কণা গঙ্গা, অতএব সেই অর্ণবের নাম পরম কারণ, অর্থাৎ সকল লোক পবিত্রীকরণ কারণভূত গঙ্গাদি তীর্থ সমূহের কারণ হওয়াতে তাহার নাম কারণ হইয়াছে ইতিভাব ॥৪৫॥৪৬॥

"মায়াভর্ত্তা" এই নবম শ্লোকোক্ত "শেতে সাক্ষাৎ" ইহার অর্থ করিতেছেন

মহৎস্রষ্টা পুরুষ তেহোঁ জগত কারণ।
আদ্য অবতার করে মায়ার দরশন ॥৪৮॥

কিমর্থং সঃ সঙ্কর্ষণ একাংশেন তত্রশেতে ইতিতদংশস্থ কার্য্যমাহ "মহৎ" ইতি। সস্রাবং সঙ্কর্ষণাংশ আদ্যবতারপুরুষরূপেণ মায়াং দৃষ্ট্বা জগৎস্বজতি তেনদংশস্থ কার্য্যং এতদর্থং সোহংশ ইতিভাবঃ ॥১৮॥

সেইত ইতি। সেই কারণার্ণবে, উক্ত কারণার্ণবে। সেই সঙ্কর্ষণ, অষ্টম শ্লোকোক্ত সঙ্কর্ষণ। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু সঙ্কর্ষণের অংশ, এইটী তাঁহার ... ॥১৭॥

কি নিমিত্ত সেই সঙ্কর্ষণ একাংশে কারণার্ণবে শয়ন করেন? এজন্য সেই অংশের কার্য্য বলিতেছেন "মহৎস্রষ্টা" ইতি। মহৎ, মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করাতে মহৎস্রষ্টা। পূরে দেহাভ্যন্তরে বাস করাতে পুরুষ। অথবা লঘুভাগবতামৃতের ৩৯ অঙ্কে পুরুষের লক্ষণ বলিয়াছেন যথা "পরমেশাংশরূপো যঃ প্রধান গুণভাগিবৎ। তদীক্ষাদিকৃতির্নানাবতার পুরুষঃ স্মৃতঃ"। অস্যার্থ যিনি পরমেশ্বরের অংশরূপ এবং প্রকৃতি গুণাবলম্বীর মতন প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণাদি কর্ত্তা ও নানাবতার কারণ, তাহাকেই পুরুষ জানিবে। জগৎ সৃষ্টি করাতে জগৎকারণ। সকল অবতারের আদিতে অবতীর্ণ হওয়াতে আদ্য অবতার। মায়ার প্রতি ঈক্ষণকর্ত্তা অর্থাৎ মায়ার (প্রকৃতির) অন্তর্য্যামী হওয়াতে মায়ার দর্শক। যেহেতু অন্তর্য্যামী কেবল দর্শনই করেন। মায়ান্তর্য্যামিত্বপ্রযুক্ত এই পুরুষকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামীও বলে।

অর্থ হইল এই, সেই সঙ্কর্ষণাংশ পুরুষরূপে প্রথমাবতীর্ণ হইয়া মায়ার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করত অর্থাৎ মায়ান্তর্যামিরূপে দৃষ্টিমাত্রে মায়াতে সৃষ্টি শক্তি সঞ্চার করত মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি পূর্ব্বক জগৎ সৃষ্টি করেন। এইটী সেই অংশের কার্য্য, এই কার্য্য নিমিত্ত সেই অংশ ইতিভাব এই পয়ারের বিস্তারার্থ "দূর হইতে—" ৫০ সংখ্যাদি পয়ারে ব্যক্ত হইবে ॥৪৮॥

মায়া শক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।
কারণ সমুদ্র মায়া স্পর্শিতে না পারে ॥৪৯॥
সেইত মায়ার দুই বিধে অবস্থিতি।
জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি ॥৫০॥

"করে মায়ার দরশন" ইতি যদুক্তং তত্র সা মায়া কুত্র তিষ্ঠতীত্যপেক্ষায়াং তস্যাঃ স্থিতিমাহ "মায়া" ইতি। কারণাব্ধিবহিরেব তস্যাঃ স্থিতিঃ কুতঃ কারণেত্যাদি ॥৪৯॥

সএব সঙ্কর্ষণাংশঃ পুরুষঃ জগতঃ কারণমিত্যুক্তং তত্র তাবৎ সাঙ্খ্যমতং নিরাকর্ত্তুং তদুত্থাপয়তি "সেইত" ইতি। জগতরুপাদান নিমিত্তরূপেণ দ্বিবিধং তত্র জগতের ইত্যনেন জগতরুপাদানমিত্যেকবিধমবস্থানমত্রৈক্তং। অপরং নিমিত্তমিত্যপরবিধমবস্থানঞ্চ "মায়া অংশে কহি" ইতি বক্ষ্যামাণ পদ্যে বক্ষ্যতি। জগতরুপাদাননিমিত্তং প্রকৃতিরিতি সাঙ্খ্যমতং। তথোক্তং হি কপিলেন সত্ত্ব রজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহানিত্যাদি ॥৫০॥

পূর্ব্ব পয়ারে উক্ত হইয়াছে, সেই পুরুষ মায়াকে দর্শন করেন। তাহাতে সেই মায়ার স্থিতি কোথায়? ইহাতে তাহার স্থিতি জ্ঞানাপেক্ষায় তাহা বলিতেছেন "মায়া" ইতি। কারণার্ণববাহিরে শক্তিরূপা সেই মায়ার অবস্থিতি যেহেতু মায়া কারনার্ণব স্পর্শ করিতে পারে না। চিন্ময় কারণার্ণব স্পর্শ করিবার ক্ষমতা না থাকায় জড় মায়া তাহার বাহিরে থাকে ইত্যর্থ ॥৪৯॥

পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, সঙ্কর্ষণাংশ আদিদেব পুরুষ (কারণার্ণবশায়ী) জগতের কারণ। ঐ কারণ বিষয়ে সাঙ্খ্যমত খণ্ডন করিবার নিমিত্ত তাহা উত্থাপন করিতেছেন "সেইত" ইতি। সেইত মায়ার, পূর্ব্ববর্ণিত মায়ার দুইবিধ অবস্থিতি। অর্থাৎ নিমিত্তাংশে জীবমায়া, আর উপাদানাংশে গুণমায়া এই দ্বিবিধরূপে তাহার স্থিতি। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতের ২ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে "ঋতের্থং" এই ৩৩ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভে "নিমিত্তাংশো জীবমায়া উপাদানাংশো গুণমায়া" ইতি।

তন্মধ্যে নিমিত্তাংশমায়ার অবস্থানবিষয় "মায়া অংশে কহি—" এই প… বলিবেন। উপাদানাংশমায়ার অবস্থানবিষয় বলিতেছেন "জগতের' প্রকৃতি" জগতের উপাদান কারণ যে মায়া, তাহাকে প্রধান বলে, এই প্রধানই প্রকৃতি হ্রাসবৃদ্ধিরহিতভাবে সত্ত্বাদি তিন গুণের যে সমান অবস্থা, তাহা প্রকৃতি

যে বস্তু কার্য্যরূপে উৎপন্ন হয় তাহাকে উপাদান কারণ বলে। যেমন মৃদ্ঘটের প্রতি উপাদান কারণ পৃথিবী। আর যে উৎপন্ন করে তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলে। যেমন ঐ ঘটের প্রতি নিমিত্তকারণ কুম্ভকার।

জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ প্রকৃতি (মায়া), এইটী সাঙ্খ্যের মত। তথাহি কপিলপ্রণীত সাঙ্খ্যপ্রবচনের প্রথমাধ্যায়ে ৬১ সূত্র

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্" ইত্যাদি।

ইহার বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ভাষ্য যথা। "—সত্ত্বাদিদ্রব্যাণাং যা সাম্যাবস্থা ন্যূনানতিরিক্তাবস্থা অন্যূনাধিকভাবেনাসংহতাবস্থেতি যাবৎ। অকার্য্যাবস্থেতি নিষ্কর্ষঃ অকার্য্যাবস্থোপলক্ষিতং গুণসামান্যং প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। প্রকৃতেঃ কার্য্যো মহান্ মহত্তত্ত্বং ইতি।

অস্যার্থ, সত্ত্বাদি তিনটী গুণ যখন সমভাবে থাকায় কার্য্যরূপ অবস্থান্তরকে প্রাপ্ত না হয়, অর্থাৎ যখন প্রকৃতাবস্থায় থাকে তখন তাহা প্রকৃতি। প্রকৃতির কার্য্য মহত্তত্ত্ব*।

সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদীর ৩ কারিকা যথা "মূলপ্রকৃতি রবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ" ইত্যাদি।

---

* মহত্তত্ত্ব বস্তুটী বুঝাইবার কোন নিদর্শন নাই। তবে কপিলসূত্রে প্রথমাধ্যায়ে ৭১ সূত্রে বলিয়াছেন যথা "মহদাখ্য মাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ"। অস্যার্থ। মহত্তত্ত্ব নামক যে প্রথম কার্য্য তাহা মননবৃত্তিক মন। মনন বলিতে নিশ্চয়, এই নিশ্চয় বৃত্তিকাবুদ্ধি মহত্তত্ত্ব ইত্যর্থ। এবং শ্রীভাগবতের ২ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে "আদ্যোঽবতার" এই ৪০ শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামী মনের অর্থ করিয়াছেন মহত্তত্ত্ব।

জগত কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা ॥৫১॥
শক্তি স ।রিয়া তারে কৃষ্ণ করেন কৃপা॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥৫২॥

সাঙ্খ্যমতং প্রদর্শ্য তন্নিরাকরোতি "জগত" ইতি। ন তাবৎ সাঙ্খ্যকল্পি অচেতনা প্রকৃতিঃ জগতঃ কারণমুপাদানং যতঃ সা জড়রূপা। অয়ং "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" ইতি। "স ঐক্ষত লোকানুস্বজা" ইতি। ইমান্ লোকানস্বজত" ইত্যাদি শ্রুতিষু জগৎকারণ ঈক্ষণপূর্ব্বকং জগৎ শ্রূয়তে। ঈক্ষিতৃত্বস্তু চেতনস্যৈব নতু জড়স্য অতঃ জড়রূপা প্রকৃতিঃ ন জগদ্রূপাদানং ॥৫১॥

উহার টীকা যথা "—প্রকরোতীতি প্রকৃতিপ্র্ধানং সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা সা অবিকৃতিঃ প্রকৃতিরেবেত্যর্থঃ—মূলপ্রকৃতিঃ বিশ্বস্য কার্য্যসংঘাতস্য সা নতু তস্যাঃ মূলান্তরমপ্যস্তি" ইত্যাদি।

অস্যার্থ। কার্য্যকে করে বলিয়া প্রকৃতি, কিনা প্রধান, সত্ত্বাদি তিন সাম্যাবস্থায় অবিকৃতভাবে থাকায় প্রকৃতি। জগৎকার্য্য সমূহের মূল সেই প্রকৃতি, ইহার আর মূলান্তর নাই।

এখানে সাঙ্খ্যমত বলা হইল এই, ব্রহ্মসূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্যে দ্বি অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে প্রথম সূত্রের আভাষে ঐ মতের খণ্ডন জন্য উত্থাপন করিয়াছেন যথা "একৈব বিষমগুণা সতী পরিণামশক্ত্যা মহদাদিবিচিত্ররচনং জগৎ প্রসূতে ইতি জগন্নিমিত্তোপাদানভূতা সেতি। তস্মাৎ প্রধানমেব জগদুপাদানং জগৎকর্তৃ"।—

অস্যার্থ। একা সেই প্রকৃতি বিষমগুণা হইয়া (ন্যূনাধিক সত্ত্বাদি হইয়া) পরিণাম শক্তিদ্বারা মহত্ত্বাদি বিচিত্র রচনাময় এই জগৎ প্রসব এই হেতু সেই প্রকৃতি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণরূপা ॥৫০॥

নন্বু "অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ বহ্বীঃ প্রজাঃ জ[illegible] [illegible]ীং সরূপাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেন প্রকৃতেঃ কারণত্বং লভ্যত ইতিচেৎ সত্যং কিন্তু তদপি [illegible] নতু সাঙ্খ্যোক্তং মূল মিত্যাহ "শক্তি" ইতি সার্দ্ধেকেন। পুরুষরূপেণ [illegible] জগজ্জনয়িত্রীং শক্তিং প্রকৃত্যৈ শ্রীকৃষ্ণো দদাতি তয়ৈব সা প্র[illegible] প্রকৃতি ইতি সা গৌণকারণং নতু মূলং যথা অগ্নি ইতি। অয়ম্ভাবঃ শ্রীকৃষ্ণেন অধিষ্ঠাত্রা প্র[illegible]তঃ প্রজাঃ জনয়তি নতু স্বশক্ত্যা ইতি সর্ব্বসামঞ্জস্যং। তথাচোক্তং শ্রীগীতোপনিষদি "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং" ইতি॥৫২॥

প্রকৃতিই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, এই সাঙ্খ্যমত দেখাইয়া তাহা খণ্ডন করিতে প্রথমতঃ প্রকৃতির জগদুপাদানত্ব খণ্ডন করিতেছেন "জগত" ইতি। প্রকৃতি জগতের কা[illegible] নহে (উপাদান কারণ* নহে); যেহেতু প্রকৃতি জড়রূপা (অচেতনা)। অর্থাৎ জীবের তত্তৎ অদৃষ্ট দৃষ্টি করিয়া তত্তদনুরূপ ভোগের নিমিত্ত এই লোক সকল সৃষ্টি করেন। ইত্যাদি শ্রুতিতে জগৎকারণের দৃষ্টিপূর্ব্বক সৃষ্টি শুনিতে পাওয়া যায়, তবে কিনা [illegible] জগৎকারণ তিনি জীবাদৃষ্ট দৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি করেন। তাহা হইলে দৃষ্টি ক[illegible] এক চেতনেরই আছে জড়ের (অচেতনের) তাহা নাই, অতএব সাঙ্খ্য পরিকল্পিত অচেতন প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ নহে।

তদ্বহি ব্রহ্মসূত্রের ১ পাদে "ঈক্ষতের্নাশব্দং" এই পঞ্চম সূত্রের শাঙ্করভাষ্য; "ন সাঙ্খ্যপরি[illegible]ল্পিতমচেতনং প্রধানং জগতঃ কারণং শক্যং বেদান্তেষা-শ্রয়িতুং। অশব্দং হি তৎ। কথমশব্দং। ঈক্ষতেঃ ঈক্ষিতৃত্বশ্রবণাৎ কারণস্য" ইতি।

অস্যার্থ, সাঙ্খ্যপরিকল্পিত অচেতন প্রধান (প্রকৃতি) বেদান্তবাক্যে জগৎ-কারণ হইতে পারে না, কেননা তাহার কোন প্রমাণ নাই, যেহেতু কারণের [illegible] বেদান্তে শুনিতে পাওয়া যায়।

---

* এখানে উপাদান কারণবিষয়ক বিচার প্রসঙ্গে কারণ বলিতে উপা-দান [illegible]।

তথাচ ব্রহ্মসূত্রের ২ অধ্যায়ে ২ পাদে "রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং" ১ সূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্য;

"অনুমীয়তে জগদ্ধেতুতয়েত্যনুমানং জড়প্রধানং তন্ন জগদুপাদানং ন তন্নিমিত্তং কুতঃ রচনেতি বিচিত্রজগদ্রচনায়াশ্চেতনানধিষ্ঠিতেন জড়েন তেনা সিদ্ধেরিত্যর্থঃ নহ্যচেতনানধিষ্ঠিতৈ রিষ্টকাদিভিঃ প্রাসাদাদিরচনা সিদ্ধা লোকে" ইতি।

অস্যার্থ, জগতের হেতুরূপে অনুমিত অচেতন প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ নহে, এবং নিমিত্তকারণও নহে। যেহেতু চেতনাধিষ্ঠানবিহীন অচেতন প্রকৃতি কর্ত্তৃক বিচিত্র জগদ্রচনার সিদ্ধি হয় না। যেমন চেতনাধিষ্ঠানবিহীন ইষ্টকাদি কর্ত্তৃক কখন প্রাসাদাদি (রাজবাটী প্রভৃতি) রচনা সিদ্ধি হয় না ইতি। ইহার বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকেত তত্র তত্র মূল গ্রন্থ দৃষ্টি করিবেন ॥৫১॥

যদি বল সত্ত্বাদিত্রিগুণস্বরূপা এক প্রকৃতি সত্ত্বাদি গুণময় সাবয়ব প্রজা সৃষ্টি করে,এই শ্রুতি প্রমাণে। এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ৩ স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে শ্রীকপিলবাক্য যথা "গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ"।

অস্যার্থ প্রকৃতি নিজ সত্ত্বাদি গুণদ্বারা সাবয়ব বিচিত্র প্রজা সৃষ্টি করে। এবং তত্রৈব ১১ স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে শ্রীউদ্ধব প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য যথা "প্রকৃতির্যস্যোপাদানং" অস্যার্থ প্রকৃতি এই জগতের উপাদানকারণ। ইত্যাদি প্রমাণে প্রকৃতিরইত জগৎকারণত্ব উপলব্ধি হইতেছে? ইহার উত্তর এই, তাহা সত্য কিন্তু তাহা গৌণ কারণ হয়, সাঙ্খ্যোক্ত মূল কারণ নহে, এই আশয়ে বলিতেছেন "শক্তি" ইতি

"দূরে হইতে পুরুষ করে—" ইত্যাদি পর পয়ার সমস্ত পয়ারের অর্থ হইল এই, শ্রীকৃষ্ণ কারণার্ণবশায়ী পুরুষরূপে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিরূপ কৃপা করেন, অর্থাৎ প্রকৃতির অন্তর্যামী পুরুষরূপে সেই কারণশায়ীপুরুষ প্রকৃতির প্রতি কেবল ঈক্ষণ করিয়া তাহাতে যে সৃষ্টিশক্তি প্রদান করেন, সেই শক্তিদ্বারা প্রকৃতি প্রজা সৃষ্টি করে। যেমন উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড অগ্নির দাহিকাশক্তিদ্বারাই দাহ করে। অতএব প্রকৃতি গৌণকারণ কিন্তু মূলকারণ নহে। শ্রীকৃষ্ণশক্তি গুণের যোগে সৃষ্টি করাতে গৌণকারণ হইয়াছে।

অতএব কৃষ্ণ মূল জগত কারণ।
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজা গলস্তন ॥৫৩॥

অতএব ইতি শ্রীকৃষ্ণশক্ত্যৈব প্রকৃতেঃকারণত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণ এব জগতঃ মূলকারণং। প্রকৃতি ইতি অজাগলমাংসপিণ্ডস্থ দুগ্ধাভাবেপি যথা তত্র স্তনশব্দোপচারঃ তথা প্রকৃতেঃ কর্তৃত্বাভাবেপি তত্র কারণশব্দোপচার ইত্যর্থঃ ॥৫৩॥

ফলিতার্থ এই, প্রকৃতির জগৎকারণত্ব আছে কিন্তু তাহা পুরুষাধীন, ইহাতে উভয়েরই সামঞ্জস্য হইল। পুরুষরূপে প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণশক্তিতে প্রকৃতি যে প্রজা সৃষ্টি করে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ এই,

টীকাদৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণবাক্য, তাহার অর্থ যথা, আমার (শ্রীকৃষ্ণের) অধিষ্ঠানে প্রকৃতি চরাচর জগৎ প্রসব করে।

তথা শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদবাক্য,

"মায়া মনঃ সৃজতি কর্ম্মময়ং বলীয়ঃ।
কালেন চোদিতগুণানুমতেন পুংসঃ" ইতি ॥

অস্যার্থ। কাল কর্তৃক সত্ত্বাদিগুণ ক্ষোভিত হইলে পুরুষের (কারণার্ণবশায়ীর) ঈক্ষণরূপ অনুগ্রহে প্রকৃতি কর্ম্মময় বলবান মনকে সৃষ্টি করে।

তথা তত্রৈব ১১ স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণবাক্য ;

"তমো রজঃ সত্ত্বমিতি প্রকৃতেরভবন্ গুণাঃ।
ময়া প্রক্ষোভ্যমানায়াঃ পুরুষানুমতেন চ" ইতি ॥

অস্যার্থ। প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণকর্ত্তা আমার (শ্রীকৃষ্ণের) যে পুরুষরূপ, তদ্দ্বারা পরিচালিত প্রকৃতি হইতে তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব গুণের উদ্ভব হয় ॥৫২॥

"অতএব" ইতি, শ্রীকৃষ্ণ শক্তিতেই প্রকৃতি জগৎকারণ হওয়াতে সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই জগতের মূল কারণ, অর্থাৎ প্রকৃতিরও কারণ বা পরম কারণ। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতের ৮ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে শ্রীগজেন্দ্রবাক্য "মূলপ্রকৃতয়ে নমঃ"

অত্র শ্রীপাদস্বামীবাক্য যথা "মূলস্য প্রধানস্যাপি প্রকৃতয়ে উদ্ভবহেতবে" ইতি। অর্থ প্রকৃতিরও কারণ সেই পুরুষ। তথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৭ অধ্যায় ৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণবাক্য ;

"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা"

তত্র শ্রীপাদস্বামীবাক্য যথা "অতোঽহমেব কৃৎস্নস্য সপ্রকৃতিকস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ পরমকারণমহমিত্যর্থঃ"। অস্যার্থ প্রকৃতির সহিত বর্ত্তমান এই সমস্ত জগতের উৎপত্তি প্রলয়ে আমিই (শ্রীকৃষ্ণই) পরমকারণ।

তবে যে প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলে তাহা ছাগীগলস্তনবৎ উপচার মাত্র অর্থাৎ দুগ্ধজনন যে প্রাণ্যঙ্গবিশেষ তাহাকেই স্তন বলে। কিন্তু ছাগীগলস্থ মাংসপিণ্ডবিশেষে দুগ্ধজননত্ব না থাকিলেও স্তনসাদৃশ্যে লোকে তাহাতে যেমন স্তন শব্দ ব্যবহার করে ; তদ্রূপ প্রকৃতির কোন কর্তৃত্ব না থাকিলেও গৌণ কর্তৃত্ব সাদৃশ্যে লোকে তাহাতে কারণ শব্দ ব্যবহার করে অর্থাৎ প্রকৃতিকে কারণ বলে।

এখানে "মহৎস্রষ্টা পুরুষ তেঁহো জগতকারণ"। এই ৪৮ পয়ারোক্ত সঙ্কর্ষণাংশ কারণার্ণবশায়ী পুরুষের জগৎকারণত্ব প্রতিপাদক প্রসঙ্গে সেই সঙ্কর্ষণাদিরও পরমকারণ শ্রীকৃষ্ণকে জগৎকারণ বলেন কেন ? ইহার উত্তর এই, এখানে মূল কারণ বলিবার উদ্দেশ্য থাকায় সকল কারণের মূল কারণ শ্রীকৃষ্ণকে জগৎ কারণ বলিয়াছেন, এইজন্য এখানে "মূল জগতকারণ" ইহা প্রয়োগ করিয়াছেন, জানিবে।

অথবা শ্রীকৃষ্ণাবতারত্বপ্রযুক্ত কারণার্ণবশায়ীকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, যেমন বদরিকাশ্রমনাথ নারায়ণকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোক।

"নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়ামলকীর্ত্তয়ে"।

স্বামিপাদটীকা। "নমইতি শ্রীকৃষ্ণাবতারত্বা শ্রীনারায়ণং নমস্যতি এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি"। ইহার অর্থ স্পষ্টই আছে॥৫০॥

মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ।
সেহো নহে যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ ॥৫৪॥
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার ॥৫৫॥
কৃষ্ণ কর্ত্তা মায়া তাঁর করেন সহায়।
ঘটের কারণ যৈছে চক্র দণ্ডাদি উপায় ॥৫৬॥

মায়ায়াঃ দ্বিবিধাবস্থানমধ্যে যৎ জগদুপাদানত্বং তৎনিরাকৃত্য অপরং জগন্নিমিত্তত্বংনিরাকরোতি "মায়া" ইতি ত্রিভিঃ। মায়া অংশে জীবমায়াংশ ইত্যর্থঃ নারায়ণঃ প্রথমপুরুষঃ কর্ত্তাহেতু নিমিত্তকারণং। যথা ঘটের ইতি ॥৫৪॥৫৫॥

জগৎকর্ত্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তৎকার্য্যে মায়া সাহায্যং করোতি ইতি তস্যাঃ নিমিত্তমস্তি কিন্তু ন সা মূলনিমিত্তমিতি সর্ব্বসামঞ্জস্যং ॥৫৬॥

"সেইত মায়ার" এই ৫০ পয়ারোক্ত মায়ার দ্বিবিধাবস্থিতিমধ্যে জগদুপাদান কারণরূপ যে অবস্থিতি, তাহা খণ্ডন করিয়া জগৎ-নিমিত্ত কারণরূপ অবস্থিতি, অর্থাৎ জীবের প্রারব্ধ ভোগ নিমিত্তই জগৎ সৃষ্টি, অতএব জীবমায়াই জগতের নিমিত্তকারণ? এই মতটী খণ্ডন করিতেছেন "মায়া" ইতি তিন পয়ারে। মায়া অংশে, নিমিত্তাংশ জীবমায়াংশে (তারে-মায়াকে)। সেহো নহে, সেই মায়া জগতের নিমিত্তকারণ নহে। যাতে, যেহেতু। নারায়ণ, কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ। কর্ত্তা হেতু, নিমিত্ত কারণ। পুরুষই জগতের নিমিত্ত কারণ, যেমন ঘটের প্রতি কুম্ভকার নিমিত্তকারণ ॥৫৪॥৫৫॥

"কৃষ্ণ" ইতি। এখানকার অভিপ্রায় এই, ঘটের প্রতি চক্র প্রভৃতি নিমিত্তকারণ বটে, কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র নহে। অর্থাৎ ঘটনির্ম্মাণকর্ত্তাকুম্ভকারপ্রদত্ত-ক্রিয়াশক্তিদ্বারাই তৎকার্য্য-সাহায্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত চক্রাদি সেই কুম্ভকার কার্য্যেরই সাহায্যমাত্র করে, ইহাতে সেই চক্রাদি নিমিত্তকারণ হইলেও স্বাধীনভাবে (স্বয়ং) তাহা নির্ম্মাণ করিতে না পারায় নিমিত্তকারণ হইলেও

তাহা যেমন প্রধান নি[illegible]কারণ নহে, তাহার প্রধান নিমিত্তকারণ এক কুম্ভকার। তদ্রূপ জীবমায়াও জগতের প্রতি নিমিত্তকারণ বটে, কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র নহে। অর্থাৎ জগন্নির্ম্মাণকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণপ্রদত্ত ক্রিয়াশক্তিদ্বারাই তৎকার্য্য-সাহায্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত জীবমায়া সেই শ্রীকৃষ্ণ-কার্য্যেরই সাহায্যমাত্র করে; ইহাতে সেই মায়া নিমিত্তকারণ হইলেও স্বাধীনভাবে (স্বয়ং) তাহা নির্ম্মাণ করিতে না পারায় তাহা প্রধান নিমিত্তকারণ নহে; প্রধান নিমিত্তকারণ এক শ্রীকৃষ্ণ।

ফলিতার্থ এই, শ্রীকৃষ্ণই জগতের প্রতি মূল নিমিত্তকারণ, মায়া তদধীনে নিমিত্তকারণ। ইহাতে ঐ উভয় মতেরই সামঞ্জস্য হইল।

এক শ্রীকৃষ্ণই জগতের মূল নিমিত্তকারণ, তদ্বিষয়ে প্রমাণ যথা, শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে যদুরাজার প্রতি অবধূত-ব্রাহ্মণবাক্য;

"একো নারায়ণো দেবঃ পূর্ব্বসৃষ্টং স্বমায়য়া।—" ইতি। অত্র শ্রীপাদস্বামি টীকা যথা "কারক সামগ্র্যানিরপেক্ষাৎ কেবলাদীশ্বরাদ্বিশ্বসৃষ্টিসংহারাবূর্ণনাভি দৃষ্টান্তেন ময়া সম্ভাবিতাবিতি—"। ইহার ফলিতার্থ এই, অপর কারককর্ত্তার নিরপেক্ষভাবে এক শ্রীনারায়ণই জগতের সৃষ্টি সংহার করেন।

তত্রৈব ৬ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে শ্রীপ্রজাপতিবাক্য যথা।

"যস্মিন্ যতো যেন চ যস্য যস্মৈ।
যদ্যো যথা কুরুতে কার্য্যতে চ॥ ইতি

অস্যার্থ। যে আধারে, যাহা হইতে, যাহাদ্বারা, যাহানিমিত্ত। যিনি প্রধান অভিষ্ট, যিনি কর্ত্তা, যিনি করেন অর্থাৎ স্বতন্ত্র, যিনি অন্যদ্বারা করেন, তিনি পরব্রহ্ম ভগবান্। অর্থাৎ কর্ত্তা কর্ম্ম ইত্যাদি সকল কারকই তিনি।

এ প্রমাণে ভগবান্কে সকল কারক বলাতে নিমিত্তকারণও তিনি, ইহা বলা হইল। তথা তত্রৈব ২ স্ক ৬ অ ৩৭ শ্লোক;

"স এষ আদ্যঃ পুরুষঃ কল্পে কল্পে সৃজত্যজঃ" ইতি

অস্যার্থ সেই এই অজ আদিপুরুষ প্রতি কল্পে সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম করেন। শ্রীকৃষ্ণ শক্তিতে মায়ার কার্য্যকারিতা বিষয়ে প্রমাণ এই, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে শ্রীমৈত্রেয়বাক্য।

দূরে হইতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বী তাতে করেন আধান ॥৫৭॥
এক অঙ্গাভাসে করেন মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥৫৮॥

"মহৎস্রষ্টাপুরুষ" ইত্যেতৎপদ্যে পুরুষস্য যৎ জগৎকারণত্ব মুক্তং তত্র সাঙ্খ্য মতং নিরাকৃত্য তদেব পদ্যং প্রপঞ্চয়তি বা নবম শ্লোকোক্ত মায়াভর্ত্তা ইত্যস্যার্থং প্রপঞ্চয়ন্ পুরুষস্যৈব কারণত্বং প্রতিপাদয়তি "দূরে" ইত্যাদিভিঃ। মায়াতে অবধান মায়ামীক্ষতে। তাতে কালক্ষোভিতগুণায়াং মায়ায়াং। তথাহি তৃতীয়ে "দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্। আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরন্ময়ং। ইতি ॥৫৭॥

এক অঙ্গাভাসে চিদাভাসজীবরূপেণ মায়ায়াং মিলতি জীবেন সহ মায়াং মেলয়তীত্যর্থঃ। ততো মায়ায়াঃ সকাশাৎ ব্রহ্মাণ্ডজন্ম। ননু তদপি তস্যাএব তৎকারণত্ব মায়াতৎ তথা সতি সাঙ্খ্যমতং কথং নিরাকৃতমুচ্যতে ন তাবৎ মায়ায়াঃ কারণত্বং নিরাকৃতমপিতু মূলকারনত্বমেব। অত্রতু পুরুষাধীনং তৎকারণত্বং জ্ঞেয়মিতি সর্ব্বমনবদ্যং ॥৫৮॥

"কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যা মধোক্ষজঃ"। ইতি

অস্যার্থ। কালশক্তি কর্তৃক ক্ষুভিতগুণা অর্থাৎ কার্য্যক্ষমতাপ্রাপ্ত মায়াতে অধোক্ষজ ভগবান্ বীর্য্যাধান করেন। এখানে কালশক্তি বলিতে কালরূপী শ্রীকৃষ্ণশক্তিই জানিবে।

এখানে পুরুষ-কারণত্ব বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-কারণত্ব বলিবার অভিপ্রায় পূর্ব্বোক্ত উপাদানকারণবৎ জানিবেন।

এখানে সাঙ্খ্যমত খণ্ডন হইল। আর মধ্যের ২৫ পরিচ্ছেদে "ন্যায় কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়" ইত্যাদি বাক্যে ন্যায়াদি মত খণ্ডন হইবে ॥৫৬॥

"মহৎস্রষ্টা পুরুষ—" এই ৪৮ পয়ারে সঙ্কর্ষণাংশ প্রথম পুরুষের যে জগৎ কারণত্ব বলিয়াছেন, তাহাতে সাঙ্খ্যমত অর্থাৎ প্রকৃতিই জগতের কারণ, এই মত খণ্ডন করিয়া ঐ "মহৎস্রষ্টা পুরুষ—" এই পয়ারকে বিস্তাররূপে বলিতেছেন, অথবা প্রথমের নবম শ্লোকোক্ত "মায়াভর্ত্তা" ইহার অর্থ বিস্তার করত সেই পুরুষেরই জগৎকারণত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন "দূরে" ইত্যাদি দ্বারা। সেই প্রথম পুরুষের অবস্থান কারণার্ণবমধ্যে, আর মায়ার অবস্থান তাহার বাহিরে, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব দূরে হইতে (কারণার্ণব হইতে) তদ্বহিস্থ মায়াতে অবধান (মনোযোগ) করেন। অর্থাৎ প্রলয়ে স্বলীন জীবের প্রারব্ধ ভোগের নিমিত্ত সৃষ্টি করিতে হইবে, এইরূপ পর্য্যালোচনা করত প্রলয়ে সত্ত্বাদি তিন গুণের সাম্যাবস্থা থাকাতে সৃষ্ট্যাদিকার্য্যক্ষমতাবিহীন মায়াকে নিজ কালরূপে কার্য্যক্ষম করিয়া অর্থাৎ রজগুণের বৃদ্ধি করিয়া সেই মায়াতে জীবরূপ বীর্য্যের আধান (অর্পণ) করেন।

ফলিতার্থ এই কালক্ষুভিতগুণা মায়াতে সেই পুরুষ জীবরূপ বীর্য্যাধান করেন। তথাহি টীকাধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ৩ স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকের অর্থ যথা।

জীবাদৃষ্টবশতঃ অথবা কালবশতঃ প্রকৃতির রজগুণ ক্ষুভিত হইলে পরম পুরুষ (প্রথম পুরুষ) সর্ব্বাভিব্যক্ত্যস্থানস্বরূপ সেই নিজ প্রকৃতিতে জীবরূপ বীর্য্যাধান করেন। তাহাতে সেই প্রকৃতি প্রকাশ বহুল মহত্তত্ত্ব প্রসব করে॥৫৭॥

অঙ্গ শব্দে অংশ। অর্পিত জীবরূপ একাংশ মায়াতে মিলন করেন, অর্থাৎ প্রলয়ে স্বলীন নিজ একাংশ চিদাভাস জীব ও মায়া, এই উভয়ের মিলন করেন। ঐ মিলনে সেই মায়া হইতে ব্রহ্মাণ্ডগণের জন্ম হয়। অণ্ডাকার এই জগৎমধ্যে পক্ষিশাবকপ্রায় প্রথমত ব্রহ্মার জন্ম হওয়াতে এই জগৎকে ব্রহ্মাণ্ড বলে।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৪ অধ্যায়ে ৩ শ্লোক।

"মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥

অগণ্য অনন্ত যত অণ্ড সন্নিবেশ।
ততরূপে পুরুষ করেন সবাতে প্রবেশ ॥৫৭॥

সৃষ্টিপ্রকারমুক্ত্বা স্থিতিপ্রকার মাহ "অগণ্য" ইতি ততরূপে তত্তদণ্ডান্তর্য্যামি-রূপেণ স্থিতিং করোতীত্যর্থঃ ॥৫৭॥

অত্র শ্রীপাদ স্বামিকৃত টীকা যথা। "—ব্রহ্ম প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। তৎ মহদ্‌-ব্রহ্ম মম পরমেশ্বরস্য যোনি গর্ব্ভাধানস্থানং তস্মিন্নহং গর্ব্ভং জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসং দধামি নিঃক্ষিপামি প্রলয়ে ময়িলীনং সন্তমবিদ্যাকামকর্ম্মানুশয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ ততো গর্ব্ভাধানাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভব উৎপত্তি র্ভবতীতি"।

ইহার অর্থ স্পষ্টই আছে।

তথাচ শ্রীমদ্ভাগবতের ৩ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে "কালবৃত্ত্যাতু মায়ায়াং" এই ২৬ শ্লোকের শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা যথা।

"—মায়াশক্তিজীবশক্ত্যোর্মেলনৈব জগদুৎপত্তিসম্ভবাৎ"। ইতি।

ইহার অর্থ স্পষ্টই আছে।

এখানে এইরূপ প্রক্রিয়া জানিবে। যথাকালোদ্ভূতশুদ্ধরজস্বলা স্ত্রীতে পুরুষপ্রদত্ত শুদ্ধবীর্য্যে যেমন জীবদেহের উৎপত্তি হয়, প্রায় তদ্রূপ প্রকৃতিতে পুরুষপ্রদত্ত জীবরূপ বীর্য্যে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। তবে দর্শনমাত্রে পুরুষের প্রকৃতিসংযোগ, এবং সেই পুরুষ প্রকৃতির অন্তর্যামী, ইত্যাদি যে সকল বিশেষ আছে, তাহা যথাযথ বিচার করিয়া লইবে।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে এই। এখানে বলিলেন মায়া হইতে ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হয়, তাহা হইলে মায়ারও জগৎকারণত্ব সিদ্ধ হওয়াতে সাঙ্খ্যমত খণ্ডন হইল কিরূপে? ইহার উত্তর এই, মায়ার কারণত্বমাত্রেরই যে খণ্ডন করিয়াছেন তাহা নহে; তাহার মূলকারণত্বই খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু ঘটের প্রতি দণ্ডাদির মতন তাহার পুরুষসাপেক্ষ কারণত্ব আছে। এখানে পুরুষ জীবরূপ

পুরুষ নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ ॥৬০॥
পুনরপি শ্বাস যদি প্রবেশে অন্তরে।
শ্বাস সহ পৈশে ব্রহ্মাণ্ড শরীর ভিতরে ॥৬১॥
গবাক্ষের রন্ধ্রে যৈছে ত্রস রেণু চলে।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে ॥৬২॥

লয়প্রকারমাহ "পুরুষ" ইতি। পুরুষনাসাতে ইত্যাদি বাক্যেন নবম শ্লোকোক্ত... জাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গ ইত্যস্যাপ্যর্থ উক্ত ইতিজ্ঞেয়ং ॥৬০॥৬১॥৬২॥

বীজ অর্পণ ক...লে মায়া হইতে ব্রহ্মাণ্ডগণের জন্ম হওয়াতে তাহার পুরুষাধীন কারণত্বই বলিয়াছেন। ইহাতে কোন দোষের সম্ভাবনা নাই ॥৫৮॥

সঙ্কর্ষণাংশ সেই পুরুষ হইতে সৃষ্টিপ্রকার বলিয়া স্থিতিপ্রকার বলিতেছেন "অগণ্য" ইতি। অণ্ড-সন্নিবেশ, ব্রহ্মাণ্ডাত্মক স্থান। তত্তরূপে, যত ব্রহ্মাণ্ড ততরূপে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত অন্তর্যামীরূপে সেই পুরুষ প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড সকলের স্থিতি (পালন) করেন ॥৫৯॥

প্রলয়প্রকার বলিতেছেন "পুরুষ" ইতি। পৈশে, প্রবেশ করে। পুরুষে প্রকৃষ্ট লীন ইতি প্রলয়।

ব্রহ্মাণ্ড সকলের পুরুষ-শরীরে যে প্রে...ন হওয়া অর্থাৎ পুনঃ প্র...শ, সেইটীই প্রলয়। যেমন "গবাক্ষের" ইতি। গোচক্ষুরাকৃতি বায়ুপ্রবেশ নির্গম যে স্থান তাহা গবাক্ষ, উহাতে রৌদ্রাভায় সূক্ষ্ম ধূলি সদৃশ যাহা দৃষ্ট হয়, সেইটী ত্রসরেণু, ছয়টী পরমাণুতে একটী ত্রসরেণু হয়। গবাক্ষছিদ্রে যেমন অনন্ত ত্রসরেণু প্রবেশ করে, তদ্রূপ পুরুষ-লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড-জাল প্রবেশ করে। ইহাতে "মায়াভর্ত্তা" এই শ্লোকোক্ত অজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ ইহারও অর্থ হইল।

পুরুষের নিশ্বাস সময় পরিমাণ এই, সত্যাদি চারি যুগে একটী দিব্য যুগ

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৫৭ শ্লোকঃ।

যস্যৈকনিশ্বসিতকাল মথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৭॥

যস্যেতি। যস্য মহাবিষ্ণোরেকনিশ্বসিতং একনিশ্বাসেনোপলক্ষিতং যৎ তৎপরিমাণং কালং অবলম্ব্য সংব্যাপ্য লোমবিলজাঃ মহাবিষ্ণো র্লোমকূপস্থাঃ জগদণ্ডনাথাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ জীবন্তি তত্তদধিকারিতয়া জগতি প্রকটং তিষ্ঠন্তি স মহাবিষ্ণুঃ ইহ গোলোকপদ্মদলে যস্য গোবিন্দস্য কলাবিশেষঃ তমাদিপুরুষং গোবিন্দমহং ভজামি। ইতি শ্লোকমালা ॥৭॥

অথ লোমবিলজাঃ (মহাবিষ্ণুলোমবিলজাঃ) জগদণ্ডনাথাঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ) যস্য (মহাবিষ্ণোঃ) একনিশ্বসিতকালং অবলম্ব্য জীবন্তি। স মহান্ বিষ্ণু ইহ যস্য (গোবিন্দস্য) কালাবিশেষঃ তং আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৭॥

অর্থ। একসপ্ততি দিব্যযুগে এক মন্বন্তর হয়। চতুর্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়। ঐরূপ দিনে হয় যে ব্রহ্মার এক বৎসর, এই পঞ্চাশৎ বৎসরে এক পরার্দ্ধ, এই দুই পরার্দ্ধকাল সেই পুরুষ-নিশ্বাস-সময়। কেননা দ্বিপরার্দ্ধ পরেই প্রলয় হয়। পুরুষ-নিশ্বাসের ঐ সময় বলাও উপচার মাত্র, কিন্তু এই ক্রমে তাঁহার আয়ুর গণনা নহে।

এখানে বলা হইল এই, সেই পুরুষ-নিশ্বাস-পতন সময়ে সৃষ্টি। নিশ্বাস-স্থিতি-সময়ে স্থিতি। নিশ্বাস-প্রবেশ-সময়ে প্রলয় হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকারে সেই প্রথম পুরুষই জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণপ্রতি দেবগণবাক্য;

"অস্যাপি হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানাং"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

কাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ
সংবেষ্টিতাণ্ডঘট সপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বং ॥৮॥

ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহস্ত্বমপীশ্বর এবেতি চেত্তত্রাহ কাহমিতি। তমঃ প্রকৃতির্মহান্ অহঙ্কারঃ খং আকাশং চরো বায়ুঃ অগ্নিঃ তেজঃ বার্জলং ভূশ্চ প্রকৃত্যাদি পরি...

তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূসংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ অহং ক্ব, চ পুনঃ ঈদৃগ্বি...গণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যাবাতাধ্বরোমবিবরস্য তে (তব) মহিত্বং ক্ব ইত্যন্বয়ঃ ॥৮॥

অস্যার্থ, হে জগদীশ আপনি এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের হেতু।...

"দূরে হইতে পুরুষ করে—" ৫৭ ইত্যাদি বাক্যের বিস্তার লঘুভাগবতামৃতে "হৈমাণ্ডানি জাতানি" ৩৭ ইত্যাদি শ্লোকে দৃষ্টি করিবেন ॥৬০॥৬১॥৬২॥

যে মহাবিষ্ণুর লোমগর্ত্তনিবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাস সময় ব্যাপিয়া জগতে প্রকট থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু এই গোলোক পদ দলে যে শ্রীগোবিন্দের কলাবিশেষ, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি (ব্রহ্মা) ভজনা করি ॥৭॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ব্রহ্মাদি ব্রহ্মাণ্ডনাথ সকল মহাবিষ্ণুর লোমকূপে বাস করেন। কেবল উঁহার নিশ্বাস পতন পরিমাণ সময়ে জগতের সহিত প্রকট হয়েন। কলা শব্দের অর্থ এবং কলা বিশেষ বলিবার অভিপ্রায় পয়ারে ব্যক্ত হইবে।

"পুরুষনাসাতে যবে—" এই পয়ারের প্রমাণ "যস্যৈক—জগদণ্ডনাথাঃ ॥৭॥

অংশের অংশ যেই তার কলা নাম।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম ॥৬৩॥
তাঁর এক স্বরূপ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ।
তাঁর অংশ পুরুষ হয় কলায়ে গণন ॥৬৪॥

বাদ্যৈ রেতৈঃ সংবেষ্টিতো যোহণ্ডঘটঃ সএব তস্মিন্ বা আত্মমানেন সপ্তবিতস্তি-র যস্য সোহহং ক্ক কচ তে মহিত্বং কথং ভূতস্য ঈদৃগ্বিধানি যান্তি বিগণিতানি অণ্ডানি তান্যেব পরমাণবঃ তেষাং চর্য্যা পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বানো গবাক্ষা ইব রোমবিবরাণি যস্য তব অতোহতিতুচ্ছত্বাৎ ত্বয়ানুকম্প্যোহহমিতি। ইতি স্বামী।

সঙ্কর্ষণবিশেষ মহৎস্রষ্টৃ প্রথম পুরুষত্বেন স্তৌতি ‌অহমিতি। ইতি তোষণী ॥৮॥

"যস্যৈক" ইত্যত্রোক্ত কলাশব্দস্যার্থমাহ "অংশের" ইতি। তত্রৈব যৎ বিষ্ণো-র্গোবিন্দকালাবিশেষত্ব মুক্তং তদেব দর্শয়তি "গোবিন্দের" ইতি সার্দ্ধেকেন। বলদেবস্য গোবিন্দপ্রতিমূর্ত্তিত্বেন তয়োরভেদাৎ সঙ্কর্ষণাংশঃ মহাবিষ্ণুঃ গোবি-ন্দস্য কলাবিশেষ ইত্যুক্তং এতদেব মহাবিষ্ণুতত্ত্ব মিতিজ্ঞেয়ং ॥৬৩॥৬৪॥

প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী, এই অষ্ট পদার্থ পরিবেষ্টিত অণ্ডঘটমধ্যে (ব্রহ্মাণ্ডরূপ একটী ঘটীর মধ্যে) নিজ সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত আমার দেহ, অর্থাৎ আমি (ব্রহ্মা) অতি ক্ষুদ্র। হে শ্রীকৃষ্ণ গবাক্ষ প্রভৃতি বাতায়নমধ্যে যেমন অনন্ত পরমাণু যাতায়াত করে বা প্রবেশ করে, তদ্রূপ আপনকার মহাবিষ্ণুরূপের একটী রোমগর্ত্তমধ্যে এইরূপ (আমি যে ব্রহ্মাণ্ডে বাস করি এইরূপ) অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাতায়াত করে বা প্রবেশ করে, অর্থাৎ আপনি অতি বৃহৎ ॥৮॥

ব্রহ্মা এই শ্লোকে সঙ্কর্ষণাংশ প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণুরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছেন।

যাহাকেত কলা কহি তেঁহো মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষ অবতারী তিঁহো সর্ব্ব জিষ্ণু ॥৬৫॥

নবম শ্লোকোক্ত "যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেবঃ" ইত্যস্যার্থমাহ "যাহাকেত" ইত্যাদি "সেইত পুরুষ যার" ইত্যন্তং। মহাপুরুষ প্রথমপুরুষঃ। অবতারী সর্ব্বাবতারাণামংশী। সর্ব্বজিষ্ণু সর্ব্বকর্ত্তা ॥৬৫॥

"পুনরপি শ্বাস যদি—" ইত্যাদির প্রমাণ "কেদৃগ্বিধা—বিবরস্থ" ॥৮॥

উক্ত "যস্যৈক নিশ্বসিতকালং" এই শ্লোকোক্ত "কলা" শব্দের অর্থ করিতেছেন "অংশের" ইতি। মূল অংশীর অংশ হইতে যে অংশ হয়, সেই অংশেরই মূল সম্বন্ধে কলা নাম হয়।

ঐ শ্লোকে মহাবিষ্ণুকে গোবিন্দের যে কলাবিশেষ বলিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছেন "গোবিন্দের" ইতি সার্দ্ধ এক পয়ারে। প্রতিমূর্ত্তি, তুল্যস্বরূপ। পুরুষ, প্রথম পুরুষ। মহাবিষ্ণু সঙ্কর্ষণের অংশ, অতএব তিনি গোবিন্দের কলাবিশেষ। এইটী প্রথম পরিচ্ছেদের নবম শ্লোকোক্ত "শ্রীপুমান্" অর্থাৎ মহাবিষ্ণুর তত্ত্ব বলা হইল জানিবেন।

কলা শব্দের অংশাংশার্থ হওয়াতে সঙ্কর্ষণাংশ মহাবিষ্ণু বলদেবেরই কলাবিশেষ হইলেও শ্রীবলদেব শ্রীগোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি হওয়াতে সেই শ্রীগোবিন্দও বলদেবের অভিন্নতাপ্রযুক্ত সেই মহাবিষ্ণু গোবিন্দেরই কলাবিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে ॥৬৩॥৬৪॥

"মায়াভর্ত্তা" এই নবম শ্লোকোক্ত "যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেবঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "যাহাকেত" ইত্যাদি "সেইত পুরুষ যার অংশ ধরে নাম" ইত্যন্ত। শ্রীগোবিন্দের কলারূপে উক্ত হইয়াছে যে মহাসঙ্কর্ষণাংশ, তাহার নাম মহাবিষ্ণু, তিনি মহাপুরুষ অর্থাৎ প্রথম পুরুষ (শ্রীপুমান্) তিনি অবতারী, অবতার সকলের অংশী (আদিদেব) সর্ব্বজিষ্ণু, সর্ব্বকর্ত্তা ॥৬৫॥

গর্ভোদ ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে পুরুষ নাম।
সেই দুই যার অংশ বিষ্ণু বিশ্বধাম ॥৬৬॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতের পূর্ব্বখণ্ডে পুরুষাবতারপ্রকরণে ৩৬ অঙ্কে সাত্বততন্ত্রে।

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতং ॥
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥৯॥

যাহাকেত ইত্যত্র মহাবিষ্ণোঃ যৎ প্রথমপুরুষত্ব মুক্তং তৎপ্রতিপাদয়তি "গর্ভোদ" ইতি। দ্বিতীয়তৃতীয়পুরুষৌ গর্ভোদক্ষীরোদশায়িনৌ মহাবিষ্ণোরংশৌ অতঃ সঃ প্রথম পুরুষ ইত্যর্থঃ ॥৬৬॥

বিষ্ণোস্তু ইতি। বিষ্ণোর্ব্যাপকস্থ ভগবতঃ পুরুষাখ্যানি ত্রীণি রূপাণি। একং রূপং মহতঃ স্রষ্টৃ কারণার্ণবশায়ি। দ্বিতীয়ং রূপং অণ্ডসংস্থিতং গর্ভোদশায়ি। তৃতীয়ং রূপং সর্ব্বভূতস্থং ক্ষীরোদশায়ি। তানি ত্রীণি রূপাণি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে সংসারাদ্বিমুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। ইতি শ্লোকমালা ॥৯॥

তু (পনঃ) বিষ্ণোঃ (মহাবিষ্ণোঃ) পুরুষাখ্যানি ত্রীণি রূপাণি অথঃ (জ্ঞানন্তঃ) তু মহতঃ (মহত্তত্বস্থ) স্রষ্টৃ একং (প্রথমং রূপং) তু অণ্ডসংস্থিতং দ্বিতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তৃতীয়ং তানি (ত্রীণি রূপাণি) জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে। ইত্যন্বয়ঃ ॥৯॥

"যাহাকেত" এই পূর্ব্ব পয়ারে মহাবিষ্ণুকে যে মহাপুরুষ (প্রথম পুরুষ) বলিয়াছেন, তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন "গর্ভোদ" ইতি। পুরুষ শব্দে অন্তর্যামী। বিশ্বধাম, বিশ্বের ধাম বা বিশ্বধাম, অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহার লোমকূপে অবস্থান করিতেছে। অথবা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বা প্রকৃতির অন্তর্য্যামীরূপে ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে যিনি বাস করেন। যার, সে মহাবিষ্ণু।

ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী, আর প্রত্যেক জীবান্তর্য্যামী

যদ্যপি কহিয়ে তারে কৃষ্ণ কলা করি।
মৎস্যকূর্ম্ম্যবতারের তেহোঁ অবতারী ॥৬৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে শৌণকাদীন্প্রতি সূতবাক্যং।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥১০॥

"যাহাকেত" ইত্যত্র মহাবিষ্ণোঃ যৎ অবতারিত্বমুক্তং তদেব বিবৃণোতি "যদ্যপি" ইতি। শ্রীকৃষ্ণকলাবিশেষত্বেন মহাবিষ্ণোরবতারিত্বাভাবেপি মৎস্যাদ্যবতারয়তিনিজাংশেন ইতিশেষঃ অতঃ সোবতারীত্যর্থঃ ॥৬৭॥

তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদশায়ী, এই দুই পুরুষ মহাবিষ্ণুর অংশ হওয়াতে তিনি প্রথম পুরুষ ইত্যর্থ। দ্বিতীয় পুরুষের অংশ তৃতীয় পুরুষ, কিন্তু এখানে সংক্ষেপ বশত তাহাকে প্রথম পুরুষাংশ বলিয়াছেন জানিবে ॥৬৬॥

মহাবিষ্ণুর পুরুষ নামে তিনটী রূপ আছে জানিবে। তন্মধ্যে প্রকৃত্যন্তর্য্যামী প্রথম রূপ, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী দ্বিতীয় রূপ, প্রত্যেক জীবান্তর্য্যামী তৃতীয় রূপ। এই তিনটী রূপ জানিয়া সংসার হইতে মুক্ত হয় ॥৯॥

"গর্ব্ভোদ" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৯॥

"গর্ব্ভোদ ক্ষীরোদশায়ী—" এই ৬৬ পয়ারে মহাবিষ্ণুকে যে অবতারী বলিয়াছেন, তাহা বিস্তার করিয়া বলিতেছেন "যদ্যপি" ইতি। তারে, সেই প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণুকে যদিও কৃষ্ণকলা (শ্রীকৃষ্ণাংশাংশ) করিয়া কহি। তথাপি তিনি মৎস্যাদ্যবতারের অবতারী (অংশী)। অর্থাৎ যিনি সর্ব্বাবতার কারণভূত তিনিই অবতারী পদবাচ্য। কিন্তু মহাবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের কলাবিশেষ (অংশাংশ) হওয়াতে অবতারী পদবাচ্য না হইলেও নিজাংশরূপে মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারকে অবতীর্ণ করান বলিয়া তিনি অবতারী।

অথবা মহাবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশ হওয়াতে স্বরূপত অংশী না হইলেও

সেইত পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা।
নানা অবতার করে জগতের ভর্ত্তা ॥৬৮॥
সৃষ্ট্যাদি নিমিত্ত যেই অংশে অবধান।
সেইত অংশের কহি অবতার নাম ॥৬৯॥

"যাহাকেত" ইত্যত্র মহাবিষ্ণোর্যৎসর্ব্বকর্তৃত্ব মুক্তং তদেব প্রতিপাদয়তি "সেইত" ইতি। সএব মহাবিষ্ণুঃ সৃষ্ট্যাদিকং তথা জগৎপালনার্থং লীলাবতার গুণাবতার যুগমন্বন্তরাদিনানাবতার ইত্যাদিকং সর্ব্বং করোতীতি সঃ সর্ব্বকর্ত্তা ইত্যর্থঃ ॥৬৮॥

অবতারস্য লক্ষণমাহ "সৃষ্ট্যাদি" ইতি। সৃষ্ট্যাদিনিমিত্ত স্বধামতঃ যোহংশঃ প্রপঞ্চে প্রাদুর্ভবতি তদংশস্য নাম অবতারঃ। স্বধামতঃ প্রপঞ্চেঽবতরতীত্যবতার ইত্যর্থঃ ॥৬৯॥

মৎস্যাদ্যবতার তাঁহার অংশ হওয়াতে তিনি ঐ অবতার সম্বন্ধে অংশী। অতএব মৎস্যাদ্যবতারের কারণভূত হওয়াতে তিনি অবতারী ॥৬৭॥

"এতেচাংশ" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি আদি ২ পরিচ্ছেদে ১০ শ্লোকে দৃষ্টি করিবেন। "মৎস্য—" (১) "এতে—পুংসঃ" (১) ॥১০॥

"যাহাকেত কলা কহি" এই ৬৫ পয়ারে মহাবিষ্ণুকে যে "সর্ব্বজিষ্ণু" (সর্ব্বকর্ত্তা) বলিয়াছেন, তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন "সেইত" ইতি। সেইত পুরুষ, শ্রীকৃষ্ণকলাবিশেষ প্রথম পুরুষ সেই মহাবিষ্ণু। "নানা" ইতি। লীলাবতার, গুণাবতার, যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার ইত্যাদি নানাবতার করিয়া জগৎপালন করেন। অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি এবং জগৎপালনার্থ নানাবতার, ইত্যাদি সর্ব্ব কার্য্য করেন বলিয়া তিনি সর্ব্বকর্ত্তা ॥৬৮॥

পূর্ব্ব পয়ারে বলিয়াছেন "নানাবতার" তাহাতে অবতারের লক্ষণ বলিতেছেন "সৃষ্ট্যাদি" ইতি। সৃষ্ট্যাদি নিমিত্ত ভগবান্ যে অংশে মনোযোগ করেন, সেই অংশের নাম অবতার। অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি করিবার নিমিত্ত স্বধাম হইতে

আদ্য অবতার মহাপুরুষ ভগবান্।
সর্ব্ব অবতার বীজ সর্ব্বা য় ধাম ॥৭০॥

ননু ব্রহ্ম পুশিবানাং সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তৃত্বং তথা দ্বিতীয়পুরুষাদীনাং নানাবতারকর্তৃত্বং তথা ব্রহ্মাদীনাং প্র বতারত্বং প্রসিদ্ধং নতু মহাবিষ্ণোঃ তস্য সর্ব্বকর্তৃত্বপ্রতিপাদনায় কথং তস্য তৎকর্তৃত্বাদিক মুক্তমিতিচেত্তত্রাহ "আদ্যইতি"। আদ্য অবতার প্রথমাবতার ইত্যনেন মহাবিষ্ণোরবতারবত্বং। সর্ব্বেষামবতারাণং বীজং কারণমিতিতস্য নানাবতারকর্তৃত্বং। সর্ব্বেষাং জগতাং আশ্রয়াঃ যে দ্বিতীয়পুরুষাদয়স্তেষাং ধাম আশ্রয়ঃ ব্রহ্মাদিকারণানামপি কারণমিত্যর্থঃ অনেন তস্য সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বং সিদ্ধং। দ্বিতীয়পুরুষাদীনাং সর্ব্বেষাং কারণত্বেন স র্বং করোতীতি সঃ মহাবিষ্ণুঃ সর্ব্বকর্তা ইতি বঃ ॥৭০॥

ভগবানের যে অংশ প্রপঞ্চে প্রাদুর্ভাব হয়েন, তাহার নাম অবতার। স্বধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন বলিয়া অবতার নাম হয় ইত্যর্থ ॥৬৯॥

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে এই, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই তিনেরই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তৃত্ব, এবং গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাদিরই গুণাবতার, যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার ইত্যাদি নানাবতার-কর্তৃত্ব, এবং ব্রহ্মাদিরই প্রপঞ্চাবতারত্ব প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু মহাবিষ্ণুর তাহা প্রসিদ্ধ না থাকায় সর্ব্ব কর্তৃত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত উক্ত কর্তৃত্বাদি তাঁহার কিরূপে বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "আ ইতি"। মহাপুরুষ, প্রথম পুরুষ অর্থাৎ মহাবিষ্ণু আদ্য অবতার, প্রথমাবতার। ইহাতে মহাবিষ্ণুর অবতারত্ব প্রতিপন্ন হইল। সর্ব্বাবতার বীজ, সর্ব্বাবতারের কারণ ইহাতে তাহার নানাবতার-কর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হইল। সর্ব্বাশ্রয় ধাম, সর্ব্ব জগতের আশ্রয় যে গর্ভোদকশায়ী প্রভৃতি তাহা দেরও ধাম (আশ্রয়)। অর্থাৎ ব্রহ্মাদির কারণ যে গর্ভোদকশায়ী প্রভৃতি তাঁহারও কারণ, ইহাতে তাহার সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হইল। যেহেতু তিনি ভগবান্ অর্থাৎ কর্তৃত্বাদি সকলই তাঁহাতে সম্ভব হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥১১॥

অবতারান্ বিস্তরেণাহ আদ্য ইতি যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। পরস্য ভূম্নঃ পুরুষঃ প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকঃ যস্য সহস্রশীর্ষেত্যাদ্যুক্তো লীলাবিগ্রহঃ স আদ্যোঽবতারঃ। বক্ষ্যতি হি "ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈ পুরং বিরাজং বিরচ... ...স্মিন্। স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধান মবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ"। যদুক্তং ...বিষ্ণোস্তু ...ণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ড সংস্থিতং। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যত" ইতি। যদ্যপি সর্ব্বেষা... বিশেষেণাবতারত্বমুচ্যতে তথাপি কালশ্চ স্বভাবশ্চ সদসদিতি কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতিশ্চ এতাঃ শক্তয়ঃ মনঃ আদীনি কার্য্যাণি ব্রহ্মাদয়ো গুণাবকারাঃ দক্ষাদয়ো ...ঃ ইতি বিবেক্তব্যং মনোমহত্তত্ত্বং দ্রব্যং মহাভূতানি ক্রমোঽত্রন বিবক্ষিতঃ বিকারোঽহঙ্কারঃ গুণঃ সত্ত্বাদিঃ বিরাট্ সমষ্টিশরীরং স্বরাট্ বৈরাজঃ স্থাস্নু স্থাবরং চরিষ্ণু জঙ্গমঞ্চ ব্যষ্টিশরীরং। ইতি ভাবার্থদীপিকা।

পরস্য পরব্যোমাধিনাথস্য ভগবত আদ্য প্রথমোঽবতারঃ পুরুষঃ প্রকৃতীক্ষণ... কারণার্ণবশায়ী জগৃহে পৌরুষং রূপং ভ... ...নিতি প্রথমোক্তেঃ—। ইতি ...॥১১॥

ভূম্নঃ পরস্য আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ। ইত্যন্বয়ঃ। অপরস্তু সরলঃ ॥১১॥

ভগবত্তাপ্রযুক্ত গর্ব্ভোদকশায়ী প্রভৃতি সকলকার কারণরূপে সর্ব্ব কার্য্য ...ন বলিয়া সেই মহাবিষ্ণু সর্ব্বকর্ত্তা ইতিভাব ॥৭০॥

তত্রৈব ১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে শৌনকাদিন্ প্রতি
সূতবাক্যং।

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকল মাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥১২॥

যদুক্তং "অথাখ্যাহি হরেধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ" ইতি তদুত্তরত্বেনাবতারা-নুক্রমিষ্যন্ প্রথমং পুরুষাদ্যবতারমাহ "জগৃহে" ইতি পঞ্চভিঃ। মহদাদিভির্ম-দহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রৈঃ সম্ভূতং সুনিষ্পন্নং একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চমহাভূতানীতি ষোড়শকলা অংশা যস্মিন তৎ। যদ্যপি ভগবদ্বিগ্রহো নৈবম্ভূতঃ তথাপি বিরাড়-জীবান্তর্য্যামিনোভগবতো বিরাড়্রূপেণ উপাসনার্থমেবমুক্ত মিতিদ্রষ্টব্যং। ইতি ভাবার্থদীপিকা —

—যঃ শ্রীভগবান্ পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্যত্বেন পূর্ব্বং নির্দ্দিষ্টঃ সএব পৌরুষং রূপং পুরুষত্বেনাম্নায়তে যদ্রূপং তদেবাদৌ সর্গারম্ভে জগৃহে। প্রাকৃতপ্রলয়ে স্বস্মিন্ লীনং সং প্রকটতয়া স্বীকৃতবান্। কিমর্থং তত্রাহ "লোকসিসৃক্ষয়া" তস্মিন্নেব লীনানাং লোকানাং সমষ্টিব্যষ্ট্যুপাধিজীবানাং সিসৃক্ষয়া প্রাদুর্ভাবনার্থমিত্যর্থঃ ইতি ক্রমসন্দর্ভঃ।

ভগবান্ (পরব্যোমাধিনাথঃ) আদৌ (সৃষ্ট্যারম্ভে) লোকসিসৃক্ষয়া মহদা-দিভিঃ সম্ভূতং ষোড়শকলং পৌরুষং রূপং জগৃহে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১২॥

সর্ব্বাতিশায়ী পরমপুরুষ ভগবান্ মহাসঙ্কর্ষণ-প্রথমাবতার প্রকৃতীক্ষণক ক্ষীরা-র্ণবশায়ী যে পুরুষ (মহাবিষ্ণু), এবং কাল, স্বভাব, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, আকাশাদি পঞ্চভূতগণ, অহঙ্কার, সত্ত্বাদি তিন গুণ, ইন্দ্রিয়গণ, ব্রহ্মাণ্ডরূপ সমষ্টিশরীর, সমষ্টিজীব হিরণ্যগর্ভ, স্থাবর ও জঙ্গম ইত্যাদি, এবং সকলই সেই পরম পুরুষের বিভূতি॥১১॥

"আদ্য অবতার পুরুষ" (১) "আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ (১) ॥১১॥

ভগবান্ মহাসঙ্কর্ষণ সৃষ্টিপ্রারম্ভে স্বলীনলোক সকলকে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া মহত্তত্ত্বাদিদ্বারা নিষ্পন্ন এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তেহোঁ তাহাতে সংসার।
অন্তরাত্মা রূপে তাঁর জগৎ আধার ॥৭১॥
প্রকৃতি সহিত তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শগন্ধ ॥৭২॥

—ননু জগৃহে ইতি চেদুচ্যতে তর্হি তদ্রূপং পূর্ব্বং নাসীদিত্যবগত্যা তদ্রূপ-সৃষ্টিরিতি প্রসক্তমিত্যতআহ "সম্যগ্‌ভূতং" পরমসত্যং পূর্ব্বপূর্ব্বমপি সদৈব স্বরূপেণ স্থিতমেব তৎ জগৃহে লোকস্থষ্ট্যর্থমুপাদত্ত গ্রহণস্য বিদ্যমানবস্তুবিষয়ত্বাৎ স্বতোঽবিদ্যমানত্বে যদিং জগ্রাহইতি প্রয়োগাদর্শনাচ্চ। রাজা সেনাঙ্গং দিগ্বিজিগীষয় স্বসঙ্গে জগ্রাহেতিবৎ অত্র যোঽয়ং ভগবান্ স পরব্যোমাধিনাথঃ তেন গৃহীতং যৎ ষোড়শকলং রূপং স মহাবিষ্ণুঃ প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তা সঙ্কর্ষণাংশঃ কারণার্ণবশায়ী প্রথমঃ পুরুষঃ। ইতি চং ॥১২॥

তত্র "যদ্যপি" ইতি। প্রকৃত্যাসহাধারাধেয়সম্বন্ধে সত্যপি ন তস্য প্রকৃতি-স্পর্শ ইত্যর্থঃ ॥৭১॥৭২॥

ষোড়শকলা (ষোড়শাংশ) বিশিষ্ট প্রথম পুরুষকে অর্থাৎ প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুকে প্রকট করেন ॥১২॥

মহাবিষ্ণুর মহত্তত্ত্বাদি-সম্ভূত স্বরূপ নহে, তবে বিরাড়্‌রূপে উপাসনা করিবার নিমিত্ত উহা বলিয়াছেন। ইতি শ্রীপাদস্বামিবাক্য।

"আদ্য অবতার পুরুষ" অথবা অবতার বর্ণনা করিবার প্রকরণে প্রথমেই প্রথম পুরুষাবতার বর্ণনা এই শ্লোকে করাতে "সর্ব্ব অবতার বীজ" ইহার প্রমাণ এই শ্লোক ॥১২॥

মহাবিষ্ণু-বিষয়ক আরও বলিতেছেন। অথবা "ভতরূপে পুরুষ করেন সভাতে প্রবেশ" এই ৫৯ পয়ারে অন্তর্য্যামিরূপে মহাবিষ্ণুর জগৎপ্রবেশ বলাতে জগৎকে তাহার আশ্রয় বলা হইল। আর "পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে" এই ৬২ পয়ারে মহাবিষ্ণুর লোমকূপে জগৎ সকলের বাস বলাতে,

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে
শৌনকাদিন্ প্রতি সূতবচনম্।

এতদীশন মীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথাবুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥১৩॥

এই মত গীতাতেহো পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বরতত্ত্ব অবিচিন্ত্য হয় ॥৭৩॥

"এই" ইতি। প্রকৃতিস্থস্যাপীশ্বরস্য তৎস্পর্শরাহিত্যং যথা শ্রীমদ্ভাগবতে উক্তং তথা শ্রীগীতায়ামপীত্যর্থঃ। ন তাবদেতদপূর্ব্বমুচ্যতে ইতি ভাবঃ। ... ভবতু নাম তন্নাপূর্ব্বং কিন্তু তর্কেণ তৎকথং গম্যতে ইতি চেত্তত্র ন তর্কগম্য মিত্যাহ "সর্ব্বদা" ইতি। অত্রয়মাশয়ঃ তর্কবিষয়ীভূতমেব বস্তু তর্কগম্যং ন তু তদবিষয়ং ঈশ্বরতত্ত্বস্য অতর্ক্যত্বান্ন তৎ তর্কগম্যং ॥৭৩॥

মহাবিষ্ণুকে জগতের আশ্রয় বলা হইল। তাহা হইলে জগতের সহিত আধারাধেয় ভাবে মহাবিষ্ণুর প্রকৃতিস্পর্শ হইতে পারে? এই আশঙ্কা নিবারণ করে বলিতেছেন "যদ্যপি" ইতি। তেহো (মহাবিষ্ণু) সর্ব্বাশ্রয়, এই হেতু তাঁহাতে (মহাবিষ্ণুতে) সংসার (জগৎ)। অর্থাৎ সর্ব্বাশ্রয়ত্বপ্রযুক্ত সর্ব্বান্তর্গত জগতের আশ্রয় মহাবিষ্ণু। আর অন্তর্য্যামিরূপে জগতে বাস করাতে জগৎ ও মহাবিষ্ণুর আশ্রয়। এই উভয় সম্বন্ধ প্রকৃতির সহিত থাকিলেও অর্থাৎ মহাবিষ্ণুর আশ্রয় প্রকৃতি, আর প্রকৃতির আশ্রয় মহাবিষ্ণু। এই আশ্রয়াশ্রিত উভয় সম্বন্ধ প্রকৃতির সহিত মহাবিষ্ণুর থাকিলেও, প্রকৃতিস্পর্শলেশ ... মহাবিষ্ণুতে নাই ॥৭১॥৭২॥

এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১১ শ্লোকে দৃষ্টি করিবে। "তথাপি—" ইহারই প্রমাণ এই শ্লোক ॥১৩॥

"এই মত" ইতি। আধারাধেয়রূপে প্রকৃতির সহিত ঈশ্বরের উভয় সম্বন্ধ থাকিলেও ঈশ্বরে প্রকৃতিস্পর্শ নাই, ইহা যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে অর্থাৎ "এত

আমিত জগতে বসি জগত আমাতে।
নামাতে জগত বৈসে না আমি [illegible]তে ॥৭৪॥
অবিচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানহ আমার।
এইত গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥৭৫॥
সেইত পুরুষ যার অংশ ধরে নাম।
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম ॥৭৬॥
এইত নবম শ্লোকের অর্থ বিবরণ।
দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিঞা মন ॥৭৭॥

গীতায়াং যদুচ্যতে তদর্থমাহ "আমিত" ইতি। [illegible]হি গীতায়াং "ময়াতত [illegible] সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। [illegible] মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং ॥৭৪॥৭৫॥

[illegible] শ্রীনিত্যানন্দরামং" ইত্যস্যার্থং কুর্ব্বন্ নবম শ্লোকার্থ মুপসংহরতি "[illegible]" ইতি। সেইত পুরুষ "যাহাকেত কলা কহি তেঁহো মহাবিষ্ণু"। [illegible] মহিমাবিশিষ্ট মহাবিষ্ণুঃ ইতি ॥৭৬॥৭৭॥

[illegible]" এই শ্লোকে বলিয়াছেন, তেমন শ্রীভগবদ্গীতাতেও তাহা বলিয়া-[illegible] অতএব আধারাধেয়ভাব [illegible]ত্ত্বেও স্পর্শরাহিত্যরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা যে [illegible] [illegible]) বলিয়া[illegible] তাহা নহে ইতিভাব।

এখানে আশঙ্কা এই যে, শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে উক্ত আশ্চর্য্য ঘটনা বলুন, কিন্তু [illegible] তাহার অনুমান হয় কিরূপে? ইহার উত্তর, তাহা তর্কানুমেয় নহে, [illegible] বলিতেছেন "সর্ব্বদা" ইতি। এখানকার অভিপ্রায় এই, যেমন জিহ্বাদ্বারা [illegible]ভূত রসেরই [illegible] ন হয়, কি[illegible] তদ্দ্বারা অতদ্বিষয় রূপাদির জ্ঞান হয় না, [illegible] দ্বারা তদ্বিষয়ীভূত বস্তুরই অনুমান হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা অতদ্বিষয়ের তাহা

হয় না। ঈশ্বরতত্ত্ব সর্ব্বদা অবিচিন্ত্য, অর্থাৎ তর্কের অবিষয়ীভূত, সুতরাং উক্ত আশ্চর্য্য ঘটনা তর্কানুমেয় নহে।

অথবা ঈশ্বরতত্ত্ব সর্ব্বদা অবিচিন্ত্য, সুতরাং তদ্বিষয়ে অনুমান-সাধন প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বিচিন্তার অভাববশত এখানে উক্ত আশ্চর্য্য ঘটনা তর্কানুমেয় নহে। তথাহি ব্রহ্মসূত্রের ২ অধ্যায়ে ১ পাদে "শ্রুতেস্তু—" এই ২৭ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যধৃত পুরাণবচন ;—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণং" ॥

অস্যার্থ। চিন্তার অবিষয়ীভূত যে সকল পদার্থ তাহা তর্কের সহিত যোজনা করিবে না। প্রাকৃত পদার্থ হইতে যাহা অতিরিক্ত সেইটী অচিন্ত্যের লক্ষণ।

তবে "যথাবুদ্ধি স্তদাশ্রয়া" এই যে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাও অনুমান সাধন নহে, যেহেতু উহাও প্রত্যক্ষাতিরিক্ত হওয়াতে অপ্রত্যক্ষ উদাহরণ ॥৭৩॥

উক্ত ঘটনা বিষয়ে গীতার নবমাধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকে অর্জ্জুনপ্রতি শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ বলিতেছেন "আমিত" ইতি। আমি, পরমেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ।

গীতার শ্লোক উপরি টীকায় দৃষ্টি করিবেন। উহার অর্থ মূলেই করিয়াছেন ॥৭৪॥৭৫॥

প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত "তং শ্রীনিত্যানন্দরামং" ইহার অর্থ করত নবম শ্লোকার্থের উপসংহার করিতেছেন, "সেইত" ইতি। সেইত পুরুষ, "যাহাকে ত কারণ কহি তেহো মহাবিষ্ণু" ৬৫ ইত্যাদ্যুক্ত মহিমাবিশিষ্ট পুরুষ যে বলরামের অংশ নাম ধারণ করেন।

এখানে শ্রীবলরাম ও সঙ্কর্ষণ, এ উভয়ে অভেদ করিয়া মহাবিষ্ণুকে বলদেবাংশ বলিয়াছেন, নচেৎ "তেহো যার অংশ—" এই ৪১ পয়ার প্রমাণে মহাবিষ্ণু সঙ্কর্ষণাংশ হওয়াতে বলদেবের অংশাংশ হয় না। অথবা একশেষ সমাস করিয়া একটী অংশ শব্দের বৃদ্ধি করিবে। অর্থাৎ যার অংশের অংশ

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি-কড়চায়াং।

যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ব্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালং।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥১৪॥

সেইত পুরুষানন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হৈয়া ॥৭৮॥
ভিতরে প্রবেশি দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার ॥৭৯॥

দশম শ্লোকোক্ত "শ্রীলগর্ব্ভোদশায়ী" ইত্যস্যার্থমাহ "সেইত" ইত্যাদ্যষ্টভিঃ। সেইত পুরুষ সএব মহাবিষ্ণুঃ ॥৭৮॥—॥৮৪॥

অংশ কিনা বলরামাংশ সঙ্কর্ষণ, তাহার অংশ মহাবিষ্ণু। বক্ষ্যমাণ গর্ব্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ীতে ঐরূপ একটী অংশ শব্দের বৃদ্ধি হইবে ॥৭৬॥

প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত নবম শ্লোক। তত্রৈবোক্ত দশম শ্লোক ইতি ॥৭৭॥

"যস্যাংশাংশঃ" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত দশম শ্লোকে দৃষ্টি করিবেন। "সপ্তম শ্লোকার্থ কহি চারি শ্লোকে" এই ১০ পয়ারোক্ত প্রতিজ্ঞা বাক্যমধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোক বলিয়া এইটী তৃতীয় শ্লোক বলিতেছেন। ইহাতে প্রথম পরিচ্ছেদের সপ্তম শ্লোকোক্ত গর্ব্ভোদশায়ীর তত্ত্ব বর্ণনা পূর্ব্বক শ্রীবলদেব নিত্যানন্দতত্ত্ব বলিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীবলদেব নিত্যানন্দতত্ত্ব বলিবার জন্যই গর্ব্ভোদশায়ীর তত্ত্ব বলিয়াছেন। এই গর্ব্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ এবং ব্রহ্মার অন্তর্য্যামী। গর্ব্ভ শব্দে ভিতর, ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে শয়ন করেন বলিয়া তাঁহার নাম গর্ব্ভোদশায়ী।

প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত দশম শ্লোকের অর্থ করিবার নিমিত্ত উহা এখানে

নিজাঙ্গ স্বেদ জল করিয়ে সৃজন।
সেই জলে কৈল অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ড ভরণ ॥৮০॥
ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ পঞ্চশত কোটি যোজন।
আয়াম বিস্তার দুই হয় এক সম ॥৮১॥

উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীপাদ গ্রন্থকার উক্ত শ্লোকের যে অর্থ করিবেন তাহার তাৎপর্য্য এই, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যগত জলে শয়ন করত যিনি ব্রহ্মাদিকে সৃষ্টি করেন সেই দ্বিতীয় পুরুষ যে বলরামের অংশাংশাংশ তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ ॥১৪॥

দশম শ্লোকোক্ত* "শ্রীলগর্ব্ভোদশায়ী" ইহার অর্থ করিতেছেন "সেইত" ইত্যাদি। সেইত পুরুষ, কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণু। বহুমূর্ত্তি, অনন্তমূর্ত্তি। প্রকৃতিতে জীবরূপ বীজাধান পূর্ব্বক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া অনন্ত... অর্থাৎ এক একটী ব্রহ্মাণ্ডে এক একটী অন্তর্য্যামিরূপ অংশে প্রবেশ করেন।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতের ২৯ অঙ্কধৃত ব্রহ্মসংহিতাবচন,

"প্রত্যণ্ডমেব মেকাংশাদেকাংশাদ্বিশতি স্বয়ং।
সহস্র মূর্দ্ধা বিশ্বাত্মা মহাবিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥

অস্যার্থ, সহস্র (অনন্ত) শীর্ষ জগদাত্মা ও সনাতন মহাবিষ্ণু এক এক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক অংশে স্বয়ং প্রবেশ করেন।

গর্ব্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণুর একটী মূর্ত্তি, এইটী তাঁহার অংশ ॥৭৮॥

ভিতরে, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে। প্রবেশি, প্রবেশ করিয়া। রহিতে, অবস্থান করিতে ॥৭৯॥

স্বেদ জল, ঘর্ম্মজল। অর্থাৎ নিজাঙ্গ হইতে জল সৃষ্টি করিলেন। ... মনুসংহিতার ১ অধ্যায়ে ৮ শ্লোক।

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপএব সসর্জাদৌ তাসু বীজ মবাসৃজৎ" ॥

---

* দশম শ্লোক বলিতে প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত জানিবে। এবং পঞ্চম...

জলে ভরি অর্দ্ধ তাহা কৈল নিজ বাস।
আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ ॥৮২॥
তথাঞি প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজ ধাম।
শেষ শয়ন জলে তাঁহা করিল বিশ্রাম ॥
অনন্ত শয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন ।৮৩।
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন ॥
সহস্র চরণ হস্ত সহস্র নয়ন ।৮৪।

অস্যার্থ। নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া জল উৎপন্ন হউক, এই ইচ্ছামাত্রেই হিরণ্যগর্ভনামা পুরুষ স্বীয় শরীর হইতে জল উৎপন্ন করেন। সেই জলে শক্তিরূপ বীজ অর্পণ করেন।

তথাচ শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কন্ধে ১০ অধ্যায়ে ১০ শ্লোক।

"পুরুষোহণ্ডং বিনির্ভিদ্য যদাসৌ স বিনির্গতঃ।
আত্মনোহয়নমন্বিচ্ছন্নপোহস্রাক্ষীচ্ছুচিঃ শুচীঃ" ॥

অস্যার্থ। প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তা মহাবিষ্ণু অণ্ড সৃষ্টি করত তাহাকে ভেদ করিয়া যখন বিনির্গত হইলেন, অর্থাৎ প্রলয় প্রলীন অণ্ডকে আপনা হইতে পৃথক করিয়া তাহার বাহিরে স্থিত হইলেন, তখন সেই অণ্ডে নিজ বিশ্রাম স্থান ইচ্ছা করিয়া নিজ পবিত্রতাপ্রযুক্ত পবিত্র জল সৃষ্টি করিলেন ॥৮০॥

আয়ান, দীর্ঘ। বিস্তার, প্রস্থ। এই দুয়ের এক পরিমাণ ॥৮১॥

অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ড জলে ভরিয়া, অর্থাৎ পঞ্চাশৎকোটী-যোজন ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে পঞ্চবিংশতিকোটি যোজন ব্রহ্মাণ্ড নিজ ঘর্ম্মজলে পূর্ণ করিয়া সেই জলোপরি নিজ বাসস্থান করেন। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কন্ধে ১০ অধ্যায়ে ১১ শ্লোক।

"তাস্ববাৎসীৎ স্বসৃষ্টাসু সহস্রং পরিবৎসরান্"।

অস্যার্থ। সেই পুরুষ স্বসৃষ্ট জলে বহু বৎসর বাস করেন। "আর অর্দ্ধে"

সর্ব্ব অবতার বীজ জগত কারণ ॥৮৫॥
তাঁর নাভি পদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্ম হৈল ব্রহ্মার জন্ম সদ্ম ॥৮৬॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন।
তেহোঁ ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন ॥৮৭॥

অথ তস্য কার্য্যমাহ "সর্ব্ব" ইতি। ব্রহ্মাদিগুণাবতারাণাং বীজং অত জগতঃ কারণং। এতত্তৎ কার্য্যমপ্যুক্তং ॥৮৫॥

"যন্নাভ্যজং" ইত্যস্যার্থমাহ "তাঁর" ইতি। লোকস্র... সূতিকাধাম ধাতুঃ ইত্যস্যার্থমাহ "সেই" ইতি ॥৮৬॥

"লোকসংস্থাতনালং" ইত্যস্যার্থমাহ "সেই" ইতি সর্ব্বাবতার বীজ ইত্যুক্তং বিবৃণোতি "তেহোঁ" ইতি দ্বয়েন। ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাবতারাণাং বীজমিত্যর্থঃ। তত্র সর্গে যোগ্যজীবাভাবঃ তদৈব সঃ স্বয়ং ব্রহ্মা ভবতি ইত্যর্থঃ। এতেন জগতকারণ ইত্যুক্তং বিবৃতং ॥৮৭॥

ইতি। শুন অপরার্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী প্রভৃতি অধঃ সপ্ত আর স্বর্গ প্রভৃতি ঊর্দ্ধ সপ্ত, এই চৌদ্দভুবন প্রকাশ করে ॥৮২॥

উক্ত নিজ বাসকে বিশদ করিয়া বলিতেছেন "তাহাঞি" ইতি। তাহাঞি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সেই ঘর্ম্ম জলোপরি নিজধাম বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ প্রকৃতির পার পর ব্যোমস্থ যে নিজ নিত্য ধামে বাস করেন, সৃষ্টিপ্রারম্ভে সেই ধাম উক্ত জলে প্রকট করেন। আর শেষ (অনন্তদেব) সেই দ্বিতীয় পুরুষের শয়নরূপে (শয্যারূপে) সেই জলে বিশ্রাম করেন।

অনন্তশয্যাতে তাঁহা, সেই শয্যারূপী অনন্তে শয়ন করেন। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোক।

"মৃণালগৌরায়ত শেষভোগ পর্য্যঙ্ক একং পুরুষং শয়ানং"।

অস্যার্থ। মৃণালসূত্রসদৃশ শুভ্র এবং বিস্তৃত শেষ-শরীররূপ পর্য্যঙ্কে শয়ান একটী পুরুষকে দেখিয়াছিলেন ॥৮৩॥

সেই দ্বিতীয় পুরুষের রূপ বর্ণনা করিতেছেন "সহস্র" ইতি। তাঁর, গর্ভোদশায়ী সেই দ্বিতীয় পুরুষের। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৪ শ্লোক।

"—সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতং।
সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষি নাসিকং" ॥

ইহার অর্থ স্পষ্টই আছে। এখানে সহস্র বলিতে অনন্ত ॥৮৪॥

কি জন্য তিনি গর্ভোদশায়ী অবতার হয়েন? ইহাতে তাহার কার্য্য বলিতেছেন "সর্ব্ব" ইতি। এখানে বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন "সর্ব্ব অবতার বীজ, ইহা হইতে মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতার হন"। ইহা নহে; যেহেতু এই পরিচ্ছেদে ৮০ পয়ারে প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণু হইতেই তাহাদের অবতার বলিয়াছেন, যথা

"মৎস্য কূর্ম্মাদ্যবতারের তেঁহো অবতারী"

ইহার প্রকৃতার্থ এই, "ত হো ব্রহ্মা হঞা—" ইত্যাদি পর পয়ার প্রমাণে জগৎকারণ, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই সর্ব্ব অবতারের বীজ (কারণ) সেই দ্বিতীয় পুরুষ। অথবা সর্ব্ব অবতার, ঐ সকল অবতারের বীজ (কারণ) হওয়াতে তিনি জগতেরও কারণ। তবে কিনা মহাবিষ্ণু প্রথম জগদণ্ড সৃষ্টি করেন, আর তদংশ গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাদিদ্বারা প্রাণি সৃষ্ট্যাদি করেন। এখানে ব্রহ্মাদিদ্বারা প্রাণি সৃষ্ট্যাদিরূপ কার্য্য তাহার বলা হইল। অর্থাৎ ঐ কার্য্য নিমিত্ত দ্বিতীয় পুরুষ অবতীর্ণ হয়েন।

উক্ত সর্ব্বাবতার বীজত্বে এবং জগৎকারণত্বে প্রমাণ যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৫ শ্লোক।

"এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ং।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ" ॥

অস্যার্থ। সৃষ্ট্যাদিকার্য্যাবসানে নানাবতারের প্রবেশস্থান ও অব্যয়-উদ্গমস্থান এই নারায়ণরূপ। যে নারায়ণরূপের অংশ ব্রহ্মা ও ইহার অংশ মরিচ্যাদি, ইহারা দেবাদি সৃষ্টি করেন ॥৮৫॥

দশম শ্লোকোক্ত "যন্নাভ্যজং" এবং "লোকস্রষ্টুঃ ধাতুঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন "তাঁর" ইতি। তাঁর, সেই দ্বিতীয় পুরুষের। সদ্ম, গৃহ। অর্থাৎ যে পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হয়। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২ শ্লোক।

"সহস্রশিরসঃ পুংসো নাভীহ্রদসরোরুহাৎ।
জাতস্যাসীৎ সুতোধাতুরত্রিঃ পিতৃসমোগুণৈঃ"॥

অস্যার্থ। সহস্রশীর্ষ নাভীহ্রদ-সমুদ্ভব পদ্ম হইতে জাত ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, তিনি গুণেতে পিতৃতুল্য।

তথা তত্রৈব ১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২ শ্লোক।

"যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভীহ্রদাম্বুজাদাসীদ্‌ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ"॥

অস্যার্থ। সমাধিরূপ নিদ্রাকে বিস্তার করত গর্ভোদক-বিশ্রান্ত পুরুষের নাভীহ্রদ-সমুদ্ভব পদ্ম হইতে দক্ষাদিপতি ব্রহ্মার জন্ম হয়॥৮৬॥

দশম শ্লোকোক্ত "লোকসংঘাতনালং" ইহার অর্থ করিতেছেন "সেই" ইতি। পূর্ব্ব পয়ারে যে সর্ব্ব অবতার বীজ বলিয়াছেন, তাহা বিস্তার করিতেছেন "তেহো" ইতি দুই পয়ারে। সেই পদ্ম হইতে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মার জন্ম হয়, আর কখন সেই পুরুষই ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন ইত্যর্থ। ইহাতে তাহাকে ব্রহ্মাবতার বীজ বলা হইল। এবং উক্ত জগৎকারণেরও বিবৃতি বলা হইল।

ব্রহ্মাবতার দ্বিবিধ, এক আবেশাবতার, অপর অংশাবতার। তন্মধ্যে যে কল্পে ব্রহ্মা হইবার উপযুক্ত জীব থাকে, তখন তাহার ঐ পদ্মে ব্রহ্মারূপে জন্ম হয়, দ্বিতীয় পুরুষ তাহাতে আবিষ্ট হইয়া সৃষ্টি করেন। আর যে কল্পে ঐরূপ জীব না থাকে তখন ঐ পুরুষই অংশরূপে ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন, সেবার আর ঐ পদ্মে তাহার জন্ম হয় না।

ব্রহ্মা হইবার উপযুক্ত জীব শ্রীমদ্ভাগবতে ৪ স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে প্রচেতাপ্রতি শ্রীরুদ্রবাক্যে বলিয়াছেন যথা;—

"স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্, বিরিঞ্চিতামেতি"।

বিষ্ণুরূপ হঞা করেন জগৎ পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু স্পর্শ নাহি গুণ সনে ॥৮৮॥
রুদ্র রূপ ধরি করেন জগত সংহার।৮৯।
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হয় ইচ্ছায় যাহার॥

গুণাবতারত্বেন কথিতস্যাপি বিষ্ণোর্ব্রহ্মাদিবৎ ন সগুণত্ব মিত্যাহ "গুণাতীত" ইতি। গুণাতীতত্বেন বিষ্ণো র্ন গুণস্পর্শঃ। অয়ম্ভাবঃ সত্ত্বগুণপ্রেরকত্বেনৈব তস্য সগুণত্বমুচ্যতে নতু ব্রহ্মাদিবৎ স্বরূপত স্তস্য সগুণত্বং গুণাতীতত্বাৎ॥৮৮॥৮৯॥

অস্যার্থ। যে কুলেই জন্ম হউক না কেন, শত জন্ম নিজকুল ধর্ম্মনিষ্ঠ জীব ব্রহ্মা হয়।

তথা লঘুভাগবতামৃতে ব্রহ্মাবতার প্রকরণের ৪৭ শ্লোক।

"ভবেৎ ক্বচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ"।

অংশরূপে ব্রহ্মা যথা তত্রৈব

"ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণু র্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে॥

ইহার অর্থ স্পষ্টই আছে। উক্ত দুই ব্রহ্মা-বিষয়ের বিস্তার ভাগবতামৃতের উক্ত স্থানে; এবং এতন্মধ্যের বিংশতি পরিচ্ছেদে দৃষ্টি করিবেন॥৮৭॥

সেই দ্বিতীয় পুরুষ বিষ্ণুরূপ প্রকট করিয়া জগৎপালন করেন। ইহাতে সেই পুরুষকে বিষ্ণু অবতার বীজ বলা হইল।

রজোগুণে ব্রহ্মা, তমোগুণে রুদ্র ও সত্ত্বগুণে বিষ্ণু, এই সত্ত্ব গুণাবতাররূপে বিষ্ণু কথিত হইলেও ব্রহ্মাদিবৎ তিনি সগুণ নহেন। ইহা বলিতেছেন "গুণাতীত" ইতি। বিষ্ণু গুণাতীত এই হেতু তাহার গুণস্পর্শ নাই। এখানকার অভিপ্রায় এই, বিষ্ণু সত্ত্বগুণের প্রেরক অর্থাৎ সত্ত্বগুণকে প্রেরণ করিয়া তিনি স্থিতি কার্য্য করেন বলিয়া তাহাকে গুণাবতার বলে। কিন্তু ব্রহ্মাদিবৎ স্বরূপতঃ তিনি সগুণ নহেন, যেহেতু তিনি গুণাতীত।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৮ অধ্যায়ে ৪ শ্লোক।

"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ"।

হিরণ্যগর্ভ অন্তর্য্যামী জগত কারণ* ।
যার অংশ করি করে বিরাট কল্পনা ॥৯০॥
ন নারায়ণ যার অংশের হয় অংশ ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংস ॥৯১॥
দশম শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ ।
একাদশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥৯২॥

"যস্যাংশাংশাংশঃ" তথা "তং শ্রীনিত্যানন্দরামং"। ই... ার্থং কুর্ব্বন্ দশম শ্লোকার্থমুপসংহরতি "সৃষ্টি" ইতি সার্দ্ধদ্বয়েন। যার অংশ ইতি ... চরণাদ্যংশৈঃ পাতালাদিলোকঃ কল্প্যতে। নারায়ণ গর্ভোদকশায়ী ইতি ৯০॥৯১॥৯২॥

অস্যার্থ। সাক্ষাৎ ঈশ্বর বিষ্ণু প্রকৃতির পর, এ প্রযুক্ত তিনি নির্গুণ ... ইহার সবিস্তার সিদ্ধান্ত ভগবৎসন্দর্ভে দৃষ্টি করিবেন ॥৮৮॥

"রুদ্র" ইতি। গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ রুদ্ররূপ প্রকট করিয়া জগৎ ... করেন। ইহাতে সেই পুরুষকে রুদ্রাবতার বীজ বলা হইল।

"তেহো ব্রহ্মা হঞা" ইত্যাদি বাক্যে বলা হইল এই, গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাদি গুণাবতাররূপ প্রকট করিয়া জগৎ সৃষ্ট্যাদি করাতে তিনি ঐ সকল অবতারের বীজ ও জগতকারণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোক।

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরি বিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোনৃর্ণাংস্যুঃ" ॥

---

* জগতজীবন, কোথাও পাঠ।
† যার অঙ্গে করি স্থির চরের কল্পন, কোথাও পাঠ।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি কড়চায়াং।

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত স্তং
শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥১৫॥

অস্যার্থ। এক পরমপুরুষ প্রকৃতির সত্ত্ব রজ ও তমগুণযুক্ত হইয়া এই জগতের স্থিত্যাদি বিষয়ে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র নাম ধারণ করেন। তন্মধ্যে সত্ত্বতনু বিষ্ণু হইতেই মনুষ্যদিগের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হয় ॥৮৯॥

দশম শ্লোকোক্ত "যস্যাংশাংশঃ" এবং "তং শ্রীনিত্যানন্দরামং" ইহার অর্থ করত উক্ত শ্লোকার্থ উপসংহার করিতেছেন "সৃষ্টি" ইতি। যাহার ইচ্ছায় সৃষ্ট্যাদি হয়, যিনি ব্রহ্মার অন্তর্য্যামিরূপে জগৎকারণ, যাহার অবয়ব বিরাট রূপের কল্পনা করে, অর্থাৎ পাতাল যাহার পাদ মূল, রসাতল যাহার পদের অগ্র এবং পশ্চাদ্ভাগ। অথবা যাহার পদাগ্র পশ্চাদ্ভাগ রসাতল। ইত্যাদি সমস্ত অবয়বে পাতালাদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা করে। সেই নারায়ণ, অর্থাৎ গর্ব্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ যে বলরামের অংশাংশাংশ তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ।

বিরাট কল্পনা প্রমাণ যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোক।

"যস্যেহাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ" ॥

অস্যার্থ। পণ্ডিতগণ যাহার অবয়বদ্বারা পাতালাদি লোক কল্পনা করেন।

আর নারায়ণ বলিতে গর্ব্ভোদশায়ী, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কন্ধে ১০ অধ্যায়ে ১১ শ্লোক।

"তাস্ববাৎসীৎ স্বসৃষ্টাসু সহস্রং পরিবৎসরান্।
তেন নারায়ণো নাম যদাপঃ পুরুষোদ্ভবাঃ" ॥

অস্যার্থ। স্বসৃষ্ট জলে বহু বৎসর বাস করাতে সেই পুরুষের নাম নারায়ণ, যেহেতু জল পুরুষ হইতে উৎপন্ন হয়। ইতি ॥৯০॥৯১॥

নারায়ণ-নাভিনাল মধ্যেতে ধরণী।
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণী ॥৯৩॥
তাঁহা ক্ষীরোদধি মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম।
পালয়িতা বিষ্ণু তাঁর সেই নিজ ধাম ॥৯৪॥

একাদশ শ্লোকোক্ত "দুগ্ধাব্ধিশায়ী" ইত্যস্যার্থমাহ "নারায়ণ" ইতি ॥৯৩॥৯৪॥

দশম শ্লোকের প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত দশম শ্লোকের। একাদশ শ্লোকের তত্রোক্ত একাদশ শ্লোকের ॥৯২॥

"যস্যাংশাংশাংশঃ" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত একাদশ শ্লোকে দৃষ্টি করিবেন। "সপ্তম শ্লোকার্থ কহি চারি শ্লোকে" এই ১০ পয়ারোক্ত প্রতিজ্ঞা বাক্যের মধ্যে প্রথমাদি শ্লোক বলিয়া এইটী চতুর্থ শ্লোক বলিতেছেন। ইহাতে প্রথম পরিচ্ছেদের সপ্তম শ্লোকোক্ত পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ এই দুয়ের তত্ত্ব বর্ণনা পূর্ব্বক শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ-তত্ত্ব বলিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীবলদেবে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব বলিবার জন্যই ঐ দুয়ের তত্ত্ব বলিয়াছেন। এই দুগ্ধাব্ধিশায়ী তৃতীয় পুরুষ, প্রত্যেক জীবান্তর্য্যামী।

প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত একাদশ শ্লোকের অর্থ করিবার নিমিত্ত তাহা এখানে উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীপাদ গ্রন্থকার উক্ত শ্লোকের যে অর্থ করিবেন, তাহার তাৎপর্য্য এই। নিখিল জীবান্তর্য্যামী জগৎপালক দুগ্ধাব্ধিশায়ী তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু যে বলরামের অংশাংশাংশাংশ। এবং ধরণীধর অনন্ত যাহার কলা, সেই বলরামই শ্রীনিত্যানন্দ ॥৯৫॥

একাদশ শ্লোকোক্ত অর্থাৎ উক্ত শ্লোকোক্ত "দুগ্ধাব্ধিশায়ী" ইহার অর্থ করিতেছেন "নারায়ণ" ইতি। নারায়ণ, গর্ভোদশায়ী। "সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন" এই ৮৭ পয়ার প্রমাণে গর্ভোদশায়ি নাভিপদ্ম মৃণাল নির্ম্মিত পাতালাদি চৌদ্দ ভুবন মধ্যগত পৃথিবীর মধ্যে লবণ, ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, দধিমণ্ড, ক্ষীর, স্বাদূদক, এই সপ্ত সমুদ্র আছে। তন্মধ্যে ক্ষীরোদ নামে যে সমুদ্র, তাহার

সকল জীবের তেহোঁ হয়ে অন্তর্য্যামী।
জগত পালক তেহোঁ জগতের স্বামী ॥৯৫॥

"পরাত্মাখিলানাং" ইত্যস্যার্থমাহ "সকল" ইতি। "পোষ্টা" ইত্যস্যার্থমাহ "জগত" ইতি। "বিষ্ণুঃ" ইত্যস্যার্থমাহ "জগতের" ইতি ॥৯৫॥

মধ্যে শ্বেত নামে যে দ্বীপ আছে, সেইটী পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর নিজধাম। বিষ্ণু বলিতে অপরও বুঝায় বলিয়া ইহাকে পালয়িতা বলিয়াছেন।

লঘু ভাগবতামৃতের শ্রীবিষ্ণু অবতার প্রকরণে ১৬ শ্লোক "রুদ্রোপরিষ্টাদপরঃ পঞ্চাশত্ প্রমাণতঃ" ইত্যাদি বাক্য প্রমাণে এখানকার পরিপাটী এই। রুদ্র-লোকোপরি পঞ্চাশল্লক্ষ যোজন প্রমাণ বিষ্ণুলোক। তাহার উপরি সুমেরুর পূর্ব্বদিকে লবণসমুদ্র মধ্যে যে কাঞ্চনভূমি, তাহাতে গ্রীষ্ম চারিমাস লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণু বাস করেন।

সুমেরুর পূর্ব্বদিগে ক্ষীরসমুদ্রমধ্যে আর একটী যে শুভ্রপুরী আছে, তাহাতে তিনি বর্ষা চারিমাস বাস করেন।

সুমেরুর দক্ষিণদিগ্‌ভাগে শ্বেত নামে যে দ্বীপ আছে, তাহাতে তিনি অপর সময়ে বাস করেন। ইহার বিস্তার মূলে দৃষ্টি করিবেন। "বিষ্ণুরূপ হঞা করেন—" এই ৮৮ পয়ারে বিষ্ণুতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু গর্ভোদশায়ীর একটী রূপ, এইটী তাহার তত্ত্ব, ক্ষীরসমুদ্রে শয়ন করাতে তাহাকে ক্ষীরাব্ধিশায়ী বা ক্ষীরোদশায়ী বলে ॥৯৩।৯৪॥

একাদশ শ্লোকোক্ত "পরাত্মাখিলানাং" ইহার অর্থ করিতেছেন "সকল" ইতি। প্রত্যেক জীবান্তর্য্যামী।

তত্রোক্ত "পোষ্টা" ও "বিষ্ণু" ইহার অর্থ করিতেছেন "জগত" ইতি। পূর্ব্বোক্ত পালয়িতা শব্দ পোষ্টা শব্দের অর্থ হইতে পারে, কিন্তু দুগ্ধাব্ধিশায়ীর অর্থ মধ্যে তাহার সঙ্গত না হওয়াতে জগতপালক শব্দই তাহার অর্থ জানিবেন। বিষ্ণু শব্দের অর্থ স্বামী।

যুগ মন্বন্তরে করি নানা অবতার।
ধর্ম্ম স্থাপন করে অধর্ম্ম সংহার ॥৯৬॥
দেবগণ নাহি পায় তাঁর দরশন।
ক্ষীরোদক তীরে যাঞা করেন স্তবন ॥৯৭॥
তবে অবতরী করেন জগত পালন।
অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন ॥৯৮॥

জগতপালক ইত্যুক্তং শ্লোকোক্ত পোষ্টা শব্দার্থং বিবৃণ্বন্ তস্য কার্য্যমাহ "যুগ" ইতি ত্রিভিঃ। যুগ মন্বন্তরে প্রতিযুগং প্রতিমন্বন্তরং। তবে অবতরী তদা যুগ মন্বন্তরাবতাররূপেণ অবতীর্য্য। তাঁরা তে যুগমন্বন্তরাবতারাঃ। তৈস্তৈ রবতারৈ র্জগৎপালনং তৎকার্য্য মিত্যর্থঃ ॥৯৬॥৯৭॥৯৮॥

এখানে এই একটী প্রক্রিয়া জানিবে। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে অধ্যায়ে "জগামসত্রিনয়নঃ" এই ১৫ শ্লোকের টিপ্পণী। "প্রথমতঃ পরম গোলোকাধিষ্ঠাতা স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেবাখ্যঃ প্রথমব্যূহঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তদীয় দ্বিতীয়ব্যূহস্য সঙ্কর্ষণস্যাংশাংশঃ কারণার্ণবশায়ী মহস্রষ্টৃ পুরুষঃ সোহপি সঙ্কর্ষণাখ্যঃ। তদীয় চতুর্ব্যূহস্যানিরুদ্ধস্যাংশাংশো গর্ভোদশায়ী অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরমাণু স্বকায়মানেষু কারণার্ণবশায়ি রোমবিবরতুল্যোদ্ধবকাশেষ্বেকৈক ব্রহ্মাণ্ডস্থিতঃ পুরুষঃ সোহপ্যনিরুদ্ধাখ্যঃ যস্যাংশঃ ক্ষীরোদধামা বিষ্ণু স্তথৈকৈক ব্যষ্টন্তর্যামী সর্ব্বভূতস্থঃ পুরুষঃ" ॥৯৫॥

একাদশ শ্লোকোক্ত "পোষ্টা" শব্দের অর্থরূপে পূর্ব্ব পয়ারে উক্ত হইয়াছে যে "জগতপালক," তাহা বিস্তার করত সেই বিষ্ণুর কার্য্য বলিতেছেন "যুগ" ইত্যাদি তিন পয়ারে, সত্যাদি চারি যুগে, এবং স্বায়ম্ভুবাদি চৌদ্দ মন্বন্তরে। অধার্ম্মিকগণকে বিনাশ করিয়া ধার্ম্মিকগণকে রক্ষা করত তত্তৎ যুগধর্ম্ম স্থাপন করেন।

অধার্ম্মিককে বিনাশ করাতে তাঁহার নৈর্ঘৃণ্য দোষ হইতে পারে না, যেহেতু শ্রীগীতার ৪ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন যথা,

সেই বিষ্ণু হয়ে যার অংশাংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংস ॥৯৯॥

[illegible]ংশাংশঃ" তথা "তং শ্রীনিত্যানন্দরামং" ইত্যন্বয়ার্থং কুর্ব্বন্ শ্লোকার্থ [illegible] হরতি "সেই" ইতি। ইতি ॥৯৯॥

"লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে।
তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োরিতি"।

অস্যার্থ। মাতা পুত্রকে সস্নেহ প্রতিপালনই করেন, কিন্তু দুষ্ট পুত্রের মঙ্গল নিমিত্ত তাহাকে তাড়না করিলেও মাতার যেমন সেই পুত্রে নির্দ্দয়ত্ব [illegible] হয় না, তদ্রূপ গুণদোষ নিয়ামক পরমেশ্বরেরও [illegible]র্ম্মিক বিনাশে নির্দ্দয়ত্ব [illegible] হয় না। তবে কিনা দুষ্ট অধার্ম্মিককে বিনাশ [illegible] বিবিধ দুষ্কৃত ফলরূপ [illegible] সহিত সংসার হইতে তাহাকে উদ্ধার করত সদ্গতি প্রদান করাতে পরমেশ্বরের অধার্ম্মিক বিনাশরূপ নিগ্রহকেই অনুগ্রহ [illegible]রিয়া জানিবে ॥৯৯॥

ধর্ম্ম স্থাপন প্রকার বলিতেছেন "দেব" ইতি। অর্থাৎ অসুরাদি প্রপীড়িত [illegible]তের মঙ্গল সাধন জন্য দেবগণ ক্ষীরোদকূলে (ক্ষীর সমুদ্রতীরে) যাইয়া [illegible] স্তব করত তাঁহাকে (বিষ্ণুকে) যখন সেই পীড়া জ্ঞাত করেন, তবে [illegible] তিনি অবতীর্ণ হইয়া জগৎপালন করেন।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে এই, সর্ব্বজ্ঞ শক্তিদ্বারা তিনি সেই পীড়া স্বয়ং [illegible] অবতীর্ণ না হয়েন কেন? ইহার উত্তর এই, পূজকের আবাহনে যেমন [illegible] দেবতার আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ দেবগণের আবাহনে বিষ্ণুর অবতার হয়। [illegible] ভৃত্য প্রার্থনানুসারে মহারাজ যেমন সময়োচিত কার্য্য করেন, তদ্রূপ দেবগণ প্রার্থনানুসারে বিষ্ণু অবতীর্ণ হয়েন।

দেবগণের ক্ষীর সমুদ্রতীর মাত্র গমনাধিকারে প্রমাণ যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১ অ[illegible]য়ে ১৫ শ্লোক।

"জগাম সত্রিনয়ন স্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ" ॥

সেই বিষ্ণু শেষরূপ ধরেন ধরণী।
কাঁহা আছে মহী শিরে হেন নাহি জানি* ॥১০০॥

একাদশ শ্লোকস্য প্রথমার্দ্ধস্যার্থং কৃত্বা পরার্দ্ধস্যার্থমাহ তত্র "ক্ষৌণীভর্ত্তা" ইত্যস্যার্থমাহ "সেই" ইতি। সেই বিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষঃ বিষ্ণুঃ শেষরূপস্য কার্য্যং ধরণীধারণ মিতিজ্ঞেয়ং ॥১০০॥

অস্যার্থ। মহাদেব সহিত ব্রহ্মা ক্ষীরোদ সমুদ্র তীরে গমন করিয়াছিলেন তাঁরা, সেই সকল যুগ মন্বন্তরাবতার বিষ্ণুর অনন্ত বৈভব, তাহাদের গণনা নাই।

এখানে বলা হইল এই। দেবগণ-প্রার্থনানুসারে যুগমন্বন্তরে নানাবতার করত ধর্ম্ম স্থাপন পূর্ব্বক যে জগৎপালন, এইটী সেই বিষ্ণুর কার্য্য ॥৯৭॥৯৮॥

একাদশ শ্লোকোক্ত "যস্যাংশাংশাংশ" এবং "তং শ্রীনিত্যানন্দরামং" ইত্যর্থ করত উক্ত শ্লোকার্থ উপসংহার করিতেছেন "সেই" ইতি। যার, বলরামের। ইতি ॥৯৯॥

প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত "যস্যাংশাংশঃ" এই একাদশ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের অর্থ করিয়া ক্ষৌণীভর্ত্তা" এই অপরার্দ্ধ শ্লোকের অর্থ করিতেছেন তাহাতে "ক্ষৌণীভর্ত্তা" ইহার অর্থ করিতেছেন "সেই" ইতি। সেই বিষ্ণু, ক্ষীরোদসমুদ্রশায়ী তৃতীয় পুরুষ পালয়িতা বিষ্ণু। শেষরূপে, অনন্তরূপে। কাঁহা কোন স্থানে। হেন, ইহা।

সেই বিষ্ণু যে অংশরূপে ধরণী (পৃথিবীকে) ধারণ করেন, সেই রূপের নাম শেষ বা অনন্ত। অনন্তদেব ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর অংশ, এটী তাঁহার তত্ত্ব। অনন্তদেব আবেশ অবতার। এই ধরণী ধারণ তাহার কার্য্য, এই কার্য্য নিমিত্ত তিনি শেষরূপ হয়েন, জানিবেন। ক্ষৌণী (পৃথিবীকে) ভরণ করেন বলিয়া তাঁহাকে ক্ষৌণীভর্ত্তা বলে।

---

* "জানী" ইতি কোথাও পাঠ।

সহস্র বিস্তীর্ণ [illegible] ফণার মণ্ডল।
সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝল মল ॥১০১॥
পঞ্চাশৎ কোটি যোজ   পৃথিবী বিস্তার।
যার এক ফণে রহে সর্ষপ আকার ॥১০২॥

অনন্তত্বং দর্শয়তি "সহস্র" ইতি দ্বয়েন ॥১০১॥১০২॥

অনন্তদেব মস্তকোপরি পৃথিবীকে ধারণ করেন, কিন্তু সেই পৃথিবী মস্তকের কোন স্থানে আছে, তাহা তিনি জানিতে পারেন না। অর্থাৎ তাহাতে তাঁহার ভার বোধ হয় না।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কন্ধে ১৭ অধ্যায়ে ২২ শ্লোক।

"নবেদ সিদ্ধার্থমিব ক্বচিৎস্থিতং ভূমণ্ডলং মূর্দ্ধসহস্রধামসু"

অস্যার্থ। অনন্ত মস্তকরূপ গৃহমধ্যে সর্ষপ তুল্য ভূমণ্ডল কোন স্থানে [illegible], তাহা অনন্তদেব জানে না।

অনন্তদেব ভগবৎশয্যারূপে সর্পাকৃতি, কিন্তু স্বরূপত নরাকৃতি ধবলবর্ণ, মস্তকোপরি অনেক ফণা মণ্ডল মণ্ডিত, যেহেতু তাহার ধবলবর্ণ ভুজাদি বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায় জানিবেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কন্ধে ২[illegible] অধ্যায়ে ৭ গদ্য।

"হলককুদি কৃতসুভগসুন্দরভুজঃ"।

অস্যার্থ। যাহার সুভগ ও সুন্দর ভুজ লাঙ্গলপৃষ্ঠে ন্যস্ত আছে।

[illegible]রে ৫ গদ্যে "চার্ব্বঙ্গবলয় বিলসিত বিশদ বিপুল ধবল সুভগ রুচির [illegible] স্তম্ভেষু" উহার ফলিতার্থ এই। নাগকুমারীগণ যাহার মনোহর ধবল [illegible] ভুজরূপ রজত স্তম্ভে চন্দনাদি লেপন করেন ॥১০০॥

পৃথ্বী ধারণে ভারাভাব বর্ণনা পূর্ব্বক তাঁহার অনন্তত্ব দেখাইতেছেন "সহস্র" ইতি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ২ গদ্য।

"যস্যেদং ক্ষিতিমণ্ডলং ভগবতোহনন্তমূর্ত্তেঃ সহস্রশিরসঃ।
কস্মিন্নের শীর্ষণি ধ্রিয়মাণং সিদ্ধার্থ ইব লক্ষ্যতে"।

সেইত অনন্ত শেষ ভক্ত অবতার।
ঈশ্বর সেবন বিনু নাহি জানে আর ॥১০৩॥
সহস্র বদনে করে কৃষ্ণ গুণ গান।
নিরবধি গায় গুণ অন্ত নাহি পান ॥১০৪॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যার মুখে।
ভগব .নের গুণ কহে ভাসে প্রেম সুখে ॥১০৫॥

ভক্তাবতারত্বমাহ "সেইত" ইতি। শেষ ভক্তাবতার শেষস্ত ভগবদংশস্য ভক্তরূপেণ অবতারঃ ॥১০৩॥

ভক্ত অবতার ইত্যুক্তং বিবৃণোতি "সহস্র" ইতি দ্বয়েন ॥১০৪॥১০৫॥

অস্যার্থ। অনন্তমূর্ত্তি যে ভগবানের সহস্র মস্তক মধ্যে একটী মস্তকে ধ্রিয়মাণ এই পৃথিবীমণ্ডল এক সর্ষপ তুল্য লক্ষিত হয়।

পৃথিবী সর্ষপ তুল্য লক্ষ্য হওয়াতে তত্কারণে তাঁহার ভার বোধ হয় না, তাঁর সহস্র ফণার মধ্যে এক ফণায় এতাদৃশী পৃথিবী সর্ষপাকারে অবস্থান করায়ে, সুতরাং তিনি অনন্ত ইতিভাব ॥১০১॥১০২॥

তাঁহার ভক্তাবতারত্ব বলিতেছেন "সেইত" ইতি। শেষ ভক্ত অবতার, শেষ শব্দে অংশ, যথা ... মে ২ অধ্যায়ে "শেষাং ... এই ৫ শ্লোকের টীকায় "শিষ্যত ইতিশেষোহংশঃ"। তাহা হইলে ভগবদংশের ভক্তরূপে অবতার শেষ অনন্তদেব, অথবা "কৃষ্ণের শেষতা পাঞা"। ঈশ্বরের, শ্রীকৃষ্ণের শেষ ... ধরে ॥১০৩॥

ভক্তাবতার এই উক্ত বাক্য বিস্তার করিতেছেন "সহস্র" ইতি দুই পয়ারে। অনন্ত বদনে তিনি কৃষ্ণগুণ গান করেন, কিন্তু অনন্ত বদনে অনন্তকাল ... গুণ গান করিয়াও সেই গুণের অন্ত পায়েন না।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোক।

ছত্র পাদুকা শয্যোপধান বসন।
আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন ॥১০৬॥
এত মূর্ত্তি ভেদ করি কৃষ্ণ সেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা শেষ নাম ধরে ॥১০৭॥

"ঈশ্বর সেবন বিনু" ইত্যুক্তং বিবৃণোতি "ছত্র" ইতি ॥১০৬॥১০৭॥

"গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারং"।

অস্যার্থ। সহস্র বদন আদিদেব অনন্ত অনাদিকাল শ্রীকৃষ্ণগুণ গান করিয়াও অদ্যাবধি সেই গুণের অন্ত পায়েন নাই। অর্থাৎ সেই গুণের অনন্ততা-প্রযুক্ত অন্ত পায়েন না।

নিরবধি ভগবদ্‌গুণ গান করাতে তিনি ভক্তাবতার, কেননা তাহা ভক্তেরই কার্য্য ইতিভাব ॥১০৪॥

সনকাদি, সনক, সনন্দন, সনাতন, ও সনৎকুমার। ইহারা যে অনন্তদেবের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৮ শ্লোক।

"প্রোক্তং কিলৈতদ্ভগবত্তমেন নিবৃত্তধর্ম্মাভিরতায় তেন। সনৎকুমারায়"।

অস্যার্থ। ভগবৎপ্রধান সেই অনন্তদেব মোক্ষধর্ম্মাভিরত সনৎকুমারকে এই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন ॥১০৫॥

"ঈশ্বর সেবন বিনু" এই ১০৩ বাক্যকে বিস্তার করিতেছেন "ছত্র" ইতি। উপাধান, বালিস। আরাম, উপবন (বাগান)। ছত্রাদি মূর্ত্তিভেদে তিনি শ্রীকৃষ্ণ সেবা করেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে "শেষোঽন্বগাৎ" এই ৩৯ শ্লোকের তোষণীধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন।

"শয্যাসন পরীধান পাদুকা ছত্র চামরৈঃ।
কিংনাভূস্তস্য কৃষ্ণস্য মূর্ত্তিভেদৈশ্চ মূর্ত্তিষু" ॥

সেইত অনন্ত যার কহি এক কলা।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ কে জানে তার খেলা ॥১০৮॥
এ সব প্রমাণে নিত্যানন্দ তত্ত্ব সীমা।
তাহাকে অনন্ত কহি কি তার মহিমা ॥১০৯॥
অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি।
সেহোত সম্ভবে তাতে যাতে অবতারী ॥
অবতার অবতারী অভেদ যে জানে।১১০।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি মানে ॥১১১॥

শ্লোকার্থ মুপসংহরন্ "যৎকলা সোঽপ্যনন্ত স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং" ইত্য স্যার্থমাহ "সেইত" ইতি ॥১০৮

তত্র পরমতং খণ্ডয়তি "এসব" ইতি ॥১০৯॥—॥১১৫॥

অস্যার্থ। অনন্তদেব শয্যাদি মূর্ত্তিভেদে শ্রীকৃষ্ণের কিনা করেন, অর্থাৎ অনেক প্রকার সেবা করেন।

শেষতা, শেষত্ব অর্থাৎ উপকারিত্ব। কৃষ্ণের উপকারিত্ব অর্থাৎ শয্যাদি রূপ উপকার কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হওয়াতে অনন্তদেবের একটী নাম শেষ।

যথা "শেষ (স্ত্রী) উপকারিত্বং। পরার্থং। পরোদ্দেশ্যপ্রবৃত্তিকত্বং" ইতি শব্দকল্পদ্রুম ॥১০৬,১০৭॥

একাদশ শ্লোকার্থের উপসংহার পূর্ব্বক "যৎকলা—রামং" ইহার অর্থ করিতেছেন "সেইত" ইতি। যার, যে বলরামের। খেলা, লীলা। অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা বর্ণনা যে ইহাতেই শেষ হইল, তাহা নহে। ইহার অতিরিক্ত আরও অনন্ত মহিমা আছে, তাহা সমস্ত কেহ জানে না ॥১০৮॥

উক্ত শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব বর্ণনায় পরমত অর্থাৎ উক্ত শ্রীঅনন্তই শ্রীনিত্যানন্দ এই মত খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন "এসব" ইতি। সীমা, অবধি। অর্থাৎ

কেহো বলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নর নারায়ণ।
কেহো বলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হয়েত বামন ॥১১২॥
কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার ॥১১৩॥
কৃষ্ণ যদি অবতরে সর্ব্বাংশ আশ্রয়।
সর্ব্ব অংশ আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয় ॥১১৪॥
যেই যেই রূপ জানে সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে মিথ্যা কিছু নহে ॥১১৫॥

শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব বর্ণনার অবধি নাই। তবে "সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী—" ইত্যাদি প্রমাণে এই অবধি তাহার তত্ত্ব বর্ণনা হইল। ইহাতে তাহাকে (নিত্যানন্দকে) অনন্ত বলিতে তাহার আর মহিমা কি থাকিল, অর্থাৎ তাহাকে কলা বলিলে তাহার মহিমা হানি হয়।

এখানে কেহ কেহ বলেন, শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার শ্রীপাদ ঠাকুর বৃন্দাবন দাসকে লক্ষ করিয়া উক্তবাক্য অর্থাৎ নিত্যানন্দকে অনন্ত কলা বাক্য বলিয়াছেন। তাহা নহে, যেহেতু ;—

"বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য" আং। অং। পং।

এ প্রমাণে শ্রীপাদ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মুখে শ্রীচৈতন্য বক্তা হওয়াতে তাহারে অসঙ্গত বলিবার কোন সম্ভব নাই।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীঅনন্তই শ্রীনিত্যানন্দ, এরূপ তত্ত্ব বর্ণনা তিনি কোথাও করেন নাই। তবে বর্ণনা প্রসঙ্গে নিত্যানন্দকে যে অনন্ত বলিয়াছেন, ইহাতে অজ্ঞ কেহ যদি তাহাকে অনন্ত বলে, তাহার প্রতি উক্তবাক্য বলিয়াছেন জানিবেন ॥১০৯॥

অথবা পক্ষান্তরে উক্তবাক্য অঙ্গীকার করিতেছেন, অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দকে অনন্ত বলিলেও দোষ হয় না, অতএব উক্তবাক্য ত্যাজ্য নহে। যেহেতু শ্রীনিত্যানন্দ অবতারী, শ্রীঅনন্তাদি তাহারই অবতার, অবতার ও অবতারীতে

অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি।
সর্ব্বাবতার লীলা সবারে দেখাই ॥১১৬॥
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত প্রকাশ।
সেই ভাবে কহে মুঞি চৈতন্যের দাস ॥১১৭॥
কভু গুরু কভু সখা কভু ভৃত্য লীলা।
পূর্ব্বে যৈছে তিন ভাবে ব্রজে কৈল খেলা ॥১১৮॥

সর্ব্বাবতা...ং স্বান্তর্গতত্বেন তেষাং লীলাং দর্শয়তি ॥১১৬॥১১৭॥১১৮॥

অভেদ জানে। অতএব উক্তবাক্য সম্ভব। তবে ...না অভেদ ... শ্রীনিত্যানন্দকে শ্রীঅনন্ত বলায় উক্তবাক্য সম্ভব।

অথবা অবতার অংশ ও অবতারী অংশী, এই অংশাংশী রূপের ... জ্ঞানে ইহা সম্ভব ॥১১...॥

"সেহোত সম্ভবে" এই উক্ত বাক্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ... দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন "পূর্ব্বে" ইতি। পূর্ব্বে, শ্রীকৃষ্ণাবতার সময়ে। ... যেমন। কেহে, কোনজন। কাহো, কোনরূপ।

নারায়ণাদি সকলকার অংশী শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণাদি বলিলে ত... নহে, যে যাহা বলুক সকলকার বচন সত্য ॥১১১॥১১২॥১১৩॥

উক্ত সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছেন "কৃষ্ণ" ইতি। অবতরে, অবতীর্ণ হ... নারায়ণাদি অংশাবতার সকলের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলে তদাশ্রিত... অংশও শ্রীকৃষ্ণে মিলিত হয়, কেননা আশ্রয় ভিন্ন আশ্রিতের স্থিতি... পারে না। তাহা হইলে যে ব্যক্তি নারায়ণাদি রূপের যে রূপে জানে সে ... শ্রীকৃষ্ণকে বলে। যে শ্রীবামনদেবকে জানে সে শ্রীকৃষ্ণকে তাহাই বলে। তাহা সকলেরই সম্ভব, কোনটীই মিথ্যা নহে। কেননা ঐ সকল শ্রীনারা... শ্রীকৃষ্ণে আছেন ॥১১৪॥১১৫॥

বৃষ হঞা কৃষ্ণ সনে মাথামাথি রণ।
কভু কৃষ্ণ করেন তাঁর পাদ সম্বাহন ॥১১৯॥
আপনাকে ভৃত্য করি কৃষ্ণ প্রভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে ॥১২০॥

উক্ত গুরুাদিভাবত্রয়ং দর্শয়তি বৃষ ইতি বৃষ হঞা কম্বলাবরণাদিভিঃ বৃষ স্বরূপো ভূত্বেত্যর্থঃ ॥১১৯॥

উক্ত বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই "অতএব" ইতি। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়া সর্ব্বাবতার লীলা সকলকে দেখাইয়াছেন, ইহাতে তাহাতে সকল অবতারই মিলিত আছেন, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। তবে কিনা সর্ব্বাবতার তাহাতে মিলিত থাকাতেই তিনি তাহাদের লীলা দেখাইয়াছেন ই... প্রত্যক্ষ ইতিভাব ॥১১৬॥

"যেহোত সম্ভবে" এই ১১০ উক্ত বাক্য প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত দৃষ্টান্তে যাহা বলিলেন, তাহা দ্রাষ্টান্তিকে বলিতেছেন "এইরূপে" ইতি। শ্রীনারায়ণাদি অংশ সকলের আশ্রয় অংশী শ্রীকৃষ্ণকে যেমন শ্রীনারায়ণাদি বলে, তদ্রূপ অনন্তাদি অংশ সকলের আশ্রয় শ্রীনিত্যানন্দকে অনন্তের অবতার বলে।

অথবা অংশাংশীকে অভেদ করিয়া অংশী শ্রীকৃষ্ণকে অংশ নারায়ণাদি বলা অসম্ভব হয় না। তদ্রূপ অংশী শ্রীনিত্যানন্দকে অংশ অনন্তাদি ব... অসম্ভব হয় না।

সেই ভাবে, অনন্তভাবে। মুঞি, আমি অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ। অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দে অনন্তদেব মিলিত থাকায় তদ্ভাবে তিনি আপনাকে শ্রীচৈতন্য দাস বলেন

কভু, কখন। গুরু, জ্যেষ্ঠ। পূর্ব্বে, শ্রীবলদেবাবতারে। যৈছে, যেমন। কৈল, করিয়াছিলেন। অর্থাৎ পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীবলদেবের যেমন গুর্ব্বাদি তিন ভাব লীলা ছিল, তদ্রূপ এ অবতারেও শ্রীচৈতন্যপ্রতি শ্রীনিত্যা-

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকঃ

বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরং।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূন্ চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥১৬॥

বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ তদনুকারি শব্দান্ কুর্ব্বন্তৌ যুযুধাতে ইত্যর্থঃ। ইতি ভাবার্থদীপিকা ॥১৬॥

বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ পরস্পরং যুযুধাতে। রুতৈঃ জন্তূন্ অনুকৃত্য প্রাকৃতৌ যথা চেরতুঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥১৬॥

নন্দের গুরু, সখা ও ভৃত্য এই তিন ভাব লীলা। এখানে বলা হইল অনন্তভাবে শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচৈতন্যদাসভাব, আর শ্রীবলদেব ভাবে শ্রীচৈতন্যে গুর্ব্বাদি ভাব, গুরুভাবের কারণ আগামী নিত্যানন্দ স্বরূপ পূর্ব্বে— ইত্যাদি পয়ারে ব্যক্ত হইবে ॥১১৭॥১১৮॥

শ্রীবলদেবের শ্রীকৃষ্ণপ্রতি তিন ভাব দেখাইতেছেন "বৃষ" ইতি দুই পয়ারে। বৃষ হঞা, কম্বলাদি দ্বারা দেহাবরণ করত বৃষ তুল্য হইয়া। মাথামাথি, মস্তকে মস্তকে। ইহাতে তাঁহার সখ্যভাব দেখাইলেন।

কভু, কখন। তাঁর, শ্রীবলদেবের। পাদ সম্বাহন, চরণসেবা। ইহাতে তাঁহার গুরুভাব দেখাইলেন ॥১১৯॥

আপনাকে ইতি। শ্রীনিত্যানন্দ আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য বলিয়া জানেন আর শ্রীকৃষ্ণকে প্রভু বলিয়া জানেন। ইহাতে করে "কৃষ্ণের" ইত্যাদি। ইহাতে তাঁহার ভৃত্যভাব দেখাইলেন ॥১২০॥

বৃষবৎ আচরণ করত শব্দ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ বলদেব পরস্পর যুদ্ধ করেন। শব্দ দ্বারা জন্তুদিগের অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত বালকবৎ বিচরণ করেন।

এখানে "প্রাকৃতৌ যথা" এই যথা বলাতে বাস্তবিক তাঁহারা প্রাকৃত নহেন। "বৃষ হঞা" এই দুই পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক ॥১৬॥

তথাহি তত্রৈব ১৫ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকঃ।

ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥১৭॥

তথাহি তত্রৈব ১৩ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে শ্রীবলদেববাক্যং।

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মে ঽপি বিমোহিনী॥১৮॥

আর্য্যমগ্রজং বিশ্রাময়তি বিগতশ্রমং করোতি। ইতি ভাবার্থদীপিকা।
আদিশব্দাৎ বীজনাদীনি। ইতি তোষণী ॥১৭॥
[illegible] মায়া দেবানাম্বা নরাণাম্বাঽসুরাণাম্বা কুতো বা কস্মাৎপ্রকৃতা [illegible] ন সম্ভবতি যতো মমাপি মোহোবর্ত্ততে। অতঃ প্রায়শো মৎস্বামিনঃ [illegible] মায়েয়মস্তিতি সম্ভাবয়তি। ইতি ভাবার্থদীপিকা ॥১৮॥

[illegible] (কদাচিৎ) স্বয়ং (শ্রীকৃষ্ণঃ) ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং [illegible] শ্রীবলদেবং) পাদসম্বাহনাদিভিঃ বিশ্রাময়তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥১৭॥
[illegible] মায়া কা, কুতো বা আয়াতা, দৈবী, বা নারী, উত (বা) আসুরী, [illegible] মে ভর্ত্তুঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) মায়া অস্তু অন্যা মে অপি বিমোহিনী ন। [illegible] ॥১৮॥

কোন সময়ে শ্রীবলদেব ক্রীড়াতে পরিশ্রান্ত হইয়া কোন গোপ-ক্রোড়ে [illegible] শয়ন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ আপনিই চরণ [illegible]দি দ্বারা তাঁহা[illegible]কে বিশ্রাম করাইতেছেন।

"কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদ সম্বাহন।" এই পূর্ব্ব পয়ারের প্রমাণ এই [illegible]।

[illegible]মোহনে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল বৎস ও তৎপালক বালক হইয়াছিলেন,

তত্রৈব ৮ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে শ্রীবলদেববাক্যং।

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ
মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থং।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক ॥১৭॥

মৌল্যুত্তমৈঃ মৌলিযুক্তৈ রুত্তমাঙ্গৈঃ উত্তমৈ মৌলিভিরিতি বা। উপাসিতানি তীর্থানি যৈ র্যোগিভিস্তেষামপি তীর্থং যদ্বা উপাসিতং সর্ব্বৈঃ সেবিতং তীর্থং গঙ্গা তস্য তীর্থং তীর্থত্বনিমিত্তং। কিঞ্চ ব্রহ্মা ভবঃ শ্রীশ্চ অহমপি উদ্বহেব কলাভূতা বয়ং যস্য কলায়া অংশস্য কলাঃ অংশাঃ ইতি ভাবার্থদীপিকা ॥১৭॥

যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) কলায়াঃ কলাঃ (অংশাংশাঃ) ব্রহ্মা ভবঃ অহং (শ্রীবলদেবঃ) অপি শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) চ অখিললোকপালৈঃ মৌল্যুত্তমৈঃ ধৃতং উপাসিততীর্থতীর্থং যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃ চিরং উদ্বহেম অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) নৃপাসনং ক। ইত্যন্বয়ঃ ॥১৭॥

সেই সকলে শ্রীবলদেব আপনার ও ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণসম প্রেম দেখিয়া বলিতেছেন।

ইহা কি মায়া, এ কাহার মায়া, ইহা কি দেবতার কি মনুষ্যের কি অসুরের মায়া, তাহা নহে? বোধ হয় এ মায়া আমার (শ্রীবলদেবের) প্রভু শ্রীকৃষ্ণের। কেননা অন্যের মায়া আমাকে (শ্রীবলদেবকে) কখন মোহিত করিতে পারে না।

"আপনারে ভৃত্য করি—" এই পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধ পয়ারের প্রমাণ "প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুঃ" ॥১৮॥

যে শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশ ব্রহ্মা, শিব এবং আমি (শ্রীবলদেব) আর লক্ষ্মী, এই সকল আমরা ব্রহ্মাদি লোকপাল মস্তকধৃত ও সকল লোক সেবিত তীর্থেরও তীর্থত্ব প্রতিপাদক যে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-পঙ্কজরজ চিরকাল বহন

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সেই তৈছে করে নৃত্য ॥
এই মত চৈতন্য গোসাঞি একলে ঈশ্বর।১২১।
আর সব পারিষদ কেহো বা কিঙ্কর ॥১২২॥
গুরুবর্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য।
শ্রীনিবাস আর সব লঘু সম আর্য্য ॥১২৩॥

নমু "কভু গুরু" ইতি পদ্যে শ্রীনিত্যানন্দস্য যৎ শ্রীচৈতন্যগুরুত্বমুক্তং তেন [illegible] শ্রীচৈতন্যস্য ঈশ্বরত্বহানিদোষঃ স্যাৎ শ্রীনিত্যানন্দস্য গুরুত্বেন শ্রীচৈতন্যস্য তদ্ভৃত্যত্বাদিতি চেত্তত্রসদৃষ্টান্তমাহ "একলে" ইতি সার্দ্ধেন। একস্যৈব শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বেশ্বরত্বেন অপরে শ্রীবলদেবাদয়ঃ সর্ব্বে স্বরূপত এব তদ্ভৃত্যাঃ [illegible] যৎ শ্রীকৃষ্ণঃ কারয়তি সস্তথাকরোতি এতেন যথা শ্রীকৃষ্ণস্য ন ঈশ্বরত্ব-[illegible] তদ্বদত্রাপি শ্রীচৈতন্যস্য সর্ব্বেশ্বরত্বেন অপরে শ্রীনিত্যানন্দাদয়ঃ সর্ব্বে [illegible] তদ্ভৃত্যাঃ অতএব শ্রীনিত্যানন্দস্য স্বরূপতঃ শ্রীচৈতন্যভৃত্যত্বেন ন [illegible]। উক্তং হি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুপাদেন "মুঞি যে চৈতন্য দাস আর [illegible]" ইতি ॥১২১॥১২২॥১২৩॥

[illegible] শ্রীকৃষ্ণের কি রাজসিংহাসন নাই? অবশ্যই আছে। অথবা শ্রীকৃষ্ণ [illegible] রাজসিংহাসন অতি [illegible] ॥১৯॥

"[illegible] কৃষ্ণের কলার ক[illegible]" ইহার প্রমাণ "অহমপি—কলাঃ" ॥১৯॥

"কভু গুরু" এই ১১৮ পয়ারে শ্রীচৈতন্যপ্রতি শ্রীনিত্যানন্দের যে গুরুভাব [illegible], তাহাতে সর্ব্বেশ্বর শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব হানি দোষ হয়, অর্থাৎ [illegible] গুরু, সে তাহার ঈশ্বর হওয়াতে শ্রীনিত্যানন্দ গুরু হইলে শ্রীচৈতন্য [illegible] হইলেন, সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দের গুরুত্বে শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব [illegible] হয়, এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য সদৃষ্টান্ত বলিতেছেন "একলে" ইতি [illegible] পয়ারে। শ্রীকৃষ্ণই এক (অদ্বিতীয়) ঈশ্বর, এ প্রযুক্ত অপর শ্রীবলদেবাদি

সবে পারিষদ সবে লীলার সহায়।
সবা লঞা নিজ কার্য্য সাধে গৌররায় ॥১২৪॥
অদ্বৈত আচার্য্য আর নিত্যানন্দ দুই অঙ্গ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥১২৫॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
প্রভু গুরু করি মানে তেহোঁত কিঙ্কর ॥১২৬॥
আচার্য্য গোসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন।
কৃষ্ণ অবতারি যেহো তারিল ভুবন ॥১২৭॥

ননু প্রেমপ্রদানাদ্যর্থমবতীর্ণস্য শ্রীচৈতন্যস্য অপরৈঃ পার্ষদৈঃ কিমিতি-চেত্তত্রাহ "সবে" ইতি। তল্লীলাসাহায্যার্থং পার্ষদাবতারপ্রয়োজনমিত্যর্থঃ। ১২৪॥—॥১২৭॥

সকলেই তাহার ভৃত্য, তবে কাহারও যে গুরুভাব, তাহার কারণ এই তিনি যাহাকে যে ভাবে (গুর্ব্বাদি ভাবে) বিভোর করিয়াছেন সে সেই ভাবেই আছেন। অতএব অর্থাৎ বলদেব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ-ভৃত্য হওয়াতে এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গুরুভাব করানতে শ্রীকৃষ্ণে যেমন উক্ত দোষ হয় না। তদ্রূপ শ্রীচৈতন্য সর্ব্বেশ্বর, এ প্রযুক্ত যত শ্রীনিত্যানন্দাদি সকলেই স্বরূপতঃ তাঁহার ভৃত্য, অতএব শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপতঃ শ্রীচৈতন্য-ভৃত্য হওয়াতে উক্ত দোষ হইতে পারে না।

এখানে "যারে যৈছে" এই বাক্যে বলা হইল এই, সুখ লাভ জন্য স্বরূপতঃ ভৃত্য শ্রীবলদেবাদির নিজ প্রতি গুরুভাব করানতে শ্রীকৃষ্ণের যেমন ঈশ্বরত্ব হানি হয় না, তদ্রূপ স্বরূপতঃ ভৃত্য শ্রীনিত্যানন্দাদির নিজ প্রতি গুরুভাব করানতে শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব হানি হয় না। কেননা স্বরূপতঃ ভৃত্য শ্রীনিত্যানন্দ, এবং সর্ব্বেশ্বর শ্রীচৈতন্যেরও অপর কেহ স্বরূপতঃ গুরু হইতে পারে না।

তথাহি আদির ৬ পরিচ্ছেদে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুপাদ বাক্য।

"মুঞি যে চৈতন্য দাস আর নিত্যানন্দ"।

তথাহি আদির ১২ পরিচ্ছেদে শ্রীঅচ্যুতানন্দপাদ বাক্য।

"চৌদ্দ ভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞি।
তাঁর গুরু অন্য এই কোন শাস্ত্রে নাই"॥

এখানে এই প্রসঙ্গে গুরুবর্গ শ্রীনিত্যানন্দ আদি সকলই স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ-ভৃত্য, এই বলিবার অভিপ্রায়ে সাধারণতঃ "সব ভৃত্য" বলিয়াছেন, জানিবে॥১২১॥

শ্রীনিত্যানন্দাদি সকলেই স্বরূপতঃ শ্রীচৈতন্য-ভৃত্য হইলেও যাহার যে ধর্ম তাহা এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন "আর সব" ইতি সার্দ্ধ পয়ারে। অদ্বিতীয় সর্ব্বেশ্বর শ্রীচৈতন্যের অপর শ্রীনিত্যানন্দাদি সকলেই পারিষদ (নিকটবর্ত্তী) তন্মধ্যে কেহ কিঙ্কর, আর শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত গুরুবর্গ (গুরু সজাতীয়) আর শ্রীনিবাস (শ্রীবাস) এবং অপর সকল পারিষদ মধ্যে কেহ লঘু অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-কনিষ্ঠ, কেহ সম অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-সম, কেহ আর্য্য অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-গুরু॥১২২॥১২৩॥

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে এই, প্রেম প্রদান নিমিত্ত অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে অপর পারিষদাবতারের প্রয়োজন কি? ইহাতে বলিতেছেন "সবে" ইতি। সকল জগত প্রতি প্রেম প্রদান নিমিত্তাবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য পারিষদাদিদ্বারা কোন কোন দেশে যে প্রেম প্রদান করেন, ইত্যাদি সাহায্য জন্য পারিষদাবতারের প্রয়োজন ইত্যর্থ। নিজ কার্য্য, প্রেম প্রদানাদি কার্য্য॥১২৪॥

সকল পারিষদ মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দই প্রধান, যেহেতু "দুইজন" ইতি॥১২৫॥

শ্রীচৈতন্য প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে গুরু বলিয়া মানেন। আবার শ্রীঅদ্বৈত আপনাকে শ্রীচৈতন্য-কিঙ্কর মানেন॥১২৬॥

শ্রীঅদ্বৈত নামে আনন্দিত হই তাহার মহিমা বলিতেছেন "আচার্য্য" ইতি॥১২৭॥

নিত্যানন্দ স্বরূপ পূর্ব্বে হইলা লক্ষ্মণ।
লঘু ভ্রাতা হঞা করেন শ্রীরামের সেবন ॥১২৮॥
রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্র লীলায় দুঃখ পায়েন লক্ষ্মণ ॥১২৯॥
নিষেধ করিতে নারে যাতে ছোট ভাই।
মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই ॥১৩০॥
কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণ।
কৃষ্ণকে করাইলা নানা সুখ আস্বাদন ॥১৩১॥
রাম লক্ষ্মণ কৃষ্ণরামের অংশ বিশেষ।
অবতার কালে দোঁহার দোঁহাতে প্রবেশ ॥১৩২॥
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাভিমান।
অংশ অংশীরূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান ॥১৩৩॥

নন্ব শ্রীলক্ষ্মণরূপানুসারেণাসৌ শ্রীনিত্যানন্দঃ শ্রীচৈতন্যকনিষ্ঠতাসেবার্হতি ন জ্যেষ্ঠত্বং তথা কথম্বা ভৃত্যস্য তস্য গুরুত্বং তত্রাহ "নিত্যানন্দ" ইত্যাদি "শ্রীচৈতন্য" ইত্যন্তং। অয়ম্ভাবঃ শ্রীলক্ষ্মণরূপেণ শ্রীরামং স্বৈরং সুখমুররীকর্ত্তুং নাশক্নোদিতি শ্রীকৃষ্ণাবতারে স্বাতন্ত্র্যেণ শ্রীকৃষ্ণস্য সুখং কর্ত্তুমিচ্ছয়া জ্যেষ্ঠত্বেন শ্রীবলদেবোবতীর্ণঃ। তত্র শ্রীচৈতন্যএব সাক্ষাৎ কৃষ্ণঃ শ্রীনিত্যানন্দএব সাক্ষাদ্বলদেবঃ ইতি জ্যেষ্ঠত্ব নেতৈনৈব গুরুত্বং ॥১২৮॥—॥১৩৩॥

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীলক্ষ্মণরূপে শ্রীরাম-কনিষ্ঠ হওয়াতে শ্রীলক্ষ্মণবৎ তাঁহার (শ্রীনিত্যানন্দের) শ্রীচৈতন্য কনিষ্ঠতাই যোগ্য, কিন্তু জ্যেষ্ঠত্ব যোগ্য হইতে পারে না। আর এক কথা, শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপতঃ শ্রীচৈতন্য-ভৃত্য হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠরূপে গুরুবর্গ হয়েন কিরূপে? ইহাতে বলিতেছেন "নিত্যানন্দ" ইত্যাদি "শ্রীচৈতন্য" ইত্যন্ত। ফলিতার্থ এই, পূর্ব্বে শ্রীলক্ষ্মণরূপে কনিষ্ঠ ভ্রাতা

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকঃ।

রামাদি মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠ
ন্নানাবতার মকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীরামচন্দ্রের যে সেবা করেন, তাহাতে কিন্তু কনিষ্ঠতাপ্রযুক্ত রামচন্দ্রকে কষ্টকর কার্য্যে নিষেধ এবং সুখকর কার্য্যে অনুমতি করিতে না পারিয়া ইচ্ছামত সেবাসুখ দিতে না পারায় শ্রীকৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হয়েন, অর্থাৎ কৃষ্ণকে কষ্টকর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত ও সুখকর কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয়েন।

শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইয়াও কখন কখন যে তাহার ভৃত্য ... অভিমান হইত, তাহার কারণ এই "রাম" ইতি। অংশ বিশেষ, অন্যাবতারাপেক্ষা বিশিষ্টাংশ। অবতারকালে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব অবতারকালে। দোঁহার দোঁহাতে প্রবেশ, শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীবলদেবে প্রবিষ্ট হয়েন।

সেই অংশ লঞা, শ্রীরাম ও শ্রীলক্ষ্মণের অংশ লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেবের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠাভিমান। যেহেতু অংশ শ্রীরামচন্দ্র, অংশী শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শাস্ত্রে বলেন।

"শ্রীচৈতন্য" ইতি। শ্রীচৈতন্যই সেই শ্রীরামচন্দ্রাংশী শ্রীকৃষ্ণ, আর শ্রীনিত্যানন্দই সেই শ্রীলক্ষ্মণাংশী শ্রীবলদেব। কাম, জগতে প্রেম প্রদানাদি অভিলাষ।

এখানে বলা হইল এই, শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীলক্ষ্মণরূপে কনিষ্ঠতাপ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতি ব্যতীত নিজেচ্ছামত তাঁহার সুখ সম্পাদ করিতে না পারায় শ্রীকৃষ্ণাবতারে নিজেচ্ছামত তাঁহার সুখ সম্পাদ জন্য জ্যেষ্ঠ শ্রীবলদেবরূপে অবতীর্ণ হয়েন। শ্রীচৈতন্যই সেই শ্রীকৃষ্ণ, আর শ্রীনিত্যানন্দই সেই শ্রীবলদেব, সুতরাং শ্রীলক্ষ্মণরূপে কনিষ্ঠ হইয়াও এবং শ্রীচৈতন্যের ভৃত্য হইয়াও নিজেচ্ছামত শ্রীচৈতন্যকে সুখভোগ করাইবার নিমিত্ত শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের জ্যেষ্ঠরূপে গুরুবর্গ হইয়াছেন ॥১২৮॥—॥১৩৪॥

কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥২০॥

শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ নিত্যানন্দ রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥১৩৪॥
নিত্যানন্দ মহিমাসিন্ধু অনন্ত অপার।
এক কণ স্পর্শি তার সে কৃপা তাঁহার ॥১৩৫॥

সএব কদাচিৎ প্রপঞ্চে নিজাংশেন স্বয়মপ্যবতরতীত্যাহ রামাদীতি। শ্রীকৃষ্ণাখ্যঃ পরমঃ পুমান্ কলানিয়মেন তত্র তত্র নিয়তানামেব শক্তীনাং প্র... শেন রামা... মূর্তিষু তিষ্ঠন্ তত্তন্মূর্ত্তী প্রকাশয়ন্ লীলাবতারমকরোৎ। য... স্বয়ং সমভবৎ অবততার। তং লীলাবিশেষেণ গোবিন্দং সন্তং অহং ভ... মীত্যর্থঃ। তদুক্তং দশমে দেবৈঃ। মৎস্যাশ্ব কচ্ছপ নৃসিংহ বরাহ হংস রা... বিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ। ত্বং পাসি ন স্ত্রিভুবনঞ্চ তথা ধুনেশ ভারং ভুবো... য... ম বন্দনং তে। ইতি দিক্প্রদর্শনী ॥২০॥

নিত্যানন্দতত্ত্বমুপসংহরতি "নিত্যানন্দ" ইতি। নিত্যানন্দকৃপয়ৈব তস্মহি... কিঞ্চিন্মাত্রং বর্ণিত মিত্যর্থঃ ইতি ॥১৩৫॥

যঃ পরমঃ পুমান্ কৃষ্ণঃ রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ ভুবনেষু নানাবতা... মকরোৎ কিন্তু যঃ (কৃষ্ণঃ) স্বয়ং সমভবৎ তং আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি। ইত্যন্বয়ঃ ॥২০॥

পরম পুরুষ যে শ্রীগোবিন্দ নিজ শক্তি প্রকাশ দ্বারা শ্রীরামাদি মূর্তি প্রকা... পূর্বক জগতে শ্রীরামাদি নানাবতার করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ নামে স্বয়ং অবতী... হয়েন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি (ব্রহ্মা) ভজন করি ॥২০॥

শ্রীকৃষ্ণ অংশী, শ্রীরামচন্দ্র অংশ, ইহারই প্রমাণ এই শ্লোক ॥...॥

আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা।
অধম জনারে চড়াইল ঊর্দ্ধ সীমা ॥১৩৬॥
দেব গুহ্য কথা এই অযোগ্য কহিতে।
তথাপি কহিয়ে তার কৃপা প্রকাশিতে ॥১৩৭॥
উল্লাস উপরি লেখো তোমার প্রসাদ।
নিত্যানন্দ প্রভু মোর ক্ষেম অপরাধ ॥১৩৮॥

"সে কৃপা তাঁহার" ইত্যুক্ত মতস্তস্ত কৃপাং বর্ণয়ন্নাহ "আর এক" ইতি ॥১৩৬॥ ১৩৭॥১৩৮॥

শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বের উপসংহার করিতেছেন "নিত্যানন্দ" ইতি। শ্রীনিত্যানন্দের অনন্ত মহিমা, তবে তাঁহার (শ্রীনিত্যানন্দের) কৃপায় কিঞ্চিন্মাত্র তাহা বর্ণনা করিলাম, অর্থাৎ অনন্তত্বপ্রযুক্ত শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা সমগ্ররূপে বর্ণনা হয় না, তবে তিনি কৃপা করিয়া যাহা কিছু বর্ণনা করাইলেন তাহা করিলাম, কিন্তু ইহাতেই যে তাহার মহিমা বর্ণনা শেষ হইল তাহা নহে ইতি ॥১৩৫॥

"সে কৃপা তাঁহার" এই পূর্ব্ব পয়ারে গ্রন্থকৃৎপাদ নিজ প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের যে কৃপা বলিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য বলিতেছেন, অথবা শ্রীনিত্যানন্দ কৃপায় তাঁহার তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, এজন্য নিজ প্রতি তাঁহার কৃপা বর্ণনা করিবার জন্য বলিতেছেন "আর এক" ইতি। তাঁর, শ্রীনিত্যানন্দের। অধম জনারে, গ্রন্থকৃৎপাদ বলিতেছেন মল্লক্ষণ অধম জনকে। চড়াইল ঊর্দ্ধ সীমা, শ্রীবৃন্দাবন প্রেরণ ও শ্রীমদন মোহন চরণ প্রদান ইত্যাদি ॥১৩৬॥

দেবগুহ্য, "দেবতারা স্বপ্ন বা জাগ্রদবস্থায় সাক্ষাৎ হইয়া যাহা বলেন, তাহাকে দেবগুহ্য বলে, কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিতে নাই। যথা ভগবান অদিতিকে বলিয়াছেন ;—

সর্ব্বং সম্পদ্যতে দেবি, দেবগুহ্যং সুসংবৃতং ॥

অবধূত গোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস তার নাম ॥১৩৯॥
আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন।
তাহাতে আইলা তেঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ ॥১৪০॥
মহা প্রেমময় আসি রহিলা প্রাঙ্গণে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে ॥১৪১॥
নমস্কার করিতে কারো উপরেত চড়ে।
প্রেমে কারে বাঁশী মারে কাহাকে চাপড়ে ॥১৪২॥

কৃপায়াং হেতুঃ পাত্রসাদ্গুণ্যমিত্যত্র শ্রীনিত্যানন্দে বিশ্বাসাভাসবত্বং ভ্রাতারং প্রতি ভর্ৎসনগুণং তৎর কারণং ইত্যাদৌ সহেতুকং তদ্দর্শয়তি "অবধূত" ইত্যাদি "এইত কহিল" ইত্যন্তেন ॥১৩৯॥—॥১৪২॥

হে দেবি! দেবগুহ্য সুসংবৃত হইলে সকল বিষয়ই সম্পন্ন হয়। ইতি। বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেবগুহ্যতাপ্রযুক্তে এই কথা (কৃপার কথা) কহিতে অযোগ্য ॥১৩৭॥

উল্লাস উপরি, আনন্দবশে। ক্ষেম অপরাধ, কথা প্রকাশে যে অপরাধ তাহা ক্ষমা কর ইত্যর্থ ॥১৩৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং অং "যথা জ্ঞানামৃতং—" এই শ্লোকের তোষণীতে বলিয়াছেন "কৃপায়াং হেতুঃ পাত্রসাদ্গুণ্যং জ্ঞেয়ং"। যাহাকে কৃপা করে তাহার সদ্গুণ তাহার প্রতিহেতু। এ প্রমাণে কৃপার প্রতি পাত্রসদ্গুণ হেতু হইলে এখানে শ্রীনিত্যানন্দে বিশ্বাসাভাস থাকার গ্রন্থকৃৎভ্রাতা মীনকেতন রামদাসের সহিত বিবাদ করাতে ঐ ভ্রাতাকে গ্রন্থকৃৎপাদ যে ভর্ৎসনা করেন, এই ভর্ৎসনা গুণটাকে উক্ত রামদাসের প্রভাব বর্ণনা পূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দ কৃপার প্রতি হেতু বলিতেছেন "অবধূত" ইত্যাদি "এইত কহিল" ইত্যন্ত দ্বারা।

যে নয়নে দেখিতে অশ্রু হয় মনে যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার ॥১৪৩॥
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক কদম্ব।
এক অঙ্গে জাড্য তার আর অঙ্গে কম্প ॥১৪৪॥
নিত্যানন্দ বলি যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি সর্ব্বলোক হয় চমৎকার ॥১৪৫॥
গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তেঁহো করে সেবা কার্য্য ॥১৪৬॥

"মহাপ্রেমময়" ইত্যুক্তস্য লক্ষণং দর্শয়তি "যে নয়নে" ইতি ত্রিভিঃ ॥১৪৩॥—॥

অবধূত, সন্ন্যাসী বিশেষ। গোসাঞির, শ্রীনিত্যানন্দের। রামদাস নাম [illegible]র মীনকেতন তাহার উপাধি। আমার, গ্রন্থকর্ত্তার। অহোরাত্র সংকীর্ত্তন, অষ্টপ্রহর শ্রীহরিসংকীর্ত্তন। তেঁহো, শ্রীমীনকেতন রামদাস। বংশী, শ্রীনিত্যানন্দ পারিষদ সকল প্রায়ই পূর্ব্বেকার ব্রজগোপভাবাবিষ্ট, এজন্য তাঁহার হস্তে বংশী ছিল। তথাহি আদি ১১ পরিচ্ছেদ।

"নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজের সখা।
শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ শিরে শিখি পাখা ॥

তথাচ গৌর গণোদ্দেশদীপিকা ১৪ শ্লোক।

নিত্যানন্দগণাঃ সর্ব্বে গোপালা গোপবেশিনঃ ইতি ॥১৩৯॥—॥১৬২॥

"মহাপ্রেমময়" এই ১৪১ পয়ারে শ্রীরামদাসকে যে প্রেমময় বলিয়াছেন, তাহার লক্ষণ দেখাইতেছেন "যে নয়নে" ইতি তিন পয়ারে। শ্রীরামদাসের যে চক্ষুতে অশ্রু (নেত্রজল) দেখিতে যার (যে ব্যক্তির) মনে হয়, সেই চক্ষুতে অবিচ্ছিন্ন (সর্ব্বদা) জলধারা পড়িতেছে, অর্থাৎ মহাপ্রেমময়ত্বপ্রযুক্ত তাঁহার চক্ষুদ্বয়ে সর্ব্বদা জলধারা পড়িতেছে।

অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ।
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বলে রাম দাস ॥১৪৭॥
এইত দ্বিতীয় সূত রোমহর্ষণ।
বলদেব দেখি যেনা কৈল প্রত্যুদ্গম ॥১৪৮॥

অথবা যে ব্যক্তির যে চক্ষুতে শ্রীরামদাসের নেত্রজল দেখিতে মনে হয়, সেই ব্যক্তির সেই চক্ষুতে অবিরত জলধারা পতিত হয়। তবে কিনা তিনি এমনিই প্রেমভরে ক্রন্দন করেন যে তদ্দর্শন-প্রভাবে লোকের হৃদয়ে প্রেমোদয় হয়, এবং তাহাতে ক্রন্দন করে ইতিভাব ॥১৪৩॥

পুলক, রোমাঞ্চ। কদম্ব, সমূহ। জাড্য, জড়তা ॥১৪৪॥১৪৫॥

আর্য্য, "কর্ত্তব্যমাচরন্ কাম মকর্ত্তব্য মনাচরন্। তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারো স আর্য্য ইতি স্মৃতঃ"। ইতি শব্দসার। শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীরাধামদনমোহনমূর্ত্তি যেহেতু ইহাই গ্রন্থকারের কুলদেবতা। তেঁহো, গুনার্ণব। অবজ্ঞা করিয়া তিনি যে সম্ভাষা করেন নাই, তাহা নহে; তবে কিনা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ৮ম, বিলাসে ২১১ শ্লোকে "মৌনভঙ্গোঽচ্যুতার্চ্চনে" ইত্যাদি যে সেবাপরাধ বলিয়াছেন, তৎপ্রযুক্ত সেবা ত্যাগ করিয়া অপরকে সম্ভাষা করা অকর্ত্তব্য বিধায় কর্ত্তব্যকারী শ্রীগুণার্ণব শ্রীমূর্ত্তিসেবা ত্যাগ করিয়া শ্রীরামদাসকে সম্ভাষা করেন নাই, ইত্যর্থ। তাহা দেখি, সম্ভাষা না করা দেখিয়া ॥১৪৬॥১৪৭॥

এইত, গুণার্ণব। দ্বিতীয় সূত, সূতভুল্য। সূত পুরাণবক্তা ও প্রতিলোমজ জাতি বিশেষ। প্রত্যুদ্গম, "আগত ব্যক্তির সম্মানার্থ তদুদ্দেশে অগ্রে গমন"। এখানে শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৭৮ অং "রোমহর্ষণমাসীনং" এই ১৩ শ্লোকাদির প্রায়ে কথা এই, তীর্থ যাত্রায় শ্রীবলদেব নৈমিষারণ্যে আগমন করিলে তত্রস্থ পুরাণবক্তা রোমহর্ষণ নাম সূত তাঁহাকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থানাদি করেন নাই, ইতি। উহা যেমন তদ্রূপ এই গুণার্ণবও আমাকে (রামদাসকে) দেখিয়া গাত্রোত্থান না করায় এ ব্যক্তি দ্বিতীয় সূত। এখানকার শ্রীরামদাস শ্রীবলদেবাবেশে বলিয়াছেন, জানিবে ॥১৪৮॥

এত বলি নাচে গায় করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণ কার্য্য করে বিপ্র না করিল রোষ ॥১৪৯॥
উৎসবান্তে চলিলা তেহোঁ করিঞা প্রসাদ।
মোর ভ্রাতার সহিত তাঁর কিছু হৈল বাদ ॥১৫০॥
চৈতন্য প্রভুতে তার সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ প্রভুতে তার বিশ্বাস আভাস ॥১৫১॥
ইহা জানি রাম দাসের দুঃখ হৈল মনে।
তবেত ভ্রাতারে আমি করিনু ভৎর্সনে ॥১৫২॥
দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান তোমার হবে সর্ব্বনাশ ॥১৫৩॥

নৃত্য ও গান করিয়া সকলকে সন্তোষ করেন। কৃষ্ণ কার্য্য করে, তৎকাল কৃষ্ণ সেবা কর্ম্ম করাতে ক্রোধ করেন নাই ইত্যর্থ ॥১৪৯॥

উৎসবান্তে, অহোরাত্র সংকীর্ত্তনান্তে। প্রসাদ, অনুগ্রহ। গ্রন্থকৃৎপাদ ভ্রাতার শ্রীনিত্যানন্দে বিশ্বাসাভাস (মৌখিক কিঞ্চিৎ বিশ্বাস) থাকায় শ্রীরাম দাসের সহিত শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব-বিষয়ক বিবাদ হইয়াছিল। অথবা "দুই ভাই এক তনু" এই পর পয়ারোক্ত ভাব উক্ত ভ্রাতার না থাকায় শ্রীরামদাসের সহিত শ্রীনিত্যানন্দ বিবাদ হয়। শ্রীনিত্যানন্দের অনুরক্ত বলিয়া ভ্রাতার নামোল্লেখ করেন নাই জানিবে ॥১৫০॥১৫১॥

ইহা জানি, মদ্‌ভ্রাতার শ্রীনিত্যানন্দে বিশ্বাসাভাস জানিয়া। তবেত, শ্রীরামদাস দুঃখী হওয়াতে ॥১৫২॥

সেই ভৎর্সনা তিন পয়ারে বলিতেছেন "দুই ভাই" ইত্যাদি। দুই ভাই, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ। সমান প্রকাশ, তুল্যকাল প্রকট। অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের বিলাসরূপ হওয়াতে ঐ উভয়ে এক দেহ, তবে সমকালে ভিন্নরূপে প্রকট হইয়াছেন ॥১৫৩॥

একেতে বিশ্বাস অন্যে না কর সম্মান।
অর্দ্ধ কুক্কুটীর ন্যায় তো রের প্রমাণ ॥১৫৪॥
কিম্বা দোঁহা না মানিঞা হওত পাষণ্ড।
একে মানি আরে না মানি এই মত ভণ্ড ॥১৫৫॥
ক্রুদ্ধ হঞা বংশী ভাঙ্গি চলিলা রাম দাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ ॥১৫৬॥
এইত কহিল তাঁর সেবক ভাব।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব ॥১৫৭॥

কুক্কুটী। স্যাং কুক্কুটো দাম্ভিকশ্চ ॥১৫৪॥—॥১৫৭॥

একেতে, শ্রীচৈতন্যে। অন্যে, শ্রীনিত্যানন্দে। শ্রীচৈতন্য নিত্যা[illegible] একটী দেহ, তাহার শ্রীচৈতন্যরূপ একাংশ সম্মানরূপে গ্রাহ্য, আর [illegible] শ্রীনিত্যানন্দরূপ একাংশ অসম্মানরূপে অগ্রাহ্য, সুতরাং তোমার প্রমাণ [illegible] অর্দ্ধ কুক্কুটীর ন্যায়।

"অর্দ্ধ কুক্কুটীর ন্যায়; শাস্ত্রোক্ত যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত বিশেষ। যে [illegible] একাংশ গ্রহণ এবং অপরাংশ পরিত্যাগ করা যায় পণ্ডিতেরা সেই[illegible] ন্যায়ের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। একজনের একটী কুক্কুটী ছিল, সে প্র[illegible] প্রসব করিত, তদ্দ্বারা তাহার জীবিকা সম্পাদন হইত। একদিন ম[illegible] বিচার করিল, এই কুক্কুটী পশ্চাদর্দ্ধ দ্বারা অণ্ড প্রসব করে, পূর্ব্বার্দ্ধে[illegible] হয় না; অতএব ইহার পশ্চাদর্দ্ধ রাখিয়া পূর্ব্বার্দ্ধ ভোজন করি। ইহা[illegible] করিয়া পূর্ব্বার্দ্ধ ছেদন করতঃ ভক্ষণ করিলে পর পশ্চাদর্দ্ধ আর অণ্ড প্রস[illegible] না। যেমন কুক্কুটীর পূর্ব্বার্দ্ধ বিনাশ করিয়া পশ্চাদর্দ্ধের আদর করা[illegible] উপকার আইসে না, সেইরূপ নিত্যানন্দকে না মানিয়া চৈতন্যকে [illegible] করিলে হিত হয় না"। ইতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাইকে ভৎর্সিনু মুঞি, লঞা এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন ॥১৫৮॥
নৈহাটি নিকট ঝামটপুর নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলেন নিত্যানন্দ রাম ॥১৫৯॥
দণ্ডবৎ হঞা মুঞি পড়িনু পাদেতে।
নিজ পাদপদ্ম দিলেন আমার মাথাতে ॥১৬০॥

[illegible] হেতু মুক্ত্বা কৃপাং বর্ণয়তি "ভাইকে" ইতি যাবৎ পরিচ্ছেদ [illegible] ॥১৫৮॥—॥১৬১॥

[illegible]কারণ... কুক্কুট শব্দের দাম্ভিক অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু যথাসাধ্য [illegible] করিয়া তাহার মূল পাইলাম না ॥১৫৪॥

[illegible], শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ ॥১৫৫॥

[illegible] ভাঙ্গি. হস্তস্থ বংশী ভাঙ্গিয়া। প্রাকৃত তমোগুণ কার্য্য ক্রোধ অপ্রাকৃত [illegible] উদয় হইতে পারে না, কিন্তু ভগবদ্দ্বেষীর প্রতি ভক্তকৃত দণ্ডই [illegible] প্রতীয়মান হয় জানিবে ॥১৫৬॥

[illegible] এই প্রসঙ্গে। আর, এইবার। অর্থাৎ ভ্রাতৃভৎর্সনপ্রসঙ্গে [illegible]নন্দসেবক শ্রীর[illegible]দাসেরও মহিমা বলিয়া, অথবা [illegible] নিত্যানন্দ-কৃপার [illegible] বলিবার জন্যই তৎসেবক-মহিমা বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপার মহিমা [illegible] ॥১৫৭॥

[illegible]র প্রতিকারণ বলিয়া এক্ষণ সেই কৃপার বর্ণনা করিতেছেন "ভাইকে" [illegible] পরিচ্ছেদ শেষ পর্য্যন্ত। ভৎর্সিনু, ভৎ[illegible]না করিলাম। মুঞি, আমি ([illegible]বার)। লঞা, লইয়া। প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ। অর্থাৎ আমি যে দিবস [illegible] ভৎর্সনা করি, সেই রাত্রে ঐ ভ্রাতৃভৎর্সনমাত্র গুণ গ্রহণ করিয়া শ্রী[illegible]ত্যানন্দ প্রভু স্বপ্নে আমাকে দর্শন দেন। ইহা[illegible] ঐ অল্পমাত্র গুণে [illegible] কৃপা করাতে তাঁহার অধিক দয়ালুত্বও বলা হইল জানিবে ॥১৫৮॥

উঠ উঠ করি মোরে বলে বার বার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার ॥১৬১॥
শ্যামল চিক্কণ কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প কোটি মহামল্ল ধীর* ॥১৬২॥
সুবলিত হস্ত পাদ কমল নয়ান।
পট্টবস্ত্র শিরে পট্টবস্ত্র পরিধান ॥১৬৩॥

রূপং বর্ণয়তি "শ্যামল" ইতি। গ্রন্থকৃদ্‌গুরুত্বেন স্বস্য শ্রীকৃষ্ণাদভিন্নত্বেন শ্যামলত্বং দর্শিতং ॥১৬২॥—॥১৬২॥

ঝামটপুর, কাটোয়ার ৫।৬ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম এবং মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত নৈহাটি নিকট ঐ পুর। তাঁহা, সেই ঝামটপুরে ॥১৫৯॥

হঞা, হইয়া। মুঞি, আমি। পড়িনু, পতিত হইলাম। পায়, শ্রীচরণে। মাথাতে, মস্তকে। হৈনু, হইলাম ॥১৬০॥১৬১॥

প্রদর্শিত রূপের বর্ণনা করিতেছেন "শ্যামল" ইত্যাদি। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পীতরক্ত বর্ণ হইয়াও গ্রন্থকারের গুরুত্ব বিধায় আপনার (শ্রীনিত্যানন্দের) শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্নরূপে শ্যামল বর্ণে দর্শন দেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন। "যদ্যপি নিত্যানন্দ প্রভু পীতবর্ণ, তথাপি গুরু কৃষ্ণ এক তত্ত্ব ইহাই জানাইতে শ্যামসুন্দররূপে দর্শন প্রদান করিলেন"।

কেহ কেহ বলেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পীতরক্তবর্ণ হইলেও গ্রন্থকার শাস্ত্রাদিতে শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণের অভেদত্ব শ্রবণ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দকে শ্রীকৃষ্ণরূপে ভাবনা করায় তিনি শ্যামলরূপে দর্শন দেন। কেননা, শাস্ত্রাদিতে ভগবানের বহুবিধরূপ শ্রবণ করিয়া তন্মধ্যে যে রূপের ভাবনা করে ভগবানও সেই রূপে সেই ভক্ত সমীপে প্রকট হয়েন।

---

* "বীর" কোথাও পাঠ।

সুবর্ণ কুণ্ডল কর্ণে, স্বর্ণাঙ্গদ বালা।
চরণে নূপুর রাজে কণ্ঠে বনমালা ॥১৬৪॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১১ শ্লোক।

"যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি,

তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়"।

অস্যার্থ, হে বেদগীত! ভক্তেরা বেদবৈদিক শাস্ত্র শ্রবণে তোমার নিত্য সিদ্ধ বহুবিধরূপ শ্রবণ করিয়া সেই শ্রবণ লব্ধ বুদ্ধিদ্বারা সেই বহুরূপের মধ্যে যে রূপের ভাবনা করেন, হে ভগবন্ আপনিও সাধুদিগে অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই রূপ তাহার সমীপে প্রকট করেন।

যথা তত্রৈব ১০ স্কং ১৪ অং "স্বেচ্ছাময়স্য" এই ২ শ্লোকের শ্রীস্বামীপাদ টীকা।

"স্বীয়ানাং ভক্তানাং যথাযথা ইচ্ছা তথা তথা ভবতঃ"। ইতি।

অপরে বলেন, গ্রন্থকারের গুরু শ্রীনিত্যানন্দ, এ বিধায় গ্রন্থকার তাঁহাকে [illegible] হইতে অভিন্নরূপ যে শ্যামসুন্দররূপে চিন্তা করিতেন, সেই রূপে দর্শন [illegible] নচেৎ পীতরক্তবর্ণ শ্রীনিত্যানন্দ শ্যামবর্ণে দর্শন দিলে, গ্রন্থকার [illegible] চিনিতে পারিতেন না। গ্রন্থকারের গুরু যে শ্রীনিত্যানন্দ, ইহা [illegible] পরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোক ব্যাখ্যায় প্রতিপাদিত হইয়াছে, তথায় দৃষ্টি [illegible]। এবং এখানেও গুরুত্ব ভিন্ন শ্যামলরূপে দর্শন দিবার অপর কোন [illegible] পাওয়া যায় না।

প্রকাণ্ড শরীর, অজানুলম্বিত ভুজত্ববিধায় দীর্ঘ প্রস্থে সমান শরীর। সাক্ষাৎ [illegible]। অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ কোটি কন্দর্পের একত্রে যে সৌন্দর্য্য, তাহা অপেক্ষাও [illegible] ॥১৬২॥

[illegible], উদরোপরি সুতরঙ্গিত মাংস। কমল, তাম্রবর্ণ। অর্থাৎ [illegible] ও নয়ান ঈষৎ রক্তবর্ণ, অথবা পদ্মতুল্য ॥১৬৩॥

চন্দনে লেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম।
মত্ত গজ জিনি মদ মন্থর পয়ান ॥১৬৫॥
কোটি চন্দ্র জিনি দেখি উজ্জ্বল বদন*।
দাড়িম বীজ সম দন্ত তাম্বুল চর্ব্বণ ॥১৬৬॥
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গম্ভির বোল বোলে ॥১৬৭॥
অরুণ যষ্টি হাতে যেন দোলে মত্ত সিংহ।
চারি পার্শ্বে বেড়িয়াছে চরণের [illegible]ঙ্গ ॥১৬৮॥
পারিষদগণ দেখি সব গোপ [illegible]।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে সবে সপ্রেম আবেশ ॥১৬৯॥
শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহো কেহো নাচে গায়।
সেবকে যোগায় তাম্বুল চামর ঢুলায় ॥১৭০॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ গুণ লীলা অলৌকিক সব ॥১৭১॥

অঙ্গদ, উপ[illegible]স্তের ভূষণ অর্থাৎ বাজুবন্ধ প্রভৃতি ॥১৬৪॥

মদমন্থর পয়ান, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমমদে অলস গমন ॥১৬৫॥১৬৬॥

[illegible]ল বোলে, শব্দ করে ॥১৬৭॥

অরুণ, রক্তবর্ণ। চরণের চারিপার্শ্বে ভ্রমর বেষ্টন করিয়া আছে ॥১[illegible]

সেই পারিষদ মধ্যে কেহ শিঙ্গা কেহ বাঁশী বাজায়, কেহ নাচে, [illegible] করে ॥১৭০॥

শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপের রূপ গুণ ও লীলা ইত্যাদি লীলা সকলের [illegible]

---

* "কোটি চন্দ্র জিনি মুখ উজ্জ্বল বরণ"। কোথাও পাঠ।

আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে বলিলেন বাণী ॥১৭২॥
অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস না কর তুমি ভয়।
বৃন্দাবন যাহ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয় ॥১৭৩॥
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাত শান দিয়া।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা ॥১৭৪॥
মূর্চ্ছিত হইঞা মুঞি পরিনু ভূমিতে।
স্বপ্ন ভঙ্গ হৈল দেখো হঞাছে প্রভাতে ॥১৭৫॥
কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার।
প্রভুর আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥১৭৬॥
সেইক্ষণে বৃন্দাবন করিনু গমন।
প্রভুর কৃপা পাঞা সুখে আইনু বৃন্দাবন ॥১৭৭॥

[illegible] দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হওয়াতে অপর কিছুই জানিতে পারি নাই। প্রভু, [illegible]নিত্যানন্দ ॥১৭১॥১৭২॥

অয়ে ইতি সম্বোধন বাক্য, অর্থাৎ অহে। বরগুহ্য বা বরহিতকর কথা [illegible] বলিয়া [illegible] তৎকথা শ্রবণে সাবধান হইবার জন্য দুইবার সম্বোধন করিয়াছেন। তাঁহা, সেই বৃন্দাবনে। সর্ব্বলভ্য শব্দার্থ আগামী "যাহা হইতে [illegible] সনাতনাশ্রয়" ১৭৯ ইত্যাদি পয়ারে বলিবেন, এবং এইটীই "তাঁহা [illegible] হয়" এই ২০৭ পয়ারার্থে ব্যক্ত হইবে ॥১৭৩॥

[illegible] দিয়া, আমার গাত্রে হস্ত দিয়া ॥১৭৪॥

মুঞি, আমি। পরিনু, পড়িলাম। দেখো, দেখি। হঞাছে, হই-[illegible] ॥১৭৫॥

প্রভুর, শ্রীনিত্যানন্দের ॥১৭৬॥

জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
যাহার কৃপায় পাইনু বৃন্দাবন ধাম ॥১৭৮॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাহা হৈতে পাইনু রূপ সনাতনাশ্রয় ॥১৭৯॥
যাহা হইতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাহা হইতে পাইনু শ্রীস্বরূপ আশ্রয় ॥১৮০॥
সনাতন কৃত পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃত পাইনু ভক্তিরস প্রান্ত ॥১৮১॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ।
যাহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥১৮২॥
জগাই মাধাই হৈতে মুঞিত পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হইতে মুঞিত লঘিষ্ঠ ॥১৮৩॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয় ॥১৮৪॥

পাঞা, পাইয়া. আইনু, আসিলাম ॥১৭৭॥

যাহার, যে নি[illegible]নন্দের ॥১৭৮॥

"বৃন্দাবন যাহ তাঁহা সর্ব্বলভ্য হয়" এই ১৭৩ পয়ারোক্ত সর্ব্বলভ্য [illegible] বিস্তার করিতেছেন "যাহা হৈতে" ইত্যাদি। যাহা হৈতে, যে নি[illegible] হই[illegible], বা শ্রীনিত্যানন্দের যে কৃপা হইতে ॥১৭৯॥১৮০॥

ভক্তির সিদ্ধান্ত, শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত এবং শ্রীবৈষ্ণবতোষণী প্রভৃতি [illegible] [illegible]র্ণিত ভক্তিসিদ্ধান্ত। ভক্তির[illegible]প্রান্ত, শ্রীভক্তিরসামৃত[illegible]সিন্ধু প্রভৃতি [illegible] ভক্তিরস সীমা ॥[illegible]॥১৮২॥

পুরীষের, বিষ্ঠার লঘিষ্ঠ, নীচ (অপকৃষ্ট) ॥১৮৩॥

এমন নিঘৃণ মোরে কোন কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগত ভিতরে ॥১৮৫॥
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার ॥১৮৬॥
যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব উদ্ধারিল মোহেন দুরাচার ॥১৮৭॥
মোহেন পাপিষ্ঠ যে আনিল বৃন্দাবন।
মোহেন অধমেরে দিল শ্রীরূপ চরণ ॥১৮৮॥
শ্রীমদন গোপাল শ্রীগোবিন্দ দরশন।
কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন ॥১৮৯॥

মোর নাম, কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস নাম শুনিলে যে পুন্যক্ষয় হয়, তাহা নহে, [illegible]চলিত কথায় উহা বলিয়াছেন ॥১৮৪॥১৮৫॥

কৃপা অবতার, কৃপার মূর্ত্তি। মোহেন, মৎসদৃশ ব্যক্তি। যে আগে পড়ে, [illegible] তাঁহার অগ্রে পতিত হয়, অর্থাৎ তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করে।

[illegible]মত্ততাপ্রা[illegible] এবং কৃপাবতারত্বপ্রযুক্ত শ্রীনিত্যানন্দের নিকট উত্তমাধমের [illegible] না থাকায় আশ্রিত ব্যক্তি মাত্রকেই তিনি নিস্তার করেন, অতএব [illegible] হেতু) মাদৃশ ব্যক্তির অধমত্ব বিচার না করিয়াই তিনি আমাকে উদ্ধার [illegible]ন।

পূর্ব্বে ভ্রাতৃ ভর্ৎসন গুণকে শ্রীনিত্যানন্দ কৃপার প্রতি যে কারণ বলিয়াছেন [illegible] অকিঞ্চিৎকর বিবেচনায় উত্তমাদির বিচার করেন না, এইটীকে শ্রীনিত্যা-[illegible] কৃপারই মহিমা বলিলেন। অথবা শ্রীনিত্যানন্দোদ্দেশে ভ্রাতৃ ভর্ৎসনরূপ [illegible]তেই তিনি উদ্ধার করিয়াছেন ॥১৮৬॥১৮৭॥

[illegible], দে শ্রীনিত্যানন্দ-দয়া ॥১৮৮॥

বৃন্দাবন পুরন্দর মদন গোপাল।
রাস বিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র কুমার ॥১৯০॥
শ্রীরাধা ললিতাদি সঙ্গে রাস বিলাস।
মন্মথ মন্মথ রূপ যাহার প্রকাশ ॥১৯১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক ৩২ অং ২ শ্লোকঃ।

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥২১॥

উক্ত শ্রীমদনগোপালং বর্ণয়তি "বৃন্দাবন" ইত্যাদি। প্রতিমূর্ত্তিত্বেঽপি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমারত্বেন তস্য রাসবিলাসিত্বং ॥১৯০॥—॥১৯৩॥

সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ জগন্মোহনস্যাপি কামস্য মনস্যুদ্ভূতঃ কামঃ সাক্ষাত্তস্যাপি মোহক ইত্যর্থঃ। ইতি ভাবার্থদীপিকা ॥২১॥

তাসাং তথারুদতীনামধুনা মদ্দুঃসম্ভাবনয়া দৈন্যবিশেষেণাসাং মোহেন প্রাণা গতপ্রায়া ইতিতেন বিতর্ক্যমাণানামিত্যর্থঃ।—। সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ নানা বাসুদেবাদিচতুর্ব্যূহেষু যে সাক্ষান্মন্মথাঃ স্বয়ং কামদেবাঃ নতু শক্ত্যংশাবেশি প্রাকৃত মন্মথবদসাক্ষাদ্রূপাঃ তেষামপি মন্মথঃ মন্মথত্বপ্রবর্ত্তকঃ চক্ষুষশ্চক্ষুরিত্যাদিবৎ। ইতি তোষণী ॥২১॥

স্ময়মান মুখাম্বুজঃ পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ শৌরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তাসাং (গোপীনাং) আবিরভূৎ। ইত্যন্বয়ঃ ॥২১॥

"শ্রীরাধামদনমোহন" এই ১৯৩ পর পয়ার প্রমাণে শ্রীমদনগোপাল, [illegible] শ্রীরাধামদনমোহন। দরশন, দর্শন দেওয়াইলেন ইতিশেষ। শ্রীমদন[illegible] এবং শ্রীগোবিন্দ, এই দুইটী মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি* ॥১৮৯॥

---

* শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রকাশিত শ্রীমদনমোহন মূর্ত্তি এক্ষণ[illegible] আছেন। আর শ্রীরূপ গোস্বামী প্রকাশিত শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি এক্ষণে [illegible] আছেন।

স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ।
দুই পাশে রাধা ললিতা করেন সেবন ॥১৯২॥
নিত্যানন্দ দয়া মোরে তারে দেখাইল।
শ্রীরাধা মদনমোহন প্রভু করি দিল ॥১৯৩॥
মো অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ দরশন।
কহিবার কথা নহে অকথ্য কথন ॥১৯৪॥

"শ্রীমদনগোপাল" ইত্যত্রোক্তং শ্রীমদনগোপালং বর্ণয়িত্বা তত্রোক্তং ... বিন্দং বর্ণয়িতুমাহ "মোঅধমে" ইতি ॥১৯৪॥

... উদ্রেকবশত উক্ত শ্রীমদনগোপালের ... করিতেছেন "বৃন্দাবন" ... পুরন্দর, ইন্দ্র। প্রতিমূর্ত্তি শ্রীমদনগোপালের রাসবিলাসিত্ব প্রতি-... করিবার জন্য বলিতেছেন "সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার" ইতি। শ্রীমদনগোপাল ...রূপে তথায় বিরাজ করিলেও তিনি স্বয়ং সেই নন্দকুমার, অতএব ... হইলেও তিনি রাসবিলাসী। প্রতিমা ভগবন্মূর্ত্তি যে স্বয়ং মূর্ত্তি, ইহা ...সন্দর্ভের শালগ্রামাদির তত্তদ্ভগবদাকারধিষ্ঠানপ্রকরণে বলিয়াছেন, যথা—

"পরমোপাসকাশ্চ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরত্বেনৈব তাং পশ্যন্তি,
ভেদস্ফূর্ত্তের্ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ ... হি উচিতং।

অস্যার্থ। পরমোপাসকেরা সেই প্রতিমা মূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপে ... করেন। প্রতিমারূপে পরমেশ্বর হইতে ভেদস্ফূর্ত্তি হইলে প্রতিমা জ্ঞানে ... প্রতিমারূপে ভক্তি বিচ্ছেদ হওয়াতে উক্ত দর্শনই উচিত ॥১৯০॥

মন্মথ মন্মথ শব্দার্থ "তাসাং" এই পর শ্লোকের টীকাতে দৃষ্টি করিবেন ॥ ...॥১৯২॥

... শ্রীকৃষ্ণ পীতাম্বর ধারণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে সাক্ষাৎ মন্মথরূপে সেই গোপীকাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥২১॥

"মন্মথ মন্মথরূপ" ইহার প্রমাণ "সাক্ষান্মন্মথ মন্মথঃ" ॥২১॥

বৃন্দাবনে যোগ পীঠে কল্পতরু বনে।
রত্নমণ্ডপ তাহে রত্ন সিংহাসনে ॥১৯৫॥
শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্র নন্দন।
মাধুর্য্য প্রকাশি করেন জগত মোহন ॥১৯৬॥
বাম পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে।
রাসাদিক লীলা করেন প্রভু নানা রঙ্গে ॥১৯৭॥
যার ধ্যান নিজ লোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে করে উপাসন ॥১৯৮॥
চৌদ্দ ভুবনে যার সবে করে ধ্যান।
বৈকুণ্ঠাদি পুরে যার লীলা গুণ গান ॥১৯৯॥
যার মাধুরী করে লক্ষ্মী আকর্ষণ।
রূপ গোসাঞি করিয়াছেন সে রূপ বর্ণন ॥২০০॥

তমেব বর্ণয়তি "বৃন্দাবনে" ইত্যাদি ॥১৯৫॥—॥২০০॥

শ্রীমদনগোপালের দুই পার্শ্বে ॥১৯২॥

দয়া করিয়া বা দয়াই কর্ত্তা। তারে, শ্রীমদনগোপালকে অর্থাৎ শ্রীনি[illegible] দয়া শ্রীমদনমোহনকে দেখাইয়া আমার [illegible] করিয়া দিলেন ॥১৯৩॥

"শ্রীমদনগোপাল" এই ১৮৯ পয়ারেও শ্রীমদনগোপালের বর্ণনা [illegible] তৎপয়ারোক্ত শ্রীগোবিন্দের বর্ণনা করিবার জন্য বলিতেছেন "মো অধমে" ইতি। শ্রীগোবিন্দ মো অধমে (অধম আমাকে) দরশন দিল। [illegible] শ্রীনিত্যানন্দ দয়া-অধম আমাকে শ্রীগোবিন্দ দর্শন দেওয়াইলেন ॥১৯৪॥

শ্রীগোবিন্দের বর্ণনা করিতেছেন "বৃন্দাবনে" ইত্যাদি। রত্নমণ্ডপ, রত্ন[illegible] বিশ্রামগৃহ। প্রভু, শ্রীগোবিন্দ ॥১৯৫॥১৯৬॥১৯৭॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং ১১১ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মাপ্রেক্ষিষ্ঠা স্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গে হস্তি রঙ্গঃ ॥২২॥

স্ববাক্যমাধুরীদ্বারা পূর্ব্বমেবার্থপঞ্চকং অনুভাবয়ন্নাহ "স্মেরাং" ইত্যাদি ...। মা প্রেক্ষিষ্ঠা ইতি নিষেধব্যাজেনাবশ্যকবিধিরয়ং তদেতন্মাধুর্য্যেহনু-ভূয়মানে স্বয়মেব সর্ব্বমেব তুচ্ছং মংস্যসে। তস্মাদেনামেব পশ্যেত্যভিপ্রায় ইতি দুর্গমসঙ্গমনী ॥২২॥

হে সখে বন্ধু সঙ্গে যদি তব রঙ্গঃ অস্তি ইতঃ (ইতঃ গত্বা) স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়-পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং বংশীন্যস্তাধরকিশলয়াং চন্দ্রকেণ উজ্জ্বলাং গোবি-ন্দাখ্যাং হরিতনুং কেশিতীর্থোপকণ্ঠে মা প্রেক্ষিষ্ঠাঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥২২॥

যাঁর, যে শ্রীগোবিন্দের। নিজলোকে, ব্রহ্মলোকে। অর্থাৎ ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মলোকবাসী সকলে যাহার ধ্যান করেন। স্বলোকসহ ব্রহ্মা যাহার ধ্যানই করেন, কিন্তু সাক্ষাৎ দর্শন পায়েন না। ইহাতে শ্রীগোবিন্দ দর্শনের অতি দুর্লভত্ব বলা হইল ॥১৯৮॥

চৌদ্দ ভুবনে ধ্যান করাতে শ্রীগোবিন্দ রূপের সর্ব্ব মনোহরত্ব বলা হইল। বৈকুণ্ঠপুরে বৈকুণ্ঠনাথের লীলাগুণ গান না করিয়া শ্রীগোবিন্দের লীলাগুণ গান করাতে বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণাদি হইতে শ্রীগোবিন্দলীলা গুণের অধিক মহিমা বলা হইল ॥১৯৯॥

শ্রীনারায়ণ-প্রিয়তমা শ্রীলক্ষ্মীকেও আকর্ষণ করাতে শ্রীগোবিন্দ মাধুর্য্যের সর্ব্বাতিশায়ী সৌন্দর্য্য বলা হইল। সেরূপ বর্ণন, শ্রীগোবিন্দ রূপের বর্ণন ॥২০০॥

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র সুত ইথে নাহি আন।
যেবা অজ্ঞে করে তারে প্রতিমা হেন জ্ঞান ॥২০১॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকে পড়ে কি বলিব আর ॥২০২॥

এতৎগোবিন্দ প্রতিমূর্ত্তে কৃষ্ণবর্ণ ং সম্ভাবয়িতুং তস্য শ্রীনন্দনন্দনত্বং বদতি "সাক্ষাৎ" ইতি দ্বাভ্যাং। স্বয়ং শ্রীনন্দনন্দনত্বেন তস্য তৎসম্ভবেৎ ॥২০১॥—চ০ ॥

অহে ভাই পুত্রাদি বন্ধুজন সহবাসে যদি তোমার অভিলাষ থাকে, তবে তুমি এখান হইতে যাইয়া কেশী ঘাটের নিকটে বিরাজিত শ্রীগোবিন্দ নামে শ্রীমূর্ত্তিকে দর্শন করিও না। যে শ্রীমূর্ত্তি ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, বঙ্কিম বিশাল নয়ন, রক্তিমাধরদলার্পিতবংশী, ও ময়ূরপুচ্ছ পরিশোভিত ॥২২॥

এখানে নিষেধছলে দর্শনের অবশ্য বিধি দিয়াছেন। তবে কিনা শ্রীগোবিন্দ মাধুর্য্যানুভবে আপনিই সমস্ত তুচ্ছ মানিবে, অতএব তাহা দর্শন কর।

বর্ত্তমান শ্রীগোবিন্দ-পুরাতন মন্দিরে ঐ শ্রীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেন। তৎকালে তথায় অপর কোন নিদর্শন না থাকায় কেশী ঘাটের নিকট তাহার স্থিতি বলিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীগোবিন্দ রূপের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই প্রমাণ এই শ্লোক ॥২২॥

"শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন" ১৯৬ ইত্যাদি বাক্যে শ্রীগোবিন্দের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্বয়ং শ্রীনন্দনন্দনেই সম্ভব হয়, কিন্তু তৎপ্রতিমূর্ত্তিতে তাহা সম্ভব হয় না। এইজন্য সেই শ্রীমূর্ত্তির শ্রীনন্দনন্দনত্ব বলিতেছেন "সাক্ষাৎ" ইতি দুই পয়ারে। ইথে, ইহাতে। আন, অন্যথা অর্থাৎ প্রতিমূর্ত্তি ও স্বয়ং শ্রীনন্দনন্দন, ইহাতে অন্যথা নাই। সেই অপরাধে, প্রা মাজ্ঞানাপরাধে।

প্রতিমূর্ত্তি হইয়াও তিনি স্বয়ং শ্রীনন্দনন্দন, অতএব উক্ত বর্ণনা তাহাতে সম্ভব হয় ॥২০১॥২০২॥

হেন গোবিন্দ প্রভু পাইনু যাহা হইতে।
তাহার চরণ কৃপা কি পারি বলিতে ॥২০৩॥
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব মণ্ডল।
কৃষ্ণনাম পরায়ণ পরম মঙ্গল ॥২০৪॥
যার প্রাণধন নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ ভক্তি বিনু নাহি জানে অন্য ॥২০৫॥
সে বৈষ্ণবের পদরেণু তার পদছায়া।
অধমেরে দিল নিত্যানন্দ প্রভু দয়া ॥২০৬॥
তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয় প্রভুর বচন।
সেই সূত্র এই তার কৈল বিবরণ ॥২০৭॥

"বৃন্দাবন যাহ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়" ইত্যত্রোক্ত সর্ব্বলভ্য ইতি সূত্ররূপস্য শ্রীনিত্যানন্দবচনস্য বিবরণং "যাহা হৈতে পাইনু রূপ সনাতনাশ্রয়" ইত্যাদি বাক্যে কৃতং। শ্রীরূপসনাতনাদ্যাশ্রয় লাভ এব প্রভুক্তসর্ব্বলভ্যশব্দস্যার্থ ইতিভাবঃ ॥২০৭॥

হেন, এমন অর্থাৎ পূর্ব্ব বর্ণিত। যাহা হইতে, যে শ্রীনিত্যানন্দ-দয়া হইতে। তাহার, শ্রীনিত্যানন্দের ॥২০৩॥

বৈসে, বাস করেন ॥২০৪॥

যার, যে বৈষ্ণবমণ্ডলীর ॥২০৫॥

তার পদছায়া, সেই বৈষ্ণবমণ্ডলীর চরণাশ্রয় ॥২০৬॥

"তাঁহা ইতি। "বৃন্দাবন যাহ তাঁহা সর্ব্বলভ্য হয়" এই ১৭৩ পয়ারোক্ত 'সর্ব্বলভ্য এই যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বচন, এইটী সূত্রবাক্য অর্থাৎ সংক্ষেপ বাক্য। তার, সেই সূত্রবাক্যের বিস্তার কৈল (করিলাম)। তবে কিনা "যাহা হৈতে পাইনু রূপ সনাতনাশ্রয়" ১৭৯ ইত্যাদি বাক্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর,

সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবন আয়।
সেই সব লভ্য এই প্রভুর অভিপ্রায় ॥২০৮॥
আপনার কথা লেখি নির্লজ্জ হইঞা।
নিত্যানন্দ গুণে লেখায় উন্মত্ত করিঞা ॥২০৯॥
নিত্যানন্দ প্রভুর গুণ মহিমা অপার।
সহস্র বদনে শেষ নাহি পায় পার ॥২১০॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস ॥২১১॥

তত্র অন্যার্থং নিরাশয়িতুমাহ "সে সব" ইতি। শ্রীবৃন্দাবনমাগত্য ময়া যদ্যৎ লব্ধং অতিদুর্লভং তত্তৎ প্রভোরভিপ্রায়ং বিনা ন ভবেৎ অত প্রভুক্ত স লভ্যশব্দস্য স এবার্থ ইত্যর্থঃ ॥২০৮॥২০৯॥

শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বমুপসংহরতি "নিত্যানন্দ" ইতি। নিত্যানন্দগুণমহিম্নর শেষ-ত্বেন কিঞ্চিৎ বর্ণিতমিতিভাবঃ ॥২১০॥২১১॥

স্বরূপ বাক্য "সর্ব্বলভ্য" শব্দের অর্থ বিস্তার করিলাম। ইহাতে শ্রীরূপ সনাতনাদ্যাশ্রয় লাভই প্রভুক্ত "সর্ব্বলভ্য" শব্দার্থ ইতিভাব ॥২৬৭॥

উক্তার্থে অন্যার্থ নিরাশ করিতেছেন "সে সব" ইতি। আয়, আসিয়া। শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপাশ্রয় আদি এবং বৈষ্ণবপদছায়া লাভ এই অন্য যে সকল পাইলাম। সে সকল লাভ প্রভুর অভিপ্রায়েই হইয়াছে। অর্থাৎ অতি দুর্লভ উক্ত রূপাশ্রয়াদি লাভ করা প্রভুর অভিপ্রায় ব্যতীত সম্ভবে না। অতএব প্রভুক্ত "সর্ব্বলভ্য" শব্দের এতার্থই সাধু ॥২০৮॥

লজ্জা বিহীন হইয়া আপনার কথা (শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আমাকে স্বপ্নে দর্শন দেন ইত্যাদি কথা) লিখি অথবা শ্রীনিত্যানন্দ গুণই আমাকে উন্মত্ত করিয়া লেখান, তাই আমি তাহা লিখি। উন্মত্ত ব্যক্তির কোন বিবেচনা না থাকায় আপনার কথা লিখি ইতিভাব ॥২০৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বনিরূপণং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥৫॥*

ইতি আদৌ পঞ্চমঃ ॥৫॥

শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্বের উপসংহার করিতেছেন "নিত্যানন্দ" ইতি। গুণের মহিমা অথবা গুণ ও মহিমা। শেষ, শ্রীঅনন্তদেব। শেষদেব যখন শ্রীনিত্যানন্দ-গুণ মহিমার শেষ করিতে পারেন না, তখন আমি আর তাহার কি বর্ণনা করিব, তবে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র বর্ণনা করিলাম ইতিভাব।

অথবা শ্রীঅনন্তদেব অনন্তমুখে অনন্তকাল বর্ণনা করিয়াও শ্রীনিত্যানন্দ-গুণ মহিমার অন্ত না পাওয়াতে তাহার সম্পূর্ণ বর্ণনা অসম্ভব বিধায় কিঞ্চিৎমাত্র বর্ণনা করিলাম ইতিভাব ॥২১০॥২১১॥

ইতি আদি সুধাসঞ্চারিণী নাম ব্যাখ্যা পঞ্চম।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতং।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ॥১॥

জয় জয় কৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত মহাশয়॥১॥
পঞ্চ শ্লোকে কহিল এই নিত্যানন্দ তত্ত্ব।
শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈত আচার্য্য মহত্ত্ব॥২॥

বন্দেতমিতি। তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যং বন্দে নমস্কারং কুর্ব্বেঽহমিত্যর্থঃ। কথম্ভূতং অদ্ভুতং আশ্চর্য্যং চেষ্টিতং আচরণং যস্য তং। যস্য শ্রীমদ... প্রসাদাৎ প্রসন্নত্বাৎ অজ্ঞোঽপি শাস্ত্রাদ্যব্যুৎপন্নোঽপি তং শ্রীমদদ্বৈত... তত্ত্বং নিরূপয়েৎ বিনির্ণয়েৎ॥৬॥

অদ্ভুতচেষ্টিতং তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যং বন্দে। অজ্ঞঃ অপি যস্য প্র... তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ। ইত্যন্বয়ঃ॥১॥

নমঃ শ্রীগৌরগোপালায়। এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রথম পরিচ্ছেদের "মহাবিষ্ণু—" ও "অদ্বৈতং—" এই দুই শ্লোকের অর্থ করত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের তত্ত্ব বর্ণনা হইবে। সেই তত্ত্ব এই, শ্রীমহাবিষ্ণুর দ্বিতীয়রূপ যে শ্রী...

তথাহি শ্রীস্বরূপ গোস্বামি কড়চায়াং।

মহাবিষ্ণু র্জগৎকর্ত্তা ময়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায় মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥২॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥৩॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥৩॥
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য ॥৪॥

"মহাবিষ্ণু"রিতিপদ্যস্যার্থমাহ "অদ্বৈত" ইতি দ্বাভ্যাং ॥৩।৪॥

[illegible] শ্রীচৈতন্য সঙ্গে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য*। অর্থাৎ মহাবিষ্ণুর দ্বিতীয় রূপে [illegible] করেন যে অদ্বৈত, তিনিই শ্রীচৈতন্য সঙ্গে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য।

[illegible] ব্যাখ্যা। শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণানয়নরূপ আশ্চর্য্য কার্য্যকারী চির-[illegible] অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যাবতারের পূর্ব্ব হইতেই মহাবিষ্ণুর দ্বিতীয়রূপ অদ্বৈত [illegible] প্রসিদ্ধ শ্রীমান্ অদ্বৈতাচার্য্যকে আমি বন্দনা করি। যে অদ্বৈতের [illegible] মূর্খ ব্যক্তিও তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করে। শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব [illegible]রই [illegible] বর্ণনা করিব ইতিভাব ॥১॥

[illegible]দ্বয়ে, বক্ষ্যমাণ শ্লোকদ্বয়ে ॥২॥

"মহাবিষ্ণুঃ—" ও "অদ্বৈতং—" এই দুই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি প্রথম [illegible]োক্ত ১২ ও ১৩ শ্লোকে দৃষ্টি করিবেন ॥২।৩॥

"মহাবিষ্ণুঃ" এই উক্ত শ্লোকের অর্থ করিতে প্রথমতঃ [illegible] "ঈশ্বরঃ"

---

* পূর্ব্বে এবং পরে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য সঙ্গে এই দুই সময়েই অদ্বৈত নাম।

যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি করেন মায়ায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় ॥৫॥
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশে।
এক এক মূর্ত্ত্যে করেন ব্রহ্মাণ্ড প্রবেশে ॥৬॥
সে পুরুষের অংশ অদ্বৈত নাহি কিছু ভেদ।
শরীর বিশেষ তার নাহিক বিচ্ছেদ ॥৭॥

উক্তমেবার্থং বিশদয়তি "যে পুরুষ" ইত্যাদি "অংশ না কহিয়া" ইত্যা
৫॥৬॥৭॥

শব্দের অর্থ করিতেছেন "অদ্বৈত" ইতি। মহাবিষ্ণুর শরীর বিশেষ শ্রী
এজন্য তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। যাহার, ঈশ্বর যে অদ্বৈতের ॥৩॥

অবশিষ্ট ঐ শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "মহাবিষ্ণু" ইতি। তাঁর, মহা
সাক্ষাৎ অবতার, শরীর বিশেষ। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাবিষ্ণুর শরীর
এইটী তাহার তত্ত্ব ॥৪॥

উক্তার্থ বিশদ করিতেছেন "যে পুরুষ" ইত্যাদি "অংশ না কহিয়া"
দ্বারা। পুরুষের কোন বিশেষ উল্লেখ না থাকায় পুরুষ বলিতে এস্থলে
পুরুষ মহাবিষ্ণু।

"বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতং" ইতি কুমারসম্ভব ২
শ্লোক। অস্যার্থ কোন কারণবশতঃ যদি বিষবৃক্ষকেও বৃদ্ধি করে, তথাপি
স্বয়ং ছেদন করা অযোগ্য।

উক্ত প্রমাণে সৃষ্টি ও স্থিতি করিয়া স্বয়ং প্রলয় করা মহাবিষ্ণুর
বিধায় এবং ভিন্নাংশ রুদ্ররূপে প্রলয় করায় এখানে মহাবিষ্ণুর প্রল
বলেন নাই জানিবেন।

মায়ায়, মায়াদ্বারা। সৃষ্টি ও স্থিতির প্রকার বলিতেছেন "অনন্ত
লীলায়, বিনা পরিশ্রমে। অথবা জীববৎ প্রাধীন না হইয়া সৃষ্ট্যা
সেইটী তাহার লীলা মাত্র। ইচ্ছায়, স্বাধীন ভাবে।

সহায় করেন তাঁর লইঞা প্রধান।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মাণ ॥৮॥
জগত মঙ্গলাদ্বৈত মঙ্গল গুণধাম।
মঙ্গল চরিত্র সদা মঙ্গল যার নাম ॥৯॥
কোটি অংশ কোটি শক্তি কোটি অবতার।
এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার ॥১০॥

মহাবিষ্ণুকৃতব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টৌ অদ্বৈতোযৎসাহায্যং করোতি ইত্যেতৎ তস্ত কার্য্যং ॥৮॥৯॥১০॥

সে পুরুষ, মহাবিষ্ণুর। তবে কিনা লীলাবশতঃ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে ইচ্ছার অনন্ত মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া স্বসৃষ্ট অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এক এক অন্তর্য্যামিরূপে অর্থাৎ গর্ভোদশায়িরূপে প্রবেশ করত স্থিতি করেন। এইরূপে সৃষ্টি স্থিতি কর্ত্তা যে মহাবিষ্ণু, তাঁহার অংশ শ্রীঅদ্বৈত। ঐ অংশটী সামান্য নহে কিন্তু তাহার শরীর বিশেষ, তবে কিনা শ্রীঅদ্বৈত মহাবিষ্ণুর শরীর বিশেষ, এইটী শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব ॥৫॥৬॥৭॥

সেই অদ্বৈত প্রধান (প্রকৃতি) লইয়া ইচ্ছামত কোটী ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করত তাঁর (বিষ্ণুর) সৃষ্টি কার্য্যে সহায়তা করেন, এইটী অদ্বৈতের কার্য্য ॥৮॥

"অদ্বৈতো যঃ সদাশিবঃ" এই গৌরগণোদ্দেশদীপিকার ১১ শ্লোক প্রমাণে শ্রীঅদ্বৈত সদাশিব। শিব শব্দে মঙ্গল, ইহাতে বলিতেছেন "জগত মঙ্গলাদ্বৈত" ইত্যাদি। যার, যে অদ্বৈতের। সদামঙ্গল, সদাশিব ॥৯॥

"কোটি" ইতি। কোটি অংশাদি লইয়া পুরুষ কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। ইহাতে অদ্বৈত-সাহায্য ব্যতীত মহাবিষ্ণু সৃষ্ট্যাদি করিতে না পারেন, তাহা নয়; তবে কোটি অংশাদি লইয়া তিনি সৃষ্টি করেন বলিয়াই তদংশ অদ্বৈত তাঁহার সহায়তা করেন ॥১০॥

মায়া যৈছে দুই অংশ নিমিত্ত উপাদান।
মায়া নিমিত্ত হেতু, উপাদান প্রধান ॥১১॥
পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি হইঞা।
বিশ্ব সৃষ্টি করে নিমিত্ত উপাদান হৈঞা ॥১২॥
আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত কারণ।
অদ্বৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ ॥১৩॥
নিমিত্তাংশে করেন তেহো মায়ায় ঈক্ষণ।
উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ॥১৪॥

"যে পুরুষ" ইত্যাদি পদ্যেন পুরুষো মহাবিষ্ণুঃ মায়য়া সৃষ্টিস্থিতী করোতি অদ্বৈতস্তু তত্র সাহায্যং করোতি ইতি যদুক্তং তদেব বিবৃণোতি "মায়া" ইতি চতুর্ভিঃ। ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্ট্যর্থং পুরুষঃ ঈক্ষণেনৈব গুণত্রয়সাম্যাং মায়াং ক্ষোভয়...

"যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি" ৫ ইত্যাদি পয়ারে "পুরুষ (মহাবিষ্ণু) সৃষ্টি স্থিতি করেন, আর অদ্বৈত ঐ সৃষ্টি স্থিতি বিষয়ে সাহায্য করেন" এই যাহা বলিয়াছেন সেইটাই বিস্তাররূপে বলিতেছেন "মায়া" ইতি চারি পয়ারে। নিমিত্ত কারণ, ঘটের প্রতি যেমন চক্র ও দণ্ডাদি। উপাদান কারণ, ঘটের প্রতি যেমন মৃত্তিকা। সত্ত্বাদি ত্রিগুণ সাম্যাবস্থা মায়া। আর সেই মায়ার সত্ত্বাদি গুণত্রয় ... বিশেষকে প্রধান বলে। মায়ার নিমিত্তও উপাদান এই দুই অংশের ... বিচার ভগবৎসন্দর্ভে ১০৩ অঙ্কে দৃষ্টি করিবেন।

পুরুষ, মহাবিষ্ণু, পুরুষের লক্ষণ এই, পরমেশ্বরের যে অংশ প্রকৃতি... বিশিষ্ট প্রায়, এবং প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করা যাহার প্রথম ক্রিয়া, এবং ... হইতে নানাবতার হয়, তিনি পুরুষ। ঈশ্বর, অদ্বৈত। অর্থাৎ পুরুষই ... ও অদ্বৈত, এই দ্বিমূর্ত্তি। নারায়ণ, পুরুষ

যদ্যপি সাংখ্য মানে প্রধান কারণ।
জড় যইতে কভু নহে জগত সৃজন ॥১৫॥
নিজ সৃষ্টি শক্তি প্রভু সঞ্চারি প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়েত নির্ম্মাণে ॥১৬॥
অদ্বৈতরূপে করে শক্তি সঞ্চারণ।
অতএব অদ্বৈত হয়েন মুখ্য কারণ ॥১৭॥
অদ্বৈত আচার্য্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
তাঁর এক এক মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা ॥১৮॥

অদ্বৈতস্য কোভিতয়া তয়া মায়য়া ব্রহ্মাণ্ডং সৃজতীত্যর্থঃ। পুরুষলক্ষণং যথা সংক্ষেপ ভাগবতামৃতে। "পরমেশাংশরূপো যঃ প্রধানগুণভাগিব। তদীক্ষাদি কৃতির্নানাবতারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ" ইতি। টীকা চ তস্মিন্ প্রধানে ঈক্ষং ঈক্ষণং আদিকৃতিঃ প্রথমক্রিয়া যস্য মহাবিষ্ণোঃ। নানাবতারো যস্মাৎ ॥১৭॥—॥১৮॥

উক্ত চারি পয়ারের ফলিতার্থ এই, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি নিমিত্ত মহাবিষ্ণু নিমিত্ত অংশে অর্থাৎ সত্ত্বাদি ত্রিগুণ সাম্যাবস্থা মায়ার রজোগুণ বৃদ্ধি করেন। আর অদ্বৈত উপাদানমায়া দ্বারা অর্থাৎ পুরুষ ঈক্ষণবর্দ্ধিত রজোগুণ সেই মায়া দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করেন। যেমন এক স্ত্রীরই সাম্য রজঃ ও বর্দ্ধিত রজঃ এই দুইটী অবস্থা। যেমন পুরুষ বর্দ্ধিত রজোবস্থাপন্না স্ত্রীর দ্বারা সন্তানাদি উৎপাদন করে ॥১৭॥—॥১৪॥

"যদ্যপি" ইত্যাদি তিনটী পয়ার অনেক পুস্তকে দেখা যায় না। যাহা হউক, উহা এখানে অসঙ্গত নহে। সাংখ্য মতের বিস্তার আদির পঞ্চমোক্ত "যেই ত মায়ার" এই ৫০ পয়ার ব্যাখ্যায় দৃষ্টি করিবেন।

প্রভু, মহাবিষ্ণু অদ্বৈতরূপে জড়রূপা প্রকৃতিতে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করাতে অদ্বৈতই ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির মুখ্য কারণ ॥১৫॥১৬॥১৭॥

তাঁর, শ্রীঅদ্বৈতের এক এক মূর্ত্তি, গর্ভোদশায়ীরূপ এক এক মূর্ত্তি। অন্য পাঠ থাকিলে, মহাবিষ্ণুর এক এক মূর্ত্তি ॥১৮॥

সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ অদ্বৈত।
অঙ্গ শব্দে অংশ করি কহে ভাগবত ॥১৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ১৪ অং ১৪ শ্লোকঃ।

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনা
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥৫॥

ঈশ্বরের অঙ্গ অংশ চিদানন্দময়।
মায়ার সম্বন্ধ নাহি এই শ্লোকে কয় ॥২০॥
অংশ না কহিয়া কেনে কেনে কহে অঙ্গ।
অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ ॥২১॥

মুখ্য অঙ্গ মুখ্যাংশঃ শরীরবিশেষ ইত্যর্থঃ ॥১৯॥

ব্রহ্মাণ্ডস্রষ্টৌ অদ্বৈতস্য মায়াসম্বন্ধরাহিত্যমাহ "ঈশ্বরের" ইতি। চি… মরত্বেন ন তস্য তত্র মায়াসম্বন্ধঃ ॥২০॥২১॥

সেই নারায়ণের, পূর্ব্বোক্ত মহাবিষ্ণুর। মুখ্য অঙ্গ, প্রধানাংশ … স্বরূপভূত বা শরীরবিশেষরূপ অংশ। "মুখ্য অঙ্গ" এই অঙ্গ শব্দে… করিতেছেন "অঙ্গ শব্দে" ইতি। অঙ্গ শব্দের অর্থ অংশ ॥১৯॥

"নারায়ণঃ" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদোক্ত নব… দৃষ্টি করিবেন। "অঙ্গ শব্দে অংশ—" ইহার প্রমাণ "নারায়ণোঽঙ্গং" …

মায়া দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেও শ্রীঅদ্বৈতের সেই মায়া সম্বন্ধ… বলিতেছেন "ঈশ্বরের" ইতি। অঙ্গ অংশ, প্রধানাংশ বা অঙ্গ বলিতে প্র… আর অংশ বলিতে অপরাংশ. অর্থাৎ অঙ্গ ও অংশ

যেমন আলোকাংশের অন্ধকার সম্বন্ধ নাই, তদ্রূপ চিদানন্দ ঈশ…

মহাবিষ্ণুর অংশ* অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরের অভেদ তেঞি† অদ্বৈত পূর্ব্ব নাম ॥২২॥
পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব বিশ্বের সৃজন।
অবতরী কৈল এবে ভক্তি প্রবর্ত্তন ॥২৩॥
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান।
গীতা ভাগবতে করি অর্থের ব্যাখ্যান ॥২৪॥
ভক্তি উপদেশ বিনু নহে তাঁর কার্য্য।
দুই নাম মিলনো হৈল অদ্বৈত আচার্য্য ॥২৫॥

প্রথম শ্লোকস্যার্থ [illegible]। দ্বিতীয়স্য "অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎ" ইত্যস্যার্থমাহ "মহাবিষ্ণুর" ইতি ॥২২॥

"আচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ" ইত্যস্যার্থমাহ "পূর্ব্বে" ইতি সার্দ্ধদ্বয়েন ॥২৩॥—॥২৬॥

[illegible] মায়া সম্বন্ধ নাই ইত্যর্থ। এই শ্লোকে, "ন তদৈব মায়া" এই উক্ত শ্লোকের [illegible] উহার অর্থ করিয়াছেন এই "তস্য তব অঙ্গং সত্যমেব নতু মায়া [illegible]িক মিত্যর্থঃ"। অস্যার্থ, ভগবদঙ্গ (ভগবদংশ) মায়িক নহে ॥২০॥

কেবল অংশ হইতে অঙ্গরূপ অংশ অন্তরঙ্গ, এইজন্য পূর্ব্ব পয়ারে বা "[illegible]" এ শ্লোকে কেবল অংশ না বলিয়া অঙ্গ বলিয়াছেন ॥২১॥

শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব বর্ণনার প্রথম শ্লোক "মহাবিষ্ণুঃ" ইহার অর্থ করিয়া দ্বি[illegible] [illegible] "অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎ" ইহার অর্থ করিতেছেন "মহাবিষ্ণুর" ইতি। [illegible]বিষ্ণুর সহিত অভেদত্ব বিধায় অদ্বৈত, এইটীকে অদ্বৈত নামের সার্থকতা [illegible]নিবেন। পূর্ব্ব নাম, চিরপ্রসিদ্ধ নাম। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-সহিত অবতারের পূর্ব্ব হইতেই অদ্বৈত নাম ॥২২॥

---

* "মহা অংশ" ইতি কোথাও পাঠ।
† "অতএব" ইতি কোথাও পাঠ।

বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য্য।
অতএব হইবে নাম অদ্বৈত আচার্য্য ॥২৬॥
কমল নয়নের যাতে তেঁহো অঙ্গ অংশ।
কমলাক্ষ করি ধরে নাম অবতংস ॥২৭॥
ঈশ্বরের সারূপ্য পায় পারিষদগণ।
চতুর্ভুজ পীত বাস যৈছে নারায়ণ ॥২৮॥
অদ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বরের অংশ বর্য্য।
তাঁর তত্ত্ব নাম গুণ সকল আশ্চর্য্য ॥২৯॥

নামপ্রসঙ্গেনৈব অদ্বৈতস্য নামান্তরমাহ "কমল" ইতি ॥২৭॥

নমু মহাবিষ্ণোর্কমলনয়ননাম কথং তদংশস্য শ্রী অদ্বৈত ইতি চেত্তত্র "ঈশ্বরের" ইতি দ্বাভ্যাং। ঈশ্বরপারিষদানাং যদি তৎসারূপ্যলাভঃ তর্হি শ্রীঅদ্বৈতস্য তন্নামলাভে কাবার্ত্তা যতঃ সঃ তস্য প্রধানাংশঃ তথা তস্য তত্ত্বাদিকং আশ্চর্য্যাঃ ইত্যর্থঃ ॥২৮॥২৯॥

দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত "আচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ ইহার অর্থ করিতেছেন "পূর্ব্ব" ইতি সার্দ্ধ দুই পয়ারে। এবে, শ্রীচৈতন্যসঙ্গে। জগতে ভক্তি শিক্ষা যেরূপে হয়, এরূপ আচরণ করাতে নাম হইয়াছে আচার্য্য। এইটী আচার্য্য নামের সার্থকতা জানিবেন।

দুই নাম মিলনে, অদ্বৈত ও আচার্য্য এই দুই নাম মিলনে। তবে সকল লোকে দুই নাম এক করিয়া অদ্বৈত আচার্য্য বলে ॥২৩॥২৪॥২৫॥

এবং তেঁহো (অদ্বৈত) বৈষ্ণবের গুরু, অর্থাৎ আচরণ দ্বারা বৈষ্ণব শিক্ষক, এবং আচরণ প্রভাবে জগতের গুরুমান্য, এই হেতু হইবে (শ্রীচৈতন্যসঙ্গে) অদ্বৈতের আর একটী নাম আচার্য্য ॥২৬॥

নাম বর্ণনা প্রসঙ্গ ক্রমে অদ্বৈতের নামান্তর বলিতেছেন "কমল" ইতি। কমল নয়নের, মহাবিষ্ণুর। তেঁহো অদ্বৈত ॥২৭॥

যাঁহার তুলসী জলে যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিত চৈতন্যের অবতারে ॥৩০॥
যার দ্বারে কৈল প্রভু জগত নিস্তার।
যার দ্বারে কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার ॥৩১॥
আচার্য্য গোসাঞির গুণ মহিমা অপার।
জীব কীট কাঁহা তার পাইবেক পার ॥৩২॥
আচার্য্য গোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ।
আর এক অঙ্গ তার প্রভু নিত্যানন্দ ॥৩৩॥
প্রভুর উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
হস্ত মুখ নেত্র অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র সম ॥৩৪॥
এই সব লঞা চৈতন্য প্রভুর বিহার।
এই সব লঞা করেন বাঞ্ছিত প্রচার ॥৩৫॥

অথ তস্য গুণমহিমানং বর্ণয়তি "যাঁহার" ইতি ত্রিভিঃ ॥৩০॥৩১॥৩২॥

"স্বগণাবতারং" ইত্যস্যার্থং বদন্ তত্রাদৌ শ্রীঅদ্বৈতস্য ভক্তত্বং প্রতিপাদয়তি "আচার্য্য" ইত্যাদি ॥৩৩—॥৩৫॥

মহাবিষ্ণুর কমলনয়ন নাম তদংশ শ্রীঅদ্বৈতের হয় কিরূপে? ইহাতে বলিতেছেন "ঈশ্বর" ইতি দুই পয়ারে। সারূপ্য পায়, চতুর্ভুজত্বাদি প্রাপ্ত হয় ঈশ্বরের পারিষদগণ যদি তাহার সারূপ্য প্রাপ্ত হনেন, তাহা হইলে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সেই নাম প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আর কথা কি আছে, যেহেতু তিনি তাঁর প্রধানাংশ এবং তাহার তত্বাদিও অতি আশ্চর্য্য ইত্যর্থ ॥২৮॥২৯॥

মহাবিষ্ণুর কমলনয়ন নামে অদ্বৈতের কমলাক্ষ (কমলনয়ন) নাম হওয়াতে নামের মহিমা বলা হইল। গুণ মহিমা বলিতেছেন "যাঁহার" ইতি তিন

মাধবেন্দ্র পুরীর ইহোঁ শিষ্য এই জ্ঞানে॥
আচার্য্য গোসাঞিকে প্রভু গুরু করি মানে ॥৩৬॥
লৌকিক লীলাতে ধর্ম্ম, গুরুমর্য্যাদা স্থাপন।
স্তুতি ভক্ত্যে করেন তাঁর চরণ বন্দন ॥৩৭॥

মাধবেন্দ্রপুরিশিষ্যজ্ঞানেনৈব সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীচৈতন্যঃ অদ্বৈতং গুরুং ... তথা লৌকিকলীলায়াং গুরুমর্য্যাদাস্থাপনার্থ মেবস্তুত্যাদিনা অদ্বৈতস্য ... বন্দনং করোতি নতু তত্ত্বদৃষ্ট্যা ইতিভাবঃ ॥৩৬॥৩৭॥

পয়ারে। যাঁহার, যে অদ্বৈতের। অবতারে, অবতীর্ণ করান। শ্রীচৈতন্যা... চরণাদি শ্রীঅদ্বৈতের গুণ মহিমা ॥৩০॥৩১॥৩২॥

শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ববর্ণনার দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত "ভক্তাবতারং" ইহার অর্থ ... প্রথমতঃ শ্রীঅদ্বৈতের ভক্তত্ব অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈতকে গুরুভক্তি— ... তিনি ভক্ত হয়েন কিরূপে। এজন্য অগ্রে তাহার ভক্তত্ব প্রতিপাদন ... "আচার্য্য" ইত্যাদি। শ্রীচৈতন্য গুরুভক্তি করিলেও শ্রীঅদ্বৈত ... তাহার ভক্তাভিমান করেন, অতএব তিনি ভক্ত। এইটীই এ ... তাৎপর্য্য।" হস্ত মুখ—" এই পর বাক্য প্রমাণে, এখানে অঙ্গ শব্দের ... অর্থাৎ হস্ত আদি অঙ্গ যেমন স্বকার্য্য সাধন করে, তদ্রূপ শ্রী... শ্রীচৈতন্যের কার্য্য সাধন করেন। নচেৎ শ্রীঅদ্বৈত মহাবিষ্ণু... (মুখ্যাংশ) ॥৩৩॥

উপাঙ্গ, চক্রাদি (সুদর্শন চক্রাদি) তুল্য ॥৩৪॥

এই সব লঞা, শ্রীঅদ্বৈতাদি লইয়া। বাঞ্ছিত প্রচার, নাম প্রেম প্র...

"মাধবেন্দ্র" ইতি প্রভু, শ্রীচৈতন্য। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ... ইহার শিষ্য শ্রীচৈতন্য ... পরম গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্যত্ব বিধায় ... শ্রীচৈতন্যের গুরুতুল্য হওয়াতে তিনি (শ্রীচৈতন্য) তাহাকে ... মানিতেন। তবে কিনা স্বপারিষদ মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীমাধবেন্দ্র... বলিয়াই সর্ব্বেশ্বর শ্রীচৈতন্য তাহাকে গুরু করিয়া মানিতেন।

চৈতন্য গোসাঞিকে আচার্য্য করেন প্রভু জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান ॥৩৮॥
সেই অভিমান সুখে আপনা পাসরে।
কৃষ্ণ দাস হও জীবে উপদেশ করে ॥৩৯॥
কৃষ্ণ দাস অভিমান যে আনন্দ সিন্ধু।
কোটি ব্রহ্ম সুখ নহে তার এক বিন্দু ॥৪০॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যয়োরেকত্ব বিবক্ষয়া কচিৎ কৃষ্ণঃ কচিৎ চৈতন্য ইত্যুক্তং ... তাঁর দাস অভিমান" তথা "কৃষ্ণদাস" ইতি বাক্যদ্বয়ং ন সম্ভবেৎ ॥৩৮॥ ...

এবং লোক শিক্ষায় গুরু-মর্য্যাদা স্থাপন ধর্ম্ম শিক্ষার নিমিত্তই স্তুত্যাদি ... তাঁহার চরণ বন্দনা করেন কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতের তত্ত্ব জ্ঞানে নহে। কেননা শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপতঃ শ্রীচৈতন্যভক্ত।

লোক শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈতকে গুরু করিয়া মানিলেও তিনি ভক্তাবতার, এই সিদ্ধান্ত বলিবার জন্য এখানে "মাধবেন্দ্র" এই উক্ত বাক্য বলিয়াছেন জানিবেন ॥৩৬॥৩৭॥

আচার্য্য, শ্রীঅদ্বৈত। তাঁর, শ্রীচৈতন্যের। পরমগুরু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী শিষ্য বিধায় শ্রীঅদ্বৈতকে শ্রীচৈতন্য গুরুভক্তি করিলেও অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যকে প্রভু জানিয়া আপনাকে তাঁর দাস অভিমান করেন। এবং সেই অভিমান সুখে অর্থাৎ চৈতন্য-দাসাভিমান সুখে জীবকেও কৃষ্ণদাস হইতে উপদেশ করেন। ... "কৃষ্ণদাস" ইতি। কৃষ্ণদাস অভিমান মাত্রে সর্ব্বাধিক আনন্দ থাকায় জীবকে তাহা উপদেশ করেন ইত্যর্থ। পরম দয়ালুত্ব প্রযুক্ত জীবকেও নিজ সম্পদ উপদেশ করেন ইতিভাব।

শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য একই বস্তু, এই অভিপ্রায়ে কোথাও কৃষ্ণ কোথাও

মুঞি যে চৈতন্য দাস আর নিত্যানন্দ।
দাস ভাব সম নাহি অন্যত্র আনন্দ ॥৪১॥
পরম প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তেহোঁ দাস্য সুখ মাগে করিয়া মিনতি ॥৪২॥
দাস্য ভাবে আনন্দিত পারিষদগণ।
বিধি ভব নারদাদি শুক সনাতন ॥৪৩॥
নিত্যানন্দ অবধূত সভাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্য প্রেমে হৈলা পাগল ॥৪৪॥

দাসভাবে আনন্দাধিক্যমেব ঈশ্বরস্যাপি শ্রীঅদ্বৈতস্য ভক্তাবতারত্বে ... মেতদপ্যত্রো... মিতিজ্ঞেয়ং ॥৪১॥

চৈতন্য বলিয়াছেন। অথবা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেও ... ভজনীয়, এই অভিপ্রায়ে ঐ দুইই বলিয়াছেন। নচেৎ আপনি চৈতন্য ... ভিমানী হইয়া কৃষ্ণদাস হইবার উপদেশ দেওয়া সম্ভবে না।

ভজন প্রকার আদির অষ্টমে "চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়ি ... এ... পয়ার ব্যাখ্যায় ব্যক্ত হইবে ॥৩৮॥ ... ৪০॥

নিজের আচরণ থাকিলেই অন্যের তৎবাক্যে বিশ্বাস হয়, এজন্য ... কৃষ্ণদাস হইবার উপদেশে বিশ্বাস জন্য বলেন "মুঞি" ইতি। মুঞি, ... ব্রহ্মানন্দাদি অপর আনন্দ হইতে কৃষ্ণদাসানন্দই অধিক, এই জন্য ... শ্রীচৈতন্য পারিষদ সকলই তাঁহার দাস, অতএব জীব সকল তোমরাও দাস হও ইত্যর্থ।

শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বর হইলেও ভক্তভাবে সর্ব্বাধিক আনন্দই তাঁহার ভক্তা... কারণ হইয়াছে, ইহাও এখানে বলা হইল, এবং শ্রীচৈতন্য ... কৃতত্বের ... ভাবে ঐ কারণ জানিবেন ॥৪১॥

শ্রীনিবাস হ দাস রাম গদাধর।
মুরারি মুকুন্দ চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর ॥৪৫॥
এ সব পণ্ডিত লোক পরম মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত ॥৪৬॥
এই মত নাচে গায় করে অট্টহাস।
লোকে উপদেশে হও চৈতন্যের দাস ॥৪৭॥
চৈতন্য গোসাঞি মোরে করে গুরু জ্ঞান।
তথাপিহ মোর হয় দাস অভিমান ॥৪৮॥

লক্ষ্মী স্বরূপশক্তিবৃত্তিরপি অত্র লক্ষ্মীপদেন সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধা জ্ঞেয়া এতৎ প্রকরণে তদৌচিত্যাৎ ॥৪২॥—॥৪৭॥

চৈতন্য গোসাঞিকে আচার্য্য" ইত্যাদিনা যদুক্তং তদেব শ্রীঅদ্বৈত বাক্যেন দর্শি "চৈতন্য" ইত্যাদি "চৈতন্যের দাস মুঞি" ইত্যন্তেন ॥৪৮॥

দাস ভাব" এই উক্ত বাক্য অর্থাৎ সর্ব্বানন্দ হই দাস ভাবেই অধিক আনন্দ এইটী প্রতিপন্ন করিবার জন্য বলিতেছেন "পরম" ইত্যাদি। লক্ষ্মী স্বরূপ শক্তি হইলেও এবং নারায়ণের পরম প্রেয়সী ও তাহার হৃদয়ে বসতি নিমিত্ত আনন্দ থাকিলেও তিনি দাস্যসুখ বাঞ্ছা করেন। অ লক্ষ্মী শব্দে সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রেয়সী হইলেও অপর পূর্ব্ববৎ।

সনাতন উপলক্ষণে সনাতন, সনক, সনন্দন ও সনৎকুমার। অবধূত, সন্ন্যাসী বিশেষ। সভাতে, সকল পারিষদ মধ্যে। আগল, অগ্রগণ্য অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে।

এখানে বলা হইল এই, লক্ষ্মী দাস্যসুখ বাঞ্ছা করায়, বিধি প্রভৃতি দাস্যভাবে আনন্দিত হওয়ায়, নিত্যানন্দ দাস্যপ্রেমে পাগল হওয়ায়, শ্রীনিবাসাদি পরম পণ্ডিত লোক সকল দাসভাবে উন্মত্ত হওয়ায়, অপর সর্ব্বানন্দ হইতে শ্রীচৈতন্য

কৃষ্ণ প্রেমের এক এই অপূর্ব্ব স্বভাব।
গুরু সম লঘুর করায় দাস ভাব ॥৪৯॥
ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ ॥৫০॥

নন্থ গুরুবর্গস্য তব কথং দাসাভিমান ইত্যত্রাহ "কৃষ্ণ" ইতি। কৃষ্ণ প্রে অপূর্ব্ব স্বভাবেনৈব স ভবেদিত্যর্থঃ। "সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ" ইত্যনেন কৃষ্ণদা এব চৈতন্যদাসা ইতিবক্তুমেতৎ পদ্য মুক্তং ॥৪৯॥৫০॥

দাসভা অধিক আনন্দ আছে, নচেৎ লক্ষ্মী প্রভৃতির উহা সম্বন্ধে না ৩২॥—॥৪৬॥

স্ববাক্যের উপসংহার করিতেছেন এই মত ইতি। এই মত, শ্রীচৈতন্য ভাবে উন্মত্ত করাতে। শ্রীঅদ্বৈত নৃত্যাদি করেন, এবং লোকে ইতি প্রকরণ মধ্যে "কৃষ্ণদাস হও" ৩৯ বলাতে উপসংহারে "হও চৈতন্যের বাক্যটী পৃথগুক্তি নহে, কেননা "হও চৈতন্যের দাস" বলাতে কৃষ্ণদাস হ নিষেধ আশঙ্কা হইতে পারে না, এতদ্‌বিষয়ক সিদ্ধান্ত পর পরিচ্ছেদো তিন প সর্ব্বারাধ্য" এই ১৫ পয়ার ব্যাখ্যায় ব্যক্ত হইবে ॥৪

"চৈতন্য গোসাঞিকে আচার্য্য—" ইত্যাদি বাক্যে যাহা বলি সেইটীকেই শ্রীঅদ্বৈত বাক্যে দৃঢ় করিতেছেন. অথবা উক্ত বাক্য শ্রী বাক্যে বিশদ করিতেছেন "চৈতন্য" ইত্যাদি "চৈতন্যের দাস মুঞি—" দ্বারা।" মোরে, শ্রীঅদ্বৈতকে। দাস, শ্রীচৈতন্যের দাস। এই পয়ার "চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস" এই পয়ার পর্য্যন্ত শ্রীঅদ্বৈ জানিবেন ॥৪৮॥

গুরুবর্গ তোমার (অদ্বৈতের) দাসাভিমান হয় কিরূপে? ইহাতে বলি "কৃষ্ণ" ইতি। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের গুরু কি সম না থাকায় এস্থলে গুরু ভাব সম ভাববান্ ব্যক্তি বলিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের অলৌকিক স্বভাব

অন্যের কা কথা ব্রজে নন্দ মহাশয়।
তাঁর সম আর কেহো কৃষ্ণের গুরু নয়॥৫১॥
শুদ্ধ বাৎসল্য ঈশ্বর জ্ঞান নাহি তার।
তাহা কেহো প্রেমে করায় দাস্য অনুকার॥৫২॥

"গুরু সম লঘু" ইত্যত্রোক্তস্য গুরো কৃষ্ণদাসভাবে প্রমাণং দর্শয়তি "অন্যের" ইতি॥—॥৫৫॥

সম ও লঘু (কনিষ্ঠ), এই তিনেরই অর্থাৎ সকলকেই দাসভাব করায়। অর্থাৎ লোকে যাহা সম্ভবে না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের অলৌকিকত্ব বিধায় গুরুবর্গ শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীচৈতন্যদাসাভিমান হয়।

"সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি" এই পর পয়ার প্রমাণে অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণদাস হওয়াতে সুতরাং শ্রীচৈতন্যের দাস, এইটী বলিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদাসত্ব বর্ণনা প্রকরণে "কৃষ্ণপ্রেমের" ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন, নচেৎ এ বাক্য অপ্রাসঙ্গিক দোষ হয় জানিবেন॥৪৯॥

ইহার প্রমাণ, গুর্বাদির দাসভাব প্রকরণে প্রমাণ। যাতে যে দাসভাবে। শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র। মহদনুভব, শ্রীনন্দাদি মহদনুভব। ইহা পর পর প্রমাণ বাক্যে ব্যক্ত হইবে॥৫০॥

পূর্ব পয়ারোক্ত "গুরু সম লঘু" এই তিনের দাসভাবে যে মহদনুভব প্রমাণ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথমতঃ গুরুজনের দাসভাবে মহদনুভব প্রমাণ দেখাইতেছেন "অন্যের" ইতি। অন্য শ্রীবসুদেবাদি মহাজনের শ্রীকৃষ্ণে দাসভাবের কথা কি বলিব, কেনন। সময়ে সময়ে শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বর জ্ঞান হওয়ায় তাহাদের দাসভাব হইতেই পারে। "ব্রজে" ইতি। ব্রজে শ্রীনন্দ মহাশয়ের তুল্য অপর গুরু শ্রীকৃষ্ণের নাই॥৫১॥

যেহেতু "শুদ্ধ" ইতি। ঈশ্বর জ্ঞান, শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বর জ্ঞান। শ্রীবসুদেবাদি গুরুজনের শ্রীকৃষ্ণে কখন পুত্র জ্ঞান কখন ঈশ্বর জ্ঞান হওয়াতে তদ্বিষয়ে গুরু

তেঁহো রতি মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
তাহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে ॥৫৩॥
শুন উদ্ধব সত্য কৃষ্ণ আমার তনয়।
তেঁহো ঈশ্বর হেন যদি তোমার মনে লয় ॥৫৪॥
তথাপি তাহাতে মোর রহে মনোবৃত্তি।
তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে মোর হউক রতি ॥৫৫॥

ভাবের স্থায়িত্ব রহিল না। কিন্তু শ্রীনন্দ মহাশয়ের শ্রীকৃষ্ণে কেবল পুত্র[illegible] এবং ঈশ্বর জ্ঞানের সম্পূর্ণ ভাবে গুরুভাবের স্থায়িত্ব রহিল, এজন্য [illegible] সম অপর কেহ গুরু নাই।

"তাহা কেহো" অর্থাৎ নন্দ মহাশয় ঈশ্বর জ্ঞান বিহীন শুদ্ধ বাৎ[illegible] হইলেও তবে কিনা নন্দের দাসভাবে কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও কৃষ্ণ[illegible] অপূর্ব্ব স্বভাবই তাঁহাকে দাস্য অনুকার (অনুকরণ) করায়। এই মহ[illegible] গুরুভাববান্ জনের শ্রীকৃষ্ণদাসভাবে প্রমাণ ইতি পূর্ব্বোক্ত "কৃষ্ণপ্রেমে[illegible]" এই ৪৯ পয়ার সহিত সম্বন্ধ জানিবেন। এতদ্বিষয়ক বিশেষ সিদ্ধা[illegible] শ্লোকের তোষণীতে দৃষ্টি করিবেন ॥৫২॥

সেই অনুকরণ এই "তেঁহো" ইতি। তাহাতে, শ্রীকৃষ্ণচরণে যে রতি মাগেন তদ্বিষয়ে। তাহার, নন্দের। শ্রীমুখবাণী শ্রীযুক্তমুখবাণী। [illegible] "কৃষ্ণপ্রেমের" ৪৯ ইত্যাদি বাক্যে বলা হইল, কৃষ্ণপ্রেমের [illegible] স্বভাবই গুরুজনকে তদ্বিষয়ে যে দাসভাব করায় তাহাতে মহৎ নন্দ [illegible] প্রমাণ ॥৫৩॥

"শ্রীমুখবাণী" বলিতেছেন "শুন" ইতি। তেঁহো, শ্রীকৃষ্ণ। উদ্ধব ব্রজে [illegible] মহাশয়ে শ্রীকৃষ্ণবিরহ দুঃখ শান্তির জন্য তাহার ঈশ্বরত্ব বর্ণনা [illegible] শ্রীনন্দ বলিতেছেন। মোর, নন্দের।

এখানকার অভিপ্রায় এই, লোকে কৃষ্ণ নামক পুত্রবিরহে কৃষ্ণ[illegible]

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৪৭ অং ৫৮ এবং ৫৯ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি নন্দাদি গোপবাক্যং।

মনসোবৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোভিধায়িনীর্নাম্নাং কায় স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥৫॥

নোঽস্মাকং মনসো বৃত্তয়ঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ স্যুঃ। অভিধায়িনী রতি ...দ্যুঃ। ইতি স্বামী।

"অনুরাগেণ প্রাবোচন্" ইত্যুক্তত্বান্মনস ইত্যাদি রনুরাগকৃতৈ বোক্তি র্নতৈ-...জ্ঞানকৃতা। তস্মাত্তস্মৈশ্বর্য্যপ্রধানং মত মালোচ্য স্বাত্যন্ত দুঃখ ব্যঞ্জকেন ...নুপগমাপ...দেনৈব স্বাভীষ্টং প্রার্থয়ন্তে "মনস" ইতি দ্বাভ্যাং। যদি ভবন্তি ...শ্বরত্বেনৈব মন্যতে যদি চাস্মাকং তৎপ্রাপ্তি দূরত এব তথাপি তত্রৈবাস্মকং ...স্য বৃত্তয়ঃ সর্ব্বাঃ স্যুর্নতু তত উদাসীনা ইত্যর্থঃ। প্রহ্বণং প্রহ্বাণং ...স্য আদিষু আদিগ্রহণাৎ সেবাদিকং। ইতি তোষণী ॥৫॥

নঃ (অস্মাকং) মনসোবৃত্তয়ঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ স্যুঃ। বাচঃ নাম্নাং ...নীঃ স্যুঃ। তৎপ্রহ্বণাদিষু কায়ঃ অস্তু। ইত্যন্বয়ঃ ॥৫॥

...যে বলে, তাহা যেমন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেতেই বলিবার অভিপ্রায়। তদ্রূপ শ্রীনন্দেরও অভিপ্রায়। অর্থাৎ নন্দপুত্র স্বয়ং পরমেশ্বর হইলেও শ্রীনন্দ বলিয়াছেন, হে উদ্ধব! কৃষ্ণ আমার পুত্র তবে তুমি যাহাকে ঈশ্বর বলিতেছ ...কে আমার রতি হউক। ইহাতে নন্দের কৃষ্ণদাসত্ব হইল, কিন্তু তাহার ...প্রায় পৃথক রহিল। অথবা অনুরাগ স্বভাবে "...কৌর ...উক রতি" ...য়াছেন। ইহা পর শ্লোকের তোষণীতে দৃষ্টি করিবেন ॥৫৩॥৫৫॥

আমাদের মনোবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণচরণ কমলকে আশ্রয় করুক, অর্থাৎ আমাদের ... মনই শ্রীকৃষ্ণচরণ স্মরণ করুক, বাক্য তাঁহার নাম করুক, শরীর তাহাকে ...র করুক ॥৫॥

কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দ্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে* ॥৬॥

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হীন কেবল সখ্যময় ॥৫৬॥
কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করে স্কন্ধে আরোহণ।
তারা দাস্য ভাবে করে চরণ সেবন ॥৫৭॥

নঃ কৃষ্ণে রতিঃ স্যাদিতি। ইতি স্বামী।

কৃষ্ণ ঈশ্বর ইতি। ঈশ্বররূপেঽপি কৃষ্ণে এবেত্যর্থঃ। তদিচ্ছয়ৈ... ঈশ্বরেচ্ছয়েতি পৃথগীশ্বরপদোক্তিঃ স্বভাবানুসারেণ। কর্ম্মভিরিতি নর... স্বাদাত্মনি সাধারণ্যমননেন। মঙ্গলাচরিতৈঃ পুণ্যকর্ম্মভিঃ। দানস্য... তেষাং স্বেষু প্রাচুর্য্যাৎ। অথচ বাক্যদ্বয়মিদং বিয়োগময়পিতৃবাৎস... সম্ভবতীতি। ইতি তোষণী ॥৬॥

"গুরু সম লঘু" ইত্যত্রোক্তস্য গুরোর্কৃষ্ণদাসভাবে প্রমাণং... তত্রোক্তস্য সমস্য তৎদর্শয়তি "শ্রীদামাদি" ইতি ॥৫৬॥৫৭॥

কর্ম্মভিঃ ঈশ্বরেচ্ছয়া যত্র ক্বাপি ভ্রাম্যমাণানাং নঃ (অস্মাকং) মঙ্গলা... দানৈঃ ঈশ্বরে কৃষ্ণে রতিঃ অস্তু। ইত্যন্বয়ঃ ॥৬॥

প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ ঈশ্বরেচ্ছায় যে স্থানেই বা যে কুলেই আমাদে... হউক না কেন, আমরা যে মঙ্গল কার্য্য করিয়াছি, তৎফলে যেন ঈশ্বর... আমাদের রতি থাকুক ॥৬॥

তাঁহার শ্রীমুখবাণী—" ইত্যাদি "তথাপি তাহাতে" এই পয়ারের প্রমাণ... দুই শ্লোক ॥৫।৬॥

---

* কোন কোন পুস্তকে এই শ্লোকটী নাই।

তথাহি তত্রৈব ১০ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে ॥৭॥

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন ॥৭॥

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন ॥৫৮॥
যা সবার উপরে কৃষ্ণের প্রেয়সী নাহি আন।
তাঁরাও আপনাকে করে দাসী অভিমান ॥৫৯॥

ব্যজনৈঃ পল্লবাদিনির্ম্মিতৈঃ। ইতি স্বামী। হত স্বদৃশতৎসেবান্তরায়ৈঃ কৃত্যৈঃ। ইতি তোষণী ॥৭॥

"সম লঘু" ইত্যত্রোক্তস্য লবোক্তদাসভাবে প্রমাণং দর্শয়তি কৃষ্ণের" ইতি দ্বাভ্যাং ॥৫৮॥৫৯॥

কেচিৎ মহাত্মনঃ তস্য পাদসম্বাহনং চক্রুঃ হতপাপ্মানঃ অপরে ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন। ইত্যন্বয়ঃ ॥৭॥

"গুরু সম লঘুর" এই ৩৯ পয়ারোক্ত গুরু ভাববান্ ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণদাসত্বে মহদনুভব প্রমাণ দেখাইয়া তত্রোক্ত সম ভাববান্ ব্যক্তির তাহা (শ্রীকৃষ্ণ দাস্যে মহদনুভব প্রমাণ) দেখাইতেছেন "শ্রীদামাদি" ইত্যাদি। সখা সকলে শ্রীদামাদির প্রাধান্যতাপ্রযুক্ত তাহারই নামোল্লেখ করিয়াছেন।

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক ১৫ অং ১৭ শ্লোকের তোষণী "শ্রীদাম্নঃ প্রাঙ্নির্দ্দেশঃ সর্ব্বেষু মুখ্যত্বেন—"। ইতি।

এখানে বলা হইল এই, শুদ্ধ সখ্যময়ত্ব প্রযুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধাদি ক্রীড়াতে শ্রীদামাদির শ্রীকৃষ্ণদাস্য অসম্ভব হইলেও প্রেমের অপূর্ব্ব স্বভাবেই তাহাদিগে দাসভাব করায়, এই মহদনুভবই সম ভাববান্ জনের শ্রীকৃষ্ণদাস্যে প্রমাণ, ইতি পূর্ব্বোক্ত "কৃষ্ণপ্রেমের" এই ৪১ পয়ার সহিত সম্বন্ধ ॥৫৬॥৫৭॥

কতকগুলি গোপবালক মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবা করিয়াছিল। কতকগুলি গোপবালক তাদৃশ সেবায় বিঘ্নরূপ ...পকে বিনাশ করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে ব্যজনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রতি বায়ু সঞ্চালন করিয়াছিল ॥৭॥

তারা ... ইহারই প্রমাণ এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ ॥৭॥

"গুরু সম লঘু" এই ৪৯ পয়ারোক্ত ক্রমপ্রাপ্ত লঘু (কনিষ্ঠজনের) ... দাসত্বে মহদনুভব প্রমাণ ...ইতেছেন "কৃষ্ণের" ইত্যাদি দ্বারা। ... উদ্ধবকে উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় এই, শ্রীমদ্ভাগবতের ৩ স্কন্ধে ৪ ... ১৩ শ্লোকে "নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনঃ" অস্যার্থ, উদ্ধব আমা হইতে (শ্রীকৃষ্ণ ...) ন্যূন নহে। এ প্রমাণে মহিমাংশে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণতুল্য হইয়াও, এবং ... ১৪ অং ১৪ শ্লোকে "ন তথা মে প্রিয়তমঃ—যথা ভবান্" অস্যার্থ, শ্রীকৃষ্ণ ... ছেন, হে উদ্ধব তুমি যেমন আমার প্রিয় এরূপ প্রিয় ব্রহ্মাদি নহে। এ... উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় হইয়াও অর্থাৎ লঘুভাগবতামৃতানুসারে স... প্রধান উদ্ধব গোপীকাদের পদধূলি প্রার্থনা করায় তাহারা সর্ব্বাধিক ম...

উদ্ধবের গোপীপদধূলি প্রার্থনা যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৪৭ ... শ্লোকে "আসামহো চরণ রেণু জুষামহং স্যাং" অস্যার্থ, গোপীকাদিগের ... রেণু ভজন ভাজন গুল্মাদির মধ্যে আমি (উদ্ধব) যেন কিছু হই।

'যা সবার' ইতি। গোপীকাদের উপর শ্রীকৃষ্ণের অপর প্রেয়সী না... লঘুভাগবতামৃতের ভক্তামৃত ৩৮ শ্লোকধৃত আদি পুরাণবাক্য। "ন... প্রিয়তমঃ—যথা গোপীজনো মম"। অস্যার্থ, গোপীজন যেমন আমার (শ্রী...) প্রিয়, এরূপ প্রিয় অপর ব্রহ্মাদি কেহ নহে।

এখানে বলা হইল এই, উদ্ধব পদধূলি প্রার্থনা করায় মহামহিমবা... যা সবার উপর প্রেয়সী না থাকায় শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেয়সী গোপীকাদের ... না থাকিলেও, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের অপূর্ব্ব স্বভাবই তাহাদিগে দাসী অভিমান... এই মহদনুভবই লঘুজনের (কনিষ্ঠজনের) শ্রীকৃষ্ণদাসভাবে প্রমাণ... পূর্ব্বোক্ত "কৃষ্ণপ্রেমের" এই ৪৯ পয়ার সহিত সম্বন্ধ। এইরূপ সর্ব... মহদনুভব প্রমাণে যথ যথ যোজনা করিয়া লইবেন

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীগণবাক্যং।

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎ কিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥৮॥

তত্রৈব ৪৭ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে ভ্রমরং প্রতি শ্রীরাধিকা-বাক্যং।

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।

হে ব্রজজনার্ত্তিহন্ হে বীর নিজজনানাং যঃ স্ময়ো গর্ব্বস্তস্য ধ্বংসনং নাশকং স্মিতং যস্য হে তথাভূত। হে সখে ভবৎকিঙ্করীর্নোঽস্মান্ ভজ আশ্রয় স্ম [illegible] প্রথমং পরং জলরুহাননং চারু যোষিতাং নো দর্শয় ইতি ভাবার্থ-দীপিকা ॥৮॥

[illegible] ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত সখে ভবৎকিঙ্করীঃ নঃ [illegible] ভজ স্ম জলরুহাননং যোষিতাং চারু দর্শয়। ইতি [illegible] ॥৮॥

"[illegible] গুরবঃ শিষ্যাঃ—" ইতি গোপীপ্রেমামৃতোক্ত শ্রী[illegible]বাক্য প্রমাণে [illegible] শ্রীকৃষ্ণের সহায়াদি সকলই হইলেও [illegible] এই ৪৯ পয়ারের [illegible]বশতঃ এবং উক্ত প্রমাণে "শিষ্যা" বলায় এবং [illegible] বিধার [illegible] নবজনের শ্রীকৃষ্ণদাসত্বে মহত্ত্বের প্রমাণ [illegible] হইয়াছে, [illegible] দাসত্বের মুহুর্মুহুর বিষয়ে পর পর বাক্যে আরও যে সকল [illegible] হইবেন, তাহাতেও লঘ্বাদির যথাযথ বিবেচনা করিয়া লইবেন ॥৫৮॥৫৯॥

কচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজ মগরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্য ধাস্যৎ কদানু* ॥৯॥

তাঁ সবার কথা রহু শ্রীমতী রাধিকা।
সবা হইতে সকলাংশে পরম অধিকা ॥৬০॥
তেঁহো যার দাসী হৈঞা সেবেন চরণ।
যাঁর প্রেম গুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ ॥৬১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩০ অং ১৩ শ্লোকে শ্রী
মুখস্থ শ্রীরাধিকাবাক্যং।

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিং ॥১০॥

তেন সম্মন্ত্রিতা সতী ... "অপিবত" ইতি। বত হর্ষে। হে
গুরুকুলাদাগত্য আর্য্যপুত্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অধুনা কিং মধুপুর্য্যাং বর্ত্ততে। ক
নোঽস্মাকং বার্ত্তাঃ কিং ক্রতে। অগুরুবৎ সুগন্ধং ভুজং নো মূর্দ্ধ্নি কদানু
ইতি ভাবার্থ-দীপিকা ॥৯॥

আর্য্যপুত্রঃ অধুনা অপি বত মধুপুর্য্যাং আস্তে। সৌম্য! স (শ্রী
পিতৃগৃহান্ বন্ধূন্ গোপান্ চ স্মরতি। স (শ্রীকৃষ্ণঃ) কচিদপি
নঃ (অস্মাকং) কথাং গৃণীতে। অগুরু সুগন্ধং ভুজং কদানু মূর্দ্ধ্নি
ইত্যন্বয়ঃ ॥৯॥

হে ব্রজজন-দুঃখ-বিনাশক! হে বীর! হে স্মিতমাত্রেই
ধর্ষক! হে সখে! তোমার দাসী আমাদিগে ভজন কর। সেবিকা
তোমার কমলাননকে সুন্দররূপে দর্শন দাও ॥৮॥

"তাঁরাও—দাসী অভিমান" (১)। ভবৎকিঙ্করীঃ (১) ॥৮॥

---

* "কদানঃ" ইতি কোথাও পাঠ।

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী। তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী ॥৬২॥

সবার ইত্যত্র পূর্ব্ববদাভাসাদিকং জ্ঞেয়ং এবং পরপত্রত্র চ ॥৬০॥৬১॥৬২॥

...পমাহ হা নাথেতি। ইতি স্বামী ॥১০॥

হা ...দে) নাথ! রমণ! প্রেষ্ঠ! মহাভুজ! অসি (ত্বং) ক অসি ...ং) ক সখে! দাস্যাঃ কৃপণায়াঃ মে তে সন্নিধিং দর্শয়। ইত্যন্বয়ঃ ॥১০॥

...শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে মথুরাতে আছেন, কি অন্যত্র গিয়াছেন? হে সাধো! ...পিতা নন্দ মহাশয়ের গৃহ এবং বন্ধু গোপগণকে কি তিনি মনে করেন? ...দাসী আমাদের কথা কি তিনি কখন বলেন? আমাদের মস্তকে ...সুগন্ধ হস্ত কখন তিনি অর্পণ করিবেন ॥৯॥

এই শ্লোকটী কেবল শ্রীরাধিকার উক্তি হওয়াতে এখানকার সাধারণ ...কাদের শ্রীকৃষ্ণ-দাসীত্বে সঙ্গত প্রমাণ বোধ হয় না। পর বাক্যে উহার ... জানিবেন ॥৯॥

"...সবার" এখানে পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ "কৃষ্ণের প্রেয়সী" এই ৫৮ পয়ারের ...দি জানিবেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ-দাসত্বে পর পর উদাহরণেও ঐরূপ ...বেন।

... সবার, পূর্ব্বোক্ত গোপীকাদের। রহু, থাকুক। সবা, সকল। তেঁহো, শ্রী... যার, যে শ্রীকৃষ্ণের। হৈঞা, হইয়া। যাঁর, যে শ্রীরাধার। ...গুণে, প্রেমরূপ রজ্জুতে।

শ্রীরাধিকার সর্ব্বাধিকত্ব যথা শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণির শ্রীরাধাপ্রকরণে ২ অঙ্কে।

"তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী" ॥৬০॥৬১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৩ শ্লোকে দ্রৌপদী প্রতি রুক্মিণীবাক্য

চৈদ্যায় মার্পয়িতুমুদ্যতকার্ম্মুকেষু
রাজস্বজেয় ভট শেখরিতাঙ্ঘ্রিরেণুঃ।
নিন্যে মৃগেন্দ্র ইব ভাগ মজাবিযূথা
ত্তৎ শ্রীনিকেতচরণোঽস্তু মমার্চ্চনায় ॥১১॥

মা মামর্পয়িতুং সম্পাদয়িতুং। রাজসু জরাসন্ধাদিষু উদ্যতকার্ম্মুকেষু সৎসু। অজেয়া যে ভটা স্তেষাং শেখরিতা মুকুটবৎকৃতা অঙ্ঘ্রিরেণবো যেন তেষাং মূর্দ্ধি পদং দধদিত্যর্থঃ। তস্য শ্রীনিকেতস্য চরণো মমার্চ্চনায় ইতি ভাবার্থ-দীপিকা।

—কেবলং দাসীত্বেন সদা তৎপদাম্ভোজসেবৈব কাচিৎ প্রার্থ্যত ইতিভাবঃ ইতি তোষণী ॥১১॥

মা (মাং) চৈদ্যায় (শিশুপালায়) অর্পয়িতুং রাজসু উদ্যতকার্ম্মুকেষু সৎসু। মৃগেন্দ্রঃ অজাবিযূথাৎ ভাগং ইব অজেয় ভটশেখরিতাঙ্ঘ্রিরেণুঃ নিন্যে তৎ শ্রীনিকেতচরণঃ মম অর্চ্চনায় অস্তু। ইত্যন্বয়ঃ ॥১১॥

এবর দুঃখ, হে নাথ! হে রমণ! হে প্রিয়! হে মহাভুজ! শ্রীকৃষ্ণ কোথায়, তুমি কোথায়! হে সখে তোমার দুঃখিতা দাসী আমাকে তোমার সন্নিধান দর্শন দাও ॥১০॥

"তেঁহো যার দাসী —" (১) "দাস্যস্তে" (১)॥

অগ্রতঃ শ্রেষ্ঠের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য বিধায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রজপরিবারদিগের শ্রী দাস দাসীত্ব অগ্রে দেখাইয়া এখানে পুরপরিকরদিগের তাহা দেখাইয়াছেন। আমাকে (রুক্মিণীকে) শিশুপালে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে তিনি অপরাজিত সেনা সকলের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অর্থাৎ অবহেলে

তত্রৈব ১১ শ্লোকে দ্রৌপদীং প্রতি কালিন্দীবাক্যং।

তপশ্চরন্তীং মাজ্ঞায় স পাদস্পর্শনাশয়া।

সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং সাহং তদ্গৃহমার্জ্জনী ॥১২॥

তত্রৈব ৩৩ শ্লোকে দ্রৌপদীং প্রতি লক্ষ্মণাবাক্যং।

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।

সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা দ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥১৩॥

সখ্যা অর্জ্জুনেন তস্য গৃহমার্জ্জনী গৃহসংমার্জ্জনকর্ত্রী। ইতি ভাবার্থ-দীপিকা। —গৃহমার্জ্জনীদাসী—। ইতি তোষণী ॥১২॥

ইমা অষ্টৌ বয়ং সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা তপসা চ স্বধর্ম্মেণ অদ্ধা সাক্ষাৎ তস্য গৃহদাসিকা বভূবিম। ইতি স্বামী।—তপসা চ স্বধর্ম্মেণ দাসীকর্ম্মণেত্যর্থঃ—। ইতি তোষণী ॥১৩॥

পাদস্পর্শনাশয়া তপশ্চরন্তীং মা (মাং) আজ্ঞায় স (শ্রীকৃষ্ণঃ) সখ্যা অর্জ্জুনেন উপেত্য পাণিং অগ্রহীৎ। সা অহং তদ্গৃহমার্জ্জনী। ইত্যন্বয়ঃ ॥১২॥

ইমা বয়ং সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা তপসা চ আত্মারামস্য তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অদ্ধা গৃহদাসিকা বভূবিম। ইত্যন্বয়ঃ ॥১৩॥

রাজাদিগে পরাজয় করিয়া আমাকে লইয়া যান, যেমন সিংহ দলবদ্ধ ছাগ মেষ হইতে নিজভাগ লয়। শ্রীনিবাস সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণার্চ্চনা আমার হউক, জন্মে জন্মে দাসীরূপে সর্ব্বদা তাঁহার চরণপদ্মের কোন একটি সেবা প্রাপ্ত হই ॥১১॥

শ্রীকৃষ্ণপদ স্পর্শ প্রত্যাশায় আমি (কালিন্দী) তপস্যা করিতেছি জানিয়া সখা অর্জ্জুনের সহিত উপস্থিত হইয়া বা অর্জ্জুনদ্বারা আমার অভিপ্রায় জানিয়া আমাকে বিবাহ করেন। আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের দাসী ॥১২॥

রুক্মিণ্যাদি আমরা অষ্ট মহিষী ধন জন পুত্রাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া এবং

আনের কা কথা বলদেব মহাশয়।
যার ভাব শুদ্ধ সখ্য বাৎসল্যাদিময় ॥৬৩॥
তেহোঁ আপনাকে করেন দাস ভাবনা।
কৃষ্ণদাস ভাব বিনু আছে কোন জনা ॥৬৪॥

ব্রজপরিকর পুরপরিকরৈক্যেনাত্র শ্রীবলদেবস্য শ্রীকৃষ্ণদাসত্ব মুদাহৃতং ॥৬৪॥

পত্নীর পতি-দাসীত কর্ম্মরূপ স্বধর্ম্মাচরণ করিয়া আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের গৃহদাসী, অর্থাৎ সদা দাসী হইয়াছি ॥১৩॥

শ্রীকৃষ্ণদাসীত্বে অপর মহিষীর শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব দৃষ্টি করিয়েন।

রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণ আপনাকে যে শ্রীকৃষ্ণদাসী অভিমান করিতেন প্রমাণ "তং শ্রীনিকেতচরণোঽস্তু মমার্জ্জনায়" সাহং তদ্গৃহমার্জ্জনী বৈ গৃহদাসীকাঃ" ॥১৩॥

"আনের" ইতি। পত্নীত্ব পুরে রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণদাসী মান করিতেই পারেন, বলদেব ঐশ্বর্য্যবিহীন কেবল সখ্যাদিময় হইয়া আপনাকে কৃষ্ণদাস ভাবনা করেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৩ অ, ৩৪ শ্লোকে "প্রায়োমায়াস্তু মে ভর্ত্তুঃ" অস্যার্থ, আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের এই মায়া। এখানে প্রভুপদ উক্ত হওয়ায় শ্রীবলদেবের দাসভাব প্রকাশ পাইতেছে।

ব্রজপরিকর ও পুরপরিকর এই উভয়ের একত্ব করিয়া এখানেই শ্রীবলদেবের শ্রীকৃষ্ণদাসত্ব উদাহরণ দিয়াছেন।

"কৃষ্ণদাস" ইতি। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বর জ্ঞান বিহীন শ্রীবলদেব যখন শ্রীকৃষ্ণদাস ভাব হয়, তখন ঈশ্বর-জ্ঞানবান্ ব্যক্তির আর কথা কেন, অবশ্যই হইবে। অতএব কৃষ্ণদাস ভাব ব্যতীত কেহ নাই ॥৬৪॥

সহস্র বদন যেঁহো শেষ সঙ্কর্ষণ।
দশ দেহ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥৬৫॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তিঁহো সর্ব্ব অবতংস ॥৬৬॥
তেহোত করেন কৃষ্ণের দাস্যের প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব মুঞি কৃষ্ণদাস ॥৬৭॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণগুণ লীলা গায় নাচে নিরন্তর ॥৬৮॥

"...হে কোন জনা" ইত্যা... দিঙ্মাত্রং দর্শয়তি "সহস্র" ইত্যাদিনা ॥৬৫॥—॥ ...॥

"কৃষ্ণদাস—কোন জনা" এই উক্ত বাক্যের দিগ্‌দর্শন করাইতেছেন "সহস্র" ...দি। দশ দেহ; ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপধান, বসন, উপবন, বাসগৃহ, ..., সিংহাসন, এবং পৃথিবী ধারণ এই দশ প্রকার দেহ ॥৬৫॥

...শব্দে একাদশ রুদ্র বা শিব। গুণাবতার ও সদাশিবের অংশ, যথা ...শিবঃ সংহার কর্ত্তা ঈশ্বর এব।—। সদাশিবঃ স্বয়ং রূপাঙ্গবিশেষঃ ... ...এব সগুণশিবস্য অংশী। ইতি ভাগবতামৃত-কণিকা। মধ্যের ...শিবতত্ত্বের বিস্তার বর্ণনা আছে ॥৬৬॥

...দাস যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কন্ধে ১৭ অং ১৯ শ্লোকে সঙ্কর্ষণস্তবে, ...।

"ভজে ভজেন্যারণপাদপঙ্কজং ভগস্য কৃৎস্নস্য পরং পরায়ণং"।

...র্থ। হে ভজনীয় সর্ব্বস্ব ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণের ... তোমার ...পদ্মকে ভজনা করি।

...৪ স্কন্ধে ৩ অং ২১ শ্লোকে সতী প্রতি শ্রীশিববাক্য।

"...চ তস্মিন ভগবান্ বাসুদেবোহধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে"।

পিতা ম   গুরু সখা ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণ প্রেমের স্বভাবে দাস্য ভাব সে করয়॥৬৯॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগত ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥৭০॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাহার কিঙ্কর॥৭১॥

"কৃষ্ণ প্রেমের" ইত্যুক্তবাক্যমুপসংহরতি "পিতা" ইতি। অতএব "এক" ইতি॥৬৯॥৭০॥

"তথাপিহ মোর হয় দাস অভিমান" ইত্যেতৎ বাক্যং প্রতি[illegible] সর্ব্বেষাং শ্রীকৃষ্ণদাসত্ব মুক্ত্বা শ্রীচৈতন্যদাসত্বমাহ "সেই" ইতি। [illegible] সর্ব্বে যস্য দাসাঃ স এব শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীচৈতন্যঃ অতঃ শ্রীকৃষ্ণদাসা [illegible] শ্রীচৈতন্যদাসা ইত্যর্থঃ॥৭১॥

অস্যার্থ। সেই পবিত্রান্তকরণে অধোক্ষজ ভগবান্ বাসুদেবকে আমি [illegible] দ্বারা সেবা করি॥৬৭॥৬৮॥

"কৃষ্ণ প্রেমের" এই ৬৯ পয়ার বাক্যের উপসংহার করিতেছেন [illegible] ইতি। ভাবকেনে নয়, যে ভাবে ভাবুক হউক না কেন॥৬৯॥

অতএব "এক" ইতি। এক, অদ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বসেব্য, যেহেতু জগত ঈশ্বর, কিম্বা এক, অদ্বিতীয় জগত ঈশ্বর। অতএব অপর সকল [illegible] সেবকানুচর। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নন্দ প্রভৃতি সকলেই শ্রীকৃষ্ণদাস, [illegible] অপর জীবও শ্রীকৃষ্ণদাস, যেহেতু তিনি সর্ব্বসেব্য॥৭০॥

"তথাপিহ মোর হয় দাস অভিমান্" এই ৪৮ পয়ার বাক্য অর্থ[illegible] নিজ শ্রীচৈতন্যদাসত্ব প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত শ্রীনন্দাদি সকলের [illegible] দাসত্ব বলিয়া শ্রীচৈতন্যদাসত্ব বলিতেছেন "সেই কৃষ্ণ" ইতি। [illegible] সকলেই যাহার দাস, সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য, সুতরাং শ্রীকৃ[illegible] শ্রীচৈতন্যদাস। অর্থাৎ জগত সকলই শ্রীচৈতন্যদাস, যেহেতু তিনি [illegible]

কেহো মানে কেহো না মানে সবে তাঁর দাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ ॥৭২॥
চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস তাঁর দাসের অনুদাস ॥৭৩॥

তত্র "কেহো" ইতি। তথাচোক্তং শ্রীমদ্ভাগবতে "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণাঃ গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্। যঃ এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃপতন্ত্যধঃ"। গুণৈঃ সত্বেন, বিপ্রঃ সত্বরজোভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ রজস্তমোভ্যাং বৈশ্যঃ তমসা শূদ্রঃ। এষাং মধ্যে অজ্ঞাত্বা যে ন ভজন্তি যে চ জ্ঞাত্বাপ্যবজানন্তি তে স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ অধঃ পতন্তি তত্রাজ্ঞানিনাং সংসারগ্লানিবৃত্তিরেবাধঃপাতঃ। অবজনতান্তু মহানরকে পাত ইতি বিবেকঃ। আত্মনঃ প্রভবো জন্ম যস্মাৎ তস্মাৎ প্রভবো গুরুরেহপি ইতি ভাবঃ। ঈশ্বরং নিয়ন্তারং। স্থানাৎ বর্ণাশ্রমাৎ ভ্রষ্টাঃ স্বধর্ম্মস্থাঅপি অনন্তরতো ভ্রষ্টা ইত্যর্থঃ ॥৭২॥

"চৈতন্যের" ইতি। যতঃ সর্ব্ব এব শ্রীচৈতন্যদাসা অতোঽহমপ্যেতোপি শ্রীচৈতন্যদাস ইত্যর্থঃ। তদ্দাসদাস ইতি দৈন্যোক্তিঃ ইতি ॥৭৩॥

"কেহো" ইতি। অর্থাৎ পিতাকে পিতা বলিয়া মানুক আর নাই মানুক, স্বরূপতঃ যেমন পিতার পুত্র, তদ্রূপ দাস বলিয়া মানুক আর নাই মানুক সকলে স্বরূপতঃ শ্রীচৈতন্যদাস। তবে যে না মানে তার সেই অমান্য জন্য পাপে বিনাশ হয়। ইহাতে টীকাধৃত "মুখবাহু" এই শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৫ অং ২।৩ শ্লোকের অর্থ যথা।

ভগবানের মুখ, বাহু, উরু ও পদ এই চারি স্থান হইতে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য, এই চারি আশ্রমের সহিত গুণেতে পৃথক্ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির জন্ম হয়। উহার মধ্যে যেজন বা যে জাতি

এত বলি নাচে গায় হুঙ্কার গম্ভীর।
ক্ষণেক বসিলা চার্য্য হইঞা সুস্থির ॥৭৪॥
ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে ॥৭৫॥

"এত বলি" ইত্যাদ্যা পরিচ্ছেদ সমাপ্তি শ্রীগ্রন্থকৃদ্বাক্যং জ্ঞেয়ং ॥৭৪॥

ননু মহাবিষ্ণুপ্রকাশরূপস্য শ্রীঅদ্বৈতস্য কথং দাসাভিমানঃ নহি তথা সম্ভবতি ইতি চেত্তত্র তস্য দাসাভিমানে কারণমাহ "ভক্ত" অংশি অংশেহপি সম্ভবতীতি অংশিনি শ্রীবলদেবাদৌ দাসাভীমানসদ্ভাবেন শ্রীঅদ্বৈতস্য ঈশ্বরত্বেপি দাসাভিমান ইত্যর্থঃ ॥৭৫॥

নিজ পিতা পরম পুরুষ ঈশ্বরকে ভজেনা কি অবজ্ঞা করে, সে জাতি ও হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয় ॥৭২॥

অতএব "চৈতন্যের" ইতি। অর্থাৎ জগত সকলই এক শ্রীচৈতন্যদাস, তাহা না মানিলে নাশ হয়, অতএব আমি (অদ্বৈত) শ্রীচৈতন্য-দাস করি। ইতি "তথাপিহ মোর হয় দাস অভিমান" এই পূর্ব্বোক্ত সহিত সম্বন্ধ।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞাভিপ্রায়ে তিনবার শ্রীচৈতন্যদাস বলিয়াছেন। শ্রীচৈ শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ, তদংশ শ্রীসঙ্কর্ষণ, তদংশ শ্রীমহাবিষ্ণু, তদবতার শ্রী এই অভিপ্রায়ে অনুদাস বলিয়াছেন. অথবা ইতি দৈন্যোক্তি ইতি ॥৭৩॥

এত বলি, "চৈতন্যের দাস মুঞি" এই বলিয়া। গায়, গান গম্ভীর হুঙ্কার করিয়া। এই পয়ার হইতে পরিচ্ছেদ সমাপ্তি পর্য্যন্ত শ্রী বাক্য জানিবেন ॥৭৪॥

প্রথম পরিচ্ছেদের "অদ্বৈতং" এই ১৩ শ্লোকোক্ত "ভক্তাবতা অর্থ করিতে প্রথমতঃ "আচার্য গোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ" পয়ারে শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীচৈতন্যদাসাভিমান, অর্থাৎ ভক্ত প্রতিপাদন

তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ ।
ভক্ত করি অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ ॥৭৬॥
তার অবতার আর শ্রীযুত লক্ষণ ।
শ্রীরামের দাস্য তেহোঁ কৈল অনুক্ষণ ॥৭৭॥
সঙ্কর্ষণ অবতার কারণাব্ধিশায়ী ।
তাহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী ॥৭৮॥
তাঁর প্রকাশ ভেদ অদ্বৈত আচার্য্য ।
কায়মনো বাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য্য ॥৭৯॥
বাক্যে কহে মুঞি চৈতন্যের অনুচর ।
মুঞি তাঁর ভক্ত মনে ভাবে নিরন্তর ॥৮০॥

তদেব বিশদয়ন্নাহ "তাঁর" ইত্যাদি "পৃথিবী" ইত্যন্তং ॥৭৬॥—॥৮০॥

কিন্তু ঐ ১৩ শ্লোকে শ্রীঅদ্বৈতকে "ঈশং" অর্থাৎ ঈশ্বর বলাতে এবং তল্লোক্ত ... শ্লোকে মহাবিষ্ণুর অবতার বলাতে তিনি ঈশ্বর হইয়া দাসাভিমান করেন কেন? ইহাতে সেই দাসাভিমানের কারণ করিতেছেন "ভক্ত" ইতি। মূল অর্থাৎ অংশী শ্রীবলরাম আপনাকে ভক্তাভিমান করাতে তদংশগণও আপনাকে ভক্তাভিমান করেন, এ কারণ অংশ শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বর হইয়াও আপনাকে ভক্তাভিমান অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদাসাভিমান করেন ইত্যর্থ। কেননা কারণের গুণকে কার্য্য লাভ করে। যথা

বৈশেষিক শ্লোক "কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণান ধীয়তে"। অস্যার্থ, কার্য্য কারণ হইতেই গুণ লাভ করে। শ্রীবলদেবেরই ভক্তাভিমান হয় কেন? ইহার কারণ পশ্চাদুক্ত "এক অংশী" এই পয়ার ব্যাখ্যায় ব্যক্ত হইবে ॥৭৫॥

"সেই ভাবে—" এই উক্ত বাক্যে শ্রীবলদেবের অংশগণের যে দাসভাব বলিয়াছেন, তাহা বিশদ করিয়া অর্থাৎ কে কে সেই অংশ, ইহা বলিতেছেন

জল তুলসী দিয়া করে কায়াতে সেবন।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিল ভুবন ॥৮১॥
পৃথিবী ধরেন যেই শেষ সঙ্কর্ষণ।
কায়ব্যূহ করি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥৮২॥
এই সব হয় যত কৃষ্ণের অবতার।
নিরন্তর দেখি সবার ভক্তের আচার ॥

জল ইতি। কায়াতে শিরসি অথবা কায়েন প্রণামাদিনেত্যর্থঃ। অদ্বৈতস্যৈব ভক্তত্ব কথন বিশেষোদ্দেশ্যত্বেন তস্যৈবাত্র ভক্তিকার্য্যং সেবনং দর্শিতম্।
পৃথিবী ইতি। শ্রীবলদেবাদিবৎ শেষসঙ্কর্ষণো ভক্ত ইত্যর্থঃ ॥৮২॥

"তাঁর" ইত্যাদি "পৃথিবী" ইত্যন্ত। ভক্তাভিমানী অংশী শ্রীবলদেবের অংশ ক্রমে ভক্তাভিমান বলিবার প্রসঙ্গে শ্রীলক্ষ্মণকে বিশেষ করিয়া উল্লেখ অনাবশ্যক বিধায় "তার অবতার" এই পয়ার এখানে সঙ্গত বোধ হয় না —॥৮০॥

"জল" ইতি। কায়াতে, মস্তকে। অর্থাৎ মস্তকে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিয়া জল তুলস্যাদি দ্বারা তাহার পূজা করেন। অথবা কায়াতে প্রণামাদি দ্বারা। এখানে শ্রীঅদ্বৈতেরই ভক্তত্ব বলিবার বিশেষ উদ্দেশ্য থাকায় তাহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবন এবং ভুবনতারণ বলিয়াছেন ॥৮১॥

"পৃথিবী" ইতি। অর্থাৎ শ্রীবলদেব এবং তদংশগণ যেমন ভক্ত, সেইরূপ ধরণীধর শেষ সঙ্কর্ষণও ভক্ত, কেন? "কায়ব্যূহ" ইতি। অর্থাৎ ছত্রাদি রূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করেন।

"ভক্ত অভিমান মূল" ৭৫ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্যে বলা হইল এই যে, শ্রীবলরাম, তদংশ সঙ্কর্ষণ, এতদংশ কারণাব্ধিশায়ী (মহাবিষ্ণু), তদংশ অদ্বৈত ও ধরণীধর শেষ সঙ্কর্ষণ, ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ভক্ত ॥৮২॥

...বাকে শাস্ত্রে কহে ভক্ত অবতার ।৮৩।
ভক্ত অবতার পদ উপরি সবার ॥৮৪॥

শ্রীঅদ্বৈতস্য ভক্তত্বং প্রতিপাদ্য "ভক্তাবতারং" ইত্যস্যার্থমাহ "এই সব" ইত্যাদি। এতে শ্রীবলদেবাদয়ঃ সর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণাবতারাঃ ভক্তাচরণেন ভক্তাবতারাঃ। ভক্তাচরণাৎ ভক্তাবতার ইত্যর্থঃ ॥৮৩॥

ভক্তে সতি প্রভুত্বহান্যা তেষাং বলদেবাদীনাং লঘুত্ব মাপতিতং যতস্তে শ্রীকৃষ্ণসমা ইত্যেতন্নিবারয়ন্নাহ "ভক্ত" ইতি। সর্ব্বোপরি ভক্তাবতারপদমতঃ ভক্তানামপি শ্রীকৃষ্ণসমানানাং তেষাং ন প্রভুত্বহানিঃ ন লঘুত্বঞ্চ ॥৮৪॥

"আচার্য্য গোসাঞি" ৩৩ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্যে শ্রীঅদ্বৈতের ভক্তত্ব প্রতিপন্ন করিয়া তত্ত্বের দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত "ভক্তাবতারং" ইহার অর্থ করিতেছেন "এই সব" ইত্যাদি। শ্রীবলদেবাদি সকলেই স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের অবতার তবে ভক্তের আচরণ দেখিয়া শাস্ত্রে তাহাদিগে ভক্তাবতার বলে। অর্থাৎ

"সৃষ্টি হেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চাবতরে।
সেই ঈশ্বর মূর্ত্তি অবতার নাম ধরে॥"
মায়াতীত পরব্যোম সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি ধরে অবতার নাম॥"

এই মধ্যের বিংশ পরিচ্ছেদোক্ত প্রমাণে প্রপঞ্চপ্রকটিত ঈশ্বর মূর্ত্তির অবতারত্বই আছে ভক্তত্ব নাই, তবে ভক্তের আচরণ দেখিয়া শাস্ত্রে তাহাকে ভক্তাবতার বলে। তবে কিনা প্রপঞ্চে প্রকট হওয়াতে অবতার, আর ভক্তের আচরণ করাতে ভক্ত, এই উভয়যোগে ভক্তাবতার।

তবে শ্রীনিত্যানন্দাদিকে ভক্তাবতার না বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতকেই যে ভক্তাবতার বলে, ইহার মীমাংসা পশ্চাদুক্ত "...স ভক্ত অবতার শ্রীসর্ব্বপ এ... পয়ার ব্যাখ্যায় ব্যক্ত হইবে ॥৮৩॥

এক অংশী কৃষ্ণ, সর্ব্ব অংশ আর।
অংশী অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ব্যবহার ॥৮৫॥
জ্যেষ্ঠ ভাবে অংশীতে হয় প্রভু জ্ঞান।
কনিষ্ঠ ভাবে আপনাতে ভক্ত অভিমান ॥৮৬॥
কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ ॥৮৭॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ ভক্ত বড় করি মানে।
ইহাতে সকল শাস্ত্র বচন প্রমাণে ॥৮৮॥

"ভক্ত অভিমান মূল" ইত্যত্র শ্রীবলদেবস্য যো ভক্তাভিমান উক্তঃ তত্র কারণং বদন্ ভক্তাবতার পদস্য সর্ব্বোপরিত্বে কারণং বদতি "এক" ইতি চতুর্ভিঃ। কনিষ্ঠত্বমেব ভক্তাভিমানে কারণং। তথা "কৃষ্ণের" ইতি "আত্মা হৈতে" ইতি "আত্মা" ইতি এতৎ ত্রিবিধমেব তৎসর্ব্বোপরিত্বে কারণং। এষু কারণত্রৈবিধ্যাৎ সর্ব্বোপরি ভক্তাবতারপদমিত্যর্থঃ ॥৮৫॥—॥৮৮॥

ভক্ত হইলে প্রভুত্ব না থাকায় ভক্তাভিমানে সেই শ্রীবলদেবাদির লাঘব প্রাপ্ত হইল, কেননা তাহারা শ্রীকৃষ্ণ-তুল্য। এ আশঙ্কা নিবারণ জন্য বলিতেছেন "ভক্ত" ইতি। ভক্তাবতার পদ সর্ব্বোপরি, অতএব ভক্তাভিমানী হইলেও শ্রীকৃষ্ণ-তুল্য সেই শ্রীবলদেবাদির প্রভুত্বহানি এবং লঘুত্বও হইল না ॥৮৪॥

"ভক্ত অভিমান মূল" ৭৫ ইত্যাদি পয়ারে বলা হইয়াছে, মূল কারণের ভক্তাভিমান থাকায় তদংশাদি ক্রমে শ্রীঅদ্বৈতেরও ভক্তাভিমান, তাহা হইলে বলদেবেরইবা ভক্তাভিমান হয় কেন? ইহাতে তাহার কারণ কথন পূর্ব্বক ভক্তাবতার পদের সর্ব্বোপরিত্বে কারণ বলিতেছেন অর্থাৎ যে কারণে তাহা সর্ব্বোপরি ইহা বলিতেছেন "এক" ইতি চারি পয়ারে। কনিষ্ঠত্বই তাহার

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১৪ অং ১৪ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

ন তথা মে প্রিয়তমো আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রী নৈর্বাত্মা চ যথা ভবান্ ॥১৪॥

কৃষ্ণ সাম্যে না হয় মাধুর্য্য আস্বাদন।
ভক্তভাবে করি তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ ॥৮৯॥

যদ্যপি স এবং শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ ন তথেতি দ্বাভ্যাং। আত্মযোনিঃ ব্রহ্মা পুত্রোঽপি শঙ্করঃ মৎস্বরূপভূতোঽপি সঙ্কর্ষণঃ ভ্রাতাপি। যথা ভক্ত ইতি বক্তব্যে ভক্তিহর্ষেণাহ ভবানিতি। ইতি ভাবার্থ-দীপিকা॥—ইতি ভক্তানাং প্রিয়তমত্বে নিদর্শনং। ইতি ক্রমসন্দর্ভঃ ॥১৪॥

"কৃষ্ণের সমতা হৈতে" ইত্যত্র শ্রীকৃষ্ণসাম্যাৎ ভক্তভাবপদস্য যদাধিক্যমুক্তং তত্র হেতুমাহ "কৃষ্ণ সাম্যে" ইতি। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যচর্ব্বণমেব তত্র হেতু রিতি ভাবঃ ॥৮৯॥৯০॥

ভবান্ যথা তথা আত্মযোনিঃ (ব্রহ্মা) মে ন প্রিয়তমঃ ন শঙ্করঃ ন চ সঙ্কর্ষণঃ ন শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) ন এব আত্মা চ। ইত্যন্বয়ঃ ॥১৪॥

"ভক্তাভিমানের কারণ। আর "[illegible]র—বড় ভক্তপদ" "আত্মা—ভক্ত-প্রেমপাত্র" ও "আত্মা হৈতে—ভক্ত বড় করি মানে" এই তিনটী ভক্তাবতার পদের শ্রেষ্ঠতার কারণ, তবে কিনা এই তিন প্রকার কারণে ভক্তাবতার পদ সর্ব্বোপরি ইত্যর্থ ॥৮৫॥—॥৮৮॥

হে উদ্ধব! তুমি যেমন আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়তম সেরূপ প্রিয়তম ব্রহ্মা, শিব, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী ও আত্মা নহে ॥১৪॥

এখানে অতি হর্ষে ভক্ত না বলিয়া তুমি বলিয়াছেন, অর্থাৎ ভক্ত আমার অতি প্রিয়। "ইহাতে সকল— এই বাক্যের প্রমাণ এই শ্লোক ॥১৪॥

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞ অনুভব।
মূঢ় লোকে নাহি জানে ভাবের বৈভব ॥৯০॥
ভক্তভাব অঙ্গী করি শ্রীবলদেব লক্ষ্মণ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শেষ সঙ্কর্ষণ ॥৯১॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্য রসামৃত করে পান।
সেই সুখে মত্ত কিছু নাহি জানে আন ॥৯২॥

বিজ্ঞানুভবং দর্শয়তি "ভক্তভাব" ইতি। শ্রীবলদেবাদয়ঃ ভক্তভাব অঙ্গী... "কৃষ্ণের" ইত্যাদি। অত্র তন্মাধুর্য্য চর্ব্বণমপি তেষাং ভক্তভাবে এক... জ্ঞেয়ং ॥৯১॥৯২॥

"কৃষ্ণের সমতা হৈতে" এই পূর্ব্বোক্ত পয়ারে শ্রীকৃষ্ণ সাম্য হইতে ভক্ত পদের যে আধিক্য বলিয়াছেন, তাহাতে হেতু বলিতেছেন, অর্থাৎ যে হেতু তাহার আধিক্য সেই হেতু বলিতেছেন "কৃষ্ণ সাম্যে" ইতি। ভক্ত... ভক্তি দ্বারা। চর্ব্বণ, বিশেষ আস্বাদন। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য চর্ব্বণই ভক্ত পদের আধিক্য-হেতু। অর্থাৎ ভক্তি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য চর্ব্বণ... ভক্ত পদই শ্রীকৃষ্ণ-সমতা হইতে শ্রেষ্ঠ ॥৮৯॥

"শাস্ত্রের" ইতি। সিদ্ধান্ত "শাস্ত্রিতার্থ নিশ্চয়ঃ সিদ্ধান্তঃ" ইতি ন্যায়... বৃত্তিঃ ১ অং ১ আ ২৬ সূ। অর্থাৎ ভক্তি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য চর্ব্বণ... এইটীর সিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে করিয়াছেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১৪ অং ২০ শ্লোকে উদ্ধবপ্রতি শ্রীকৃষ্ণ... "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" অস্যার্থ, এক ভক্তিই আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ... করিতে পারে।

তথা চ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮ অং ৫৫ শ্লোক। "ভক্ত্যামামভিজানাতি" অস্যার্থ, ভক্তি দ্বারা আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) জানিতে পারে।

বিজ্ঞানুভব, অর্থাৎ আস্বাদকই আস্বাদের অনুভব করে, অতএব ভক্তি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য চর্ব্বণ হয়, ইহা তদভিজ্ঞ ভক্ত ব্যক্তিই অনুভব করে...

অন্যের কার্য্য আছুক আপনে শ্রীকৃষ্ণ।
আপন মাধুর্য্য পানে হইয়া সতৃষ্ণ ॥৯৩॥
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করে যতন।
ভক্তভাব বিনা নহে তার আস্বাদন ॥৯৪॥
ভক্তভাব অঙ্গী করি হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ ॥৯৫॥
নানা ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান।
পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান ॥৯৬॥

অপি চ "অন্যের" ইতি। শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়মপি ভক্তভাবেনৈব স্বমাধুর্য্য মাস্বা-দয়তি ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বে চতুর্থোক্ত "এই মত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন" ইত্যাদৌ ॥৯৩॥—॥৯৬॥

[illegible] বিজ্ঞানুভব দেখাইতেছেন "ভক্ত" ইতি। শ্রীবলদেবাদি অবতারগণ [illegible] অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-রসামৃত পান করেন। এই একটী [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য চর্ব্বণে বিজ্ঞানুভব। এখানে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যরসামৃত [illegible] শ্রীবলদেবাদির ভক্তভাবে একটী কারণ জানিবেন, কেননা তজ্জন্যই [illegible] অবতার ॥৯১॥৯২॥

[illegible] একটী সর্ব্বাধিক বিজ্ঞানুভব দেখাইতেছেন "অন্যের" ইতি। শ্রীকৃষ্ণ [illegible] স্বমাধুর্য্য-রসামৃত পান করিতে না পারিয়া ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই ভাবে স্বমাধুর্য্য-রসামৃত পান করেন। এই একটী ভক্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য চর্ব্বণে বিজ্ঞানুভব।

"নানা" ইতি। ভক্তভাবে নানা স্বমাধুর্য্য পান করেন। পূর্ব্বে, চতুর্থ [illegible] শ্লোক "এই মত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন" [illegible] ইত্যাদি বাক্যে অথবা "[illegible] সেই ভাব অঙ্গীকার করি" ইত্যাদি বাক্যে ॥[illegible]—[illegible]॥

অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার।
ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর ॥৯৭॥
মূল ভক্ত অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত অবতারে তহিঁ অদ্বৈত গণন ॥৯৮॥

"এই সব হয় যত কৃষ্ণের অবতার" ইত্যাদিনা শ্রীবলদেবাদীনাং যৎ ভক্তাবতারত্বমুক্তং তদেবোপসংহরতি "অবতার" ইতি। ভক্তভাবমধিকৃত্য অবতীর্ণা ইতি ভক্তাবতারঃ ॥৯৭॥

নন্বু শ্রীবলদেবাদীনাং তেষাং সর্ব্বেষাং ভক্তাবতারত্বে "ভক্তাবতার" ইত্যনেন "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং" ইত্যনেন চ কথং একস্যৈব শ্রীঅদ্বৈতস্য ভক্তাবতারত্বমুক্তং তত্রাহ "মূল" ইতি। অয়ম্ভাবঃ ভক্তভাব মঙ্গীকৃত্য ভক্তরূপেণাবতীর্ণা ইতি তে ভক্তাবতারাঃ। ভক্তস্য বলদেবাংশাংশস্য মহাবিষ্ণোরবতারত্বেন তস্যৈব ভক্তাবতারত্বমুক্তং ইতি ॥৯৮॥

"এই সব হয় যত কৃষ্ণের অবতার" ৮৩ ইত্যাদি বাক্যে শ্রীবলদেবাদির যে ভক্তাবতারত্ব বলিলেন, তাহার উপসংহার, অথবা "ভক্তাবতারং" ইহার অর্থের উপসংহার করিতেছেন "অবতার" ইতি। ভক্তভাব অধিকার করিয়া অবতীর্ণ হওয়াতে সেই বলদেবাদি সকলেই ভক্তাবতার ॥৯৭॥

শ্রীবলদেবাদি সকলেই যদি ভক্তাবতার, তবে শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্বের দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত "ভক্তাবতারং" এই বাক্যে এবং "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং—" এই শ্লোকে এক শ্রীঅদ্বৈতকেই কেন ভক্তাবতার বলে? ইহাতে বলিতেছেন "মূল" ইতি। শ্রীসঙ্কর্ষণ, শ্রীবলদেব। অংশী শ্রীবলদেব যখন ভক্তাবতার, তখন তদংশাংশ শ্রীঅদ্বৈত সুতরাং ভক্তাবতার মধ্যে গণ্য।

এখানকার অভিপ্রায় এই, ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক ভক্তরূপে অবতীর্ণ হওয়াতে সেই শ্রীবলদেবাদি সকলেই ভক্তাবতার। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবলদেবের অংশাংশ মহাবিষ্ণুর অবতার হওয়াতে তাহাকে ভক্তাবতার বলে। অথবা ভক্ত মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া তাহাকে ভক্তাবতার বলে ॥৯৮॥

অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞির মহিমা অপার।
যাঁহার হুঙ্কারে শ্রীচৈতন্য অবতার ॥৯৯॥
সংকীর্ত্তন প্রচারিয়া জগৎ তারিল।
অদ্বৈত প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল ॥১০০॥
অদ্বৈত মহিমানন্ত কে পারে কহিতে।
সেই লিখি যেই শুনি মহাজন হৈতে ॥১০১॥
আচার্য্য চরণে মোর কোটি নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু না লবে আমার ॥১০২॥
তোমার মহিমা কোটি সমুদ্র অগাধ।
তাহার ইয়ত্তা কহি এ বড় অপরাধ ॥১০৩॥
জয় জয় জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের আর্য্য ॥১০৪॥
দুই শ্লোকে কৈল অদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ।
পঞ্চ তত্ত্বের বিচার কিছু শুন ভক্তগণ ॥১০৫॥

"ঈশং" ইত্যস্যার্থমাহ "অদ্বৈত" ইতি। অপার মহিমত্বং ঈশত্বং। মহিমানং "যাহার" ইতি ॥৯৯॥১০০॥

দৈন্যবশাদাহ "অদ্বৈত" ইত্যাদি "জয় জয়" ইত্যেন্তং ॥১০১॥—॥১০৪॥

অদ্বৈত-তত্ত্ব বর্ণনার দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত "ঈশং" ইহার অর্থ করিতেছেন "অদ্বৈত" ইতি অপার মহিমাই ঈশ্বরত্ব। সেই মহিমা এই, "যাহার" ইত্যাদি ॥৯৯॥১০০॥

দৈন্যবশতঃ বা ভক্ত্যুদ্রেকবশতঃ বলিতেছেন "অদ্বৈত" ইত্যাদি। ইথে ইহাতে। অর্থাৎ তত্ত্ব বর্ণনায় যে কিঞ্চিৎ মহিমা বলিলাম, ইহাতে। ইয়ত্তা, সীমা ॥১০১॥—॥১০৪॥

শ্রীরূপ সনাতন পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১০৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যতত্ত্ব নিরূপণং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ ॥৬॥

ইতি আদৌ ষষ্ঠঃ ॥৬॥

দুই শ্লোকে, "মহাবিষ্ণুঃ" ও "অদ্বৈতং—" এই দুই শ্লোকে। পঞ্চতত্ত্ব বিচার পর পরিচ্ছেদে করিবেন, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা থাকিবার জন্য এখানে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন ॥১০৫॥

"সনাতন" স্থলে কোথাও "রঘুনাথ" ইতি সঙ্গতপাঠ ॥১০৬॥

ইতি আদি-সুধাতরঙ্গিণী নাম ব্যাখ্যা ষষ্ঠ ॥৬॥



সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকং।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা ॥১॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত সেই সব ধন্য ॥১॥

পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি ছয় তত্ত্বের কৈল নমস্কার।
গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি এবে শুন পাঁচের বিচার ॥২॥

অগত্যেতি। শ্রীচৈতন্যং নত্বা নমস্কারং কৃত্বা অস্য শ্রীচৈতন্যস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা লিখ্যতে নিরূপ্যতে ময়া ইত্যন্বয়ঃ। শ্রীচৈতন্যং কীদৃশং অগতীনাং [illegible] একগতিঃ প্রাপ্তির্যএব তং পুনঃ কীদৃশং হীনানাং সজ্জন্মকর্ম্ম-[illegible] যে [illegible] প্রয়োজনানি ধর্ম্মাদয়ো বা তেষামধিকং যথাস্যাত্তথা [illegible]। অথবা হীনায় নীচায় জনায় অর্থাধিকং প্রেমা[illegible] সাধ্যতে যেন তং ॥১॥

"পূর্ব্বে" ইতি পঞ্চনামেবাবতারত্বাৎ তেষামত্র বিচারঃ ॥২॥

অগত্যেকগতিং হীনার্থাধিকসাধকং শ্রীচৈতন্যং নত্বা অস্য (শ্রীচৈতন্যস্য) প্রেমভক্তিবদান্যতা লিখ্যতে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

এই সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং" এই চতুর্দশ শ্লোকের অর্থ করত শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তি-বদান্যতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য সঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব মিলি করে সংকীর্ত্তন রঙ্গে ॥৩॥
পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তত্ত্ব বিবিধ বিভেদ ॥৪॥

বিচারমাহ "পঞ্চ" ইতি দ্বাভ্যাং। সঙ্কীর্ত্তনরসমাস্বাদয়িতুং একস্যৈব বস্তুনঃ পঞ্চতত্ত্বরূপেণাবতার ইত্যেব পঞ্চানাং বিচার ইত্যর্থঃ। অত্র শ্রীচৈতন্যযুতং তত্ত্বং পঞ্চতত্ত্বমিতি জ্ঞেয়ং ॥৩॥৪॥

অথ ব্যাখ্যা। অকিঞ্চন জনের এক গতি ও সজ্জন্ম কর্ম্মাদি বিহীন নীচ জনেও পরমপুরুষার্থ-প্রেমপ্রদাতা শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করি, তাহার ভক্তি বহুদাতৃত্ব অর্থাৎ অযোগ্য ব্যক্তিকেও তিনি অধিকরূপে যে প্রেম প্রদান করিয়াছেন এইটি বর্ণনা করিতেছি ॥১॥

"পূর্ব্বে" ইতি। পূর্ব্বে, প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত "বন্দে গুরূন্—" এই শ্লোকে। গুরু, ভক্ত, ঈশ, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি, এই ছয় তত্ত্বের। প্রথমোক্ত "যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস ২৫ ইত্যাদি পয়ারে দীক্ষাগুরু আর তত্রোক্ত "শিক্ষাগুরুকে জানি কৃষ্ণের স্বরূপ" ২৭ ইত্যাদি পয়ারে শিক্ষাগুরুর তত্ত্ব কহিয়াছি। অর্থাৎ উভয় গুরুকে এক করিয়া যে গুর্ব্বাদি ছয় তন্মধ্যে তত্র তত্র গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি। এবে, ইদানীং। গুরু ব্যতীত ভক্ত [illegible] পাঁচের বিচার ইদানী শ্রবণ কর।

উক্ত বিচারের উদ্দেশ্য কি, এবং পূর্ব্বোক্ত গুর্ব্বাদি ছয় তত্ত্বের মধ্যে ব্যতীত অপর পাঁচের বিচার করিবার অভিপ্রায়ইবা কি, ইহা "পঞ্চতত্ত্ব" [illegible] পয়ারদ্বয়ের ব্যাখ্যায় ব্যক্ত হইবে। কেননা উক্ত পয়ারাভিপ্রায়মতে [illegible] ব্যক্ত করিতে হইবে ॥২॥

পাঁচের বিচার করিতেছেন "পঞ্চতত্ত্ব" ইতি দুই পয়ারে। এখানে শ্রী[illegible] সহিত পঞ্চতত্ত্ব জানি[illegible]। তথাহি গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার ৬ শ্লোক।—

"স্বাভিন্নেন যুতং তত্ত্বং পঞ্চতত্ত্ব মিহোচ্যতে।—
অন্যথা [illegible] সম্বন্ধাৎ তত্তত্ত্বং স্যা [illegible]"॥

অস্যার্থ। আপনা হইতে (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে) অভিন্নরূপে যুক্ত যে তত্ত্ব [illegible]কে এখানে পঞ্চতত্ত্ব বলে। নচেৎ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যযুক্ত না বলিলে) চারি [illegible]। [illegible] শ্রীচৈতন্য এক তত্ত্ব অপর চারি তত্ত্ব, এই পঞ্চতত্ত্ব।

[illegible]রার্থ এই, ঈশ, প্রকাশ, অবতার, ভক্ত ও শক্তি, এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য [illegible] অবতীর্ণ, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাসাদি ও শ্রীগদাধর এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য-সঙ্গে অবতীর্ণ। ঐ পাঁচে একত্র হইয়া সংকীর্ত্তন-রঙ্গ [illegible]রেন। অর্থাৎ "সংকীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা শ্রীকৃষ্ণগানং" অস্যার্থ, বহুজনমিলিত [illegible]কৃষ্ণ-বিষয়ক যে গান, সেইটী সংকীর্ত্তন, এই একাদশ স্কন্ধের পঞ্চমাধ্যায়ে [illegible]ত্রিংশৎ শ্লোকের [illegible]নসন্দর্ভ প্রমাণে পাঁচে মিলি সংকীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য-সঙ্গে পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ।

পঞ্চতত্ত্বের [illegible]ভিন্নতা বারণ করিতেছেন "পঞ্চতত্ত্ব" ইতি। উক্ত প[illegible]তত্ত্ব [illegible] বস্তু, অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব বস্তুটী অদ্বয় চৈতন্যতত্ত্ব বস্তু এক শ্রীকৃষ্ণ, অতএব [illegible] প্রভেদ নাই, তবে সংকীর্ত্তন রসাস্বাদ নিমিত্ত উক্ত এক চৈতন্যতত্ত্ব বস্তু [illegible] পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রভেদ হইয়াছেন।

তবে কিনা পর শ্লোক প্রমাণে এক শ্রীকৃষ্ণই সংকীর্ত্তন রসাস্বাদ নিমিত্ত [illegible], ভক্ত স্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্তাখ্য, ভক্তশক্তিক, এই পঞ্চ উপাধি ভেদে [illegible]ত্বকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তথাহি উক্ত দীপিকার নবম শ্লোক।

"উপাধিভেদাৎ পঞ্চত্বং তত্ত্বস্যেহ প্রদর্শ্যতে"।

অস্যার্থ। ভক্তরূপ, ভক্ত স্বরূপ ইত্যাদি পাঁচটী উপনাম ভেদে এক তত্ত্বেরই [illegible] প্রদর্শিত হইয়াছে।

উক্ত পয়ারদ্বয়ে বলা হইল এই, সংকীর্ত্তন রসাস্বাদ নিমিত্ত এক শ্রীকৃষ্ণ-[illegible] পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতীর্ণ হয়েন। তাহা হইলে শ্রীরাধাপ্রেমাদি আস্বাদন [illegible] অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য পঞ্চতত্ত্বরূপে অর্থাৎ তৎসঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দাদি অবতীর্ণ [illegible] কেন? এইটীরই বিচার উদ্দেশ্য [illegible] বিচার হইল এই যে, সংকীর্ত্তন সাধন

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াং।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং ॥২॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিকশেখর ॥৫॥
রাসাদি বিলাসী ব্রজললনা নাগর।
আর যত দেখ সব তাঁর পরিকর ॥৬॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥৭॥

"পঞ্চতত্ত্ব" ইত্যুক্তপদাদ্বয়ং বিস্তারয়ন্ "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ [illegible] স্যার্থমাহ। "স্বয়ং ভগবান্" ইত্যাদি "ইথে" ইত্যন্তং। শুদ্ধ কলেবর [illegible] ভাবময় কলেবরং ॥৫॥—॥১০॥

নিমিত্ত এক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই পঞ্চতত্ত্বরূপে, অর্থাৎ শ্রীবলদেব নিত্যানন্দাদি [illegible] অবতীর্ণ হয়েন, তবে কিনা পাঁচে মিলি সংকীর্ত্তন করিবার জন্য এক [illegible] পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতীর্ণ।

ইহাতে গু[illegible]দি ছয় [illegible]ের মধ্যে গুরু ব্যতীত অপর পাঁচের বিচা[illegible] বার অভিপ্রায় প্রকাশ পাইল এই, মন্ত্র প্রদানে গুরু হওয়াতে গুরুর শ্রী[illegible] সহাবতারত্ব না[illegible] সুতরাং পঞ্চতত্ত্বাবতারের উক্ত উদ্দেশ্য গুরুতে না[illegible] এখানে পাঁচেরই বিচার করিয়াছেন ॥৩॥৪॥

"পঞ্চতত্ত্বাত্মকং—" এই শ্লোকের টীকা প্রভৃতি প্রথমোক্ত চতুর্দ্দশ [illegible] দৃষ্টি করিবেন। এই শ্লোক প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, অর্থ করিবা[illegible] এখানে তাহা উদ্ধার করিয়াছেন। "প[illegible]ত্ব এক বস্তু" এই পয়ারে [illegible] এই শ্লোক ॥২॥

একল ঈশ্বর তত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ॥৮॥
কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥৯॥
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোসাঞি ॥১০॥
ভক্ত স্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই ॥১১॥

"স্বরূপকং" ইত্যস্যার্থমাহ "ভক্ত" ইতি ॥১১॥

"পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ" এই পূর্ব্বোক্ত পয়ার দুইটীকে বিস্তার করত উক্ত "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং" এই শ্লোকের অর্থ করিতে শ্লোকোক্ত "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ" ইহার অর্থ করিতেছেন "স্বয়ং" ইত্যাদি "ইথে" ইত্যন্ত। "সেই" ইতি*। সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য, আর যত শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর সবই শ্রীচৈতন্য-পরিকর।

"একল" ইতি। সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য, অতএব শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরই ঈশ্বরতত্ত্ব, তথাপি তাহার ঈশ্বর-ভাবময় কলেবর ভক্তভাবময় হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি ভক্তভাবময় মুর্ত্তি হইয়াছেন। তবে কিনা সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব স্বীকার পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যরূপে ভক্তরূপ হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর হইয়া ভক্তভাব অঙ্গীকার করেন কেন? ইহাতে বলিতেছেন "কৃষ্ণ" ইতি। ইথে, এই জন্যে। নিজ মাধুর্য্যের আশ্চর্য্য স্বভাববশতই তাহা আস্বাদন জন্য সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইত্যর্থঃ।

উক্ত "স্বয়ং ভগবান্" ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণবিশেষণের সার্থকতা এই, স্বয়ং ভগবান্ শব্দে অনন্যাপেক্ষী সর্ব্ব সম্পূর্ণতা। এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর শব্দে স্বজাতীয়

---

* শ্লোকোক্ত বলিতে "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং—" এই শ্লোক জানিবে এবং পর স্থলেও।

ভক্ত অবতার তাঁর আচার্য্য গোসাঞি ।১২॥
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি গাই ॥১৩॥
এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন ।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥১৪॥

"ভক্তাবতারং" ইত্যাস্যার্থমাহ "ভক্ত" ইতি ॥১২॥

বিজাতীয় ভেদ শূন্য সর্ব্বপ্রভু। অপর বিশেষণার্থ সহজই আছে। ... হইলে অনন্যাপেক্ষী সর্ব্ব সম্পূর্ণতা বিধায় কোন অভাব না থাকিলেও ... সৌন্দর্য্যের আশ্চর্য্য প্রভাববশতঃ তদাস্বাদনে লুব্ধ হইয়া এবং রসিক... বিধায় ব্রজরসাস্বাদনাভিলাষে নন্দপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজললনা... হইয়া রাসাদি বিলাসে তাহা আস্বাদন করিলেও, ব্রজরসান্তর্গত নিজ... রসাস্বাদনাভিলাষ পূর্ণ করিতে না পারিয়া এবং সর্ব্ব প্রভুত্ব বিধায় ... না থাকিলেও সেই অভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিলাষে ভক্তভাবাঙ্গীকার... স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে ভক্তরূপ হইয়াছেন। তবে কিনা শ্রীকৃষ্ণ শ্রী... রূপে ভক্তরূপ। শ্রীচৈতন্য ভক্তরূপ ॥৫॥—॥১০॥

শ্লোকোক্ত "স্বরূপকং" অর্থাৎ ভক্ত স্বরূপ ইহার অর্থ করিতেছেন ... ইতি। তাঁর ভাই, শ্রীচৈতন্যের ভ্রাতা। এক গর্ভধামে প্রকট না ... ভ্রাতৃত্ব ব্যবহারে এখানে ভাই বলিয়াছেন। অথবা অভিন্নতা জানাই... ভাই বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণই ভক্ততত্ত্ব স্বরূপ, এতদ্বিধায় অর্থ এই, তাঁর, শ্রীকৃষ্ণের। ... শ্রীনিত্যানন্দ, অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দরূপে তিনি ভক্ত স্বরূপ। ভ... শ্রীনিত্যানন্দ ॥১১॥

শ্লোকোক্ত "ভক্তাবতারং" ইহার অর্থ করিতেছেন "ভক্ত" ইতি। শ্রীকৃষ্ণের। আচার্য্য গোসাঞি শ্রীঅদ্বৈত। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তাবতার, অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈতরূপে তিনি ভক্তাবতার। ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত ॥১২॥

এই তিন তত্ত্ব সর্ব্বারাধ্য করি জানি।
চতুর্থ যে ভক্ত তত্ত্ব আরাধক জানি ॥১৫॥
শ্রীনিবাস আদি যত কোটি ভক্তগণ।
শুদ্ধ ভক্ত তত্ত্ব বলি সবার গণন ॥১৬॥
গদাধর আদি প্রভুর শক্তি অবতার।
অন্তরঙ্গ ভক্ত করি গণন যাহার ॥১৭॥

চৈতন্যাদিতত্ত্বত্রয়াণাং ভক্তত্বেঽপি তত্র বিশেষমাহ "এই" ইতি। একঃ চৈতন্যঃ মহাপ্রভুঃ শ্রীনিত্যানন্দঃ শ্রীঅদ্বৈতশ্চ প্রভুঃ। তথা "দুই" ইতি। অন্যত্র বিশেষঃ ॥১৩॥১৪॥১৫॥

"ভক্তাখ্যং" ইত্যস্যার্থমাহ "শ্রীনিবাস" ইতি ॥১৬॥

"ভক্তশক্তিকং" ইত্যস্যার্থমাহ "গদাধর" ইতি ॥১৭॥

শ্রীচৈতন্যাদি উক্ত তিন তত্ত্বের ভক্তত্ব থাকিলেও তাহাতে যে বিশেষ তাহা সেইটী বলিতেছেন "এই" ইতি। গাই, গান করে। শ্রীচৈতন্যাদি তিনের ভক্তত্ব থাকিলেও তাহারা প্রভু। ঐ তিন প্রভুর মধ্যে এক অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভুপদবাচ্য কেননা তিনি এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। আর শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত, এই দুই প্রভুপদবাচ্য। দুই প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত। সেবে, সেবা করেন। মহাপ্রভুর, শ্রীচৈতন্যের। তথাহি দীপিকায় [illegible]

"একো মহাপ্রভুর্জ্ঞেয়ঃ শ্রীচৈতন্যোদয়াম্বুধিঃ।
প্রভূদ্বৌ শ্রীযুতৌ নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ মহাশয়ৌ"।

ইহার অর্থ স্পষ্টই আছে।

"এই" ইতি। দুই প্রভু মহাপ্রভুর চরণ সেবা করিলেও তিনই সকলের আরাধ্য। "চতুর্থ" ইতি। ভক্ততত্ত্ব পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে হইলেও ঐ তিনের আরাধক জানিবেন।

এই তিন তত্ত্ব সর্ব্বারাধ্য" বলাতে শ্রীচৈতন্যাদিরই আরাধনা ক... শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার আর প্রয়োজন নাই, এই যদি কেহ বলেন, তাহা সঙ্গত হয় না, কেননা শাস্ত্রে শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়েরই আরাধনা বলিয়াছেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধে ৫ অং ৩০ শ্লোক;

"ধ্যেয়ং সদা—বন্দে মহাপুরুষতে চরণারবিন্দং"।

অস্যার্থ। হে মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য! সদা ধ্যেয় তোমার চরণারবিন্দকে ... করি। এখানে নিত্যই শ্রীচৈতন্য-চরণারাধনা বলিয়াছেন।

তত্রৈব ১ স্কং ২ অং ১৪ শ্লোক;

"তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাংপতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা" ॥

অস্যার্থ। "এই নিমিত্ত সর্ব্বদাই একাগ্রমনে ভক্তপালক ভগবানের (গুণাদির) শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান ও পূজা করা কর্ত্তব্য"। এখানে ... শ্রীকৃষ্ণারধনা বলিয়াছেন।

তথা শ্রীপাদ নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের ১২ ও ২৬ প্রার্থনা;

"ওরে ভাই ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ"।
"রাধাকৃষ্ণ ভজ মুঞি জীবন মরণে" ॥

তথা গ্রন্থকৃৎপাদ বলিয়াছেন যথা আদি ৮ ও ৬ পরিচ্ছেদে;

"চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া"।
"এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগত ঈশ্বর ॥"

উক্ত ঠাকুর মহাশয় প্রার্থনায় আরও বলিয়াছেন, যথা—

"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগল কিশোর।

"ধন মোর" ইহার অভিপ্রায় এই পতিব্রতা পত্নীর পতিসেবা করা... কিন্তু প্রাণকে রক্ষা করিয়া, কেননা প্রাণ না থাকিলে পতিসেবা হয় না, ... পতিব্রতার প্রাণ ধারণ পতি-সন্তোষ-সাধন জন্য, তাহা হইলে প্রাণকেই ... করিয়া রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ইহা যেমন, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যারাধনা করা...

যাহা সবা লৈয়া প্রভুর নিত্য বিহার।
যাহা সবা লৈয়া প্রভুর কীর্ত্তন প্রচার ॥১৮॥
যাহা সবা লৈয়া করেন প্রেম আস্বাদন।
যাহা সবা লৈয়া দান করে প্রেমধন ॥১৯॥
এই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব প্রেম ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘারিয়া ॥২০॥

কথং তত্তন্নামবতার ইতিতেষাং কার্য্যমাহ "যাহা" ইতি যাবৎ পরিচ্ছেদ ... প্রেমরসাস্বাদনাদ্যর্থং তেষামবতার ইত্যেতৎ প্রকরণাভিপ্রায়ঃ ॥১৮॥ ...

... শ্রীরাধাকৃষ্ণারাধনা রক্ষা করিয়া, কেননা ... রাধনা ব্যতীত শ্রীচৈতন্যারাধনা ... না, দ্বিতীয়তঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণারাধনা শ্রীচৈতন্য-সন্তোষ জন্য, তাহা হইলে শ্রীরাধাকৃষ্ণারাধনাই বিশেষ কর্ত্তব্য।

অপিচ বহু প্রকারে পতিসেবা করিলে ও পত্নীদেহে প্রাণ না থাকিলে পতি ... প্রতি বিমুখ হইয়া মুখাগ্নি প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে নাশ করে। এ যেমন, ... প্রকারে শ্রীচৈতন্যারাধনা করিলেও শ্রীরাধাকৃষ্ণারাধনা না থাকিলে সেই শ্রীচৈতন্যই তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া তাপত্রয়াদি অগ্নিপ্রদান পূর্ব্বক তাহাকে নাশ করেন।

আবার ... সেবা না করিয়া পত্নী যদি কেবল নিজ প্রাণেরই সেবা করে, তাহাতে তাহার সাধুত্ব না থাকায় এবং পতি তাহার প্রতি অসন্তোষ থাকায় ... প্রাণ ধারণ করাই বিফল। এ যেমন, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যারাধনা না করিয়া যদি কেবল শ্রীরাধাকৃষ্ণারাধনা করে, তাহাতে তাহার ভক্তত্ব না থাকায় ... শ্রীচৈতন্য তাহার প্রতি অসন্তোষ ... কায় তাহার সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণারাধনা বিফল ... অতএব পত্নীর যেমন পতি ও প্রাণ এই উভয় সেবাই কর্ত্তব্য।

পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ ॥২১॥
পুনঃ পুনঃ পিয়া পিয়া হয় মহা মত্ত।
হাসে কান্দে নাচে গায় যেন মদমত্ত ॥২২॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান ॥২৩॥
খাইয়া বিলাইয়া করিলেন ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শত গুণ বাড়ে ॥২৪॥

তদ্রূপ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয় আরাধনাই কর্তব্য। উভয়ারা... প্রকার আদির অষ্টম পরিচ্ছেদের "চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া" ... পয়ার ব্যাখ্যায় ব্যক্ত হইবে ॥১৩॥১৪॥১৫॥

শ্লোকোক্ত "ভক্তাখ্যং" ইহার অর্থ করিতেছেন "শ্রীনিবাস" ইতি। ... ভক্ততত্ত্ব, শ্রীচৈতন্যাদির পূর্ব্বতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণাদি, আর শ্রীবাসাদির পূর্ব্ব এবং ... কেবল ভক্তত্ব অর্থাৎ উঁহাদের অপর কোন তত্ত্ব নাই, কেবল ভক্ততত্ত্ব ॥১৬॥

শ্লোকোক্ত "ভক্তশক্তিকং" ইহার অর্থ করিতেছেন "গদাধর" ইতি। ... শক্তি বলিয়া অন্তরঙ্গ ভক্ত ॥১৭॥

শ্রীরাধাপ্রেমাদি আস্বাদন জন্য শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যাবতার, কিন্তু তাঁহার ... পঞ্চতত্ত্বাবতারের উদ্দেশ্য কি? ইহাতে তাহাদের কার্য্য বলিতেছেন ... ইত্যাদি পরিচ্ছেদান্ত। মুদ্রা, মোহর। অর্থাৎ দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া। সং... করা ও সংকীর্ত্তন প্রচার করা, প্রেমাস্বাদন ও প্রেম প্রদান ইত্যাদি তাঁ... কার্য্য, এইজন্য পঞ্চতত্ত্বের অবতার, এইটী এ প্রকরণের অভিপ্রায় ॥১৮॥...

পাঁচে, উক্ত পঞ্চতত্ত্ব। পিয়ে, পান করে ॥২১॥

পিয়া পিয়া, পান করিয়া পান করিয়া ॥২২॥—॥২৪॥

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ যুবা সকল ডুবায় ॥২৫॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেম বন্যায় ডুবাইল জগতের জন ॥২৬॥
জগত ডুবিল জীবের হৈল বীজ নাশ।
তাহা দেখি পঞ্চ জনের হৃদয়ে উল্লাস ॥২৭॥
যত যত প্রেম বৃষ্টি করে পঞ্চ জন।
তত তত বাড়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবন ॥২৮॥
মায়াবাদী কুতার্কিক কর্ম্মনিষ্ঠ জন।
নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়ারগণ ॥২৯॥
এই সব মহা দক্ষ ধাইয়া পলাইল।
সেই বন্যা তা সবারে ছুঁইতে নারিল ॥৩০॥

সন্ন্যাসিনস্তস্য চন্দ্রশেখরগৃহৈকবাসঃ তথা তপনমিশ্রান্নৈকগ্রহণং ঈশ্বরস্য [illegible] অন্যথা শাস্ত্রে তন্নিষিদ্ধং ॥৪৫॥—॥৭০॥

[illegible]কেই প্রেমে ডুবাইয়াছিলেন বলিয়া প্রেমের বন্যা বলিয়াছেন ॥২৫॥২৬॥

"জগত" ইতি। বীজনাশ, পঞ্চতত্ত্ব প্রদত্ত প্রেমে জীবের সংসার-বীজ-[illegible]-বাসনা নাশ হইল। অর্থাৎ জীব সকল উদ্ধার হইল ॥২৭॥

"যত যত" ইতি। এখানে প্রেমকে বৃষ্টিরূপে বর্ণনা করাতে বলা হইল এই, [illegible] যেমন স্থানাস্থান বিচার না করিয়া জল বর্ষণ করে, তদ্রূপ পঞ্চতত্ত্বও [illegible] বিচার না করিয়া প্রেম প্রদান করিয়াছেন ॥২৮॥

মায়াবাদী, যাহারা জগৎকে ভ্রম বলে। কুতার্কিক গোতমাদি শুষ্ক তর্ক-[illegible] পাষণ্ডী, নাস্তিক। পড়ুয়া, ছাত্র। চৈতন্য চরণে নত না হওয়াতে

তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগত ডুবাইতে আমি করিল যতন ॥৩১॥
কেহো কেহো এড়াইল প্রতিজ্ঞা হইল ভঙ্গ।
তাহা সবা ডুবাইতে পাতি কিছু রঙ্গ ॥৩২॥
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু কৈল অঙ্গীকার ॥৩৩॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা গার্হস্থ আশ্রমে।
পঞ্চবিংশ বর্ষে প্রভু কৈল যতি ধর্ম্মে ॥৩৪॥

তাহারা সেই প্রেম প্রাপ্ত হইল না, ইত্যর্থ। ব্যঙ্গ করিয়া মহাদক্ষ বলি...
২৯॥—॥৩১॥

রঙ্গ, অভিনয়, অর্থাৎ সন্ন্যাসাভিনয় করিব ॥৩২॥

বক্ষ্যমাণ যে প্রকারে মায়াবাদী প্রভৃতিকে প্রেম প্রদান করেন, ... বিচার করিয়া। অথবা সন্ন্যাসী-বুদ্ধিতে প্রণাম করিতে নত হইবে, ... হইলেই প্রেম প্রদান করিব, এই বিচার করিয়া। কলিতে সন্ন্যাস ... বিধি নিষেধ বিষয়ক মীমাংসা শব্দকল্পদ্রুমের সন্ন্যাস প্রকরণে করিয়াছেন, ...

"কলৌ ক্ষত্রিয় বৈশ্যয়োঃ সন্ন্যাসনিষেধো ...।
অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং ॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
ইতি কলৌ সন্ন্যাস নিষেধকং ক্ষত্রিয় বৈশ্য বিষয়কং ...
ইতি মলমাসতত্ত্বং ...

সন্ন্যাস প্রতিষেধশ্চ, কলৌ ক্ষত্রবিশোর্ভবেৎ।
ইতি মলমাসতত্ত্ব প্রতিজ্ঞায়াং শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যঃ ...

ইহার অর্থ সহজই আছে ॥৩৩।৩৪॥

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈলা আকর্ষণ।
যতেক পালাইয়া ছিল তার্কিকাদিগণ ॥৩৫॥
পঢ়ুয়া পাষণ্ডী কর্ম্মী নিন্দকাদি যত।
সবে আসি প্রভু পায় হৈলা অবনত ॥৩৬॥
অপরাধ ক্ষেমাইলা ডুবালা প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম মহাজালে ॥৩৭॥
সবা নিস্তারিতে প্রভুর কৃপা অবতার।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার ॥৩৮॥
তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি।
সবে এক এড়াইল কাশীর মায়াবাদী ॥৩৯॥
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদীগণ তাঁরে লাগিলা নিন্দিতে ॥৪০॥
সন্ন্যাসী হইয়া করে নাচন গায়ন।
না করে বেদান্ত শ্রবণ করে সংকীর্ত্তন ॥৪১॥

[illegible]ন করিয়া মায়াবাদী প্রভৃতির মধ্যে তার্কিক প্রভৃতিকে প্রেম প্রদান [illegible] ॥৩৫॥—॥৩৭॥

"সবা" ইতি। সবা, সকলকে। সকল নিস্তার করিবার জন্যই প্রভুর [illegible]চৈতন্যের) সন্ন্যাস গ্রহণ, কিন্তু নিজ প্রয়োজন প্রেমাস্বাদন জন্য নহে, [illegible] তদাস্বাদনে সন্ন্যাস গ্রহণের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না, ইতিভাব। [illegible]

[illegible]বাদীর প্রতি প্রেমপ্রদান প্রকার বলিতেছেন "বৃন্দাবন" ইত্যাদি। [illegible] নৃত্য। গায়ন, গান। ভাবক, ভক্তিমান্। উপেক্ষা, অনাদর। কারো, [illegible] সন্ন্যাসীর ॥৪০॥—॥৪৪॥

মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবক হইয়া গেল ভাবকের সনে ॥৪২॥
এ সব শুনিঞা গোসাঞি হাসে মনে মনে।
উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে ॥৪৩॥
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমন।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন ॥৪৪॥
কাশীতে লেখক শূদ্র শ্রীচন্দ্রশেখর।
তার ঘরে রহে প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥৪৫॥
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥৪৬॥

লেখক, লেখনবৃত্তি। অর্থাৎ পুস্তক লিখিয়া বিক্রয় করত জীবিকা [illegible] করিতেন। ভিক্ষা, ভোজন। অর্থাৎ শূদ্র শ্রীচন্দ্রশেখর-গৃহে বাস ও [illegible] মিশ্র-গৃহে ভোজন করিতেন।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে এই, যে "অনগ্নিরনিকেতঃ স্যাদ্ গ্রা[illegible] মাশ্রয়েৎ। ইতি মনু ৬ অং ৮৩ শ্লোক। অত্র মেধাতিথি "—নিকেত[illegible] গ্রাম মে[illegible] রাত্রিমন্নার্থমাশ্রয়েৎ—"। ইহার অর্থ সহজই আছে।

তথা [illegible]ক্রমে সন্ন্যাসী প্রকরণে "নৈকত্র নিবসেদ্দেশে" "স[illegible] চরেদ্ভৈক্ষং" নৈকান্নাদী ভবেৎ ক্বচিৎ" "একান্নং বর্জ্জয়েন্নিত্যং"।

অস্যার্থ। সন্ন্যাসী একস্থানে বাস করিবে না। সাত বাটী[illegible] করিবে। কখনই একজনের অন্ন ভোজন করিবে না। নিত্য এক[illegible] ত্যাগ করিবে।

ইত্যাদি প্রমাণে সন্ন্যাসীর [illegible]ক উক্ত বিষয় নিষেধ থাকায় শ্রীচৈতন্য বেদ-প্রভু হইয়া তাহা করেন কেন? ইহাতে বলিতেছেন।

সনাতন গোসাঞি আসি তাঁহাই মিলিলা।
তাঁর শিক্ষা লাগি প্রভু দুই মাস রহিলা ॥৪৭॥
তাঁরে শিখাইল যত বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
শ্রীভাগবত শাস্ত্রে যত গূঢ় মর্ম্ম ॥৪৮॥
ইথিমধ্যে চন্দ্রশেখর আর মিশ্রতপন।
দুঃখী হৈয়া প্রভু পদে কৈল নিবেদন ॥৪৯॥
কতেক সহিব প্রভু তোমার নিন্দন।
না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন ॥৫০॥
তোমাকে নিন্দয়ে সব সন্ন্যাসীর গণ।
শুনিতে না পারি শুনি ফাটয়ে শ্রবণ ॥৫১॥
ইহা শুনি রহিলা প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
সেই কালে এক বিপ্র মিলিলা আসিয়া ॥৫২॥
আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া।
এক বস্তু মাঁগো দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥৫৩॥

ঈশ্বর" ইতি। স্ব, স্বীয়জনের (ভক্তজনের) তন্ত্র, অধীন। অর্থাৎ ঈশ্বর শাস্ত্রের অধীন নহেন, কিন্তু ভক্তজনের অধীন, এজন্য ঈশ্বর তিনি তাহা করিয়াছেন। যথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ স্ক ৪ অঃ ৪৬ শ্লোকে দুর্ব্বাসার প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য—

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ"।

ইহার অর্থ সহজই আছে ॥৪৫॥৪৬॥

সনাতন গোস্বামী রামকেলি গ্রাম হইতে আসিয়া কাশীতে প্রভুর সহিত মিলিত হয়েন। তাঁর শিক্ষা লাগি, সনাতনকে শিক্ষা দিবার জন্য ॥৪৭॥৪৮॥

ইথিমধ্যে, ঐ দুইমাস মধ্যে কোন দিবস ॥৪৯॥—॥৫১॥

এক বিপ্র, মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ ॥৫২॥—॥৫৫॥

সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈল নিমন্ত্রণ।
তুমি যদি আইস পূর্ণ হয়ে মোর মন ॥৫৪॥
না যাহ সন্ন্যাসীগোষ্ঠ্যে ইহা আমি জানি।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি ॥৫৫॥
তবে হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি এ ভঙ্গী তাঁহার ॥৫৬॥
সেই বিপ্র জানে প্রভু না জান কারো ঘরে।
তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে ॥৫৭॥
আর দিনে গেলা প্রভু ব্রাহ্মণ ভবনে।
দেখিল বসিয়া আছে সন্ন্যাসীর গণে ॥৫৮॥
সবা নমস্করি কৈলা পাদ প্রক্ষালনে।
পাদ প্রক্ষালন করি বসিলা সেই স্থানে ॥৫৯॥
বসিয়া করিল কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
মহা তেজোময় বপু কোটি সূর্য্যাভাস ॥৬০॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিলা সন্ন্যাসীগণ ছাড়িয়া আসন ॥৬১॥

"সন্ন্যাসীরে" ইতি। সন্ন্যাসীদিগে কৃপা করিবার জন্য মহাপ্রভু তা[illegible] নিমন্ত্রণ করান। কেননা "সেই" ইতি ॥৫৬॥—॥৫৮॥

সেই স্থানে,, পাদপ্রক্ষালন-নিকট স্থানে ॥৫৯॥

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী সন্ন্যাসীদিগে সবিশেষ ব্রহ্ম জানাইবার জন্য [illegible] প্রকাশ করেন। কেননা এই পরিচ্ছেদে সন্ন্যাসীরা বলিবেন যথা "তো[illegible] দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ" ॥৬০॥৬১॥

প্রকাশানন্দ নামে এক সন্ন্যাসী প্রধান।
গোসাঞিরে বলিলা কিছু করিয়া সম্মান ॥৬২॥
ঞিহা আইস ঞিহা আইস শুনহ শ্রীপাদ।
অপবিত্র স্থানে বৈস কিবা অবসাদ ॥৬৩॥
গোসাঞি কহেন আমি হীন সম্প্রদায়।
তোমা সবা সম্প্রদায় বসিতে না জুয়ায় ॥৬৪॥
আপনে প্রকাশানন্দ হাতেত ধরিয়া।
বসাইল সভামধ্যে মান্যতা করিয়া ॥৬৫॥
পুছিলা তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য ॥৬৬॥
সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা সবার না কর দর্শনে ॥৬৭॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবক সব সঙ্গে লঞা কর সংকীর্ত্তন ॥৬৮॥

গোসাঞিরে, শ্রীচৈতন্য প্রভুকে ॥৬২॥

ঞিহা আইস, আমাদের নিকটে আইস। শ্রীপাদ, সন্ন্যাসীর সম্মানসূচক সম্বোধন-বাক্য। অপবিত্র স্থানে, পাদপ্রক্ষালন স্থানে। অবসাদ, অবসন্নতা। অর্থাৎ কি কষ্টে তুমি ঐস্থানে বসিয়াছ ॥৬৩॥

গোসাঞি, শ্রীচৈতন্য। হীন সম্প্রদায়, এখানে বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন এই, "শঙ্কর সম্প্রদায়ে তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, কানন, পুরী, ভারতী, এবং সরস্বতী এই সন্ন্যাসীদিগকে দশনামী বলে। শঙ্করাচার্য্য কোন অপরাধ বিশেষে কয়েকটীর দণ্ড কাড়িয়া লওয়ায় তাহাদিগের দণ্ড নাই। গিরি ভারতী প্রভৃতি তন্মধ্যে ভারতীর অর্দ্ধ দণ্ড ছিল, এই নিমিত্ত ভারতী সম্প্রদায় হীন

বেদান্ত পঠ ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেনে ভাবকের কর্ম্ম ॥৬৯॥

সম্প্রদায় কেননা ইঁহাদিগকে গুরু ত্যাগ করিয়াছেন; মহাপ্রভু ভারতী সম্প্রদায়ে দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত বলিলেন, আমি হীন সম্প্রদায়"।

সরস্বতী পক্ষে, হীন শব্দে রহিত অর্থাৎ যাহাদের কিছুই নাই, তবে কিনা নিষ্কিঞ্চন। নিষ্কিঞ্চন জন নিষ্কিঞ্চন আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয় এবং আমি তাহার প্রিয়, তথাহি শ্রীভাগবতে ১০ স্কং ৬০ অং ১৪ শ্লোকে রুক্মিণীং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং"। নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ"।

অতএব আমি নিষ্কিঞ্চন সম্প্রদায়, তোমরা বিদ্বান্ ইত্যাদি অভিমানী, অতএব তোমাদের সম্প্রদায়ে বসিতে উচিত হয় না ॥৬৫॥

মান্যতা করিয়া সম্মান দিয়া ॥৬৬॥

কেশব ভারতীর শিষ্য অতএব তুমি সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী। "তীর্থাশ্রমবনারণ্য গিরিপর্ব্বতসাগরাঃ। সরস্বতী ভারতী চ পুরীতি দশ কীর্ত্তিতাঃ"। তীর্থাদি দশ নামে দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। ইঁহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ আছে, তন্মধ্যে ভারতীর লক্ষণ এই "বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজেৎ। দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্তিতঃ"। ইতি শব্দকল্পদ্রুমের সন্ন্যাসী শব্দধৃত বৃহচ্ছঙ্করবিজয়ে বিদ্যারণ্যস্বামিধৃত বচন। অন্যের লক্ষণ তত্র দৃষ্টি করিবেন ॥৬৬॥৬৭॥

"সন্ন্যাসী হইয়া" ইত্যাদি বাক্য নিন্দাসূচক। কিন্তু সরস্বতী তাহা সত্যই বলিয়াছেন, কেননা সংকীর্ত্তন হইতে শ্রেষ্ঠ সাধন আর নাই ॥৬৮॥

"বেদান্ত" ইতি। বেদান্ত বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ বেদব্যাস প্রণীত দর্শনশাস্ত্র বিশেষ। মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের বাক্য বলিয়া এখানে ধ্যান বলিতে নির্বিশেষ ব্রহ্মচিন্তা। ছাড়ি, ত্যাগ করিয়া। সরস্বতী পক্ষে বেদান্ত পাঠাদি সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, কিন্তু তোমার নহে; কেননা তুমি পরমেশ্বর, তোমা হইতেই বেদের উৎপত্তি। এবং সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মের আশ্রয় তুমি ॥৬৯॥

প্রভাবে দেখিয়ে তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেনে কি ইহার কারণ ॥৭০॥
প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন ॥৭১॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্ত অধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার ॥৭২॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥৭৩॥
নাম বিনু কলিকালে আর নাহি ধর্ম্ম।
সর্ব্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম ॥৭৪॥

প্রকাশানন্দকৃতপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ "প্রভু কহে" ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণনাম প্রভাবে-নৈতৎকরোমীত্যেতৎপ্রকরণাভিপ্রায়ঃ ॥৭১॥—॥৯২॥

হীনাচার ইতি সরস্বতী পক্ষে, নারায়ণ অর্থাৎ লক্ষ্মীপতি হইয়া নিন্দিতজনের আচরণ কর কেন? এস্থানে "সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী" এই তিন পয়ারে প্রকাশানন্দ চারিটী প্রশ্ন করিলেন, যথা আমা সবার দর্শন না করা, নর্ত্তনাদি পূর্ব্বক সংকীর্ত্তন বেদান্ত পাঠ ত্যাগ, ধ্যান ত্যাগ ও হীনাচার ॥৭০॥

উক্ত প্রশ্নের মধ্যে প্রথমাদি তিনটী ও হীনাচার এই চারিটী প্রশ্নের উত্তর এক প্রসঙ্গে দিতেছেন "প্রভু কহে" ইত্যাদি "সেই কৃষ্ণনাম কভো" ইত্যন্ত। এ প্রকরণে প্রভু-প্রদত্ত চারিটী উত্তরের অভিপ্রায় এই, আমি (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) মূর্খ এ প্রযুক্ত পণ্ডিত তোমাদের দর্শন করি না, শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন উন্মাদ প্রভাবেই নর্ত্তনাদি করি, কিন্তু নিজেচ্ছায় তাহা করি না, মূর্খতাবশতঃ বেদান্ত পাঠে আমার অধিকার নাই, এবং মূর্খ বলিয়াই হীনাচার করি না সেই প্রেমই আমাকে হীনাচার করায়।

এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥৭৫॥

তথাহি ভক্তিসন্দর্ভে ২৭৪ অঙ্কধৃত বৃহন্নারদীয় বচনং।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥৩॥

হরের্নামেতি। হরের্নামেত্যাদি শ্লোকদ্বয়েনান্বয়স্তদেবাহ। কৃতে সত্যযুগে ধ্যানেন বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি কলৌ তদ্ধ্যানং নাস্ত্যেব কেবলং হরের্নামৈব ভজনমিতি। ত্রেতায়াং ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদিভির্বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি কলৌ তৎযজ্ঞাদি নাস্ত্যেব কেবলং হরের্নামৈব ভজনং। দ্বাপরে দ্বাপরযুগে পরিচর্য্যাদিভিঃ সেবাদিভির্বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি কলৌ সা পরিচর্য্যা নাস্ত্যেব কেবলং হরের্নামৈব ভজনং। অন্যথা ধ্যানগতিরন্যথা যজ্ঞাদিগতিরন্যথা পরিচর্য্যাগতিঃ কলৌ নাস্ত্যেব। কলৌ তৎপ্রাপণং হরিকীর্ত্তনাৎ। হসন্ রোদন্ গায়ন্ ভক্তঃ হরিং প্রাপ্নোতি ॥৩॥

কলৌ অন্যথা গতিঃ নাস্তি এব কেবলং হরের্নাম এব, কলৌ অন্যথা গতিঃ নাস্তি এব কেবলং হরের্নাম এব। কলৌ অন্যথা গতিঃ নাস্তি এব কেবলং হরের্নাম এব। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩॥

উক্ত প্রশ্নের মধ্যে ব্যাজচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের নিকৃষ্টতা বলায়, তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্টতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরই বিস্তার করিয়া দিয়াছেন।

ধ্যান-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দিবেন "কৃষ্ণনামে যে আনন্দ" এই আগামী পয়ারে। এখানে "মূর্খ" ইত্যাদি বাক্য সরস্বতী পক্ষে ব্যঙ্গোক্তি। বেদান্তানধিকারী ব্যক্তির পক্ষেই যে কৃষ্ণমন্ত্র জপবিধি, তাহা নহে; তদধিকারী কি অনধিকারী সকলকার পক্ষেই কৃষ্ণমন্ত্র জপবিধি। কেননা, "হরের্নাম—" এই পরপ্রদর্শিত প্রমাণে সংসার মোচনাদির একমাত্র উপায় শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র-গ্রহণ

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত [illegible] মন ॥৭৬॥
ধৈর্য্য করিতে নারি হইলাঙ উন্মত্ত।
হাসি কান্দি নাচি গাই যেন মদমত্ত ॥৭৭॥
তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানচ্ছন্ন হইল আমার ॥৭৮॥
পাগল হইলাঙ আমি ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি নিবেদিনু গুরুর চরণে ॥৭৯॥
কিবা মন্ত্র দিলে গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতেই মন্ত্র মোরে করিল পাগল ॥৮০॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু হাসি বলিল বচন ॥৮১॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যে জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥৮২॥

[illegible] "নাম বিনু—" এই বাক্য প্রমাণে কৃষ্ণমন্ত্র-জপ বলিতে কৃষ্ণনাম, অথবা [illegible] ও কৃষ্ণনাম এই দুয়েরই বিধি দিয়াছেন ॥৭১॥—॥৭৪॥

কণ্ঠে করি, অভ্যাস করিয়া, অথবা কণ্ঠমণির [illegible] যত্নে ধারণ করি[illegible] ॥—॥৭৭॥

কলিযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনা হয় না, একমাত্র হরিনামই করিবে ॥[illegible]॥ হরের্নাম শ্লোকের বিশেষার্থ আদির সপ্তদশ পরিচ্ছেদ করিয়াছেন, তথায় [illegible] করিবেন। "এক শ্লোক শিখাইল" ( ) এই "হরের্নাম" শ্লোক (১) ॥[illegible]॥

জ্ঞা[illegible] হইল, জ্ঞান আচ্ছাদিত হইল অর্থাৎ জ্ঞান লোপ হইল ॥[illegible]॥—॥৮১॥

কৃষ্ণ বিষয়ে প্রেম পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥৮৩॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥৮৪॥
কৃষ্ণনাম ফল কৃষ্ণপ্রেমা শাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করিল উদয় ॥৮৫॥

উপজয়ে, উদয় হয়। প্রেমসাধ্য বস্তু না হওয়াতে শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে তাহার উদয় হয়। তথাহি মধ্যের ২২ পরিচ্ছেদ ;—

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়" ॥

অর্থাৎ "কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের—" ইত্যাদি বাক্যে গুরু আমাকে বলিলেন এই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের স্বভাববশতই তুমি হাস্যাদি কর, কিন্তু পাগল নহ ॥৮২॥

চারি পুরুষার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারিটী পুরুষার্থ প্রেমের অগ্রে তৃণ তুল্য অর্থাৎ অতি তুচ্ছ। তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে প্রথম লহরীর ২২ শ্লোক ;—

"মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ।
পুরুষার্থাস্তু চত্বার স্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ" ॥

অন্বয়ার্থ। হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের উদয় হইলে, চারিটী পুরুষার্থ তাহার অগ্রে তৃণ তুল্য হয় ॥৮৩॥৮৪॥

শ্রীকৃষ্ণে যে প্রেমোদয় হয়, এইটী শ্রীকৃষ্ণ-নামের ফল। প্রাসঙ্গিক সকল ফলই শ্রীকৃষ্ণনামে লাভ হয়। কিন্তু তাহার নিজ ফল শ্রীকৃষ্ণে প্রেম, কেননা নিষ্কামভাবে শ্রীকৃষ্ণনাম করিলে, তাহাতে প্রেমই উদয় হয়। "শাস্ত্রে কয়", ইহা "এবং ব্রতঃ—" পরে বলিতেছেন ॥৮৫॥

প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত তনু ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ ॥৮৬॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে নাচে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায় ॥৮৭॥
স্বেদ কম্প গদ্গদাশ্রু রোমাঞ্চ বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥৮৮॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের প্রেমানন্দ সুখ সাগরে ভাসায় ॥৮৯॥
ভাল হৈল পাইলা তুমি পরম পুরুষার্থ।
তোমার প্রেমাতে আমি হইলাও কৃতার্থ ॥৯০॥
নাচ গায় ভক্ত সঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি তার সর্ব্বজন ॥৯১॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
ভাগবত সার এই বোলে বারে বারে ॥৯২॥

ক্ষোভ, চাঞ্চল্য ॥৮৬॥

ইতি উতি, ইতস্তত ॥৮৭॥

স্বেদ, ঘর্ম্ম। গদ্গদ, অস্পষ্ট বাক্য। অশ্রু, নেত্রজল। রোমাঞ্চ, রোমোদ্গম। বৈবর্ণ্য, নিজ বর্ণের অন্যথা। উন্মাদ, চিত্তবিভ্রম। বিষাদ, অনুৎসাহ বা ইষ্ট-অপ্রাপ্তিকৃত মনোভঙ্গ। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা। গর্ব্ব, অন্যাবজ্ঞা। হর্ষ, চিত্ত-প্রসন্নতা। দৈন্য, আপনাতে অতি নিকৃষ্টতা মনন। স্বেদাদি দৈন্যান্ত ভাবের লক্ষণ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে তৃতীয় লহরীতে দৃষ্টি করিবেন ॥৮৮॥

এত ভাবে, স্বেদাদি করিয়া সাত্ত্বিকাদি ভাবে বা "চিত্ত তনুক্ষোভ" ইত্যাদি প্রকারে ॥৮৯॥৯০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২ অং ৩৮ শ্লোকে জনকং প্রতি শ্রীকবিবাক্যং।

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগ দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥৪॥

এবঞ্চ ভজতঃ সংপ্রাপ্তপ্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগস্ত সংসার ধর্ম্মাতীতাং গতিমাহ এবমিতি। এবং ব্রতং বৃত্তং যস্ত সঃ স্বপ্রিয়স্য হরে র্নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগঃ প্রেমা যস্ত সঃ অতএব দ্রুতচিত্তঃ শ্লথহৃদয়ঃ কদাচিদ্ভক্তপরাজিতং ভগবন্তং নাকলয্য উচ্চৈর্হসতি। এতাবন্তং কালং উপেক্ষিতোঽস্মীতিরোদিতি। অতো দুঃখ্যাদ্রৌতি ক্রোসতি। অতিহর্ষেণ গায়তি। জিতং জিতমিতি নৃত্যতি। কিং দাম্ভিকবৎ পরান্ প্রতি প্রকাশয়িতুং ন উন্মাদবৎ গ্রহগৃহীতবৎ লোকবাহ্যঃ বিবশঃ। ইতি ভাবার্থ-দীপিকা।

—স্বপ্রিয়ানি তন্নামসু অসংখ্যেষু মধ্যে যানি স্ববাসনাপোষকাণি তেষাং কীর্ত্ত্যা কীর্ত্তনেন মুখ্যেন কারণেন জাতানুরাগ আবির্ভূত মহাপ্রেমেত্যর্থঃ হাসাদীনাং কারণানি ভক্তিভেদানস্বাদনন্তাজ্ঞের জ্ঞেয়ানি। ইতি ক্রমসন্দর্ভঃ।

এবং ব্রত (জনঃ) স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা জাতানুরাগঃ (আবির্ভূত মহাপ্রেমা) উচ্চৈঃ দ্রুতচিত্তঃ (সন্) উন্মাদবৎ লোকবাহ্যঃ (সন্) অথঃ হসতি, রোদিতি, রৌতি, গায়তি, নৃত্যতি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৪॥

গায়, গান কর। উপদেশি, উপদেশ দিয়া ॥১১॥

এত বলি, "কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের—" ইত্যাদি বাক্য বলিয়া। এস্থলে "এবং ব্রতঃ—" এই শ্লোকটীকে ভাগবতসার বলাতে অন্য শ্লোককে যে ভাগবতের অসার বলা হইল, তাহা নহে। কেননা "ভাগবতং রসং" এই প্রথম স্কন্ধ শ্লোক

এই তাঁর বাক্য আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করি ॥৯৩॥
সেই কৃষ্ণনাম কভো নাচায় গাওয়ায়।
গাই নাচি আমি নাহি আপন ইচ্ছায় ॥৯৪॥

"সন্ন্যাসী হইয়া কর" ইতি সন্ন্যাসি প্রশ্নস্যোত্তরমুপসংহরন্ [illegible] করেন ॥৯৩॥৯৪॥

[illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের সকল শ্লোকই রস, সকলই সার। তবে শ্রীকৃষ্ণনাম [illegible]নাদি সাধন-ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে যে প্রেমোদয় হয়, [illegible] সার শ্লোক ॥১২॥

অসংখ্য শ্রীকৃষ্ণনাম মধ্যে নিজ-প্রিয়নাম-কীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণনাম [illegible] [illegible]র প্রেমোদয় হওয়াতে অধিকরূপে চিত্ত শিথিল হয়, তজ্জন্য [illegible] [illegible] ব্যক্তির মতন, বিবশ হইয়া কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন চীৎকার, [illegible] গান করেন ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তনদ্বারা উদিত মহাপ্রেম স্বভাব-প্রভাবেই হাস্যাদি করেন। [illegible] এক শ্লোক" তাহা এই শ্লোক ॥৪॥

"সন্ন্যাসী হইয়া কর" এই ৬৮ পয়ারোক্ত সন্ন্যাসী প্রশ্নের যে উত্তর দিলেন, [illegible] উপসংহার করিতেছেন "এই তাঁর" ইতি দুই পয়ারে। [illegible] [illegible] কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের" ৮২ ইত্যাদ্যুক্ত গুরুবাক্য। সেই [illegible], যে [illegible]মের সংকীর্ত্তন করি, সেই কৃষ্ণনাম। অথবা যখনই শ্রীকৃষ্ণনাম করি, [illegible] সেই নাম।

"সন্ন্যাসী হইয়া কর" এই ৬৮ পয়ারোক্ত সন্ন্যাসী প্রশ্নের উত্তর দিলেন [illegible] শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন উদিত প্রেমই আমাকে [illegible] হাস্যাদি করায়, [illegible] নিজেচ্ছায় আমি তাহা করি না। [illegible] আমার বেদান্ত [illegible] অথবা মূর্খতাবশত বেদান্ত পাঠে আমার অধিকার নাই ॥[illegible]॥

কৃষ্ণনামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর আগে খাতোদক সম ॥৯৫॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে প্রথম লহরীর ২৬ অঙ্কধৃত হরিভক্তি সুখোদয়ে।

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্ম্যাণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥৫॥

"সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী" ইত্যাদ্যুক্তস্য ধ্যানবিষয়ক প্রশ্নস্যোত্তরমাহ "কৃষ্ণনামে" ইতি। শ্রীকৃষ্ণনামানন্দাৎ ব্রহ্মানন্দস্যাত্যল্পত্বাৎ ধ্যানং ব্রহ্মচিন্তাং ন করোমীতি ভাবঃ ॥৯৫॥—॥১০২॥

ব্রাহ্ম্যাণীত্যত্র পারমেষ্ঠ্যানীতি তু ন ব্যাখ্যেয়ং পরব্রহ্মানন্দেনৈব তস্য তাৎপর্য্যাৎ শ্রীভাগবতাদিষু প্রসিদ্ধমিতি তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দেত্যাদিভ্যঃ ইতি দুর্গমসঙ্গমনী ॥৫॥

হে জগদ্‌গুরো (ভগবন্) ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে (মম) ব্রাহ্ম্যাণি অপি সুখানি গোষ্পদায়ন্তে। ইত্যন্বয়ঃ ॥৫॥

"সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী" ৬৭ ইত্যাদ্যুক্ত সন্ন্যাসী অদর্শন, নর্ত্তনাদি, বেদান্ত পাঠ ত্যাগ ও হীনাচার এতদ্‌বিষয়ক প্রকাশানন্দকৃত চারিটী প্রশ্নের উত্তর দিয়া তদুক্ত ধ্যান-বিষয়ক পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন "কৃষ্ণনামে" ইতি। খাতোদক, পুষ্করণীর জল। শ্রীকৃষ্ণনামানন্দ হইতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দের অল্পত্ব বিধায় শ্রীকৃষ্ণনামই জপ করি, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধ্যান করি না। কিম্বা সর্ব্বানন্দ পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণনামানন্দই তদপেক্ষা স্বল্পানন্দ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মচিন্তা করিতে দেয় না, ইতিভাব ॥৯৫॥

হে ভগবন্! সাগর-সংস্থিত ব্যক্তির পক্ষে গোখুর-খনিত গর্ত্ত-মধ্যস্থ জল যেমন অত্যল্প বোধ হয়, তদ্রূপ আপনকার দর্শনে অপ্রাকৃত সুখ-সমুদ্র-সংস্থিত আমার পক্ষে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসুখও অত্যল্প বোধ হইতেছে ॥৫॥

প্রভুর মিষ্ট বাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ।
চিত্ত ফিরি গেল কহে মধুর বচন ॥৯৬॥
যে কিছু কহিলে তুমি সব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায় যার ভাগ্যোদয় ॥৯৭॥
কৃষ্ণভক্তি কর ইহায় সবার সন্তোষ।
বেদান্ত না শুন কেনে তাতে কিবা দোষ ॥৯৮॥
এত শুনি হাসি প্রভু বলিল বচন।
দুঃখ [illegible] ভাবহ যদি করি নিবেদন ॥৯৯॥

"কৃষ্ণনামে" এই পূর্ব্বোক্ত পয়ারানুরোধে এ শ্লোকের অর্থ হইবে এই, হে [illegible]! আপনকার [illegible] নিকে প্রাপ্তি করায়, এরূপ নাম-সংকীর্ত্তনাদি-ভক্তি কৃত্য [illegible] সমুদ্রহিত যে আমার পক্ষে। অপর সমান। "কৃষ্ণনামে—" ([illegible]) [illegible]—" (১) ॥৫॥

চিত্ত ফিরি গেল, শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনাদি ভক্তিতে যে হীনতা [illegible] ছিল [illegible] নষ্ট হইল। কহে মধুর বচন, প্রকাশানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ পূর্ব্বে [illegible] বাক্য বলিয়াছিল, এক্ষণ চিত্ত ফিরিয়া যাওয়াতে প্রকৃত [illegible] [illegible]লেন ॥৯৬॥৯৭॥

"বেদান্ত না শুন" ইতি। অর্থাৎ মূর্খের বেদান্তপাঠে অধিকার না [illegible], [illegible] তুমি বেদান্ত পাঠ কর না ভালই। কিন্তু আমাদের নিকট তাহা শ্রবণ [illegible] কেন? তাতে, সেই শ্রবণে। বেদান্ত বলিতে এখানে বেদান্তসূত্র ॥৯৮॥

"তাতে কিবা দোষ" এই প্রশ্নের উত্তরে বেদান্ত-ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের [illegible] দোষ দিতে হইবে, তাহা হইলে অর্থাৎ শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্তভাষ্যে [illegible] দোষ থাকায় আমি তাহা শ্রবণ করি না; এই উত্তরে সেই [illegible] [illegible] প্রকাশানন্দাদির মনোকষ্ট হইবে বলিয়া অগ্রে [illegible] প্রভু

ইহা শুনি কহে সব সন্ন্যাসীর গণ।
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥১০০॥
তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ।
তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন ॥১০১॥
তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন।
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন ॥১০২॥
প্রভু কহে বেদান্তসূত্র ঈশ্বর বচন।
ব্যাসরূপে কহিলেন আপনি নারায়ণ ॥১০৩॥
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণা পাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥১০৪॥
উপনিষদ্ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্তি সেই তত্ত্ব পরম মহত্ত্ব ॥১০৫॥

ব্যাসঃ শ্রীনারায়ণাবতারঃ তথাচোক্তং প্রথমে "জাতঃ পরাশরোদ্[illegible] বাসব্যাং কলয়োহরেঃ। ইতি ॥১০৩॥—॥১০৫॥

বলিতেছেন "এত" ইতি। "দুঃখ" ইতি। মৎপ্রদত্ত উত্তরে যদি দুঃখ না[illegible] তবেই আমি নিবেদন করি, ইত্যর্থঃ ॥৯৯॥

"সাক্ষাৎ নারায়ণ, ব[illegible]ন শুনি জুড়ায় শ্রবণ" ইত্যাদি বর্ণনার অভিপ্রা[illegible] সর্ব্বসৌন্দর্য্য-বিধায় তোমার বচন কখন অসঙ্গত হইবার নহে, অতএব [illegible] আমাদের দুঃখ হইবে না ॥১০০॥—॥১০২॥

"বেদান্ত না শুন কেনে—" এই উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন "প্র[illegible]" ইতি। শ্রীমদ্ভাগবতের ৯ স্কং ৪ অং ১৪ শ্লোকে বলিয়াছেন এই, পরাশর[illegible] বাসবী সত্যগন্ধাতে নারায়ণাংশ বেদব্যাস প্রকট করেন। এই বাক্যে[illegible] নারায়ণাবতার হওয়াতে [illegible]রণই ব্যাসরূপে বলিয়াছেন বলিয়া বো[illegible]

গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সব কার্য্য ॥১০৬॥
তাহার নাহিক দোষ ঈশ্বরাজ্ঞা পাইয়া।
গৌণ অর্থ কৈল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥১০৭॥

সর্ব্বনাশকস্য শাঙ্করভাষ্যস্য শ্রবণভীয়া তৎসূত্রং ন শ্রুয়তে ইতি "বেদান্ত না শুনি" এতৎ প্রশ্নস্যোত্তরং ॥১০৬॥১০৭॥

ঈশ্বর-বচন। সারার্থাদি-বিশিষ্ট স্বল্পাক্ষর রচনা বিশেষকে সূত্র বলে। ব্যাস বিরচিত "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" ইত্যাদি করিয়া পঞ্চ পঞ্চাশদধিক পঞ্চশত সূত্রকে বেদান্তসূত্র বা শারীরিকসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র বলে ॥১০৩॥

উক্ত সূত্রের মুখ্যার্থই সত্য, ইহা বলিবার জন্য তবে কিনা বেদান্তসূত্র শ্রবণে কোন দোষ নাই, শাঙ্করভাষ্য শ্রবণেই দোষ, এইটী বলিবার জন্য প্রথমতঃ সেই সূত্রে দোষাভাব দেখাইতেছেন "ভ্রম" ইতি। ভ্রমাদির লক্ষণ আদির দ্বিতীয়ে "ভ্রমপ্রমাদ" এই ৭২ পয়ার ব্যাখ্যায় দৃষ্টি করিবেন। ঈশ্বর-বচন বিধায় ঐ সূত্রে ভ্রমাদি চারিটী দোষ নাই। অতএব অর্থাৎ দোষ থাকিলেই গৌণবৃত্ত্যাদি দ্বারা অর্থ করিতে হয়, তাহা যখন তাহাতে নাই, তখন মুখ্যবৃত্তি দ্বারা উপনিষদ (কঠাদি করিয়া দশখানি বেদশেষ ভাগ) সহিত অর্থাৎ উপনিষদ্ প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক উক্ত সূত্রের যে অর্থ, তাহাই সত্য।

মুখ্যবৃত্তি এই, মুখ্য (অভিধা) লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা বা তাৎপর্য্য এই তিনটী শব্দের বৃত্তি অর্থাৎ শক্তি, উহার অবান্তর যে প্রভেদ আছে, তাহা সাহিত্য-দর্পণাদির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দৃষ্টি করিবেন। ঐ শক্তিদ্বারা শব্দের যথার্থ অর্থের বোধ হয়। তন্মধ্যে শব্দোচ্চারণ মাত্রে তাহার অর্থ বোধ হয় যেমন গো শব্দ অর্থাৎ গো এই শব্দ উচ্চারণ করিলে সাস্নাদি বিশিষ্ট গবাকৃতি অর্থকে বুঝায় যে বৃত্তি (শক্তি) সেইটী মুখ্যবৃত্তি ॥১০৪॥১০৫॥

শঙ্কর তদ্‌ভাষ্য শ্রবণে দোষ দেখাইতেছেন "গৌণ" ইতি। গুণেতে যে

অর্থাৎ মুখ্যার্থের সঙ্গতি করিতে না পারিয়া কষ্ট-কল্পনায় অর্থ করা হয় যেই দ্বারা তাহা গৌণবৃত্তি। যেমন এই মনুষ্য-সিংহ, এখানে সিংহ শব্দের জটা-বিশিষ্ট জন্তু বিশেষ অর্থ অসঙ্গত হওয়ায় অর্থ করিতে হইল এই, সিংহতুল্য শৌর্য্যাদি-গুণবিশিষ্ট এই মনুষ্য। ভাষ্যের গৌণবৃত্ত্যর্থ "ব্রহ্ম শব্দে—" ইত্যাদি পয়ারে দৃষ্টি করিবেন।

ভাষ্যের লক্ষণ যথা,—

সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।

স্বপদানিচ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যাবিদো বিদুঃ" ॥

ইতি লিঙ্গাদিসংগ্রহটীকায়াং ভরতঃ।

অস্যার্থ। সূত্রানুগত পদদ্বারা যাহাতে সূত্রার্থের বর্ণনা করিয়াছেন, এবং স্বীয় পদ সকলকে বর্ণনা করিয়াছেন, ভাষ্যবেত্তা পণ্ডিতেরা তাহাকে ভাষ্য বলে। আচার্য্য, বক্ষ্যমাণ মত-ব্যাখ্যা-সাহায্যে আচার্য্য বলিতে শ্রীশঙ্করাচার্য্য। "তাহার" ইতি। ব্রহ্ম নির্গুণ, জীব সেই ব্রহ্ম ইত্যাদি প্রতিপাদক তদ্ভাষ্য শ্রবণে জীব আপনাকে ব্রহ্ম মানিয়া কোন কার্য্য না করায় সর্ব্বকার্য্য নাশ হয়।

"প্রভু কহে—" ইত্যাদি চারিটী পয়ার বাক্যে "বেদান্ত না শুন কেনে—" ৯৮ ইত্যাদ্যুক্ত প্রকাশানন্দ কৃত প্রশ্নের শ্রীচৈতন্য প্রভু উত্তর দিলেন এই, সর্ব্বনাশক শাঙ্করভাষ্য শ্রবণ-ভয়ে বেদান্তসূত্র শ্রবণ করি না, তবে কিনা ঈশ্বর বাক্য বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ শ্রবণে কোনই দোষ নাই। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য কৃত গৌণার্থবোধক তদ্ভাষ্য শ্রবণে সর্ব্বনাশ হইবে, অর্থাৎ অপর তদ্ভাষ্য থাকিলেও শাঙ্কর-সম্প্রদায়ী তোমরা তদ্ভাষ্যদ্বারা বেদান্তসূত্র ব্যাখ্যা করিলে তৎশ্রবণে সর্ব্বনাশ হইবে, এই দোষে তাহা শ্রবণ করি না ॥১০৬॥

"শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ" অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্য সাক্ষাৎ মহাদেব হইয়া তাহা করেন কেন, ইহাতে বলিতেছেন "তাঁহার" ইতি। আচার্য্যের কোন দোষ নাই, তবে ঈশ্বরাজ্ঞায় তিনি তাহা করিয়াছেন। তথাহি মধ্যের ৬ পরিচ্ছেদধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।—

"আগমৈঃ কল্পিতৈস্তুঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।

ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থ কহে ভগবান্।
যড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান ॥১০৮॥
তাঁহার যে বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া তাঁকে কহে নিরাকার ॥১০৯॥

"গৌণ অর্থ কৈল" ইতি যদুক্তং তদেব বিশদয়ন্ তৎসূত্রস্য মুখ্যার্থকথনেন শঙ্করগৌণার্থং খণ্ডয়তি "ব্রহ্ম" ইত্যাদি "এইমত প্রতিসূত্রে" ইত্যন্তং ॥১০৮॥—॥১৩২॥

অস্যার্থ। কল্পিত আগমদ্বারা জন সকলকে মদ্‌বিমুখ কর। তথা তত্রৈব-শ্রুত তদ্বচন।—

"মায়াবাদম্ অসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা" ॥

অস্যার্থ। মায়াবাদ অর্থাৎ রজ্জুসর্পবৎ জগন্মিথ্যা, এইটী বলে যে শাস্ত্র, সেই কিনা শাঙ্করভাষ্য। তাহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ (নাস্তিক) শাস্ত্র বলে। হে দেবি দুর্গে! আমিই (মহাদেবই) কলিকালে শঙ্করাচার্য্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই ভাষ্য করিয়াছি।

এখানে যদি কেহ উক্ত সূত্রের শাঙ্কর গৌণার্থকেই মুখ্যার্থ মনে করেন, তাহার খণ্ডন আগামী "বৃহত্ত্ব ব্রহ্ম কহি" এই পয়ার ব্যাখ্যায় বা[illegible] হইবে ॥১০৭॥

"গৌণ অর্থ কৈল—" এই উক্ত পয়ারে বলিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ আচ্ছাদন করিয়া গৌণ অর্থ করিয়াছেন তাহাতে মুখ্যার্থ অসঙ্গত হইলে গৌণার্থ গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু তাহা এখানে না হওয়াতে সেই মুখ্যার্থ ও গৌণার্থ কথন পূর্ব্বক মুখ্যার্থদ্বারা গৌণার্থের খণ্ডন করিতেছেন "ব্রহ্ম" ইত্যাদি "এইমত প্রতিসূত্রে" ইত্যন্ত। উক্তার্থ[illegible]ের বিষয় এই পাঁচটী ব্রহ্ম, পরতত্ত্ব, জীব, জগৎ ও মহাবাক্য। ইত্যাদি।

তত্র মুখ্যার্থে ব্রহ্ম সবিশেষ (সাকার) ভগবান্ [illegible] তিনিই পরতত্ত্ব।[illegible]

জীব ও ব্রহ্মে ভেদাভেদ।৩। জগৎ ঈশ্বর পরিণাম।৪। প্রণব মহাবাক্য।৫।

গৌণার্থে। ব্রহ্ম নির্বিশেষ (নিরাকার)।১। তিনিই পরতত্ত্ব।২। জীব ও ব্রহ্মে অভেদ।৩। জগৎ সেই ব্রহ্মে অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রমবৎ জগৎ মিথ্যা।৪। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য।৫।

উক্ত বিষয়ের মধ্যে প্রথমতঃ ব্রহ্ম ও পরতত্ত্ব, এতদ্বিষয়ক ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ দ্বারা তদ্বিষয়ক শাঙ্কর গৌণার্থের খণ্ডন করিতেছেন "ব্রহ্ম" ইতি দুই পয়ারে।

তাহাতে মুখ্যার্থ এই, "ব্রহ্ম" ইতি। ব্রহ্ম শব্দে ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ ভগবান্ অর্থাৎ চিদৈশ্বর্য্যাদি পরিপূর্ণ সবিশেষ ভগবান্। তিনি অনূর্দ্ধ সমান, অর্থাৎ তাঁহার অধিক এবং সমান না থাকায় তিনিই পরতত্ত্ব।

এখানে বলা হইল এই, ব্রহ্ম বলিতে চিদৈশ্বর্য্যাদি পরিপূর্ণ অতএব তিনি সাকার ভগবান্। এবং তিনি পরতত্ত্ব। তথাচোক্ত পরমাত্ম-সন্দর্ভে, ১০৫ অঙ্কে "জন্মাদ্যস্য—" এই ভাগবতীয় প্রথম শ্লোকদ্বারা ব্রহ্মসূত্রের "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" ইত্যাদির অর্থ-প্রকরণেধৃত শ্রীরামানুজচরণবাক্য ;—

"সর্ব্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগেনহি ব্রহ্মশব্দঃ। বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানবধিকাতিশয়ঃ সোঽস্য মুখ্যার্থঃ সচ সর্ব্বেশ্বর এবেতি" তথা তত্রৈব ;

"অতএব বিবিধমনোময়ানন্তাকারত্বেঽপি তত্তদাকারাশ্রয়ঃ পরমাদ্ভুত মুখ্যাকারত্বমপি তস্যাভ্যুপগতং। তদেবং মূর্ত্তত্বে সিদ্ধে"।

ইহার অর্থ প্রায় স্পষ্টই আছে। তথা ব্রহ্মসূত্রে ৩ অধ্যায়ের ২ পাদে "অরূপবদেব—" এই ১৪ সূত্রের গোবিন্দভাষ্য—

"সচ্চিদানন্দরূপং যস্য—বিগ্রহবত্তং"।

অস্যার্থ। ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দরূপ। তিনি সাকার।

তথা তত্রৈব ১ অং ১ পাং "জন্মাদ্যস্য—" এই ২ সূং গোবিন্দভাষ্য,—

"ভূমাত্মশব্দৌ ব্যাপ্তিগুণযোগেন ভগবতি মুখ্যবৃত্তৌ ভূমাধিকরণে বাক্যান্বয়াধিকরণে চ তথৈব নির্ণেষ্যমানত্বাৎ ব্রহ্মশব্দশ্চ নিঃসীমাতিশয়গুণযোগাৎ তত্রৈব বর্ত্ততে।—অতোঽয়ং তত্রৈব মুখ্যঃ"।

তাৎপর্য্য এই। ব্রহ্ম শব্দ মুখ্যবৃত্তিতে ভগবানেই বর্ত্তে।

তথা তত্রৈব ৩ অং ২ পাং "দর্শয়তি" এই ১৭ সূং গোবিন্দভাষ্য ;—

"দর্শয়তে হি—শ্রুতিঃ পরমাত্মনং বিগ্রহং দর্শয়তি"।

অর্থাৎ ভৃগ্যাদি করিয়া শ্রুতি সকল সাকার ব্রহ্মকেই দর্শন করায়।

ইহার পরতত্ত্বতা যথা তত্রৈব ৩ অং ২ পাং "অথান্যপ্রতিষেধাৎ" এই সূং গোবিন্দভাষ্য ;—

"অথ ভগবতঃ সর্ব্বপরত্বমুচ্যতে—তথা ব্রহ্মৈব সর্ব্বস্মাচ্ছ্রেষ্ঠং ন ততোহন্যৎ পরং—"।

তাৎপর্য্য। ভগবানই সর্ব্বপরতত্ত্ব। তদ্ভিন্ন অপর পরতত্ত্ব নাই ইতি। এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ উক্ত ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

বিগ্রহের (আকারের) পরিচ্ছিন্নতা-বিধায় ভগবানের সর্ব্বব্যাপকত্বাদি হয় কিরূপে? এতদ্বিষয়ক সিদ্ধান্ত ভগবৎসন্দর্ভে ২৫ অঙ্কে "বিগ্রহস্য পূর্ণ-স্বরূপভূতত্বং বক্তুং প্রকরণমারভ্যতে" ইত্যাদি প্রকরণে। তথা ২৯ অঙ্কে "বিভূত্বমাহ" এবং বেদান্তসূত্রের ৩ অং ২ পাং "অনেন—" এই ৩৮ সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে এই সৃষ্টির পরেই দেহোৎপত্তি হওয়াতে তৎপূর্ব্বে দেহ না থাকায় এবং জন্য পদার্থ মাত্রেরই নাশ থাকায় সেই ভগবানের নিরাকারত্বই প্রাপ্ত হইল? ইহাতে বলিতেছেন "তাহার" ইতি। ভগবানের চিদ্বিভূতি অর্থাৎ চৈতন্যরূপ ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ দেহ ও দেহাদি সকলই চিদাকার (চৈতন্য-ঘনদেহ)। তবে কিনা চৈতন্যরূপই তাঁহার দেহ, অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বেও তাহা আছে এবং জন্য না হওয়াতে তাহার নাশও নহে।

তাৎপর্য্য এই, ভগবান্ দেহবিশিষ্ট হইলে দেহ ও দেহীর বিভাগ থাকায় ঐ আশঙ্কা হইতে পারে। কিন্তু ভগবান্ দেহবিশিষ্ট নহেন, ভগবান্ চৈতন্য ও চৈতন্য-স্বরূপই দেহ, সুতরাং দেহ ও দেহীর বিভাগ না থাকায় উক্ত আশঙ্কার অবকাশ এখানে নাই।

তথা বলিয়াছেন ব্রহ্মসূত্রের ৩ অং ২ পাদ "আহচ—" এই ১৬ সূং গোবিন্দভাষ্য ;—

"তং বিগ্রহমেব যস্মাৎ পরমাত্মান মাহশ্রুতিঃ—দেহদেহিভিদা চৈব নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ইতি স্মৃতিশ্চ তথাহ। অত্র দেহাভিন্নোদেহীত্যেবং ভিন্নো দর্শনি নাস্তি। কিন্তু দেহএব দেহীতি লব্ধং"।

অস্যার্থ। তাঁহার দেহই পরমাত্মরূপ। ঈশ্বরের দেহ দেহীর ভেদ নাই, দেহই দেহী।

তিনি কিমাকার? ইহা উক্ত ১৬ সূত্রের গোবিন্দভাষ্যধৃত শ্রুতি বলিয়াছেন;

"সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরমিতি"॥

ফলিতার্থ এই, তিনি মনুষ্যাকার।

সেই ভগবান্ এক শ্রীকৃষ্ণ, এতদ্বিষয়ক বিচার, কৃষ্ণ-সন্দর্ভে ৭৯ অঙ্কে;—

"অত্রোচ্যতে শ্রীভাগবতস্য—। তত্র শ্রীকৃষ্ণস্যৈব স্ব . ভগবত্ত্বং নিরূপিতং"।

অস্যার্থ। সর্ব্বশাস্ত্রোপরিচর শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ং ভগবত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপর ঐ প্রকরণে দ্রষ্টব্য। তথা ব্রহ্মসূত্রের ৩ অং ২ পাদ "দর্শয়তি—" এই ১৭ সূং গোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মশব্দার্থ আগামী "বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি—" এই পয়ার ব্যাখ্যায় ব্যক্ত হইবে।

ব্রহ্ম ও পরতত্ত্ব-বিষয়ক ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ দেখাইয়া তদ্বিষয়ক শাঙ্কর গৌণার্থ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা খণ্ডন করিতেছেন। তাহাতে গৌণার্থ এই, ব্রহ্ম নিরাকার, এবং তিনিই পরতত্ত্ব।

তথাহি ব্রহ্মসূত্রে ৩ অধ্যায় ২ পাদ "অরূপবদেব—" এই ১৪ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য ;—

"রূপাদ্যাকাররহিত মেবহি ব্রহ্মাবধারয়িতব্যং ন রূপাদিমৎ—নিরাকারমেব ব্রহ্মাবধারয়িতব্যং"।

তথা তত্রৈব "দর্শয়তি" এই ১৭ সূং শাঙ্করভাষ্য ;—

"দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ পররূপপ্রতিষেধেনৈব ব্রহ্মনির্বিশেষং"।

চিদানন্দ তিঁহো তাঁর স্থান পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার ॥১১০॥
তার দোষ নাহি তিঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ ॥১১১॥

ইহার অর্থ প্রায় স্পষ্টই আছে।

তাহার পরতত্ত্বতা যথা তত্রৈব ৩ অং ২ পাং "সামান্যাং তু" এই ৩২ সূত্র শঙ্করভাষ্য;

"—ন ব্রহ্মণোহন্যং কিঞ্চিদ্ভবিতুমর্হতি প্রমাণাভাবাৎ—নচ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং পরিকল্পং সম্ভবতি"।

ইহার ফলিতার্থ এই। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অপর আর কিছুই নাই, অর্থাৎ তিনি পরতত্ত্ব। তত্ত্বদ্বিষয়ক উপনিষদ্ প্রমাণ উক্ত তত্তৎভাষ্যে দ্রষ্টব্য। ইতি।

উক্ত গৌণার্থের খণ্ডন করিতেছেন "চিদ্বিভূতি" ইতি। ব্রহ্ম শব্দে চিদাকার অর্থাৎ চৈতন্যরূপেই সাকার ভগবান্। এবং তিনিই পরতত্ত্ব, এই উক্ত অর্থ আচ্ছাদন করিয়া শঙ্করাচার্য্য "তাঁকে" অর্থাৎ পরতত্ত্ব সাকার ব্রহ্ম তাঁহাকে অথবা সেই ব্রহ্মকে নিরাকার বলিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম ও পরতত্ত্ব বিষয়ক ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর উক্ত গৌণার্থ দুষ্ট ইত্যর্থ। এবং পরতত্ত্ব ভগবানকে নিরাকার ব্রহ্ম বলাতে তাঁহাকেই যে পরতত্ত্ব বলিয়াছেন তাহাও দুষ্ট ইত্যর্থ॥ ॥১০৯॥

অপিচ "চিদানন্দ" ইতি। তিঁহো, পূর্ব্ব পয়ারোক্ত ব্রহ্ম শব্দবাচ্য ভগবান্ চিদানন্দময়, অর্থাৎ সেই ভগবান্ যেমন চিদানন্দময় সবিশেষ তদ্রূপ তাঁহার স্থান (গোকুলাদি ধাম) ও পরিকরও (দাসাদিও) চিদানন্দময়। তাঁরে, সেই ভগবানকে নিরাকার বলে, তবে কিনা যিনি স্বয়ং চিদানন্দময় সাকার, এবং স্থানাদি পর্য্যন্ত চিদানন্দময় সাকার, শঙ্করাচার্য্য তাহাকে নিরাকার বলেন, ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত, অতএব তাহার ব্রহ্ম-বিষয়ক ও পরতত্ত্ব-বিষয়ক সূত্রের গৌণার্থ দুষ্ট ইত্যর্থ।

বিষ্ণু নিন্দা আর নাহি তাহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর ॥১১২॥

তথাহি ব্রহ্মসূত্রে ৩ অং ৩ পাং "অন্তরাভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ" এই ৩৬ সূত্র গোবিন্দভাষ্য ;—

"অন্তরা সংব্যোমপুরমধ্যে স্বাত্মনো ভূতগ্রামবদ্বিভাতি। স্বাত্মনঃ স্বীয়েন বৃতস্য ভক্তস্যেত্যর্থঃ। যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্য" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তত্রত্যং বস্তুজাতং সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকমপি পৃথিব্যাদিনির্ম্মিতবৎস্ফুরতীত্যর্থঃ। বৎশব্দেন ভূতগ্রামত্বং তস্যনিরস্তং কিন্তু স্বাত্মকত্বমুক্তং। "ব্রহ্মৈবেদং মঃ পুরস্তাৎ পশ্চাচ্চ ব্রহ্মদক্ষিণতশ্চোত্তরেণাধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠ" মিতিশ্রুতেঃ। যথা বিজ্ঞানানন্দে পরমাত্মনি পাণিপাদনখরকুন্তলাদিনা চিত্রং তদ্ভক্তস্য স্ফুরতি তথা তদাত্মভূতে তল্লোকেঽপি ভূতোয়াদিরূপং তদিত্যর্থঃ। একমপি বিচিত্রং চন্দ্রকাদিবদ্বিভাতীতি"।

প্রভুপাদ শ্রীশ্যামলালকৃত অস্যার্থ। স্বীয় ভক্ত সকলের দৃষ্টিতে ভগবানের অধিষ্ঠানভূত সংব্যোমপুর প্রাকৃত ভূতনিবাসের ন্যায়ই প্রতীতি হইয়া থাকে। "যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে স্বীয়রূপে বৃতভক্তের নিকট ঐরূপ প্রতীতিই শ্রবণ করা যায়। সংব্যোম পুরস্থিত বস্তু সকল ব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ হইয়াও ভৌতিক বস্তুর সদৃশই প্রকাশ পাইয়া থাকে। সাদৃশ্যবাচক বৎ শব্দের প্রয়োগ দ্বারা উহার ভৌতিকত্বও নিরস্ত হইয়াছে। ঐ পুরের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ, উত্তর, অধঃ ও উর্দ্ধ সমুদায়ই ব্রহ্ম স্বরূপ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা উক্ত পুরের ব্রহ্মাত্মকত্বই স্থির হয়। যেরূপ ভক্তগণের সম্বন্ধে বিজ্ঞানানন্দময় ব্রহ্মের পাণিপাদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বৈচিত্র প্রতীত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাত্মক তল্লোকেরও ভূমিতোয়াদির প্রতীতি হইয়া থাকে। ময়ূরপুচ্ছ যেরূপ একরূপ হইয়াও বিচিত্ররূপে প্রতিভাত হয়, উহাও তদ্রূপ জানিতে হইবে"।

উপনিষদ্ প্রমাণ উক্ত ভাষ্যে দ্রষ্টব্য অপর বিষয়ক প্রমাণ পূর্ব্ব

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যেন স্ফুলিঙ্গের কণ ॥১১৩॥
জীব-তত্ত্ব শক্তি কৃষ্ণ-তত্ত্ব শক্তিমান্।
গীতা বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ ॥১১৪॥

ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। ভগবৎ-স্থানাদির চিদানন্দত্ব বিষয় বিস্তার বিচার শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভের "অথ কতমত্তৎপদং যত্রাসৌবিহরতি" এই প্রকরণে এবং ভগবৎ-সন্দর্ভে ৬ অঙ্কে "তদাবির্ভাবমাহ" এই প্রকরণে দ্রষ্টব্য ॥১১০॥

তার, শঙ্করাচার্য্যের। এতদ্বাক্যের অভিপ্রেতার্থ পূর্ব্বোক্ত "তাঁহার নাহিক দেহ" এই ১০৭ পয়ার ব্যাখ্যায় দৃষ্টি করিবেন।

তৎশ্রবণে অপরের সর্ব্বনাশ হয়। যেহেতু "বিষ্ণু নিন্দা" ইতি। বিষ্ণু, সর্ব্বব্যাপক সেই ভগবান্। বিষ্ণুনিন্দা শ্রবণে অনন্তকাল মহা নরক হয়। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৭৪ অং ২৬ শ্লোক ;—

"নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বং স্তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ" ॥

বৈষ্ণবতোষণী "—অধো মহানরকং সুকৃতক্ষয়েন তস্য কদাপি সদ্গতির্নাস্তীতি সূচিতং"।

অস্যার্থ। ভগবান্ এবং ভগবদ্দাসের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি সেই স্থান হইতে গমন না করে। তজ্জন্য সর্ব্ব সুকৃত ক্ষয় হওয়াতে তাহার অনন্তকাল নরক হয় ॥১১১॥১১২॥

জীব-বিষয়ক ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ দ্বারা তদ্বিষয়ক শাঙ্কর গৌণার্থের খণ্ডন করিতেছেন "ঈশ্বরের" ইতি তিন পয়ারে। তাহাতে মুখ্যার্থ এই, "ঈশ্বরের" ইতি। অগ্নিকণা প্রজ্বলিত অগ্নি নহে, এবং অগ্ন্যংশে তাহা হইতে ভিন্নও নহে, সুতরাং অগ্নিকণা যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে ভিন্নাভিন্ন। তদ্রূপ অণুচৈতন্য জীব বিভুচৈতন্য ঈশ্বর নহে, এবং চৈতন্যাংশে তাহা হইতে ভিন্নও নহে সুতরাং ঈশ্বর হইতে জীব ভিন্নাভিন্ন।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৭ অং ৫শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৬॥

অপরামিমাং প্রকৃতিমুপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ অপরেয়মিতি। ইয়ং যা প্রকৃতিরুক্তা ইয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ ইতঃ সকাশাৎ পরাং প্রকৃষ্টাং অন্যাং জীবভূতাং জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিং জানীহি। পরত্বে হেতুঃ যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপয়া স্বকর্ম্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্য্যতে। ইতি সুবোধিনী ॥৬॥

ইয়ং অপরা। ইতঃ (সকাশাৎ) পরাং অন্যাং জীবভূতাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি। হে মহাবাহো যয়া ইদং জগৎ ধার্য্যতে। ইত্যন্বয়ঃ ॥৬॥

তথাহি বেদান্তসূত্রে ২ অং ৩ পাং "উৎক্রান্তি—" এই ১৮ সূত্রে গোবিন্দভাষ্য ;—

"পরমাণুরেবায়ং জীবো ন বিভুঃ"।

অস্যার্থ। জীব পরমাণু তুল্য অতি ক্ষুদ্র, বিভু (বৃহৎ) নহে।

তথা তত্রৈব ৩ অং ২ পাং "অতএব—" এই ১৮ সূং গোবিন্দভাষ্য ;—

"পরমাত্মনোঽন্যোজীবঃ"।

অস্যার্থ। পরমাত্মা হইতে জীব ভিন্ন। ইতি।

তথা তত্রৈব ১ অং ১ পাং "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই ৩ সূং গোবিন্দভাষ্য ;—

"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলং। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥ ইতি যানি শাস্ত্রতাৎপর্য্যনির্ণেতৄণি ষড়্বিধানি লিঙ্গানি স্মৃতানি তান্যপি ভেদ এব বিলোক্যন্তে"।

অস্যার্থ। শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নির্ণয়ে উপক্রমাদি ছয়টী লিঙ্গকে ভেদপক্ষে অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন এই পক্ষে দেখা যায়। উপক্রমাদির অর্থ শ্লোক ব্যাখ্যায় দৃষ্টি করিবেন। শ্রুতি প্রমাণ উক্ত ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

বিষ্ণুপুরাণের ৬ অংশে ৭ অধ্যায়ে ৬১ শ্লোক।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যাতথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥৭॥

অবিদ্যা কর্ম্মকার্য্যং যস্যাঃ সা তৎসংজ্ঞা মায়েত্যর্থঃ। ইতি ভগবৎ-
সন্দর্ভঃ ॥৭॥

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা তথা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা অপরা অন্যা অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা।
তৃতীয়া শক্তিঃ ইষ্যতে। ইত্যন্বয়ঃ ॥৭॥

জীব "জীবতত্ত্ব" ইতি। পরমাণ, প্রমাণ। শক্তিমান্ হইতে শক্তি যেমন ভিন্নাভিন্ন। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে জীবও ভিন্নাভিন্ন।

এখানে বলা হইল এই, জীব অণুচৈতন্য ও শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের ভেদাভেদ প্রকাশ।

তথাহি পরমাত্ম-সন্দর্ভে ৩৭ অঙ্কে। "তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তিশক্তি মতোঃ পরস্পরানুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্ব্যতিরেকাৎ চিত্ত্বাবিশেষাচ্চ ক্বচিৎ অভেদ নির্দ্দেশ একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তিবৈবিধ্যদর্শনাৎ ভেদ নির্দ্দেশশ্চনা সমঞ্জসঃ"।

শ্রী মধ্যের ২০ পরিচ্ছেদে ভগবান্ শ্রীচৈতন্য প্রভু বলিয়াছেন ;—

"কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ইতি ॥১১৩॥১১৪॥

হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বোক্ত নিকৃষ্ট অপরা নাম প্রকৃতি হইতে ভিন্না আর একটি জীবাত্মা পরা নামে প্রকৃতি আছে, তাহা তুমি জান। যে পরা প্রকৃতি এই জগৎকে ধারণ করে ॥৬॥

জীব কৃষ্ণশক্তি, এতদ্বিষয়ক "গীতা—পরমাণ" ইহারই প্রমাণ এই শ্লোকের "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং" ॥৬॥

বিষ্ণুর অন্তরঙ্গাশক্তির নাম পরা, জীবশক্তির নাম অপরা, মায়াশক্তির তৃতীয় নাম অবিদ্যা সংজ্ঞা। বিষ্ণুর এই তিন শক্তির উপলব্ধি হয় ॥৭॥

জীব কৃষ্ণশক্তি, এতদ্বিষয়ক 'বিষ্ণুপুরাণাদি—" ইহার প্রমাণ এই শ্লোকের "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা" ॥৭॥

হেন জীব তত্ত্ব লঞা লেখি পরতত্ত্ব।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর মহত্ত্ব॥১১৫॥

জীব-বিষয়ক ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ দেখাইয়া তদ্বিষয়ক শাঙ্কর গৌণার্থ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা খণ্ডন করিতেছেন। তাহাতে গৌণার্থ এই, বুদ্ধি প্রতি কলিত ব্রহ্মই জীবনামে অভিহিত হয়েন। ব্রহ্ম ভিন্ন জীবনামে অপর কোন বস্তু নাই। অতএব জীব ও ব্রহ্মে অভেদ।

তথাহি ব্রহ্মসূত্রে ৩ অধ্যায় ২ পাদ "স এবতু"এই ৯ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য,—

"অপিচ ন জীবো নাম কশ্চিৎ পরস্মাদাত্মনোঽন্যো বিদ্যতে সন্দেব তূপাধি সম্পর্কাজ্জীব ইত্যুপচর্য্যতে ইত্যসকৃৎ প্রপঞ্চিতং।

তত্রৈব ২ অং ৩ পাং "যাবদাত্ম—" এই ৩০ সূং শাঙ্করভাষ্য ;—

"যাবদেব চায়ং বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধ স্তাবদেবাস্য জীবস্য জীবত্বং সংসারিত্বং পরমার্থতস্তু ন জীবো নাম বুদ্ধ্যুপাধিপরিকল্পিতস্বরূপব্যতিরেকেণাস্তি—"

তত্রৈব ১ অং ১ পাং "জীবমুখ্য—" এই ৩১ সূং শাঙ্করভাষ্য ;—

"বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিকৃতন্তু বিশেষমাশ্রিত্য ব্রহ্মৈব সন্‌জীবঃ কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যুচ্যতে।

ইহার অর্থ প্রায়ই স্পষ্ট আছে।

এ গৌণার্থের খণ্ডন করিতেছেন "হেন" ইতি। হেন জীব, পূর্ব্বোক্ত অণুচৈতন্য কৃষ্ণশক্তিরূপ জীবতত্ত্বকে পরতত্ত্ব লিখিয়া অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মে অভেদ করিয়া জীবকে ব্রহ্ম বলিলে ব্রহ্মবৎ তাহাকেও পরতত্ত্ব বলাইল, কেননা ঐ দুয়ে অভিন্নভাব। তাহা হইলে ব্রহ্মেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই পরতত্ত্ব মহিমা হানি করিয়াছেন, কেননা সে মহিমা জীবেও বলা হইয়াছে।

এখানে অভিপ্রায় এই, জীব ব্রহ্মে অভেদ হইলে জীবও ব্রহ্ম হইল এবং ব্রহ্মও জীব হইল। কেননা ঐ উভয়কে অভিন্ন বলিয়াছেন। তাহাতে অণুকে বৃহৎ বলিলে এবং বৃহৎকে অণু বলিলে বৃহত্ত্বেরই যেমন মহত্ত্ব হানি হয়। কেননা ঐ উভয় মতেই বৃহৎকেই ক্ষুদ্র করা হইল। তদ্রূপ অভেদ

ব্যাসের সূত্রের কহি* পরিণাম বাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাহা উঠাল বিবাদ ॥১১৬॥

অথবা অণুচৈতন্য জীবকে বিভুচৈতন্য ব্রহ্ম বলিয়া এবং বিভুচৈতন্য ব্রহ্মকে অণুচৈতন্য জীব বলিয়া ব্রহ্মেরই বিভুত্বাদিগুণের হানি করিয়াছেন, কেননা এই উভয় মতেই বিভুকেই ক্ষুদ্র করা হইয়াছে।

এখানে বলা হইল এই, অণুচৈতন্যত্ব-বিধায় এবং শক্তিত্ব-বিধায় জীবের বিভুচৈতন্য এবং শক্তিমান্ ব্রহ্ম হইতে সংপূর্ণ প্রভেদ রহিয়াছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য তাহাকে অভেদ বলিয়াছেন, অতএব জীব-বিষয়ক ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর গৌণার্থ দুষ্ট হইয়াছে।

ইহাও এখানে বক্তব্য, বুদ্ধিতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই হইতে পারে না, কেননা দূরস্থ পদার্থে তদ্ভিন্ন পরিচ্ছিন্ন পদার্থেরই প্রতিবিম্ব হয়। কিন্তু ব্রহ্মে তাহা সম্ভবে না, যেহেতু তন্মতে ব্রহ্ম ভিন্ন এবং তদ্দূরস্থ অপর কোন পদার্থ নাই এবং তিনি অপরিচ্ছিন্ন ইত্যাদি।

ইহার সবিস্তার বিচার ব্রহ্মসূত্রের ৩ অং ২ পাং "অম্বুবৎ—" এই ১৯ সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে এবং পরমাত্ম-সন্দর্ভের ৩৭ অঙ্কে "অদ্বয়বাদ-গুরুমতেপি রূপগ্রহণাদিতি ন্যায়বিরোধাৎ" এই প্রকরণে দৃষ্টি করিবেন ॥১১৫॥

জগদ্বিষয়ক ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ দ্বারা তদ্বিষয়ক শাঙ্কর গৌণার্থের খণ্ডন করিতেছেন "ব্যাসের" ইতি সপ্ত পয়ারে। মুখ্যার্থে ব্রহ্ম-পরিণাম জগৎ, গৌণার্থে জগৎ ব্রহ্মবিবর্ত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মে ভ্রম। তাহাতে শাঙ্কর মতেই তদ্বিষয়ক দোষ ও গৌণার্থ দেখাইয়া গৌণার্থই তিনি স্থাপন করিয়াছেন, ইহা বলিতেছেন "ব্যাসের" ইতি দুই পয়ারে। কহি, কহিয়াছেন। পরিণাম, অবস্থান্তর প্রাপ্তি। যেমন দুগ্ধের পরিণাম দধি, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট ইত্যাদি। বিবর্ত্ত, ভ্রম। যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান।

ব্যাসকে ভ্রান্ত বলা শাঙ্করভাষ্যে কোথাও দেখা যায় না। বরং তৎসূত্রের

* ব্যাসের সূত্রে কহে। ইতি কোথাও পাঠ।

পরিণাম বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্ত বাদে মত স্থাপন করি ॥১১৭॥

প্রথম অধ্যায়ে প্রথম পাদে "জন্মাদ্যস্য—" এই ২ সূত্রের আভাসে [illegible] শ্রীব্যাসকে ভগবান্ বলিয়াছেন। যথা "ইত্যতআহ ভগবান্ সূত্র [illegible] ইহাতে সূত্রকারের আরও ভ্রমাদি দোষ শূন্যতাই বলা হইল। এই [illegible] দ্বিতীয়তঃ "বস্তুতঃ" এই পর পয়ার মীমাংসা বাক্য প্রমাণে*।

উহার অর্থ এই, শঙ্করাচার্য্য জগদ্বিষয়ক ব্যাসসূত্রের (ব্রহ্মসূত্রের) পরিণাম বাদই অর্থ [illegible]রিয়াছেন। অর্থাৎ ঈশ্বরই জগদ্রূপে পরিণাম, এই অর্থ করিয়াছে[illegible] কিন্তু মৃত্তিকার পরিণাম (অবস্থান্তর) ঘট হওয়াতে সেই মৃত্তিকা যেমন বি[illegible] তদ্রূপ ঈশ্বরও জগদ্রূপে পরিণাম হইলে তিনি বিকারী হয়েন, এই [illegible] অবলম্বন করিয়া যদি কেহ ব্যাসকে ভ্রান্ত বলত তাহা অর্থাৎ সেই [illegible] রূপ অর্থে বিবাদ করেন, অর্থাৎ ব্যাস ভ্রান্তিবশতঃ জগৎকে ঈশ্বর[illegible] বলিয়াছেন, এই বিবাদ যদি কেহ উঠায়। "এত কহি" বাদীর [illegible] কহিয়া শঙ্করাচার্য্য গৌণার্থে বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তবে [illegible] শঙ্করাচার্য্যের মত পরিণাম বাদ, কিন্তু বাদীর বাদভয়ে বিবর্ত্ত বলিয়াছেন।

তাহা হইলে "তাঁহার নাহিক দোষ" এই ১০৭ পয়ারে যেমন তত্ত্ব গৌ[illegible] [illegible]চার্য্যের কোন দোষ নাই বলিয়াছে[illegible] তদ্রূপ বিবর্ত্তবাদ স্থা[illegible]ও [illegible] দোষ নাই, কেননা বাদ-ভয়ে তিনি তাহা করিয়াছেন।

পরিণাম বলিয়াছেন যথা, ব্রহ্মসূত্রে [illegible] অধ্যায় ৪ পাদে "আত্মকৃতেঃ[illegible]" ২৩ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে;—

"পূর্ব্বসিদ্ধোঽপিহি সন্নাত্মা বিশেষেণ বিকার[illegible] [illegible] পরিণময়ামাসাত্মান[illegible]" অস্যার্থ। পরমাত্মা আপনাকে বিকার বিশেষ দ্বারা পরিণাম করিয়া[illegible]

---

* মতদ্বৈবিধ্যেই মীমাংসা করিতে হয়, অতএব পরিণাম ও বিবর্ত্ত উভয় মতই শ্রীশঙ্করোক্তি, এই অর্থ করিতে হইবে।

বস্তুত পরিণাম বাদ সেই সে প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান ॥১১৮॥

বলিয়াছেন যথা, ব্রহ্মসূত্র শাঙ্করভাষ্য প্রারম্ভে ;—

"অস্মৎপ্রত্যয়গোচরেঽবিষয়িনি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য ... অধ্যাসঃ।—অধ্যাসো মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তং অধ্যাসো নাম অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিরিতি অবোচাম।—অধ্যাসো মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ"।

ইহার ফলিতার্থ এই, প্রত্যক্ষাদি-বিষয়ীভূত জগৎ অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য-স্বরূপ ... স্ত (ভ্রম) ॥১১৬॥১১৭॥

ইহ মতদ্বয়ের মীমাংসা করিতেছেন "বস্তুত" ইতি। উক্ত মতদ্বয় মধ্যে ...দই বস্তুত অর্থাৎ প্রকৃতার্থে ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ। অতএব সেই ... পরিণামবাদই প্রমাণ। শাঙ্কর গৌণার্থ বিবর্ত্তবাদ দুষ্ট ইত্যর্থ।

... পরমাত্ম-সন্দর্ভে ১০৫ অঙ্কে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইহার ... প্রকরণে ;—

"অনেনৈকজীববাদজীবনভূতো বিবর্ত্তবাদোঽপি নিরস্তঃ"।

...। ইহা দ্বারা এক-জীববাদের জীবন-স্বরূপ বিবর্ত্তবাদও নিরস্ত ... তথা তত্রৈব ৬৮ অঙ্কে "তদেবং পরিণামাদিকং সাধিতং বিবর্ত্তশ্চ ...ঃ" ইতি।

... ব্রহ্মসূত্রে ১ অং ৪ পাং "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" এই ২৬ সূং ...ভাষ্য ;—

"...অধ্যাসপর্য্যায়েঽতাত্ত্বিকান্যথাভাবাত্মা বিবর্ত্তঃ পরিহৃতঃ।
তস্মাৎ তাত্ত্বিকান্যথাভাবাত্মা পরিণাম এব শাস্ত্রীয়ঃ" ॥

...র্থ এই, বিবর্ত্তবাদ দুষ্ট, পরিণামবাদই শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ বা শাস্ত্র ...

... আশঙ্কা হইতে পারে এই, বিবর্ত্তবাদ দুষ্ট হওয়াতে যদি শাস্ত্র

অবিচিন্ত্য শক্তিযুত শ্রীভগবান।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম ॥১১৯॥
তথাপি অবিচিন্ত্য শক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাঁর দৃষ্টান্তেতে ধরি ॥১২০॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হইতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ আকৃতো ॥১২১॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি কি ইহা বিস্ময় ॥১২২॥

সঙ্গতই নহে, তবে তাহা শাস্ত্রে বলে কেন? তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১
৪ অং ২৭ শ্লোক ;—

"যৎ সামান্যবিশেষাভ্যামুপলভ্যেত স ভ্রমঃ"।

অস্যার্থ। কার্য্য ও কারণরূপে যাহা উপলব্ধ হয় তাহা ভ্রম।

তথা তত্রৈব ১১ স্কং ১২ অং ২০ শ্লোক "য এষ সংসারতরুঃ" ইহার স্বামী

"এবম্ভূতং সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকং বিশ্বমবিদ্যয়া স্বয্যধ্যস্তং"।

অস্যার্থ। স্থূল সূক্ষ্মাত্মক এই জগৎ অজ্ঞানবশতঃ অধ্যস্ত হইয়াছে। ইত্যা
উক্ত এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য বলিতেছেন "দেহ" ইতি। নশ্বর দেহে
সত্য বুদ্ধি, ইহাকেই ... শাস্ত্রে বিবর্ত্ত বলিয়াছেন। অর্থাৎ দেহাদি
বৈরাগ্যোৎপত্তির নিমিত্ত শাস্ত্রে বিবর্ত্ত বলিয়াছেন। তথাহি ব্রহ্মসূত্রে ১
৪ পাং "আত্মকৃতেঃ" এই ২৬ সূং গোবিন্দভাষ্য ;—

"এবমপি ক্বচিৎ তদুক্তির্বৈরাগ্যায়েবেতি তত্ত্ববিদঃ"।

অস্যার্থ। কোন কোন স্থানে যে বিবর্ত্তবাদ উক্তি দেখা যায়,
বৈরাগ্যের জন্য, ইহা তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন ইতি ॥১১৮॥

জগৎ ঈশ্বর-পরিণাম হইলে ঈশ্বর বিকারী হয়েন, এই আশঙ্কা নি
জন্য বলিতেছেন "অবিচিন্ত্য" ইতি চারি পয়ারে। পরিণাম বস্তু মা

প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব্ব বিশ্বধাম ॥১২৩॥
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব* উদ্দেশ।
তত্ত্বমসি বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥১২৪॥
প্রণব মহাবাক্য তাহা করি আচ্ছাদন।
মহাবাক্যে করি তত্ত্বমসির স্থাপন ॥১২৫॥

বিকার আছে, কিন্তু ভগবান্ নিজেচ্ছাবশতঃ জগদ্রূপে পরিণাম হইলেও তিনি অবিকারী। এইটী তাঁহার অবিচিন্ত্যশক্তি। অর্থাৎ অবিচিন্ত্যশক্তি-দ্বারা জগৎ নিষ্পন্ন হওয়াতে তিনি বিকারী নহেন। কিন্তু উহা তর্কের বিষয়ীভূত নহে; কেননা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিষয়ীভূত প্রাপঞ্চিক বস্তুদ্বারাই তর্ক হয়। ঈশ্বর-শক্তি প্রপঞ্চাতীত ইত্যর্থ।

তথাহি ব্রহ্মসূত্রে ২ অং ১ পাং "দৃশ্যতে তু" এই ৬ সূং শাঙ্করভাষ্যধৃত স্মৃতিবচন :—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণং" ॥ ইতি।

ইহার অর্থ স্পষ্টই আছে।

উক্ত অচিন্ত্যশক্তিস্থাপনার্থ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন "প্রাকৃত" ইতি। আকৃত্যে, আকৃতিতে। প্রাকৃত বস্তু চিন্তামণিতে যখন অচিন্ত্যশক্তি রহিয়াছে, তখন অপ্রাকৃত ঈশ্বরে তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই, ইত্যর্থ ॥১১৭॥—॥১২২॥

প্রণবের (ওঙ্কারের) মহাবাক্যতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক শঙ্কর-প্রতিপাদিত "তত্ত্বমসি" বাক্যের মহাবাক্যতা খণ্ডন করিতেছেন "প্রণব" ইতি পাঁচ পয়ারে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ নিরুক্তার্থ-দ্বারা প্রণবের মহাবাক্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন "প্রণব" ইতি। ঈশ্বর বেদের নিদান (আদিকারণ) অর্থাৎ বেদ-সৃষ্টিকর্তা

---

* ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ, ইতি কোথাও পাঠ।

এবং সর্ব্ববিশ্বধাম, সমস্ত বিশ্বসৃষ্ট্যাদির কারণ বা সমস্ত জগতের আশ্রয়। শাঙ্কর-ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে ১ অং ১ পাদ "শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি" এই ৩ সূং ভাষ্যে।

"মহত ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্যানেকবিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থ-বদ্যোতিনঃ সর্ব্বজ্ঞকল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম"।

তত্রৈব "জন্মাদ্যস্য যত ইতি" ২ সূং ভাষ্যে।

"অস্য জগতঃ—জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্ব্রহ্ম"।

উহার অর্থ প্রায় স্পষ্টই আছে। শ্রুতি-প্রমাণ উক্ত ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

উক্ত ঈশ্বরের স্বরূপ অর্থাৎ একটি মূর্ত্তি প্রণব। তথাহি ব্রহ্মসূত্রে ১ অং ৩ পাং "অন্য ভাব—" এই ১২ সূং গোবিন্দভাষ্যধৃত শ্রুতি;।

"ওঁ এতদক্ষরং—তদেবতৎ"।

তত্রৈব ১৩ সূং ভাষ্যধৃত শ্রুতি।

"এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যোহয়ং ওঙ্কারঃ"

অস্যার্থ। প্রণব শ্রীনারায়ণাখ্য পরব্রহ্মের একটি মূর্ত্তি অর্থাৎ তাঁহার অবতার। এবং চতুর্মুখাখ্য অপর ব্রহ্মেরও একটি মূর্ত্তি, অর্থাৎ পরব্রহ্মের প্রযুক্ত অপর ব্রহ্মের জনক।

পয়ারের অর্থ হইল এই, বেদের নিদান ও সর্ব্ববিশ্বধাম ঈশ্বরের স্বরূপ প্রণব। অতএব সেই প্রণবই মহাবাক্য। তবে কিনা ঈশ্বর স্বরূপত্ব-হেতু ঈশ্বরবৎ প্রণবের বেদ-নিদান এবং সর্ব্বজগদাশ্রয় এই মহত্ত্ব থাকায় সেই প্রণবই মহাবাক্য। ইতি নিরুক্তার্থ। প্রণবের বেদ-নিদানত্ব যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২১ অং ৩৮ শ্লোক, "ওঁকারাৎ—" অর্থাৎ লৌকিক এবং বৈদিক দ্বিবিধ ভাষাবিতত বৃহত্যাদিকে ওঁকার হইতে ভগবান্ সৃষ্টি করেন।

রূঢ্যর্থ দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন "সর্ব্ব" ইতি অর্দ্ধ পয়ারে। তত্র উদ্দেশ করে ইতিশেষ। তত্র মহাবাক্য এই, একার্থবোধক বর্ণসমূহকে পদ বলে, যেমন কৃষ্ণ। আর যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা আসক্তিযুক্ত পদসমূহকে বাক্য বলে, যেমন পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে আমি চিন্তা করি। আর বাক্যসমূহ

সর্ব্ববেদে সূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান ॥১২৬॥

...বর্ণনীয় বিষয় সমূহ যে বাক্যের অন্তর্গত থাকে তাহাকে মহাবাক্য বলে। ...রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত। ইত্যাদি। এতদ্বিষয়ক বিস্তার সাহিত্য- ...দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দৃষ্টি করিবেন।

...রের অর্থ হইল এই, রামায়ণ এই বাক্যটী শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্ব ও কার্য্য ...দি সকলেরই উল্লেখ করিয়া দেওয়াতে তাহা যেমন মহাবাক্য। তদ্রূপ ...এই বাক্যটী সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের অর্থাৎ ঈশ্বর এবং তৎকার্য্যাদির উল্লেখ ...তে তাহা মহাবাক...।

প্রণবের মহাবাক্যতা প্রতিপন্ন করিয়া "তত্ত্বমসি" বাক্যের মহাবাক্যতা ...ন করিতেছেন "তত্ত্ব" ইতি। তত্ত্বমসি, তুমি সেই ব্রহ্ম হও, এই বাক্যটী ...এক স্থানে অর্থাৎ ছান্দোগ্যে ষষ্ঠ প্রপাঠকে প্রসঙ্গাধীন বলিয়াছেন।

এখানকার অভিপ্রায় এই, তত্ত্বমসি বাক্যটী বেদের একদেশ বাক্য হওয়াতে ...র্গতত্বপ্রযুক্ত বেদ-নিদান প্রণবের কার্য্য হইল এবং সর্ব্বান্তর্গতত্বপ্রযুক্ত ...প্রণবের আশ্রিত হইল, সুতরাং সেই তত্ত্বমসি বাক্যের প্রণববৎ ...না থাকায় নিরুক্তার্থে তাহা মহাবাক্য হইতে পারে না। এবং প্রণববৎ ...দি পদার্থ সমূহের বোধক না হওয়াতে রূঢ়্যর্থেও তাহা মহাবাক্য হইতে ...না। তথাপি শঙ্করাচার্য্য প্রণবের মহাবাক্যতা আবরণ করিয়া তত্ত্বমসি ...মহাবাক্যত্বে স্থাপন করিয়াছেন, অতএব তাহা দুষ্ট ॥১২৩॥১২৪॥১২৫॥

বেদ ও বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ প্রদর্শন পূর্ব্বক শঙ্করকৃত তত্তৎ লক্ষণার্থের ...ন করিতেছেন "সর্ব্ব" ইতি. সর্ব্ববেদে এবং সর্ব্বব্রহ্মসূত্রে কৃষ্ণকে অভিধান ..., অর্থাৎ মুখ্যবৃত্তি* বা মুখ্যার্থ দ্বারা তাঁহাকে বলে।

...হি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২১ অং ৪১ শ্লোক ;—

* পূর্ব্বোক্ত "উপনিষদ্ কহে" এই ১০৫ পয়ার ব্যাখ্যায় মুখ্যবৃত্তি শব্দের ... দৃষ্টি করিবেন।

স্বতঃ প্রমাণ বেদ প্রমাণ শিরোমণি
লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রমাণতা হানি ॥১২৭॥

"মাং বিধত্তে ভিধত্তে মাং" তত্র ক্রমসন্দর্ভ "পরমপ্রতিপাদ্যশ্চাহং শ্রী রূপ ইত্যাহ মাং—"

অস্যার্থ। বেদ আমাকেই (শ্রীকৃষ্ণকেই) বিধান করে, এবং আমাকেই অভিধান করে।

তথা তত্রৈব ১০ স্কং ৮৭ অং "বুদ্ধীন্দ্রিয়" এই ২ শ্লোকের তোষণী;—

"তস্মাৎ সর্ব্ববেদার্থঃ শ্রীভগবান্"।

তথা তত্রৈব তোষণীধৃত শ্রুতি;—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিতি"

অস্যার্থ। এই শ্রীকৃষ্ণই অগ্রে ছিলেন। ইত্যাদি অনেক শ্রুতি তথায় দৃষ্টি করিবেন।

তথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৫ অং ১৫ শ্লোক;—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" ইতি।

অস্যার্থ। আমি (শ্রীকৃষ্ণই) সর্ব্ববেদ বেদ্য। ইতি। সূত্রবিষয়ক এবং পয়ারার্থ শেষে দৃষ্টি করিবেন।

বেদাদির মুখ্যার্থ দেখাইয়া শাঙ্কর-লক্ষণার্থের খণ্ডন করিতেছেন "মুখ্য ইতি। শঙ্করাচার্য্য সর্ব্ববেদ এবং সর্ব্বসূত্রের মুখ্যবৃত্তি ত্যাগ করিয়া

* লক্ষণাবৃত্তি যথা কাব্যপ্রকাশে দ্বিতীয় উল্লাসে ৯ সূত্র;—
"মুখ্যার্থবাধে তদ্‌যোগে রূঢ়িতোঽথ প্রয়োজনাৎ।
অন্যোঽর্থো লক্ষ্যতে যৎসা লক্ষণারোপিতাক্রিয়া" ॥

অস্য ফলিতার্থ মুখ্যার্থের বাধা দিয়া অথচ সেই মুখ্যার্থের যোগ থাকে কিনা বাক্যাংশের কিয়দংশ ত্যাগ কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া যে বৃত্তি অন্যার্থের কল্পনা করা হয় তাহাকে লক্ষণা বলে। যেমন পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণ দেখিয়াছি, এক্ষণ তাহাকে দেখিতেছ, এখানে পূর্ব্বকাল ও এতৎকাল ত্যাগ করিয়া কেবল ব্রাহ্মণপিণ্ডমাত্রে লক্ষণা। অনেক প্রকার লক্ষণা আছে তাহা মূলে দ্রষ্টব্য।

তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত কতক শ্রুতিকে ব্রহ্ম-বিষয় করিয়া কতক শ্রুতিকে নামরূপাদিবিশিষ্ট ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রুতির কল্পিতার্থ করিয়াছেন। এবং ব্রহ্মসূত্রেরও ঐরূপ রিয়া- তথাহি শাঙ্কর-ব্রহ্মসূত্রে ১ অং ১ পাং "শ্রুতত্বাচ্চ" এই ১১ সূত্রভাষ্য ;— ... নাবগম্যতে নামরূপবিকারভেদোপাধিবিশিষ্টং তদ্বিপরীতঞ্চ ...বিবর্জিতং"। —তত্র কানি... ব্রহ্মণ উপসনানি অভ্যুদয়ার্থানি, ... ক্রমমুক্ত্যার্থানি, কানিচিৎ কর্ম্মসমৃদ্ধ্যার্থানি"। ইতি।

...র অর্থ প্রায়ই স্পষ্ট আছে। উহার শ্রুতি তত্র দৃষ্টি করিবেন। ইতি। ... ৩ অং ২ পাং "অরূপবদেব—" এই ১৪ সূং ভাষ্যে মুখ্যার্থ শ্রীকৃষ্ণকে ... করিয়া লক্ষণাদ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মার্থ করিয়াছেন।

...র্থে দোষ দেখাইতেছেন "স্বতঃ" ইতি। বেদ স্বতপ্রমাণ অর্থাৎ ... প্রমাণ বেদই, তবে কিনা অন্য প্রমাণ ...পেক্ষ্য এবং প্রমাণ শিরোমণি ...ং শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ প্রতিপাদনে বেদই প্রমাণীকৃত হয়। কিন্তু বেদে ... করিলে তাহার স্বতঃ প্রমাণতা হানি হয়, কেননা তৎকল্পিতার্থকে ... করাতে বেদের আর প্রমাণত্ব থাকিল না।

...নে বলা হইল এই, সমস্ত বেদ এবং সমস্ত ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ এক ... কিন্তু শঙ্করাচার্য্য তাহা ত্যাগ করিয়া লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা বেদাদির নির্ব্বি- ...বিশেষ ব্রহ্ম-বিষয়ক করণ পূর্ব্বক সেই বেদাদির স্বতঃ প্রমাণতা হানি ...ছেন, অতএব বেদের শঙ্করকৃত লক্ষ্যার্থ দুষ্ট।

... ব্রহ্মসূত্রে ১ ... ১ পাং "শ্রুতত্বাচ্চ" এই ১১ সূং গোবিন্দভাষ্য ;—

"তস্মাৎ পূর্ণো বিশুদ্ধো হরির্বেদবাচ্যঃ"।

...। সচ্চিদানন্দময় পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ববেদ-মুখ্যার্থ। ইতি। ... বিশেষ বিচার এবং শ্রুতি প্রমাণ তত্র দ্রষ্টব্য।

...। "যত্তু লক্ষণয়া নির্গুণস্যাবগতিঃ ন ... ধিয়া প্রবৃত্তিনিমিত্তাভাবা- ...প্রবৃত্তি ত...নং। সর্ব্বশব্দাবাচ্যে লক্ষণাযোগাৎ।

...র্থ। লক্ষণাশক্তি-দ্বারাই নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান হয়, প্রবৃত্তি-কারণের

এই মত প্রতি সূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা সব কল্পনা করিয়া ॥১২৮॥
এই মত প্রতি সূত্রে করেন দূষণ।
শুনি চমৎকার হইল সন্ন্যাসীর গণ ॥১২৯॥
সকল সন্ন্যাসী কহে শুনহ শ্রীপাদ।
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ নহে সে বিবাদ ॥১৩০॥
আচার্য্য কল্পিত অর্থ সর্ব্বে ইহা জানি।
সম্প্রদায় অনুরোধে তভু ইহা মানি ॥১৩১॥
মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল।
মুখ্যার্থে লাগাল প্রভু সূত্র সকল ॥১৩২॥

অভাবপ্রযুক্ত অভিধাশক্তি দ্বারা তাহা হয় না, এই যাহা বলে তাহা [illegible] কেননা যাহা সকল শব্দের অবাচ্য, তাহাতে লক্ষণা [illegible]ন করিতে শক্তি [illegible] অর্থাৎ প্রথমতঃ মুখ্যার্থের অবগতি হইলে পর লক্ষ্যার্থের কল্পনা হইবে [illegible] শব্দের অবাচ্যতাপ্রযুক্ত মূলে মুখ্যার্থ না হওয়াতে ব্রহ্মে লক্ষ্যার্থ হইতে [illegible] না। ইতি ॥১২৬॥১২৭॥

"এই মত" ইতি। এই মত, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া যেমন লক্ষ্যার্থ করিয়াছেন, তদ্রূপ [illegible] সূত্রে অথবা বেদের যেমন মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষ্যার্থ করিয়াছেন তদ্রূপ [illegible] সূত্রে ইত্যর্থ ॥১২৮॥

প্রতি সূত্রে, প্রতি সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে ইত্যর্থ ॥১২৯॥

খণ্ডিলে অর্থ, বেদান্তসূত্রের শঙ্করকৃত গৌণার্থের যে খণ্ডন [illegible] ইত্যর্থ ॥১৩০॥

আচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য। সম্প্রদায়, আমরা শাঙ্কর-সম্প্রদায়ী এই [illegible] ॥১৩১॥

বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান।
ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্য পূর্ণ পরতত্ত্ব ধাম॥১৩৩॥

বৃহদিতি। তথাচোক্তং বৈষ্ণবে "বৃহত্ত্বাৎ বৃংহনত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং [illegible]। [illegible]শ্চ মাতৃত্বাদাত্মাহি পরমোহরিঃ"। ইতি। বৃহত্ত্বাৎ অতিশয়[illegible]ত্বাৎ বৃংহন-[illegible] সর্ব্বাশ্রয়ত্বাৎ স্বরূপবিস্তারকত্বাৎ মাতৃত্বাৎ জগদ্‌যোনিরূপত্বাৎ॥১৩৩॥

মুখ্য অর্থ, ব্রহ্মসূত্রের মুখ্য অর্থ। পূর্ব্বে শাঙ্কর-গৌণার্থের খণ্ডন নিমিত্ত [illegible]ত্রের মুখ্যার্থ করিয়াছেন। এখানে তাহার কেবল মুখ্যার্থ করিবেন। [illegible] প্রভেদ জানিবেন। লাগাল, সূত্রের সহিত মুখ্যার্থের যোগ করিলেন। [illegible] শ্রীচৈতন্য॥১৩২॥

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ, সাধনভক্তি অভিধেয় ও প্রেম প্রয়োজন। এতদ্বিষয়ক [illegible] ব্রহ্মসূত্রের পর্য্যবসান প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই সূত্রের অর্থ করিতেছেন "[illegible]ং" ইত্যাদি "সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম" ইত্যন্ত। তাহাতে "অথাতো [illegible] জিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রোক্ত ব্রহ্ম শব্দের অর্থ করত সম্বন্ধ তত্ত্ব বলিতেছেন "[illegible]ং" ইতি। ব্রহ্ম শব্দে বৃহদ্বস্তু অথবা বৃহদ্বস্তুকে ব্রহ্ম বলে, সেই ব্রহ্ম শব্দ-[illegible] ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্-পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ।

[illegible]হি বিষ্ণুপুরাণে সর্ব্বাতিশয় এবং সর্ব্বাশ্রয় বস্তুকে ব্রহ্ম বলে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ১ অং "জন্মাদ্যস্য" এই প্রথম শ্লোকের [illegible]সন্দর্ভ;—

"তত্রপূর্ব্বং "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" ইতি ব্যাচষ্টে—সর্ব্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগেন [illegible] ব্রহ্মশব্দ প্রবৃত্তঃ। বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানধিকাতিশয়ঃ সোঽস্য [illegible]র্থঃ।—অনেন চ ভগবানেবাভিহিতঃ। স চ স্বয়ং-ভগবত্ত্বেন শ্রীকৃষ্ণ [illegible]তি। তস্য ধ্যেয়স্য সবিশেষত্বং মূর্ত্তিমত্ত্বং।—তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেব [illegible]ধ্যায়েদিতি শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতেশ্চ পরং শ্রীকৃষ্ণং ধীমহি"। ইতি।

ইহার অর্থ স্পষ্টই আছে। শ্রুতি প্রমাণ তত্র দ্রষ্টব্য।

তথাহি শ্রুতিঃ ;—

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বিদ্যুতাম্বরং।
দ্বিভুজং মৌলিমালাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরং। ইতি

স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তার নাহি মায়া গন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সম্বন্ধ ॥১৩৪॥
তাহে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতাতে হানি ॥১৩

কৃষ্ণ শব্দের অর্থ এই, তমাল শ্যামবর্ণ এবং যশোদা-স্তন্যপ পরব্রহ্ম কৃষ্ণ শব্দের মুখ্যার্থ।

তথাহি ব্রহ্মসূত্রে ৩ অং ৩ পাং "তন্নির্দ্ধারণ—" এই ৪৩ সূং গোবি

"শ্রীকৃষ্ণত্বং যশোদাস্তনন্ধয়ত্বে সতি বিভু বিজ্ঞানানন্দবস্তুত্বং

অস্যার্থ। যশোদা-স্তন্যপ হইয়াও যিনি নিত্য বিজ্ঞান ও তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

অত্রকার টীকাধৃত নামকৌমুদী-বচন। "তমালশ্যামলত্বিষি স্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি কৃষ্ণশব্দস্য রূঢ়িরিতি"।

শ্রীযশোদা-স্তন্যপত্বাদিপ্রযুক্ত মধ্যমাকার হইয়াও সেই শ্রীকৃষ্ণ মান্, ইহাও এখানে জানিবেন। এতদ্বিষয়ক বিস্তার বিচার ভগ ২৯ অঙ্কে "বিভুত্বমাহ" এই প্রকরণে দৃষ্টি করিবেন।

তথাহি ব্রহ্মসূত্রে ৩ অং ২ পাং "অনেন—" এই ৩৮ সূং গোবিন্দ

—মধ্যমাকার এব সর্ব্বব্যাপীতি।—অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য স্থিত ইতি তৈত্তিরীয়কবাক্যাচ্চ মধ্যমস্যৈব বিভুত্বং"। ইতি।

ফলিতার্থ এই। তৈত্তিরীয়ক উপনিষদ্ বাক্য প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণ বিভু ইতি ॥১৩৩॥

স্বরূপ ইতি। তথাহি সংক্ষেপভাগবতামৃতে—"যোসৌ নির্গুণ ইত্যুক্ত জগদীশ্বরঃ। প্রাকৃতৈ র্হেয়সংযুক্তৈ র্গুণৈ র্হীনত্ব মুচ্যতে ইতি। অপ্রাকৃতানাং গুণানাং নিত্যুতামুতৈঃ। বিশিষ্টোহয়ং মহাশক্তিঃ ... তিঃ। ব্রহ্ম নির্দ্ধর্ম্মকং বস্তু নির্ব্বিশেষ মমূর্ত্তকং। ইতি সূর্য্যোপম- ... তৎপ্রভোপমং" ॥১৩৪॥১৩৫॥—॥১৪৭॥

... কমলদলায়ত-লোচন, মেঘসদৃশ সুশীতলবর্ণ, বিদ্যুত্তুল্যদ্যুতি-পীতাম্বর, ... মাল্য পরিশোভিত মুকুটধারী এবং বনমালাবিশিষ্ট ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ॥৮॥

উক্ত ভগবানের সবিশেষত্ব সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত এই শ্রুতিপ্রমাণ দিয়াছেন ॥

উক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং স্বরূপভূত ঐশ্বর্য্যের মায়িকত্ব নিষেধ করিতেছেন "স্বরূপ" ইতি। তথাহি উপরি টীকাধৃত লঘুভাগবতামৃতের ব্রহ্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকরণে ১৩ শ্লোক;

যাহারা জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে যে নির্গুণ বলিয়াছেন, তাহা প্রাকৃত হেয় গুণহীন বলিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত অনন্ত গুণবিশিষ্ট, চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট ও সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি। ব্রহ্ম গুণহীন এবং অমূর্ত্ত ॥

তথা ব্রহ্মসূত্রে ৩ অং ২ পাং "অরূপবৎ—" এই ১৪ সূং গোবিন্দভাষ্যধৃত ...

"একো ... গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ"মিত্যাদিকমথর্ব্বশিরসি শ্রূয়তে" ইতি।

অস্যার্থ ... বেদান্ত বলেন, সচ্চিদানন্দদেহ গোবিন্দ।

তত্রৈব ৩ অং ২ পাং "দর্শয়তি—" এই ১৭ সূং গোবিন্দভাষ্য;—

"সাক্ষাৎ প্রকৃতিপরোহয়মাত্মা গোপালঃ—। গোপালশব্দঃ খলু পরমকমনীয়- ... দিসন্নিবেশিন্য ভশ্যামে সর্ব্বেশে বস্তুনি মুখ্যঃ" ইতি।

অস্যার্থ পরমাত্মা এই শ্রীগোপাল সাক্ষাৎ প্রকৃতিপর। গোপাল শব্দ অতি- কোমল করতল ও মুখাদি সর্ব্বাঙ্গ সুসংনিবিষ্ট এবং মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ সর্ব্বেশ্বর ...

শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তের সহায়॥
সেই সব বেদের হয় অভিধেয় নাম।১৩৬।
সাধন ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গাম॥১৩৭॥

তথা ভগবৎসন্দর্ভে ৬১ অঙ্কে ;—

"তদেবং পূর্ণং তদৈশ্বর্য্যাদীনাং স্বরূপভূতত্বং সাধিতং তচ্চ তেষাং [illegible]রঙ্গধর্ম্মত্বাদ্ যুক্তং"। ইতি।

ইহার অর্থ স্পষ্টই আছে।

এখনে বলা হইল এই, অপ্রাকৃত স্বরূপ এবং অপ্রাকৃত স্বরূপৈশ্বর্য্যাদি[illegible] স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বেদের সম্বন্ধ তত্ত্ব। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বেদের বাচ্য, [illegible] বেদ তাহার বাচক অতএব ঐ উভয়ে বাচ্যবাচক ভাব সম্বন্ধ।

তথাহি ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য প্রারম্ভে।

"সম্বন্ধো বাচ্যবাচকভাবঃ"। ইতি ॥১৩৪॥

"তাহে" ইতি। অর্দ্ধ স্বরূপ, চিচ্ছক্তি নামে স্বরূপশক্তি। অর্থা[illegible] না মানায় পূর্ণতার হানি হওয়াতে নিঃশক্তিক ব্রহ্ম বেদের মুখ্যার্থ নহে, [illegible] পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই সেই বেদের মুখ্যার্থ। কেননা বেদান্তসূত্রে শক্তি[illegible] পুরুষই বেদপ্রতিপাদ্য।

তথাহি ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য প্রারম্ভে ;—

"বিষয়ো নিরবদ্যো বিশুদ্ধানন্তগুণগণোঽচিন্ত্যানন্তশক্তিঃ সচ্চি[illegible] পুরুষোত্তমঃ" ইতি।

অস্যার্থ এই বেদান্তসূত্রের বিষয়, প্রতিপাদ্য। অপর অর্থ সহ[illegible] ইতি ॥১৩৫॥

অভিধেয়-তত্ত্ব বলিতেছেন "শ্রীভগবৎ" ইতি সার্দ্ধেক পয়ারে। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] হেতুভূত সেই শ্রীকৃষ্ণগুণ লীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন ভক্তিই [illegible] অভিধেয় তত্ত্ব ইত্যর্থ।

কৃষ্ণের চরণে যদি প্রেম* অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ ॥১৩৮॥
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য রস করায় আস্বাদন ॥১৩৯॥

তথাহি ব্রহ্মসূত্রে ৩ অং ২ পাং শ্রীগোবিন্দভাষ্য প্রারম্ভে;—
"অস্মিন্ পাদে প্রাপ্যানুরাগহেতুভূতা ভক্তিরুচ্যতে" ইতি।

অস্যার্থ. ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের এই দ্বিতীয় পাদে শ্রীকৃষ্ণবিষয়কানুরাগ-হেতুভূত সাধনভক্তি বলা হইতেছে, ইতি। অনুরাগ হেতুভূত বলাতে সাধন ভক্তির উপলব্ধি হইল। উহার সবিস্তার বিচার মূলে দৃষ্টি করিবেন ॥১৩৬॥

প্রয়োজন তত্ত্ব বলিতেছেন "সাধন" ইতি। উদ্গাম, উদয়। তৎপ্রকার বলিতেছেন "শ্রীকৃষ্ণের" ইতি। সাধন ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বিষয়াদিতে অনুরাগ হীন হইলে যদি সেই শ্রীকৃষ্ণ-চরণে অনুরাগ হয়, তবেই প্রেমের উদয় হয়। এখানে যদি শব্দে প্রেমের অতি দুর্লভত্ব বলা হইল, জানিবেন ॥১৩৭।১৩৮॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তি, এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের উপর প্রেম পদার্থ, অতএব পরম পুরুষার্থ। তাহাতে হেতু দেখাইতেছেন "কৃষ্ণের" ইতি। শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎকার করাইয়া তন্মাধুর্য্যের আস্বাদন করায়, এই হেতু সেই প্রেম পরম পুরুষার্থ। এই প্রেমই বেদান্তের প্রয়োজন তত্ত্ব ইত্যর্থ।

তথাহি বেদান্তসূত্রে ১ অং ১ পাং শ্রীগোবিন্দভাষ্য প্রারম্ভে;—
"প্রয়োজনন্ত্বশেষ দোষ বিনাশ পুরঃসর তৎসাক্ষাৎকারঃ"। ইতি।

অস্যার্থ অশেষ দোষ বিনাশ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারই এই বেদান্তের প্রয়োজন তত্ত্ব।

বেদান্তসূত্রে প্রেমকে সাম্পরায় বলে। যথা তত্রৈব ৩ অং ৩ পাং "সাম্পরায়" এই ২৮ সূং গোবিন্দভাষ্য;—

"তদ্বিষয়ক প্রেমা সাম্পরায়ঃ কথ্যতে"।

* "যদি হয়" কোথাও পাঠ।

প্রেম হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্ত ব ।
প্রেম হৈতে পাই কৃষ্ণের সেবা সুখরস ॥১৪০॥
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম।
এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান ॥১৪১॥
এই মত সর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥১৪২॥
বেদমূর্ত্তিময়* তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষেম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈল নিন্দন ॥১৪৩॥
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥১৪৪॥
এই মত তা সবার ক্ষমি অপরাধ।
সবাকারে কৃষ্ণনাম করিল প্রসাদ ॥১৪৫॥

অস্যার্থ। যাহাতে সমস্ত তত্ত্ব মিলিত হয়, তিনিই সম্পরায়। সম্পরায় ভগবান্। এই ভগবদ্বিষয়ক প্রেমের নামই সাম্পরায় ইতি। অপর দৃষ্টি করিবেন। অত্রকার বিচারে অপরাপর প্রমাণ মধ্যের ষষ্ঠে সার্ব্বভৌম দৃষ্টি করিবেন ॥১৩৯॥

প্রেমের মহিমা বর্ণনা করিতেছেন "প্রেম" ইতি। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ১৪ অং ২০ শ্লোক ;—

"ভক্ত্যাহমেকয়াগ্রাহ্যঃ"। তত্র ক্রমসন্দর্ভ। "গ্রাহ্যঃ ক্রমাদ্বশীকার্য্যঃ"। তথা হি পদ্যাবল্যাং। "প্রেমৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিক্রুতং স্যাৎ"। উহার অর্থ স্পষ্টই আছে ॥১৪০॥

বেদান্তসূত্র-মুখ্যার্থের উপসংহার করিতেছেন "সম্বন্ধ" ইতি ॥১৪১॥

---

* "বেদময় মূর্ত্তি" ইতি কোথাও পাঠ।

তবে সব সন্ন্যাসী মহাপ্রভু লৈয়া।
ভিক্ষা করিলেন সবে মধ্যে বসাইয়া ॥১৪৬॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আল্যা বাসাঘর।
হেন চিত্র লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥১৪৭॥
চন্দ্রশেখর তপনমিশ্র সনাতন।
শুনি দেখি আনন্দিত সবাকার মন ॥১৪৮॥
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করে সব বারাণসী ॥১৪৯॥

এই মত, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই বেদের মুখ্যার্থে সম্বন্ধ তত্ত্ব, ইত্যাদি প্রকারে ॥১৪২॥

তুমি (শ্রীচৈতন্য) সাক্ষাৎ নারায়ণ এ প্রযুক্ত তুমি মূর্ত্তিমান্ বেদময়। অর্থাৎ নারায়ণস্বপ্রযুক্ত তোমা হইতে (শ্রীচৈতন্য হইতে) বেদের উৎপত্তি হয়, অতএব তুমি বেদের বা বেদান্তসূত্রের যে অর্থ করিলে তাহা সত্য।

"যেম" ইতি। "সন্ন্যাসী হইয়া করে" ৪১ ইত্যাদি বাক্যে ইতিপূর্ব্বে নিন্দা করিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, তাহ ক্ষমা কর ॥১৪৩॥

"সেই হৈতে" ইতি। সেই হৈতে, শ্রীমহাপ্রভু কর্ত্তৃক তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করা হইলে, তবে কিনা সন্ন্যাসীরা মহাপ্রভুর নিকট নত হইলে তিনি তাহাদিগে [illegible] করিলেন। তাহাতেই তাহাদের মন ফিরিল, অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম [illegible] পায় পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্ত্যুপায় অবলম্বন করিল, তজ্জন্য কৃষ্ণ [illegible] ইতি ॥১৪৪॥

মহাপ্রভু সন্ন্যাসীদিগের অপরাধ ক্ষমা করিলে শ্রীকৃষ্ণনাম তাহাদিগে অনুগ্রহ করিলেন ॥১৪৫॥

ভিক্ষা, ভোজন। মধ্যে বসাইয়া অর্থাৎ সম্মান প্রদান পূর্ব্বক সকল সন্ন্যাসী [illegible] বসাইয়া ॥১৪৬॥

বারাণসী পুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরী সহ সব লোক হৈল মহা ধন্য ॥১৫০॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
মহা ভীড় হৈল দ্বারে না পারে প্রবেশিতে ॥১৫১॥
প্রভু যদি যান বিশ্বেশ্বর দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই খানে ॥১৫২॥
স্নান করিতে যদি যান গঙ্গাতীর।
তাহাঞি সকল লোক হয় মহা ভীর ॥১৫৩॥
বাহু তুলি বোলে গোসাঞি বল হরি হরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি ॥১৫৪॥

প্রশংসামেবাহ "বারাণসী" ইতি ॥১৫০॥—॥১৫৩॥

আলা, আসিলেন। হেন, এবম্প্রকার ॥১৪৭॥

"চন্দ্রশেখর বৈদ্য" এই পাঠে, বৈদ্যশব্দে শূদ্র নামক নিকৃষ্ট জাতি, কেন পূর্ব্বে "কাশীতে লেখক শূদ্র শ্রীচন্দ্রশেখর" এ ৪৫ পয়ারে তাহাকে বলিয়াছেন।

তথা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন বৈদ্য, শূদ্র হইতে বৈশ্যা-গর্ভজাত বর্ণশঙ্কর বিশেষ মোক্ষধর্ম্মে বলিয়াছেন।

"চাণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যৌচ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ। বৈশ্যায়াঞ্চৈব শূদ্রস্য এয়স্তপসদাঃ স্মৃতাঃ।

শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যাতে যথাক্রমে চণ্ডাল, ব্রাত্য বৈদ্য এই তিন জাতির উৎপত্তি হয়। ইহার তিনই নিকৃষ্ট জাতি। অতএব এস্থানে বৈদ্য বলিতে অম্বষ্ঠ নয়, যেহেতু পূর্ব্বেই চন্দ্রশেখরকে শূদ্র বলিয়াছেন"। ইতি ॥১৪৮॥১৪৯॥

লোক নিস্তারিয়া গোসাঞির চলিতে হৈল মন।
বৃন্দাবনে পাঠাইলেন শ্রীসনাতন ॥১৫৫॥
রাত্রি দিবসে লোকের দেখি কোলাহল।
বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল ॥১৫৬॥
এ লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিল ইহাঁ প্রসঙ্গ পাইয়া ॥১৫৭॥
এই পঞ্চতত্ত্ব রূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য ॥১৫৮॥
মথুরাতে পাঠাইল শ্রীরূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ ॥১৫৯॥
নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিহোঁ ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে ॥১৬০॥

…কং কৃষ্ণ" এতদুপসংহরতি "এই" ইত্যাদি ॥১৫৮—॥১৬৬॥

…বলিতেছেন "বারাণসী" ইতি। বারাণসী, কাশী ॥১৫০॥

…ভীড় হৈল, এ প্রযুক্ত প্রভুর বাসস্থান চন্দ্রশেখর-বাটীতে প্রবেশ …তে পারে না ॥১৫১॥

…শ্বর "কাশীস্থ শিবলিঙ্গ বিশ্বেশ্বর"। বিশ্বেশ্বর দরশনে কি গঙ্গাস্নানে প্রভু … করিলে, লোক সকল তথায় তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে নত হয়। …ই লোক সকলে নাম ও প্রেম প্রদান করেন ইত্যর্থ ॥১৫২॥—॥১৫৫॥

আলা, আইলেন। নীলাচল, শ্রীজগন্নাথক্ষেত্র ॥১৫৬॥

এ লীলা, কাশীতে যে যে লীলা করিয়াছেন, বা লোক-নিস্তার লীলা। আগে … লীলায়। প্রসঙ্গ, নাম ও প্রেম-প্রদান প্রসঙ্গ ॥১৫৭॥

"পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণ" এই চতুর্দ্দশ শ্লোকার্থের উপসংহার করিতেছেন "এই" … শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীবাসাদি, … ॥১৫৮॥

আপনে দক্ষিণ দেশ করিল গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনাম প্রচারণ ॥১৬১॥
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার ॥১৬২॥
এইত কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যতত্ত্ব জ্ঞান ॥১৬৩॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিন জন।
শ্রীবাস গদাধর আদি যত ভক্তগণ ॥১৬৪॥
ইহাঁ সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্য বিহার ॥১৬৫॥
শ্রীরূপ সনাতন পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৬৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পঞ্চতত্ত্বাখ্যান-পণং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥৭॥

ইতি অদৌ সপ্তমঃ ॥৭॥

কৃষ্ণনাম ও প্রেম প্রদান প্রকার বলিতেছেন "মথুরাতে" ইতি। দেশ শাসন করিয়া যেমন রাজাজ্ঞা প্রচার করে, ত শ্রীরূপ ও সনাতন দেশীয় নানা মত খণ্ডন পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যাজ্ঞা ভক্তি প্রচার করেন ইত্য শ্রীরূপসনাতনাদি দ্বারা পশ্চিমদেশে, শ্রীনিত্যানন্দাদি দ্বারা উত্তর দেশে, স্বয়ং শ্রীচৈতন্য দক্ষিণদেশ, এই প্রকারে সর্ব্বদেশেই প্রচার করেন। এবং বঙ্গাদি দেশে স্বয়ংও নাম প্রচার করেন ॥১৫৭॥

শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য এই তত্ত্বের জ্ঞান হয় ॥১৬৩॥১৬৪॥

যৈছে তৈছে, যথারূপে ॥১৬৫॥১৬৬॥

ইতি আদি-সুধাসঞ্চারিণী নাম ব্যাখ্যা সপ্তম ॥৭॥



অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নৃত্যতে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োপ্যয়ং ॥১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয় জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ ॥১॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় জয় কৃপাময়।
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয় ॥২॥

বন্দে ইতি। তংভগবন্তং সর্ব্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যপূর্ণ-চৈতন্যদেবং বন্দে ভূমি-[illegible] নমস্কারং কুর্ব্বে ইত্যর্থঃ। যদ্যস্য চৈতন্যদেবস্য ইচ্ছয়া ঈষৎ-[illegible] জড়োঽপি লেখরঙ্গে চিত্রং যথাস্যাত্তথা প্রসভং হটাৎকারং নৃত্যতে [illegible]তীত্যর্থঃ ॥১॥

ভগবন্তং চৈতন্যদেবং বন্দে, জড়ঃ অপি অয়ং যদিচ্ছয়া লেখরঙ্গে প্রসভং চিত্রং নৃত্যতে। ইত্যন্বয়ঃ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে শ্রীচৈতন্য পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম প্রদান পূর্ব্বক সমস্ত জগৎ নিস্তার করিয়াছেন, তাহাতে সেই শ্রীচৈতন্যেরই প্রেমদান [illegible]বিধায় তদাশ্রয় ব্যতীত প্রেমলাভ না হওয়াতে তদ্ভজনাবশ্যকতার তল্লীলা [illegible], অতএব এই অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য ভজনাবশ্যকতা কথন

জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
প্রণত হইয়া বন্দো সবার চরণ ॥৩॥
মূক কবিত্ব করে যা সবা স্মরণে।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধ দেখে তারাগণে ॥৪॥
এ সবা না মানে যে পণ্ডিত সকল।
তা সবার বিদ্যা পাঠ ভেক কোলাহল ॥৫॥

কোলাহলেন ভেকস্য সর্পাহ্বানবৎ বৃথাবিদ্যাপাঠেন মৃত্যু মাহ্বয়তি

॥৫—৮॥

পূর্ব্বক লীলা শ্রবণাকাঙ্ক্ষিতা, এবং শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীহরিদাস প্রভৃতি
গণ-প্রার্থনামতে শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণনা, অতএব শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণনা
বর্ণিত হইবে।

অথ ব্যাখ্যা।

ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ সেই চৈতন্যদেবকে বন্দনা করি, যে চৈতন্যদেবের
এই মাদৃশ জড় ব্যক্তিও লেখনরূপ রঙ্গস্থলে সহসা নানারূপ নৃত্য করে।
জড় হইয়াও শ্রীচৈতন্যানুগ্রহে তাঁহার বিচিত্র লীলা বর্ণনা করিতে পারে।

"জয় জয়" ইত্যাদি তিন পয়ারে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চতত্ত্বের বন্দনা করিয়া
ছেন॥৩॥

মূক, বাক্শক্তি বিহীন। কবিত্ব, রসালঙ্কারবৎ বা রসাত্মক অথবা
শব্দার্থ রচনা বিশেষ। পঙ্গু, খঞ্জ। অন্ধ, চক্ষু বিহীন। অর্থাৎ
পঞ্চতত্ত্ব স্মরণ প্রভাবে মূর্খ ব্যক্তিও শ্রীচৈতন্যলীলার কবিত্ব করে। পঙ্গু
অজ্ঞ ব্যক্তিও শাস্ত্র সকলের সীমা লঙ্ঘন করে। অন্ধ অর্থাৎ অতত্ত্বজ্ঞ
তত্ত্ব নিশ্চয় করে। তবে কি পঞ্চতত্ত্ব স্মরণ প্রভাবে শাস্ত্র সকল
করিয়া তত্ত্ব নিশ্চয় পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যলীলা-কবিত্ব করে ॥৪॥

এ সবা, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চতত্ত্ব ভেক বৃথা শব্দে নিজ কাল সর্প

এ সব না মা যেবা করে কৃষ্ণ ভক্তি।
কৃষ্ণ কৃপা নাহি তারে নাহি তার গতি ॥৬॥
পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ আদি রাজাগণ।
বেদধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন ॥৭॥
কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি ॥৮॥
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
ইথি লাগি কৃপাদ্র* প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥৯॥

"দৈত্য তারে জানি" এতদেব সহেতুক মাহ "মোরে" ইতি ত্রিভিঃ। কৃপয়া সন্ন্যাসী ভূত্বা যো জীবং নিস্তারিতবান্ তাদৃশপরমোপকারকস্য শ্রীচৈতন্যস্য অভজনাদসুরঃ যতঃ সোহি পরমোপকারিণং বিষ্ণুং ন ভজতি ॥৯॥১০॥১১॥

[illegible] করে, তদ্রূপ পঞ্চতত্ত্বাভক্ত পণ্ডিতেরাও বৃথা বিদ্যাপাঠে নিজ মৃত্যুকে [illegible] ইতিভাব ॥৫॥

এ সব ইতি। অভক্ত পণ্ডিতের কথা দূরে থাকুক, কৃষ্ণভক্তি করিয়াও যদি শ্রীচৈতন্যাদি পঞ্চতত্ত্ব না মানে তবে তাহাকে অসুর জানিবে। যেমন জরাসন্ধাদি রাজাগণ ॥৬॥৭॥৮॥

"দৈত্য তারে জানি" এই [illegible] বাক্যটীকে সহেতুক প্রতিপাদন করিতেছেন "মোরে" ইতি তিন পয়ারে। মোরে, আমাকে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যকে। না মানিলে, [illegible] মনুষ্য বুদ্ধিতে আমার আশ্রয় না লইলে। ইথি লাগি, সব লোক নাশ হবে এইজন্য [illegible] দুঃখ, জন্ম মরণাদি নানা দুঃখ। দোষ, এই পাঠে অজ্ঞানাদি [illegible] অর্থাৎ কৃপা-পরবশ যিনি কৃপায় সন্ন্যাসী হইয়া জীব সকলকে নিস্তার করেন তাদৃশ পরমোপকারক সেই শ্রীচৈতন্যকে ভজন না করা হেতু অসুর।

---

* কৃপা [illegible] ইতি কোথাও পাঠ।

সন্ন্যাসী বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইব নিস্তার ॥১০॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেইজন।
সর্ব্বোত্তম হইলে তারে অসুরে গণন ॥১১॥
অতএব পুনঃ কহো ঊর্দ্ধ বাহু করিয়া।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥১২॥

অতএব তদভজনেঽসুরত্বাদেব। কুতর্ক তদ্বিরোধী তর্কঃ শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দচরণাশ্রিতঃ সন্ শ্রী... ভজ তেনৈব তদ্ভজনং স্যাদিত্যর্থঃ ॥১২॥

অসুর বলিবার অভিপ্রায় এই, পরমোপকারী ঈশ্বর বিষ্ণুকে ভজন না করিলে যেমন অসুর হয়, এখানেও তদ্রূপ সর্ব্বেশ্বর শ্রীচৈতন্যকে না ভজাতে অসুর ॥৯॥১০॥১১॥

অতএব শ্রীচৈতন্য ভজন না করিলে অসুরত্ব-বিধায়। কুতর্ক, অবিজ্ঞাত তত্ত্ব বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান নিমিত্ত কারণোপপত্তিহেতুক আরোপকে তর্ক বলে।

তথাহি ন্যায়দর্শনে ১ অং ১ আং ৪০ সূং।

"অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিত স্তত্ত্বজ্ঞানার্থ মূহস্তর্কঃ। ইতি।

এখানে শাস্ত্র বিরোধী কুতর্কেরই নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু তদবিরোধী তর্কের নিষেধ করেন নাই, কেননা তাহা স... শেই গ্রহণ করিয়াছেন।

যথা ব্রহ্মসূত্রের ... অং ১ পাং "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ—" এই ১১ সূং শারীরক ভাষ্যে;—

"অত ...মবশেনাগমানুসারিতর্কবশেনচ"। ইতি

তত্রৈব শ্রীগোবিন্দভাষ্যে;—

"তৎপোষকারী তর্কস্ত্বপেক্ষ্যত এব মন্তব্য ইতি শ্রুতেঃ পূর্ব্বাপরাবিরোধেনেত্যাদি... শ্চ"। ইতি

অস্যার্থ। মন্তব্য এই শ্রুতি প্রমাণে এবং পূর্ব্বাপর অবিরোধ এই ... প্রমাণে শ্রুতিপোষক তর্কই অপেক্ষ্য।

বিশেষতঃ নিরর্থক তর্কের ফল বনে শৃগালত্ব প্রাপ্তি। তথাহি মোক্ষধর্ম্মে, আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাং। তস্যৈব ফলনির্বৃত্তিঃ শৃগালত্বং বনে মম ইতি।

এবং "চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ" এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ভজন করিবে, এ আশঙ্কা হইতে পারে না। কেননা প্রথমতঃ তাহাতে শ্রীচৈতন্যাজ্ঞা লঙ্ঘন দোষ হয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতেই আজ্ঞা করিয়াছেন।

যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ১৩ অধ্যায়;—

"—। সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
—। কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ বল কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥"

এবং তত্রৈব ২৬ অধ্যায়ে;—

"বল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ বিনা কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥
যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকয়ে সবার
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥"

শ্রীনিত্যানন্দাজ্ঞা যথা তত্রেব;—

—"বল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই করি এক মন॥
—। বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥"

অপি তত্রৈব। "বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥"

তথা এতৎগ্রন্থে অন্ত্যখণ্ডে ২০ পং শিক্ষাষ্টকে শ্রীচৈতন্যাজ্ঞা;—

"নাম সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ

সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥" ইতি

ইত্যাদি বহুতর প্রমাণ তদাজ্ঞা-বিষয়ে তত্র তত্র দৃষ্টি করিবেন। সংকীর্ত্তন শব্দের অর্থ এই, বহুজন মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণগান।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ৫ অং "কৃষ্ণবর্ণং" এই ২৯ শ্লোকের সন্দর্ভ; —

"সংকীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা শ্রীকৃষ্ণগানং" ইতি।

উক্ত আজ্ঞা লঙ্ঘনে দোষ এই, "ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌর, প্রাণ মোর যুগল কিশোর"। এই শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রমাণে শ্রীচৈতন্যই পতি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভজন তদাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে স্ত্রী ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়, যেমন বেশ্যা পতির আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে পাতিব্রত্য হইতে ভ্রষ্টা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ। শ্রীকৃষ্ণ ভজন ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীচৈতন্য ভজনই অভিপ্রেত হইলে প্রকটকালে তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ ভজন উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বিরুদ্ধ হওয়াতে বেদকর্ত্তা এবং বেদাভিরক্ষিতা তাঁহার তদ্বিরুদ্ধ দোষ হয়।

তৃতীয়তঃ। উহা শাস্ত্রাভিপ্রেত হইলে শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীভগবদ্গীতা ১৮ অং ৬৬ শ্লোকে উপদেশ দিয়াছেন "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। অস্যার্থ। হে অর্জ্জুন তুমি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাকে আশ্রয় কর। তথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ১২ অং ১৩ শ্লোকে "তস্মাত্ত্বং উদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতি চোদনাং।—মামেকমেব শরণ মাত্মানং সর্ব্বদেহিনাং যাহি—"। ইতি। অস্যার্থ, হে উদ্ধব তুমি শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধ এই সকল ত্যাগ করিয়া আমাকে আশ্রয় কর।

তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যও উপদেশ দিতেন এই; শ্রীকৃষ্ণভজন ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজ। কিন্তু তাহা যখন তিনি বলেন নাই, অথচ তাহা

[illegible] পরম দয়ালু শ্রীচৈতন্যের কাপট্য দোষ হয়। ইত্যাদি বহুতর দোষ [illegible] উদ্ভাবিত হয়, যথাযথ বিচার করিয়া লইবেন।

[illegible] হইলে "ভাগবত যে না মানে সে যবন সম" ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবত [illegible]। তথা "কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়" ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible] ২৪ পরিচ্ছেদ। ইত্যাদি প্রমাণে সর্ব্ব-প্রামাণ্য শ্রীমদ্ভাগবত দ্বারাই [illegible]চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ" ইহাতে তদ্ভজন প্রকার প্রথমতঃ জানিতে হইবে, [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতেরই ভাষা ব্যাখ্যা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

তথাহি এতৎ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্যখণ্ডে ২ পরিচ্ছেদে;

"ভাগবত শ্লোক ময়,—

টীকা শ্লোক দুই চারি, তার ব্যাখ্যা ভাষা করি—॥

[illegible]হাতে শ্রীমদ্ভাগবত এবং তদ্ভাষা এতদ্‌গ্রন্থ এবং তদনুগত অন্যান্য গ্রন্থ-[illegible] শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন প্রকারই শ্রীচৈতন্য-ভজন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ৫ অং ২৯ শ্লোক;—

[illegible]—। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ"।

অস্যার্থ। বিবেকী ব্যক্তিরা শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞ দ্বারা শ্রীচৈতন্য-[illegible] করেন।

[illegible]সন্দর্ভে। "তথা সংকীর্ত্তনপ্রাধান্যং তদাশ্রিতেষু এব"। অস্যার্থ, [illegible] ব্যক্তির সংকীর্ত্তনেরই প্রাধান্য।

[illegible] আদি ৩ পঃ ৬২ পয়ার;—

"সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে ভজে [illegible]রে সেই ধন্য॥
সেই সে সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।"

তথা তত্ত্ব-সন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে শ্রীপাদ জীব গোস্বামি-বাক্য;—

"কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ"।

অস্যার্থ, কলিকালে সংকীর্ত্তন যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে যজনা করি, ইতি।

৭৫

যদি বা তার্কিক কহে তর্ক সে প্রমাণ।
তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান ॥১৩॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥১৪॥

তর্কেণৈব শ্রীচৈতন্যভজনং প্রতিপাদয়ন্নাহ "যদিবা" ইতি। শ্রীচৈতন্য... বিচারেণৈব তদ্‌ভজনং সিধ্যেদিত্যর্থঃ ॥১৩॥১৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রমাণে মীমাংসা হইল এই, শ্রীচৈতন্যাশ্রিত শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করিলেই শ্রীচৈতন্য ভজন হয়। তাহাতে বিশেষ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ প্রতিদিন কিয়ৎ সময় ... ভজন, অপর সমস্ত সময় রাধাকৃষ্ণ ভজন করিতেন। যথা: ... পরিচ্ছেদ ;—

"মহাপ্রভুর লীলা যত অন্তর বাহির।
দুই ভাই তার মুখে শুনে নিরন্তর ॥
রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন ॥"

নিরন্তর শব্দে অবিচ্ছেদে প্রতিদিন। কিন্তু সর্ব্বাদার্থ নহে; কেন... পয়ারে "প্রহরেক" বলিয়াছেন। উক্ত শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ... আচার্য্যগণের সদাচার সৎপ্রমাণে এবং ঐরূপ তাহাদের গ্রন্থ বর্ণনা ... এবং ঐরূপ পদ কর্ত্তাদের পদ বর্ণনা প্রমাণে এইরূপ আচরণই আচরণী...

এখানে বলা হইল এই, শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ভজনের কোন হেতু ... তদ্‌ভজন সাধ্য হয় না, এই কুতর্ক ত্যাগ করিয়া শব্দ-প্রমাণ-... হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-দ্বারা তাহার ভজন কর ॥১২॥

তর্ক ত্যাজ্য হইলেও প্রৌঢ়তা প্রযুক্ত তাহা অঙ্গীকার করিয়া ... ভজন প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন "যদি বা" ইতি। বৃষ্টিদ্বারা ...

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তভুত না পায়ে কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥১৫॥

দয়ায়াঃ স্বরূপং বক্তুমশক্যত্বেন তৎকার্য্যং বিচাররতি "বহু" ইত্যাদি "চৈতন্য নিত্যানন্দে" ইত্যন্তং। বহুজন্ম ইতি প্রেম্ণঃ দুর্ল্লভত্ব মুক্তং ॥১৫॥

পর্ব্বতাগ্নিপর্ব্বতে অধিকতর ধূম দর্শনে তত্রস্থ অগ্নির অনুমান ব্যভিচারী, ইত্যাদি রূপে তর্ক ব্যভিচারী হইলেও যদি তার্কিক (তর্কশাস্ত্রবেত্তা) তর্ককে গ্রহণ করিয়া তর্কশাস্ত্রসিদ্ধের সেব্যত্বই সাধ্য করেন। তাহা হইলে শ্রীচৈতন্য-দয়ার বিচার করিলে তাহার সেব্যত্ব সাধ্য হইবে।

এখানে তর্কদ্বারা শ্রীচৈতন্য-সেব্যতা প্রতিপাদন করিতে তাঁহার দয়া-বিচার করিবার অভিপ্রায় এই, হেত্বাদি পঞ্চাবয়ব দ্বারাই তর্ক (অনুমান) সিদ্ধ হয়। যেমন ধূমহেতুক এই পর্ব্বত বহ্নিমান্ যথা মহানস ইত্যাদি। তদ্রূপ দয়াহেতুক অর্থাৎ দয়া-কার্য্য প্রেম-প্রদাতৃত্বহেতুক শ্রীচৈতন্য সেব্যমান্ যথা শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি। বৌদ্ধাদিতে দয়ালুত্ব আছে কিন্তু প্রেমদাতৃত্ব নাই, অতএব দয়া-হেতুক এখানে তাহা লক্ষ্য হইতে পারে না। ইহাতে পঞ্চাবয়ব-সিদ্ধ অনুমানে হেতু-বিচারেরই অধিকাবশ্যকতা প্রযুক্ত এখানে শ্রীচৈতন্য-সেব্যত্ব-অনুমানে হেতুভূত তদ্দয়ারই বিচার করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দে অভেদত্ব-বিধায় একের দয়া-বিচারে অন্যেরও তাহা হইবে, ইহা জানিবেন ॥১৩॥১৪॥

সেই হেতুর বিচার করিতেছেন, তাহাতে বাক্যদ্বারা দয়ার স্বরূপ কথন না হওয়াতে প্রেমদানরূপ তাহার কার্য্য বলিতেছেন "বহু" ইত্যাদি "চৈতন্য নিত্যা-নন্দে নাহি" ইত্যন্ত দ্বারা। দয়ার আধিক্যতা বলিবার জন্য প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের সুদুর্ল্লভত্ব বলিতেছেন, তাহাতে প্রেমের সুদুর্ল্লভতা দুই প্রকার, প্রথম অন্যান্য সাধন সমুহ দ্বারা বহুকালেও প্রেমভক্তি লভ্য হয় না। দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র প্রদান করেন না।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ১ লহর্য্যাং

অঙ্কধৃত তন্ত্রবচনং।

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি ভুর্ক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।

সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥২॥

জ্ঞানত ইতি তন্ত্রমতং তাবদ্বিচার্য্যতে তত্র জ্ঞানযজ্ঞাদিপুণ্যে সামস্তে বাচ্যে তয়োস্তাদৃশত্বং বিনা মুক্তিভুক্ত্যোঃ সিদ্ধিরপি ন স্যাৎ। অত

তথাহি ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে ২ লহরী ২২ অঙ্কে কারিকা

"সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈ রলভ্যা সুচিরাদপি।

হরিণাচাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা" ॥

তত্র প্রথমতঃ থম সুদুর্ল্লভত্ব বলিতেছেন "বহু" ইতি। শ্রবণ তদাদি সাধন ভক্তি। না পায়ে, প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ সুদুর্ল্লভতা সাধনেও প্রেমধন প্রপ্ত হয় না। দ্বিতীয় সুদুর্ল্লভতা "কৃষ্ণ যদি" এই পয় বলিবেন।

এথ উক্ত বাক্যে প্রেমধন প্রাপ্তির অত্যন্তাভাব বলিবার অভিপ্রা তবে কিনা অনাসঙ্গ নানা সাধনে তাহা প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু একান্ত মনে বিষয়ক শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হয়। ইহা শ্রীপা গোস্বামীর সিদ্ধা পর শ্লোকের টীকায় তাহা দৃষ্টি করিবেন।

এ প্রকরণে তর্কদ্বারা প্রতিপাদিত হইবে এই, অপরাধী ব্যক্তি নামাদি করিলেও সেই নাম-ফল প্রেম প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু দয়াময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই অপরাধ খণ্ডনোপায় কথন পূর্ব্বক অথবা যে প্রেমোদয় হয়, অর্থাৎ নিষ্কাম ভজন কর ইত্যাদি কথন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত করাইয়া সেই নাম প্রেম প্রদান করত জগৎ নিস্তার করিয়াছেন। হইলে পরম দয়ালু সেই শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রয় ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমলাভ নিস্তারের উপায় না থাকায় সেই প্রেমলাভ নিমিত্ত তিনি সেব্য। অত জগন্নিস্তারক প্রেম প্রদান-কারণ-দয়াব্যাপ্য সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্য ॥১৫॥

...বার্ত্তা। অতঃসাধনসহস্রাণামপি সাসঙ্গত্বমেব লভ্যতে বাক্যার্থক্রম-...পরিহার্য্যত্বাৎ সহস্রবাহুল্যাসিদ্ধেশ্চ। তত্র যদি জ্ঞানযজ্ঞাদিপুণ্যয়োঃ ...তদেকনিষ্ঠত্বমাত্রং বাচ্যং তদা তাদৃশাভ্যামপি তাভ্যাং তয়োঃ সুলভত্বং ...পদ্যতে। "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষা মব্যক্তাসক্তচেতসামিত্যাদেঃ। ...দাসা ...কর্ম্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিন" ইত্যাদেশ্চ। তস্মাত্তয়োঃ সাসঙ্গত্বং নৈপুণ্যেন ...ত্ব মিত্যেব বাচ্যং নৈপুণ্যঞ্চ ভক্তিযোগ-সংযোক্তৃত্বমিতি। পুরেহ ভূমন্ ...ঽপি যোগিন ইত্যাদেঃ স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসামিত্যাদেশ্চ।

তথা হরিভক্তিশব্দেন সাধ্যরূপো রতিপর্য্যায় স্তদ্ভাব এবোচ্যতে "ভক্ত্যা ...তয়া ভক্ত্যা" ইতি বৎ। ততশ্চ সাধনশব্দেন হরিসম্বন্ধিসাধন মেবোচ্যতে ...সম্বন্ধিত্বং বিনা তদ্ভাবজন্মাযোগাৎ তথাচ সাধনশব্দেন সাক্ষাৎতদ্ভজনে ...চ তত্র পূর্ব্বক্রমতঃ সাসঙ্গত্বে লব্ধে সহস্রবহুত্বনির্দ্দেশেনাপর্য্যবসানাৎ ...ক্ষ ভীতস্য কস্যাপি তত্র ভাব...ক্তৌ প্রবৃত্তি র্নস্যাৎ। তেন তস্যাঃ সুল-... "শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতং। নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ ...দি"। তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ। ...শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতি" রিত্যাদৌ প্রসিদ্ধং ...ৎ সাধনশব্দেন "ন সাধয়তি মাং যোগ" ইত্যাদি ব...দর্থ বিনিযুক্ত কর্ম্মাদি-...মেবোচ্যতে। অতএব সাধনশব্দ এব বিন্যস্তো নতু ভজনশব্দঃ।

...সাসঙ্গত্বং নামচ তদর্থবিনিয়োগাৎ পূর্ব্ববন্নৈপুণ্যেন ...হিতত্বমিত্যেব ...মাৎস্রৈরপি সুদুর্ল্লভত্বা...স্য সাক্ষাত্তজনমেব ...ত্বেন প্রবর্ত্তয়তি ...থাপি করিকায়ামনাসঙ্গে রিতি যদুক্তং তত্র আসঙ্গেন সাধননৈপুণ্যমেব ...তে তন্নৈপুণ্যঞ্চ সাক্ষাত্তজনে প্রবৃত্তিঃ। ততশ্চ তস্য তাদৃশসামর্থ্যেঽপ্যন্তত্র

জ্ঞানতঃ মুক্তিঃ সুলভা, যজ্ঞাদিপুণ্যাতঃ ভুক্তিঃ সুলভা। সা ইয়ং হরিভক্তিঃ সাধনসাহস্রৈঃ সুদুর্ল্লভা। ইত্যন্বয়ঃ ॥২॥

জ্ঞান দ্বারা সুখে মুক্তি লাভ হয়, যজ্ঞাদি পুণ্য দ্বারা সুখে স্বর্গাদি ভোগ লাভ ...কিন্তু সেই এই হরিভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি সহস্র সাধনেও সুদুর্ল্লভ ॥২॥

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভো প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া ॥১৬॥

স্বর্গাদৌ প্রবৃত্ত্যা ন বিদ্যতে আসঙ্গো নৈপুণ্যং যেষু তাদৃশৈ র্নানা সাধনৈ... তাদৃশনানাসাধনস্ত নেষ্টং "তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়ং" ইত্যাদৌ। তস্মাদিতরমিশ্রিতাপি ন ... সাধ্বেব লক্ষিতং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতমিতি। ইতি দুর্গমসঙ্গমনী ॥২॥

কৃষ্ণ যদি ইতি বাক্যেন পূর্ব্বস্মাৎ অপি প্রেম্ন অতিদুর্লভত্ব মুক্তং ॥১৬॥

"বহুজন্ম—" এই পয়ার প্রমাণ "সেয়ং—"। অথবা তৎপয়ারার্থ ... দুর্ল্লভত্বে প্রমাণ "সেয়ং—" ॥২॥

ছুটে, ছুটী পান অর্থাৎ দেয় বিষয়ে অবসর পান। এখানে পূর্ব্ব পয়ারে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের দুর্লভত্ব বলিয়াছেন, এ বাক্যে তাহা হইতে আরও দুর্ল্লভত্ব বলা হইল। অথবা পূর্ব্ব পয়ার যোগে ইহার অর্থ এই, বহুজন্ম শ্রবণাদি করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ প্রেম ধন লাভ করিতে পারে না, আবার শ্রীকৃষ্ণ তাহা লুকাইয়া রাখেন অর্থাৎ প্রদান করেন না। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম অতি সুদুর্ল্লভ বলা হইল। পূর্ব্ব পয়ার ব্যাখ্যোক্ত দুইরূপ সুদুর্ল্লভতার মধ্যে ইহা দ্বিতীয় সুদুর্ল্লভতা।

এখানে যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ যদি প্রেমভক্তি প্রদানই করেন না তবে মধ্যের ... পরিচ্ছেদে কেন বলেন "আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব। স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব" ॥

ইহার মীমাংসা এই, বিষয়াদি বাসনায় সাধনভক্তি করিলেও যে পর্যন্ত প্রেম-ভক্তিতে গাঢ়াশক্তি না জন্মায় সেই পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রেম প্রদান করেন না, ইহা পর শ্লোকের টীকা দুর্গমসঙ্গমনীতে বলিয়াছেন। তবে কিনা বিষয়াদ্যভিলাষে সাধনভক্তি করিতে করিতে সেই ভক্তিপ্রভাবে নিরভিলাষী হইয়া, প্রেমভক্তিতে যখন গাঢ়াশক্তি হইবে শ্রীকৃষ্ণ তখন তাহাকে প্রেম প্রদান করিবেন, ইহাতে উভয়ই সামঞ্জস্য হইল। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ একবারেই যে প্রেম প্রদান করেন না, তাহা নহে, ইহাও প্রতিপন্ন হইল ॥১৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কং ৬ অং ১৮ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং ;—

রাজন্ পতি গু রুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং ॥৩॥

নমু ভগবতোঽতিসুলভত্বদর্শনান্মোক্ষস্য চাতিসুদুর্ল্লভত্বা দিয় মতিস্তুতি-রেত্যাশঙ্ক্যাহ হে রাজন ভবতাং পাণ্ডবানাং যদূনাঞ্চ পতিঃ পালকঃ গুরুরুপদেষ্টা দৈবমুপাস্যঃ প্রিয়ঃ সুহৃৎ কুলস্য পতিঃ নিয়ন্তা কিংবহুনা ক্ব চ কদাচিদ্দৌত্যাদিষুচ পাণ্ডবানাং কিঙ্করোঽপি আজ্ঞানুবর্ত্তী অস্তু নামৈবং তথাপ্যন্যেষাং নিত্যং ভজতামপি মুক্তিংদদাতি ন তু কদাচিদপি স প্রেমভক্তিযোগমিতি। ইতি ভাবার্থদীপিকা।

কর্হিচিন্নদদাতীত্যুক্তে কর্হিচিদ্দদাতীত্যায়াতি অসাকল্যে তু চিচ্চণৌ। তত কর্হিচিদপীতি নোক্তং তস্মাদসঙ্গেনাপিকৃতে সাধনভূতে সাক্ষাদ্ভক্তিযোগে ... যাবৎ ফলভূতে ভক্তিযোগে গাঢ়াশক্তির্নজায়তে তাবন্ন দদাতীত্যর্থঃ। ...চ লক্ষিতং অন্যাভিলাষিতাশূন্যমিতি। ইতি দুর্গমসঙ্গমনী।

-অত্র কর্হিচিদপীত্যনুক্তে মুক্তি মনিচ্ছদ্ভ্যঃ শুদ্ধভক্তেভ্যস্ত ভক্তিমেব দদাতি ইত্যর্থো লভ্যতে। ইতি চক্রবর্ত্তী ॥৩॥

হে রাজন্ মুকুন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ভবতাং (পাণ্ডবানাং) যদূনাং পতিঃ অলং গুরুঃ দৈবং পিয়ঃ কুলপতিঃ বঃ (পাণ্ডবানাং) ক্বচ কিঙ্করঃ। অঙ্গ (হে) এবং অস্তু ভজতাং মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ ভক্তিযোগং স্ম ন। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩॥

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের অর্থাৎ পাণ্ডবদের এবং যদুদের পালক, উপদেষ্টা, উপাস্য, সুহৃৎ ও কুলপতি, অপর কি বলিব দৌত্যাদি

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য* দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা ॥১৭॥

হেন প্রেম, "সুদুর্ল্লভং প্রেম প্রেমপ্রাপ্ত্যুপায় মুপদিষ্ট মিত্যর্থঃ
—॥২০॥

কার্য্যে পাণ্ডবদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী। অহে ও কথা থাকুক ভজনশীল
ব্যক্তিকে শ্রীকৃষ্ণ মুক্তি প্রদান করেন, কখন প্রেমভক্তি প্রদান করেন না। কিন্তু
তোমাদিগে তাহা প্রদান করিয়াছেন ॥৩॥

"কৃষ্ণ যদি —" ইহার প্রমাণ "অস্ত্বেব—" ॥৩॥

হেন প্রেম, "বহুজন্ম" ইত্যাদি দুই পয়ারোক্ত দুই প্রকারে সুদুর্ল্লভ প্রেম। যথা তথা, অতি দুর্জ্জনকেও অর্থাৎ অপাত্রকেও। তাহাতে প্রমাণ এই, "জগাই" ইতি। সর্ব্ব কুকর্ম্ম করাতে তাহারা অতি দুর্জ্জন।

এখানে যথা তথা প্রেম প্রদান করিয়াছেন বলাতে ভক্তিহীন জনকে তাহা যে অর্পণ করিয়াছেন, তাহা নহে। দয়াধিক্যতা প্রকাশের জন্য কার্য্য ও কারণ এক করিয়া বলিয়াছেন। অর্থাৎ "রাজন্ পতি" পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের দুর্গমসঙ্গমনী টীকা-প্রমাণে দয়া করিয়া শ্রীচৈতন্য সাক্ষাৎ সাধনভক্তিযোগ উপদেশ করেন, লোকেরও তদ্দয়া প্রভাবে দুরধিগম হওয়াতে সেই ভক্তি আচরণে প্রেমে গাঢ়াশক্তি জন্মাইলে প্রেম প্রদান করেন। কেননা উক্তরূপ তদুপদেশ মতে লোকে প্রেম পাইয়াছে। নচেৎ অর্থাৎ ভক্তিসাধনবিহীনকে প্রেম প্রদান করিলে বিফল হয়।

তদুপদেশ যথা আদি ৭ পরিচ্ছেদে ১৩৭ পয়ার ;—

"সাধন ভক্তি হইতে হয় প্রেমের উদ্গাম"

তথা মধ্যের ১৯ পরিচ্ছেদে ;—

"সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
গাঢ় হৈলে তার প্রেমনাম হয়"।

* "চৈতন্যনিত্যানন্দ" ইতি কোথাও পাঠ।

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার ॥১৮॥
অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেবা লয়।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয় ॥১৯॥
নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয়।
আলুয়ায় সকল অঙ্গ অশ্রু গঙ্গা বয় ॥২০॥
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥২১॥

অপরমপি দয়া কার্য্যমাহ "কৃষ্ণ" ইত্যাদি ॥২১॥—॥৩৯॥

মধ্য চৈতন্যের ২৩ পরিচ্ছেদে ;—

"সাধু সঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন"। ইত্যাদি।

এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কং ৩ অ ২৩ শ্লোকে শ্রীপ্রবুদ্ধ যোগেন্দ্র বলিয়াছেন ;

"ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা"। অত্র স্বামী "ভক্ত্যা সাধনভক্ত্যা সংজাতয়া প্রেমলক্ষণয়া" ইতি।

অস্যার্থ। সাধন ভক্তি দ্বারা প্রেমভক্তির উদয় হয়।

এখানে বলা হইল এই, শ্রীচৈতন্য সুদুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তির যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এই একটী তাহার দয়া-কার্য্য ॥১৭॥

শ্রীকৃষ্ণ যে প্রেম প্রদান করেন নাই, শ্রীচৈতন্য তাহা প্রদান করিয়াছেন ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীচৈতন্যের যে আধিক্য বলা হইল তাহা নহে ; কেননা উভয়ের বস্তুগত কোন প্রভেদ নাই, যিনি শ্রীকৃষ্ণ তিনিই শ্রীচৈতন্য। দ্বিতীয়তঃ যিনি পূর্ব্বে যাহা করেন নাই তিনি এক্ষণ তাহা করিতেছেন, এই বলিলে তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে কোন ন্যূনাধিক্য হইতে পারেনা, ইহা বলিতেছেন "স্বতন্ত্র"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে, ২ ৩ অং ২৪ শ্লোক ;—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদাবিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥

অশ্মবৎ সারো বলং ...চিহ্নং যস্য বিক্রিয়ালক্ষণমাহ গাত্ররুহেষু রোমসু হর্ষ উদ্গমঃ ॥ ইতি ভাবার্থদীপিকা।

—অতিগম্ভীরমহানুভাবভক্তেষু হরিনাম ...শ্চিত্তদ্রবে পি বহির্বিকারো দয়ো ন দৃশ্যন্তে ইতি। তস্মাৎ পদ্যমিদমেব ব্যাখ্যেয়ং। যদ্ধৃদয়ং ন বিক্রিয়েত কদা যদা বিকার স্তদাপীত্যর্থঃ। বিকার এব কস্তত্রাহ নেত্রে জলমিতি। ... বহিরশ্রুপুলকয়ো সতোরপি যদ্ধৃদয়ং ন বিক্রিয়েত তদশ্মসারমিতি ...।—। ইতি চক্রবর্ত্তী ॥৪॥

তৎ হৃদয়ং অশ্মসারং বত যৎ ইদং (হৃদয়ং) গৃহ্যমাণৈঃ হরিনামধেয়ৈঃ (কৃষ্ণনামভিঃ) ন বিক্রিয়েত অথ যদা নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ বিকারঃ ইত্যন্বয়ঃ ॥৪॥

ইতি। স্বতন্ত্র ঈশ্বরত্ব প্রযুক্ত নিগূঢ় প্রেমভাণ্ডার পূর্ব্বে প্রদান না করিয়া ... পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া তাহা প্রদান করিয়াছেন ॥১৮॥

তাহাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছেন "অদ্যাপি" ইতি দুই পয়ারে। ... নাম, শ্রীচৈতন্যোপদেশমতে শ্রীকৃষ্ণ-নাম। নিত্যানন্দ বলিতে, শ্রীনিত্যানন্দোপদেশমতে শ্রীকৃষ্ণ-নাম বলিতে ॥১৯॥২০॥

"বহু জন্ম করে যদি" ইত্যাদি পয়ারে শ্রীচৈতন্য-দয়ার একটী কার্য্য ... তাহার অপর আর একটী কার্য্য বলিতেছেন "কৃষ্ণ নাম" ইত্যাদি। ... অশ্রু পুলকাদি।—অর্থাৎ নামাপরাধে বহুবার নাম করিলে তৎসমস্ত প্রাপ্ত হয়।

তথাহি ভক্তি-সন্দর্ভে ১ অঙ্কে ধৃত পাদ্ম বচন ;—

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেবহরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণিচ" ইতি ॥

অস্যার্থঃ।

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥২২॥
প্রেমের উদয় করে প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্গদাশ্রু ধার ॥২৩॥
অনায়াসে ভব ক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফল পাই এত ধন ॥২৪॥
হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তভু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার ॥২৫॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে* প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না করে অঙ্কুর ॥২৬॥

এ প্রকরণের অভিপ্রায় এই, শ্রীকৃষ্ণনাম অপরাধ বিচার করাতে অপরাধী ব্যক্তি তন্নাম করিলেও তাহার প্রেম হয় না। কিন্তু শ্রীচৈতন্য তাহার বিচার না করিয়া প্রেম প্রদান করেন। এই অপর এইটী তাঁহার দয়া-কার্য্য ॥২১॥

শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলেও যে হৃদয় বিকৃত না হয়, তাহা পাষাণ তুল্য কঠিন। নাম গ্রহণে বিকৃত হৃদয়ের লক্ষণ এই, নেত্রে জল এবং শরীরে রোমাঞ্চ ইত্যাদি বিকার ॥৪॥

শ্রীচক্রবর্ত্তী সম্মত অর্থ এই, নেত্রজলাদি বিকার হইলেও যে হৃদয় দ্রবীভূত না হয় তাহার পাষাণ তুল্য অতি কঠিন, এই অর্থ করিতে হইবে, কেননা শ্রীনাম দ্বারা চিত্ত দ্রব হইলেও অতি গম্ভীর মহানুভাব ভক্তে নেত্রজলাদি দৃষ্ট হয় না।

"কৃষ্ণনাম —" এই পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক ॥৪॥

---

* "তাহাতে" ইতি কোথাও পাঠ।

চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম ল-তে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার ॥২৭॥

এক কৃষ্ণনামে, একবারোচ্চারিত কৃষ্ণনাম। প্রেমের কারণ ভক্তি, [illegible] শক্তিরূপা রতি। প্রেমবিকার, স্বেদাদি ॥২২॥২৩॥২৪॥২৫॥২৬॥

"চৈতন্য নিত্যানন্দে" ইতি। কৃষ্ণনাম অপরাধ বিচার করাতে [illegible] ব্যক্তি নাম করিলেও তৎফল প্রেম প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু শ্রীচৈতন্য [illegible] "কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার" ২১ ইত্যাদ্যুক্ত সকল অর্থাৎ অপরাধ [illegible] তজ্জন্য প্রেমপুলকাদ্য -ব এই সব বিচার না করিয়া অপরাধ সত্ত্বেও [illegible] লইতে প্রেম প্রদান করেন, এ কথা বলা যায় না। কেননা বস্তুগত [illegible] অন্যথা হয় না, অর্থাৎ পাষাণোপরি বীজ বপন করিলে যেমন কখন [illegible] অঙ্কুর হয় না, তদ্রূপ অপরাধী ব্যক্তি নাম লইলেও তাহার প্রেম স্ফুর [illegible] ইহা বস্তুগত ধর্ম্ম। অতএব অপরাধ সত্ত্বে [illegible] লইলেই তিনি [illegible] করিয়াছেন, ইহা [illegible] পারে না।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীচৈতন্য অপরাধের বিচার করিয়াছেন, ইহা দেখা যায় [illegible] আদির ১৭ পরিচ্ছেদে গোপাল চাপাল প্রতি শ্রীচৈতন্য-বাক্য ;—

"আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটি জ-- এই মত [illegible] খাওয়াইমু" ॥

তথা তত্রৈব [illegible] কা ২৬০ পয়ার ;—

"প্রণতি মাত্রে হইবেক অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়" ॥

তৃতীয়তঃ অপরাধ বিচার থাকাতেই তিনি নাম লইবার প্রকার [illegible] দিয়াছেন। যথা অন্ত্যের ২০ পরিচ্ছেদে শিক্ষাষ্টকে শ্রীচৈতন্য-বাক্য ;—

"যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রাম রায় ॥
তৃণাদপি সুনীচেন—॥

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তারে না ভজিলে কভো না হয় নিস্তার ॥২৮॥

—এই মত হয়্যা যে কৃষ্ণনাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয় ॥"

অপিচ আদির ১৭ পরিচ্ছেদে শ্রীগ্রন্থকার বলিয়াছেন ;—

"তৃণাদপি—।
ঊর্দ্ধ বাহু করি কহি শুন সর্ব্বলোক।
নাম স্থত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ"॥

এখানে দেখুন, শ্রীচৈতন্যে অপরাধ বিচার থাকাতেই "তৃণাদপি—" শ্লোকানুগত আচরণ করিতে বলিয়াছেন, নচেৎ উহা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই।

তাহা হইলে অর্থ এই, অপরাধ সত্ত্বে নাম করিলে কখনই প্রেম হইবে না, বিচার না করিয়া শ্রীচৈতন্য প্রেম প্রদান করিয়াছেন। তবে কিনা নাম গ্রহণে অপরাধীর অবশ্য প্রেম হইবে, কিন্তু "তৃণাদপি সুনীচেন—" ইত্যাদি শ্লোকানুসারে নাম গ্রহণ করিলে পূর্ব্বাপরাধের ধ্বংস হইবে, পর অপরাধের সম্ভব হইবে না, এইরূপে সর্ব্বদা নাম লইতে শ্রীচৈতন্য যে শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শিক্ষানুরূপ নাম লইলে অপরাধের ধ্বংস হওয়াতে তিনি প্রেম প্রদান করিয়াছেন। উপরুক্ত শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক যে প্রেম দান করিয়াছেন, এই তাঁহার দয়ার অপর একটী কার্য্য।

এখানে "চৈতন্য নিত্যানন্দ নামে নাহি" এই পাঠে। পূর্ব্ববৎ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শিক্ষানুরূপ নাম গ্রহণে ॥২৭॥

উদার দাতা। স্বতন্ত্র ঈশ্বরত্ব এবং অত্যন্ত উদারত্বই উক্তরূপ প্রেম প্রদানের কারণ হইয়াছে।

অরে মূঢ় লোক শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥২৯॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস ॥৩০॥
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥৩১॥
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা ॥৩২॥
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ঞিহা জানি করিয়া নির্দ্ধার ॥৩৩॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ড যবন।
সেহ মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥৩৪॥

এখানে শ্রীচৈতন্যে-সেব্যত্বসাধ্য-বিষয়ে দয়াবৎ স্বতন্ত্র ঈশ্বরত্বকে ... হেতু জানিবেন।

শ্রীচৈতন্য-সেব্যত্ব-বিষয়ক তর্কের উপসংহার করিতেছেন "তাতে" ... শ্রীচৈতন্য স্বতন্ত্র ঈশ্বর এবং উক্তরূপে প্রেম প্রদাতা অতএব তৎসেবা ... প্রেম লাভ পূর্ব্বক নিস্তারের উপায় না থাকায় তিনি সেব্য ইত্যর্থ ॥২৮॥

মহিমা জ্ঞান ব্যতীত সেবানুরাগ হয় না, এজন্য শ্রীচৈতন্যলীলা ... বক্তৃকতায় শ্রোতৃ সকলকে তৎশ্রবণে প্রবর্ত্ত করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য... মহিমা বলিতেছেন "অরে" ইত্যাদি। চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য-ভাগবতের নাম... মঙ্গলময় চৈতন্যলীলা যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে অথবা যাহা শ্রবণ করিলে ... অমঙ্গল নষ্ট হয় ইত্যর্থ ॥২৯॥—॥৩২॥

ভাগবতের ভক্তি-সিদ্ধান্তসার লিখিয়াছেন, এই বাক্যে শ্রীচৈতন্য...

মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥৩৫॥
বৃন্দাবন দাস পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহো তারিল সংসার ॥৩৬॥
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন ॥৩৭॥
তাঁহার অদ্ভুত চৈতন্য চরিত বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন ॥৩৮॥
অতএব ভজ লোক চৈতন্য নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসার দুঃখ পাবে প্রেমানন্দ ॥৩৯॥
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্যলীলা বর্ণিল সকল ॥৪০॥

যদ্যপি শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে কথং এতদ্‌গ্রন্থপ্রণয়নমিত্যত্রাহ"বৃন্দাবন"ইত্যাদি। অবর্ণিত শ্রীচৈতন্যলীলাবশেষপূরণায় এব প্রণীত ইত্যেতৎপ্রকরণাভিপ্রায়ঃ ॥৪০॥—॥৮

শ্রীমদ্ভাগবত মূল হওয়াতে ঐ গ্রন্থ অমূলক নহে, ইহা বলা হইল জানিবেন ॥৩৪॥

"বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য" এই বাক্যে শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই চারিটী দোষ নাই ইহা বলা হইল, যেমনা ঈশ্বর-বাক্যে ঐ দোষ নাই জানিবেন ॥৩৫।৩৬॥

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের আরও মহিমা বলিবার জন্যে তৎপ্রণয়িতা শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মহিমা বলিতেছেন "নারায়ণী" ইতি। এখানে বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন "নারায়ণী শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃ-কন্যা। নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস-গৃহে ব্যাস-

সূত্র করি স লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তাঁহার কৈল বিবরণ ॥৪১॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥৪২॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সংকোচ হৈল মন।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥৪৩॥
নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥৪৪॥
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনে বৈষ্ণবের উৎকণ্ঠিত মন ॥৪৫॥

পূজা করিয়াছিলেন। সেই নৈবেদ্য মহাপ্রভু ভোজন করিয়া ... নারায়ণীকে কৃপা পূর্ব্বক প্রদান করেন, তাহাতেই নারায়ণীর প্রেম ... ব্যাস পূজার নৈবেদ্য ভোজন করায় নারায়ণীর গর্ভে ব্যাসাবতার বৃন্দা... ঠাকুরের জন্ম হয়।"

কেহ কেহ বলেন, নারায়ণী শ্রীচৈতন্যের চর্ব্বিতাবশিষ্ট তাম্বূল ... করেন, সেই সৌভাগ্যে তদ্গর্ভে শ্রীবেদব্যাস শ্রীবৃন্দাবনদাসরূপে জ... করেন ॥৩৭॥

অদ্ভুত চৈতন্যচরিত তাঁহার সেই (বৃন্দাবন দাসের) বর্ণন। অতএব ... মহিমা থাকায় ॥৩৮॥৩৯॥

শ্রীচৈতন্য-লীলা শ্রবণের জন্য শ্রীচৈতন্য-ভাগবত থাকিতে এতৎ শ্রী... চরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন "বৃন্দা... ইত্যাদি দ্বারা। শ্রী বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যলীলার সূত্র করিয়া সূত্র... কোন লীলার বিস্তার করেন নাই, এবং শ্রীচৈতন্যের শেষ লীলা বর্ণন... নাই, সেই সূত্রধৃত লীলার এবং সেই শেষ লীলা শ্রবণেচ্ছুক শ্রীবৃন্দা...

বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ সদন।
মহা যোগপীঠ তাঁহা রত্নসিংহাসন ॥৪৬॥
তাতে বসি আছেন সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষান্মদন ॥৪৭॥
রাজসেবা হয় তাঁহা বিচিত্র প্রকার।
দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার ॥৪৮॥
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ।
সহস্র বদনে সেবা না যায় বর্ণন ॥৪৯॥

শ্রীহরিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ সেই সেই লীলা বর্ণনা করিতে অনুমতি করায় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইতি এতৎ প্রকরণাভিপ্রায় ॥৪০॥

সূত্র করি, সংক্ষেপ করিয়া ॥৪১॥

চৈতন্যলীলার অনন্তত্ব এবং অপারত্ব বিধায় তাহা বর্ণনা করিতে করিতে চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থ বিস্তার হইল ॥৪২॥

অতিবিস্তারে সংকোচ হওয়াতে সূত্রধৃত কোন লীলার বর্ণনা করেন নাই। পরে শ্রীনিত্যানন্দলীলা-বর্ণনায় আবেশ হওয়াতে চৈতন্যের শেষ লীলা বর্ণনা-শেষ রহিল ॥৪৩॥৪৪॥

সেই সব লীলার, উক্ত অবশেষ লীলার। বিবরণ, বর্ণনা। বৃন্দাবন দেবের, বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের ॥৪৫॥

বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ মধ্যে শ্রীগোবিন্দ-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীহরিদাস পণ্ডিতের প্রাধান্যতা প্রযুক্ত এবং শ্রীচৈতন্যের শেষ লীলা বর্ণনা করিতে প্রথমেই আদেশ করাতে গুণ বর্ণনা পূর্ব্বক তাহার পরিচয় দিতেছেন "বৃন্দাবনে" ইত্যাদি। কল্পবৃক্ষ তলে সুবর্ণ গৃহ। মহা যোগপীঠ, রাধাকৃষ্ণের মিলন স্থান। শ্রীগোবিন্দদেব, রূপ গোস্বামী স্থাপিত শ্রীগোবিন্দ নাম অতি সুন্দর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি। সাক্ষাৎ মদন, সাক্ষাৎ স্বয়ং কন্দর্প, অর্থাৎ সেই মূর্ত্তিটী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ॥৪৬॥—॥৪৭॥

সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তার যশ গুণ সর্ব্ব জগতে প্রকাশ ॥৫০॥
সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর।
মধুর বচন মধুর চেষ্টা মহাধীর ॥৫১॥
সবার সম্মানকর্ত্তা করেন সবার হিত।
কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা শূন্য তার চিত্ত ॥৫২॥
কৃষ্ণের সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
সে সব গুণের তাঁর শরীরে নিবাস ॥৫৩॥

সেবার অধ্যক্ষ, সেই শ্রীগোবিন্দ-সেবার প্রধান কর্ম্মকারক ॥৫০॥

সে সব গুণের নিবাস তাঁর (হরিদাসের) শরীরে। শ্রীকৃষ্ণের [illegible] গুণ যথা ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগে প্রথম লহরী ১১ অঙ্কে।

"অয়ং নেতা, সুরম্যাঙ্গ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচির স্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ম্বদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্য বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥
বিদগ্ধ শ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশ কাল সুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচি র্বশী॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্য সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণ-মনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥
বরীয়ানীশ্বর শ্চেতি গুণা স্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কং ১৮ অধ্যায় ১২ শ্লোক ;—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈ গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥৫॥

মনসোমলাপগমফলমাহ যস্যেতি। অকিঞ্চনা নিষ্কামা মনঃশুদ্ধৌ হরের্ভক্তৌ সত্যাং তত×চ প্রসাদে সতি সর্ব্বদেবাঃ সর্ব্বৈ গুণৈশ্চ জ্ঞানাদিভিঃ সহ সম্যগাসতে নিত্যং বসন্তি গৃহাদ্যাশক্তস্য তু হরিভক্ত্যসম্ভবাৎ কুতো মহতাং গুণা জ্ঞানবৈরাগ্যাদয়ো ভবন্তি। অসতি বিষয়সুখে মনোরথেন বহির্ধাবতঃ। ইতি ভাবার্থ-দীপিকা।

সুরা ভগবদাদয়ঃ সচ তথা তৎপরিকরা দেবা মুনয়শ্চেতি সমাসতে বশীভূতা তিষ্ঠন্ত্যর্থঃ। ইতি দুর্গমসঙ্গমনী ॥৫॥

ভগবতি যস্য (জনস্য) অকিঞ্চনা ভক্তিঃ অস্তি। তত্র (জনে) সর্ব্বৈঃ গুণৈঃ (সহ) সুরাঃ সমাসতে। মনোরথেন বহিঃ অসতি ধাবতঃ হরৌ অভক্তস্য কুতঃ মহদ্‌গুণাঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥৫॥

উহার অর্থ প্রায় স্পষ্টই আছে। তন্মধ্যে শ্রীহরিদাসে "নারীগণ-মনোহারী" রূপ শ্রীশুকদেবগুণবৎ। অর্থাৎ তাহা জ্যোতিঃ শাস্ত্রোক্ত একটা লক্ষণ মাত্র। কিন্তু দুষ্টার্থ বোধক নহে। ঈশ্বর, সর্ব্ব করণ সমর্থ। অপর যথাযথ মীমাংসা করিয়া লইবেন। সুশীলাদি উক্ত গুণ সকল শ্রীহরিদাসে।

শ্রীকৃষ্ণের সদা স্মরণ সংপ্রাপ্ত্যাদি অপর চৌদ্দটী গুণকে বৈষ্ণবেতে যে কল্পনা করে, তাহা দুষ্ট লোকের দুষ্টাভিপ্রায় জানিবেন ॥৫৩॥

ভগবানে যে ব্যক্তির ফলানুসন্ধান রহিত ভক্তি আছে। সেই ব্যক্তিতে ভগবান এবং তৎপরিকর দেবতা ও মুনি সকল সকল গুণের সহিত বাস

পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময় তনু উদার সর্ব্ব আর্য্য ॥৫৪॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করে প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য এই পণ্ডিত হরিদাস ॥৫৫॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্যচরিতে যাঁর পরম উল্লাস ॥৫৬॥
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী না দেখয়ে দোষ।
কায়মন বাক্যে করেন বৈষ্ণব সন্তোষ ॥৫৭॥
নিরন্তর শুনেন তিঁহো চৈতন্যমঙ্গল।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব সকল ॥৫৮॥
কথা সভা উজ্জ্বল করেন যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজ গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব আনন্দ ॥৫৯॥
তিঁহো অতি কৃপা করি আজ্ঞা কৈল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে ॥৬০॥

করেন। আর হরিতে অভক্ত ব্যক্তির মহদ্‌গুণ (জ্ঞান বৈরাগ্যাদি) কোথা? অর্থাৎ তাহা নাই। যেহেতু সেই অভক্ত ব্যক্তি মনোরথে ... সুখে বাহিরে ধাবিত হয় ॥৫॥

ভগবান্ বাস করাতে তাহার গুণ সকলও ভক্তে বাস করে, ইহা ... বলিতে হইবে। "সে সব গুণের—" ইহার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৫৩॥

পণ্ডিত গোসাঞি, শ্রীগদাধর পণ্ডিত। ইহার শিষ্য শ্রীঅনন্ত আচার্য্য। ইহার শিষ্য এহো (এই) শ্রীপণ্ডিত হরিদাস। এই তাহার পরিচয় ...

তাঁর, সেই শ্রীহরিদাসের ॥৫৬॥৫৭॥

নিরন্তর, প্রতি দিবস ॥৫৮

কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য গোবিন্দ গোসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয় সেবক তাঁর বড় নাঞি ॥৬১॥
যাদবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্যচরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী ॥৬২॥
পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি।
গৌর কথা বিনু আর মুখে অন্য নাঞি ॥৬৩॥
তাঁর শিষ্য গোবিন্দ পূজক চৈতন্যদাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস ॥৬৪॥
আচার্য্য গোসাঞির শিষ্য চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ॥৬৫॥
আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন ॥৬৬॥
মোরে আজ্ঞা করিলা সর্ব্বে করুণা করিয়া।
তাঁ সবার বোলে লেখি নির্লজ্জ হইয়া ॥৬৭॥

"কথা" ইতি। অর্থাৎ শ্রীহরিদাস শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করিয়া বৈষ্ণব-দিগে অতুল আনন্দ দিতেন ॥৫৯॥

তিঁহো, সেই শ্রীহরিদাস অর্থাৎ "নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্‌ব্রুয়াৎ"। প্রশ্ন না করিলে বলিবে না। বলিবার এই নিয়ম থাকায় শ্রীহরিদাসাদি বৈষ্ণবগণ প্রশ্ন করায় [illegible] গৌরাঙ্গলীলা বলিতেছি ॥৬০॥

কাশীশ্বর প্রভৃতি বৈষ্ণবগণকে পূর্ব্বোক্ত হরিদাসতুল্য গুণবান্ জানিবেন, কেননা "যস্যাস্তি ভক্তিঃ—" এই উক্ত প্রমাণে বৈষ্ণবে সকল গুণ বাস করে ইহা [illegible] হইয়াছে। গোবিন্দের, গোবিন্দ-মূর্ত্তির। তাঁর বড় নাঞি, অর্থাৎ তিনি [illegible] পূজারী ছিলেন ॥৬১॥—॥৬৭॥

বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাইয়া চিন্তিত অন্তরে।
মদনগোপাল গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥৬৮॥
দরশন করি কৈল চরণ বন্দন।
গোসাঞিদাস পূজারী করেন চরণ সেবন ॥৬৯॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল ॥৭০॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের গণ হরিধ্বনি কৈল।
গোসাঞিদাস আনি মোর গলে মালা দিল ॥৭১॥
আজ্ঞামালা পায়্যা আমার হইল আনন্দ।
তাহঞি করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ ॥৭২॥
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥৭৩॥
সেই লিখি মদনগোপাল যে লেখায়।
কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায় ॥৭৪॥
কুলাধিদৈবত মোর মদনমোহন।
যাঁর সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন ॥৭৫॥

মদনগোপাল, শ্রীমদনমোহন ॥৬৮॥

চরণ সেবন, শ্রীমদনমোহনের সেবা করেন ॥৬৯॥৭০॥

মালা, শ্রীমদনমোহনের কণ্ঠবিগলিত মালা ॥৭১॥ ॥

এতদ্ গ্রন্থ প্রণয়নে নিজ কর্ত্তৃত্বাভাব বলিতেছেন "এই গ্রন্থ" ইতি। পঠন, অর্থাৎ মদনমোহন যাহা লেখান তাহাই লিখি, কিন্তু শুকপক্ষী মর্ম্ম বুঝি না। এই গ্রন্থ মদনমোহন লেখায় বলাতে ইহাতে ভ্রমাদি দোষ নাই বলা হইল, কেননা ঈশ্বর বাক্যে ঐ দোষ নাই, জানিবেন ॥৭৩॥

বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥৭৬॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনে অন্যে না হয় প্রকাশ ॥৭৭॥
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয় লালস।
বৈষ্ণব আজ্ঞা বলে করি এতেক সাহস ॥৭৮॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ চরণের এই বল।
যাঁর স্মৃত্যে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল ॥৭৯॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৮০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গ্রন্থকরণে বৈষ্ণবাজ্ঞা-রূপকরণকথনং নামাষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥৮॥

ইতি আদৌ অষ্টমঃ ॥৮॥

অন্যান্য শ্রীমূর্ত্তি থাকিতে শ্রীমদনমোহনের নিকট আজ্ঞা লইতে যান কেন? তাহাতে বলিতেছেন "কুলাধি" ইতি। শ্রীরঘুনাথদাসাদির সেব্য হওয়াতে তিনি আমার কুলদেবতা, যেহেতু তাঁহারা আমার শিক্ষাগুরু। এই কুলদেবত্ব প্রযুক্ত তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম ॥৭৫॥—॥৭৮॥

যার স্মৃত্যে, যে শ্রীরূপরঘুনাথের স্মরণে ॥৭৯॥৮০॥

ইতি আদি-সুধাসঞ্চারিণী নাম ব্যাখ্যা অষ্টম ॥৮॥



নবম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্গুরুং।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখং॥১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয় জয়াদ্বৈত জয় জয় নিত্যানন্দ॥১॥

গুরুরূপমিষ্টদৈবতং প্রণমতি তমিতি। শ্রীমান্ কৃষ্ণশ্চাসৌ চৈতন্যশ্চ পরমাত্মেতি তং। পক্ষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেতি বিখ্যাতদেবমীশ্বরং। ... দেষ্টৃত্বাসম্ভবেহপি চিত্তাধিষ্ঠাতৃত্বাদিনা সর্ব্বেষামপি জীবানাং পরমগুরুত্বা... ত্বপি সএব গুরুরিত্যভিপ্রেত্য লিখতি জগদ্গুরুমিতি। পক্ষে সর্ব্বত্রৈ... বন্নামসংকীর্ত্তনপ্রধানভক্তি-প্রচারণাজ্জগতাং গুরুত্বেন বিশেষতো দীনজনে... সমগ্রোপদেশানুগ্রহেণ গুরুমিতি। ইতি শ্রীহরিভক্তি বিলাসস্য দ্বিতীয় নি... প্রথম শ্লোক টীকা॥১॥

জগদ্গুরুং তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে। যস্য (কৃষ্ণচৈতন্যস্য) কম্পয়া শ্বাপি সুখং মহাব্ধিং সন্তরেৎ। ইত্যন্বয়ঃ॥১॥

সপ্তম পরিচ্ছেদে মেঘবৎ পাত্রাপাত্র বিচার শূন্য পঞ্চতত্ত্বের ... শ্রীচৈতন্যের প্রেম প্রদাতৃত্ব বর্ণনা করিয়া এবং মেঘ ব্যতীত বৃষ্টি... শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রয় ব্যতীত প্রেমলাভ না হওয়াতে তল্লাভ নিমিত্ত ...

জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তগণ।
সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ত্তি হেতু যাহার স্মরণ ॥২॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥৩॥
এ সব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলা গুণ।
জানি বা না জানি করি আপন শোধন ॥৪॥

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামরতরুঃ স্বয়ং।
দাতাভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে ॥২॥

য শ্রীচৈতন্যঃ স্বয়ং মালাকারঃ কৃষ্ণপ্রেমামরতরুশ্চ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকল্পবৃক্ষঃ যঃ ফলানাং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকল্পবৃক্ষফলানাং দাতা ভোক্তা চ তং চৈতন্যমহং শরণং ... ইতি শ্লোকমালা ॥ ॥

... চৈতন্যঃ) স্বয়ং মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামরতরুঃ তৎফলানাং দাতা ... চ তং চৈতন্যং আশ্রয়ে। ইত্যন্বয়ঃ ॥২॥

... অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়া এই নবম পরিচ্ছেদে বৃক্ষ... নিঃস্বার্থ-... প্রেম প্রদান করাতে শ্রীচৈতন্যকে কল্পবৃক্ষরূপে এবং প্রেমফল প্রদাতো-... বর্ণনা করিয়াছেন।

... নিঃস্বার্থভাবে অপর নিত্যানন্দাদি চারি তত্ত্ব শ্রীচৈতন্যদত্তশক্ত্যে ... প্রদান করাতে শাখা ও স্কন্ধশাখাদিরূপে দশমাদি তিন পরিচ্ছেদে ... করিয়াছেন। তাহাতে সর্ব্বাশ্রয় মহাপ্রভুত্ব-বিধায় শ্রীচৈতন্যকে কল্পবৃক্ষ ... ও ফল-প্রদাতা ও তদ্ভোক্তারূপে। আর প্রেমস্কন্ধরূপে ... অপর সর্ব্বাশ্রয় প্রভুত্ব-বিধায় শ্রীনিত্যানন্দকে এবং শ্রীঅদ্বৈতকে ... এবং অপর তত্ত্বকে শাখা ও প্রশাখারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ... বর্ণনা কথা-সৌষ্টব মাত্র।

... ব্যাখ্যা।

... ভগবন্নাম-সংকীর্ত্তন-প্রধান ভক্তি-প্রচারকরূপে জগদ্গুরু সেই

প্রভু কহে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥৫॥
এত চিন্তি কৈল প্রভু মালাকার কর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলদান ধর্ম্ম ॥৬॥
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তি কল্পতরু রূপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপানি ॥৭॥
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেম পুর।
ভক্তি কল্পতরুর তিঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥৮॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি। যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগ্রহে অনু... সুখে সমুদ্র পার হয়। তবে কিনা তদনুগ্রহে ত... প্রেমপ্রদাতৃত্ব ... বর্ণনা করিব ॥১॥

জানি বা না জানি, চৈতন্যলীলা ও গুণ লিখিতে জানি বা না জানি...

যে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-কল্পবৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন, ... শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-কল্পবৃক্ষ এবং সেই বৃক্ষের ফল সকলের দাতা ও ভো... শ্রীচৈতন্যের আমি শরণাগত ॥৩॥

প্রভু, শ্রীচৈতন্য। নাম সার্থক... প্রেমে বিশ্বকে ভরণ করিলে... নামের যথার্থ অর্থ হয় ॥৫॥

মালাকার, মাল্যকার, অর্থাৎ মালিজাতি ॥৬॥

ভক্তি ইতি।— শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়শক্ত্যেকহেতু ভক্তিরূপ কল্পবৃক্ষ। ... ইচ্ছারূপ জল ॥৭॥

শ্রীমাধবপুরী, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী। পূর, জলরাশি। অর্থাৎ শ্রীমা... শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের সমুদ্র। তবে কিনা জলধিই যেমন সমস্ত জলের ... হইতেই ক্রমে লোক জললাভ করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাশ্রয় শ্রীমা... হইতে ক্রমে লোক প্রেমলাভ করিয়াছেন, ইতিভাব। ইনি শ্রীচৈত...

ঈশ্বরপুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল ॥৯॥
নিজাচিন্ত্য শক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয় ॥১০॥
পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী ॥১১॥
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহ তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ ॥১২॥
এই নব মূল নিকশিল বৃক্ষতলে।
এই অষ্ট মূলে বৃক্ষ [illegible]রিল নিশ্চলে ॥১৩॥
মধ্য মূল পরমানন্দপুরী মহাধীর।
অষ্টদিগে অষ্ট জড় বৃক্ষে কৈল স্থির* ॥১৪॥

[illegible] জগতে ইহাঁ হইতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রথম প্রকাশ পায় বা ইহাতেই সেই [illegible]মের প্রথমারম্ভ, এজন্য তিনি অঙ্কুর স্বরূপ। শ্রী[illegible]বেন্দ্রপুরীকে ভক্তি-[illegible]র প্রথম অঙ্কুর বলাতে শ্রীচৈতন্যপ্রভু ব্রাহ্ম কি মাধ্ব সম্প্রদায়ী হইলেও [illegible]সম্বন্ধে তাঁহার শ্রীমাধবেন্দ্র[illegible]রেই সহিত মূল সম্বন্ধ, কিন্তু ব্রহ্ম[illegible] [illegible]য়ের সহি[illegible] নহে, ইহাও এখানে বলা হইল জানিবেন ॥৮॥

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর মন্ত্র-শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী, লোক শিক্ষায় [illegible]হার মন্ত্র-[illegible] [illegible]চৈতন্য। স্কন্ধ, গাছের গুঁড়ি ॥৯॥

"নিজ" ইতি। মালী কখন স্কন্ধ হইতে পারে না, কি[illegible] শ্রীচৈতন্য মালী [illegible] নিজ অচিন্ত্যশক্তিতে স্কন্ধ হইয়াছেন। "সকল" ইতি [illegible]র্থাৎ শ্রীনিত্যা-[illegible] সকলকার মূলাশ্রয় সে[illegible] শ্রীচৈত[illegible] ॥১০॥—॥১২॥

---

* "এই নবমূল বৃক্ষ করিল সুস্থির"। ইতি কোথাও পাঠ।

স্কন্ধের উপরে বহু শাখা নিকশিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল ॥১৫॥
বিশ বিশ শাখা করি একেক মণ্ডল।
মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল ॥১৬॥
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত ॥১৭॥
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম গণন।
আগেত করিব শুন বৃক্ষের বর্ণন ॥১৮॥
বৃক্ষের উপরে শাখা হৈল দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ ॥১৯॥
সেই দুই স্কন্ধে শাখা যত উপজিল।
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥২০॥
বড় শাখা উপশাখা তার উপশাখা।
জগৎ ব্যাপিল তার কে করিবে লেখা ॥২১॥

"এই নব" ইতি। পরমানন্দপুরী আদি নবজন মূল (গাছের [illegible] শিকড়)। তন্মধ্যে কেশব ভারতী আদি অষ্টজন পাশমূল। আর পরমান[illegible] মধ্যমূল অর্থাৎ যাহাকে বীরশিকড় বলে ॥১৩-১৫॥

"স্কন্ধের" ইতি। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যাশ্রিত শ্রীনিত্যানন্দাদি অসংখ্য পারিষদ [illegible]
বিশ বিশ ইতি রূপক কথামাত্র। তবে কিনা একৈক পারিষদাশ্রি[illegible] বহুতর পারিষদ ॥১৬॥—॥১৮॥

দুই স্কন্ধ শাখা, দুইটি বড় ডাল ॥১৯॥

তৎকালে শ্রীচৈতন্য-পারিষদে জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ সকল [illegible] শ্রীচৈতন্য-পারিষদ ছিলেন ॥২০॥২১॥

শি প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ।
জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন ॥২২॥
উড়ুম্বর বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব্ব অঙ্গে।
এই মত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে ॥২৩॥
মূল স্কন্ধের শাখা উপশাখাগণে।
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে ॥২৪॥
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্য মালী নাহি লয় মূল ॥২৫॥
ত্রিজগতে যত আছে ধনরত্ন মণি।
এক ফলের মূল্য করি তাহা না গণি ॥২৬॥

"শিষ্য" ইতি। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত শ্রীচৈতন্য-শিষ্য না হওয়াতে, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যের কেহ শিষ্য না থাকাতে শ্রীচৈতন্য-শিষ্য বলিতে তৎ-পারিষদ জানিবেন। কেননা পর পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য-শাখাকে তৎপারিষদই বলিয়াছেন। যথা;—

"চৈতন্য গোসাঞির যত পারিষদচয়"।

তথা তত্রৈব। "চৈতন্য পার্ষদ শ্রীআচার্য্য পুরন্দর" ॥ ইতি।

তবে শ্রীনিত্যানন্দ কি শ্রীঅদ্বৈত শাখায় কতক পারিষদ কতক শিষ্যাদি, তাহা যথাযথ তত্রতত্র দৃষ্টি করিবেন ॥২২॥

উড়ুম্বর বৃক্ষ, যজ্ঞডুমুর বৃক্ষ। অর্থাৎ গাছের গুঁড়িতে এবং বড় ডালে কখন ফল হয় না, কিন্তু যজ্ঞডুমুর বৃক্ষে যেমন সর্ব্বত্র অর্থাৎ গুঁড়ি প্রভৃতিতে ফল হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং শ্রীনিত্যানন্দাদিতে প্রেমফল হইয়াছি ॥ ২৩॥—॥২৫॥

ত্রিজগতে ইতি। অর্থাৎ ধনরত্নাদিতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমফল লাভ হয় না ॥২৬॥

মাগে বা না মাগে কেহো পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাঞি জানে দিব মাত্র ॥২৭॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে* চতুর্দিশে।
দরিদ্র কুড়ায়্যা খায় মালাকার হাসে ॥২৮॥
মালাকার কহে শুন বৃক্ষ পরিবার।
মূলশাখা উপশাখা যতেক প্রকার ॥২৯॥
অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয় কর্ম্ম।
স্থাবর হইয়া করে জঙ্গমের ধর্ম্ম ॥৩০॥
এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন।
বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকল ভুবন ॥৩১॥
একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ॥৩২॥
একলা উঠাইতে দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহো পায় কেহো না পায় মনে রহে ভ্রম ॥৩৩॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥৩৪॥

মাগে, যাচ্ঞা ॥২৭॥
দরিদ্র, সাধন বিহীন জন। মালাকার, শ্রীচৈতন্য ॥২৮॥
বৃক্ষ-পরিবার, শ্রীনিত্যানন্দাদি ॥২৯॥
বৃক্ষ হইয়া কর্ম্মাদি করাতে ইহা অলৌকিক বৃক্ষ ॥৩০॥—॥৩৭॥

---

* "ডারে" ইতি কোথাও পাঠ।

একলে মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব ॥৩৫॥
আত্ম ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অক্ষয় ফল বৃক্ষের উপর ॥৩৬॥
অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে ॥৩৭॥
জগত ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হৈয়া লোক মোর গাইবেক কীর্ত্তি ॥৩৮॥
ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার ॥৩৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২২ অং ২৪ শ্লোক ;—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥৩॥

ফলিতমাহ এতাবদিতি। দেহিনাং বিচিত্রবহুল-দেহভৃতাং কর্ত্তৃভূতানাং প্রাণাদিভিঃ কৃত্বা দেহিষু জীবেষু শ্রেয় আচরণং যৎ। পাঠান্তরে শ্রেয় এবাচরেৎ সদা ইতি যৎ তজ্জন্মসাফল্যং ইতি তত্র প্রাণৈরিতি প্রাণানাদরেণ কর্ম্মভিরিত্যর্থঃ। ধিয়া সদুপায়চিন্তনাদিনা বাচা উপদেশাদিরূপয়া এষাং সমুচ্চয়শক্ত্যভাবে পরপরোপাদানং। ইতি তোষণী ॥৩॥

ইহ এতাবৎ জন্মসাফল্যং। প্রাণৈঃ অর্থৈঃ ধিয়া বাচা দেহিষু দেহিনাং সদা শ্রেয় আচরণং ইত্যন্বয়ঃ ॥৩॥

"অতএব" ইতি। ইহাতে শ্রীচৈতন্য নিজ প্রেম প্রদান করিতে শ্রীনিত্যানন্দাদি পারিষদ সকলে শক্তি প্রদান করিলেন ॥৩৭॥—॥৩৬॥

বিষ্ণুপুরাণে ৩ অংশে ১২ অং ৪৫ শ্লোক :—

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥৪॥

মালী মনুষ্য আমার নাহি রাজ্যধন।
ফল ফুল দিয়া করি পুণ্য উপার্জ্জন ॥৪০॥
মালী হৈয়া বৃক্ষ হৈলাঙ এইত ইচ্ছাতে।
সর্ব্ব প্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে ॥৪১॥

প্রাণিনামিতি। ইহলোকে চ পুনঃ পরত্র পরলোকে প্রাণিনাং প্রাণধারিণাং উপকারায় অর্থায় নি[illegible]ায় যদেব যদ্যস্মাজ্জন্মসফলং পুণ্যমেব নিশ্চিতং স্যাৎ। মতিমান্ জনঃ তদেব পুণ্যং জন্মসফলং ভজেদবশ্যং কুর্য্যাৎ। কেন প্রকারেণ কর্ম্মণা কায়ক্লেশশ্রমেণ মনসা বুদ্ধীন্দ্রিয়েণ বাচা সুক্তিবচনেন পরোপকারং কর্ত্তব্যমিতি। যঃ পরোপকারং করোতি তস্য ইহ লোকে পরলোকে চ সফলমিতি ভাবঃ। ইতি শ্লোকমালা ॥৪॥

ইহ পরত্র চ যৎএব প্রাণিনাং উপকারায়। মতিমান্ (জনঃ) তদেব কর্ম্মণা মনসা বাচা ভজেৎ। ইত্যন্বয়ঃ ॥৪॥

অজর অমরে, অর্থাৎ জীব নিত্য কৃষ্ণদাস স্বরূপত্ব [illegible] করুক ॥৩৭॥—[illegible]

প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, কি বাক্য, ইহার মধ্যে যাহা দ্বারাই হউক দেহধারীদিগের জীব-বিষয়ক সর্ব্বদা যে মঙ্গল আচরণ করা, এইটাই ইহ জগতে জন্ম সাফল্য ॥৩॥

"ভারতভূমিতে—" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৩॥

ইহলোকে এবং পরলোকে যাহা প্রাণীদিগের উপকার নিমিত্ত হয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্ম্ম মন বা বাক্যদ্বারা তাহাকেই ভজনা করিবে ॥৪॥

"জন্ম সার্থক কর—" ইহার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২২ অং ২৩ শ্লোক ;—

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্ব প্রাণ্যুপজীবিনাং।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥৫॥

এই আজ্ঞা কৈল যবে চৈতন্য মালাকার।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ পরিবার ॥৪২॥
যেই যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেমফল।
ফলাস্বাদে লোক মত্ত হইল সকল ॥৪৩॥
মহা মাদক প্রেমফল পেট ভরি খায়।
মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায় ॥৪৪॥
কেহো গড়াগড়ি যায় কেহোত হুঙ্কার।
দেখি আনন্দিত হৈয়া হাসে মালাকার ॥৪৫॥
এই মালাকার খায় এই প্রেমফল।
নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল ॥৪৬॥

সুজনস্য কৃপালোঃ অর্থিন ইব। ইতি ভাবার্থ-দীপিকা ॥৫॥

অহো সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাং এষাং (বৃক্ষাণাং) জন্ম বরং। অর্থিনঃ সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখাঃ ন যান্তি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৫॥

এই বৃক্ষদিগেরই শ্রেষ্ঠ জন্ম, কেননা এই বৃক্ষগণ নিঃস্বার্থভাবে সর্ব্ব প্রাণীর জীবিকা হেতু। সুজনের নিকট হইতে কেহ যেমন বিমুখ হয় না, তদ্রূপ অর্থী ব্যক্তি যে বৃক্ষের নিকট হইতে বিমুখ হয় না, অর্থাৎ ফল কি পুষ্পাদি কিছু না কিছু প্রাপ্ত হয় ॥৫॥

“সর্ব্ব প্রাণীর—” ইহার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৫॥

বৃক্ষ পরিবার, শ্রীনিত্যানন্দাদি ॥৪২॥—॥৪৭॥

সর্ব্ব লো মত্ত কৈল আপন সমান।
প্রেমমত্ত লোক বিনে নয় দেখিয়ে আন ॥৪৭॥
যে যে পূর্ব্বে কৈল নিন্দা বলি মাতোয়াল।
সেহো প্রেমফল খায় বলে ভাল ভাল ॥৪৮॥
এইত কহিল প্রেমফল বিবরণ।
এবে শুন ফলদাতা যে যে শাখাগণ ॥৪৯॥
শ্রীরূপ সনাতন পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৫০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে ভক্তিকল্পবৃক্ষ-বর্ণনং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥৯॥

যে যে ইতি। অর্থাৎ শ্রীহরিসংকীর্ত্তনাদি করাতে শ্রীচৈতন্যকে যাহারা নিন্দা করিয়াছিল ॥৪৮॥—॥৫০॥

ইতি আদি-সুধাসকারিণী নাম ব্যাখ্যা নবম ॥৯॥



দশম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

চৈতন্যচরণাম্ভোজ মধুপেভ্যো নমোনমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্‌যেষাং শ্বাপি তদ্‌গন্ধভাগ্‌ভবেৎ ॥১॥

চৈতন্য ইতি। শ্রীচৈতন্যস্য চরণাম্ভোজয়োর্মধু ভক্তিরসং পিবন্তীতি তথা তেভ্যঃ শ্রীভগবদ্ভক্তেভ্য ইত্যর্থঃ। নমোনম ইতি বীপ্সা ভক্তিবিশেষেণ। অপীত্যস্য পূর্ব্বত্রাপি সম্বন্ধঃ যেষাং শ্রীচৈতন্যচরণাম্ভোজমধুপানাং কেন চিদপি প্রকারেণ য আশ্রয়ঃ শরণাগতিঃ তস্মাদপি শ্বা তত্তুল্যঃ পরমনীচজনোঽপীত্যর্থঃ তস্য শ্রীচৈতন্য-চরণাম্ভোজমধুনঃ তেষাম্বা শ্রীচৈতন্যচরণাম্ভোজ-মধুপানাং গন্ধং ভজতি প্রাপ্নোতীতি তাদৃশো ভবেৎ। শ্বাপীত্যনেন যথা কমলমধুপানমত্তস্য মত্তো ভ্রমরস্য কথঞ্চিৎ সম্বন্ধাৎ তন্মুখনির্গলন্মধুগন্ধেন কুক্কুরোপ্যামোদিতো ভবেদিত্যত্র দৃষ্টান্ত উহ্যঃ। অতস্তেষাং নামলিখনমযোগ্যাদপি মত্তঃ সুখং সম্যক্‌ ঘটতেতিভাবঃ। ইতি শ্লোকমালা ॥১॥

চৈতন্যচরণাম্ভোজমধুপেভ্যঃ নমঃ নমঃ। যেষাং কথঞ্চিৎ আশ্রয়াৎ শ্বা অপি তদ্‌গন্ধভাগ্‌ভবেৎ। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

এই দশম পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম কল্পবৃক্ষ-স্কন্ধরূপ শ্রীচৈতন্যের শাখারূপ পারিষদগণের গুণ কথন পূর্ব্বক নামোল্লেখ করিতেছেন। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যবৎ যে তৎপারিষদেরা জগতে প্রেমদান করিয়াছেন, তাহাদের নাম ও গুণ বলিতেছেন।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥১॥
এই মালীর এই বৃক্ষের অকথ্য কথন।
এবে শুন মুখ্য শাখা নাম বিবরণ ॥২॥
চৈতন্য গোসাঞির যত পারিষদচয়।
গুরু লঘু ভাব তার না হয় নিশ্চয় ॥৩॥
যত যত মহান্ত কৈল তাঁ সবার গণন।
কেহো করিবারে নারে জ্যেষ্ঠ লঘু ক্রম ॥৪॥
অতএব তাঁ সবারে করি নমস্কার।
নাম মাত্র করি দোষ না লবে আমার ॥৫॥

অথ ব্যাখ্যা।

শ্রীচৈতন্যচরণরূপ কমলের মধুপরূপ ভক্ত সকলকে বারম্বার প্রণাম ... কোন প্রকারে সেই ভক্তদের চরণাশ্রয় লইলে কুক্কুরেও অর্থাৎ অতি... ব্যক্তিও তত্তুল্য হয়। তবে কিনা সেই ভক্তদিগের চরণাশ্রয় প্রভাবে তাঁ... নাম কথন মাত্রে অযোগ্য ব্যক্তিরও সুখ সম্পন্ন হইবে, ইতিভাব ॥১॥

এই মালীর, মালাকাররূপ শ্রীচৈতন্যের। এই বৃক্ষের, প্রেমকল্পবৃক্ষ... শ্রীচৈতন্যের ॥২॥

শ্রীচৈতন্য-পারিষদের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের ক্রম করিয়া বলা হয় না, ... পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহান্তেরা কেহ তাহা করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহাদের ... মাত্র করিব। অর্থাৎ অগ্রে যাহার নাম করিব তিনি সকলকার যে জ্যেষ্ঠ ... নহে। এবং পরে যাহার নাম করিব তিনি সকলকার যে কনিষ্ঠ তাহা না... সকলেই সমান নাম মাত্রের কেবল অগ্র পশ্চাৎ হইবে। এ পরিচ্ছে... যাহাদিগে শ্রীচৈতন্যশাখারূপে বলাইবে, তাহারা শ্রীচৈতন্য প্রেমাস্পদত্ব...

তথাহি

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্ ॥২॥

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই দুই শাখা জগত বিদিত ॥৬॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি তাঁর দুই সহোদর।
চারি ভাইর দাস দাসী গৃহ পরিকর ॥৭॥
দুই ভাইর উপশাখায় তাঁ সবার গণন।
[illegible]র গৃহে মহাপ্রভুর সদা সংকীর্ত্তন ॥৮॥

বন্দে ইতি। কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্ ইত্যনেন তে ভক্তাঃ সর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-[illegible]রূপা ভবন্তীতিধ্বনিতং। ইতি চং ॥২॥

[illegible]কৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ শা[illegible]রূপান্ কৃষ্ণপ্রেমফল-প্রদান্ প্রিয়ান্ ভক্ত-[illegible]ণান্ বন্দে। ইত্যন্বয়ঃ ॥২॥

[illegible]পারিষদ [illegible] [illegible]বেন, কিন্তু শাখা বলিতে এখানে শিষ্য নহে, কেনন [illegible] শ্রীচৈত-[illegible] কেহ শিষ্য নাই, দ্বিতীয়তঃ শ্রীরামদাস প্রভু [illegible] কতক ভক্তকে শ্রীচৈতন্য ও [illegible]নিত্যানন্দ এই দুই শাখা মধ্যে গণনা করিয়াছেন, শিষ্য হইলে তাহা হইতে পারে না, এইজন্য "পারিষদচয়" বলিয়াছেন ॥৩॥—॥৫॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেম-কল্পবৃক্ষের শাখারূপ এবং কৃষ্ণপ্রেম-ফলপ্রদ প্রিয় ভক্তগণকে বন্দনা করি। এখানে কৃষ্ণপ্রেম-ফলপ্রদ ব[illegible]তে শ্রীচৈতন্য-পারিষদ [illegible] [illegible] তৎস্বরূপও বলা হইল ॥২॥

শ্রীবাস এবং শ্রীরাম এই দুভাই শ্রীচৈতন্য-শাখা, এই দুইজনের সহোদর শ্রীপতি এবং শ্রীনিধি, আর শ্রীবাসাদি উক্ত চারি ভ্রাতার দাসা[illegible], ইহারা [illegible] শ্রীপতি আদি উপশাখা। উঁহারা সকলেই শ্রীচৈতন্য ভজন করেন,

চারি ভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনে আর না জানে দেবী দেবা॥
আচার্য্য রত্ন নাম ধরে বড় এক শাখা।
তাঁর পরিকর শিষ্য তাঁর উপশাখা॥১০॥
আচার্য্য রত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।
যার গৃহে দেবী ভাবে নাচিলা ঈশ্বর॥১১॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বড় শাখা জানি।
যার নাম লৈয়া প্রভু কান্দিলা আপনি॥১২॥
বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।
তিঁহো ল[illegible]ীরূপ-তাঁর সম কেহো নাঞি॥১৩॥
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য সব উপশাখা।
এই মত সব শাখার উপশাখার লেখা॥১৪॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয় ভৃত্য।
[illegible]কভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য॥১৫॥

অন্য দেবাদির ভজন করেন না। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যেই তাহাদের ঐকান্তিকী ভক্তি॥৬॥—॥৯॥

শ্রীচন্দ্রশেখর-গৃহে শ্রীচৈতন্যপ্রভু লক্ষ্মীভাবে নৃত্য করেন। ইহার বিবরণ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডে অষ্টাদশাধ্যায়ে দৃষ্টি করিবেন॥১০॥১১॥

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বিবরণ তত্রৈব সপ্তমাধ্যায়ে দৃষ্টি করিবেন। প্রিয় ভক্ত বলিয়া তাহার নামে শ্রীচৈতন্য কান্দিয়াছিলেন॥১২॥

লক্ষ্মীরূপ, সর্ব্ব লক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধিকা॥১৩॥

শাখার এবং উপশাখার॥১৪॥—॥১৭॥

আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বোলে ॥১৬॥
দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ।
তারা গায় মুঞি নাচোঁ তবে মোর সুখ ॥১৭॥
প্রভু বলেন তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িতাম যদি পাও আর পাখা ॥১৮॥
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভু-প্রাণরূপ।
লোকখ্যাতি যেহোঁ সত্যভামার স্বরূপ ॥১৯॥
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুকে লালন পালন।
বৈরাগ্য লোক ভয়ে প্রভু না মানে কথন ॥২০॥
দুইজনে খটমটি লাগয়ে কন্দল।
তার প্রীতির কথা আগে কহিব সকল ॥২১॥
রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর উপশাখা এক মকরধ্বজ কর ॥২২॥

আকাশে, ইহা তৎপ্রশংসাসূচক বাক্য ॥১৮॥

যেহোঁ, যে জগদানন্দ শ্রীকৃষ্ণলীলায় সত্যভামা ॥১৯॥

"প্রীতে" ইতি। স্নেহবশতঃ প্রভুকে বৈষয়িক সুখভোগ করাইতে চাহেন বৈষয়িক সুখভোগে বৈরাগ্যধর্ম্ম নাশ হয়, এবং সেই ভোগে লোকনিন্দা হয়, এই ভয়ে ॥২০॥

দুইজনে, শ্রীচৈতন্য ও জগদানন্দ। খটমটি, সামান্য কথায় কথায়। কন্দল কলহ। আগে, অন্ত্যের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে ॥২১॥

আদ্য অনুচর, প্রধান অনুচর ॥২২॥

তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর দাসী।
প্রভুর ভোগ সামগ্রী যে করে বারমাসি ॥২৩॥
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া ॥২৪॥
বারমাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার।
রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধি যাহার ॥২৫॥
সে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার।
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার ॥২৬॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাহার শ্রবণে হয় ভববন্ধ নাশ ॥২৭॥
চৈতন্য পারিষদ শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।
পিতা করি যারে বোলে গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥২৮॥
দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড।
প্রভুর উপরে যিহোঁ কৈল বাক্য দণ্ড ॥২৯॥
বাক্য দণ্ড কথা আগে বিস্তার করিয়া।
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তাঁরে পাঠাল্য নদিয়া ॥৩০॥

তাঁহার, রাঘবের। দময়ন্তী নাম। ভোগ সামগ্রী, লড্ডুকাদি খাদ্য দ্রব্য ॥২৩॥

ঝালিতে, পেটিরাতে (পেটরাতে)। গুপত, গুপ্ত ॥২৪॥২৫॥

আগে, অন্ত্যের দশম পরিচ্ছেদে। "যাহার" ইতি। তত্তদ্ব্যদ্বারা শ্রীচৈতন্যে তাহার প্রেমানুমান করিয়া অশ্রুধারা বহে ইত্যর্থ ॥২৬—॥২৯॥

আগে, অন্ত্যের তৃতীয় পরিচ্ছেদে। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য একটী শিশুকে

তাহার অনুজ শাখা শঙ্কর পণ্ডিত ।
প্রভু পাদোপধান যাঁর নাম বিদিত ॥৩১॥
সদাশিব পণ্ডিত যাঁর প্রভুপাদে আশ ।
প্রথমেত্রি নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস ॥৩২॥
শ্রীনৃসিংহ উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ।
প্রভু তাঁর নাম থুল্য নৃসিংহানন্দ করি ॥৩৩॥
নারায়ণ পণ্ডিত এক বড়ই উদার ।
চৈতন্য চরণ বিনু নাহি জানে আর ॥৩৪॥
শ্রীমান্ পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য ।
দিউটী ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য ॥৩৫॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান ।
যার অন্ন মাগি কাড়ি খাল্য ভগবান ॥৩৬॥
নন্দন আচার্য্য শাখা জগতে বিদিত ।
লুকাইয়া দুই প্রভুর যাঁর ঘরে স্থিত ॥৩৭॥

একেকে যে প্রীতি করিতেন, দামোদর তাহা নিষেধ করেন। নদীয়া পাঠাইবার কারণ তথায় বলিবেন ॥৩০॥

পাদোপধান, পা-বালিশ ॥৩১॥

প্রথমেত্রি, নবদ্বীপে আসিয়া প্রথমেই ॥৩২॥—॥৩৪॥

দিউটী, মশাল ॥৩৫॥

ভগবান্, শ্রীচৈতন্য। শুক্লাম্বরের অন্ন ভোজনলীলা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে বিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন ॥৩৬॥

দুই প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ আর শ্রীচৈতন্য। নন্দনাচার্য্য-গৃহে শ্রীনিত্যানন্দের বাস শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে তৃতীয়াধ্যায়ে সবিস্তার বলিয়াছেন। আর

শ্রীমুকুন্দদত্ত শাখা প্রভুর সমধ্যায়ী।
যাহার কীর্ত্তনে নাচেন চৈতন্য গোসাঞি ॥৩৮॥
বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্র মুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয় ॥৩৯॥
জগতে যতেক জীব তার পাপ লৈয়া।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া ॥৪০॥
হরিদাস ঠাকুর শাখা অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তিঁহো লয়েন অপতিত ॥৪১॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কহি দিঙ্মাত্র।
আচার্য্য গোসাঞি যাঁর ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধ পাত্র ॥৪২॥

শ্রীচৈতন্যের তদ্‌গৃহে বাস উক্ত গ্রন্থের সপ্তদশাধ্যায়ে সবিস্তার বলিয়াছেন। ৩৭॥—॥৪০॥

অপতিত, তিন লক্ষ নাম গ্রহণের নিয়ম কোনদিন ভঙ্গ হয় নাই ॥৪১॥

আচার্য্য, শ্রীঅদ্বৈত। শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধান্ন। পাত্র, শ্রাদ্ধে ভোজন করিবার যোগ্য ব্যক্তি। শ্রীঅদ্বৈত পাত্র শ্রীহরিদাসকে শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করাইয়াছিলেন। শ্রাদ্ধ বলিতে এখানে বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ, অর্থাৎ ভগবন্নিবেদিতান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ। কেননা ভগবন্নিবেদিতান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে, নচেৎ তাহা ভক্তি বিরুদ্ধ হয়, এবং সে শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব ভোজন করানই কর্ত্তব্য, এইটী সৎশাস্ত্রবিধি। তৎ যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৯ বিলাসে বৈষ্ণবশ্রাদ্ধবিধি প্রকরণে ৮৪ শ্লোক ;—

"প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ" ॥

অস্যার্থ। শ্রাদ্ধ দিবস প্রাপ্ত হইলে অগ্রে ভগবান্‌কে অন্ন অর্পণ করিয়া ভগবদর্পিত সেই শেষ অন্নদ্বারা অর্থাৎ ভগবন্নিবেদিতান্ন দ্বারা ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবে।

প্রহ্লাদ সমান যাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন তাড়নে যার নহিল ভ্রূভঙ্গ ॥৪৩॥
তিহোঁ সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লইয়া কোলে।
নাচিল চৈতন্য প্রভু মহা কুতূহলে ॥৪৪॥
তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যেবা অবশিষ্ট আছে করিব প্রকাশ ॥৪৫॥
তাঁর উপশাখা কুলীনগ্রামবাসী জন।
সত্যরাজ আদি তাঁর কৃপার ভাজন ॥৪৬॥

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ১১ অং "নোপবুঞ্জ্যান্নিবেদিতং" এই ৪০ শ্লোকের শ্রীধরস্বামী টীকাধৃত পাদ্মবচন;—

"বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে" ॥

ইহার অর্থ সহজই আছে। তত্রৈব "ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য" এই ৩২ শ্লোকের টীকা;—

"অনিত্যশ্রাদ্ধাদয়ো যে ভক্তিবিরুদ্ধা ধর্ম্মাস্তান্ সংত্যজ্যেত্যর্থঃ"।

উক্তরূপ বৈষ্ণব শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব ভোজনই কর্ত্তব্য। যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিলাসে শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব ভোজন মাহাত্ম্য প্রকরণধৃত স্কন্দবচন ৯৭ শ্লোক;—

"বস্তুবিদ্যাবিনির্ম্মুক্তং মূর্খং মত্বা তু বৈষ্ণবং।
বেদবিদ্যোহপি দদ্যাদ্বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং তদ্রাক্ষসং ভবেৎ" ॥

অস্যার্থ। যে ব্রাহ্মণ বিদ্যা-বিহীন বৈষ্ণবকে মূর্খ বোধে শ্রাদ্ধান্ন না দিয়া কেবল বেদজ্ঞকে অর্থাৎ অবৈষ্ণব পণ্ডিতকে দান করেন। সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস-শ্রাদ্ধ হয় ॥৪২॥

হরিদাসের প্রতি যবন তাড়ন শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের চতুর্দ্দশাধ্যায়ে সবিস্তার আছেন ॥৪৩॥

শ্রীমুরারি গুপ্ত নাম প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর ॥৪৭॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে না লয় কারো ধন।
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ ॥৪৮॥
চিকিৎসা করেন যাকে হইয়া সদয়।
দেহরোগ ভবরোগ দুই হয় ক্ষয় ॥৪৯॥
শ্রীমান সেন প্রভুর সেবক প্রধান।
চৈতন্য চরণ বিনু নাহি জানে আন ॥৫০॥
শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্কো পরি।
কাজীগণের মুখে তিহোঁ বোলাইল হরি ॥৫১॥
শিবানন্দ সেন প্রভুর ভক্ত অন্তরঙ্গ।
প্রভুস্থানে যাইতে সবে লয়েন যাঁর সঙ্গ ॥৫২॥
প্রতি বর্ষ প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়া ॥৫৩॥

শ্রীহরিদাসের সিদ্ধিপ্রাপ্তি-বিষয়ক বিস্তার বর্ণনা অন্ত্যের ১১ প[illegible] দৃষ্টি করিবেন ॥৪৪॥

হরিদাসের অবশিষ্ট লীলা অন্ত্যের তৃতীয় পরিচ্ছেদে দৃষ্টি করিবেন।

"গুপ্ত প্রেমের" এই পাঠে, গূঢ় প্রেমের ইত্যর্থ ॥৪৭॥

আত্মবৃত্তি, চিকিৎসাবৃত্তি ॥৪৮॥—॥৫০॥

গদাধর দাসের চরিত্র শ্রীচৈতন্য-ভাগব[illegible]র অন্ত্যখণ্ডে পঞ্চমাধ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন যে যে ভক্ত উভয়ের পারিষদ তাহাদিগকে উ[illegible] করিয়া বলিয়াছেন, এজন্য গদাধর দাসকে শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা [illegible] বলিয়াছেন। এইরূপ অপর স্থানেও জানিবেন ॥৫১॥—॥৫৩॥

ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এই তিন রূপে।
সাক্ষাৎ আবেশ আর আবির্ভাব রূপে ॥৫৪॥
সাক্ষাতে সকল ভক্তে দেখে নির্ব্বিশেষ।
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে প্রভুর আবেশ ॥৫৫॥
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর আগে নাম ছিল।
নৃসিংহানন্দ নাম প্রভু পাছেতে রাখিল ॥৫৬॥
তাহাতে হইল চৈতন্যের আবির্ভাব।
অলৌকিক ঐছে প্রভুর অনেক স্বভাব ॥৫৭॥
আস্বাদিল এই সব রস শিবানন্দ।
বিস্তারি কহিব আগে এ সব আনন্দ ॥৫৮॥
শিবানন্দের উপশাখা তাঁর পরিকর।
পুত্র ভৃত্য আদি সব চৈতন্য অনুচর ॥৫৯॥
চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপূর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্ত শূর ॥৬০॥

শ্রী চৈতন্যের সাক্ষাৎরূপ, আবেশরূপ, ও আবির্ভাবরূপ, এই তিন রূপেরই আনন্দ শ্রীশিবানন্দ লাভ করিয়াছেন, ইহা বলিতেছেন "ভক্তে" ইতি পাঁচ পয়ারে। সাক্ষাদাদি তিন রূপে। আবেশ এখানে আবিষ্ট, যাহাতে আবিষ্ট হয়েন সে উন্মত্তবৎ হয়। আবির্ভাব, যাহাকে দর্শন দেন সেই মাত্র যে দর্শন পান, তাহা আবির্ভাব ॥৫৪॥

উক্ত তিন রূপের মধ্যে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ ভক্ত সকল স্বয়ং রূপের যে দর্শন করেন, তাহা সাক্ষাৎরূপ। নকুল ব্রহ্মচারি দেহে আবেশ। প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর নিকট আবির্ভাব ॥৫৫॥—॥৫৭॥

আগে, অন্ত্যখণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ॥৫৮॥৫৯॥

শ্রীবল্লভ সেন আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ-সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত ॥৬১॥
প্রভুপ্রিয় গোবিন্দানন্দ মহা ভাগবত।
প্রভুর কীর্ত্তনিঞা আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত ॥৬২॥
শ্রীবিজয় দাস নাম প্রভুর আখরিয়া।
প্রভুরে অনেক পুথি দিয়াছে লেখিয়া ॥৬৩॥
রত্নবাহু বলি প্রভু থুল্য যাঁর নাম।
অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম ॥৬৪॥
খোলা বেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয় দাস।
যাহা সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস ॥৬৫॥
প্রভু যার নিত্য লয় থোর মোচা ফল।
যার ফুটা লোহ পাত্রে পান কৈল জল ॥৬৬॥
প্রভুর অতি প্রিয় দাস ভগবান্ পণ্ডিত।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ হৈলা পূর্ব্বে অধিষ্ঠিত ॥৬৭॥

কর্ণপূর, ইহার নাম পরমানন্দ দাস। ইনি শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক শ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুর কর্ণ পূর্ণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার অপর নাম কর্ণপূর। পুরিতে (শ্রীক্ষেত্র) গর্ভাধান হওয়াতে তাহার আর একটি নাম পুরীদাস। শ্লোক রচণাদি অন্ত্যখণ্ডে ষোড়শ পরিচ্ছেদে দৃষ্টি করিবেন ॥৬০॥—॥৬১॥

আখরিয়া, পুস্তক লেখক ॥

থুল্য, থুইয়াছিলেন, অর্থাৎ রাখিয়াছিলেন ॥৬৪॥

কদলীবৃক্ষের খোলা প্রভৃতি বিক্রয় করিতেন বলিয়া তাহার উপাধি খোলা বেচা ॥৬৫॥

জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়।
যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময় ॥৬৮॥
এই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইল আপনে ॥৬৯॥
প্রভুর পড়ুয়া দুই পুরুষোত্তম সঞ্জয়।
ব্যাকরণের মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয় ॥৭০॥
বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে।
সোণার মূষল হল দেখিল প্রভুর হাতে ॥৭১॥
শ্রীচৈতন্যের প্রিয় বড় বুদ্ধিমন্ত খান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তিঁহো সেবক প্রধান ॥৭২॥
শ্রীগরুড় পণ্ডিত লয়েন শ্রীনাম মঙ্গল।
নাম বলে বিষ যারে না করিল বল ॥৭৩॥
গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস।
অক্রুর বলি প্রভু যারে করে পরিহাস ॥৭৪॥

ফুটা, সছিদ্র বা ভগ্ন। ইহাতে তিনি বড় দরিদ্র ছিলেন সূচিত হইল। শ্রীধর-বিষয়ক বর্ণনা শ্রীচৈতন্য ভাগবতের আদিখণ্ডে দশমাধ্যায়ে বিস্তার করিয়াছেন ॥৬৬॥—॥৬৮॥

বাল্যলীলায় শ্রীমহাপ্রভু একাদশী দিনে বিষ্ণু নৈবেদ্য খাইয়াছিলেন। ইহা শ্রীচৈতন্য ভাগবতের আদিখণ্ডে পঞ্চমাধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন ॥৬৯॥৭০॥

এক দিন মহাপ্রভু বলদেব ভাবাবিষ্ট হইলে তাঁহার হস্তে সোনার মূষল ও হল (লাঙ্গল) দেখিয়াছিলেন ॥৭১॥৭২॥

শ্রীনামমঙ্গল, মঙ্গলময় শ্রীহরিনাম ॥৭৩॥৭৪॥

ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর কৃপাতে।
ভাগবতে ভক্তির অর্থ পাল প্রভু হৈতে ॥৭৫॥
খণ্ডবাসী শ্রীমুকুন্দ শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি চিরঞ্জীব আর সুলোচন ॥৭৬॥
এই সব মহাশাখা চৈতন্য কৃপাধাম।
প্রেমফল ফুল করে যাঁহা তাঁহা দান ॥৭৭॥
কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ।
যদুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ ॥৭৮॥
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন।
সর্ব্বেই চৈতন্যভৃত্য চৈতন্য প্রাণধন ॥৭৯॥
প্রভু কহে কুলীন গ্রামে যে হয় কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন বহুদূর ॥৮০॥
কুলীন গ্রামীর ভাগ্য কহন না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ* গায় ॥৮১॥
অনুপম মল্লিক শ্রীরূপ সনাতন।
এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্ব্বোত্তম ॥৮২॥
তার মধ্যে রূপ সনাতন বড় শাখা।
অনুপম জীব রাজেন্দ্রাদি উপশাখা ॥৮৩॥
মালী ইচ্ছায় দুই শাখা বহুত বাড়িল।
বাড়িয়া পশ্চিমদিক সব আচ্ছাদিল ॥৮৪॥

পাল্য, পাইয়াছিলেন ॥৭৫॥—॥৮১॥

---

* "চৈতন্য" ইতি কোথাও পাঠ।

আসিন্ধুনদী তীর আর হিমালয়।
বৃন্দাবন মথুরাদি যত তীর্থ হয় ॥৮৫॥
দুই শাখার প্রেমফলে জগৎ ভাসিল।
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল ॥৮৬॥
পশ্চিমার লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাহা প্রকাশিলা দোঁহে ভক্তি সদাচার ॥৮৭॥
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি সেবার প্রচার ॥৮৮॥
মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য শ্রীরঘুনাথ দা[illegible]।
সর্ব্বত্যাগী কৈল প্রভুর পদতলে বাস ॥৮৯॥
প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্ত সেবা কৈল স্বরূপের সাথে ॥৯০॥
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥৯১॥

মল্লিক, তাৎকালিক রাজকর্ম্মচারীর উপাধি বিশেষ ॥৮২॥—॥৮৬॥

মূঢ়, অর্থাৎ ভক্তি বিহীন বলিয়া ভক্তি প্রকাশিল, আর অনাচার বলিয়া সদাচার প্রকাশিল ॥৮৭॥

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীরাধাগোবিন্দ মূর্ত্তির আর শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীরাধামোহন মূর্ত্তির সেবা প্রচার করেন ॥৮৮॥

সর্ব্বত্যাগী, সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া ॥৮৯॥

গুপ্ত সেবা, সাধারণের অগোচরে রাত্রিকালে গৃহ মধ্যে ॥৯০॥

অন্তরঙ্গ সেবন, কৃষ্ণলীলা শ্রবণ কি চিন্তায় মহাপ্রভুর ভাবোদয় হইলে তাঁহাকে রক্ষণাদি করিতেন ॥৯১॥

বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে তেজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া ॥৯২॥
এইত নিশ্চয় করি আল্যা বৃন্দাবনে।
আসি শ্রীরূপ সনাতনের বন্দিলা চরণে ॥৯৩॥
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল ॥৯৪॥
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর ॥৯৫॥
অন্ন জল ত্যাগ কৈল অন্য কথন।
পল দুই তিন মাটা করেন ভক্ষণ ॥৯৬॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে লয় লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম ॥৯৭॥
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন ॥৯৮॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন দান ॥৯৯॥

দুই ভাইর, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন, এই দুই ভাইর। পর্ব্বতোপর হইতে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করাকে ভৃগুপাত বলে ॥৯২॥—॥৯৪॥

বাহিরলীলা, সাধারণের সহিত শ্রীহরিসংকীর্ত্তনাদি। অন্তরলীলা, প্রলাপাদি ॥৯৫॥

অষ্ট তোলায় এক পল ॥৯৬॥

ভগবানকে সহস্র দণ্ডবৎ। দুই সহস্র বৈষ্ণবের নাম করিয়া পরণাম (প্রণাম) ॥৯৭॥৯৮॥

সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধন।
চারি দণ্ড নিদ্রা সেহো নহে কোন দি ॥১০০॥
তাঁহার সাধন রীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রূপ রঘুনাথ প্রভু যে আমার ॥১০১॥
ইহা সবার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন।
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন ॥১০২॥
শ্রীগোপাল ভট্ট এক শাখা সর্ব্বোত্তম।
রূপ সনাতন সঙ্গে যাঁর প্রেম আলাপন ॥১০৩॥
শঙ্করারণ্যাচার্য্য বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র উপশাখা ॥১০৪॥
শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন ॥১০৫॥
জগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর প্রিয় দাস।
প্রভুর আজ্ঞায় তিঁহো কৈল গঙ্গাবাস ॥১০৬॥
কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর।
কবিচন্দ্র কীর্ত্তনিঞা আর ষষ্ঠীবর ॥১০৭॥

অপতিত, নিয়ম ভঙ্গ হয় নাই ॥৯৯॥১০০॥

রূপরঘুনাথ, রূপাদি রঘুনাথ। অর্থাৎ শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাসরঘুনাথ। প্রভু, শিক্ষাগুরু ॥১০১॥

ইহা সবার, শ্রীরূপাদির। আগে, মধ্যলীলায় ॥১০২॥—॥১

কৃষ্ণদাসবৈদ্য আদি বসুদেব অন্ত, ইহাদের কীর্ত্তনে শ্রীচৈতন্য নৃত্য করেন। গাণীম, বহুবক্তা ॥১০৭॥—॥১১৬॥

শ্রীনাথ মিশ্র শুভানন্দ শ্রীমান্ শান*।
শ্রীনিধি শ্রীগোপীনাথ মিশ্র ভগবান্ ॥১০৮॥
সুবুদ্ধি মিশ্র হৃদয়ানন্দ কমল নয়ন।
মহেশ পণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন ॥১০৯॥
পুরুষোত্তম শ্রীগালীম জগন্নাথ দাস।
শ্রীচন্দ্রশেখর আর দ্বিজ হরিদাস ॥১১০॥
রামচন্দ্র কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল দাস।
ভাগবতাচার্য্য ঠাকুর সারঙ্গ দাস ॥১১১॥
জগন্নাথ তীর্থ বিপ্র শ্রীজানকীনাথ।
গোপাল আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ ॥১১২॥
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যাঁ সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি ॥১১৩॥
রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেমরাশি।
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাঁশি ॥১১৪॥
প্রভু আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা।
তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভুর আজ্ঞায় আইলা ॥১১৫॥

রামদাসের অপর নাম অভিরাম। মধ্যে বে ভার বহ ন করিয়া পার্শ্বে ধারণ করিয়া লইয়া যায় যে বংশাদি খণ্ড তাহাকে সাঙ্গ্য (সাং) ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ, বত্রিশজন লোক বহন করে এরূপ কাষ্ঠ, যথা গৌরগণো দীপিকায় ১২ শ্লোক "দ্বাত্রিংশতা জনৈরেব ব কাষ্ঠ মুবাহ যঃ" ॥১১৪॥ আল্যা, আইসেন। রামদাস, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ এই তি

* "শ্রীরাম ঈশান" ইতি কোথাও পাঠ।

রামদাস মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
প্রভু সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ ॥১১৬॥
ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন
মাধবাচার্য্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন ॥১১৭॥
মহা কৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই।
পতিতপাবন গুণে সাক্ষী দুই ভাই ॥১১৮॥
গৌড়দেশ ভক্তের কৈল সংক্ষেপ কথন।
অনন্ত চৈতন্য ভক্ত না যায় গণন ॥১১৯॥
নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভু সঙ্গে।
দুই স্থানে প্রভু সেবা কৈল নানা রঙ্গে ॥১২০॥
কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ।
সংক্ষেপে সে সব কিছু করিয়ে কথন ॥১২১॥

শ্রীনিত্যানন্দ সঙ্গে গৌড়ে আসেন। অর্থাৎ উঁহারা শ্রীচৈতন্য পারিষদ হইয়াও প্রভু আজ্ঞায় শ্রীনিত্যানন্দ পারিষদ হয়েন। তবে কিনা উঁহারা দুই গণে গণ্য হয়েন, আর গোবিন্দ মহাপ্রভুর নিকটে থাকেন। উক্ত রামদাসাদি তিন জন ব্যতীত আরও অনেক ভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ সঙ্গে আইসে কেননা মধ্যের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন এই ;—

"রামদাস গদাধর আদি কত জনে
তোমার সহায় লাগি দিল তোমার সনে"।
ইতি ॥১১৫॥—১১৯॥

এই সব ভক্ত, শ্রীবাস আদি মাধাই অবধি ভক্ত সকল। ইঁহারা গৌড়দেশ-বাসী। নীলাচলেও শ্রীচৈতন্যকে সেবা করায় গৌড় এবং নীলাচল এই দুই স্থানে তাঁহার সেবা করেন ॥১২০॥

উহা বিশেষ করিয়া বলিতেছেন "কেবল" ইতি। গৌড়দেশবাসী পরমানন্দ-

নীলাচলে প্রভু সঙ্গে যত ভক্তগণ।
সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুইজন ॥১২২॥
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর।
গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥১২৩॥
দামোদর পণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস ॥১২৪॥
ইত্যাদিক পূর্ব্ব সঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি করে প্রভুর সেবন ॥১২৫॥
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী।
প্রত্যব্দ প্রভুরে মিলে নীলাচলে আসি ॥১২৬॥
নীলাচলে প্রভুর প্রথম মিলন।
সেই ভক্তগণের এবে করিয়ে গণন ॥১২৭॥
বড় শাখা ভক্ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
তাঁর ভগিনীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্য ॥১২৮॥
কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্নমিশ্র রায় ভবানন্দ।
যাহার মিলনে প্রভু পাইল আনন্দ ॥১২৯॥

পুরী আদি রঘুনাথ দাসাবধি, ইহারা কেবল নীলাচলে থাকিয়া প্রভুর সেবা করেন, অপর শ্রীবাসাদি গৌড়দেশবাসী সমস্ত ভক্ত প্রত্যব্দ (প্রতি বৎসর) অর্থাৎ রথযাত্রায় যাইয়া প্রভুর সেবা করেন ॥১২১॥—॥১২৪॥

পূর্ব্ব সঙ্গী, নবদ্বীপ লীলার সঙ্গী ॥১২৫॥১২৬॥

গৌড়দেশবাসী শ্রীচৈতন্য ভক্ত বর্ণনা করিয়া নীলাচল-মিলিত ভক্তগণে বর্ণনা করিতেছেন "নীলাচলে" ইত্যাদি ॥১২৭॥১২৮।

আলিঙ্গন করি তাঁরে বলি বচন।
তুমি পাণ্ডু পঞ্চ পাণ্ডব তোমার নন্দন ॥১৩০॥
রামানন্দ রায় পট্টনায়ক বাণীনাথ।
কলানিধি সুধানিধি নায়ক গোপীনাথ ॥১৩১॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রিয়পাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহভেদ মাত্র ॥১৩২॥
প্রতাপরুদ্র রাজা আর ভ কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে যাহার আনন্দ ॥১৩৩॥
ভগবানাচার্য্য আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী।
শিখি মাহিঁতী আর মুরারি মাহিঁতী ॥১৩৪॥
মাধবী দেবী শিখি মাহিঁতীর ভগিনী।
শ্রীরাধা দাসী মধ্যে যাঁর নাম গণি ॥১৩৫॥
ঈশ্বরপুরীর সেবক ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর ॥১৩৬॥
তাঁর সিদ্ধি কালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পায়া।
নীলাচলে প্রভু সঙ্গে মিলিলা আসিয়া ॥১৩৭॥
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দোঁহাকার।
তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোঁহার ॥১৩৮॥

যাঁহার, যে ভবানন্দের ॥১

তুমি, ভবানন্দ ॥১৩ ॥

পট্টনায়ক, এইটী বাণীনাথের একটী উপাধী ॥১৩১॥—॥১৩৫॥

কাশীশ্বর আর গোবিন্দ এই দুইজন ॥১৩৬॥

অঙ্গ সেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে কাশীশ্বর ॥১৩৯॥
অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য গহনে।
মনুষ্য ঠেলি পথ করে কাশী মহাবল ॥১৪০॥
রামাই নন্দাই দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর ॥১৪১॥
বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাঞি।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করেন নন্দাঞি ॥১৪২॥
কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যাঁরে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন ॥১৪৩॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য প্রেম অধিকারী।
মথুরা গমনে প্রভুর যিঁহো ব্রহ্মচারী ॥১৪৪॥
বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনিঞা রহে মহাপ্রভুর পাশ ॥১৪৫॥
রাম ভট্টাচার্য্য আর ওড্র সিংহেশ্বর।
তপন আচার্য্য রঘু আর নীলাম্বর ॥১৪৬॥

তাঁর, ঈশ্বরপুরীর। সিদ্ধিকালে, তিরোভাবকালে ॥১৩৭॥

তাঁর আজ্ঞা মানি, শ্রীচৈতন্য নিজ গুরু ঈশ্বরপুরীর আজ্ঞা মানিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরপুরী কাশীশ্বরকে এবং গোবিন্দকে আজ্ঞা করায় তৎপ্রতিপালন জন্য প্রভু তাহাদের সেবা গ্রহণ করেন, নচেৎ এক গুরু-শিষ্যের সেবা গ্রহণ হইতে পারে না ॥১৩৮॥

ঈশ্বর, শ্রীচৈতন্য ॥১৩৯॥

অপরশ, কাহাকেও স্পর্শ না করিয়া। কাশী, কাশীশ্বর ॥১৪০॥১৪১॥

শিঙ্গাভট্ট কামাভট্ট দন্তুর শিবানন্দ।
গৌড়ে পূর্ব্ব ভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ ॥১
অচ্যুতানন্দ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তনয়।
নীলাচলে রহে প্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় ॥১৪৮॥
নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস।
এই সবের প্রভু সঙ্গে নীলাচলে বাস ॥১৪৯॥
বারাণসী মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন।
চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্র তপন ॥১৫০॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন ॥১৫১॥
চন্দ্রশেখর ঘরে কৈল দুই মাস বাস।
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস ॥১৫২॥
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন।
উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন আর পাদ সম্বাহন ॥১৫৩॥
বড় হৈলে গেলা নীলাচলে প্রভুস্থানে।
অষ্ট মাস রহিলা ভিক্ষা দেন কোন দিনে ॥১৫৪॥
প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া বৃন্দাবনেরে আইলা।
আসিঞা শ্রীরূপ গোসাঞির নিকটে রহিলা ॥১৫৫॥

প্রভুর আচরণ নিমিত্ত প্রতিদিন বাইস ঘড়া (বাইস কলস) জল আনিতেন ॥১৪২॥—॥১৪৯॥

মিশ্রের নন্দন, তপনমিশ্রের পুত্র। প্রকাশানন্দ প্রভৃতি কাশীবাসী সন্ন্যাসীগণ পারিষদ ভক্ত না হওয়াতে এখানে তাহাদের নামোল্লেখ করেন নাই ॥১৫০॥—॥১৫৮॥

তাঁর স্থানে রূপ গোসাঞি শুনেন ভাগবত।
প্রভুর কৃপায় তিঁহো কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত ॥১৫৬॥
এই মত সংখ্যাতীত চৈতন্য ভক্তগণ।
দিঙ্মাত্র লিখি সম্যক্ না হয় লিখন ॥১৫৭॥
একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল।
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য তাঁর উপডাল ॥১৫৮॥
সকল ভরিয়া আছে প্রেমফুল ফলে।
ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণপ্রেম জলে ॥১৫৯॥
একৈক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা।
সহস্র বদনে যার দিতে নারে সীমা ॥১৬০॥
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ।
সম্যক্ গণিতে নারে আপনে অনন্ত ॥১৬১॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৬২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে মূল বৃক্ষশাখা বর্ণনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১০॥

অনন্তমাহাত্ম্যযুক্ত উক্ত শাখা সকল কোথাও মেঘবৎ হয়েন বলিয়া প্রেম জল বলিয়াছেন ॥১৫৯॥—॥১৬২॥

ইতি আদি-সুধাসঙ্কারিণী নাম ব্যাখ্যা দশম ॥১০॥



একাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

নিত্যানন্দ-পদাম্ভোজভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া ॥১॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত যেই সেই ধন্য ॥১॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় মহাপ্রভুর সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ ॥২॥

নিত্যান তি। নিত্যানন্দ-পদাম্ভোজভৃঙ্গান্ পাদপদ্মমধুপান্ শাখারূপ-কান্ অখিলান্ সমুদায়ান্ নত্বা নমস্কারং কৃত্বা কথম্ভূতান্ তান্ প্রেমমধূন্মদান্ প্রেমমধুপানেন উন্মত্তান্ তেষু ভক্তেষু মধ্যেষু অসংখ্যেষু কতিচিৎ মুখ্যা প্রধানাঃ কাঃ ময়া দাসেন লিখ্যন্তে নিরূপ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥১॥

প্রেমমধূন্মদান্ অখিলান্ নিত্যানন্দ-পদাম্ভোজভৃঙ্গান্ নত্বা তেষু মুখ্যাঃ কতিচিৎ ময়া লিখ্যন্তে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

এই একাদশ পরিচ্ছেদে প্রেমকল্পবৃক্ষরূপ শ্রীচৈতন্যের ঊর্দ্ধ স্কন্ধরূপ নিত্যানন্দের শাখারূপ ভক্তগণের অর্থাৎ জগতে প্রেম প্রদান করিয়াছেন যে তৎপার্ষদগণ এবং তৎশিষ্যগণ, তাহাদের কথন পূর্ব্বক নামোল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ শাখায় কতক তৎপার্ষদ ও কতক তৎশিষ্য আছেন, তত্র তত্র বিবেচনা করিয়া লইবেন।

তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সৎপ্রেমামরশাখিনঃ।
ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপগণান্নুমঃ ॥২॥

শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর।
তাহাতে জন্মিল শাখা প্রশাখা বিস্তর ॥৩॥
মালাকারের ইচ্ছা-জলে বাড়ে শাখাগণ।
প্রেমফুল ফলে ভরি ছাইল ভুবন ॥৪॥
অসংখ্য অনন্ত গণ কে করে গণন।
আপনা শোধিতে লিখি মুখ্য মুখ্য জন ॥৫॥
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি স্কন্ধ মহাশাখা।
তার উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা ॥৬॥

তস্যেতি। তস্য নিত্যানন্দস্য শাখারূপান্ গণান্ ভক্তান্ নুমঃ ॥২॥

শ্রী ইতি। শ্রীচৈতন্যবৃক্ষস্য শ্রীনিত্যানন্দো গুরুতরঃ স্কন্ধ ইত্যর্থঃ ॥৩॥

তস্য ইত্যস্য সহজান্বয়ঃ ॥২॥

অথ ব্যাখ্যা।

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের ... স্বরূপ ও প্রেমমধু পানে মত্ত নিখিল তদ্ভক্ত সকলকে প্রণাম করিয়া সেই ভক্তগণ মধ্যে প্রধান (বিখ্যাত) কতক ভক্তের নিরূপণ করিতেছি ॥১॥

সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ সুন্দর প্রেমকল্পবৃক্ষের ঊর্দ্ধ স্কন্ধ (উপরকার বড় ডাল) রূপ শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের শাখারূপ পারিষদ ও শিষ্যাদি সকলকে প্রণাম করি ॥২॥

"শ্রী" ইতি। বৃক্ষের, শ্রীচৈতন্য কল্পবৃক্ষের। গুরুতর স্কন্ধরূপ শ্রীনিত্যানন্দ ইত্যর্থ ॥৩॥

ইচ্ছাজলে; ইচ্ছারূপ জলে ॥৪॥৫॥

স্কন্ধ মহাশাখা, স্কন্ধরূপ শ্রীনিত্যানন্দের মহাশাখা ॥৬॥

ঈশ্বর হইয়া কহায় মহা ভাগবত।
বেদধর্ম্মাতীত হৈয়া বেদধর্ম্মে রত ॥৭॥
অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা বাহিরে নিদম্ভ।
চৈতন্যভক্তি মণ্ডপের তিঁহো মূল স্তম্ভ ॥৮॥
অদ্যাপি যাহার কৃপা মহিমা হইতে।
চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥৯॥
সেই বীরভদ্র গোসাঞির লইনু শরণ।
যাহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ ॥১০॥
শ্রীরাম দাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্য গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ ॥১১॥

ননু ঈশ্বরত্বাৎ শ্রীনিত্যানন্দাদিবৎ শ্রীবীরভদ্রোঽপি কথং স্কন্ধশাখা ন ভবতীত্যাশঙ্কানিরাশার্থমাহ ঈশ্বর ইতি। ঈশ্বর হইয়া ইত্যাদ্যা-চরণ ত্রৈবিধ্যাৎ বীরভদ্রঃ শাখায়ামুক্তঃ ॥৭॥৮॥

"সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োধিশায়িনামকঃ। সএব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্ন-বিগ্রহঃ"। অস্যার্থ, সঙ্কর্ষণব্যূহ যে বিষ্ণু তিনিই শ্রীচৈতন্যাভিন্ন দেহ শ্রীবীরভদ্র। ইতি গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার ৬৭ শ্লোক প্রমাণে বিষ্ণু-বিধায় শ্রীবীরভদ্র ঈশ্বর। অতএব তিনি শ্রীনিত্যানন্দবৎ একটী পৃথক স্কন্ধশাখা না হয়েন কেন? এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য বলিতেছেন "ঈশ্বর" ইতি দুই পয়ারে। তত্ত্বে ঈশ্বর হইয়াও আপনাকে ভক্ত কহায় এবং-বেদবিহিত বিধিনিষেধের অতীত হইয়াও বেদধর্ম্মে রত থাকায় শ্রীবীরভদ্র শাখা মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। কিন্তু বাহিরে ঈশ্বরভাব না থাকুক অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা থাকায় তিনি শাখা হইয়াও চৈতন্য-ভক্তি কল্পবৃক্ষের নিত্যানন্দাদিবৎ স্কন্ধ স্বরূপ। তবে কিনা স্কন্ধরূপ হইয়াও কার্য্যে তিনি শাখারূপ হইয়াছেন বলিয়া পৃথক্ একটী স্কন্ধ নহেন, ইতি ভাব ঃ—॥১০॥

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে ॥১২॥
অতএব দুইগণে দোঁহার গণন।
মাধব বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ ॥১৩॥
রামদাস মুখ্য শাখা সখ্য প্রেমরাশি।
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যেই তুলি কৈল বাঁশী ॥১৪॥
গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।
যাঁর ঘরে দান কেলি কৈল নিত্যানন্দ ॥১৫॥
শ্রীমাধব ঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনিয়াগণে।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে ॥১৬॥
বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥১৭॥
মুরারিচৈতন্য দাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্র গালে চড় মারে সর্প সনে খেলা ॥১৮॥
নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজের সখা।
শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ শিরে শিখিপাখা ॥১৯॥

গণান্তঃ পাতিতাতু সেবকত্বেন প্রেমস্পদত্বেনাপি ভবতি। তত্র রামদাসা-ভিধাভিরামস্য শ্রীচৈতন্যগণান্তঃ-পাতিতাতু প্রেমাস্পদত্বেন। সেবকত্বেনৈ-

---

শ্রীরামদাস, অভিরাম ॥১১॥১২॥

দুই গণে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ এই দুই গণে। এই বিবরণ, মাধব ও বাসুদেব ঐ দুই গণ মধ্যে গণ্য ॥১৩॥—॥১৪॥

গণান্তঃ-পাতিত্ব দুই রূপে, এক সেবকত্বরূপে অপর প্রেমাস্পদত্বরূপে।

রঘুনাথ দাস উপাধ্যায় মহাশয়।
যাহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি হয় ॥২০॥
সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের সখা ভৃত্য মর্ম্ম।
যার সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম্ম ॥২১॥
কমলাকর পিপ্পলাইর অলৌকিক রীত।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবন বিদিত ॥২২॥
সূর্য্যদাস সর খেল তার ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস প্রেমের নিবাস ॥২৩॥
গৌরীদাস পণ্ডিত প্রেমোদ্দণ্ড যাঁর ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি ॥২৪॥

তদ্গণান্তঃ-পাতিত্বে প্রয়োজকমাহ "নিত্যানন্দের গণ যত" ইত্যাদি। এতেন গদাধরদাসস্য সেবকত্বেনৈতদ্গণান্তঃ-পাতিতেতিমন্তব্যং ব্রজসখত্বাভাবাদিতি ॥১৯॥৫৯॥

ইতি আদৌ একাদশঃ ॥১১॥

তাহাতে শ্রীঅভিরামের শ্রীচৈতন্যগণান্তঃ পাতিত্ব প্রেমাস্পদত্বরূপে। সেবকত্ব রূপে গণান্তঃ-পাতিত্বে প্রবর্ত্তক বলিতেছেন "নিত্যানন্দের" ইতি। অভিরামাদি ব্রজসখা সকল প্রেমাস্পদত্বরূপে নিত্যানন্দের গণান্তঃ পাতী। আর গদাধর দাস সেবকত্বরূপে তদগণান্তঃ পাতী, কেননা তিনি ব্রজসখা নহেন, কিন্তু শ্রীরাধার বিভূতি হয়েন। যথা গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় ১৫৪ শ্লোক ;

"রাধাবিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তি পুরাস্থিতা।
সাদ্যগৌরাঙ্গনিকটে দাসবংশ গদাধরঃ" ॥১৯॥—॥২২॥

সূর্য্যদাসের ভাই গৌরীদাস পণ্ডিত ॥২৩॥২৪॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রাণপতি, এজন্য সূর্য্যদাস ভ্রাতা গৌরীদাসের সহিত

নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি কু পাঁতি।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ করি প্রাণ পতি ॥২৫॥
নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় পণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমার্ণব মধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর ॥২৬॥
পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দৈক শরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায় তাঁরে যে করে স্মরণ ॥২৭॥
জগদীশ পণ্ডিত হয় জগত পাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষা ঘন ॥২৮॥
নিত্যানন্দ প্রিয় ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণ প্রেমময় ॥২৯॥
মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
ঢক্কা বাদ্যে নৃত্য করে যৈছে মাতোয়াল ॥৩০॥
নবদ্বীপ পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ নামে যাঁর মহোন্মাদ হয় ॥৩১॥
বলরাম দাস কৃষ্ণপ্রেম রসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী ॥৩২॥
মহা ভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥৩৩॥

অবধূত নিত্যানন্দ কন্যাদি সম্প্রদান করেন, তাহাতে জাত্যাদি সকলই সমর্পণ হয়। অর্থাৎ জাত্যাদির অপেক্ষা না করিয়া অবধূতে কন্যা দিয়াছিলেন, কেননা তিনি প্রাণপতি, প্রাণপতির সন্তোষ করিতে কোন অপেক্ষাই রাখে না ॥২৫॥

যৈছন, যেমন ॥২৬॥—॥৫১॥

রাঢ়ে যার জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তিহোঁ পরম কিঙ্কর ॥৩৪॥
কালিয়া কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনে নাহি জানে আন ॥৩৫॥
শ্রীসদাশিব কবিরাজ মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয় ॥৩৬॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে যার সনে ॥৩৭॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
যার দেহে বহে কৃষ্ণপ্রেমামৃত পূর ॥৩৮॥
মহা ভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥৩৯॥
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি অধিকারী।
পূর্ব্বে নাম ছিল যার রঘুনাথ পুরী ॥৪০॥
বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই।
পূর্ব্বে যার ঘরে ছিল ঠাকুর নিতাই ॥৪১॥
নিত্যানন্দ ভৃত্য পরমানন্দ উপাধ্যায়।
শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দ গুণ গায় ॥৪২॥
পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
পূর্ব্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ॥৪৩॥
নারায়ণ কৃষ্ণদাস আর মনোহর।
দেবানন্দ চারি জন নিতাই কিঙ্কর ॥৪৪॥

বিহারি কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ প্রভুর প্রাণ।
নিত্যানন্দপদ বিনু নাহি জানে আন ॥৪৫॥
নকড়ি মুকুন্দ সূর্য্য মাধব শ্রীধর।
রামানন্দ বসু জগন্নাথ মহীধর ॥৪৬॥
শ্রীমন্ত গোকুল দাস হরিহরানন্দ।
শিবাই নন্দাই* অবধূত পরমানন্দ ॥৪৭॥
বসন্ত নবনী হোড় গোপাল সনাতন।
কৃষ্ণাই হাজরা কৃষ্ণানন্দ সুলোচন ॥৪৮॥
কংসারিসেন রামসেন রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ মুকুন্দ তিন কবিরাজ ॥৪৯॥
পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞান দাস মনোহর ॥৫০॥
নর্ত্তক গোপাল রামভদ্র গৌরাঙ্গদাস।
নৃসিংহ চৈতন্যদাস মীনকেতন রামদাস ॥৫১॥
বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল লিখি করিল রচন ॥৫২॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস ॥৫৩॥
সর্ব্ব মূল শাখা শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি।
তাঁর উপশাখা যত তার অন্ত নাঞি ॥৫৪॥

চৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ॥৫২॥—॥৫৩॥

---

* "মুকুন্দাই" ইতি কোথাও পাঠ।

অনন্ত নিত্যানন্দ গণ কে করে গণন।
আত্ম পবিত্রতা হেতু লিখিল কথোজন ॥৫৫॥
এই সর্ব্ব শাখা পূর্ণ পক্ক প্রেম ফল।
যারে দেখে তারে দিয়া ভাসাল্য সকলে ॥৫৬॥
অনর্গল প্রেম সবার চেষ্টা অনর্গল।
কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরে মহাবল ॥৫৭॥
সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দ গণ।
যাহার অবধি না পায় সহস্র বদন ॥৫৮॥
শ্রীরূপ সনাতন পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৫৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ স্কন্ধ-বর্ণনং নামৈকাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১১॥

কে করে গণন, কে গণনা করিতে পারে অর্থাৎ পারে না ॥৫৫॥—॥৫৯॥

ইতি আদি-সুধাসঙ্কারিণী নাম ব্যাখ্যা একাদশ ॥১১॥



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাঽসারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্যজীবনান্ ॥১॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥১॥

অদ্বৈতেতি। অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গান্ অদ্বৈত-পাদপদ্ম-মধুকরান্ অখিলান্ সমুদয়ান সারাসারভৃতঃ অদ্বৈতমতগৃহীতান্ সারান্। অসারান্ বিমতগৃহীতান্ হিত্বা ত্যাগং কৃত্বা সারভৃতঃ মতগৃহীতান্ চৈতন্য এব জীবনং প্রাণং যেষাং তান ভক্তান্ বন্দে নমস্কারং কুর্ব্বেঽহমিতি ॥১॥

সারাসারভৃতঃ অখিলান্ অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গান্ তান্ অসারান্ হিত্বা চৈতন্য-জীবনান্ সারভৃতঃ নৌমি। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

এই দ্বাদশ পরিচ্ছেদে প্রেমকল্পবৃক্ষরূপ শ্রীচৈতন্যের ঊর্দ্ধ স্কন্ধ শ্রীঅদ্বৈতের শাখারূপ ভক্তগণের অর্থাৎ জগতে প্রেম প্রদান করিয়াছেন তৎপারিষদগণ এবং তৎশিষ্যগণ তাহাদের গুণ কথন পূর্ব্বক নামোল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত শাখায় কতক তৎপারিষদ ও কতক তৎশিষ্য আছেন তত্তত্র তাহা বিবেচনা করিয়া লইবেন।

শ্রীচৈতন্যামরতরো দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপগণান্নুমঃ ॥২॥

বৃক্ষের দ্বিতীয় শাখা আচার্য্য গোসাঞি।
তাঁর যত শাখা হৈল তার অন্ত নাঞি ॥২॥
চৈতন্য মালির কৃপা জলের সেচনে।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাঢ়ে দিনে দিনে ॥৩॥
সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল।
সেই কৃষ্ণপ্রেম ফলে জগত ভরিল ॥৪॥
সেই জলের স্কন্ধ করে শাখাতে সঞ্চার।
ফুলে ফলে বাঢ়ে শাখা হৈল বিস্তার ॥৫॥
প্রথমেত আচার্য্যের এক মত গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ ॥৬॥

শ্রীচৈতন্যেতি। শ্রীচৈতন্য কল্পবৃক্ষ দ্বিতীয় স্কন্ধরূপিণঃ শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ ভক্তগণান্ সমূহান নুমঃ নমস্করোমীত্যর্থঃ ॥২॥

অথ ব্যাখ্যা।

শ্রীঅদ্বৈত চরণাশ্রিত অখিল ভক্ত মধ্যে যাহারা তাহার মতগ্রাহী তাহারা সারবান্, তদ্ভিন্ন অসারবান্ ভক্তকে ত্যাগ করিয়া এই অসারবান্ অর্থাৎ চৈতন্যশূন্য অতএব অসার ব্যক্তিকে যেমন ত্যাগ করে, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্য ভক্তি-শূন্য, অতএব শ্রীঅদ্বৈতের ভক্তকে ত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য ভক্তিযুক্ত অতএব সার শ্রীঅদ্বৈত-ভক্ত সকলকে প্রণাম করি ॥১॥

শ্রীচৈতন্যরূপ কল্পবৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধরূপ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের শাখারূপ পারিষদ ও শিষ্যাদি ভক্ত সকলকে প্রণাম করি ॥২॥

কেহো আচার্য্য আজ্ঞায় কেহোত স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র ॥৭॥
আচার্য্যের মত যেই সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেত অসার ॥৮॥
অসারের নামে ইহাঁ নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন ॥৯॥
ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা সহিতে।
পশ্চাৎ উড়াঞা দিবে সংস্কার করিতে ॥১০॥
অচ্যুতানন্দ বড় শাখা আচার্য্য নন্দন।
আজন্ম সেবিলা তিহোঁ চৈতন্যচরণ ১১॥

বৃক্ষের শ্রীচৈতন্য প্রেম-কল্পবৃক্ষের। শাখা, শ্রীনিত্যানন্দবৎ দ্বিতীয় স্কন্ধ শাখা। আচার্য্য, শ্রীঅদ্বৈত ॥২॥—॥৪॥

"সেই জলের" ইতি। স্কন্ধ সেই জলের (শ্রীচৈতন্য-কৃপা জলের) সঞ্চার শাখাতে করেন ॥৫॥—॥৮॥

অসারের নাম না করিলে সার হইতে ভেদ জানিতে পারিবে না অথবা সার ও অসারের ভেদ জানিবার জন্য ঐ উভয়েরই একত্র গণনা করিয়া পশ্চাৎ অসার ত্যাগ করিব, যেমন "ধান্যরাশি" ইতি। পাতনা, অন্তঃসার বিহীন ধান্যাকৃতি। অর্থাৎ যাহার ভিতরে তণ্ডুল (চাউল) নাই, অথচ আকৃতিতে ধান্যাকার, লোকে যাহাকে আগ্‌রা বলে। পাতনা পরিমাণ (মাপ) করিবার কোন প্রয়োজন না থাকিলেও তৎসহিত ধান্যরাশির পরিমাণ করে পশ্চাৎ সেই ধান্য সংস্কার করিতে (পাছরাইতে) সেই পাতনাকে ত্যাগ করে।

সার হইতে অসারের পৃথক্ করণ পশ্চাদুক্ত "অচ্যুতানন্দের মত সেই মত সার" এই পয়ারে ব্যক্ত হইবে ॥৯॥১০॥

আচার্য্য নন্দন, শ্রীঅদ্বৈত পুত্র ॥১১॥

চৈতন্য গোসাঞির গুরু কেশব ভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখী হৈল আত ॥১২॥
জগদ্গুরুতে কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হৈল দেশ ॥১৩॥
চৌদ্দ ভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞি।
তাঁর গুরু অন্য এই কোন শাস্ত্রে নাঞি ॥১৪॥
পঞ্চ বৎসরের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিঞা পাইল আচার্য্য সন্তোষ অপার ॥১৫॥
কৃষ্ণমিশ্র নামে আর আচার্য্য তনয়।
চৈতন্য গোসাঞি বৈসে যাহার হৃদয় ॥১৬॥
শ্রীগোপাল নামে আর আচার্য্য সুত।
তাঁহার চরিত্র কহি অত্যন্ত অদ্ভুত ॥১৭॥
গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে।
কীর্ত্তনে নর্ত্তন করে বড় প্রেম সুখে ॥১৮॥
নানা ভাবোদ্গাম দেহে অদ্ভুত নর্ত্তন।
দুই গোসাঞি হরি বোলে আনন্দিত মন ॥১৯॥
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইয়া মূর্চ্ছিত।
ভূমিতে পড়িলা দেহে নাহিক জীবিত ॥২০॥

"চৈতন্য" ইতি। এখানকার আখ্যায়িকা এই যে, কোন সন্ন্যাসী শ্রীঅদ্বৈত... শ্রীচৈতন্যের কে গুরু জিজ্ঞাসা করায় শ্রীঅদ্বৈত মৌখিক তাহাকে বলিয়াছিলেন কেশব ভারতী। এই কথা শুনিয়া শ্রীঅচ্যুতানন্দ দুঃখী হয়েন, এবং বলেন এই "জগৎ" ইত্যাদি ॥১২॥—॥১৮॥

দুঃখিত হইলা আচার্য্য পুত্র কোলে লঞা ।
রক্ষা করেন নৃসিংহের মন্ত্র পড়িইয়া ॥২১॥
নানা মন্ত্র পড়ে আচার্য্য না হয় চেতন ।
আচার্য্য দুঃখিত বৈষ্ণব করেন ক্রন্দন ॥২২॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদি হস্ত ধরি ।
উঠহ গোপাল তুমি বল হরি হরি ॥২৩॥
উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শ ধ্বনি শুনি ।
আনন্দিত হৈল সবে করে হরিধ্বনি ॥২৪॥
আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম ।
আর পুত্র রূপ, শাখা জগদীশ নাম ॥২৫॥
কমলাকান্ত বিশ্বাস আচার্য্য কিঙ্কর ।
আচার্য্যের ব্যবহার তাহার গোচর ॥২৬॥
নীলাচলে তিহোঁ এক পত্রিকা লিখিয়া ।
প্রতাপরুদ্র রাজার পাশ দিল পাঠাইয়া ॥২৭॥
সেইত পত্রীর কথা আচার্য্য নাহি জানে ।
কোন পাকে সেই পত্রী আল্য প্রভুস্থানে ॥২৮॥

নানা ভাবোদ্গম, অশ্রু পুলকাদি ॥১৯॥২০॥

গ্রহাবিষ্ট বিবেচনায় শ্রীনৃসিংহ মন্ত্র পাঠ করেন ॥২১॥—॥২৩॥

স্পর্শ পাইয়া এবং ধ্বনি শুনিয়া ॥২৪॥

শ্রীঅদ্বৈতের অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ, গোপাল, বলরাম, ও রূপ এই পঞ্চ পুত্র জগদীশ নামে এক শাখা ॥২৫॥

ব্যবহার, সাংসারিক আয় ব্যয় প্রভৃতি অর্থাৎ তিনি শ্রীঅদ্বৈতের দেওয়ান ছিলেন ॥২৬॥২৭॥

সেই পত্রে লিখিয়াছে এইত লিখন ।
ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে করিয়া স্থাপন ॥২৯॥
কিন্তু তার দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ ।
ঋণ শুধিতে চাহি তঙ্কা শত তিন ॥৩০॥
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হৈল দুঃখ ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু কহে চন্দ্রমুখ ॥৩১॥
আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর ।
ইথে দোষ নাহি আচার্য্য দৈবত ঈশ্বর ॥৩২॥
ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা ।
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা ॥৩৩॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল আজি এথা হৈতে ।
বাউলিয়া বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে ॥৩৪॥

কোন পাকে, কোন রকমে ঘুরে ফিরে । আল্য, আসিল ॥২৮॥—॥৩০॥

চন্দ্রমুখ, শ্রীচৈতন্য ॥৩১॥

দৈবত ঈশ্বর, যথার্থত ঈশ্বর ইত্যর্থ ॥৩২॥

দৈন্য করি, দীনতা করিয়া অর্থাৎ কষ্ট জানাইয়া । সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের কোন কষ্ট হইতে পারে না, তাহা হইলে ঈশ্বরত্ব থাকে না, ইহাতে ঈশ্বরের দৈন্য জানাইয়া ভিক্ষা হইতে পারে না । অথবা ঈশ্বরকে দৈন্য (দুঃখী) করিয়াছে, অতএব তাহাকে দণ্ড দিয়া শিক্ষা দিব ॥৩৩॥

বাউল, ব্যবস্থা বিহীন অর্থাৎ উন্মত্ত ॥৩৪॥

যাহার প্রতি স্নেহ থাকে তাহাকেই দণ্ড দেয়, এই বিবেচনায় আচার্য্য হর্ষিত হয়েন ॥৩৫॥

দণ্ড শুনি বিশ্বাস হৈলা পরম দুঃখিত*।
শুনিঞা প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত ॥৩৫॥
বিশ্বাসেরে কহে তুমি বড় ভাগ্যবান।
তোমারে করিলা দণ্ড প্রভু ভগবান ॥৩৬॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পায়্যা মনে আমি কৈল অনুমান ॥৩৭॥
মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হৈয়া প্রভু মোরে কৈল অপমান ॥৩৮॥
দণ্ড পায়্যা হৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান মুকুন্দ ॥৩৯॥
যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ড প্রসাদ লোক আর পাবে কতি ॥৪০॥
এত কহি আচার্য্য তারে করিয়া আশ্বাস।
আনন্দিত হয়্যা আল্যা মহাপ্রভুর পাশ ॥৪১॥

স্নেহ থাকাতে পিতৃবৎ দণ্ড দিয়াছেন অতএব তুমি ভাগ্যবান ॥৩৬॥

পায়্যা, পাইয়া ॥৩৭॥

বাশিষ্ঠ, বশিষ্ঠ প্রণীত যোগশাস্ত্র। অর্থাৎ জ্ঞান প্রধান ব্যাখ্যান [illegible] প্রভুর দণ্ড পাইবার প্রত্যাশায় বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান করিয়াছিলাম, ইতিভাব [illegible]

শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি মহাপ্রভুর দণ্ড শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডে [illegible] অধ্যায়ে বিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন ॥৩৯॥

শ্রীশচীর প্রতি মহাপ্রভুর দণ্ড শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডে [illegible] অধ্যায়ে বিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। দণ্ডপ্রসাদ, দণ্ডরূপ অনুগ্রহ।

---

* "বিস্মিত" ইতি কোথাও পাঠ।

প্রভুকে কহেন তোমার না বুঝিয়ে লীলা।
আমা হৈতে প্রসাদ পাত্র করিলে কমলা ॥৪২॥
আমারে কভু নাহি হয় এমন প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কল্লুঁ অপরাধ ॥৪৩॥
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।
বোলাইল কমলাকান্তে প্রসন্ন হইয়া ॥৪৪॥
আচার্য্য কহে ইহারে কেনে দিলে দরশন।
দুইত প্রকারে করে মোরে বিড়ম্বন ॥৪৫॥
শুনিঞা প্রভুর মনঃ প্রসন্ন হইলা।
দোহোঁর অন্তর কথা দোহেঁ সে বুঝিলা ॥৪৬॥
প্রভু কহে বাউলিয়া ঐছে কাহে কর।
আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম্ম হানি সে আচর ॥৪৭॥

এবং স্নেহ থাকিলেই দণ্ড দিয়া সৎশিক্ষা দেয়, অতএব তাহা অনুগ্রহ ॥৪০॥

আল্যা, আগমন করিলেন ॥৪১॥

"আমা হৈতে" ইতি। অর্থাৎ আমাকে দণ্ডরূপ অনুগ্রহ করেন নাই, কমলাকান্তকে তাহা করিয়াছেন, অতএব আমা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রসাদপাত্র ॥৪২॥

কল্লুঁ, করিলাম ॥৪৩॥৪৪॥

দুইত প্রকারে, এক আমার অজ্ঞাতে প্রতাপরুদ্র রাজার নিকট অর্থ নিমিত্ত পত্র লেখা, অপর আমাকে ঈশ্বরত্বে স্থাপন, এই দুই প্রকারে বিড়ম্বন অর্থাৎ বঞ্চনা করে। ইহাতে মহাবিষ্ণুর অবতারত্বপ্রযুক্ত ঈশ্বর হইলেও দৈন্য বশতঃ শ্রীঅদ্বৈতের বলা হইল এই যে, আমি ঈশ্বর নহি এবং আমার অজ্ঞাতে পত্রী পাঠাইয়াছিল ॥৪৫॥

অন্তর কথা, অর্থাৎ স্নেহ থাকিলেই দণ্ড দেয় ॥৪৬॥

প্রতিগ্রহ না করিহ কভু রাজধন।
বিষয়ির অন্ন খাল্যে দুষ্ট হয় মন ॥৪৮॥
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণ স্মরণ বিনু হয় নিষ্ফল জীবন ॥৪৯॥
লোকে লজ্জা হয় ধর্ম্ম কীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি ॥৫০॥
এই সবাকার শিক্ষা সবে মনে কৈল।
আচার্য্য গোসাঞি মনে আনন্দ পাইল ॥৫১॥
আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভু মাত্র বুঝে।
প্রভুর গ[illegible]র চেষ্টা আচার্য্য সমুঝে ॥৫২॥

ঋণ হইয়াছে, ইহা বলিয়া কাহার নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে অভাব প্রকাশ পাওয়াতে লজ্জার হানি হয়, এবং রাজধন গ্রহণে ধর্ম্মের হানি হয় ॥৪৭॥

"প্রতি" ইতি। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধার্থে প্রতিগ্রহ করিতে হইলেও রাজধন কখন প্রতিগ্রহ করিবে না, কেননা তাহা শাস্ত্র নিষিদ্ধ। যথা মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায় ৯১ শ্লোক;—

"নরাজ্ঞঃপ্রতিগৃহ্নন্তি প্রেত্য শ্রেয়োঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ" ॥

অন্বার্থ। পরলোক [illegible]লাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা রাজধন প্রতি[illegible]হ করেন না।

তথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১১ বিলাসে বৈষ্ণবাচারপ্রকরণে ৫৫৬ শ্লোক;—

"নরাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নীয়ান্ন শূদ্রাৎ প[illegible]তিতাদপি"

অন্বার্থ। রাজা হইতে এবং পতি[illegible] শূদ্র হইতে অথবা শূদ্র হইতেও পতিত ব্যক্তি হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না।

তাহার প্রতি হেতু এই "বিষয়ীর" ইতি। [illegible]বষয়ীর, রাজার। মেদিনীতে রাজাকে বিষয়ী বলিয়াছেন। খাল্যে, খাইলে ॥৪৮॥—॥৫০॥

শ্রীচৈতন্য ভক্ত সকলকার উপর এই শিক্ষা ॥৫১॥

এইত প্রস্তাবে আছে বহুত বিচার।
গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে তাহা নারি লিখিবার ॥৫৩॥
শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।
তার শাখা উপশাখা নাহি তার লেখা ॥৫৪॥
বাসুদেব দত্তের তিহোঁ কৃপার ভাজন।
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য চরণ ॥৫৫॥
ভাগবতাচার্য্য আর বিষ্ণু দাসাচার্য্য।
চক্রপাণি আচার্য্য আর অনন্ত আচার্য্য ॥৫৬॥
নন্দনী আর কামদেব চৈতন্য দাস।
বল্লভ* বিশ্বাস আর বনমালী দাস ॥৫৭॥
জগন্নাথ কর আর কর ভবনাথ।
হৃদয়ানন্দ দাস আর দাস ভোলানাথ ॥৫৮॥
যাদব দাস বিজয় দাস দাস জনার্দ্দন।
অনন্ত দাস কানু পণ্ডিত দাস নারায়ণ ॥৫৯॥
শ্রীবৎস পণ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস ॥৬০॥

স্নেহ বশতই দণ্ড দেয়, এইটী তাহারা দুইজনে বুঝিয়াছিলেন। সমুখে, [illegible] ॥৫২॥

"এইত" ইতি। রাজধন গ্রহণ না করিয়া কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, [illegible] বইবা ধন গ্রহণ করিবে ইত্যাদি বহুতর বিষয় আছে। [illegible] বে কিনা তাহা [illegible] দিতে দৃষ্টি করিবে ॥৫৩।৫৪॥

"সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য চরণ" এই বাক্যে শ্রী[illegible]নন্দনাচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত-

---

* "দুর্ল্লভ" ইতি কোথাও পাঠ।

পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর দাস [illegible]নাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ ॥৬১॥
লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত।
শ্রীহরিচন্দন* আর মাধব পণ্ডিত ॥৬২॥
বিজয় পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম।
অসংখ্য অদ্বৈত শাখা কত লিব নাম ॥৬৩॥
মালিদত্ত জল অদ্বৈত স্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জিয়ে শাখা ফুল ফল পায় ॥৬৪॥
ইহার মধ্যে মানি পাছে কোন শাখা গণ।
না মানে চৈতন্যমালী দুর্দ্দৈব কারণ ॥৬৫॥
যে জন্মাইল যে জিয়াইল তারে না মানিল।
কৃতঘ্নতা হইল তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইল ॥৬৬॥

[illegible]খার অসার নহেন, ইহা কেহ কেহ বলেন ॥৫৫॥—॥৬৩॥

"মালিদত্ত" ইতি। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈতে প্রেমানুগ্রহ করেন, [illegible] আবার নিজগণে সেই অনুগ্রহ করেন, তাহাতে তাহারা প্রেমফল লাভ করেন [illegible]

[illegible] ও অসার এই উভয়বিধ শ্রীঅদ্বৈত শাখাগণ বর্ণনা করিয়া অসা[illegible] গণকে পৃথক করিয়া ত্যাগ করিতেছেন "ইহার মধ্যে" ইতি। ইহার [illegible] (শ্রীঅদ্বৈত শাখাগণ মধ্যে) কোন শাখাগণ চৈতন্যমালীকে মানি (প্র[illegible] মানিয়া) দুর্দ্দৈব কারণ পাছে না মানে, ইত্যন্বয়।

এখানকার অভিপ্রায় এই যে, শ্রীঅদ্বৈত-শাখাগণ প্রথমতঃ তদা[illegible] শ্রীচৈতন্যভক্ত থাকেন, এবং তাহাতেই তাহারা প্রেমলাভ করেন। পশ্চা[illegible] [illegible]ক গণ দৈব বশতঃ শ্রীঅদ্বৈতকেই ঈশ্বর বলিয়া বা তাহাকেই [illegible]

---

* "শ্রীহরিচরণ" ইতি কোথাও পাঠ।

ক্রুদ্ধ হৈয়া স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়া মরে॥৬৭॥
চৈতন্য বিহীন দেহ শুষ্ক কাষ্ঠ সম।
জীবিতেই মৃত সেই মৈলে দণ্ডে যম॥৬৮॥
কেবল এই গণ প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্য বিমুখ যেই সেইত পাষণ্ড॥৬৯॥
কি পণ্ডিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতী।
চৈতন্য বিমুখ যেই তার এই গতি॥৭০॥
যেই যেই লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত॥৭১॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত সেই সব সার।
আর যত মত সব হৈল ছারখার॥৭২॥

শ্রীঅদ্বৈতশাখায়াং শ্রীঅচ্যুতানন্দভিন্নাঃ সর্ব্ব এব অসারাঃ যতঃ শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত ইতি॥৭২॥—॥৯৩॥

ইতি আদৌ দ্বাদশঃ॥১২॥

যেহেতু শ্রীচৈতন্যভক্তি ত্যাগ করে, তাহাতে তাহাদের কৃতঘ্নতা হইল অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য হইতে প্রেম প্রাপ্তিরূপ উপকার অস্বীকার করা হইল। এজন্য শ্রীঅদ্বৈত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ না করায় তাহাদের প্রাপ্ত প্রেমের অন্তর্দ্ধান হওয়াতে তাহারা অসার হইল, অতএব চৈতন্যশূন্য মৃত দেহবৎ তাহারা ত্যাজ্য, ইতিভাব॥৬৫॥—॥৭০॥

তাহাতে অসারগণ প্রদর্শিত হইতেছেন "যেই যেই" ইতি। অচ্যুতানন্দের মত অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যই সর্ব্বেশ্বর, তিনিই সেব্য ইত্যাদি মতকে যে অদ্বৈত শাখাগণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা সার। যেহেতু "শ্রীঅচ্যুতানন্দের" ইতি। শ্রীঅচ্যুতানন্দের

সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য চরণ ॥৭৩॥
সেই আচার্য্যের গণে মোর নমস্কার।
অচ্যুতানন্দ প্রায় চৈতন্য জীবন যাহার ॥৭৪॥
এইত কহিল আচার্য্য গোসাঞির গণ।
তিন স্কন্ধ শাখার কৈল সংক্ষেপ কথন ॥৭৫॥
শাখা উপশাখা তার নাহিক গণন।
কিছু মাত্র করি কহি দিগ্ দরশন ॥৭৬॥
শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে সর্ব্বোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করিয়ে গণন ॥৭৭॥

মত সার, আর সকল মত অসার, অতএব শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্যতীত শ্রীঅদ্বৈত শাখাগণ সকলই অসার। তবে পূর্ব্বে কোন কোন অসারের যে গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রথমে এক মত ছিলেন দেখাইবার জন্য জানিবেন ॥৭১॥৭২॥

যে যে অচ্যুতানন্দের মত লইল অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যকেই যাহারা জীবন স্বরূপ করিলেন, সেই সেই জন ॥৭৩॥

"সেই" ইতি। এখানে শ্রীঅচ্যুতানন্দ মতাবলম্বী শ্রীঅদ্বৈতশাখাগণকে নমস্কার করাতে সুতরাং শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্যতীত অপর অদ্বৈতশাখাগণকে নমস্কার করিলেন না, ইহাতে এখানে শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্যতীত অদ্বৈতশাখাগণকে স্পষ্টরূপে ত্যাগ করিয়াছেন, জানিবেন ॥৭৪॥

শ্রীচৈতন্য মূল স্কন্ধ অপর শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত ঊর্দ্ধ স্কন্ধ, এই তিন স্কন্ধ ॥৭৫॥৭৬॥

তিন স্কন্ধের মধ্যে শ্রীচৈতন্যেরই প্রাধান্যপ্রযুক্ত তৎশাখা শ্রীগদাধর পণ্ডিতেরই উপশাখা বলিতেছেন, এবং শ্রীচৈতন্যশাখার মধ্যে "বড় শাখা গদাধর

শাখা শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥৭৮॥
অনন্তাচার্য্য কবিদত্ত মিশ্রনয়ন।
গঙ্গামন্ত্রী মামুঠাকুর কণ্ঠাভরণ ॥৭৯॥
ভূগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবত দাস।
এই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥৮০॥
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়।
বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণপ্রেমময় ॥৮১॥
জগন্নাথ* চক্রবর্ত্তী শ্রীউদ্ধব দাস।
জিতামিশ্র কাষ্ঠ কাটা জগন্নাথ দাস ॥৮২॥
শ্রীহরি আচার্য্য সাদি পুরিয়া গোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্প গোপাল ॥৮৩॥
শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
রঙ্গবাটী চৈতন্যদাস শ্রীরঘুনাথ ॥৮৪॥
অমোঘ পণ্ডিত হস্তি গোপাল চৈতন্য বল্লভ।
শ্রীযদু গাঙ্গুলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব ॥৮৫॥
এইত কহিল পণ্ডিত গোসাঞির গণ।
তৈছে আর শাখা উপশাখার গণন ॥৮৬॥

...ত—"এই দশমো ... ১৩ পয়ার প্রমাণে তিনি বড় শাখা ...লয়া শ্রীচৈতন্য-শাখার মধ্যে তাঁহারই উপশাখা বলিতেছেন। শাখার শাখাকে উপশাখা বলে ...।—॥৮৪॥ হস্তি ইতি উপাধি ॥৮৫॥

---

* "শ্রীনাথ" ইতি কোথাও পাঠ।

পণ্ডিতের সব ভাগবত ধন্য।
প্রাণ বল্লভ সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥৮৭॥
এই তিন স্কন্ধের শাখা সংক্ষেপ গণন।
যা সবার স্মরণে হয় বন্ধ বিমোচন ॥৮৮॥
যা সবার স্মরণে পাই চৈতন্য চরণ।
যা সবার স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥৮৯॥
অতএব তা সবার বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্য মালীর কহি লীলা অনুক্রম ॥৯০॥
গৌরলীলামৃত সিন্ধু অপার অগাধ।
কে করিতে পারে তাহে অবগাহ সাধ ॥৯১॥
তাহার মাধুর্য্য গন্ধে লুব্ধ হয় মন।
অতএব তটে রহি চাখি এক কণ ॥৯২॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৯৩॥

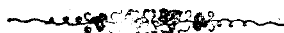
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে অদ্বৈত স্কন্ধশাখা-বর্ণনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১২॥

"তৈছে" ইতি। শ্রীচৈতন্যশাখার শাখা যেমন উপশাখা, তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দাদি শাখার শাখা উপশাখায় গণ্য ॥৮৬॥

শ্রীগদাধর-পণ্ডিতগণের গুণ বর্ণনা করিতেছেন "পণ্ডিতের" ইতি ॥৮৭॥

সাধ, ইচ্ছা ॥৯১॥—॥৯৩॥

ইতি আদি-সুধাসকারিণী নাম ব্যাখ্যা দ্বাদশ ॥১২॥



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ং ॥১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥১॥

অধমঃ স্যাদ্ গর্হ্যজনে ইতি মেদিনী। অত্র গর্হ্যত্বং জ্ঞানাদ্যবরত্বেন মূর্খত্বং অধমোঽপি মূর্খোঽপীত্যর্থঃ। যথাশ্রুতব্যাখ্যায়াং অপুষ্টদোষাপত্তিঃ স্যাৎ। ইতি চং।

সপ্রসীদত্বিতি। স শ্রীচৈতন্যদেবঃ প্রসীদতু ময়ি প্রসন্নো ভবতু। যস্য চৈতন্যদেবস্য প্রসাদতঃ প্রসন্নাৎ সকাশাৎ অয়ং মাদৃশোঽধমোঽপি তল্লীলাবর্ণনে চৈতন্যলীলারচনে যোগ্যঃ যোগ্যতাপন্নঃ সদ্য তৎক্ষণাৎ স্যাৎ ভবেৎ। যথা পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে ইতি। অতএব শ্রীচৈতন্যপ্রসাদং বিনা তল্লীলাবর্ণনসমর্থো ন ভবতীতি ধ্বনিতং। ইতি শ্লোকমালা ॥১॥

স চৈতন্যদেবঃ প্রসীদতু, যস্য প্রসাদতঃ অধমোঽপি অয়ং (মল্লক্ষণোজনঃ) তল্লীলাবর্ণনে সদ্যঃ যোগ্যঃ স্যাৎ। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

এই ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যলীলার ক্রমানুবন্ধ পূর্ব্বক তাঁহার জন্মলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস।
জয় শ্রীমুকুন্দ বাসুদেব হরিদাস ॥২॥
জয় স্বরূপ দামোদর জয় মুরারি গুপ্ত।
এই সব চন্দ্রোদয়ে তমো কৈল লুপ্ত ॥৩॥
জয় চৈতন্যের ভক্ত পূর্ণচন্দ্রগণ।
সবার প্রেম-জ্যোৎস্নায় উজ্জল কৈল ত্রিভুবন ॥৪॥
এইত কহিল গ্রন্থারম্ভের মুখবন্ধ।
এবে কহি চৈতন্যলীলা ক্রম অনুবন্ধ ॥৫॥
প্রথমেত সূত্ররূপে করিয়া গণন।
পাছে বিস্তারিয়া তার করিব বর্ণন ॥৬॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথিবীতে অবতরী।
অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥৭॥

অথ ব্যাখ্যা।

সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, যে শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগ্রহে হইলে মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তিও তাঁহার লীলা বর্ণনা করিতে যোগ্য হয় ॥১॥

তমোকৈল লুপ্ত, অজ্ঞানতমঃ নাশ করিলেন ॥৩॥

প্রেমরূপ জ্যোৎস্না প্রদান পূর্ব্বক ত্রিভুবনের হৃদয়স্থ দুর্ব্বাসনান্ধকার নাশ করিয়া হৃদয় উজ্জ্বল করিয়াছেন ॥৪॥

এইত, প্রথমাদি দ্বাদশ পরিচ্ছেদে মুখবন্ধ, গ্রন্থারম্ভে তত্র বক্তব্য কথন, ইহার নামান্তর অনুক্রমণিকা, ভূমিকা। এবে, এক্ষণে। অনুবন্ধ আরম্ভ। এক্ষণে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ হইতে জন্মাদি ক্রমে শ্রীচৈতন্যলীলার বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিতেছি ॥৫॥

গণন, শ্রীচৈতন্যলীলার গণন, ইত্যর্থ ॥৬॥

চৌদ্দশত সাতশকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥৮॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল কৃষ্ণ কীর্ত্তন বিলাস ॥৯॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥১০॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভো গৌড় কভো দক্ষিণ কভো বৃন্দাবন ॥১১॥
অষ্টাদশ বর্ষ প্রভু রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম নামামৃতে ভাসাইল সকলে ॥১২॥
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা আদিলীলাখ্যান।
মধ্য অন্ত্য বলি শেষ লীলার দুই নাম ॥১৩॥
আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্র করি মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥১৪॥
প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥১৫॥
সেই দুই জনার সূত্র দেখিয়া শুনিঞা।
বর্ণন করেন বৈষ্ণব ক্রম যে জানিঞা ॥১৬॥

শ্রীচৈতন্যলীলার ক্রমানুবন্ধন বলিতেছেন "শ্রীকৃষ্ণ" ইত্যাদি ॥৭॥৮॥

নিরন্তর, সর্ব্বদা, প্রতিদিন ॥৯॥১০॥

তার মধ্যে, শেষ চব্বিশ বৎসর মধ্যে ॥১১॥১২॥

শ্রীচৈতন্যলীলার ভাগ করিতেছেন "গার্হস্থ্য" ইতি। শেষ লীলা, সন্ন্যাস গ্রহণের পরে যে সকল লীলা। মধ্য ও অন্ত্য এই দুইটী শেষ লীলার নাম ॥১৩॥

বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন চারি ভেদ।
অতএব আদিখণ্ডে লীলা চারি ভেদ ॥১৭॥

তথাহি ;—

সর্ব্বসদ্গুণযুক্তাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাং।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥২॥

ফাল্গুন পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয় ॥১৮॥
হরি হরি বলে লোক হরষিত হৈয়া।
জন্মিলা চৈতন্য প্রভু নাম জন্মাইয়া ॥১৯॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে।
হরিনাম লয়াইলেন কোন কোন ছলে ॥২০॥

সর্ব্বসদ্গুণেতি। যস্যাং ফাল্গুন্যাং পূর্ণিমায়াং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ অবতীর্ণঃ তামহং বন্দে ॥২॥

সর্ব্ব সদ্গুণযুক্তাং তাং ফাল্গুনপূর্ণিমাং বন্দে। যস্যাং (ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং) শ্রী নামভিঃ (সহ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ অবতীর্ণঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥২॥

"আদি" ইতি। মুরারি গুপ্ত প্রভৃতির সূত্র বর্ণনা দৃষ্টে শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণনা করিব। তাহাতে নিজ কল্পিত কিছুই নাই, ইতিভাব ॥১৫—১৬॥

সমগ্র শ্রীচৈতন্যলীলার ক্রমানুবন্ধ বলিয়া আদিলীলার ক্রমানুবন্ধ বলিতেছেন "বাল্য" ইত্যাদি। পঞ্চ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্য, দশ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর, তাহার পর যৌবন। বয়সের চারি প্রকার ভেদে লীলারও চারি ভেদ ॥১৭॥

গ্রহাদি সর্ব্বসদ্গুণযুক্ত সেই ফাল্গুনপূর্ণিমা তিথীকে বন্দনা করি, যে ফাল্গুনপূর্ণিমা তিথীতে কৃষ্ণনাম সহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন ॥২॥

পর পয়ার বলিবার পোষক এই শ্লোক ॥২॥

ঈশ্বরের প্রাকৃতবৎ জন্ম না থাকায় এখানে জন্মের অর্থ উদয় ॥১৯॥২০॥

বাল্যভাব ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
কৃষ্ণ হরিনাম শুনি রহয়ে রোদন ॥২১॥
অতএব হরি হরি বোলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা সব বন্ধুজন ॥২২॥
গৌরহরি বলি তাঁরে হাসে সব নারী।
অতএব হৈল নাম তাঁর গৌরহরি ॥২৩॥
বাল্য বয়স যাবৎ হাতে খড়ি দিল।
পৌগণ্ড বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল ॥২৪॥
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন।
সর্ব্বত্র লয়াইল প্রভু নাম সংকীর্ত্তন ॥২৫॥
পৌগণ্ড বয়সে পড়ে পড়ায় শিষ্যগণ।
সর্ব্বত্র করয়ে কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যান ॥২৬॥
সূত্রবৃত্তি পাঁজি টীকা কৃষ্ণেতে তাৎপর্য্য।
শিষ্যের প্রতীতি হয় প্রভাব আশ্চর্য্য ॥২৭॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপ গ্রাম ॥২৮॥
কৈশোর বয়সে আরম্ভিল সংকীর্ত্তন।
রাত্রিদিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ ॥২৯॥

জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ও যুবা এই পাঁচ কালে প্রভু হরিনাম লওয়ান, তাহাতে প্রহ[illegible] ছলে জন্মকালে নাম লওয়ান বলিয়া বাল্যাদি চারি কালে নাম লওয়ান বলিতেছেন "বাল্য" ইত্যাদি "নগরে নগরে" ইত্যন্ত দ্বারা। রহয়ে, [illegible]মে অর্থাৎ রোদন করে না ॥২১॥—॥২৬॥

সূত্রাদির যে শ্রীকৃষ্ণৈক তাৎপর্য্য ইহাতে প্রভুর আশ্চর্য্য প্রভাবেই শিষ্য

নগরে নগরে বুলে কীর্ত্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া ॥৩০॥
চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপ গ্রামে।
লয়াইলা সব লোকে কৃষ্ণপ্রেম নামে ॥৩১॥
চব্বিশ বৎসর ছিল করিয়া সন্ন্যাস।
ভক্তগণ লৈয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥৩২॥
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।
নৃত্য গীত প্রেমভক্তি দান নিরন্তর ॥৩৩॥
সেতুবন্ধ আর গৌড় শ্রীবৃন্দাবন।
প্রেমনাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ ॥৩৪॥
এই মধ্যলীলা নাম লীলা মুখ্যধাম।
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ অন্ত্যলীলা নাম ॥৩৫॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে*।
প্রেমভক্তি লয়াইল নৃত্য গীত রঙ্গে ॥৩৬॥

গণের বিশ্বাস হয় ॥২৭॥—॥৩১॥

আদিলীলার ক্রমানুবন্ধ বলিয়া মধ্যলীলার ক্রমানুবন্ধ বলিতেছেন "চব্বিশ" ইত্যাদি। সন্ন্যাস করিয়া ছয় বৎসর কাল যাবৎ ভ্রমণ করিয়া নানা দেশে যে নাম-প্রেম দান, এইটী মধ্যলীলা ॥৩২॥—॥৩৪॥

অন্ত্যলীলার ক্রমানুবন্ধ বলিতেছেন "শেষ" ইত্যাদি। শেষ অষ্টাদশবর্ষ যাবৎ কেবল নীলাচলে বাস করিয়া ছয় বৎসর যাবৎ প্রেম প্রদান, দ্বাদশ বর্ষ যাবৎ আস্বাদন ছলে (প্রেমাস্বাদন ছলে) প্রেমাবস্থা শিক্ষা দান, এইটী অন্ত্যলীলা ॥৩৫॥—॥৩৭॥

---

* "নীলাচলে ভক্ত সঙ্গে" ইতি কোথাও পাঠ।

দ্বাদশ বৎসর শেষে রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইল আস্বাদন ছলে ॥৩৭॥
রাত্রি দিবস কৃষ্ণ বিরহ স্ফুরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ বচন ॥৩৮॥
শ্রীরাধার প্রলাপ যেন উদ্ধব দর্শনে।
সেইরূপে প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি দিনে ॥৩৯॥
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥৪০॥
কৃষ্ণের বিয়োগ যত প্রেমের চেষ্টিত।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল সকল বাঞ্ছিত ॥৪১॥
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হৈয়া।
কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার করিয়া ॥৪২॥
সূত্র করে গণে যদি আপনে অনন্ত।
সহস্র বদনে তভো নাহি পায় অন্ত ॥৪৩॥
দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্র লিখিলা বিচারি ॥৪৪॥

প্রলাপ, খেদোক্তি ॥৩৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে "মধুপ কিতববন্ধো" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীরাধার প্রলাপ বর্ণিত আছে। এখানে উহা প্রলাপ মাত্রে দৃষ্টান্ত, কিন্তু শ্রীরাধার প্রলাপ বাক্যই যে কেবল শ্রীচৈতন্য বলিয়াছিলেন, তাহা নহে, অন্য প্রকার প্রলাপ বাক্যও বলিতেন, ইহা জানিবেন ॥৩৯॥—॥৪৩॥

মুরারি গুপ্ত আদিলীলার এবং স্বরূপ দামোদর শেষ লীলার [illegible] বর্ণনা করেন ॥৪৪॥—॥৪৯॥ কোন বাঞ্ছা, "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা" এই প্রথমের

সেই অনুসারে লিখি লীলা সূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিলা তাহা দাস বৃন্দাবন ॥৪৫॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ ॥৪৬॥
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থান।
সেই সেই স্থান কিছু করিব ব্যাখ্যান ॥৪৭॥
প্রভু লীলামৃত তিহোঁ করয়াছেন আস্বাদন।
তাঁর ভুক্ত শেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ ॥৪৮॥
আদিলীলার সূত্র লিখি শুন ভক্তগণ।
সংক্ষেপে লিখিয়ে সম্যক না যায় লিখন ॥৪৯॥
কোন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজেন্দ্রকুমার।
অবতীর্ণ হতে মনে করিল বিচার ॥৫০॥
আগে অবতারিল যে গুরু পরিবার।
সংক্ষেপে কহিয়ে এই না যায় বিস্তার ॥৫১॥
শ্রীশচী জগন্নাথ শ্রীমাধবপুরী।
কেশব ভারতী আর শ্রীঈশ্বরপুরী ॥৫২॥
অদ্বৈতাচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস
আচার্য্য রত্ন বিদ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস ॥৫৩॥
শ্রীহট্ট দেশেতে ঘর উপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণ প্রধান ॥৫৪॥

ষষ্ঠ শ্লোকোক্ত তিন বাঞ্ছা ॥৫০॥ অবতারিল, অবতীর্ণ করাইল অর্থাৎ শ্রী[illegible] গুরুজন পরিবারবর্গকে অগ্রে অবতীর্ণ করান ॥৫১॥—॥৫৪॥

সপ্ত মিশ্র তাঁর পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর*।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ স[illegible]র ॥৫৫॥
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ ॥৫৬॥
জগন্নাথ দ্বিজ পদবী মিশ্র পুরন্দর।
নন্দ বসুদেব রূপ সদ্‌গুণ সাগর ॥৫৭॥
তাঁর পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী।
তাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী ॥৫৮॥
রাঢ়দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত গুপ্ত মুরারি মুকুন্দ ॥৫৯॥
অসংখ্য ভক্তগণের করাইয়া অবতার।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥৬০॥

তাঁর, উপেন্দ্র মিশ্রের। সপ্ত ঋষি যথা, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, এই সপ্ত জন। পূর্ব্ব [illegible]লার শ্রীনন্দই শ্রীজগন্না[illegible] মিশ্র, আর কশ্যপাদির সেই মিশ্রে প্রবেশ। এইটি গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় উক্ত থাকায় তাহাতে সেই ঋষির প্রবেশ জানিবেন। অথবা সপ্ত পুত্র স[illegible] ঋষি তুল্য। কংসারি আদি এই সপ্ত পুত্র। তন্মধ্যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গঙ্গাতীরে বাস করিবার নিমিত্ত নদীয়াতে বাস করেন। গঙ্গাবাস করিবার অপর স্থান থাকিলেও যোগমায়া নিজধাম শ্রীন[illegible]পে আনয়ন করেন, জানিবে[illegible] ॥৫৫॥৫৬॥

পদবী মিশ্র। পুরন্দর, প্রধান। পুরন্দর মিশ্র উপনাম ॥[illegible]৫৮॥

রাঢ়দেশে, রাঢ়দেশ মধ্যে একচাকা গ্রামে ॥৫৯॥—॥৭১॥

---

* "সপ্ত পুত্র তার হয় সপ্ত ঋষীশ্বর" ইতি কোথাও পাঠ।

প্রভু আবির্ভাব পূর্ব্বে সব ভক্তগণ।
অদ্বৈতাচার্য্য স্থানে করিয়া গমন ॥৬১॥
গীতা ভাগবত কহে আচার্য্য গোসাঞি।
জ্ঞান কর্ম্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞি ॥৬২॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে করে কৃষ্ণ ভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞান যোগ তপঃ কর্ম্ম নাহি মানে আন ॥৬৩॥
তাঁর সঙ্গে আনন্দ করে বৈষ্ণবের গণ।
কৃষ্ণ পূজা কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ॥৬৪॥
কিন্তু সর্ব্ব লোক দেখি কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ।
বিষয় নিমগ্ন লোক দেখি পায় দুঃখ ॥৬৫॥
লোকের নিস্তার লাগি করয়ে শোচন।
কেমতে এ সব লোকের হইবে তারণ ॥৬৬॥
কৃষ্ণ অবতরি করে ভক্তির বিস্তার।
তবে সে এ সব লোকের হইবে নিস্তার ॥৬৭॥
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণ পূজা করে তুলসী গঙ্গাজল দিয়া ॥৬৮॥
কৃষ্ণ আহ্বানিঞা করে সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥৬৯॥
জগন্নাথ মিশ্র পত্নী শচীর উদরে।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল জন্মি জন্মি মরে ॥৭০॥
অপত্য বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
পুত্র লাগি আরাধিল বিষ্ণুর চরণ ॥৭১॥

তবে পুত্র উপজিল বিশ্বরূপ নাম।
মহা গুণময় তিহোঁ বলদেব ধাম ॥৭২॥
বলদেব প্রকাশ পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ।
তিহোঁ বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত কারণ ॥৭৩॥
তিহোঁ বিনু বিশ্ব কিছু বস্তু নহে আর।
অতএব বিশ্বরূপ নাম হৈল যে তাঁহার ॥৭৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১০ স্কন্ধে ১৫ অং ২৫ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং ;—

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতং মিদং বিশ্বং তন্তুষঙ্গ যথা পটঃ ॥৩॥

বলদেব ধাম বলদেবস্যাংশঃ ॥৭২॥

বলদেব ইতি। বলদেবস্যাবির্ভাবঃ বিলাস ইতি বা পাঠঃ। উপাদান কারণ নিমিত্ত কারণে ইত্যর্থঃ ॥৭৩॥—॥৭৭॥

যস্মিন্নিদং বিশ্বং ওতং উর্দ্ধতন্তুষু পটইব গ্রথিতং প্রোতং তির্য্যক্তন্তুষু পটইব গ্রথিতং সর্ব্বতোহনুস্যূতং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। ইতি ভাবার্থ-দীপিকা ॥৩॥

জগদীশ্বরে ভগবতি অনন্তে হি এতং চিত্রং ন। যথা (যে) তন্তুষু পটঃ (যস্মিন্) ইদং বিশ্বং ওতং প্রোতং। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩॥

বলদেব ধাম, বলদেবের অংশ ॥৭২॥

"বলদেব" ইতি। বলদেবের বিলাসমূর্ত্তি যে সঙ্কর্ষণ তিনি বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, অর্থাৎ তিনিই বিশ্বরূপে পরিণত হয়েন বলিয়া তাহার নাম হইল বিশ্বরূপ ॥৭৩॥৭৪॥

পরপক্ষ নিগ্রহ এই কার্য্যটী জগদীশ্বর ভগবান্ অনন্ত শ্রীবলরামে আশ্চর্য্য নহে। সূত্র সকলে যেমন বস্ত্র গ্রথিত আছে, তদ্রূপ যে শ্রীবলদেবে এই জগতও গ্রথিত আছে ॥৩॥

অতএব প্রভুর তিঁহো হৈলা বড় ভাই।
কৃষ্ণ বলদেব দুই চৈতন্য নিতাই ॥৭৫॥
পুত্র পায়্যা দম্পতী হৈল আনন্দিত মন।
বিশেষ আরাধন করেন গোবিন্দ চরণ ॥৭৬॥
চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে।
জগন্নাথ শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে ॥৭৭॥
মিশ্র কহে শচী স্থানে দেখি আন রীত।
জ্যোতির্ম্ময় দেহে গেহে লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত ॥৭৮॥
যাঁহা তাঁহা সব লোক করেন সম্মান।
ঘরেতে পাঠায়্যা দেন বস্ত্র ধন ধান ॥৭৯॥
শচী কহে মুঞি দেখো আকাশ উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি লোক সব যেন স্তুতি করে ॥৮০॥
জগন্নাথ মিশ্র কহে মুঞি স্বপন দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময় ধাম আমার হৃদয়ে পশিল ॥৮১॥

অন্য রীতিং জ্যোতির্ময়ীং শচীং দৃষ্ট্বা মিশ্র স্তস্যৈ কথয়ত্যর্থঃ। কথন মেবাহ জ্যোতির্ম্ময়েত্যাদি। জ্যোতির্ম্ময়দেহা ভূত্বা লক্ষ্মীরধিতিষ্ঠতীতি ॥৭৮॥

"তিঁহো বিনু—" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৩॥

অতএব, অগ্রে প্রকট হয়েন বলিয়া। "কৃষ্ণ" ইতি। শ্রীসঙ্কর্ষণ, শ্রীবিশ্বরূপ; শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য। শ্রীবলদেব, শ্রীনিত্যানন্দ ইত্যর্থ ॥৭৫॥—॥৭৭॥

অন্য রীত, শচীকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিয়া মিশ্র তাহাকে বলিয়াছিলেন এই লক্ষ্মী জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধরিয়া গৃহে অধিষ্ঠান করিতেছেন ॥৭৮॥

অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ বাস করায় তৎপ্রভাবে লোকে সম্মানাদি করেন ॥৭৯॥৮০॥

আমার হৃদয় হৈতে তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে ॥৮২॥
এত বলি দোঁহে রহেন হরষিত হৈয়া।
শালগ্রাম সেবা করেন বিশেষ করিয়া ॥৮৩॥

"জগন্নাথ" ইতি। জ্যোতির্ম্ময় মুর্ত্তি প্রথমতঃ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেন, তৎপরে তোমার (শচীর) হৃদয়ে প্রবেশ করেন।

এখানে এইটী জানিবেন, শচীদেবী মিশ্রের উক্ত স্বপ্ন-কথিত রূপ শ্রবণ করিয়া সেই রূপটীকে পু পে হৃদয়ে চিন্তা করেন, তাহাতেই প্রাকৃতবৎ গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পা, পশ্চাৎ যথাকালে সেই রূপ প্রকট হয়েন, কিন্তু তাহা জীববৎ শোণিত শুক্র জন্য নহে। কেননা ঈশ্বরের অভিব্যক্তিকেই জন্ম বলে, তাহার প্রকার এই যে, ঈশ্বরের যে রূপটী প্রপঞ্চে প্রকট হইবে তাহা প্রথমতঃ তৎযোগ্য পিতার হৃ য়ে উদয় হয়েন, পশ্চাৎ সেই পিতা পত্নীকে মন্ত্ররূপে সেই হৃদয়োদিত রূপটী অর্পণ করেন, অর্থাৎ তাহার নিকট সেই রূপ-বিষয়ক বর্ণনা করেন। মাতা গর্ভধামে সেই রূপকে পুত্ররূপে চিন্তা করেন, তৎপরে য াকালে সেই রূপটী প্রকট হয়েন, যেমন শ্রীকৃষ্ণ, তৎযথা,

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কং ২ অং ১১ শ্লোক ;—

"আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ।

অত্র স্বামী "মন আবিবেশ - মনস্যাবির্ব্বভূব জীবানামিব ন তস্য ধাতু সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ"।

অস্যার্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণরূপে বসুদেবের ম আবির্ভাব হইয়াছিলেন, মনে আবির্ভাব হও তে জীববৎ তাহার ধাতু সম্বন্ধ নাই ইত্যর্থ।

তত্রৈব ১৩ শ্লোক ;—

"ততো জগন্মঙ্গল মচ্যুতাংশং
সমাহিতং শূরসুতেন দেবী

হৈতে হৈতে গর্ভ হৈল ত্রয়োদশ মাস।
তভো প্রসব না হইল মিশ্রের হৈল ত্রাস ॥৮৪॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিল গণিঞা।
এই মাসে পুত্র হবে পুণ্যক্ষণ পাঞা ॥৮৫॥

দধার সর্ব্বাত্মক মাত্মভূতং
কাষ্ঠা যথা নন্দকরং মনস্তঃ ॥"

অত্র স্বামী "জগন্মঙ্গলং জগতো মূর্ত্তিমন্মঙ্গলং। অচ্যুতাংশং চ্যুতিরহিতা অংশা যস্য তং। যদ্বা অচ্যুতস্য অংশ ইব অংশ স্তং ভক্তানুগ্রহায় পরিচ্ছিন্নমিব বপুরিত্যর্থঃ। সমাহিতং সম্যগ্‌ভূতমেবাহিতং বেদদীক্ষয়া অর্পিতং দেবী দ্যোতমানা শুদ্ধসত্ত্বা ইত্যর্থঃ সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বস্যাত্মানং অতএব আত্মভূতং স্বস্মিন্নাদাবেব সন্তং মনস্তঃ মনসৈব দধার ধারণয়া ধৃতবতী অত্রানুরূপং দৃষ্টান্তমাহ যথা কাষ্ঠা প্রাচীদিক্ আনন্দকরং চন্দ্রমিতি।"

তোষণী। "—জীববজ্জন্মাভাবাৎ ব্যক্তিরেব শ্রীভগবতো জন্ম উচ্যতে—"।

উহার তাৎপর্য্যার্থ এই, শ্রীবসুদেব দেবকীকে শ্রীকৃষ্ণরূপ মন্ত্রবৎ অর্পণ করিলে অর্থাৎ সেই রূপের বর্ণনা করিলে তিনি সেই রূপটী মনে ধারণা করিয়াছিলেন, যেমন পূর্ব্বদিক্ চন্দ্রকে ধারণ করে। পূর্ব্বদিকে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে তাহার যেমন জন্ম বলা যায় না, তদ্রূপ দেবকীতে পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের উদয়ে তাহার জন্ম বলা যায় না ইতিভাব।

অপিচ জীববৎ শ্রীকৃষ্ণ জন্ম হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কং ৩ অং ৮ শ্লোক "তমদ্ভুতং বালকং" এতদুক্ত শঙ্খাদি অস্ত্রের সহিত কৌস্তভাদি অলঙ্কারে সহিত জন্ম কখন সম্ভবে না। কেননা গর্ভে অস্ত্রালঙ্কারাদির অসম্ভব।

তথা শ্রীগোপালচম্পূর ৩ পূরণে ;—

"শ্রীব্রজরাজাভ্যাং মনসা ধারণং তস্য কার্য্যান্যথানুপপত্তিসিদ্ধেন ভক্তিস্বাভাব্যেনৈব সম্ভাব্যতে।"

অস্যার্থ। শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণকে মনে ধারণা করেন ॥৮১॥—॥৮৩॥

চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ ॥৮৬॥
সিংহরাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সব সুলক্ষণ ॥৮৭॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিল দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কিবা প্রয়োজন ॥৮৮॥
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনাম ভাসে ত্রিভুবন ॥৮৯॥
জগত ভরিয়া লোক বলে হরি হরি।
সেই ক্ষণে গৌর কৃষ্ণ ভূমি অবতরি ॥৯০॥
প্রসন্ন হইল সব জগজ্জনের মন।
হরি বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥৯১॥
হরি বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে নৃত্য বাদ্য করে দেব কুতূহলী ॥৯২॥
প্রসন্ন হৈল দশদিক্ প্রসন্ন নদী জল।
স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দ বিহ্বল ॥৯৩॥

হৈতে হৈতে, দেখিতে দেখিতে অর্থাৎ অদ্য কল্য করিতে করিতে ॥৮৪॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, শ্রীশচী ঠাকুরাণীর পিতা ॥৮৫॥৮৬॥
ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ ইহাদিগে ষড়্‌বর্গ বলে।
"শুভাশুভ ফল সূচক জন্ম কালীন রাহু ভিন্ন অষ্টগ্রহ সমুদয়ে যে চক্র" তাহার নাম অষ্টবর্গ। অপর উহাদের সুলক্ষণাদি জ্যোতিঃশাস্ত্রে দৃষ্টি করিবেন ॥৮৭॥—॥৯৫॥

যথা রা ।

নদিয়া উদয়গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
কৃপা করি করিল উদয়।
পাপ তমো হৈল নাশ ত্রিজগতের উল্লাস
জগভরি হরিধ্বনি হয় ॥৯৪॥
সেই কালে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাস লয়ে সঙ্গে হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে
কেনে নাচে কেহো নাহি জানে ॥৯৫॥
দেখি উপরাগ রাশি শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।
পায়্যা উপরাগ ছলে আপনার মনোবলে
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান ॥৯৬॥
জগৎ আনন্দময় দেখি মনে বিস্ময়
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ মন মোর পরসন্ন
জানি কিছু কাজে আছে ভাস ॥৯৭॥
আচার্য্য-রত্ন শ্রীনিবাস মনে হৈল সুখোল্লাস
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।

উপরাগ, গ্রহণ ॥৯৬॥ ঠারে ঠোরে, ইঙ্গিতে। **ভাস, আভাস** (অভিপ্রায়) অর্থাৎ **এই** দান কার্য্যে কোন অভিপ্রায় আছে। শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, এইটী ইঙ্গিতে শ্রীহরিদাস শ্রীঅদ্বৈতকে বলেন ইতিভাব ॥৯৭॥—॥৯৯॥

আনন্দে বিহ্বল মন কৈল হরি সংকীর্ত্তন
নানা দান কৈল মনোবলে ॥৯৮॥
এই মত ভক্ত ততি যার যেই দেশে স্থিতি
তাহাঁ তাহাঁ পায়্যা মনোবলে।
নাচে করে সংকীর্ত্তন আনন্দে বিহ্বল মন
দান করে গ্রহণের ছলে ॥৯৯॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন নারী নানা দ্রব্য থালী ভরি
আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা সোণাদ্যুতি দেখিয়া বালকমূর্ত্তি
আশীর্ব্বাদ করে মুখ চায়্যা* ॥১০০॥
সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী শচী রম্ভা অরুন্ধতী
আর যত দেবনারীগণ।
নানা দ্রব্যে থালী ভরি ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি
আসি সবে করে দরশন ॥১০১॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ গন্ধর্ব্ব ঋষি চারণ
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত।
নর্ত্তক বাদক ভাট নবদ্বীপে যার নাট
সবে আসি নাচে পায়্যা প্রীত ॥১০২॥
কেবা আস্তে কেবা যায় কেবা নাচে কেবা গায়
সাম্ভালিতে নাহি কারো বল।

আইলা, শচী-নন্দন শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল ॥১০০॥
শচী, ইন্দ্রাণী ॥১০১॥১০২॥

---

* "সুখ পায়্যা" ইতি কোথাও পাঠ।

খণ্ডিল ক দুঃখ শোক আনন্দে বিহ্বল লোক।
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥১০৩॥
আচার্য্য-রত্ন শ্রীনিবাস জগন্নাথ মিশ্র পাশ
আসি তাঁরে করি সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম যেন আছে বিধিধর্ম্ম।
তবে মিশ্র করে নানা দান ॥১০৪॥
যৌতুক পাইলা যত ঘরে বা আছিল কত
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক গায়ন ভাট অকিঞ্চন জন
ধন দিয়া কৈল সবার মান ॥১০৫॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী নাম তাঁর মালিনী।
আচার্য্য-রত্নের পত্নী সঙ্গে।
সিন্দূর হরিদ্রা জল খই কলা নারিকেল
দিয়া পূজে নারিগণ সঙ্গে ॥১০৬॥
অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা জগত বন্দিতা আর্য্যা
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পায়্যা চলিলা উপহার লয়্যা
দেখিতে বালক শিরোমণি ॥১০৭॥
সুবর্ণের কড়িবলি রজত মুদ্রা পায়ুলী।
সুবর্ণের বলয় কঙ্কণ।

আইসে, আগমন করে। সাম্বালিতে, সামলাইতে। মিশ্র, শ্রীজগন্নাথমিশ্র ॥১০৩॥ জাতকর্ম্ম, "ভূস্বপীত্যাদি" মন্ত্রে মেধা জননাদি কর্ম্মময় বৈদিক কর্ম্ম বিশেষ ॥১০৪॥—॥১০৭॥ পাষুলী, পদাভরণ বিশেষ। পাঁইজোড় ইতি ভাষা ॥১০৮॥

দুই বাহু দিব্য শঙ্খ রজতের মল্যবঙ্ক
স্বর্ণ মুদ্রা নানা হার গণ ॥১০৮॥
ব্যাঘ্র নখ হেম জড়ি কটি সূত্র পট্ট ডোরি
হস্ত পদের যত আভরণ।
চিত্র বর্ণ পট্টসাড়ি তুলি ফোতা পট্টপাড়ি
স্বর্ণ রূপ্য মুদ্রা বহু ধন ॥১০৯॥
দূর্ব্বা ধান্য গোরোচন হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন
মঙ্গল দ্রব্য পাত্রে ভরিয়া।
বস্ত্র গুপ্ত দোলা চড়ি সঙ্গে লয়া দাস চেড়ি
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥১১০॥
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার সঙ্গে নিল বহুভার
শচী গৃহে হৈলা উপনীত।
দেখিয়া বালক ঠান সাক্ষাৎ গোকুল কান
বর্ণ মাত্র দেখি বিপরীত ॥১১১॥
সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ সুবর্ণ প্রতিমা ভান
সব অঙ্গ সুলক্ষণ ময়।
বালকের দিব্য জ্যোতি দেখি পাল্য বহু প্রীতি
বাৎসল্যতে দ্রবিল হৃদয় ॥১১২॥
দূর্ব্বা ধান্য দিল শিরে কৈল বহু আশিষেরে
চিরজীবী হয় দুই ভাই।

পট্টসাড়ি প্রভৃতি শচী মাতার জন্য লইয়াছিলেন ॥১০৯॥—॥১১১॥
পাল্য, পাইল ॥১১২॥

ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে
ভয়ে নাম থুইল নিমাঞি ॥১১৩॥
পুত্র মাতা স্নান দিনে দিল বস্ত্র বিভূষণে
পুত্র সহ মিশ্রেরে সম্মানি।
শচী মিশ্রের পূজা লৈয়া মনে হরষিতা হৈয়া
ঘরে আল্যা সীতা ঠাকুরাণী ॥১১৪॥
ঐছে শচী জগন্নাথ পুত্র পায়্যা লক্ষ্মীনাথ
পূর্ণ কৈল সকল বাঞ্ছিত।
ধন ধানে ভরে ঘর লোক মান্য কলেবর
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥১১৫॥
মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত অলম্পট শুদ্ধ দান্ত
ধন ভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত ধন আসি মিলে কত
বিষ্ণু প্রিত্যে দ্বিজে দেন দান ॥১১৬॥

বাৎসল্যেতে হৃদয় দ্রব হওয়াতেই সীতা ঠাকুরাণী শ্রীচৈতন্যকে আশীর্ব্বাদ করেন, নচেৎ ঈশ্বর জ্ঞানে আশীর্ব্বাদ হইতে পারে না। হয়, হও। দুই বিশ্বরূপ ও শ্রীচৈতন্য ॥১১৩॥ "পুত্র" ইতি। অর্থাৎ সীতা ঠাকুরাণী বিশ্বরূপ ও জগন্নাথ মিশ্রকেও বস্ত্রাদি দিয়াছিলেন।

সম্মানি, সম্মান করিয়া। "শচী" ইতি। অর্থাৎ শচী ঠাকুরাণী ও জগন্নাথ মিশ্রও সীতা ঠাকুরাণীকে বস্ত্রাদি দিয়াছিলেন ॥১১৪॥

লক্ষ্মী, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধা ॥১১৫॥

বৈষ্ণবত্বাদি গুণ থাকায় মিশ্রের ধন ভোগে অভিলাষ ছিল না, তৎপ্রযুক্ত তিনি বিষ্ণুপ্রীতে ব্রাহ্মণদিগে সমস্ত ধন দান করিয়াছিলেন। দ্বিজ উপলক্ষণে

লগ্ন গণি হর্ষ মতি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন লগ্নে অঙ্গে বিভিন্ন
দেখি এই তারিবে সংসারে ॥১১৭॥
ঐছে প্রভু শচী ঘরে কৃপায় কৈল অবতারে
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌর প্রভু দয়াময় তারে হয়েন সদয়
সেই পায় তাহার চরণ ॥১১৮॥
পাইয়া মানুষ জন্ম যে না শুনে গৌরগুণ
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃত খনি পিয়ে বিষ গর্ত্ত পানি
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ॥১১৯॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস।
ইহা সবার শ্রীচরণ শিরে ধরি* নিজ ধন
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥১২০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে জন্মলীলা সূত্রবর্ণনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১৩॥

অপর সূত মাগধ প্রভৃতিকেও যথযোগ্য ধন দান করিয়াছিলেন ॥১১৬॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, শ্রীচৈতন্য প্রভুর মাতামহ ॥১১৭॥—॥১২০॥
ইতি আদি-সুধাসঞ্চারিণী নাম ব্যাখ্যা ত্রয়োদশ ॥১৩॥

---

* "বন্দি" ইতি কোথাও পাঠ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য বিংশ বিলাসে প্রথম শ্লোকঃ।—

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।
বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যং নমামি তং॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥১॥

কথঞ্চনেতি যেন কেনাপি প্রকারেণ স্মৃতেঽপি দুষ্করং কর্ত্তুমশক্যমপি। বিপরীতং সুকরমপি দুষ্করং স্যাৎ। এবমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং স্মরণ-প্রভাবো দর্শিতঃ। ইতি দিগ্দর্শনী॥১॥

যস্মিন্ (শ্রীচৈতন্যে) কথঞ্চন স্মৃতে দুষ্করং সুকরং ভবেৎ। (যস্মিন্ শ্রীচৈতন্যে) বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ তং শ্রীচৈতন্যং নমামি। ইত্যন্বয়ঃ॥১॥

এই চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। অথ ব্যাখ্যা।

কোন মত প্রকারে যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে স্মরণ করিলে দুষ্কর্ম্মেও সুকর্ম্ম ফল হয়। আর যে শ্রীচৈতন্যবিস্মৃত হইলে সুকর্ম্মেরও দুষ্কর্ম্ম ফল হয়, সেই শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করি॥১॥

প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা সূত্র।
যশোদা নন্দন ঐছে হৈলা শচী পুত্র ॥২॥
সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা সূত্রগণ।
এবে কহি বাল্যলীলা সূত্রের গণন ॥৩॥

যথা
বন্দে চৈতন্যদেবস্য বাল্যলীলাং মনোহরাং।
লৌকিকী মপি তামীশচেষ্টয়া বলিতান্তরাং ॥২॥

বাল্যলীলা প্রথমে প্রভুর উত্তান শয়ন।
পিতা মাতায় দেখাইলেন চিহ্নিত চরণ ॥৪॥

বন্দে ইতি। চৈতন্যদেবস্য বাল্যলীলাং বাল্যবচ্ছন্ন বিহরণং বন্দে। কথম্ভূতাং মনোহরাং মহাচমৎকারিণীং পুনঃ কথম্ভূতাং লৌকিকীমপি মানুষচেষ্টিতামপি ঈশচেষ্টয়া ঐশ্বর্য্যচেষ্টয়া হেতুভূতয়া অবনিতান্তরাং। অথবা বলিতান্তরাং বেষ্টিতান্তরা মিত্যর্থঃ ॥২॥

লৌকিকীমপি ঈশচেষ্টয়া বলিতান্তরাং মনোহরাং চৈতন্যদেবস্য তাং বাল্যলীলাং বন্দে। ইত্যন্বয়ঃ ॥২॥

প্রভুর, শ্রীচৈতন্য প্রভুর। যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই শচীনন্দন শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন, এইটী জন্মলীলা সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে ॥২॥

বাল্যলীলা, "কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং" জন্ম হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, এই লীলা অর্থাৎ জন্মের পর পাঁচ বৎসরের লীলা ॥৩॥

শ্রীচৈতন্যদেবের সেই মনোহর বাল্যলীলাকে বন্দনা করি। যে লীলা মনুষ্যবৎ হইলেও অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টাযুক্ত অর্থাৎ মনুষ্যবৎ সেই লীলার মধ্যে ঈশ্বর চেষ্টাও আছে, তবে শিশু চরণে ধ্বজাদি চিহ্ন দেখান, মৃত্তিকা ভক্ষণ কথা, নারিকেল আনয়ন ইত্যাদি ঈশ্বর চেষ্টা। উহা তত্তৎস্থানে দৃষ্টি করিবেন ॥২॥

গৃহে দুই জন দেখে লঘুপদ চিহ্ন।
তাহে শোভে ধ্বজবজ্র শঙ্খপদ্মমীন ॥৫॥
দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময়।
কার পদচিহ্ন ঘরে না পাই নিশ্চয় ॥৬॥
মিশ্র কহে বালগোপাল আছে শিলা সঙ্গে।
তিঁহো মূর্ত্তি হৈয়া ঘরে জানি খেলে রঙ্গে ॥৭॥
সেই ক্ষণে জাগিঞা নিমাঞি করেন ক্রন্দন।
অঙ্কে লৈয়া শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন ॥৮॥
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল।
সেই চিহ্ন পায় দেখি মিশ্রে বোলাইল ॥৯॥
দেখিয়া মিশ্রের হৈল আনন্দিত মতি।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ॥১০॥
চিহ্ন দেখি চক্রবর্ত্তী বোলেন হাসিয়া।
লগ্ন গণি পূর্ব্বে আমি রাখ্যাছি লিখিয়া ॥১১॥

উত্তান শয়ন, চিৎ হইয়া শয়ন, এইটী বাল্যলীলা। আর ধ্বজাদি চিহ্নযুক্ত চরণ দেখানটী ঈশ্বর চেষ্টা, এইরূপ পরপর স্থানে যোজনা করিবেন ॥৪॥

লঘুপদ, ক্ষুদ্র পদ। ধ্বজাদি ঊনবিংশতি চিহ্ন, যথা "ধ্বজা, পদ্ম, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, ঊর্দ্ধরেখা, অষ্টকোণ, ইন্দ্রচাপ, ত্রিকোণ, কলস, অর্দ্ধচন্দ্র, অম্বর, মৎস, গোষ্পদ, জম্বুফল, চক্র, শঙ্খ, আতপত্র, ॥৫॥

পদ চিহ্নের নিশ্চয় না পাইয়া দোঁহার (শচী ও মিশ্রের) বিস্ময় জন্মিল ॥৬॥

শিলা, শালগ্রাম শিলা। তিঁহো, তিনি অর্থাৎ বালগোপাল। "তিঁহো মূর্ত্তি হৈয়া—" এই বাক্যে তৎশিলান্তর্গত বালগোপাল জানিবে ॥৭॥

বাল্যলীলা বলিয়া ঈশ্বর চেষ্টা বলিতেছেন "সেই চিহ্ন" ইতি। পায়, চরণে ॥৯॥

বত্তিশ লক্ষণ মহাপুরুষ ভূষণ।
এই শিশু অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ ॥১২॥

তথাহি সামুদ্রকে।

পঞ্চসূক্ষ্মঃ পঞ্চদীর্ঘঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব পৃথু গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥৩॥

নারায়ণের চিহ্ন যুক্ত শ্রীহস্ত চরণ।
এই শিশু সর্ব্ব লোক করিবে তারণ ॥১৩॥

পঞ্চেতি। মহাপুরুষস্য দ্বাত্রিংশৎলক্ষণঃ মহান্ ভবতি তদাহ। পঞ্চসূক্ষ্মঃ নখ কেশ ত্বগ্ দন্তাঙ্গুলীতি পঞ্চ। পঞ্চদীর্ঘঃ কেশ নেত্র নাসিকা বাহু জংঘেতি পঞ্চ। সপ্তরক্তঃ নেত্র জিহ্বা তালু অধরোষ্ঠ হস্ত পাদেতি সপ্ত। ষড়ুন্নতঃ নাসিকা গ্রীবা উরঃ ভাল কপোল চিবুক ইতি ষট্। ত্রিহ্রস্বঃ শিশ্ন উরু জানু ইতি ত্রয়ঃ। পৃথুঃ বিস্তারঃ ত্রয়ঃ বক্ষঃ কুক্ষি উরু ইতি ত্রয়ঃ। গম্ভীরঃ ত্রয়ঃ নাভি স্বর নিতম্বমধ্য ইতি ত্রয়ঃ। দ্বাত্রিংশল্লক্ষণঃ গৌরচন্দ্রস্য দৃশ্যতে।

ত্রয়শ্চ ত্রয়শ্চ ত্রয়শ্চ ত্রয় ইত্যেকশেষঃ তেষু হ্রস্ব পৃথুগম্ভীরা ইতি সপ্তমী পদস্য প্রত্যেকান্বয়েন নবসংখ্যা তেন দ্বাত্রিংশল্লক্ষণানি। তত্র ত্রিষু গ্রীবা জঙ্ঘা মেহনেষু হ্রস্বতা। পুনস্ত্রিষু কটিললাটবক্ষস্সু পৃথুতা। পুনস্ত্রিষু নাভি স্বর সত্ত্বেষু গম্ভীরতা। পঞ্চসু ত্বক কেশাঙ্গুলি পর্ব্ব দন্ত রোমসু সূক্ষ্ম। পঞ্চসু নাসা ভুজ হনুনেত্র জানুষু দীর্ঘঃ। সপ্তসু নেত্রান্ত পাদতল করতল তালু অধরোষ্ঠ জিহ্বা নখেষু রক্তঃ। ষট্সু বক্ষঃ স্কন্ধ নখ নাসিকা কটি মুখেষু উন্নতঃ। ইতি টীং ॥৩॥

লগ্নগণি, জন্ম লগ্ন গণনা করিয়া। পূর্ব্বে, চরণ চিহ্ন বলিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ জন্মকালে ॥১১॥—॥১৩॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও ব্যাখ্যা সহজই আছে। দ্বাত্রিংশল্লক্ষণ টীকায় দৃষ্টি করিবেন ॥৩॥

এইত করিবে বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরচার ।
ইহা হৈতে হবে দুই কুলের নিস্তার ॥১৪॥
মহোৎসব কর সব বোলাহ ব্রাহ্মণ ।
আজি দিন শুভ করি নাম করণ ॥১৫॥
সব লোকের করিব ইহোঁ ধারণ পোষণ ।
বিশ্বম্ভর নাম ইহাঁর এইত কারণ ॥১৬॥
শুনি শচী মিশ্রের মনে আনন্দ বাঢ়িল ।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল ॥১৭॥
তবে কতো দিনে প্রভুর জানু চংক্রমণ ।
তাহাঁ নানা চমৎকার করাল্যা দর্শন ॥১৮॥
ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম ।
নারী সব হরিবোলে হাসে গৌরধাম ॥১৯॥
তবে কথো দিনে কৈল পাদ চংক্রমণ ।
শিশুগণ লৈয়া খেলে বিবিধ খেলন ॥২০॥
একদিন শচী খৈ সন্দেশ আনিঞা ।
বাটা ভরি দিয়া বৈল খায়ত বসিয়া ॥২১॥
এতবলি গেলা শচী গৃহকর্ম্ম করিতে ।
লুকাইয়া লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥২২॥
দেখি শচী ধাঞা আল্যা করি হায় হায় ।
মাটি কাড়ি লৈয়া বৈল মাটি কেন খায় ॥২৩॥

দুই কুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল ॥১৪॥—॥১৭॥
জানু চংক্রমণ, হাঁটু দ্বারা ভ্রমণ অর্থাৎ হামাগুড়ি ॥১৮॥১৯॥
পাদ চংক্রমণ, পাদ দ্বারা ভ্রমণ অর্থাৎ হাঁটিয়া বেরান ॥২০॥—॥২৩॥

কান্দিয়া বলিল শিশু কেনে কর রোষ।
তুমি মাটি খাইতে দিলে মোর কিবা দোষ ॥২৪॥
খৈ সন্দেশ অন্ন যত মাটির বিকার।
এই মাটি সেহ মাটি কি ভেদ বিচার ॥২৫॥
দেহ মাটি ভক্ষ্য মাটি দেখহ বিচারি।
অবিচারে দোষ দেহ কি বলিতে পারি ॥২৬॥
অন্তরে বিস্মিত শচী বলিল তাঁহারে।
মাটি খাত্যে যোগোপায়* কে শিখাল্য তোরে ॥২৭॥
মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্টি হয়।
মাটি খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয় ॥২৮॥
মাটির বিকার ঘটে পানি ভরি আনি।
মাটি পিণ্ডে ধরি যবে শুখি যায় পানি ॥২৯॥
আত্মা লুকাইতে প্রভু কহিল তাঁহারে।
পহিলে কেনে ইহা মতা না শিখাল্যে মোরে ॥৩০॥

বাল্যলীলা বলিয়া ঈশ্বর চেষ্টা বলিতেছেন "কান্দিয়া" ইতি। মাটি হইতে উৎপন্ন হওয়াতে খৈ প্রভৃতি খাদ্য বস্তু সকলই মাটি, অতএব মাটি খাইতে দিয়াছ ॥২৪॥—॥২৬॥

যোগোপায়, জ্ঞানযোগ ॥২৭॥

তত্ত্ব বিচারে মাটি হইতে উৎপন্ন বস্তু মাটি, কিন্তু ব্যবহারে তাহা নহে, ইহা বলিতেছেন "মাটির" ইতি। মাটি খাইলে পাণ্ডুরোগ হয় যথা ভাবপ্রকাশে। "পাণ্ডুরোগঃ পঞ্চমো ভক্ষণান্ মৃদঃ"। অস্যার্থ, পঞ্চ প্রকার পাণ্ডুরোগের মধ্যে মৃদ্ভক্ষণে এক প্রকার পাণ্ডুরোগ হয় ॥২৮॥

---

* "জ্ঞান যোগ" ইতি কোথাও পাঠ।

এবেত জানিলু মাতা মাটি না খাইব।
ক্ষুধা যবে লাগে তোমার স্তন তবে পিব ॥৩১॥
এত বলি জননীর কোলেতে চঢ়িয়া।
স্তন পান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥৩২॥
এই মত নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পাছেত লুকায় ॥৩৩॥
অতিথি বিপ্রের অন্ন খাল্য তিনবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রের করিল নিস্তার ॥৩৪॥
চোর লৈয়া গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া।
তার স্কন্ধে চঢ়ি আল্যা তারে ভুলাইয়া ॥৩৫॥
ব্যাধি ছলে জগদীশ হিরণ্য সদনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইল একাদশী দিনে ॥৩৬॥
শিশু সব লয়্যা পাশ পড়শির ঘরে।
চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে ॥৩৭॥

আত্মা লুকাইতে, আপনাকে লুকাইতে, অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব গোপন করিতে ॥২৯॥—॥৩৩॥

অতিথি বিপ্রের অন্ন ভোজন, চোরে লইয়া যাওয়া ও জগদীশের বিষ্ণু নৈবেদ্য ভক্ষণ লীলার বিস্তার বর্ণনা, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদির চতুর্থ ও পঞ্চমাধ্যায় দৃষ্টি করিবেন। বেদধর্ম্মাতীত হইয়াও ধর্ম্মরক্ষার্থাবতীর্ণ পরমেশ্বর শ্রীচৈতন্য বাল্যভাবে একাদশী দিনে বিষ্ণু-নৈবেদ্য ভোজন করাতে তাহা ধর্ম্ম প্রতীপ হয় নাই জানিবেন ॥৩৪॥—॥৩৬॥

পাশ পড়শি, প্রতিবাসী ॥৩৭॥

শিশু সব শচী স্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিল ওলাহন ॥৩৮॥
কেনে চুরি কর কেনে মারহ শিশুরে।
কেনে পর ঘর যাহ কিবা নাহি ঘরে ॥৩৯॥
শুনি প্রভু ক্রুদ্ধ হৈয়া ঘর ভিতর যায়্যা।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥৪০॥
তবে শচী কোলে করি করিল সন্তোষ।
লজ্জিত হইলা প্রভু জানি নিজ দোষ ॥৪১॥
কভু মৃদু হস্তে কৈল মাতারে তাড়ন।
মাতাকে মূর্চ্ছিত দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥৪২॥
নারীগণ বলে নারিকেল দেহ আনি।
তবে সুস্থা হয় এই তোমার জননী ॥৪৩॥
বাহির হইয়া প্রভু আনিল দুই ফল।
দেখিয়া অপূর্ব্ব লোক বিস্মিত সকল ॥৪৪॥
কভু শিশুগণ সঙ্গে খেলেন* গঙ্গাতে।
কন্যাগণ আইলা তাহা দেবতা পূজিতে ॥৪৫॥
গঙ্গা স্নান করি পূজা করিতে লাগিলা।
কন্যাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা ॥৪৬॥

ওলাহন, অধিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন ॥৩৮॥—॥৪১॥
মাতা কৃত্রিম মূর্চ্ছিতা হয়েন ॥৪২॥৪৩॥
বাল্যলীলা বলিয়া ঈশচেষ্টা বলিতেছেন "বাহির" ইতি ॥৪৪॥—॥৪৬॥

---

* "স্নান করেন" কোথাও পাঠ।

কন্যারে কহে আমা পূজ আমি দিব বর।
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর ॥৪৭॥
আপনে চন্দন পরে পরে ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খায় সন্দেশ চালু কলা ॥৪৮॥
ক্রোধে কন্যাগণ বোলে শুনহ নিমাঞি।
গ্রাম সম্বন্ধে তুমি আমা সবার ভাই ॥৪৯॥
আমা সবার উপরে হেন করিতে না জুয়ায়।
না লহ দেবতা সজ্জা না কর অন্যায় ॥৫০॥
প্রভু বোলে তোমা সবায় দিল এই বর।
তোমা সবার ভর্ত্তা হউক পরম সুন্দর ॥৫১॥
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধন ধান্যবান।
সাত সাত পুত্র হবে চিরায়ু গুণবান ॥৫২॥
বর শুনি কন্যাগণের হৃদয়ে সন্তোষ।
বাহিরে ভর্ৎসন করে করি মিথ্যা রোষ ॥৫৩॥
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি কহে প্রভু ক্রোধমুখ হৈয়া ॥৫৪॥
যদি মোরে নৈবেদ্য না দিবে হইয়া কৃপণী।
বৃদ্ধ স্বামী হবে তোমার সাত সতিনী ॥৫৫॥
ইহা শুনি তা সবার মনে হৈল ভয়।
কি জানি ইহাতে কোন দেবাবিষ্ট হয় ॥৫৬॥

আমি সন্তুষ্ট হইলে গঙ্গাদিও সন্তুষ্ট হইবে, কেননা তাহারা আমার দাস দাসী, অতএব আমাকে পূজা কর ইতিভাব ॥৪৭॥—॥৫১॥

আনিয়া নৈবেদ্য তাঁর সম্মুখে ধরিল।
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল ॥৫৭॥
এইত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।
দুঃখ কারো মনে নাহি সবে সুখ পায় ॥৫৮॥
একদিন বল্লভাচার্য্য কন্যা লক্ষ্মী নাম।
দেবতা পূজিতে আইলা করি গঙ্গাস্নান ॥৫৯॥
তারে দেখি প্রভুর হৈল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী চিত্তে প্রীত পাইল প্রভু দরশন ॥৬০॥
সাহজিক প্রেম দোঁহার করিল উদয়।
বাল্যভাবাচ্ছন্ন তভু হইল নিশ্চয় ॥৬১॥
দোঁহা দেখি দোঁহার চিত্তে হইল উল্লাস।
দেব পূজা ছলে দোঁহার হইল প্রকাশ ॥৬২॥
প্রভু বলে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমাকে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর ॥৬৩॥
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল পুষ্প চন্দন।
গলে মল্লিকা মালা দিয়া করিল বন্দন ॥৬৪॥
প্রভু তাঁর পূজা পায়্যা হাসিতে লাগিলা।
শ্লোক পড়ি তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈলা ॥৬৫॥

বিদগ্ধ, রসিক ॥৫২॥—॥৬০॥ "সাহজিক" ইতি। লক্ষ্মী রুক্মিণী শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ, অতএব দোঁহার সাহজিক প্রেম উদয় করিল। ঐ উভয়ে বাল্যভাবে আবৃত থাকিলেও সেই প্রেমের নিশ্চয় হইয়াছিল ॥৬১॥—॥৬৪॥ ভাব, শ্রীচৈতন্য আমাকে (লক্ষ্মীকে) বিবাহ করুন এই যে লক্ষ্মীর মনোভাব ॥৬৫॥৬৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২২ অং ১৯ শ্লোকে কাত্যায়নী ব্রত পরাঃ গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ;—

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতী ম র্চ্চনং।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥৪॥

এই মত লীলা করি দোঁহে গেলা ঘর।
চৈতন্যের গম্ভীর লীলা কে বুঝিবে পর ॥৬৬॥
চৈতন্য চাপল্য দেখি প্রেমে সর্ব্বজন।
শচী জগন্নাথে আসি দেয় ওলাহন ॥৬৭॥
এক দিন শচীদেবী পুত্ত্রেরে ভৎ‌র্সিয়া।
ধরিবারে গেলা পুত্র পলায়িলা ধায়্যা ॥৬৮॥

ভোঃ সাধ্ব্যঃ ভবতীনাং মদর্চ্চনমেব সঙ্কল্পো মনোরথঃ স চ লজ্জয়া যুষ্মাভির কথিতোঽপি ময়া বিদিত ময়া অনুমোদিতশ্চ অতঃ সত্যো ভবিতুমর্হতীতি। ইতি ভাবার্থ-দীপিকা ॥৭॥

হে সাধ্ব্যঃ মদর্চ্চনং ভবতীনাং সঙ্কল্পঃ ময়া বিদিতঃ অনুমোদিতঃ সোঽসৌ (সঙ্কল্পঃ) সত্যঃ ভবিতুং অর্হতি। ইত্যন্বয়ঃ ॥৫॥

হে সাধ্বীসকল আমার পূজাই অর্থাৎ আমাকে ... তোমাদের মনোভিলাষ, ইহা আমি জানি এবং তাহা আমি অনুমোদন করি; এক্ষণে তোমাদের সেই অভিলাষ সত্য হউক ॥৪॥

শ্রীচৈতন্য প্রভুর অভিপ্রায় এই, আমাকে পাইবার জন্যই তুমি (লক্ষ্মী) দেবপূজা করিতেছ, আমাকে পাইবে "শ্লোক পঢ়ি" ইহাতেই এই শ্লোক দেখাইয়াছেন ॥॥

"চৈতন্য" ইতি। প্রেমের সহিত শচীকে ওলাহন (অধিক্ষেপ) দিয়াছিল অর্থাৎ অন্তরে আনন্দ বাহিরে সক্রোধ বলিয়াছিল ॥৬৭—॥৭০॥

উচ্ছিষ্ট গর্ত্তেতে ত্যক্ত হাণ্ডির উপর।
বসিয়া আছেন তাঁহা প্রভু বিশ্বম্ভর॥৬৯॥
শচী আসি বলেন কেনে অশুচি ছুঁইলা।
গঙ্গাস্নান কর যাই অপবিত্র হৈলা॥৭০॥
অপবিত্র শুনি মাতাকে কহে ব্রহ্মজ্ঞান।
বিস্মিত হইয়া মাতা করাইল স্নান॥৭১॥
কভু পুত্র সহ শচী করিল শয়ন।
দেখে দিব্য লোক আসি ভরিল ভবন*॥৭২॥
শচী বোলে যাহ পুত্র বোলাহ বাপেরে।
মাতৃ আজ্ঞা পায়্যা পুত্র চলিল বাহিরে॥৭৩॥
চলিতে নূপুর ধ্বনি† বাজে ঝন ঝন।
শুনি চমকিত হৈল পিতা মাতার মন॥৭৪॥
মিশ্র বলে এই বড় অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর শূন্য পদে কেনে নূপুরের ধ্বনি॥৭৫॥
শচী বলে আর এক অদ্ভুত দেখিল।
দিব্য দিব্য লোক আসি প্রাঙ্গনে ভরিল॥৭৬॥
কিবা কোলাহল করে বুঝিতে না পারি।
কাকে স্তুতি করে হেন অনুমান করি॥৭৭॥

ব্রহ্মজ্ঞান, "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগদিত্যাদি"। বালক মুখে উক্ত জ্ঞান-৫-
শুনিয়া শচী বিস্মিতা হয়েন॥৭১॥—॥৭৩॥

বাল্যলীলা বলিয়া ঈশচেষ্টা বলিতেছেন "চলিতে" ইতি॥৭৪॥—॥৮৩॥

---

* "অঙ্গন" ইতি কোথাও পাঠ।

† "চলিতে চরণে নূপুর" ইতি কোথাও পাঠ।

মিশ্র বলে কিছু হউ চিন্তা কিছু নাঞি।
বিশ্বম্ভরের কুশল হউ এই মাত্র চাই ॥৭৮॥
এক দিন মিশ্র পুত্রের চাঞ্চল্য দেখিয়া।
ধর্ম্ম শিখাইল বহু ভর্ৎসন করিয়া ॥৭৯॥
রাত্রে স্বপ্নে দেখে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
মিশ্রকে কহয়ে কিছু সক্রোধ বচন ॥৮০॥
মিশ্র তুমি পুত্রের স্বরূপ নাহি জান।
ভর্ৎসন তাড়ন কর পুত্র কর মান ॥৮১॥
মিশ্র কহে দেব সিদ্ধ মুনি কাহে নয়।
যে সে বড় হউ এবে আমার তনয় ॥৮২॥
পুত্রের লালন শিক্ষা পিতার স্বধর্ম্ম।
আমি না শিখাইলে কেমনে জানিবে ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥৮৩॥
বিপ্র কহে পুত্র যদি দেব শ্রেষ্ঠ হয়।
স্বতঃ সিদ্ধ জ্ঞান তাঁর শিক্ষাব্যর্থ হয় ॥৮৪॥
মিশ্র কহে পুত্র কেনে নহে নারায়ণ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম পুত্রের শিক্ষণ ॥৮৫॥
এই মত দোঁহে করে ধর্ম্ম বিচার।
শুদ্ধ বাৎসল্য মিশ্রের নাহি জানে আর ॥৮৬॥
এত শুনি দ্বিজ গেলা হৈয়া আনন্দিত।
মিশ্র জাগিলা হৈলা পরম বিস্মিত ॥৮৭॥

বিপ্র, স্বপ্ন দৃষ্ট বিপ্র ॥৮৪॥৮৫॥

স্বপ্নে পুত্রের ঈশ্বরত্ব শুনিয়াও ঐশ্বর্য্য বিহীন শুদ্ধ বাৎসল্য বশতঃ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের শ্রীচৈতন্যে ঈশ্বর বুদ্ধি হয় নাই, ইতিভাব ॥৮৬॥

বন্ধু বান্ধব স্থানে স্বপ্ন বৃত্তান্ত কহিল।
শুনিঞা সকল লোক বিস্মিত হইল ॥৮৮॥
এই মত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র।
দিনে দিনে পিতা মাতার বাঢ়য়ে আনন্দ ॥৮৯॥
কথো দিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল।
অল্প দিনে দশ ফলা * অক্ষর শিখিল ॥৯০॥
বাল্যলীলা সূত্রের এই কহিল বিবরণ।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥৯১॥
অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল।
পুনরুক্তি হয় বিস্তারিয়া না কহিল ॥৯২॥
শ্রীরূপ সনাতন পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৯৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বাল্যলীলা সূত্র বর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১৪॥

দ্বিজ, ব্রাহ্মণ দ্বিজ ॥৮৭॥৮৮॥

শিশুলীলা, শিশুবল্লীলা অর্থাৎ নিত্যযুবা শ্রীগৌরচন্দ্র শিশুর মাধুরী আবিষ্কার পূর্ব্বক এই মত লীলা করেন, এইরূপ পৌগণ্ডেও জানিবেন ॥৮৯॥

হাতে খড়ি, খটিকা দ্বারা বিদ্যারম্ভ। দশ ফলা, ক্য, ক্র, ক্ল, ক্ব, ক্ন, ক্ম, র্ক, ঙ্ক, ক্ষ, এবং স্ক এই দশ প্রকার। দ্বাদশ ফলায় ক্ল ও ক্ন এই দুইটী অধিক ॥৯০॥ শ্রীপাদ বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদির চতুর্থাদি অধ্যায়ে এই লীলা বর্ণনা করিয়াছেন ॥৯১॥—॥৯৩॥

ইতি আদি-সুধাসকারিণী নাম ব্যাখ্যা চতুর্দ্দশ ॥১৪॥

---

* "দ্বাদশ ফলা" ইতি কোথাও পাঠ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য সপ্তম বিলাসে প্রথম শ্লোকঃ ;—

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্য প্রভুং ভজে ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥১॥
পৌগণ্ডলীলার সূত্র করিয়ে গণন।
পৌগণ্ড বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন ॥২॥

কুমনা ইতি। সুমনসাং পুষ্পাণামর্পণমাত্রেণ। সুমনস্ত্বমিতি শ্লেষেণ পদাব্জয়োঃ পুষ্পবৎসংসক্তত্বয়া প্রিয়তমত্ব মভিপ্রেতং। ইতি দিগ্‌দর্শনী।

কুমনাঃ কুবুদ্ধিজনো যস্য পদাব্জয়োঃ সুমনোঽর্পণমাত্রেণ পুষ্প সমর্পণ মাত্রেণ সুমনস্ত্বং শুদ্ধসত্বচিত্তত্বং যাতি প্রাপ্নোতি। ইতি চং ॥১॥

কুমনাঃ যস্য (শ্রীচৈতন্যস্য) পদাব্জয়োঃ সুমনোঽর্পণমাত্রেণ সুমনস্ত্বং হি (নিশ্চিতং) যাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

এই পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য প্রভুর পৌগণ্ডলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

অথ ব্যাখ্যা

কুবুদ্ধি জনও (বিষয় বাসনা পরায়ণ ব্যক্তিও) যে শ্রীচৈতন্যের চরণ-পদ্মে একটী পুষ্প অর্পণ করিলে সুমন হয় অর্থাৎ তৎবাসনা বিহীন হয়, সেই শ্রীচৈতন্যকে আমি ভজনা করি ॥১॥

তথাহি ;—

পৌগণ্ডলীলা চৈতন্য কৃষ্ণস্যাতিসুবিস্তৃতা।
বিদ্যারম্ভমুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা ॥২॥

গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে পড়ে ব্যাকরণ।
শ্রবণ মাত্রে কণ্ঠ কৈল সূত্রবৃত্তিগণ ॥৩॥
অল্পকালে হৈলা পাঁজি টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিতে হইয়া নবীন ॥৪॥

পৌগণ্ডেতি। চৈতন্য এব কৃষ্ণঃ তস্য পৌগণ্ডলীলা দশবর্ষ পর্য্যন্ত বিহারাদি লীলা অতিসুবিস্তৃতা অতিসুন্দরবিস্তৃতা ভবতি কথম্ভূতা বিদ্যারম্ভমুখা বিদ্যারম্ভাদি পাণি-গ্রহণান্তা পুনঃ কথম্ভূতা মনোহরা আত্মমনোহরণশীলা ইত্যর্থঃ। ইতি চং ॥২॥

বিদ্যারম্ভ-মুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা চৈতন্যকৃষ্ণস্য পৌগণ্ডলীলা অতি-সুবিস্তৃতা। ইত্যন্বয়ঃ ॥২॥

"পৌগণ্ড" ইতি। "পৌগণ্ডং দশমাবধি" দশ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের পর পাঁচ বৎসর যে বয়স, সেইটী পৌগণ্ড। ঐ বয়সে অপরাপর লীলার মধ্যে অধ্যয়ন লীলাই প্রধান ॥২॥৩॥

চৈতন্য কৃষ্ণের পৌগণ্ডলীলা অতি সুবিস্তৃতা অর্থাৎ তাহার সমস্ত বর্ণনা হইতে পারে না, যে লীলায় বিদ্যারম্ভ প্রথম ও পাণিগ্রহণ শেষ, এবং তাহা মনোহর ॥২॥

এখানে বিদ্যারম্ভ বলিতে ব্যাকরণাদি অধ্যয়নারম্ভ, এজন্য পূর্ব্ব পরি-চ্ছেদোক্ত হাতে খড়ি বিদ্যারম্ভ বলায় দোষ হয় না ॥২॥

নবীন হইয়া চিরকালের পড়ুয়াকে জিতে। ইত্যন্বয় ॥৪॥

অধ্যয়ন লীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্য মঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন ॥৫॥
একদিন মাতার করি চরণে প্রণাম।
প্রভু কহে মাতা মোকে দেহ এক দান ॥৬॥
মাতা কহে তাহি দিব যে তুমি মাগিবা।
প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবা ॥৭॥
শচী বলে না খাইব ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥৮॥
তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন।
কন্যা চাহি বিবাহ দিতে করিল যতন ॥৯॥

চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য-ভাগবত। শ্রীপাদ বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে সপ্তমাদি অধ্যায়ে প্রভুর অধ্যয়নলীলা বিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন, অতএব তাহা আর এখানে বর্ণনা করিব না, ইতিভাব ॥৫॥৬॥

একাদশীতে ভোজন নিষেধ থাকায় এখানে অন্ন বলিতে ভক্ষ্যদ্রব্য মাত্র। তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১২শ বিলাসে "অথ ভোজন নিষেধঃ" ॥

"—নভোক্তব্যং নভোক্তব্যং সং প্রাপ্তে হরিবাসরে"।

রজস্বলা স্ত্রীরও তাহাতে নিষেধ নাই। যথা তত্রৈব।

"একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত নারী দৃষ্টে রজস্যপি"।

এখানে নারী শব্দের বিশেষ উল্লেখ না থাকায় সধবা ও বিধবা স্ত্রী বুঝাইবে। মৃতাশৌচাদিতে তাহার নিষেধ নাই। যথা তত্রৈব।

"সূতকে মৃতকে চৈব ন ত্যাজ্যং দ্বাদশীব্রতং"।

অর্থ সহজই আছে। এতদ্বিষয়ক বিস্তার তত্র মূলে দৃষ্টি করিবেন।

অপর, একাদশীতে মহাপ্রসাদও ভোজন করিবে না। ইহার বিচার ভক্তিসন্দর্ভে দৃষ্টি করিবেন ॥ ৭॥৮॥

বিশ্বরূপ শুনি ঘরে হৈতে পলাইলা।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা ॥১০॥
শুনি মিশ্র পুরন্দরের দুঃখী হৈল মন।
তবে প্রভু মাতা পিতার কৈল আশ্বাসন ॥১১॥
ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল উদ্ধার করিল ॥১২॥
আমি যে করিব তোমা দোঁহার সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতা মাতার মন ॥১৩॥
এক দিন প্রভু নৈবেদ্য তাম্বূল খাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হৈয়া ॥১৪॥
আস্তে ব্যস্তে পিতা মাতা মুখে দেল পানি।
সুস্থ হৈয়া কহেন প্রভু অপূর্ব্ব কাহিনী ॥১৫॥
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লৈয়া গেলা।
সন্ন্যাস করহ তুমি আমারে কহিলা ॥১৬॥
আমি কহি আমার অনাথ পিতা মাতা।
আমি বালক সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা ॥১৭॥
গৃহস্থ হৈয়া করিব মাতা পিতার সেবন।
ইহা হৈতে তুষ্ট হন লক্ষ্মী নারায়ণ ॥১৮॥

কন্যা চাহি, কন্যা দেখিয়া বিবাহ দিতে উদ্যোগ করিল ॥৯॥১০॥

"শুনি" ইতি। পুত্রের প্রতি স্নেহ বশতঃ মিশ্রের মনোদুঃখ হইয়াছিল, কিন্তু সন্ন্যাস জন্য নহে; কেননা মিশ্র পণ্ডিত হয়েন, অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম সন্ন্যা-

তবে বিশ্বরূপ ইহাঁ পাঠাইল মোরে।
তোমারে কহিল কোটি কোটি নমস্কারে ॥১৯॥
এই মতে নানা লীলা করে গৌর হরি।
কি কারণে লীলা ইহা বুঝিতে না পারি ॥২০॥
কথোদিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক।
মাতা পুত্র দুই জনের বাঢ়িল হৃদি শোক ॥২১॥
বন্ধু বান্ধব আসি দোঁহা প্রবোধিল।
পিতৃক্রিয়া বিধি দৃষ্ট্যে ঈশ্বর করিল ॥২২॥
কথোদিনে প্রভু চিত্তে করিল চিন্তন।
গৃহস্থ হইলাঙ এবে চাহি গৃহধর্ম্ম ॥২৩॥
গৃহিণী বিনু গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হইল মন ॥২৪॥

তথাহি উদ্বাহতত্ত্বে ৭ অঙ্কে ;

ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥৩॥

ন গৃহমিতি। গৃহিণীং বিনা গৃহধর্ম্ম ন শোভতে তদাহ। গৃহং নিবাস স্থানং কেবলং ন গৃহ মিত্যাহু পণ্ডিতাঃ বদন্তীত্যর্থঃ। গৃহিণী গৃহং ভার্য্যা

গৃহং ন গৃহং ইতি আহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। হি তয়া (গৃহিণ্যা) সহিত (স গৃহী) সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩॥

সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তদ্বেতু পিতার কখন দুঃখ হইতে পারে না। প্রভু শ্রীচৈতন্য ॥১১॥—॥১৯॥

"এই মত" ইতি। অচেতন ছলে নিজের ভাবী সন্ন্যাস গ্রহণ করা বলিলেন, অথবা "কি কারণে—" ইত্যাদি ॥২০॥২১॥

দৈবে এক দিনে প্রভু পড়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে ॥২৫॥
পূর্ব্ব সিদ্ধ ভাব দোঁহার উদয় করিলা।
দৈবে বনমালী ঘটক শচী পাশ আইলা ॥২৬॥
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।
লক্ষ্মীকে করিল বিবাহ শ্রীশচীনন্দন ॥২৭॥
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
এইত পৌগণ্ড লীলার সূত্র প্রকাশ ॥২৮॥

গৃহ গৃহমুচ্যতে কথ্যতে ইত্যর্থঃ। হি নিশ্চিতং বা যতঃ তয়া গৃহিণ্যা সহিতঃ স গৃহী সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদীন্ সমশ্নুতে ভোগং কুরুতে ॥৩॥

"পিতৃ" ইতি। ঈশ্বর এবং তৎপিত্রাদির মৃত্যু না থাকায় ঈশ্বরের পিতৃক্রিয়া হইতে পারে না, তবে "বিধি দৃষ্ট্যৈ" অর্থাৎ লোকে শাস্ত্রবিধি রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বর হইয়াও শ্রীচৈতন্য পিতৃক্রিয়া করেন ইতিভাব ॥২২॥

"গৃহস্থ" ইতি। এতদিন পিতা গৃহস্থ (গৃহস্বামী) ছিলেন, এক্ষণ তদস্তে আমি গৃহস্বামী হইলাম, ইত্যর্থ ॥২৩॥২৪॥

পণ্ডিতেরা কেবল গৃহকেই গৃহ বলেন না, গৃহিণীকেও (সহধর্ম্মিণীকেও) গৃহ বলে, যেহেতু গৃহস্থ ব্যক্তি সেই গৃহিণীর সহিত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ এই পুরুষার্থ সকল ভোগ করে, অর্থাৎ গৃহে যে ধর্ম্মাদ্যর্থ ভোগ হয় তাহা গৃহিণীর সহিত, এজন্য গৃহিণীকে গৃহ বলে, তবে কিনা গৃহস্থের গৃহিণী ব্যতীত সর্ব্ব প্রকারে গৃহ ধর্ম্ম রক্ষা না হওয়াতে পুরুষার্থ ভোগ হয় না, এজন্য গৃহিণীকে গৃহ বলে ॥৩॥

"গৃহিণী বিনু—" ইহার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৩॥

পড়িয়া, অধ্যয়ন করিয়া ॥২৫॥—॥২৮॥

এবেত কৈশোরলীলার সূত্র অনুবন্ধ।
শিষ্যগণ পঢ়ায়িতে করিল নির্ব্বন্ধ ॥২॥
শত শত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যাপন।
ব্যাখ্যা শুনি সব লোকের চমৎকার মন ॥৩॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে সর্ব্ব পণ্ডিত পায় পরাজয়।
বিনয় ভঙ্গী জয়ে কারো দুঃখ নাহি হয় ॥৪॥
নানা ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণ সঙ্গে।
জাহ্নবীতে জল কেলি করে বহু রঙ্গে ॥৫॥
কথোদিনে কৈল প্রভু বঙ্গকে গমন।
যাঁহা যায় তাঁহা লওয়ায় নাম সংকীর্ত্তন ॥৬॥
বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিত্তে।
শত শত পঢ়ুয়া আসি লাগিলা পঢ়িতে ॥৭॥

জীয়াদিতি। কৈশোর চৈতন্যঃ কৈশোর বয়সি স্থিতঃ শ্রীশচীনন্দনঃ জীয়াৎ জয়যুক্তো ভবতি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। স চৈতন্যঃ কথম্ভূতঃ গৃহাগমাৎ যজ্ঞ গর্ভাদিত্বাৎ পঞ্চমী গৃহাশ্রমং প্রাপ্যেত্যর্থঃ মূর্ত্তিমত্যা শরীরধারিণ্যা লক্ষ্মা অর্চ্চিতঃ সর্ব্বপ্রকারেন সেবিতঃ। তথান্তরং বাগ্দেব্যা সরস্বত্যা দিশাং জয়ি-জয়চ্ছলাৎ অর্চ্চিতঃ। ইতি চং ॥২॥

গৃহাশ্রমাৎ মূর্ত্তিমত্যা লক্ষ্ম্যা অর্চ্চিতঃ অথ দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ বাগ্দেব্যা অর্চ্চিতঃ কৈশোরচৈতন্যঃ জীয়াৎ ॥২॥

প্রকটিত কৈশোর বয়স শ্রীচৈতন্য গৃহাশ্রমে থাকিয়া মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী (লক্ষ্মীপ্রিয়া) কর্ত্তৃক এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জয়চ্ছলে সরস্বতী কর্ত্তৃক পূজিত হয়েন, সেই শ্রীচৈতন্যের জয় হউক। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য গৃহাশ্রমে ধন ও বিদ্যার সম্পূর্ণতা প্রকাশ করেন ॥২॥

সেই দেশে বিপ্র নাম মিশ্র তপন।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য সাধন ॥৮॥
বহু শাস্ত্রে বহু বাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।
সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠের না হয় নিশ্চয় ॥৯॥
স্বপ্ন দেখে বিপ্র কহে শুনহ তপন।
নিমাঞি পণ্ডিত পাশে করহ গমন ॥১০॥
তিহোঁ তোমার সাধ্য সাধন কহিব নিশ্চয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তিহোঁ নাহিক সংশয় ॥১১॥
স্বপ্ন দেখি বিপ্র আসি প্রভুর চরণে।
স্বপ্ন বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥১২॥
প্রভু তুষ্ট হৈয়া সাধ্য সাধন কহিল।
নাম সংকীর্ত্তন কর উপদেশ কৈল ॥১৩॥

"এবেত" ইতি। "আষোড়শাত্তু কৈশোরং" ষোড়শ বৎসরারম্ভ পর্য্যন্ত কৈশোর, অর্থাৎ দশ বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর কৈশোর বয়স ॥২॥৩॥

পরাজিত হইয়াও শ্রীচৈতন্যের বিনয় ভঙ্গীতে (এরূপ বিনয় করিতেন যে তাহাতে) কারো দুঃখ হয় নাই ॥৪॥৫॥

বঙ্গকে, বঙ্গদেশে ॥৬॥৭॥

"সেই দেশে" ইতি। কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি, এই চারিটী সাধন। আর স্বর্গ, পরমাত্মা ব্রহ্ম ও ভগবান, এই চারিটী সাধ্য ॥৮॥৯॥

"স্বপ্ন" ইতি। স্বপ্নে একজন বিপ্র তপনকে কহেন ॥১০॥

সাক্ষাৎ ঈশ্বর অর্থাৎ তিনি বেদকর্ত্তা, সুতরাং তাহা হইতে সাধ্য সাধন নিশ্চয় হইবে ॥১১॥১২॥

"প্রভু" ইতি। নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য, আর সাধনভক্তি সাধন; ইহা

তাঁর ইচ্ছা প্রভু সঙ্গে নবদ্বীপে বসি।
প্রভু আজ্ঞা দিল তুমি যাহ বারাণসী ॥১৪॥
তাঁহা আমা সঙ্গে তোমার হবে দরশন।
আজ্ঞা পায়্যা মিশ্র কৈল কাশীরে গমন ॥১৫॥
প্রভুর অতর্ক্যলীলা বুঝিতে না পারি।
স্বসঙ্গ ছাড়াইয়া কেন পাঠায় কাশীপুরী ॥১৬॥
এই মত লোকের কৈল বঙ্গে মহাহিত।
নাম দিয়া বৈষ্ণব কৈল পঢ়ায়া পণ্ডিত ॥১৭॥
এই মত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা ॥১৮॥
প্রভুর বিরহ সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ সর্প বিষে তাঁর পরলোক হৈল ॥১৯॥
অন্তরে জানিল প্রভু যাতে অন্তর্য্যামী।
দেশেরে আইলা প্রভু শচীর দুঃখ জানি ॥২০॥

কহিলেন। এবং সেই সাধনভক্তি মধ্যে নাম সংকীর্ত্তন করিতে উপদেশ করিলেন, কেননা কলিতে সংকীর্ত্তন সাধনেরই প্রাধান্য ॥১৩॥

"প্রভু" ইতি। শ্রীচৈতন্য কাশী যাইয়া মায়াবাদী সন্ন্যাসী সঙ্গে বাস না করিয়া ভক্তালয়ে বাস করিবেন বলিয়া তপন মিশ্রকে অগ্রে কাশী পাঠাইলেন, অথবা "প্রভুর অতর্ক্যলীলা—" ইতি ॥১৪॥—১৬॥

বিরহে, শ্রী চৈতন্য বিরহে ॥১৮॥

বিরহসর্প, বিরহই সর্প কিন্তু বাস্তবিক সর্প নহে, অর্থাৎ সর্পবিষবৎ শ্রীচৈতন্য বিরহ লক্ষ্মীর অসহ্য হইয়াছিল ॥১৯॥২০॥

ঘরে আল্যা প্রভু সঙ্গে বহু লয়্যা ধন।
তত্ত্ব কহি কৈল শচীর দুঃখ বিমোচন ॥২১॥
শিষ্যগণ লয়্যা পুনঃ বিদ্যার বিলাস।
বিদ্যাবলে সভা জিনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ ॥২২॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পরিণয়।
তবেত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ী জয় ॥২৩॥
বৃন্দাবন দাস ইহা করিলা বিস্তার।
স্ফুট নাহি করে গুণ দোষের বিচার ॥২৪॥
সেই অংশ কহি তাঁরে করি নমস্কার।
যাহা শুনি দিগ্বিজয়ীর আপনাকে ধিক্কার ॥২৫॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে।
বসি আছে গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ॥২৬॥
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাঁহাই আইলা।
গঙ্গার বন্দনা করি প্রভুরে মিলিলা ॥২৭॥

তত্ত্ব কহি, "গতাসূন গতাসূং —" অর্থাৎ, মৃত কিম্বা জীবিত কোন ব্যক্তিরই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা শোক করে না; ইতি শ্রীগীতা ২ অঃ ১১ শ্লোক ইত্যাদি রূপ তত্ত্ব কথা কহিয়া ॥২১॥—॥২৩॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে একাদশাধ্যায়ে দিগ্বিজয়ী জয় বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু যে বাক্যের গুণ দোষ প্রকাশ করিয়া তাহাকে জয় করিয়াছেন, তাহা বলেন নাই, আমি (গ্রন্থকর্ত্তা) সেই অংশ অর্থাৎ সেই গুণ দোষ প্রকাশ করিব ॥২৪॥২৫॥

দিগ্বিজয়ী জয় প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন "জ্যোৎস্না" ইত্যাদি ॥২৬॥—॥২৮॥

বসাইল প্রভু তাঁরে আদর করিয়া।
দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া ॥২৮॥
ব্যাকরণ পড়ায় নিমাঞি পণ্ডিত তোমার নাম।
বাল্যশাস্ত্রে লোক তোমার কহে গুণগ্রাম ॥২৯॥
ব্যাকরণ মধ্যে পড়ায় জানিল কলাপ।
শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের প্রলাপ ॥৩০॥
প্রভু কহে ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি।
শিষ্যেও না বুঝে আমি বুঝাইতে নারি ॥৩১॥
কাঁহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাঁহা আমি সব শিশু পড়ুয়া নবীন ॥৩২॥
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন ॥৩৩॥
শুনিঞা ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিলা।
ঘটী একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা ॥৩৪॥
শুনি মহাপ্রভু কৈল অনেক সৎকার।
তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর ॥৩৫॥
তোমার শ্লোকের অর্থ বুঝিতে কার শক্তি।
তুমি জান ভাল অর্থ কিবা সরস্বতী ॥৩৬॥

নিখিল শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলে, কিন্তু নিমাঞি! ব্যাকরণ মাত্র পড়াতেই তোমার পণ্ডিত নাম হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ সেই ব্যাকরণ বাল্যশাস্ত্র, এইরূপ অবজ্ঞা ॥২৯॥

অ কারে অ কারে আকার হয়, কিন্তু ইহাতে একার হয় না কেন? ইত্যাদি রূপ বাক্যকে ফাঁকি বলে ॥৩০॥—॥৩৩॥

এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ মুখে।
শুনে সব লোক তবে পাই বড় সুখে ॥৩৭॥
তবে দিগ্‌বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল।
শত শ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত পড়িল ॥৩৮॥

তথাহি ;—

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সতত মিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ কমলোৎপত্তি সুভগা।
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্য চরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥৩॥

মহত্ত্বমিতি। গঙ্গায়াঃ মহত্ত্বং মহিমানং ইদং দৃশ্যমানং সততং নিরন্তরং নিতরাং নিশ্চিতং আভাতি দেদীপ্যবতী ভবতি। যৎ যস্মাৎ এষা গঙ্গা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্ত্যা সুভগা সুষ্ঠু ভগং ঐশ্বর্য্যং যস্যাঃ সা। সুরনরৈ দেবমনুষ্যৈঃ কর্ত্তৃভূতৈরর্চ্চৌবন্দনীয়ৌ চরণৌ যস্যাঃ সা। কাইব দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব যা গঙ্গা ভবানীভর্ত্তুঃ শঙ্করস্য শিরসি মস্তকে জটকেনাপি বিহরতি অতএবাদ্ভুত গুণবতীত্যর্থঃ। ইতি চং ॥৩॥

গঙ্গায়াঃ ইদং মহত্ত্বং সততং নিতরাং আভাতি। যৎ (যতঃ) এষা (গঙ্গা) শ্রীবিষ্ণোঃ চরণকমলোৎপত্তিসুভগা, দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈঃ অর্চ্চ্যচরণা যা (গঙ্গা) ভবানীভর্ত্তুঃ (শিবস্য) শিরসি বিভবতি (অতঃ) অদ্ভুত গুণা। ইত্যন্বয়ঃ ॥৩॥

ব্রাহ্মণ, দিগ্বিজয়ী। এক ঘটী, এক দণ্ড ॥৩৭॥—॥৩৮॥

শ্রীবিষ্ণুর চরণ-পদ্ম হইতে উৎপন্ন হওয়াতে যে এই গঙ্গা মহা সৌভাগ্যবতী হইয়াছেন, দেব মনুষ্যাদি কর্ত্তৃক দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীর মতন যাহার চরণ দুখানি পূজ্য হইয়াছে, মহাদেবের মস্তকে যিনি প্রকাশ পাইতেছেন, অতএব নি[illegible]

এই শ্লোকের অর্থ কৈল প্রভু যদি বৈঃ
বিস্মিত হৈয়া দিগ্বিজয়ী প্রভুকে পুছিল ॥৩৯॥
ঝঞ্ঝাবাত প্রায় আমি শ্লোক যে পঢ়িল।
তার মধ্যে শ্লোক তোমার কণ্ঠে কৈছে হৈল ॥৪০॥
প্রভু কহে দেববরে তুমি কবিত্ব কর।
ঐছে দেববরে কেহো হয় শ্রুতি ধর ॥৪১॥
শ্লোক ব্যাখ্যা কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ।
প্রভু কহে কহ শ্লোকে কিবা গুণ দোষ ॥৪২॥
বিপ্র কহে শ্লোকে নাহি দোষের প্রকাশ।
উপমালঙ্কার গুণ কিছু অনুপ্রাস ॥৪৩॥

আশ্চর্য গুণশালিনী, ইত্যাদি পরিদৃশ্যমান মহিমা সেই গঙ্গার নিরন্তর রূপে প্রকাশ পাইতেছে ॥৩॥

দিগ্বিজয়ী বর্ণিত শত শ্লোকের মধ্যে এই একটী শ্লোক ॥৩॥

এই শ্লোকের, উক্ত "মহত্ত্বং—" এই শ্লোকের ॥৩৯॥

ঝঞ্ঝাবাত, প্রচণ্ড বায়ু (ঝড় বায়ু। তার মধ্যে, ঝঞ্ঝাবাত প্রায় পঠিত শত শ্লোকের মধ্যে। শ্লোক, উক্ত এক শ্লোক ॥৪০॥—॥৪২॥

গুণ, প্রসাদাদি গুণ। তত্র প্রসাদগুণ যথা কাব্যপ্রকাশে ৮ উল্লাসে ৫ কারিকা।— "শুষ্কেন্ধনাগ্নিবৎ স্বচ্ছজলবৎ সহসৈব যঃ।
ব্যাপ্নোত্যন্যৎ প্রসাদোঽসৌ সর্ব্বত্র বিহিতস্থিতিঃ" ॥

অস্যার্থ, শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নির মতন এবং নির্ম্মল জলের মতন যে গুণ সহসা চিত্তকে ব্যাপে এবং শৃঙ্গারাদি রসে সকল রচনায় যাহার স্থিতি বিহিত হয় তাহাকে প্রসাদ গুণ বলে। অপর গুণের লক্ষণ তথায় দেখিবেন।

উপমালঙ্কার এবং অনুপ্রাসের লক্ষণ পরে শ্লোক বিচার মধ্যে ব্যক্ত করিবেন ॥৪৩॥

প্রভু কহে কহি যদি না কর তুমি রোষ।
কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ ॥৪৪॥
প্রতিভার কাব্য তোমার দেবতা সন্তোষে।
ভাল মতে বিচারিলে জানি গুণ দোষে ॥৪৫॥
তাতে ভাল করি দোষ করহ বিচার।
কবি কহে যে কহিলে সেই বেদ সার ॥৪৬॥
বৈয়াকরণ তুমি না পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ॥৪৭॥
প্রভু কহে অতএব পুছিয়ে তোমারে।
বিচার করিয়া গুণ দোষ বুঝাহ আমারে ॥৪৮॥
নাহি পড়ি অলঙ্কার করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ গুণ ॥৪৯॥
কবি কহে কহ তুমি কিবা গুণ দোষ।
প্রভু কহে কহি আমি না করিহ রোষ ॥৫০॥
পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি শুন করিহ বিচার ॥৫১॥

কহ তোমার, ইহা দিগ্বিজয়ীর প্রতি শ্রীপ্রভু বাক্য ॥৪৪॥

প্রতিভা, নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিকে অর্থাৎ ঝটিতি উপস্থিত বুদ্ধিকে প্রতিভা বলে। দেবতা সন্তোষে দেবতার বরে সম্বন্ধ প্রতিভা বলে রচিত তোমার কাব্য ভাল মতে বিচার করিলে গুণ দোষ জানিতে পারি ইত্যর্থ ॥৪৫॥৪৬॥

অলঙ্কার, কাব্যাঙ্গ শাস্ত্র বিশেষ ॥৪৭॥—॥৫০॥

অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ দুই ঠাঞি চিন।
বিরুদ্ধ মতি ভগ্ন ক্রম, পুন ভ দোষ তিন ॥৫২॥
গঙ্গার মহত্ত্ব শ্লোকে মূল বিধেয়।
ইদং শব্দ অনুবাদ পাছে অভিধেয় ॥

সততমিদমাভাতীতি প্রথম পাদে সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা ইতি তৃতীয় পাদে ভবানী-ভর্ত্তুরিতি চতুর্থ পাদে অনুপ্রানঃ যদেষা ইতি দ্বিতীয় পাদে সো নাস্তীতি ক্রমভঙ্গদোষঃ। গঙ্গায়া ইদং মহত্ত্বং শ্রীবিষ্ণুপাদোৎপত্তি রিত্যনুমানালঙ্কারঃ। দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিবেত্যুপমা। অত্র শ্রীশব্দেন লক্ষ্মীরভিধীয়তে পুনঃ লক্ষ্মী শব্দ প্রয়োগেন পুনরুক্ত শ্রীবিশিষ্ট লক্ষ্মীরিতি সমাসে ন পুনরুক্তঃ কিন্তু তদাভাস ইত্যপি শব্দালঙ্কারঃ। গঙ্গাতোনৈব কমলোৎপত্তি নতু কমলে গঙ্গোৎপত্তিরিতি বিরোধঃ অত্র বিষ্ণুপদে গঙ্গোৎপত্তি প্রাসঙ্কা বিরোধ ভঙ্গ ইতি বিরোধাভাসো-হলঙ্কারঃ। দ্বিতীয়াচাসৌ লক্ষ্মীশ্চেতি সমাসে অত্র লক্ষ্ম্যা দ্বিতীয়ত্বং বিধেয়ং তত্তু সমাসে গুণীভূতমিতি দ্বিতীয় দোষঃ। ভবেনোঢ়া ভবানী তস্যা ভর্ত্তু রিত্যনেন পত্যন্তর প্রতীত্যা বিরুদ্ধমতিকৃদ্দোষঃ। বিভবত্যনেন বাক্যং সমাপ্য অদ্ভুতগুণেতি বিশেষণস্য পুনগ্রহণাৎ সমাপ্ত পুনরাত্ত দোষঃ। অত্র ইদন্তায়া উদ্দেশ্যত্বং মহত্ত্বস্য বিধেয়ত্বং অত্র পৌর্ব্বাপর্য্য বিপর্য্যয়েন এক দোষঃ। ইতি ॥৫১॥

এই শ্লোকে, "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ—" এই উক্ত শ্লোকে ॥৫১॥

দুই স্থানে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ। আর বিরুদ্ধ মতি, ভগ্ন ক্রম ও পুনরাত্ত (সমাপ্ত পুনরাত্ত) এই তিন দোষ, সর্ব্বসমেত পঞ্চ দোষ অর্থাৎ "মহত্ত্বং—ইদং" এই স্থানে একটি অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ, আর "দ্বিতীয়" এই স্থানে আর একটী ঐ দোষ। "ভবানী-ভর্ত্তুঃ—" এই স্থানে বিরুদ্ধমতি। "যদেষা—" এই চরণে ভগ্ন ক্রম। "অদ্ভুত গুণা" এখানে পুনরাত্ত। ইহা পরপর পয়ারে বিশদ্ হইবে ॥৫২॥

বিধেয় আগে কহিয়া পাছে কহিল অনুবাদ।
এই লাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ ॥৫৩॥

তথাহি শাস্ত্রজ্ঞাঃ বদন্তি ;—

অনুবাদ মনুক্ত্বৈব ন বিধেয় মুদীরয়েৎ ॥৬॥

দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী ইহার দ্বিতীয় বিধেয়।
সমাসে গৌণ হৈল শব্দ অর্থ গেল ক্ষয় ॥৫৪॥
দ্বিতীয় শব্দ বিধেয় তিঁহো পড়িলা সমাসে।
লক্ষ্মীর সমতা অর্থ করিল বিনাশে ॥৫৫॥
অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ এই দোষের নাম।
আর এক দোষ কহি শুন সাবধান ॥৫৬॥

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ—" এই শ্লোকান্তর্গত পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ দোষের মধ্যে প্রথমতঃ অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ দেখাইতেছেন "গঙ্গার" ইতি। বিধেয়াংশ (প্রথম নির্দ্দেশ) যেখানে প্রাধান্যরূপে নির্দ্দিষ্ট না হয়, তাহাকে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ বলে। তথাহি কাব্যপ্রকাশে সপ্তম উল্লাস ;—

"অবিমৃষ্টঃ প্রাধান্যেনানির্দ্দিষ্টো বিধেয়াংশো যত্র তৎ"।

উক্ত দোষের স্থূল তাৎপর্য্য এই, প্রথম নির্দ্দেশার্হ শব্দকে পশ্চাতে এবং পশ্চাৎ নির্দ্দেশার্হ শব্দকে প্রথমে নির্দ্দেশ করায় উক্ত দোষ হয়। তাহা হইলে গঙ্গার এই মহিমা না বলিয়া গঙ্গার মহিমা এই, ইহা বলিয়াছেন এখানে "মহত্ত্বং" বিধেয়। "ইদং" অনুবাদ মহত্ত্বং বলিয়া পশ্চাৎ ইদং বলিয়াছেন ॥৫৩॥

অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় বলিবে না ॥৬॥

এক স্থানে উক্ত দোষ দেখাইয়া আর ও এক স্থানে তাহা দেখাইতেছেন "দ্বিতীয়" ইতি। এখানে শ্রীলক্ষ্মী দ্বিতীয়া ইব, ইহা না বলিয়া দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী বলাতে উক্ত দোষ হইয়াছে ॥৫৪॥—॥৫৬॥

ভবানী ভর্ত্তৃ শব্দ দিলা পাইয়া সন্তোষ।
বিরুদ্ধ মতিকৃন্নাম এই বড় দোষ ॥৫৭॥
ভবানী শব্দ কহে মহাদেবের গৃহিণী।
তাঁর ভর্ত্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি ॥৫৮॥
শিব পত্নীর ভর্ত্তা শুনিতে বিরুদ্ধ।
বিরুদ্ধ মতিকৃৎ শব্দ শাস্ত্রে নহে শুদ্ধ ॥৫৯॥
ব্রাহ্মণ পত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দেহ দান।
শব্দ শুনিতে হয় দ্বিতীয় ভর্ত্তা জ্ঞান ॥৬০॥
বিভবতি ক্রিয়া সমাপ্তি পুনঃ বিশেষণ।
অদ্ভুত গুণা এই পুনরাত্ত দূষণ ॥৬১॥
তিন পাদে অনুপ্রাস দিয়াছ অনুপম।
এক পাদে নাহি এই দোষ ভগ্ন ক্রম ॥৬২॥

দুই স্থানে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ দেখাইয়া তৃতীয় বিরুদ্ধমতি দোষ দেখাইতেছেন "ভবানী" ইতি। "অন্যের সহিত অন্বয় বশতঃ যে প্রকৃত বিরুদ্ধার্থ ব্যঞ্জক তাহাকে বিরুদ্ধমতিকৃন্নাম দোষ বলে। এখানে "ভবানী ভর্ত্তুঃ" শিবপত্নীর পতি বলাতে দুর্গার পত্যন্তর বিরুদ্ধার্থের ব্যক্ত হওয়াতে বিরুদ্ধমতিকৃৎ দোষ হইল ॥৫৭॥—॥৫৯॥

উহাতে দৃষ্টান্ত দিতেছেন "ব্রাহ্মণ" ইতি ॥৬০॥

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ—" এই শ্লোকান্তর্গত চতুর্থ পুনরাত্ত দোষ দেখাইতেছেন "বিভবতি" ইতি। ক্রিয়া ও কারকের অন্বয় সহিত বাক্যের সমাপ্তি হইলেও বিশেষ বিধান ইচ্ছা ব্যতীত পুনর্ব্বার সেই বাক্য সহিতান্বয়ী পদের কথন যাহাতে হয়, তাহাকে পুনরাত্ত (সমাপ্ত পুনরাত্ত) দোষ বলে।

এখানে "বিভবতি" এই ক্রিয়ার সহিত শ্লোক বাক্যের সমাপ্তি হইলেও পুনরায় "অদ্ভুত গুণা" এই বিশেষণ দেওয়াতে উক্ত দোষ হইয়াছে ॥৬১॥

যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চ দোষে শ্লোক কৈল ছারখার॥৬৩॥
দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার যায় ক্ষয়॥৬৪॥
সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক শ্বিত্রকুষ্ঠে যেন করয়ে নিন্দিত॥৬৫॥

তথাহি ভরত বাক্যং ;—

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতং।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দর মপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগং॥৫॥

রসালঙ্কারবিশিষ্টং কাব্যং চেৎ যদি দোষ যুক্ স্যাৎ তদা দুর্ভগং দোষঃ স্যাদিতি। ইতি চং।

রসালঙ্কারেতি। কাব্যং কাব্যবচনং রসালঙ্কারবৎ শৃঙ্গারাদি রসোপযোগি ভূষণাদিবৎ বিভূষিতং স্যাৎ ভবতি। চেৎ যদি দোষ যুক্ দোষ যুক্তং ভবতি যথা সুন্দর মপি বপুঃ শরীরং শ্বিত্রেণ শ্বেতকুষ্ঠেন একেন বর্ণেন দুর্ভগং নিন্দিতং দূষিতং স্যাৎ ইতি। ইতি শ্লোকমালা॥৫॥

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং চেৎ (যদি) দোষ যুক্ (তদা) বিভূষিতং সুন্দর মপি বপুঃ একেন শ্বিত্রেণ দুর্ভগমিব স্যাৎ। ইত্যন্বয়ঃ॥৫॥

শ্লোক স্তুতি পঞ্চম ভগ্নক্রম দোষ দেখাইতেছেন "তিন ..." ইতি। যেরূপে উপক্রম সেইরূপে উপসংহার, এই নিয়মের ভঙ্গ হইলে উক্ত দোষ হয়। অনুপ্রাসের লক্ষণ এই, "বর্ণ সাম্য মনুপ্রাসঃ"। অস্যার্থ, ককারাদি ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে যে কোন বর্ণ বহুবার প্রয়োগ হইলে অনুপ্রাস হয়, ইতি কাব্যপ্রকাশে নবম।

এখানে শ্লোকের প্রথম চরণে তকারের তৃতীয় চরণে রকারের চতুর্থ চরণে

পঞ্চ অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার।
দুই শব্দালঙ্কার তিন অর্থালঙ্কার ॥৬৬॥
শব্দালঙ্কার তিন পাদে আছে অনুপ্রাস।
শ্রীলক্ষ্মী শব্দে পুনরুক্ত বদাভাস ॥৬৭॥
প্রথম চরণে পঞ্চ তকারের পাতি।
তৃতীয় চরণে শ্লোকের পঞ্চ রেফ স্থিতি ॥৬৮॥

ভকারের অনুপ্রাস আছে, কিন্তু দ্বিতীয় চরণে তাহা নাই, অতএব যে রূপে উপক্রম সেইরূপে উপসংহার এই নিয়ম ভঙ্গ হওয়াতে ভগ্নক্রম দোষ হইয়াছে ॥৬২॥

পঞ্চ অলঙ্কার আগামী "দুই শব্দালঙ্কার—" ইত্যাদি পয়ারে ব্যক্ত হইবে ॥৬৩॥৬৪॥

শ্বিত্র কুষ্ঠ, কুষ্ঠনিদানোক্ত কুষ্ঠৈক সম্বন্ধ রোগ বিশেষ ॥৬৫॥

ভূষণ বিভূষিত সুন্দর দেহও যেমন এক শ্বিত্র রোগযুক্ত হইলে দুষ্ট হয়, তদ্রূপ রসালঙ্কার বিশিষ্ট কাব্যও দোষযুক্ত হইলে দুষ্ট হয় ॥৫॥

অদোষ শব্দার্থ রচনা বিশেষকে বা রসাত্মকবাক্যকে বা কবিবাক্যনিমিতিকে কাব্য বলে। "সুন্দর শরীর—" ইহার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৫॥

"পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার, এই ৫১ পয়ারে পঞ্চ দোষ দেখাইয়া পঞ্চ অলঙ্কার দেখাইতেছেন "পঞ্চ" ইতি। "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ—" এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার। অনুপ্রাস ও পুনরুক্তবদাভাস, এই দুই শব্দালঙ্কার। আর উপমা বিরোধাভাস ও অনুমান, এই তিনটী অর্থালঙ্কার ॥৬৬॥

"তিন পাদে—" এই ৬২ পয়ার ব্যাখ্যায় অনুপ্রাসের লক্ষণ দৃষ্টি করিবেন। পুনরুক্ত বদাভাসের লক্ষণ যথা কাব্যপ্রকাশে নবম ;—

"পুনরুক্ত বদাভাসো বিভিন্নাকার শব্দগা।
একার্থতেব"।

অস্যার্থ বিভিন্নাকার শব্দগত অথচ একার্থতার মতন, ইহাকে পুনরুক্ত বদাভাস বলে ॥৬৭॥

চতুর্থ চরণে চারি ভকার প্রয়াস।
অতএব শব্দ অলঙ্কার অনুপ্রাস ॥৬৯॥
শ্রীশব্দে লক্ষ্মী শব্দে এক বস্তু উক্ত।
পুনরুক্ত প্রায় ভাসে নহে পুনরুক্ত ॥৭০॥
শ্রীযুত লক্ষ্মীর অর্থে অর্থ বিভেদ।
পুনরুক্ত বদাভাস শব্দালঙ্কার ভেদ ॥৭১॥
লক্ষ্মীরিব অর্থালঙ্কার উপমা প্রকাশ।
আর অর্থালঙ্কার আছে নাম বিরোধাভাস ॥৭২॥
গঙ্গাতে কমল জন্মে সবার সুবোধ।
কমলে গঙ্গার জন্ম অত্যন্ত বিরোধ ॥৭৩॥
ইহাঁ বিষ্ণু পাদ পদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি।
বিরোধালঙ্কার এই করে চমৎকৃতি ॥৭৪॥
ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ।
ইহাতে বিরোধ নাহি বিরোধ আভাস ॥৭৫॥

প্রথমতঃ অনুপ্রাস শব্দালঙ্কার দেখাইতেছেন "অসম" ইতি। এখানে মহত্ত্বেরও তকারকে একটী ত জানিবেন। রেফ, রকার ॥৬৮॥ প্রয়াস, প্রয়োগ ॥৬৯॥

শ্লোকোক্ত "শ্রীলক্ষ্মীঃ" এই স্থানে পুনরুক্ত বদাভাস শব্দালঙ্কার দেখাইতেছেন "শ্রী" ইতি। শ্রীশব্দে লক্ষ্মী শব্দে একার্থ, কিন্তু শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী এই অর্থের ভেদ হওয়াতে উক্তালঙ্কার হইল।

শব্দালঙ্কারে শব্দের পরিবর্ত্তন হইলে অলঙ্কার হয় না বলিয়া তবে কিনা শব্দকেই আশ্রয় করিয়া অলঙ্কার হয় বলিয়া শব্দালঙ্কার বলে। যেমন সতত এই শব্দকে আশ্রয় করিয়াই অনুপ্রাসালঙ্কার হইয়াছে, কিন্তু উহার পরিবর্ত্তনে নিরন্তর বলিলে আর উক্তালঙ্কার হয় না ॥৭০॥৭১॥

তথাহি

অম্বুজম্ম্বুনি জাতং ন জাতু কিল জাতমম্বুজাদম্বু।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা ॥৬॥

পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতেতি বিপরীতং ইতি চং ॥

অম্বুজমিতি। অম্বুনি জলে অম্বুজং পদ্মং জাতং ভবতি। অম্বুজাৎ কমলাৎ অম্বু জলং নহি জাতং ন ভবেৎ মুরভিদি গোবিন্দে মুরারৌ তৎ বিপরীতং ভবেৎ যথা তস্য মুরভিদঃ পাদাম্ভোজাৎ মহানদী গঙ্গা জাতা ভবতীত্যর্থঃ ॥৬॥

তস্য সাধনং হেতু বিশেষোক্তশ্চরণকমলোৎপত্তিরিতি ॥৭৬॥

অম্বুনি জলে অম্বুজং জাতং জলজং কদাচিৎ কিল (নিশ্চিতং) অম্বুজাৎ পদ্মাৎ অম্বু জলং ন জাতং। মুরভিদি মুরারৌ বিষ্ণৌ তৎবিপরীতং যথা তস্য পাদাম্ভোজাৎ মহানদী গঙ্গা জাতা ইত্যন্বয়ঃ ॥৬॥

"সম্ভ্রম গঙ্গায়াঃ—" এই শ্লোকের দুইটী শব্দালঙ্কার দেখাইয়া তিনটী অর্থালঙ্কার দেখাইতে প্রথমতঃ উপমা অর্থালঙ্কার দেখাইতেছেন "লক্ষ্মী" ইতি। উপমানে উপমেয়ের সমান ধর্ম্ম যে সম্বন্ধ তাহাকে উপমা বলে, যথা কাব্যপ্রকাশের দশমে :—

"—তয়োরেব সমানধর্ম্মে সম্বন্ধ উপমা" ॥

এখানে "লক্ষ্মীরিব—চরণা" অর্থাৎ সুরনর প্রভৃতি সকলে লক্ষ্মীর চরণকে যেমন অর্চ্চণা করে, তদ্রূপ তাহারা গঙ্গার চরণার্চ্চণা করে, এই অর্চ্চণারূপ সমান ধর্ম্মের সম্বন্ধ উপমান লক্ষ্মীতে এবং উপমেয় গঙ্গাতে থাকায় এখানে উপমা অর্থালঙ্কার হইল ॥৭২॥

শ্লোকান্তর্গত তিনটী অর্থালঙ্কার মধ্যে উপমা অর্থালঙ্কার দেখাইয়া দ্বিতীয় বিরোধাভাস অর্থালঙ্কার দেখাইতেছেন "প্রাতে" ইতি। বিরোধ না থাকিলেও বিরোধরূপ যে বাক্য তাহাকে বিরোধাভাস বলে, যথা কাব্যপ্রকাশের দশমে :—

"বিরোধঃ সোঽবিরোধেঽপি বিরুদ্ধত্বেন যদ্বচঃ"।

গঙ্গার মহিমা সাধ্য সাধন তাহার।
বিষ্ণুপাদোৎপত্তি এই অনুমানালঙ্কার ॥৭৬॥
স্থূল এই পাঁচ দোষ পঞ্চ অলঙ্কার।
সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি আছয়ে অপার ॥৭৭॥

এখানে "ভবানী—ভূষণা" অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে উৎপত্তি হওয়াতে এই গঙ্গা সৌভাগ্যবতী হইয়াছেন। তাহাতে জল হইতে কমলের (পদ্মের) উৎপত্তি হয়, কিন্তু কমল হইতে কখন জলের উৎপত্তি হয় না, তথাপি ঈশ্বরের এমনই অচিন্ত্য শক্তি যে তাহার চরণ কমল হইতে জল প্রবাহময়ী গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে, এই রূপে ইহাতে বিরোধ না থাকিলেও কমল হইতে গঙ্গার উৎপত্তি এই বিরুদ্ধ বাক্য হওয়াতে বিরোধাভাস অলঙ্কার হইল ॥৭৩॥
॥৭৫॥

জলেতেই পদ্ম জন্মে, পদ্ম হইতে কখন জলের জন্ম হয় না, কিন্তু বিষ্ণুতে তাহার বিপরীত, কেননা তাহার পাদ পদ্ম হইতে জলময়ী গঙ্গার জন্ম হইয়াছে। ॥৭॥

"ঈশ্বরের—" এই পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক ॥৮॥

"মহত্বং গঙ্গায়াঃ—" এই শ্লোকের তৃতীয় অনুমান অর্থালঙ্কার দেখাইতেছেন "গঙ্গার" ইতি। গঙ্গার মহিমা (মহত্ব) সাধ্য, বিষ্ণুপাদোৎপত্তি তাহার (মহিমার) সাধন (হেতু) ইত্যন্বয়। সাধ্য ও সাধনের (হেতুর) এক কথন তাহাকে অনুমান অলঙ্কার বলে, যথা কাব্যপ্রকাশের দশমে ;—

"অনুমানং তদুক্তং যৎ সাধ্যসাধনয়োর্বচঃ"

এখানে "মহত্বং গঙ্গায়াঃ" গঙ্গার মহত্ব (মহিমা) সাধ্য "ভবানী শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি" বিষ্ণুর চরণকমল হইতে উৎপত্তি, এইটী সেই মহত্বের সাধন (হেতু), অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে উৎপত্তি হইয়াছে, এই হেতু গঙ্গার মহত্ত্ব, তাহা হইলে গঙ্গার মহত্ত্ব রূপ সাধ্য ও বিষ্ণুর চরণকমলোৎপত্তি রূপ সাধনের কথন হওয়াতে অনুমান অর্থালঙ্কার হইল ॥৭৬॥

প্রতিভার কবিত্ব তোমার দেবতা প্রসাদে।
অবিচারের কবিত্বে অবশ্য দোষ বাদে ॥৭৮॥
বিচারি কবিত্ব কৈলে হয় সুনির্ম্মল।
সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝল মল ॥৭৯॥
শুনিঞা প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য প্রতিভা স্তম্ভিত ॥৮০॥
কহিতে চাহয়ে কিছু না আইসে উত্তর।
মনে কিছু বিচারয়ে হইয়া ফাঁফর ॥৮১॥
পঢ়ুয়া বালক মোর কৈল বুদ্ধি লোপ।
জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছে কোপ ॥৮২॥
যে ব্যাখ্যা করিল নিমাঞি মনুষ্যের নহে শক্তি।
ইঁহার মুখে রহি জানি বোলে সরস্বতী ॥৮৩॥
এত ভাবি কহে শুন নিমাঞি পণ্ডিত।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাঙ বিস্মিত ॥৮৪॥
অলঙ্কার নাহি পড় নাহি শাস্ত্রাভ্যাস।
কেমতে এ সব অর্থ করিলে প্রকাশ ॥৮৫॥

অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশাদি পঞ্চ দোষ, আর অনুপ্রাসাদি পঞ্চ অলঙ্কার ॥৭৭॥
প্রতিভা, ঝটিতি উপস্থিত বুদ্ধি। দেবতা প্রসাদে, দেবতানুগ্রহে ॥৭৮॥
বিচারি বিচার করিয়া। কৈলে, করিলে। সুনির্ম্মল, নির্দোষ ॥৭৯॥
না নিঃসরে, বাহির হয় না। স্তম্ভিত, জড়ীভূত ॥৮০॥
ফাঁফর, গোলযোগ বা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা ॥৮১॥
পঢ়ুয়া, পাঠাবস্থাপন্ন ॥৮২॥ ॥৮৪॥
এ সব অর্থ, পঞ্চ দোষ ও পঞ্চ অলঙ্কার ইত্যাদি ॥৮৫॥

তাঁর প্রশ্ন শুনি প্রভু হৈলা বড় রঙ্গী।
তাঁহার হৃদয় জানি কহে কিছু ভঙ্গী ॥৮৬॥
শাস্ত্রের বিচার ভাল মন্দ নাহি জানি।
সরস্বতী যে বোলান্ কহি সেই বাণী ॥৮৭॥
ইহা শুনি দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয়।
শিশুদ্বারে দেবী মোর কৈল পরাজয় ॥৮৮॥
আজি তাঁরে নিবেদিব করি জপ ধ্যান।
শিশুদ্বারে মোর এত কৈল অপমান ॥৮৯॥
বস্তুত সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল।
বিচার সময়ে তাঁর বুদ্ধি আচ্ছাদিল ॥৯০॥
তবে শিষ্যগণ প্রভুর হাসিতে লাগিলা।
তা সবা নিষেধি প্রভু পণ্ডিতে বলিলা ॥৯১॥
তুমি মহা পণ্ডিত মহা কবি শিরোমণি।
যার মুখে বাহিরায় হেন ব্যাখ্যা বাণী ॥৯২॥
তোমার কবিত্ব যেন গঙ্গাজলধার।
তোমা হেন কবি কাহাঁ নাহি দেখি আর ॥৯৩॥

তাঁহার হৃদয় জানি, অর্থাৎ আমি পরাজয় হইব না, এইরূপ দিগ্বিজয়ীর হৃদয়স্থ ভাব জানিয়া ॥৮৬॥৮৭॥

দেবী, সরস্বতী ॥৮৮॥৮৯॥

সরস্বতী [illegible]কৃত শ্লোকে দোষ হয় কেন ? ইহাতে বলিতেছেন "বস্তুত" ইতি ॥৯০॥

তা সবা শিষ্যগণ। নিষেধি, নিষেধ করিয়া ॥৯১॥

ভবভূতি জয়দেব আর কালীদাস।
তা সবার কবিত্বে হয় দোষের প্রকাশ ॥৯৪॥
দোষ গুণ বিচার এই অল্প করি মানি।
কবিতা করণে শক্তি তাহা সে বাখানি ॥৯৫॥
শৈশব চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের যোগ্যতা আমি না ধরি তোমার ॥৯৬॥
আজি বাসা যাহ কালি মিলিব আরবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥৯৭॥
এই মত নিজ ঘর গেলা দুইজন।
কবি রাত্র্যে কৈল সরস্বতী আরাধন ॥৯৮॥
সরস্বতী স্বপ্নে তাঁরে উপদেশ কৈল।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুরে জানিল ॥৯৯॥
প্রাতে আসি প্রভু পদে লইল শরণ।
প্রভু কৃপা কৈল তাঁর খণ্ডিল বন্ধন ॥১০০॥
এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যে কিছু বিশেষ ইহাঁ করিল প্রকাশ ॥১০১॥

পরাভব দুঃখিত দিগ্বিজয়ীকে সুখী করিবার জন্য বলিতেছেন "তুমি" ইত্যাদি ॥৯২॥

গঙ্গাজলধার দৃষ্টান্তে কবিতার পাবনত্বাদি গুণ বলা হইল জানিবেন ॥৯৩।৯৪॥

দোষ গুণের বিচার অনেকেই করিতে পারে, কিন্তু কবিতা করাই কঠিন ॥৯৫॥—॥৯৮॥

কবি (দিগ্বিজয়ী) প্রভুরে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জানিল, ইত্যর্থঃ ॥৯৯।১০০॥

চৈতন্য গোসাঞির লীলা অমৃতের ধার।
সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্তি হয় শ্রবণে যাহার ॥১০২॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১০৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে কৈশোরলীলা বর্ণনং নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১৬॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে একাদশাধ্যায়ে এ সব লীলা বর্ণনা করিয়াছেন ॥১০১॥—॥১১৩॥

ইতি আদি-সুধাসঞ্চারিণী নাম ব্যাখ্যা ষোড়শঃ ॥১৬॥



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং যৎপ্রসা ঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনাম প্রজল্পকাঃ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥১॥

কৈশোরলীলার সূত্র করিল গণন।
যৌবন লীলার সূত্র করি অনুক্রম ॥২॥

যবনাঃ সুমনা৹ সুমনসঃ সন্তোহন্তে কৃষ্ণনাম-প্রজল্পকা বভুবুরিত্যর্থঃ সুমনা ইতি সান্তা অদন্তা চ ইতি শাসনাদত্র অদন্তত্বং। ইতি চং ॥

বন্দ ইতি। তং চৈতন্যং বন্দে কথম্ভূতং স্বৈরা স্বচ্ছন্দা অদ্ভুতা লোকোত্তরা ঈহা চেষ্টা য তং। যং যস্য প্রসাদতঃ যবনাঃ ম্লেচ্ছাঃ কৃষ্ণনাম-প্রজল্পকাঃ সন্তঃ সুমনায়ন্তে সুমনসঃ সাধোরিব আচরন্তে। ইতি শ্লোকমালা ॥১॥

স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং বন্দে। যৎ (যস্য চৈতন্যস্য) প্রসাদতঃ যবনাঃ কৃষ্ণনাম প্রজল্পকাঃ সন্তঃ সুমনায়ন্তে। ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥

এই সপ্তদশ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের বিদ্যা বিনোদাদি বিবিধলীলা না- পূর্ব্বক যবনোদ্ধার লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

অথ ব্যাখ্যা।

স্বেচ্ছাধীন লোকোত্তর লীলাকারী সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি। যাহার অনুগ্রহে যবনও শ্রীকৃষ্ণনাম গান করত সাধুর মতন ব্যবহার করে, অথাৎ যে শ্রীচৈত যবনকেও কৃষ্ণদাস করিয়াছে ॥১॥

যৌবন ইতি। "যৌবনন্তু ততঃ পরং" অস্যার্থ, পঞ্চদশ বৎসর ব্যাপী কৈশোর বয়সের পর যৌবন ॥২॥

তথাহি ;—

বিদ্যা সৌন্দর্য্য সদ্বেশ সম্ভোগ নৃত্যকীর্ত্তনৈঃ।
প্রেমনাম প্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি যৌবনে ॥২॥

যৌবন প্রবেশে অঙ্গে অঙ্গ বিভূষণ।
দিব্য বেশ দিব্য বস্ত্র সুমাল্য চন্দন ॥৩॥
বিদ্যা ঔদ্ধত্যে কারো না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন ॥৪॥
বায়ু ব্যাধি ছলে কৈল প্রেমের প্রকাশ।
ভক্তগণ ভাণ্ডিয়া* করে বিবিধ বিলাস ॥৫॥

[illegible]ব্যতি। গৌরঃ শচীনন্দনঃ যৌবনে দীব্যতি ক্রীড়তি কৈঃ করণৈঃ বিদ্যা শাস্ত্রজ্ঞানং সৌন্দর্য্যং লাবণ্যাদি সদ্বেশঃ ভূষাদি সম্ভোগঃ শৃঙ্গারাদি নৃত্যং নর্ত্তনাদি কীর্ত্তনং নামসংকীর্ত্তনাদি এতৈঃ ষট্ প্রকারৈঃ করণৈঃ পুনঃ প্রেমনাম প্রদানৈঃ প্রেম্না সহ হরি নাম বিতরণৈঃ। ইতি শ্লোকমালা ॥২॥

গৌরঃ যৌবনে বিদ্যা—প্রদানৈশ্চ দীব্যতি। ইত্যন্বয়ঃ ॥২॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যৌবনকালে বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, উত্তম বেশ, সম্ভোগ, নৃত্য, কীর্ত্তন, প্রেম প্রদান ও নাম প্রদান দ্বারা ক্রীড়া করেন, অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ যৌবনকালে বিদ্যা বিনোদাদি লীলা করেন ॥২॥

শ্রীগৌরাঙ্গের যৌবনলীলার যে সূত্র ক[illegible]বেন তাহা এই শ্লোকে ব্যক্ত করিলেন ॥২॥

অঙ্গই অঙ্গের ভূষণ অর্থাৎ এমনিই সুন্দর অঙ্গ যে, ভূষণ ব্যতীত স্বতঃ শোভাময়। দিব্য, মনোহর ॥৩॥

ঔদ্ধত্য, প্রগল্‌ভতা ॥৪॥৫॥

"লৈয়া" ইতি কোথাও পাঠ।

তবেত করিলা প্র   গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাহাঙ্ঞি মিলন ॥৬॥
দীক্ষা অনন্তর কৈল প্রেম পরকাশ।
দেশাগমন পুনঃ বিবিধ বিলাস ॥৭॥
শচীকে প্রেমদান তবে অদ্বৈত মিলন।
অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশন ॥৮॥
প্রভুর অভিষেক গৃহে কৈল শ্রীনিবাস।
খট্টায় বসি প্রভু কৈল ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥৯॥
তবে নিত্যানন্দ স্বরূপের আগমন।
প্রভুকে মিলিয়া পাল্য ষড়্‌ভুজ দর্শন ॥১০॥
প্রথমে ষড়্‌ভুজ তাঁরে দেখাল্য ঈশ্বর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গ বেণু ধর ॥১১॥
তবে চতুর্ভুজ হৈলা তিন অঙ্গ বক্র।
দুই হস্তে বংশী বাজায় দুইএ শঙ্খ চক্র ॥১২॥

মহাপ্রভু ঈশ্বর পুরীর নিক   ক্ষা গ্রহণ করেন ॥৬॥

গয়া হইতে দেশে আগমন   ॥

শ্রীনিবাস গৃহে (নিজ গৃহে) প্রভুর অভিষেক কৈল, ইত্যন্বয় ॥৯॥

নিত্যানন্দ ও স্বরূপের (স্বরূপ দামোদরের) অথবা নিত্যানন্দ স্বরূপ নিত্যানন্দই ॥১০॥

কৃষ্ণধনুকের নাম শার্ঙ্গ। অর্থাৎ চতুর্ভুজ দ্বারকানাথের শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম। মথুরানাথের শার্ঙ্গধনু। ব্রজনাথের বেণু ॥১১॥

ব্রজনাথের দুই হস্তে বংশী, মথুরানাথের দুই হস্তে শঙ্খ চক্র ॥১২॥—॥১৩॥

তবেত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন।
শ্যাম অঙ্গ পীত বস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১৩॥
তবে নিত্যানন্দ গোসাঞির ব্যাস পূজন।
নিত্যানন্দাবেশে কৈল মুষল ধারণ ॥১৪॥
তবে শচী দেখিল রাম কৃষ্ণ দুই ভাই।
তবে নিস্তারিল দুই জগাই মাধাই ॥১৫॥
তবে সপ্ত প্রহর আছিলা ভাবাবেশে।
যথা যথা* ভক্তগণ দেখিল বিশেষে ॥১৬॥
বরাহ আবেশ হৈল মুরারি ভবনে।
তাঁর স্কন্ধে চড়ি প্রভু নাচিল প্রাঙ্গনে ॥১৭॥
তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ।
হরের্নাম শ্লোকের তবে কৈল বিবরণ ॥১৮॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে ;—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥৩॥

রামকৃষ্ণ ও দুই ভাই অর্থাৎ রামকৃষ্ণ ও চৈতন্য নিত্যানন্দ এই চারি এক সঙ্গে দেখেন ॥১৩—॥১৮॥

সত্যযুগে ধ্যান দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কলিতে সেই ধ্যান হয় না, অতএব কেবল হরির নামই ভজন। ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদি দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কলিযুগে সেই যজ্ঞাদি হয় না, অতএব কেবল হরির নামই ভজন। দ্বাপরযুগে সেবাদি দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কলিযুগে সেই সেবাদি

---

* "তথা" ইতি কোথাও পাঠ।

কলিকালে নামরূপ কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সব জগৎ নিস্তার ॥১৯॥
দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেব একবার ॥২০॥
কেবল শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞানযোগ তপঃ কর্ম্ম আদি নিবারণ ॥২১॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি নাহি নাহি তিনবার এবকার ॥২২॥

হয় না, অতএব কেবল হরির নামই ভজন। নচেৎ কলিযুগে ধ্যানগতি যজ্ঞাদি গতি ও সেবাগতি নাই নাই নাই।

এই শ্লোকের টীকা ও অন্বয় আদির সপ্তম পরিচ্ছেদে ৩ শ্লোকে দৃষ্টি করিবেন ॥৩॥

হরের্নাম শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "কলিকালে" ইত্যাদি দ্বারা ॥১৯॥

"নাম্নৈব" এই এব একবার ॥২০॥

"কেবলং" এই কেবল শব্দ। "হরের্নাম" এই শব্দটী তিনবার বলিবার অভিপ্রায় বলিতেছেন "জ্ঞান" ইতি। কলিতে জ্ঞান হয় না, কেবল হরিনাম করিবে। কলিতে যোগ হয় না, কেবল হরিনাম করিবে। কলিতে তপঃ ও কর্ম্ম (যজ্ঞাদি) হয় না, কেবল হরিনাম করিবে।

অথবা কলিতে জ্ঞানাদি সাধন না হওয়াতে তত্তৎ ফল জ্ঞানাদি প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু "কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ"। অস্যার্থ, সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে বিষ্ণুকে যজ্ঞ দ্বারা যজনা করিয়া, দ্বাপরযুগে বিষ্ণুর পরিচর্য্যা করিয়া, যাহা প্রাপ্ত হয়, কলিযুগে এক সংকীর্ত্তন দ্বারাই তাহা তাহা প্রাপ্ত হয়, এই শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে চতুশ্চত্বারিংশৎ শ্লোক প্রমাণে জ্ঞানাদি সাধন

তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লিব নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিব মান ॥২৩॥
তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিব।
ভর্ৎসন তাড়নে কারে কিছু না বলিব ॥২৪॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইলে কারো পাশে কিছু না মাগয় ॥২৫॥
এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিত বৃত্তি কিবা ফল মূল খাব ॥২৬॥
সদা নাম লৈব যথা লাভেতে সন্তোষ।
এই ত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম পোষ ॥২৭॥

তথাহি শ্রীমুখ শিক্ষা শ্লোকঃ;—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৪॥

তৃণাদপীতি। অমানিনা মানহীনেন জনেন কর্তৃভূতেন সদা হরিঃ কীর্ত্তনীয় ভবেদিত্যর্থঃ। কথম্ভূতেন অন্যেভ্যো মানং সম্মানং দদাতীতি তেন পুনঃ কথম্ভূতেন তরোরিব বৃক্ষবৎ সহিষ্ণুনা সহনশীলেন পুনঃ কথম্ভূতেন তৃণ প্রাণ হীন তৃণ সকাশাৎ সুনীচেন সূক্ষ্মভূতবৎ হিংসারহিতেন এবম্ভূতেন জনেন ইত্যর্থঃ। ইতি চং ॥৪॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা মানদেন অমানিনা (জনেন) হরিঃ সদা কীর্ত্তনীয়ঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥৪॥

পরিত্যাগ করিয়া কেবল হরি সংকীর্ত্তন করিবে, কেননা ইহা দ্বারাই সকল ফল প্রাপ্ত হইবে ॥২১॥

নাস্ত্যেব, এই এব তিনবার ইতি ॥২২॥

ঊর্দ্ধ বাহু করি কহোঁ শুন ভক্ত লোক।
নাম সূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥২৮॥
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥২৯॥

উক্ত হরিনাম লইবার প্রকার বলিতেছেন অর্থাৎ যে প্রকারে হরিনাম লইলে নাম ফল প্রেম পাইবে, তাহা বলিতেছেন "তৃণ হৈতে" ইত্যাদি দ্বারা। পদাদি দ্বারা তৃণের একদিক্ আক্রমিত হইলে কদাচিৎ অপর দিক্ উত্থিত হয়, কিন্তু বৈষ্ণব দুর্জ্জনাদি দ্বারা আক্রমিত হইলেও কখন উত্থিত হইবে না, অর্থাৎ তাহাকে কিছু বলিবে না, এবং স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবে না, এইরূপে তৃণ হইতে নীচ হইবে।

তরুসম সহিষ্ণুতাকেই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন "ভৎর্সন" ইত্যাদি। ভক্তি ধর্ম্ম, ভক্তি ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম অথবা ভক্তিরূপ ধর্ম্ম।

এখানে বলা হইল এই, "তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া—" ইত্যাদি প্রকারে নাম লইবে, তাহা হইলেই প্রেমোদয় হইবে।

এখানে এইটী বিবেচ্য, প্রথমতই "তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া—"ইত্যাদি কেহ হইতে পারে না, কেননা তাহা হইবার প্রতি সাধনের অপেক্ষা আছে, অতএব "হরেনাম—" এই প্রমাণে কলিযুগে নাম ব্যতীত অন্যগতি না থাকায় পুরুষ যদবস্থাপন্ন হউক না কেন প্রথমে নাম গ্রহণ করিবে তৎপ্রভাবেই "তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া—" ইত্যাদি হইলে তখন প্রেমোদয় হয় ॥২৩॥—॥২৭॥

তৃণ হইতে নীচ হইয়া বৃক্ষের মতন সহিষ্ণু হইয়া জীব মাত্রে সম্মান দিয়া স্বয়ং নিরভিমানী হইয়া সর্ব্বদা হরি কীর্ত্তন করিবে ॥৪॥

"তৃণ হৈতে" ইত্যাদির প্রমাণ এই শ্লোক ॥৪॥

নামরূপ সূত্র দ্বারা এই "তৃণাদপি—" শ্লোক গাঁথিয়া কণ্ঠে পর। অর্থাৎ এ শ্লোক বিস্মৃত না হইয়া হরিনাম কর, তবে কিনা "তৃণাদপি—" হইয়া সর্ব্বদা হরিনাম কর ॥২৮॥২৯॥

তবে প্রভু শ্রীনিবাস গৃহে নিরন্তর।
রাত্র্যে সংকীর্ত্তন কৈল এক বৎসর ॥৩০॥
কবাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে ॥৩১॥
কীর্ত্তন শুনিঞা পাষণ্ডী জলি পুড়ি মরে।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যত্ন করে ॥৩২॥
একদিন এক বিপ্র গোপাল চাপাল।
পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল ॥৩৩॥
ভবানী পূজার সব সামগ্রী আনিল।
রাত্র্যে শ্রীবাসের দ্বারে স্থাপন করিল ॥৩৪॥
কদলীর পত্র উপর থুইল ওড় ফুল।
হরিদ্রা সিন্দূর রক্তচন্দন তণ্ডুল ॥৩৫॥
মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজ ঘরে গেল।
প্রাতঃকালে শ্রীবাস তাহা দ্বারেতে দেখিল ॥৩৬॥

শ্রীনিবাস, শ্রীবাস। সন্ন্যাসের এক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবাসগৃহে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করায় তথায় এক বৎসর কীর্ত্তন হয়, জানিবেন ॥৩০॥

অভক্ত লোক প্রবেশ করিবে বলিয়া কবাট দিয়া কীর্ত্তন করেন। পাষণ্ডী, সদাচার ভ্রষ্ট। হাসিতে, সংকীর্ত্তনে উপহাস করিতে ॥৩১॥৩২॥

গোপাল নাম, বিদ্যার চপলতা ছিল বলিয়া চাপাল বলিত ॥৩৩॥৩৪॥

ওড়ফুল, ওড্রপুষ্প (জবা ফুল)। তণ্ডুল, চাল ॥৩৫॥

পরম বৈষ্ণব শিব পত্নী দুর্গার পূজা মদিরিকা দ্বারা হইতে পারে না। তবে পাষণ্ডপ্রবৃত্ত গোপাল চাপাল মদিরিকা দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়াছিল জানিবেন ॥৩৬॥—॥৩৯॥

বড় বড় লোক সব আনিল ডাকিয়া।
সবারে কহেন শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া ॥৩৭॥
নিত্য রাত্র্যে করি আমি ভবানী পূজন।
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥৩৮॥
দেখি সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার।
ঐছে কর্ম্ম ইহাঁ কৈল কোন দুরাচার ॥৩৯॥
হাড়ি আনি সেই দ্রব্য সব দূর কৈল।
গঙ্গাজল গোময় দিয়া স্থান লেপাইল ॥৪০॥
তিন দিন বই সেই গোপাল চাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠ হৈল বহে রক্তধার ॥৪১॥
সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীটে কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা দুঃখে জলে বাহ্যান্তর ॥৪২॥
গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহেত পড়িয়া।
একদিন কহে কিছু প্রভুকে দেখিয়া ॥৪৩॥
গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল।
ভাগিনা মুঞি কুষ্ঠব্যাধ্যে হয়্যাছোঁ ব্যাকুল ॥৪৪॥
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুঃখী মোর করহ উদ্ধার ॥৪৫॥

হাড়ি, নীচ জাতি বিশেষ। মদিরাদি থাকায় হাড়ি দ্বারা ভবানী পূজার দ্রব্য দূর করান ॥৪০॥৪১॥

বাহ্যান্তর, শরীরের ভিতর বাহির ॥৪২॥৪৩॥

ভাগিনা, ভাগিনেয় ॥৪৪॥৪৫॥

এত শুনি হৈলা প্রভু মহাক্রুদ্ধ মন।
ক্রোধাবেশে কহেন তারে তর্জ্জন বচন ॥৪৬॥
ওরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটি জন্ম ঐছে তোরে কীড়া খাওয়াইমু ॥৪৭॥
শ্রীবাসেরে করাইলি ভবানী পূজন।
কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন ॥৪৮॥
পাষণ্ডীরে সংহারিতে মোর অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার ॥৪৯॥
এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান।
সেই পাপীর দুঃখভোগে না যায় পরাণ ॥৫০॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু নীলাচলে গেলা।
তাঁহা হৈতে প্রভু যবে কুলিয়া গ্রাম আল্যা ॥৫১॥
তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ।
হিত উপদেশ কৈল হই সকরুণ ॥৫২॥

পিতৃবৎ দয়াই ক্রোধ হইয়াছে, নচেৎ প্রভুর কখন ক্রোধ হইতে পারে? বিশেষতঃ অবশেষে শ্রীবাস দ্বারা গোপালের প্রতি তিনি পরম দয়াই করিয়াছেন। ৪৬॥৪৭॥

শ্রীবাসই মদিরিকাদি দ্বারা ভবনী পুজা করিয়াছে, এই অপবাদ রটাইবার জন্য তাহার দ্বারে মদিরাকাদি দিয়া ভবনী পূজা করিলি ইত্যর্থ। সর্প হইতে অতি ক্রূর জন্তু বিশেষকে রুরু বলে। ঐ রুরু যে নরকে পাপীকে দংশনাদি করে তাহাকে রৌরব বলে ॥৪৮॥

সংহারি, সংহার করিয়া ॥৪৯॥—॥৫২॥

শ্রীবাস পণ্ডিত স্থানে হয়্যাছে অপরাধ।
তাঁহা যাহ তিহোঁ যদি করয়ে প্রসাদ ॥৫৩॥
তবে তোর হবে এই পাপ বিমোচন।
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ ॥৫৪॥
তবে সেই লইল আসি শ্রীবাস শরণ।
তাঁর কৃপায় হৈল তাঁর তাপ বিমোচন ॥৫৫॥
আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে।
দ্বারী না দিল তাঁরে ভিতর যাইতে* ॥৫৬॥
নিজ ঘর গেলা বিপ্র মনে দুঃখী হৈয়া।
আর দিন প্রভুকে কহে গঙ্গাতে পাইয়া ॥৫৭॥
শাপিব তোমারে আমি পায়্যাছি বহু দুঃখ।
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে সেই প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ ॥৫৮॥
সব সংসার তোমার হউক বিনাশ।
শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস ॥৫৯॥
প্রভুর শাপ বার্ত্তা যেই শুনে শ্রদ্ধাবান।
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ ॥৬০॥

প্রসাদ, অনুগ্রহ ॥৫৩॥—॥৫৫॥

দ্বারী, দ্বাররক্ষক ॥৫৬॥৫৭॥

শাপিব, শাপ দিব ॥৫৮॥

বহু পুণ্যে সংসার নাশ হয় বলিয়া অথবা এই শাপকে হেতু করিয়া সন্ন্যাস করিবেন বলিয়া প্রভুর চিত্তে উল্লাস হইয়াছিল ॥৫৯॥৬০॥

---

* "দ্বারে কপাট না পাইল ভিতরে যাইতে"। ইতি কোথাও পাঠ।

মুকুন্দ দত্তের কৈল দণ্ড পরসাদ।
খণ্ডিল তাহার চিত্তের সব অবসাদ ॥৬১॥
আচার্য্য গোসাঞিকে করে প্রভু গুরুভক্তি।
ইহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখ মতি ॥৬২॥
ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান।
ক্রোধাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল অবযান ॥৬৩॥
তবে ত আচার্য্য গোসাঞির আনন্দ হইল।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল ॥৬৪॥
মুরারি গুপ্ত মুখে শুনি রাম গুণগ্রাম।
ললাটে লিখিল তাঁর রামদাস নাম ॥৬৫॥
শ্রীধরের লৌহ পাত্রে কৈল জলপান।
সকল ভক্তেরে দিল ইষ্টবর দান ॥৬৬॥
হরিদাস ঠাকুরেরে করিলা প্রসাদ।
আচার্য্য ঠাঞি জননীর খণ্ডাল্য অপরাধ ॥৬৭॥

মুকুন্দদত্ত ভক্তের সভাতে ভক্তিকে বর বলিত, আবার জ্ঞানীর সভাতে জ্ঞানকে বর বলিত, এই দোষে প্রভু তাঁরে দর্শন না দিয়া দণ্ড দেন, পশ্চাৎ দর্শন দিয়া অনুগ্রহ করেন। ইহার বিস্তার শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে দশম অধ্যায়ে দৃষ্টি কারবেন ॥৬১॥

আচার্য্য, অদ্বৈত আচার্য্য, অবযান, অবজ্ঞা অর্থাৎ দণ্ড। এ প্রসঙ্গের বিস্তার শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায়ে দৃষ্টি করিবেন ॥৬২॥—॥৬৪॥

মুরারি চরিত্র শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে বিংশ অধ্যায়ে দৃষ্টি করিবেন ॥৬৫॥৬৬॥

ভক্তগণে প্রভু নাম মহিমা কহিল।
শুনি এক পড়ুয়া তাহা অর্থবাদ কৈল ॥৬৮॥
নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ।
সবা নিষেধিলা কেহো না দেখ ইহার মুখ ॥৬৯॥
সচেলে সগণে যাইয়া কৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাহা করিলা ব্যাখ্যান ॥৭০॥
জ্ঞানে কর্ম্মযোগে ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণবশ।
কৃষ্ণবশ হেতু এক নাম প্রেমরস ॥৭১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ১৪ অং ১৯ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ;—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায় স্তপ স্ত্যাগো যথা ভক্তি র্মমোর্জ্জিতা ॥৫॥

আচার্য্য, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য। জননী, শ্রীশচীমাতা। তাহার অপরাধ এই যে, শচীমাতা মনে করিতেন শ্রীঅদ্বৈতই বিশ্বরূপকে সন্ন্যাস করাইয়াছেন, এবং শ্রীচৈতন্যকেও সন্ন্যাস করাইবে, ইহাতে অদ্বৈত জগতের সম্বন্ধে অদ্বৈত আমার (শচীর) সম্বন্ধে দ্বৈত মায়া ইতি। অপর বিস্তার শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে দৃষ্টি করিবেন ॥৬৭॥

প্রভু, শ্রীচৈতন্য। তাহা, বর্ণিত সেই নাম মহিমায় অর্থবাদ, প্রশংসা বাক্য অর্থাৎ হরিনামের যে মহিমা বলিয়াছেন তাহা প্রশংসা মাত্র, কিন্তু স্বরূপতঃ তাহা নহে ॥৬৮॥ স্তুতিবাদ অর্থবাদ,। "অর্থবাদো হরিনাম্নি" ইত্যাদি। হরিনাম মহিমায় অর্থবাদ করিলে নামের নিকট অপরাধ হয়। ঐ পড়ুয়া নাম মহিমায় অর্থবাদ করাতে অপরাধী হইয়াছে, এজন্য তাহার মুখ দেখিতে নিষেধ করেন ॥৬৯॥ সচেলে, সবস্ত্রে ॥৭০॥

নাম প্রেমরস, প্রেমরসের সহিত নাম অর্থাৎ সপ্রেম সাধন ভক্তি ॥৭১॥

মুরারিকে কহে তুমি কৃষ্ণবশ কৈলা।
শুনিয়া মুরারি শ্লোক প৲ড়ে লাগিলা ৭২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৮১ অং ১৪ শ্লোকে সুদাম বিপ্রবাক্যং;—

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতিস্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥৬॥

অতএবং ভূতং শ্রেয়োনান্যদস্তীত্যাহ ন সাধয়তীতি দ্বাভ্যাং। ইতি ভাবার্থ-দীপিকা।

মৎসাধনার্থং প্রযুক্তোঽপি যোগাদিস্তথা মাং ন সাধয়তি বরায়ৈ মুখং করোতি যথা উর্জ্জিতা ভক্তিঃ সাধনাত্মিকা। ইতি ক্রমসন্দর্ভঃ ॥৫॥

পাপীয়ান্ নীচঃ। ইতি ভাবার্থ-দীপিকা॥

ব্রহ্মণ্যতামেবাহ কেতি। পাপীয়ান্ দুর্ভগঃ কৃষ্ণঃ সাক্ষাৎ ভগবান্। এবং কৃষ্ণস্য পাপীয়স্ত্বয়ো স্তথা দারিদ্র্যশ্রীনিকেতত্বয়ো র্বিরোধঃ। তথাপি ব্রহ্মবন্ধুঃ প্রকুলজাত ইতি বাহুভ্যাং দ্বাভ্যামেব পরিরম্ভিতঃ পরিরব্ধঃ স্ম বিস্ময়ে। এবং পরিরম্ভে বিপ্রত্বমেব কারণ মুক্তং নতু সখ্যং তত্রাত্মনো হত্রীদাখ্যোগ্যত্বমননাৎ

উদ্ধব। মম উর্জ্জিতা ভক্তিঃ যথা মাংসাধয়তি তথা ন যোগঃ ন সাংখ্যং ধর্ম্ম ন স্বাধ্যায়ঃ তপঃ ত্যাগঃ। ইত্যন্বয়ঃ॥

আমার (শ্রীকৃষ্ণের) তেজস্বিনী সাধনভক্তি যেমন আমাকে বশ করে, অর্থাৎ বরের নিমিত্ত উন্মুখ করে, তবে অন্য ভক্তিতে যে বর আমা হইতে প্রাপ্ত হয়, তাহা যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাস, ইহারা কেহই তাহা প্রাপ্ত হয় না॥৫॥

এখানে বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি পদের যে প্রেমভক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা "অর্থাৎ প্রেমভক্তি" তাহা সন্দর্ভ বিরুদ্ধ হইয়াছে দৃষ্টি করিবেন।

এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৫॥

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লৈয়া।
সংকীর্ত্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হৈয়া ॥৭৩॥
এক আম্র বীজ প্রভু অঙ্গনে রুপিল।
তখনি জন্মিল বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ৭৪॥
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হৈল ফলিত।
পাকিল অনেক ফল সবেই বিস্মিত ॥৭৫॥
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়া হৈল।
প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল ॥৭৬॥
রক্ত পীতবর্ণ, নাহি অষ্ঠাংশ বল্কল।
একজনার উদর পূরে খাইলে এক ফল ॥৭৭॥

অতো ভগবতো ব্রহ্মণ্যতৈব শ্লাঘিতা নতু ভক্তবৎসলতা পীড়িতেন কেবল পরিরব্ধ এব। ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ॥৬॥

'দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ অহংক' শ্রীনিকেতনঃ কৃষ্ণঃ ক, ব্রহ্মবন্দুঃ ইতি স্ম অহং বাহুভ্যাং পরিরব্ধিতঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥৬॥

শ্লোক, বক্ষ্যমাণ "ক্বাহং—" এই শ্লোকে অতি নীচ আমার (মুরারির) কৃষ্ণবশ হইবার সম্ভব নাই, ইতিভাব ॥৭২॥—॥৭৫॥

নীচ এবং লক্ষ্মী-বিহীন আমিইবা কোথায়, আর লক্ষ্মীর বাসস্থান শ্রীকৃষ্ণইবা কোথায়। অর্থাৎ কিছুতেই আমাদের দুই জনার তুলনা হইতে পারে না। তথাপি আমি বিপ্রকুল জাত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দুই হস্ত বিস্তার করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥৬॥

সুদামা আপনাকে ভক্তিহীন বোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মণ্যতারই প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু ভক্তবৎসলতার প্রশংসা করেন নাই। "শ্লোক পড়িতে লাগিল" এই শ্লোক ॥৬॥

দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈলা শচীর নন্দন।
সবারে খাওয়াইলা আগে করিয়া ভক্ষণ ॥৭৮॥
অষ্ঠ্যংশ বল্কল নাহিঁ অমৃত রসময়।
এক ফল খাইলে রসে উদর পূরয় ॥৭৯॥
এইমত প্রতিদিন ফলে বারমাস।
বৈষ্ণবে খায়েন ফল প্রভুর উল্লাস ॥৮০॥
এই সব লীলা করে শ্রীশচীনন্দন।
বহির্লোক নাহি জানে, জানে ভক্তগণ ॥৮১॥
এইমত বারমাস প্রতি দিনে দিনে।
আম্র মহোৎসব করে কীর্ত্তনাবসানে ॥৮২॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু আল্য মেঘগণ।
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ ॥৮৩॥
একদিন প্রভু শ্রীবাসেরে আজ্ঞা দিল।
বৃহৎ সহস্র নাম পড় শুনিতে ইচ্ছা হৈল ॥৮৪॥
পড়িতে পড়িতে আইল নৃসিংহের নাম।
শুনিঞা আবিষ্ট হৈলা প্রভু গৌরধাম ॥৮৫॥
নৃসিংহ আবেশে প্রভু হাতে গদা লৈয়া।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া ॥৮৬॥

প্রক্ষালন, ধৌত ॥৭৬॥ রক্ত পীতবর্ণ, কতক আম্র রক্তবর্ণ কতক পীতবর্ণ। অথবা ঐ উভয় বর্ণযুক্ত, অষ্ঠি, আঠি। বল্কল, ছাল। ইহাতে অপ্রাকৃত আম্র বলা হইল ॥৭৭॥—॥৮০॥

বহির্লোক, অভক্ত লোক ॥৮১॥—॥৮৩॥ বৃহৎ সহস্র নাম, মহাভারতান্তর্গত

নৃসিংহ আকার দেখি মহা তেজোময়।
পথ ছাড়ি ভাগে লোক পায়্যা বড় ভয় ॥৮৭॥
লোক ভয় দেখিয়া প্রভুর বাহ্য হৈল।
শ্রীনিবাস গৃহে আসি গদা ফেলাইল ॥৮৮॥
শ্রীবাসেরে কহে প্রভু করিয়া বিষাদ।
লোক ভয় পাইল মোর হৈল অপরাধ ॥৮৯॥
শ্রীবাস বলেন যেই তোমার নাম লয়।
তার কোটি অপরাধ হয়ত সংক্ষয় ॥৯০॥
অপরাধ নাহি কৈলে লোকের নিস্তার।
যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার ॥৯১॥
এত বলি শ্রীনিবাস করিল সেবন।
তুষ্ট হৈয়া প্রভু আল্যা আপন ভবন ॥৯২॥
আর দিন শিবভক্ত শিবগীত গায়।
প্রভুর অঙ্গনে নাচে ডমরু বাজায় ॥৯৩॥
মহেশ আবেশ হৈলা শ্রীশচীনন্দন।
তার স্কন্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ ॥৯৪॥
আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে।
প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিলা করিতে ॥৯৫॥
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে।
তাঁরে প্রেম দিলা সেই প্রেমরসে ভাসে ॥৯৬॥

বস্তু সহস্র নাম ॥৮৪॥—॥৮৭॥ শ্রীবাসকেই অনেক স্থলে শ্রীনিবাস বলিয়াছেন।

আর দিন জ্যোতিষ সর্ব্বজ্ঞ এক আইল।
তাহার সম্মান করি প্রভু প্রশ্ন কৈল ॥৯৭॥
কে ছিলাঙ আমি পূর্ব্বজন্মে দেখ গণি।
গণিতে লাগিলা তিঁহো প্রভু বাক্য শুনি ॥৯৮॥
গণি ধ্যানে দেখে তিঁহো মহা জ্যোতির্ম্ময়।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড সবার আশ্রয় ॥৯৯॥
পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম পরম ঈশ্বর।
দেখিয়া প্রভুর মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ ফাঁফর ॥১০০॥
বলিতে নারিলা কিছু মৌন ধরিল।
প্রভু প্রশ্ন কৈল, পুনঃ কহিতে লাগিল ॥১০১॥
পূর্ব্বজন্মে ছিলা তুমি জগৎ আশ্রয়।
পরিপূর্ণ ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যময় ॥১০২॥
পূর্ব্বে যে আছিলা তুমি এবে সেইরূপ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ ॥১০৩॥
হাসি প্রভু কহে তুমি কিছু না জানিলা।
পূর্ব্বে আছিলাঙ আমি জাতি যে গোয়ালা ॥১০৪॥

আর শ্রীনিবাস আচার্য্য, যাহাকে আচার্য্য প্রভু বলে, তিনি মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী ॥৮৮॥—॥৯৮॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ॥৯৯॥ "পরতত্ত্ব" ইতি। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ এই তিনই শ্রীচৈতন্যে দেখিয়া ॥১০০॥—১০৩॥

"পূর্ব্বে" ইতি। পূর্ব্ব প্রকটে আমি (শ্রীচৈতন্য) শ্রীনন্দগোপপুত্র শ্রীকৃষ্ণ ছিলাম, ইতিভাব ॥১০৪॥

গোপগৃহে জন্ম ছিল গাভীর রাখাল।
সেই পুণ্যে এবে হৈলাঙ ব্রাহ্মণ ছাবাল ॥১০৫॥
সর্ব্বজ্ঞ কহে তাহা আমি ধ্যানে দেখিলাঙ।
তাহাতে ঐশ্বর্য্য দেখি ফাঁপর হইলাঙ॥১০৬॥
সেইরূপে এইরূপে দেখি একাকার।
কভু ভেদ দেখি এই মায়া যে তোমার ॥১০৭॥
যে হয় সে হয় তুমি তোমাকে নমস্কার
প্রভু তারে প্রেম দিয়া কৈলা পুরস্কার ॥১০৮॥
একদিন প্রভু বিষ্ণু মণ্ডপে বসিয়া।
মধু আন মধু আন বোলেন ডাকিয়া ॥১০৯॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি তাঁর আবেশ জানিল।
গঙ্গাজল পাত্র আনি সম্মুখে ধরিল ॥১১০॥
জলপান করি নাচে হইয়া বিহ্বল।
যমুনাকর্ষণ লীলা দেখায় সকল ॥১১১॥
মদমত্ত গতি বলদেব অনুকার।
আচার্য্য গোসাঞি তাঁরে দেখে রামাকার॥১১২॥

সেই পুণ্যে, গাভী রক্ষা পুণ্যে ॥১০৫॥ ফাঁফর, ইতি কর্ত্তব্য বিমূঢ়তা ॥১০৬॥ সেইরূপে এইরূপে, নন্দগোপপুত্র কৃষ্ণরূপে ও গৌররূপে ॥১০৭॥১০৮॥ শ্রীবলদেব আবেশে মধু (মদ) আন বলিয়াছিলেন ॥১০৯॥১১০॥

"যমুনা" ইতি। শ্রীবলদেব রাস করিয়া জলবিহারে যমুনাকে আহ্বান করিলে তিনি তাহাতে না আসায় তাহাকে আকর্ষণ করেন, সেই লীলা। উহার বিস্তার শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৬৫ অং দৃষ্টি করিবেন ॥১১১॥ আচার্য্য গোসাঞি

বনমালী আচার্য্য দেখে সোণার লাঙ্গল।
সবে মেলি নৃত্য করে আবেশে বিহ্বল ॥১১৩॥
এইমত নৃত্য করে চতুর্থ প্রহর।
সন্ধ্যাকালে স্নান করি সবে গেলা ঘর ॥১১৪॥
নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিল।
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল ॥১১৫॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥১১৬॥
মৃদঙ্গ করতাল সংকীর্ত্তন উচ্চ ধ্বনি।
হরি হরি ধ্বনি বিনু আন নাহি শুনি ॥১১৭॥
শুনিঞা যে ক্রুদ্ধ হৈল পাষণ্ডীর গণ।
কাজী পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন ॥১১৮॥
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল ॥১১৯॥
এতকাল প্রকট কেহ না কৈল হিন্দু আনি।
অবয়ে-ও ধূম চালাহ কোন বল জানি ॥১২০॥
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি মুঞি ক্ষমা করি যাইতেছোঁ ঘরে ॥১২১॥
আগে যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাব।
সর্ব্বস্ব দণ্ড করি তার জাতি লইব ॥১২২॥

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য। তাঁরে, শ্রীচৈতন্যকে। রামাকার, বলদেবমূর্ত্তি ॥১১২॥—॥১১৭॥
কাজী, যবনরাজ্যাধীন দেশাধ্যক্ষ একজন যবন ॥১১৮॥১১৯॥ অবয়ে, ইদানী ॥১২০॥১২১॥ সর্ব্বস্ব, সকল ধন ॥১২২॥—॥১২৮॥

এত বলি কাজী গেল নগরিয়া লোকে।
প্রভু স্থানে নিবেদিল পাইয়া বড় শোকে ॥১২৩॥
প্রভু আজ্ঞা দিল যাহ করহ কীর্ত্তন।
আমি সংহারিব আজি সকল যবন ॥১২৪॥
ঘরে যায়্যা লোক সব করে সংকীর্ত্তন।
কাজী ভয়ে স্বচ্ছন্দে নাহি চমকিত মন ॥১২৫॥
তা সবার সংকোচ প্রভু মনেতে জানিল।
কহিবার তরে লোক ডাকিয়া আনিল ॥১২৬॥
নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন।
দেখি কোন কাজী আজি করে নিবারণ ॥১২৭॥
সন্ধ্যাকালে কর সব নগর মণ্ডন।
তিন সম্প্রদায় আজি করিব কীর্ত্তন ॥১২৮॥
সন্ধ্যাতে দিউটী সব জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখো কোন কাজী আসি মোরে মানা করে ॥১২৯॥
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায় ॥১৩০॥
আগে সম্প্রদায় নৃত্য করে হরিদাস।
মাঝে নাচে আচার্য্য গোসাঞি পরম উল্লাস ॥১৩১॥

দিউটী, মশাল ॥১২৯॥১৩০॥

"আগে সম্প্রদায়" ইত্যাদি। এখানে বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন এই যে "হরিদাস মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে, অতএব অগ্রে হরিদাসকে কীর্ত্তন করিতে দেখিয়া সকল মুসলমান অতিশয় ক্রুদ্ধ হউক, এই

পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তাঁর সঙ্গে নাচে বলে প্রভু নিত্যানন্দ ॥১৩২॥
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু কৃপাবলে ॥১৩৩॥
এই মত কীর্ত্তন করি নগর ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সবে কাজীদ্বারে গেলা ॥১৩৪॥
তর্জ্জে গর্জ্জে নগরিয়া করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয় পাগল ॥১৩৫॥
কীর্ত্তন ধ্বনি শুনি কাজী লুকাইল ঘরে।
তর্জ্জ গর্জ্জ শুনে তভো না হয় বাহিরে ॥১৩৬॥
উদ্ধত লোক ভাঙ্গে কাজীর পুষ্পবন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥১৩৭॥
তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজীরে আনিলা ॥১৩৮॥

অভিপ্রায়ে অগ্রে হরিদাসকে কীর্ত্তনে নিযুক্ত করিলেন। অদ্বৈত প্রভুর কৃপায় হরিদাস বৈষ্ণব হইয়াছেন, তাহার পর তাঁহাকে দেখিলে ক... ও ক্রুদ্ধ হইবে, এই অভিপ্রায়ে তাহার পরে অদ্বৈতাচার্য্যকে নিযুক্ত করিলেন" ॥১৩১॥ ... বুলে, ভ্রমণ করেন ॥১৩২॥ চৈতন্যমঙ্গলে, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে ২৩ অধ্যায়ে। প্রভু, শ্রীচৈতন্য, বা শ্রীনিত্যানন্দ ॥১৩৩॥১৩৪॥ গৌরচন্দ্রের বলে ও প্রশ্রয়ে লোক পাগল, ইত্যর্থঃ ॥১৩৫॥১৩৬॥

পূর্ব্বে কাজী যে মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে তাহার পুষ্পবনাদি ভাঙ্গিয়াছিল। শ্রীবৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যের ২৩ অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন।

দূরে হৈতে আল্যা কাজী মাথা নোঙাইয়া।
কাজীরে বসাইল প্রভু সম্মান করিয়া ॥১৩৯॥
প্রভু কহে আমি তোমার আইলাঙ অভ্যাগত।
আমা দেখি লুকাইলে কোন ধর্ম্মমত ॥১৪০॥
কাজী কহে শুনিল তুমি আইলা ক্রুদ্ধ হৈয়া।
তোমা শান্ত করিবারে রহিলুঁ লুকাইয়া ॥১৪১॥
এবে তুমি শান্ত হইলা আসিয়া মিলিলাঙ।
ভাগ্য মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাঙ ॥১৪২॥
গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় আমার চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ হয় সাঁচা ॥১৪৩॥

কীর্ত্তন বারণ করিতে কাজীর না আসিবার কারণ আগামী "কাজী কহে যবে আমি হিন্দুর ঘর যাঞা"। ইত্যাদি পয়ারে ব্যক্ত হইবে ॥১৩৭॥ ভব্যলোক, সাধু লোক বা যোগ্য লোক ॥১৩৮॥১৩৯॥

অভ্যাগত, অতিথি ॥১৪০॥—॥১৪২॥

চক্রবর্ত্তী, মহাপ্রভুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী। চাচা, পিতৃব্য। প্রভুকে সন্তুষ্ট বা প্রভুর ক্রোধ নিবারণ করিবার জন্য কাজী গ্রাম সম্বন্ধ বলিতেছেন।

দেবকীর পিতা দেবক কংসের পিতৃব্য, এই সম্বন্ধ রটাইয়া এখানে বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন এই যে কাজী যখন নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে পিতৃব্য বলিলেন, ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে কাজীতে কংসের আবেশ, যদ্যপি কৃষ্ণাবতারে সকল দৈত্যেরই মুক্তি হইয়াছে, এবং কংসাদির জন্ম হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি লীলা পুষ্টির জন্য যোগ্য জীব সেই সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ জগাই মাধাইয়ে ও দন্তবক্র শিশুপালের ভাবাবেশ জানিবে।

উহাতে দৈত্যদিগের মুক্তি হওয়াতে জন্ম সম্ভাবনায় যোগ্য ব মুক্ত কংসাদির ভাবাবেশ কল্পনা করা সঙ্গত বোধ হয় না কেননা প্রথমতঃ মুক্তি-বলিতে এখানে দি নির্ব্বাণ মুক্তি বলা হয়, তাহাতে কংসের নির্ব্বাণ মুক্তি হইলেও "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তি" ইতি। অস্যার্থ, মুক্ত পুরুষেরাও ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহ ধারণ করিয়া ভগবানকে ভজনা করে। ইতি ভগবৎ-সন্দর্ভধৃত শ্রুতি প্রমাণে নির্ব্বাণমুক্ত কংশের পুনর্জন্ম অসম্ভব হইল না। দ্বিতীয়তঃ "দদর্শ চক্রায়ুধমগ্রতো যতস্তদেবরূপং দুরবাপমাপ" ইতি। অস্যার্থ মৃত্যুকালে কংস চতুর্ভুজ ভগবদ্রূপ দর্শন করিয়াছেন, সেই জন্য অন্যের দুষ্প্রাপ্য সেই চতুর্ভুজরূপ পাইয়াছিল, অর্থাৎ কংসের সারূপ্য মুক্তি হয়। ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৪৪ অং ২৭ শ্লোক প্রমাণে কংসের সারূপ্যমুক্তি। ইহাতে অন্যান্য পার্ষদাদিবৎ কংসের পুনর্জন্ম অসম্ভব হইতে পারে না, কেননা মুক্ত শ্রীনারদাদির পুনর্জন্ম (প্রকট) শ্রীচৈতন্য সঙ্গে দেখা যায়।

তথা "ধ্যায়ংস্তন্ময়তাং যাতো ভাবো হি ভবকারণং" অত্র স্বামী যথা "পুনঃ পার্ষদো বভূব ইত্যর্থঃ"। অস্যার্থ, মৃত্যুর পর শিশুপাল পুনঃ পার্ষদ হইয়াছিলেন। ইতি তত্রৈব ৭৪ অং ২৮ শ্লোক প্রমাণে।

তথা "যথা চৈদ্যবধে নৃপ" ইতি। অস্যার্থ শিশুপালবৎ দন্তবক্রেরও পুনঃ পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইতি তত্রৈব ৭৮ অং ৬ শ্লোক প্রমাণে। শিশুপাল ও দন্তবক্র পুনঃ পার্ষদ জয় বিজয় হওয়াতে উঁহাদের পুনর্জন্ম অসম্ভব হইতে পারে না, কেননা বৈকুণ্ঠাদি অপর সকল পার্ষদের পুনর্জন্ম শ্রীচৈতন্য সঙ্গে দেখা যায়।

বিশেষতঃ দীপিকায় জয় বিজয়কেই জগাই মাধাই বলিয়াছেন, যথা ১১৫ শ্লোক ;—

"বৈকুণ্ঠে দ্বারপালৌ যৌ জয়াদ্য বি তকৌ।
তাবদ্য জাতৌ স্বেচ্ছাতঃ শ্রীজগন্নাথ মাধবৌ" ইতি॥

অস্যার্থ। বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল যে জয় বিজয়, তাহারাই স্বেচ্ছাবশতঃ শ্রীচৈতন্যলীলায় জগাই মাধাই হয়েন, ইতি। সাঁচা, শ্রেষ্ঠ বা সত্য ॥১৪৩॥

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয়েন তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হয় তুমি আমার ভাগিনা ॥১৪৪॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয় ॥১৪৫॥
এই মত দোঁহার কথা হয় ঠারে ঠোরে।
ভিতরের অর্থ কেহ বুঝিতে না পারে ॥১৪৬॥
প্রভু কহে প্রশ্ন লাগি আইলাঙ তোমা স্থানে।
কাজী কহে আজ্ঞা কর যে তোমার মনে ॥১৪৭॥
প্রভু কহে গোদুগ্ধ খায় গাভী হয় মাতা।
বৃষ অন্ন উপজায় বৃষ হয় পিতা ॥১৪৮॥
পিতামাতা মারি খায় এই কোন ধর্ম্ম।
কোন বলে কর তুমি এতেক বিকর্ম্ম ॥১৪৯॥
কাজী কহে তোমার যৈছে বেদ পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র কিতাব কোরাণ ॥১৫০॥
সেই শাস্ত্রে কহে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গভেদ।
নিবৃত্তি মার্গে জীব মাত্রে বধের নিষেধ ॥১৫১॥

নানা, মাতামহ। হয়, হও ॥১৪৪।১৪৫॥

"ভিতরের" ইতি। মহাপ্রভু রাত্রিযোগে নৃসিংহরূপে কাজীকে শাসন করিয়াছেন, এই যে ভিতরের অর্থ ॥১৪৬।১৪৭॥

উপজায়, উপার্জ্জন করে। বৃষের লাঙ্গল বহন দ্বারা ভূমিকর্ষণ করাতে খাদ্যদ্রব্য জন্মায় বলিয়া বৃষ অন্ন উপজায় বলিয়াছেন ॥১৪৮॥ বিকর্ম্ম, নিন্দিত কর্ম্ম অর্থাৎ পাপকর্ম্ম ॥১৪৯॥—॥১৫৩॥

প্রবৃত্তিমার্গে গোবধ করিতে আজ্ঞা হয়।
শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ ভয় ॥১৫২॥
তোমার যে বেদে আছে গোবধের বাণী।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি ॥১৫৩॥
প্রভু কহে বেদে কহে গোবধ নিরোধে।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধে ॥১৫৪॥
জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী।
বেদ পুরাণে ঐছে আছে আজ্ঞাবাণী ॥১৫৫॥
অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ।
বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন ॥১৫৬॥
জরাস্পদ হয়্যা তরুণ হয় আর বার।
অতএব বধ নহে হয় উপকার ॥১৫৭॥
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহো না করে এখনে ॥১৫৮॥

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তবচনং ;—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥৭॥

অশ্বমেধমিতি। অশ্বমেধং যজ্ঞবিশেষং গবালম্ভং গোমেধং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং মাংসেন পিতৃশ্রাদ্ধং দেবরেণ সুতোৎপত্তিং পত্যুঃভ্রাত্রা করণেন পুত্রোৎপত্তিং এতান্ পঞ্চ কলৌ বিবর্জ্জয়েৎ ॥৭॥

নিরোধে, নিষেধ করে ॥১৫৪॥
জীয়াইতে, জীবন দিতে ॥১৫৫॥ জরদ্গব, প্রাচীন গো ॥১৫৬—১৫৮॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, ব্রাহ্মণেতর জাতির সন্ন্যাস, মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপত্তি এই পাঁচটী কলিতে ত্যাগ করিবে ॥৭॥

তোমরা জীয়াইতে নার বধ মাত্র সার।
নরক হৈতে তোমা সবার নাহিক নিস্তার ॥১৫৯॥
গো অঙ্গে যত লোম তত সহস্র বৎসর।
গোবধী রৌরব মধ্যে পচে নিরন্তর ॥১৬০॥
তোমার যে শাস্ত্রকর্ত্তা সেহো ভ্রান্ত হৈল।
না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম-হেন আজ্ঞা দিল ॥১৬১॥
শুনি স্তব্ধ হৈলা কাজী মুখে নাহি বাণী।
বিচারি কহয়ে কাজী অনুভব মানী ॥১৬২॥
তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সব সত্য হয়।
আধুনিক যবন শাস্ত্র বিচারস্থ নয় ॥১৬৩॥
কল্পিত যবনশাস্ত্র ইহা আমি জানি।
জাতি অনুরোধে তভু সেই শাস্ত্র মানি ॥১৬৪॥
সহজে যবনশাস্ত্র অদৃঢ় বিচার।
হাসি তা মহাপ্রভু পুছে আর বার ॥১৬৫॥
আর এক প্রশ্ন করি শুন তুমি মামা।
যথার্থ কহিবা ছলে না বঞ্চিবে আমা ॥১৬৬॥
তোমার নগরে হয় সতত কীর্ত্তন।
বাদ্যগীত কোলাহল সংগীত নর্ত্তন ॥১৬৭॥

কলিতে গোবধ নাই, ইহারই প্রমাণ "গবালম্ভং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ইহার অন্বয় সহজই আছে ॥৭॥

জীয়াইতে, জীবন দিতে ॥১৫৯॥ রৌরব, নরক বিশেষ ॥১৬০॥—॥১৬৭॥

তুমি কাজী হিন্দুধর্ম্ম বিরোধ অধিকারী।
কি লাগি না কর মানা বুঝিতে না পারি ॥১৬৮॥
কাজী বলে লোকে তোমাকে বলে গৌরহরি।
সেই নামে আমি তোমাকে সম্বোধন করি ॥১৬৯॥
শুন গৌরহরি এই প্রশ্নের কারণ।
নিভৃত হয়্ব যবে তবে করি নিবেদন ॥১৭০॥
প্রভু কহে এ লোক মোর অন্তরঙ্গ হয়।
স্ফুট করি কহ তুমি নাহি কিছু ভয় ॥১৭১॥
কাজী কহে যে দিনে আমি হিন্দু ঘর গিয়া।
কীর্ত্তন মানা করি আইলাঙ মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ॥১৭২॥
সেই রাত্র্যে এক সিংহ মঁহা ভয়ঙ্কর।
নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর ॥১৭৩॥
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি।
অট্ট অট্ট হাস করে দন্ত কড়মড়ি ॥১৭৪॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর স্বরে বলে।
ফাড়িমুঁ তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে ॥১৭৫॥
মোর কীর্ত্তন মানা করিস করিমু তোর ক্ষয়।
আঁখি মুদি কান্দি আমি পায়্যা বড় ভয় ॥১৭৬॥
ভীত দেখি সিংহ বলে হইয়া সদয়।
তোরে শিখাইতে তোরে কৈল পরাভব ॥১৭৭॥

নিভৃত হয়্ব, নির্জনে গমন কর ॥১৭০॥ স্ফুট করি, প্রকাশ করিয়া ॥১৭১॥—
॥১৭৪॥ ফাড়িমুঁ, বিদীর্ণ করিব ॥১৭৫॥—॥১৭৮॥

সে দিবসে তুমি বহু না কৈলে উৎপাত।
অতএব ক্ষমা কৈলুঁ না কৈলুঁ প্রাণাঘাত ॥১৭৮॥
হেন পুনঃ কর যদি তবে না রাখিমু।
সবংশে তোমারে মারি যবন মারিমুঁ ॥১৭৯॥
এত বলি সিংহ গেল আমার হৈল ভয়।
এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয় ॥১৮০॥
এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল।
শুনি দেখি সব লোক আশ্চর্য্য মানিল ॥১৮১॥
কাজী কহে এই কথা কারে না কহিল।
সেইদিনে এক মোর পেয়াদা আইল ॥১৮২॥
আসি কহে গেলোঁ আমি কীর্ত্তন বাধিতে।
অগ্নি উল্কা মোর মুখে লাগিল আচম্বিতে ॥১৮৩॥
পুড়িল সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রণ।
যেই পেয়াদা যায় তার এই বিবরণ ॥১৮৪॥
তাহা দেখি রৈল আমি বড় ভয় পায়্যা।
কীর্ত্তন না বাধিহ রহ ঘরেত বসিয়া ॥১৮৫॥
তবেত নগরে হয় স্বচ্ছন্দ কীর্ত্তন।
শুনি সব ম্লেচ্ছ আসি করে নিবেদন ॥১৮৬॥

হেন, কীর্ত্তন বাধ ॥১৭৯॥—॥১৮১॥ পেয়াদা, পদাতিক ॥১৮২॥ বাধিতে, বাধা দিতে ॥১৮৩॥

এই বিবরণ, দাড়ি পোড়ে ও মুখে ব্রণ হয় ॥১৮৪॥ না বাধিহ, বাধা দিও না ॥১৮৫॥—॥১৮৭॥

নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাঢ়িল অপার।
হরিধ্বনি বিনু কাহা নাহি শুনি আর ॥১৮৭॥
আর ম্লেচ্ছ কহে হিন্দু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
হাসে কান্দে নাচে গায় গড়ি যায় ধূলি ॥১৮৮॥
হরি হরি করি হিন্দু করে কোলাহল।
পাৎসা শুনিলে তোমায় দেখাইবে ফল ॥১৮৯॥
তবে সেই যবনেরে আমিত পুছিল।
হিন্দু নাম লয় তার স্বভাব জানিল ॥১৯০॥
তুমি ত যবন হৈয়া কেনে অনুক্ষণ।
হিন্দুর দেবতার নাম লহ কি কারণ ॥১৯১॥
ম্লেচ্ছ কহে হিন্দুকে আমি কৈল পরিহাস।
কেহো কেহো কৃষ্ণদাস কেহো রামদাস ॥১৯২॥
কেহো হরিদাস বলে সদা হরি হরি।
জানি কারো ঘরে ধন করিবেক চুরি ॥১৯৩॥
সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে হরি হরি।
ইচ্ছা নাহি তভু বলে কি উপায় করি ॥১৯৪॥
আর ম্লেচ্ছ কহে শুন আমি এই মতে।
হিন্দুকে পরিহাস কৈল সেই দিন হৈতে ॥১৯৫॥

গড়ি যায় ধূলি, ধূলাতে গড়াগড়ি যায় ॥১৮৮॥

দেখাইবে ফল, অর্থাৎ উচিত দণ্ড দিবে ॥১৮৯॥—॥১৯১॥ "কেহো কেহো" ইতি। অর্থাৎ কৃষ্ণদাস নাম প্রভৃতি লোক কারো ঘরে চুরি করিবে, এইরূপ কৃষ্ণনাম করাতে ॥১৯২॥—॥১৯৫॥

জিহ্বা কৃষ্ণনাম কহে না মানে বর্জ্জন।
জানি কিছু মন্ত্রৌষধি করে হিন্দুগণ ॥১৯৬॥
এত শুনি তা সবাকে ঘরে পাঠাইল।
হেন কালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আল্য॥১৯৭॥
আসি বলে হিন্দুধর্ম্ম ভাসাল্য নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কাহোঁ শুনি নাঞি ১৯৮॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে বাদ্য নৃত্য গীত এ সব আচরণ ॥১৯৯॥
পূর্ব্বে শান্ত ছিলা এই নিমাঞি পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসি এবে চালায় বিপরীত ॥২০০॥
উচ্চ করি গীত গায় দেয় করতালী।
মৃদঙ্গ করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালী ॥২০১॥
না জানি কি খায়্যা মত্ত হৈয়া নাচে গায়।
হাসে কান্দে উঠে পড়ে গড়াগড়ি যায় ॥২০২॥
নগরিয়া পাগল কৈল সর্ব্বদা কীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা যাত্যে না পাই করি জাগরণ ॥২০৩॥
নিমাঞি নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুধর্ম্ম লোপ কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি ॥২০৪॥

বর্জ্জন, বারণ ॥১৯৬॥১৯৭॥ কাহোঁ কোথাও বা কখন ॥১৯৮॥
বিষহরি, মনসাদেবী। মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতির পূজায় জাগরণ করি ॥১৯৯॥—॥২০৪॥

কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ রাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইল উজাড় ॥২০৫॥
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি ॥২০৬॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন।
নিমাঞি বোলায়্যা তার করহ বর্জ্জন ॥২০৭॥
তবে আমি প্রীতি করি কহিনুঁ সবারে।
সবে ঘর যাহ আমি বুঝাব তাঁহারে ॥২০৮॥
হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ।
সেই তুমি হয় হেন লয়ে মোর মন ॥২০৯॥
এত শুনি মহাপ্রভু হরষিত হৈয়া।
কহিতে লাগিল কিছু কাজীরে ছুইয়া ॥২১০॥
তোমার মুখে কৃষ্ণনাম এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল হৈলা পরম পবিত্র ॥২১১॥
হরিকৃষ্ণ নারায়ণ নৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি বড় পুণ্যবান্ ॥২১২॥
এত শুনি কাজীর দুই চক্ষুতে পড়ে পানি।
প্রভুর চরণ ছুই কহে প্রিয় বাণী ॥২১৩॥

নীচ, নীচজাতির। রাড় বাড়, অতত্ত্বজ্ঞ। "বারবার" এই পাঠে পুনঃ পুনঃ। হইব উজাড়, মরক হইবে, কেহ জীবিত থাকিবে না ॥২০৫॥২০৬॥ ঠাকুর, প্রধান, বা শাসনকর্ত্তা। বর্জ্জন, শাসন নিষেধ ॥২০৭॥—॥২১১॥ হরি,

তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যেন তোমাতে রহে রতি ॥২১৪॥
প্রভু কহে এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সংকীর্ত্তন বাধ যেন না হয় নদীয়ায় ॥২১৫॥
কাজী বোলে মোর বংশ যত উপজীবে।
তাহাকে তালাক দিল কীর্ত্তন না বাধিবে ॥২১৬॥
শুনি প্রভু হরি বলি উঠিলা আপনি।
উঠিলা বৈষ্ণবগণ করি হরিধ্বনি ॥২১৭॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন।
সঙ্গে চলি আস্থে কাজী উল্লসিত মন ॥২১৮॥
কাজীরে বিদায় দিলা শ্রীশচীনন্দন।
নাচিতে নাচিতে আলা আপন ভবন ॥২১৯॥
এই মত কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ইহা যে শুনয়ে তার খণ্ডে অপরাধ ॥২২০॥
একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাঞি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই ॥২২১॥

সঙ্গে সহ একদেত্যর্থঃ। অন্যথা নিত্যানন্দ সঙ্গে ইত্যনেন নর্ত্তকত্রয়াপত্তিঃ স্যাৎ ॥২২১॥

কৃষ্ণ, নারায়ণ, এই তিনটী নাম পূর্ব্ব পূর্ব্ব পয়ারে দৃষ্টি করিবেন ॥২১২॥—॥২১৫॥

উপজীবে, জন্মাইবে। তালাক, শপথ ॥২১৬॥—॥২২০॥

"সঙ্গে" ইতি এখানে সঙ্গ শব্দের সহ অর্থ, অর্থাৎ এক সময়ে। নচেৎ নিত্যানন্দ সঙ্গে অপর দুই ভাই বলিলে তিন জন নর্ত্তক হয়। অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এই দুই ভাই এক সময়ে শ্রীবাসগৃহে নৃত্য করেন ॥২২১॥২২॥

শ্রীবাস পুত্রের তাহা হৈল পরলোক।
তবু শ্রীবাসের মনে না জন্মিল শোক ॥২২২॥
মৃত বালক মুখে কৈল জ্ঞান কথন।
আপনে দুই ভাই হৈলা শ্রীবাসনন্দন ॥২২৩॥
তবেত করিল সব ভক্তে বরদান।
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান ॥২২৪॥
শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন।
প্রভু তারে চতুর্ভুজ করাল্যে দরশন ॥২২৫॥
দেখিলু দেখিলু বলি হৈল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে হৈল বৈষ্ণব আগল ॥২২৬॥
আবেশে শ্রীবাস পাশে বংশীকা মাগিল।
শ্রীবাস কহে বংশী গোপীকা হরিল ॥২২৭॥
শুনি প্রভু বোল বোল কহেন আবেশে।
শ্রীনিবাস বর্ণে বৃন্দাবনলীলা রসে ॥২২৮॥
প্রথমেতে বৃন্দাবনের মাধুর্য্য বর্ণিল।
শুনিঞা প্রভুর মনে আনন্দ বাড়িল ॥২২৯॥
শুনি প্রভু কহ কহ বোলে বার বার।
পুনঃ কহে শ্রীনিবাস করিয়া বিস্তার ॥২৩০॥

"জ্ঞান কথন" ইতি। শ্রীবাসের একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হইলে শ্রীমহাপ্রভু সেই মৃত বালক মুখে কে কাহার পিতা কে বা কাহার পুত্র ইত্যাদিরূপ জ্ঞান-তত্ত্ব বলাইয়াছিলেন। ইহার বিস্তার শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে দৃষ্টি করিবেন ॥২২৩॥

নারায়ণী, শ্রীবাসের কন্যা ॥২২৪॥ ॥২২৫॥ আগল, অগ্রগণ্য ॥২২৬॥—॥২৩৪॥

বংশীবাদ্যে গোপীগণের মন আকর্ষণ।
তাঁ সবার সঙ্গে যৈছে বন বিহরণ ॥২৩১॥
তাঁহি মধ্যে ছয় ঋতু বিলাস বর্ণন।
মধুপানে রতোৎসব জল কেলি কথন ॥২৩২॥
বোল বোল বলে প্রভু হইয়া উল্লাস।
শ্রীনিবাস কহে তবে রাস বিলাস ॥২৩৩॥
কহিতে শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হৈল।
শ্রীবাসে তুষ্ট হৈয়া আলিঙ্গন কৈল ॥২৩৪॥
তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণী স্বরূপ প্রভু আপনে যাঁহা হৈলা ॥২৩৫॥
কভু দুর্গা কভু লক্ষ্মী হয়েন চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি ॥২৩৬॥
একদিন প্রভুর যে নৃত্য অবসানে।
এক ব্রাহ্মণী আসি ধরিল চরণে ॥২৩৭॥
চরণের ধূলি সেই লয় বারেবার।
দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার ॥২৩৮॥
সেইক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িলা।
নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি উঠাইলা ॥২৩৯॥

আচার্য্য, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য। এই কৃষ্ণলীলার বিস্তার বর্ণনা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অষ্টাদশ অধ্যায়ে দৃষ্টি করিবেন ॥২৩৫॥—॥২৩৮॥

ধাঞা, দ্রুতপদে। পরস্ত্রী স্পর্শ পাপ শান্তি নিমিত্ত গঙ্গায় অবগাহন করেন, ॥২৩৯॥—॥২৪১॥

বিজয়াচার্য্য গৃহে প্রভু সে রাত্রি রহিলা।
প্রাতঃকালে সব ভক্ত গৃহে লৈয়া গেলা ॥২৪০॥
একদিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া।
গোপী গোপী নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া ॥২৪১॥
দৈবে এক পঢ়ুয়া আল্য প্রভুকে দেখিতে।
গোপী গোপী নাম শুনি লাগিল কহিতে ॥২৪২॥
কৃষ্ণনাম কেন না লয় কৃষ্ণনাম ধন্য।
গোপী গোপী কহিলে বা কিবা হয় পুণ্য ॥২৪৩॥
শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার।
ঠেঙ্গা লৈয়া উঠিলা পঢ়ুয়া মারিবার ॥২৪৪॥
ভয় পাইল পঢ়ুয়া অস্তে ব্যস্তে ধায়।
অস্তে ব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায় ॥২৪৫॥
প্রভুরে শান্ত করি সবে আনিল নিজ ঘরে।
পঢ়ুয়া ভাজিয়া গেল পঢ়ুয়া সভারে ॥২৪৬॥
পঢ়ুয়া সহস্র যাঁহা পড়ে এক ঠাঞি।
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহিল তাঁহা যাই ॥২৪৭॥
শুনি ক্রুদ্ধ হৈলা সব পঢ়ুয়ার গণে।
সবে মেলি করে তবে প্রভুর নিন্দনে ॥২৪৮॥
সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাঞি।
ব্রাহ্মণ মারিতে যাহে ধর্ম্মে ভয় নাঞি ॥২৪৯॥

আল্য, আইল ॥২৪২॥২৪৩॥ দোষোদ্গার, পূতনা প্রভৃতি স্ত্রীবধাদি দোষোদ্গার ॥২৪৪॥ রহায়, রক্ষা করে, অর্থাৎ নিবারণ করে ॥২৪৫॥

পুনঃ যদি ঐছে করে মারিব তাহারে।
কোন বা মানুষ হয় কি করিতে পারে ॥২৫০॥
প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি কৈল নাশ।
সুপঠিত বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ ॥২৫১॥
তথাপি দাম্ভিক পঢ়ুয়া নম্র নাহি হয়।
যাহা তাহা প্রভুর নিন্দা হাসিয়ে করয় ॥২৫২॥
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তা সবার জানিঞা দুর্গতি।
ঘরে বসি চিন্তে তা সবার অব্যাহতি ॥২৫৩॥
যত অধ্যাপক যত তার শিষ্যগণে।
ধার্ম্মিক কর্ম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দক দুর্জ্জনে ॥২৫৪॥
এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হৈতে।
আমি না লয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে ॥২৫৫॥
নিস্তারিতে আইলাঙ আমি হৈল বিপরীত।
এ সব দুর্জনের কৈছে হইবেক হিত ॥২৫৬॥
আমাকে প্রণতি করে হয় পাপক্ষয়।
তবে সে ইহারে ভক্তি লয়াইলে হয় ॥২৫৭॥
মোর নিন্দা করে যে না করে নমস্কার
এ সব জীবের অবশ্য করিব নিস্তার ॥২৫৮॥
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে প্রণত হইব ॥২৫৯॥

ভাজিয়া, পলাইয়া ॥২৪৬॥—॥২৫৯॥

প্রণতি মাত্রে হইবেক অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়॥২৬০॥
এ সব পাষণ্ডী তবে পাইব নিস্তার।
আরত উপায় নাঞি এই যুক্তি সার॥২৬১॥
এত দৃঢ় যুক্তি করি প্রভু আছেন ঘরে।
কেশব ভারতী আল্যা নদীয়া নগরে॥২৬২॥
প্রভু তাঁরে নমস্কার করি কৈল নিমন্ত্রণ।
ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন॥২৬৩॥
তুমি হয় সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কৃপা করি কর মোর সংসার মোচন॥২৬৪॥
ভারতী কহেন তুমি ঈশ্বরান্তর্য্যামী।
যে করাহ সে করিব স্বতন্ত্র নহি আমি॥২৬৫॥
এত বলি ভারতী গোসাঞি কাঁটওাকে গেলা।
মহাপ্রভু তাহা যাই সন্ন্যাস করিলা॥২৬৬॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
মুকুন্দদত্ত এই তিন কৈল সর্ব্ব কার্য্য॥২৬৭॥

"প্রণতি" ইতি। প্রণতিরূপ সাধনভক্তি দ্বারা অপরাধ ক্ষয় হইলে হৃদয় নির্ম্মল হইবে, সেই হৃদয়ে প্রেমভক্তির উদয় করিব, ইত্যর্থ। এখানে "সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তা সবার জানিঞা দুর্গতি" ইত্যাদি বাক্যে প্রভু অপরাধ বিচার করিয়াছিলেন ইহা বলা হইল; তাহা হইলে অষ্টমোক্ত "চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার" এই ২৭ পয়ার ব্যাখ্যায় যে অপরাধ বিচার শ্রীচৈতন্যের বলা হইয়াছে তাহা সাধুই হইয়াছে জানিবেন॥২৬০—॥২৬৩॥

হয়, হও। সন্ন্যাসী বলিয়া বা গুরু করিবেন বলিয়া ভারতীকে ঈশ্বর ও

এই আদিলীলার কৈল সূত্র গণন।
বিস্তারি বলিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥২৬৮॥
যশোদানন্দন হৈলা শ্রীশচীনন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন ॥২৬৯॥
স্বমাধুর্য্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছেন ভাল মতে ॥২৭০॥
গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্রনন্দন মানে আপনার কান্ত ॥২৭১॥

নারায়ন বলিয়াছেন ॥২৬৪॥—॥২৬৬॥ সর্ব্বকার্য্য, সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বাঙ্গ কার্য্য ॥২৬৭॥ শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিলীলা বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া তাহার সূত্রমাত্র বর্ণনা করিলাম, ইত্যর্থ ॥২৬৮॥

বর্ণিত শ্রীচৈতন্য-তত্ত্বের জ্ঞান এবং তদবতার প্রয়োজন, ইহার সুখবোধ নিমিত্ত সংক্ষেপে পুনর্ব্বার তাহা বলিতেছেন "যশোদা" ইতি দুই পয়ারে। চতুর্ব্বিধ ভক্ত দাস, সখা, মাতা পিতা প্রভৃতি ও কান্তা, ইহাদের ভাব দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য। অর্থাৎ যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজ প্রতি (শ্রীচৈতন্য প্রতি) দাসাদি চতুর্ব্বিধ ভক্তের দাস্যাদি চতুর্ব্বিধ ভাব আস্বাদ করেন, আর স্বয়ং (শ্রীচৈতন্য) শ্রীরাধাভাব অঙ্গীকার করিয়া স্বমাধুর্য্যাদি (শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি) আস্বাদন করেন। তবে কিনা দাসাদি চতুর্ব্বিধ ভক্তের সহিত অবতীর্ণ হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাহাদের দাসাদি চতুর্ব্বিধ ভাব আস্বাদন করেন, আর স্বয়ং শ্রীরাধাভাব অঙ্গীকার করাতে স্বমাধুর্য্যাদি আস্বাদন করেন। চতুর্ব্বিধ ভক্তভাবের বিশদার্থ আগামী "সেই ব্রজেশ্বরী" ইত্যাদি ২৮৬ পয়ারে দ্রষ্টব্য।

এখানে যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য, এইটী তাঁহার তত্ত্ব, আর স্বমাধুর্য্যাদির আস্বাদন এইটী তদবতার প্রয়োজন, ইতিভাব ॥২৬৯॥২৭০॥

গোপিকা ভাবের এক সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু অন্যত্র না হয় ॥২৭২॥
শ্যামল সুন্দর পিঞ্ছ গুঞ্জা বিভূষণ।
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন ॥২৭৩॥
ইহাবিনু কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপীভাব নাহি যায় নিকটে তাহার ॥২৭৪॥

স্বমাধুর্য্যাস্বাদনের প্রকার করিতেছেন "গোপীভাব" ইতি। পূর্ব্বোক্ত "রাধাভাব—" এই প্রমাণে এখানে গোপীভাব বলিতে শ্রীরাধাভাব। যাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে কান্ত ভাবিয়া সেই মাধুর্য্যাদির আস্বাদন করেন, অথাৎ শ্রীরাধাভাবে আপনই আপনাকে কান্তা ভাবিয়া আপন (শ্রীকৃষ্ণ) মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করেন, তবে কিনা শ্রীরাধাভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া আপনাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) কান্ত ভাবেন, সেই ভাবে স্বমাধুর্য্যাদির আস্বাদন করেন ॥২৭।

"রাধাভাব" এই উক্ত রাধাভাবকেই বিশেষ করিয়া অঙ্গীকার করেন কেন? ইহাতে অপর সর্ব্ব ভক্ত হইতে গোপীভাবের সর্ব্বাধিক বৈশিষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বাধিক অচিন্ত্য প্রভাব, তাহা হইতে অধিক শ্রীরাধাভাবের অচিন্ত্য প্রভাব এজন্য তিনি তদ্ভাব অঙ্গীকার করেন, এই অভিপ্রায়ে গোপীদের ভাব কথন পূর্ব্বক রাধাভাবের ততোধিক অচিন্ত্য প্রভাব দেখাইতেছেন "গোপিকা" ইত্যাদি "রাধার বিশুদ্ধ—" ইত্যন্ত দ্বারা। এ প্রকরণের অভিপ্রায় এই যে, কোন কারণে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ হইলে গোপিকাদের তাহাতে পূর্ব্ববৎ রতি হইল না, এইটী গোপীভাবের অচিন্ত্য প্রভাব; আর শ্রীরাধার অগ্রে তিনি সেই চতুর্ভুজত্ব রক্ষা করিতে না পারিয়া স্বস্বরূপ দ্বিভুজ হয়েন, তাহা হইলে গোপীভাব শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিভুজ করিতে পারিল না, কিন্তু রাধাভাব তাহাকে তাহা করিল, অতএব রাধাভাবের ততোধিক অচিন্ত্য প্রভাব ॥২৭২॥ ৭৩॥

ইহা বিনু, শ্যামলাদি আকার ভিন্ন ॥২৭৪॥

তথাহি ললিতমাধবে ৬ অঙ্কে ১৪ শ্লোকে সূর্য্যপত্নীং সবর্ণাং প্রতি বিশাখাবাক্যং ;—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াং।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈ র্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥৮॥

গোপীনামিতি। কঃ কৃতী কঃ পণ্ডিতঃ ভক্তো বা গোপীনাং ভাবস্য তাং প্রসিদ্ধাং প্রক্রিয়াং ভাবমুদ্রাং ব্যাপারমিতি যাবৎ বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে সমর্থো ভবতি ন কোঽপীত্যর্থঃ। কথম্ভূতস্য ভাবস্য পশুপেন্দ্রনন্দনজুষঃ পশুপেন্দ্রনন্দনং নন্দপুত্রং জুষতে সেবতে তস্য পুনঃ কথম্ভূতস্য দুরূহ পদবী সঞ্চারিণঃ দুরূহায়াং অন্যৈ র্বোদ্ধুমশক্যায়াং পদব্যাং সঞ্চারিণঃ সঞ্চরিতুং শীলং যস্য। যতো জিষ্ণুভির্জয়শীলৈঃ চতুর্ভির্ভুজৈরুপলক্ষিতাম্ অদ্ভুতা চমৎকারিণী রুচিঃ শোভা যস্যাস্তাং বৈষ্ণবীং তনুং পরিহাসার্থমাবিষ্কুর্ব্বতি তস্মিন্ কৃষ্ণেঽপি হন্ত আশ্চর্য্যে যাসাং গোপীনাং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি সঙ্কোচমানো ভবতীত্যর্থঃ। ইতি চং॥৮॥

দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ পশুপেন্দ্রনন্দনজুষঃ গোপীনাং ভাবস্য তাং প্রক্রিয়াং বিজ্ঞাতুং কঃ কৃতী ক্ষমতে। (যতঃ) জিষ্ণুভিঃ চতুর্ভি ভুজৈঃ অদ্ভুতরুচিং বৈষ্ণবীং তনুং আবিষ্কুর্ব্বতি তস্মিন্ (কৃষ্ণে) অপি যাসাং (গোপীনাং) হন্ত (আশ্চর্য্যে) রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি। ইত্যন্বয়ঃ

জগতে এমন কে পণ্ডিত বা ভক্ত আছে যে, গোপীদের নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক ভাব ব্যাপার বুঝিতে পারে অর্থাৎ কেহই পারে না, যেহেতু তাহা অন্যের বোধগম্য নহে। কেননা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই শ্রীকৃষ্ণই নিজ গোপনার্থ জয়শীল চতুর্ভুজোপলক্ষিত শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি প্রকাশ করিলে, যাহাতেও (সেই শ্রীকৃষ্ণেও) যে গোপিকাদের অনুরাগোদয় সঙ্কুচিত হয়, অর্থাৎ কেবল

বসন্তকালে রাসলীলা করি গোবর্দ্ধনে।
অন্তর্দ্ধান কৈল সঙ্কেত করি রাধা সনে ॥২৭৫॥
নি ত নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধা বাট।
অন্বেষিতে আইল তাহা গোপিকার ঠাট ॥২৭৬॥
দূরে হৈতে কৃষ্ণ দেখি বলে গোপীগণ।
এই দেখ কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৭৭॥
গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের হইল সাধ্বস।
লুকাইতে নারিলা প্রেমে হইলা বিবশ ॥২৭৮॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি রহে স্তব্ধ হৈয়া।
কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া ॥২৭৯॥

চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকাশ করাতেই শ্রীকৃষ্ণে গোপিকাদের আর সে অনুরাগ হইল না, অতএব এ ভাব আর কে বুঝিতে পারে ॥৮॥

শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণাদিরূপে অন্যাকার হইলে গোপিকাগণের তাহাতে সে অনুরাগ হয় না, ইতিভাব। "ইহা বিনু—" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৮॥

গোপী ভাবের সর্ব্বাধিক অচিন্ত্য প্রভাব দেখাইয়া রাধাভাবের ততোধিক অচিন্ত্য প্রভাব দেখাইতেছেন "বসন্ত" ইত্যাদি "রাধার" ইত্যন্ত। শ্রীরাধাসহ নিভৃত বিলাসার্থ তাহাকে সঙ্কেত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হয়েন, ইত্যর্থ। এ প্রকরণের অভিপ্রায় এই যে, গোপীভাব শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিভুজ করিতে না পারায় রাধাভাব তাহা করায় তদ্ভাবের (রাধাভাবের) ততোধিক অচিন্ত্য প্রভাব ইতি ॥২৭৫॥

নিভৃত, নির্জন। বাট, পথ অর্থাৎ শ্রীরাধার আগমন পথ। ঠাট, [illegible] ॥ ২৭৬॥২৭৭॥ সাধ্বস, ভয়। গোপীগণ আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) প্রাপ্ত হইলে শ্রীরাধাসহ নির্জন বিলাস হইবে না, এই নিমিত্ত ভয় হইল, ইতিভাব ॥২৭৮॥ স্তব্ধ হৈয়া, প্রতিমাবৎ স্থির হইয়া ॥২৭৯॥

ইঁহো কৃষ্ণ নহে এই নারায়ণ মূর্ত্তি।
এত বলি গোপী করে ভকতি প্রণতি ॥২৮০॥
নমো নারায়ণ দেব করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণ সঙ্গ দেহ মোর খণ্ডহ বিষাদ ॥২৮১॥
এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ।
হেন কালে রাধা আসি দিল দরশন ॥২৮২॥
রাধা দেখি কৃষ্ণ তাঁরে হাস্য করিতে।
সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি চাহেন রাখিতে ॥২৮৩॥
লুকাইল দুই হাত রাধার অগ্রেতে।
বহু যত্ন কৈল কৃষ্ণ নারিল রাখিতে ॥২৮৪॥
রাধার বিশুদ্ধ ভাব অচিন্ত্য প্রভাব।
যে কৃষ্ণের করাইল দ্বিভুজ স্বভাব ॥২৮৫॥

তথাহি উজ্জ্বল নীলমণৌ নায়িকাভেদে ৬ অঙ্কে ;—

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয়বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষিগণৈ
দৃষ্টং গোপয়িতুং স্ব মুদ্ধরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা ॥৯॥

ভকতি, ভক্তি ॥২৮০॥—॥২৮২॥

"রাধা" ইতি। গোপীগণভাব শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিভুজ করাইতে পারিল না, কিন্তু শ্রীরাধাভাব তাহা করিল, অতএব শ্রীরাধাভাবের ততোধিক অচিন্ত্য প্রভাব ইতিভাব ॥২৮৩॥—॥২৮৫॥

সেই ব্রজেশ্বরী ইহাঁ শচীদেবীমাতা।
সেই ব্রজেশ্বর ইহাঁ জগন্নাথ পিতা ॥২৮৬॥
সেই নন্দসুত ইহাঁ চৈতন্য গোসাঞি।
সেই বলদেব ইহাঁ নিত্যানন্দ ভাই ॥২৮৭॥
বাৎসল্য দাস্য সখ্য তিন ভাব যায়।
সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য সহায় ॥২৮৮॥

তত্র ঐতিহ্যপ্রমাণমাহ রাসেতি। যা চতুর্ব্বাহুতা। ইতি লোচন রোচনী ॥৯॥

রাসারম্ভবিধৌ কুঞ্জে নিলীয় বসতা হরিণা মৃগাক্ষিগণৈঃ দৃষ্টং স্বং (আত্মানং) গোপয়িতুং উদ্ধরধিয়া উৎকৃষ্ট বুদ্ধ্যা যা (চতুর্ব্বাহুতা) সুষ্ঠু সন্দর্শিতা, হন্ত (ভো) রাধায়াঃ প্রণয়স্য মহিমা (মাহাত্ম্যং এবম্ভূতং), যস্য (রাধাপ্রণয়স্য) শ্রিয়া (সম্পত্ত্যা) প্রভবিষ্ণুনা অপি হরিণা সা চতুর্ব্বাহুতা রক্ষিতুং শক্যা ন আসীৎ। ইত্যন্বয়ঃ ॥৯॥

রাসারম্ভে ঐ রাসকে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কোন কুঞ্জ মধ্যে গোপনভাবে বাস করিতেছেন, এমন সময়ে মৃগনয়নী গোপিকাগণ তথায় আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলে তিনি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিতে নিজে গোপন হইবার বিবেচনা করিয়া সুন্দররূপে চতুর্ভুজত্ব প্রকাশ করেন, কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য শ্রীরাধার এমনিই প্রেম-মহিমা, সর্ব্বসমর্থ শ্রীকৃষ্ণ যে প্রেম-মহিমার সম্পত্তি প্রভাবে সেই চতুর্ভুজত্ব রক্ষা করিতে পারেন নাই, অর্থাৎ গোপিকাদের অগ্রে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ রহিলেন কিন্তু শ্রীরাধার অগ্রে তিনি স্বরূপ দ্বিভুজ হইলেন, এইটী গোপীগণ-প্রেম হইতে শ্রীরাধা প্রেমের অচিন্ত্য প্রভাব ॥৯॥

"বসন্তকালে—" ইত্যাদি পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক ॥৯॥

"চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব—" এই ২৮৯ পয়ারে বলিয়াছেন যে, দাস্যাদি চতুর্ব্বিধ ভক্তের দাস্যাদি চতুর্ব্বিধ ভাব শ্রীচৈতন্য আস্বাদন করেন, তাহাতে শ্রীচৈতন্য পার্ষদের কাহার কোন ভাব, এইটী বিশদ করিয়া বলিতেছেন "সেই" ইত্যাদি

প্রেমভক্তি দিয়া তিহোঁ ভাসাল জগতে।
তাঁর চরিত্র বিচিত্র লোক না পারে বুঝিতে ॥২৮৯॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি ভক্ত অবতার।
কৃষ্ণ অবতারি কৈল ভক্তির প্রচার ॥২৯০॥
সখ্য দাস্য দুই ভাব সহজ তাঁহার।
কভু প্রভু করে তাঁরে গুরু ব্যবহার ॥২৯১॥
শ্রীবাসাদি যত যত মহাভক্তগণ।
নিজ নিজ ভাবে করে চৈতন্য সেবন ॥২৯২॥

"পণ্ডিত" ইত্যন্ত। শ্রীশচী ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের শ্রীচৈতন্য প্রতি বাৎসল্য ভাব যেহেতু তাঁহারা সেই শ্রীযশোদা ও শ্রীনন্দ ॥২৮৬॥

শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচৈতন্য প্রতি বাৎসল্য দাস্য ও সখ্য এই তিন ভাব, যেহেতু তিনি সেই বলদেব ॥২৮৭॥—॥২৮৯॥

শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীচৈতন্য প্রতি সখ্য ও দাস্য এই দুইটী তাঁহার সাহজিক ভাব, কিন্তু শ্রীচৈতন্য তাঁহার সহিত কখন গুরু ব্যবহার করেন, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে কখন গুরুবৎ মানিলেও তাঁহার উক্ত দুই ভাব, যেহেতু তিনি ভক্তাবতার ॥২৯০॥২৯১॥

শ্রীবাসাদি ভক্তগণের শ্রীচৈতন্য প্রতি নিজ নিজ ভাব অর্থাৎ দাস্যাদিভাব। পণ্ডিত, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শ্রীচৈতন্য প্রতি মাধুর্য্য ভাব। এখানে শ্রীগদাধরাদি পদ সাহচর্য্যে কৃষ্ণ বলিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জানিবেন। উক্ত চতুর্ব্বিধ ভাব আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উক্ত চতুর্ব্বিধ ভক্তের বশ হয়েন।

তথাহি মধ্যের ২ পরিচ্ছেদে ;—

গোসাঞির বাৎসল্যমুখ্য রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্য রস।
গদাধর জগদানন্দ, স্বরূপ মুখ্য রসানন্দ,
এই চারি ভাবে প্রভু বশ ॥

পণ্ডিত গোসাঞি আদি যার ই রস।
সেই সেই রসে কৃষ্ণ হয় তাঁর বশ ॥২৯৩॥
তিঁহো শ্যাম বংশীমুখ গোপাল বিলাসী।
ইহোঁ গৌর কভু দ্বিজ কভুত সন্ন্যাসী ॥২৯৪॥
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে প্রাণনাথ করি ॥২৯৫॥

বিজাতীয়ধর্ম্মবতি শ্রীচৈতন্যে কথং কৃষ্ণত্বমিতি সন্দিহান মনুষ্য সমাদধাতি তিঁহো ইতি ॥২৯৪॥

গোপীভাবোঽত্র গোপীত্বং অন্যথা "সেই গোপী" ইতি পরবাক্যেন বিরোধঃ স্যাৎ ॥২৯৫॥

মুখ্যরসানন্দ, মাধুর্য্যরসানন্দ, ইত্যর্থ। মধুর রসানন্দের ভাব মাত্র গ্রহণ করিতেন, ইতিভাব ॥২৯২॥২৯৩॥

শ্রীচৈতন্যে আশ্রয় জাতীয় ধর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তভাব, আর শ্রীকৃষ্ণে বিষয় জাতীয় ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রভুভাব, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যে শ্রীকৃষ্ণত্ব আর কিরূপে থাকে? এই সন্দেহ সমাধান করিতেছেন "তিহোঁ" ইতি। সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ ইত্যাদি, আর এই শ্রীচৈতন্য গৌরবর্ণ ইত্যাদি, অর্থাৎ তত্র তত্র ভাব মাত্র প্রভেদ কিন্তু স্বরূপতঃ সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য ॥২৯৪॥

"গোপীভাব যাতে প্রভু—"এই ২৭১ পয়ার এর বাক্যকে বিশদ করিতেছেন, "অতএব" ইতি। এখানে গোপীভাব বলিতে গোপীত্ব অর্থাৎ রাধিকাত্ব, নচেৎ "সেই গোপী—" এই পরবাক্যের সহিত বিরোধ হয়।

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ—" এই প্রথমোক্ত প্রমাণে শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ে এক হইয়া শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েন, কিন্তু স্বমাধুর্য্যাদ্যাস্বাদনে শ্রীরাধিকাত্বেরই প্রাধান্য, অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আপনাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) প্রাণনাথ বলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাধিকাত্বরূপে স্বমাধুর্য্যাদি আস্বাদন করেন ॥২৯৫॥

সেই কৃষ্ণ সেই গোপী পরম বিরোধ।
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদু র্বোধ ॥২৯৬॥
ইথি তর্ক করি কেহ না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এইমত হয় ॥২৯৭॥
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য বিহার।
চিত্রভাব চিত্রগুণ চিত্র ব্যবহার ॥২৯৮॥
তর্ক করি নাঞি মানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে পচে তার নাহিক নিস্তার ॥২৯৯॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে পঞ্চমলহর্য্যাং
৫১ অঙ্কধৃতো দ্যমপর্ব্ব বচনং ;—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণমিতি ॥ ॥

সঃ নন্দনন্দনঃ শ্যামরূপঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যঃ সা প্রসিদ্ধা গোপী শ্রীরাধাপি শ্রীচৈতন্য ইতি বিরোধঃ ॥২৯৬॥

অচিন্ত্যাঃ অচিন্ত্যনীয়া খলু নিশ্চিতং যে ভাবাঃ তর্কেণ তর্কশ ন তান্ ভাবান্ ন যোজয়েৎ যোজনাং ন কুর্য্যাৎ। যৎ প্রকৃতিভ্যঃ প্রকৃতিবিকারেভ্যঃ পরং ভিন্নং তৎ অচিন্ত্যস্য লক্ষণং স্যাৎ। ইতি চং ॥১০॥

যে ভাবাঃ অচিন্ত্যাঃ, খলু তান্ (অচিন্ত্য ভাবান্) তর্কেণ ন যোজয়েৎ। যৎ চ প্রকৃতিভ্যঃ (প্রকৃতি বিকারেভ্যঃ) পরং (ভিন্ন) তৎ অচিন্ত্যস্য লক্ষণং। ইত্যন্বয়ঃ ॥১০॥

"সেই" ইতি। সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য এবং সেই শ্রীরাধাই শ্রীচৈতন্য, এইটী বিরোধ হয়। ইহার সমাধান অচিন্ত্যশক্তি অর্থাৎ অচিন্ত্য-শক্তিতে উহার সমাধান হওয়াতে কোন বিরোধ হয় না ॥২৯৬॥

অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস।
সেই জন যায় কৃষ্ণচৈতন্যের পাশ ॥৩০০॥
প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার।
ইহা যে শুনয়ে শুদ্ধ ভক্তি হয় তার ॥৩০১॥
লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ।
তবে সে গ্রন্থের অর্থে পাইয়ে আস্বাদ ॥৩০২॥
দেখিতেছি ভাগবতে ব্যাসের আচার।
কথা কহি অনুবাদ করে বার বার ॥৩০৩॥
অতএব আদিলীলার পরিচ্ছেদ গণন।
প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ ॥৩০৪॥

ইথি, ইহাতে অর্থাৎ সেই কৃষ্ণ সেই গোপী ইহাতে। তর্কের অবিষয়ীভূত বস্তুতে তর্কই হইতে পারে না, ইত্যর্থ ॥২৯৭॥—॥২৯৯॥

অচিন্ত্য যে সকল পদার্থ তাহাতে তর্ক করিবে না, কেননা চিন্তার অবিষয়ীভূত বস্তুতে তর্ক হয় না। প্রাকৃত বিকার ধূম বহ্নি ও পর্বতাদি হইতে যাহা ভিন্ন, সেইটী অচিন্ত্যের লক্ষণ অর্থাৎ তাহাকে অচিন্ত্য বলে ॥১০॥

অচিন্ত্য পদার্থে অনুমিতি হেতু ব্যাপ্তি জ্ঞান না হওয়াতে তাহাতে তর্ক করিবে না। "ইথি তর্ক—" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥১০॥

পাশ, নিকট ॥৩০০॥ প্রসঙ্গে, শ্রীচৈতন্যলীলাপ্রসঙ্গে ॥৩০১॥ অনুবাদ, পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের সংক্ষেপে পুনঃ কথন ॥৩০২॥

অনুবাদ করিবার আবশ্যকে অথবা পুনরুক্ত দোষ নিবারণ জন্য তাহাতে সদাচার প্রমাণ দেখাইতেছেন "দেখিতেছি" ইতি "কথা কহি" শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধাদিতে শ্রীপরীক্ষিতোপাখ্যানাদি কথা কহিয়া তাহার ১২ স্কং প্রতিসংক্রমণ নাম ১২ অধ্যায়ে অনুবাদ করেন ॥৩০৩॥

অতএব, ব্যাসের আচার থাকা হেতু ॥৩০৪॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্যতত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৩০৫॥
তৃতীয় পরিচ্ছেদে সামান্য জন্মের কথন।
যুগ ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম প্রেম প্রচারণ ॥৩০৬॥
চতুর্থে কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন।
স্বমাধুর্য্য প্রেমানন্দ রস আস্বাদন ॥৩০৭॥
পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্বের কথন।
রাম নিত্যানন্দ হৈলা রোহিণীনন্দন ॥৩০৮॥
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত তত্ত্বের বিচার।
অদ্বৈতাচার্য্য মহাবিষ্ণু অবতার ॥৩০৯॥
সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চ তত্ত্বের আখ্যান।
পঞ্চ তত্ত্ব মিলি যৈছে কৈল প্রেমদান ॥৩১০॥
অষ্টমে চৈতন্যলীলা বর্ণন কারণ।
এক কৃষ্ণনামের ম িমা কথন ॥৩১১॥
নবমে ভক্তিকল্পবৃক্ষের বিবরণ।
শ্রীচৈতন্য মালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ ॥৩১২॥
দশমে মূল স্কন্ধের শাখাদি গণিল।
সব শা াগণ যৈছে ফল বিলাইল ॥৩১৩॥

যিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ িনিই শ্রীচৈতন্য, এইটি তাঁহার তত্ত্ব ॥৩০৫॥—॥৩০৭॥ পঞ্চমে, পঞ্চম পরিচ্ছেদে। পরিচ্ছেদের উল্লেখ না থাকিলে তাহা যোগ করিয়া লইবেন ॥৩০৮॥—॥৩১৭॥

একাদশে নিত্যানন্দ শাখার স্কন্ধ গণন।
দ্বাদশে অদ্বৈত স্কন্ধের শাখার কথন ॥৩১৪॥
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্মবিবরণ।
কৃষ্ণনাম সহিত যৈছে চৈতন্য জনম ॥৩১৫॥
চতুর্দ্দশে বাল্যলীলা কিছু বিবরণ।
পঞ্চদশে পৌগণ্ডলীলা সংক্ষেপে কথন ॥৩১৬॥
ষোড়শ পরিচ্ছেদে কৈশোরলীলার উদ্দেশ।
সপ্তদশে যৌবনলীলার কহিল বিশেষ ॥৩১৭॥
এই সপ্তদশে লীলার প্রকার প্রবন্ধ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে মুখ্যগ্রন্থবন্ধ ॥৩১৮॥
পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ রসের চরিত।
সংক্ষেপে কহিল অতি না কৈল বিস্তৃত ॥৩১৯॥
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিলা নিত্যানন্দ আজ্ঞাবলে ॥৩২০॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অদ্ভুত অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব শেষ যার নাহি পায় অন্ত ॥৩২১॥

প্রবন্ধ, পূর্ব্বাপর সঙ্গতি বা রচনা। দ্বাদশ প্রবন্ধ, প্রথমাদি দ্বাদশ পরিচ্ছেদে মঙ্গলাচারণাদি দ্বাদশ প্রবন্ধ, ইহা "প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল—" ৩০৪ ইত্যাদি পয়ারে দ্রষ্টব্য। "মুখ্যগ্রন্থবন্ধ" স্থানে "গ্রন্থ মুখবন্ধ" এই পাঠ সঙ্গত ॥৩১৮

পঞ্চ প্রবন্ধে, ত্রয়োদশাদি পাঁচ পরিচ্ছেদে। পঞ্চ রসের, শ্রীচৈতন্যের জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবন এই পঞ্চলীলা। "ত্রয়োদশে—" ৩১৫ ইত্যাদি পয়ারে দ্রষ্টব্য ॥৩১৯॥—॥৩২১॥

যেই যেই অংশ কহে শুনে সেই ধন্য।
অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥৩২২॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য।
শ্রীনিবাস গদাধর আদি ভক্ত বর্য্য ॥৩২৩॥
যত যত ভক্তবৃন্দ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হৈয়া শিরে ধরোঁ সবার চরণে ॥৩২৪॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ দুই শ্রীজীবচরণ ॥৩২৫॥
শ্রীল গোপাল ভট্ট পদ করি আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৩২৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবনলীলা সূত্র বর্ণনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥১৭॥

ইতি সূত্ররূপ আদিলীলা সমাপ্ত ॥

"যেই" ইতি। এই সপ্তদশ পরিচ্ছেদের সমস্ত অংশ নাই হউক, যে জন ইহার যে কোন অংশকে কথন কি শ্রবণ করে, সেই ধন্য, ইত্যর্থ ॥৩২২॥৩২৩॥

"যত যত" ইতি। শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীহরিদাসাদি বৈষ্ণবের আজ্ঞানুক্রমে, এই গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন বলিয়া বিশেষ করিয়া তাহাদের চরণ মস্তকে ধারণ করেন ॥৩২৪॥ ভট্ট রঘুনাথ ও দাস রঘুনাথ এই দুই ॥৩২৫॥৩২৬॥

ইতি আদি-সুধাসকারিণী নাম ব্যাখ্যা সপ্তদশ ॥১৭॥

